হোমিওপ্যাথিক
প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন

অজস্র মেডিক্যাল গ্রন্থ প্রণেতা

ডাঃ এস. এন. পাণ্ডে

বি এস-সি, এম বি. বি. এস.
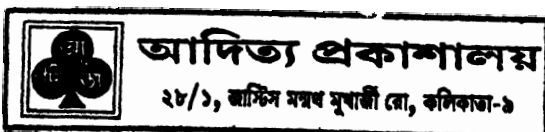
ভূমিকা

আজকে সারা বিশ্বে স্বীকৃত একটি উচ্চমানের চিকিৎসা পদ্ধতি হলো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি।

এই চিকিৎসা পদ্ধতির ক্রিয়া হয় দেহের অত্যন্ত গভীরে—টিস্যু এবং দেহকোষের

দ্বিতীয় অধ্যায়

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ

Medicine of Homoeopathy

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কাকে বলে ? যা একাধারে সুস্থকে অসুস্থ এবং অসুস্থকে সুস্থ করতে পারে, তাকেই বলা হয় হোমিওপ্যাথিক ঔষধ। যেমন আর্সেনিক, কুইনিন, গন্ধক (সালফার), পারদ, অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা প্রভৃতি।

কিভাবে ঔষধ সংরক্ষিত হয়

বিচূর্ণ বা ট্রাইটুরেশন এবং অরিষ্ট বা টিংচার—এই দুই ভাগে ঔষধ সংরক্ষিত হয়।

বিচুর্ণ লোহাদি কঠিন পদার্থ সহজে দ্রব হয় না। তাই এদের সুগার অফ্ মিল্ক সহ সূক্ষ্ম রূপে চূর্ণ বা ট্রাইটুরেট্ করা হয়।

অরিষ্ট—গাছ গাছড়ার রস অ্যালকোহলে মিশ্রিত করে রাখলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই নির্যাসে মূল দ্রব্যের সব গুণ বর্তমান থাকে বলে একে মূল অরিষ্ট বা Mother Tincture বলে। মাদার টিংচারের সংকেতিক চিহ্ন হলো 'θ'—যেমন বেলেডোনা θ বলতে বোঝায়, বেলেডোনা মাদার টিংচার। এর শক্তি $\frac{1}{10}$ বা 1x ধরা হয়।

ক্রম বা পোটেন্সী প্রস্তুত

মূল ঔষধ বা মূল অরিষ্ট সুগার অফ মিল্ক অথবা অ্যালকোহলে মিশিয়ে সূক্ষ্ম বা সূক্ষ্মতর অংশে বিভাজিত করে যে ঔষধ তৈরী হয় তাকেই ক্রম বা পোটেন্সী বলে। 1 ভাগ মূল ঔষধের সঙ্গে 9 ভাগ দুগ্ধ শর্করা বা 9 ভাগ অ্যালকোহল মিশিয়ে প্রথম দশমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। এক ভাগ মূল ঔষধ 99 ভাগ সুগার অফ্ মিল্ক বা অ্যালকোহলে মিশিয়ে **প্রথম শততমিক ক্রম** প্রস্তুত হয়। এইভাবে ঔষধকে যত বিভাজিত করা যায়, ততই তার ক্রম বা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

কিভাবে ঔষধ রাখতে হয়

1) শুকনো এবং পরিষ্কার স্থানে ঔষধের বাক্স রাখা সব সময় কর্তব্য।

2) কর্পূর, সেণ্ট বা সুগন্ধ, আতর অথবা কোন তীব্র গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্যের কাছে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রাখা উচিত নয়।

3) রৌদ্র, ধূলিকণা ধোঁয়া যেন ঔষধে না লাগে।

4) ঔষধের শিশির মুখের ছিপি ভালভাবে এঁটে রাখতে হবে। ছিপিতে ছিদ্র থাকবে না।

5) ঔষধের শিশিগুলি কৌটা বা বাক্স ছাড়া খোলাভাবে রাখা উচিত নয়।

উচ্চ শক্তির ঔষধের সাংকেতিক চিহ্ন

শক্তি		সাংকেতিক চিহ্ন
100	...	C (সি)
500	...	D (ডি)
1000	..	M (এম্)
100,000		C. M. (সি. এম্)
500,000	.	D. M. (ডি. এম্)
10,00,000	...	M. M. (এম্ এম্)

ঔষধের মাত্রা (এক মাত্রার পরিমাণ)

টিংচার

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি	এক আউন্স জলে এক ফোঁটা।
6-12 বছর বালক	আধ আউন্স জলে আধ ফোটা।
6 এর নিম্ন বয়স্ক	সিকি আউন্স জলে সিকি ফোঁটা।

বিচূর্ণ

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি	এক গ্রেণ বিচূর্ণ।
6-12 বছর বালক	আধ গ্রেণ বিচূর্ণ।
6-এর নিম্ন বয়স্ক	সিকি গ্রেণ বিচূর্ণ।

গ্লোবিউল

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি	4টি গ্লোবিউল।
6-12 বছর বালক	2টি গ্লোবিউল।
6-এর নিম্ন বয়স্ক	1টি গ্লোবিউল।

ট্যাবলেট (বায়োকেমিক বেশি হয়)

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি	2টি ট্যাবলেট।
6-12 বছরের বালক	1টি ট্যাবলেট।
6-এর নিম্ন বয়স্ক	অর্ধেক ট্যাবলেট।

ঔষধ প্রয়োগ প্রণালী

বিচূর্ণ বা বড়ি বা ট্যাবলেট মুখে ফেলে দিলেই কাজ ভালভাবে হয়।

অরিষ্ট পরিষ্কার (Distilled) জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। এই রকম জল না পাওয়া গেলে ফুটিয়ে ছেঁকে নিয়ে ঠাণ্ডা করে ব্যবহার করা হয়।

শিশির মুখের ছিপি অগ্রভাগে লাগিয়ে ফোটা ফেলা হয়। ফোটা ফেলা যন্ত্র দ্বারাও (Dropper) ফোটা ফেলা হয়। কিন্তু ঔষধ ঢালার পর প্রত্যেকবার যন্ত্রটি গরম জলে ধুয়ে নিতে হবে। এক ঔষধের ছিপি যেন অন্য ঔষধের শিশিতে লাগানো না হয়।

ঔষধ খাবার পাত্র যেন কাচের, পাথরের অথবা চিনামাটির তৈরী হয়। প্রতিবার ঔষধ খাবার সময় পাত্রটি ভালভাবে ধুয়ে নিতে হবে।

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ

বাহ্য প্রয়োগের জন্য সব সময় ঔষধের মাদার টিংচার ব্যবহার করা হয়।

মাদার টিংচার জলে গুলে বা নারকেল তেল অথবা ভেসলিন সহ প্রয়োগ করা হয়।

সব সময় কি ধরনের বাহ্যিক অসুস্থতা বা ক্ষত তা জেনে সেই অনুযায়ী বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

কতকগুলি বাহ্য প্রয়োগের ঔষধের তালিকা এখানে দেওয়া হলো।

আর্ণিকা মণ্ট	ক্যালি পারমাঙ্গ
ব্যাডিয়াগা	ব্রায়োনিয়া
এসিড্ কার্বলিক	এমন্ কষ্টিক
এসিড্ ক্রাইসোফেনিক	প্ল্যান্টাগো
ইস্কিউলাস্	ফাইটোলাক্কা
ইউফ্রেসিয়া	রাসটক্স
এচিনেসিয়া	লিডাম
ক্যালেণ্ডুলা	হ্যামামেলিস্
ক্যান্থারিস্	হ্যাইড্রাস্টিস্
ক্যাপ্সিকাম	র‍্যাটান্‌হিয়া
কল্চিরিয়া	ভার্ব্যাস্কাম
ইউপেটোরিয়াম এরোমেটিক	রুটা
সিম্ফাইটাম্	গ্র্যাফাইটিস্
সিনেরেরিয়া	থুজা
আর্টিমিসিয়া	ব্যাল্সাম্ পেরু

বিশেষ কয়েকটি কথা :

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দুই বা তার অধিকএকসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। এমন কি প্রমুখ বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ দুটি ঔষধ (অর্থাৎ একটি ঔষধের পর অপর একটি) প্রয়োগেরও বিরোধী। প্রাতিদিন সকালবেলা খালি-পেটে ঔষধ সেবন খুব ভাল। বার-বার ঔষধ খেতে হলে খাওয়া, বা পান, তামাক,

আফিং ইত্যাদি খাওয়ার দু'এক ঘন্টা আগে বা পরে ঔষধ খাওয়া প্রযোজ্য। জ্বর থাকলে ঔষধ প্রযোজ্য, হিস্টিরিয়া তড়কা, মৃগী. সর্দিগর্মি, প্রভৃতি রোগের আক্রমণের সময়ে ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। স্ত্রীলোকের ঋতুকালে প্রথম তিনদিন অনেক সময় ঔষধ কার্যকর হয় না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ার সময়ে কোনও গরম কিছু খেতে পারবেন না। যেমন—লংকা, গরম মশলা, পিঁয়াজ, রসুন, হিং প্রভৃতি নিষেধ। অনেক সময় ব্যতিক্রম হতে পারে, যথা—পাণ্ডু রোগে বা রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে (High blood pressure) রসুন উপকারী।

শুধু ঔষধ খাওয়ালে রোগ ভাল হয় তা নয়, সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সেবা-শুশ্রূষা ও পথ্যাপথ্যের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ঃ

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ার সময় চিকিৎসার ন্যায় এইরকম অনেক কিছু উপায় অবলম্বন করতে হয়। যথা—ফোঁড়া হলে মসিনা বা তোকমা দিয়ে পাকান হয়, বিকারে, তীব্র শিরঃরোগে অবথা শরীরের কোনও স্থান থেকে রক্তস্রাব হতে থাকলে বরফ বা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ ; আমাশয় হলে ফ্লানেল দিয়ে পেট বেঁধে রাখা, বেশি জ্বরে মাথায় জল ঢালা এবং সারা দেহ স্পঞ্জ করা উচিত।

রোগ লক্ষণ ও ঔষধ সেবন ঃ

রোগ লক্ষণ বলতে কি বোঝায় ? স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেলে শরীর ও মনের বিকার হয়, সেই বিকারের নাম রোগ লক্ষণ Symptome)—যথা, গায়ের তাপবৃদ্ধি, নাড়ীর দ্রুতগতি, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, কোমরে বেদনা, পিপাসা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি জ্বর রোগের লক্ষণ। এর মধ্যে প্রথম তিনটিকে বাহ্য লক্ষণ (Objective symptoms) বলে, কেননা এগুলি বাইরে (অর্থাৎ রোগীর দেহে) দেখা যায়, শেষের তিনটি অন্তর লক্ষণ (Subjective Symptoms) কেন না এগুলি রোগী নিজে অনুভব করেন এবং রোগী না বললে এগুলি অন্য কেউ জানতে পারেন না।

ঔষধ লক্ষণ বলতে কি বোঝায় ?

সুস্থ দেহে কোনও ঔষধ খেলে ঐ ঔষধে শরীর ও মনের যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই লক্ষণকে ঐ ঔষধের লক্ষণ বলে। যথা—

সুস্থ দেহে অধিক মাত্রার অ্যাকোনাইটের চূর্ণ খেলে পিপাসা, নাড়ীর দ্রুতগতি, গাত্র শুষ্ক, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, প্রস্রাব লাল হওয়া ও ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয় বলে এগুলিকে অ্যাকোনাইটের মত লক্ষণ বলা হয়। ঔষধের লক্ষণ সমষ্টি আমাদের হোমিওপ্যাথিক ভেষজ লক্ষণ সংগ্রহ অংশে সবিস্তারে ও রিপোর্টারী অংশে সংক্ষেপে লেখা আছে।

ঔষধ নির্বাচন (Selection of Medicine)

কোনও রোগের লক্ষণ কোনও ঔষুধের লক্ষণের সঙ্গে মিললে, সেই ঔষধটি ঐ রোগের প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বলে বুঝতে হবে—যথা—প্রবল তৃষ্ণা, দ্রুত শরীর শুষ্ক প্রভৃতি প্রাদাহিক জ্বরের লক্ষণে পূর্বোক্ত অ্যাকোনাইটের অধিকাংশ লক্ষণ সব মিলে, সেই জন্য এই প্রকার প্রাদাহিক জ্বরে অ্যাকোনাইট নির্বাচিত হয়। এই গ্রন্থোক্ত প্রত্যেক পীড়ার চিকিৎসা প্রকরণে যেসব ঔষধের উল্লেখ আছে তার সমস্তই প্রায় সুনিশ্চিত ভাবে—ফলদায়ক হয়ে থাকে। কারণ সুনির্বাচিত ঔষধ রোগীদের আশু ফলপ্রদ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুস্থদেহে পরীক্ষিত হয়ে ভেষজ লক্ষণ সংগ্রহ, ভেষজ তত্ত্ব বা মেটেরিয়া মেডিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরীক্ষিত লক্ষণের সমষ্টি, পীড়িতের রোগ লক্ষণ সমষ্টিসহ মিলিয়ে ঔষধ নির্বাচন করলে, তা প্রকৃত হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ ব্যবস্থা হলো বলা যায়। কিন্তু স্থল বিশেষে এইরূপ সম্যক্ সাদৃশ্য নিরূপণ করা ব্যস্ত চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যে অবস্থায় যে ঔষধের বিশেষ লক্ষণসহ কোন রোগের বিশেষ লক্ষণের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, সেই ঔষধ প্রয়োগে অনেক সুফল পাওয়া যায়। যথা, কোন শিশু সদাই নাক চুলকাত ও বালিশে নাক রগড়াত এবং তার মাতার কাঁধে নাক প্রায়ই ঘষত (ক্রিমি ছিল কিনা জানা যায় নাই)। এই বিশেষ লক্ষণ মাত্র দেখে "সিনা" প্রয়োগে শিশু নিরাময় হল। একজন চিকিৎসক বহু ঔষধ প্রয়োগেও একজন রোগীনীর বেদনার কিছুমাত্র উপশম করতে না পেরে স্ত্রী চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত ডাঃ গ্যারেন্সিকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করেন। গ্যারেন্সি রোগীণীর ভক্তিভাব ও অনবরত কথা বলা দর্শনে স্ট্র্যামোনিয়াম ব্যবস্থা করা মাত্র সে ত্বরায় রোগমুক্ত হলো। বলা বাহুল্য, মাত্র দুই একটি বিশেষ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রেখে ঔষধ প্রয়োগে সময় সময় আশাতীত ফললাভ হলেও, ওটা পূর্ণ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নয়, লক্ষণ সব মিলিয়ে ঔষধ নির্বাচন করাই হ্যানিম্যানোক্ত প্রকৃত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।

কিরূপে রোগ লক্ষণ জানতে হয় ?—রোগীর কাছে বসে প্রথমে,

(1) অন্তর্লক্ষণগুলি যথা—শীতবোধ, মাথাঘোরা, পা কামড়ানো, তিক্তস্বাদ, বুকজ্বালা, ভয়, উদ্বেগ ইত্যাদি।

(2) রোগের কারণতত্ত্ব, যথা—ঠান্ডা লাগা, বৃষ্টিতে ভেজা, গুরুপাক দ্রব্য আহার, ভারী জিনিস তোলা ইত্যাদি।

(3) কোন সময়ে বা কোন কোন অবস্থায় রোগের হ্রাস বৃদ্ধি হয় যথা—

প্রাতঃকালে বৃদ্ধি, রাত্রি এগারোটার সময়ে হ্রাস, গা টিপলে আরাম বোধ, নড়ে চড়ে বেড়ালে যাতনা বৃদ্ধি, বাঁ পাশে চেপে শুলে শান্তি প্রভৃতি বিষয়ে জেনে নিতে হবে।

(4) বাহ্য লক্ষণগুলি, যথা—শরীরের উষ্ণতা, নাড়ী, জিহ্বা, চর্ম, বক্ষস্থল, মলমূত্র প্রভৃতি পরীক্ষার দ্বারা চিকিৎসক নিজে স্থির করে নেবেন। এবং অবশেষে (5) রোগীর বর্তমান ও পূর্বাবস্থা যথা—বিষয় কর্ম, ধাতু, কৌলিক পীড়াদি ও (6) রোগের বিশেষ লক্ষণগুলি, যথা—প্রবল জ্বরে অত্যন্ত গাত্রতাপ সত্ত্বেও আদৌ তৃষ্ণা না থাকা বা কোন পীড়ায় শিশুর সদাই নাক চুলকান প্রভৃতি উপসর্গ (অসাধারণ) জানা আবশ্যক।

Nash's How to take the case Dr—Yingling's Suggestion to the patient এবং এই গ্রন্থের রোগ লক্ষণ লিখবার সঙ্কেত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থে রোগ চিকিৎসাকালে যে ঔষধের উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য তাদের প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি মাত্র প্রদত্ত হয়েছে। ওর অতিরিক্ত লক্ষণাদি জানবার জন্য সঙ্গে কোন একখানি উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক মেটেরিয়া মেডিকা অর্থাৎ ভেষজ লক্ষণ সংগ্রহের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন। আর কোনও কোনও রোগে কয়েকটি প্রধান ঔষধের লক্ষণাদির বর্ণনার পর কতকগুলি ঔষধের নাম মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে তাদের কোনও লক্ষণ লেখা হয়নি। কাজেই বুঝতে হবে যে ঔষধগুলি ব্যস্ত চিকিৎসকের সুবিধার জন্য। বলা বাহুল্য, উদাহরণের লক্ষণ জানতে হলেও ভেষজ লক্ষণ সংগ্রহ অর্থাৎ মেটেরিয়া মেডিকা গ্রন্থ দেখতে হবে।

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া অংশ এই গ্রন্থের শেষ দিকে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

রোগীর পরীক্ষা (Clinical Examination)

রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষা না করে ঔষধ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এইবার রোগী পরীক্ষা কিভাবে করতে হবে তার বিবরণ বলা হচ্ছে।

রোগী পরীক্ষার আগে রোগীর বিষয়ে যে সব নোট করতে হবে, তা হলো—

(1) রোগীর নাম।

(2) সেক্স—রোগী পুরুষ বা নারী।

(3) বয়স—রোগীর বয়স কত।

(4) জাতি—ভারতীয়, এ্যাংলো, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, জার্মানী ইত্যাদি।

(5) রোগীর বিভিন্ন অভ্যাস।

(6) পুরানো ইতিহাস কি কি পাওয়া যায়।

তারপর রোগীর নানা ধরনের পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়।

(1) রোগীর কাছে বসে প্রথমে তার বাহ্যিক লক্ষণগুলি (Signs) দেখতে হবে। শরীরের উষ্ণতা, নাড়ির গতি, জিহ্বা, চর্মের অবস্থা, চোখ-মুখের অবস্থা, বক্ষ স্পন্দন প্রভৃতি দেখতে হবে।

(2) তারপর রোগীর অন্তর্লক্ষণ Symptoms কি কি হচ্ছে, তা দেখতে হবে। এইসব অন্তর্লক্ষণ রোগী নিজ মুখেই বলবে কি কি হচ্ছে, তা দেখতে হবে। যেমন—মাথা ঘোরা কোমরে ব্যথা, বুকে পেটে জ্বালা বা যন্ত্রণা, মুখে বিস্বাদ ইত্যাদি।

(3) কি কি কারণে রোগ শুরু হলো তা জানার চেষ্টা করতে হবে। যেমন ঠাণ্ডা লাগা, বেশি ভোজন, শ্রম ইত্যাদি।

(4) এই রোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আগের দেওয়া ঔষধ, ইন্‌জেকশন প্রভৃতির History জানা কর্তব্য। তাহলে অনেক সময় রোগের বিবরণ পাওয়া যায় ও রোগ নির্ণয় সুবিধা হয়।

(5) কোনও বিশেষ লক্ষণ থাকলে তা জানা একান্ত প্রয়োজন।

(6) রোগ কখন বাড়ে বা কমে, দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে জ্বরের জন্য চার্ট (Chart) করতে হবে।

(7) কতদিন পরে রোগ বাড়ে বা কমে কিংবা রোগটি অনেকদিন ধরে হলে তার বাড়া কমার ইতিহাস জানতে হবে।

এবারে রোগীর বাহ্য অন্য সব পরীক্ষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

শরীরের তাপ :

ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার দিয়ে রোগীর দেহের তাপ নির্ণয় করা হয়। এতে 85° ডিগ্রি ফারেনহাইট—110° ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপাঙ্ক মার্ক বা দাগ কাটা থাকে।

সাধারণ অবস্থার তাপ থেকে বগলের নীচে—97·4° ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং জিহ্বার নিচে থাকে 98·° ডিগ্রী ফারেনহাইট।

বালক ও বালিকাদের তাপ যুবকদের থেকে অনেকটা বেশি। আবার 40 বছর পার হয়ে গেলে দেহের তাপ কমে যায়।

শরীরের তাপ 2-3 ডিগ্রী বেশি হলে তা নিশ্চিত জ্বর বোঝায়। ম্যালেরিয়া, সেপটিক জ্বর, মেনিনজাইটিস প্রভৃতি রোগে দেহের তাপ 105° ডিগ্রী অবধি ওঠে। তবে 103°-104° ডিগ্রী জ্বর হলে তা বেশ জ্বর বুঝতে হবে।

টাইফয়েডে 105° ডিগ্রী ভয়াবহ জ্বর—ম্যালেরিয়াতে তা ভয়াবহ নয়। 96° ডিগ্রীর নীচে নামলে তা Collapse বা মরণের ভয় বা আশঙ্কা বোঝায়।

এরকম হলে সব সময় সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন—তখন নানাভাবে তাপ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে। থার্মোমিটার 2-3 মিনিট লাগিয়ে রাখা কর্তব্য।

স্বাভাবিক তাপ	ফারেনহাইট	সেণ্টিগ্রেড
জিহ্বার নিচে	98·4°	36 9°
বগলে	97·4°	36·3°
রেক্টামে	99·4°	37·4°

শ্বাস-প্রশ্বাস :

বুকের রোগ, জ্বর প্রভৃতি হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়। সুস্থ শরীরেও প্রতি মিনিটে শ্বাসপ্রশ্বাসের সংখ্যা বয়স অনুযায়ী কম বা বেশি হতে পারে।

1	বৎসর	পর্যন্ত মিনিটে	30—35 বার।
1—2	,,	,, ,,	25—35 বার।
8—5	,,	,, ,,	20—25 বার।
6—15	,,	,, ,,	20—22 বার।
16—40	,,	,, ,,	18—20 বার।
50	,,	বা তার উর্ধ্বে	16—18 বার।

ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাস শুভ লক্ষণ। ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস অশুভ লক্ষণ। নিউমোনিয়া, হাঁপানি প্রভৃতি রোগে শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন ঘন হতে পারে। হাঁপানিতে দমবন্ধ ভাব থাকে। দেহের তাপ বৃদ্ধি হলে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়।

নাড়ি-শ্বাস সম্পর্ক (Pulse Respiration Ratio) :

সাধারণ ক্ষেত্রে নাড়ীর ও শ্বাসের গতির সম্পর্ক বা রেসিও হলো 4 : 1, অর্থাৎ

নাড়ির 4 বার স্পন্দনের মধ্যে 1 বার করে শ্বাস-প্রশ্বাস হবে। নাড়ি 72 বার স্পন্দিত হলে শ্বাস-প্রশ্বাস 18 বার, নাড়ি 80 হলে শ্বাস-প্রশ্বাস হবে 20, নাড়ি 100 হলে শ্বাস 25 বার। বুকের রোগে শ্বাসের গতি খুব বেড়ে যায়। তখন Ratio ঠিক আছে কিনা, তা দেখা অত্যাবশ্যক হয়। এক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়েও সুবিধা হয়।

জিহ্বা পরীক্ষা ঃ

রোগ পরীক্ষা করার সঙ্গে সঙ্গে এই জিহ্বা পরীক্ষার সম্পর্ক হলো অপরিসীম। সাধারণতঃ জিহ্বা হয় লালচে, সরস ও নির্মল। কিন্তু নানা কারণে জিহ্বার নানা পরিবর্তন ঘটে।

(1) জ্বর বা অতিরিক্ত স্নায়বিক দুর্বলতা হলে জিহ্বা শুকনো হয়।

(2) অতিরিক্ত রক্তবর্ণ জিহ্বা পাকস্থলির রোগ নির্দেশ করে।

(3) অতিরিক্ত ফ্যাকাশে জিহ্বা রক্তহীনতা বোঝায়।

(4) সাদা জিহ্বার উপর লাল রক্তের দাগ হলে তা Scarlet Fever নির্দেশ করে।

(5) জিহ্বার ভেতরটা শুকনো কিন্তু সামনের দিকটা ভেজা ভেজা হলে বুঝতে হবে যে রোগ উপশম হচ্ছে।

(6) জিহ্বার সাদা প্রলেপ পেটের রোগ ও কোষ্টবদ্ধতা বোঝায়।

(7) লেপাবৃত জিহ্বা কেবল বহিরাংশ (Margin) লালচে হলে তা টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড নির্দেশ করে।

(8) জিহ্বা হলুদ রঙের লেপাবৃত হলে, তা বোঝায় পিত্তসংক্রান্ত রোগ, পিত্ত নিঃসরণের অভাব, জণ্ডিস্, গলস্টোন, হেপাটাইটিস্ প্রভৃতি রোগ।

(9) জিহ্বা কালচে লেপাবৃত হলে, তা অত্যন্ত অশুভ ও লিভারের খুব বেশি গোলমাল বোঝায়।

(10) জিহ্বা শুকনো হলে তা দেহে জলের অভাব বা Dehydration নির্দেশ করে।

(11) কোনও রোগে জিহ্বা কালচে লোপাবৃত হলে তা অতীব অশুভ লক্ষণ নির্দেশ করে।

(12) জিহ্বা নাড়তে না পারা বা বের হয়ে একদিকে ঝুলে পড়ে থাকা মস্তিষ্কের দুর্বলতা বা অবশভাব বোঝায়।

(13) জিহ্বায় ঘা বা দাগ থাকলে তা পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়ার গোলমাল নির্দেশ করে। এরূপ হলে দেহে ভিটামিন বা উপযুক্ত খাদ্যাদির অভাব বুঝতে হবে।

(14) কালচে বা বেগুনী জিহ্বা ধমনীগুলিতে রক্ত অবরোধ বা Obstruction নির্দেশ করে।

(15) জিহ্বার প্রান্তভাগ ও অগ্রভাগ শুকনো থাকলে, তা পীতজ্বরের নির্দেশ করে। এখানে একটা কথা—জিহ্বার সংকেতগুলি সব সময় ঠিকমতো বুঝতে পারা সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

ধীরে ধীরে এটি অভ্যাস করতে হবে। তাই অন্যান্য সব ক্লিনিক্যাল লক্ষণাদি না দেখে শুধু জিহ্বা দেখে কিছু বলা যায় না।

মুখমণ্ডলের পরীক্ষা :

মুখমণ্ডল আর বদনমণ্ডল হলো শরীরের আয়নার মতো। তা দেখেও দেহের অবস্থা অনেকটা বুঝতে পারা যায়। প্রসন্ন বদন হলো দৈহিক সুস্থতার পরিচায়ক। যে কোন রোগ হলেই রোগীর মুখ হয় চিন্তাকুল ও সংকুচিত। জ্বর হলে মুখমণ্ডল আরক্ত হয়। মুখের মলিনতা ও বেশি বিকৃতি হলে, তা কোষ্টকাঠিন্য ও পেটের গোলমাল নির্দেশ করে।

হাসিখুশী থাকলে বা প্রফুল্ল বদন নির্দেশ করে রোগ ধীরে ধীরে কমে আসছে।

বক্ষ পরীক্ষা :

বক্ষস্থল পরীক্ষা করা হয় প্রধানতঃ তিনভাবে।

বুকের কোনও রোগ হয়েছে সন্দেহ হলেই বক্ষ পরীক্ষা করতে হবে। এটি করা হয় যে যে ভাবে, তা হলো—

(1) দর্শন বা Inspection।

(2) প্রতিঘাত বা Percussion।

(3) স্টেথিসকোপ দ্বারা পরীক্ষা বা Auscultation।

ফুসফুসের কোন কঠিন রোগ অর্থাৎ ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, হাঁপানি, সর্দি জমে থাকা প্রভৃতি নানা রোগের জন্য বক্ষ পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। তাছাড়া হৃৎপিণ্ডের কোন রোগ আছে কিনা, তা জানার জন্য বক্ষ পরীক্ষা করা প্রয়োজন হয়।

দর্শন (Observation)—রোগীকে স্থিরভাবে বসিয়ে তার বুকের অবস্থা মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে। বক্ষটি ঠিকমতো ওঠানামা করছে কিনা তা দেখতে হবে। তাছাড়া, হৃদপিণ্ডের কোনও রোগ আছে কিনা—তা জানবার জন্য বক্ষ পরীক্ষা করতে হবে।

দর্শন দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস মিনিটে কতবার হচ্ছে তাও নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

প্রতিঘাত (Precussion) :

বাঁ হাতের মধ্যমা আঙ্গুল রোগীর বুকের ওপর পেতে তার উপরে ডান হাতের মধ্যমা দ্বারা আঘাত করলে বুকে যে শব্দ হয় তা দেখতে হবে। যদি ধক ধক শব্দ

হয়, তাহলে বুঝতে হবে অবস্থা স্বাভাবিক। যদি ঢপ ঢপ শব্দ হয় তাহলে বুঝতে হবে অসুস্থতার নির্দেশ করছে। হাঁপানি রোগে বুকে বেশি বাতাস প্রবেশ করলে তখন ঢপ্ ঢপ্ শব্দ করতে থাকে, প্লুরিসিতে জল জমলে কিছু অংশে স্বাভাবিক শব্দ ও কিছু অংশে Dull Sound পাওয়া যায়।

স্টেথিসস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা (Auscultation): দুটি রবারের নলের উপর দুটি ধাতুর নল ও তার সঙ্গে দুটি কানে লাগাবার Ear-piece থাকে। নল দুটির সামনে থাকে একটি যন্ত্র। তার সঙ্গে পাতলা Diapharagm লাগানো থাকে। এতে অল্প শব্দ জোরে শোনা যায়। এই যন্ত্রটি বুকে লাগিয়ে এর সঙ্গে সংযুক্ত নলের উপরে লাগানো Ear piece দুটি কানে লাগালে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ও হৃদয়ের স্পন্দন সব শোনা যায়।

ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের শব্দ শোনা যায়। শ্লেষ্মা বেশি থাকলে ঘড় ঘড় শব্দ, প্লুরিসিতে খস্‌খস্ শব্দ শোনা যায়। এইসব শব্দ শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হলে তখন অনেক কিছুই সঠিক বুঝতে পারা এবং শব্দ শুনে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

হৃদপিন্ডের শব্দও স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তা বুঝতে পারা যায় এইভাবে অভ্যাস করলে।

যদি দুটি শব্দ লব্ ডাব্-এর বদলে অন্য তৃতীয় শব্দ শোনা যায়, তাহলে তা হার্টের রোগ নির্দেশ করে। নানা প্রকারের শব্দ অনুযায়ী রোগ নির্দেশ, পরে রোগ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল।

গায়ের চর্ম পরীক্ষা:

জ্বর হলে গা যেমন গরম হয়, তেমনি গায়ের চর্ম কর্কশ, শুকনো ও খস্‌খসে দেখায়। শরীরের তাপমাত্রা কমে গেলে ও চামড়া স্বাভাবিক হতে থাকলে তা ভাল লক্ষণ।

গায়ের চামড়া Jaundice রোগে হলুদ আভাযুক্ত হয়। রক্তশূন্য চর্ম ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

ঘাম (Sweat):

ঘাম হলো মানব শরীরের একটি স্বাভাবিক নিয়ম। দেহের ক্লেদ পদার্থ মল, মূত্র ও ঘামের মাধ্যমে দেহ থেকে বের হয়ে যায়।

সারা দেহে ঘাম না বের হয়ে যদি কোনও একস্থানে হয়, তা হলে তা স্নায়বিক দুর্বলতার নির্দেশ করে কিংবা সেই স্থানের প্রদাহ বোঝায়। দেহের অন্য অংশ না ঘেমে কেবল কপাল (Forehead) ঘামলে তাও অন্যভাব নির্দেশ করে থাকে। এতে প্রেসার, অতিরিক্ত চিন্তা, স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতি বোঝায়।

জ্বর ছাড়ার সময় ঘাম হলে রোগ কমে যাচ্ছে বুঝতে হবে। খুব বেশি ঘাম হচ্ছে কিন্তু জ্বর বা প্রদাহ কমছে না দেখলে বুঝতে হবে তা অশুভ লক্ষণ।

বেশি ঘেমে শরীর খুব দুর্বল যাতে না হয়, সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

হঠাৎ ঘাম বন্ধ হলে অনেক সময় তা অশুভ ভাব নির্দেশ করে থাকে।

বমি (Vomiting) :

পাকস্থলিতে উত্তেজক পদার্থ পড়লে, বেশি মদ্যপানে পাকস্থলির বা অন্ত্রের অসুখে বমি হয়। ফুসফুসের, জরায়ু প্রভৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতি হলেও বমি হতে পারে। গর্ভ সঞ্চারের প্রথম দিকে অনেক সময় সকালের দিকে বমি হয় বা পিত্তবমি হয়। শরীর বেশি দুর্বল হলে বা বেশি রক্তপাত হলেও বমি হয়। বমি একটি রোগ নয়, এটি একটি লক্ষণ মাত্র।

দেহের জলের অভাব বা Dehydration হলে, পাকস্থলি বা যকৃতের গোলমাল, ক্রিমি প্রভৃতি কারণে হিক্কা হয়ে থাকে।

মল (Stool) :

স্বাভাবিক মলের রং হয় হলদে। স্বাভাবিকভাবে রোজ একবার কি দুবার মলত্যাগ হয়ে থাকে।

(1) মল যদি মেটে রং বা পাঁশুটে রং অথবা কাদার মত হয়, তাহলে পিত্তরস কমে আসছে অর্থাৎ যকৃতের দোষ আসছে।

(2) মল কালচে বা বেশি হলদে হলে বুঝতে হবে তাতে পিত্ত বেশি।

(3) সবুজ রঙের মলে পেটে অম্ল বোঝায়।

(4) মলে রক্ত ও শ্লেষ্মামত মিশ্রিত থাকলে তা রক্ত আমাশয় নির্দেশ করে।

(5) মল সাদা হলে বুঝতে হবে পিত্ত দেহে ঠিকমতো নিঃসৃত হচ্ছে না।

(6) মল শুকনো বা শক্ত হলে বুঝবে অন্ত্রের গোলমাল হয়েছে। এটি কোষ্ঠ-কাঠিন্যও নির্দেশ করে।

(7) চাল ধোয়া জলের মত হলে কলেরার লক্ষণ।

(8) পেট কামড়ানো ও অল্প অল্প পিছলে মল এ্যামিবিক আমাশয় নির্দেশ করে।

(9) উপরের মতো মল খুব বেশি বার হতে থাকলে, তা ব্যাসিলারী আমাশয় বোঝায়।

(10) মল বেশি বার ও তরল, চোঁয়া ঢেকুর, বমি ভাব, অক্ষুধা প্রভৃতি উদরাময় নির্দেশ করে।

(11) অসাড়ে মলত্যাগ খুব অশুভ লক্ষণ।

মূত্র (Urine) :

সুস্থ অবস্থায় একজন লোকের সারাদিনে দেড় থেকে দুই সের মতো মূত্র ত্যাগ হয়। এই মূত্র স্বাভাবিকভাবে ফিকে হলুদ বা Straw Coloured হয়ে থাকে।

(1) মূত্র বেশি হলুদ হলে বুঝতে হবে যে যকৃতের রোগ বা যকৃতে কোনও গোলমাল।

(2) জ্বর বেশী হলে মূত্র ঘন, পরে গাঢ় হলুদ রঙের হয়।
(3) কালচে মূত্র Black Water Fever নির্দেশ করে।
(4) ঘন ঘন মূত্র হতে থাকলে, তা ডায়াবেটিস রোগ নির্দেশ করে।
(5) মূত্র সাদাটে হলে, তা ক্রিমি রোগ বোঝায়।
(6) মূত্র ধোঁয়াটে রঙের হলে তাতে রক্ত বর্তমান বুঝতে হবে।
(7) মূত্র ঘন লাল হলে সঙ্গে রক্ত বের হচ্ছে বুঝতে হবে।
(8) ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রণা ও ঘোলাটে মূত্র ও জ্বালাবোধ গণোরিয়া বোঝায়।
(9) মূত্র ঘোর কটা রঙের হলে তা জটিল অবস্থা নির্দেশ করে।

ব্যথা বেদনা :

(1) যদি দেহের একটি স্থানে ব্যথা হয়, তা হলে উহা স্থানিক প্রদাহ নির্দেশ করে। যদি গাঁটে বা কোমরে ব্যথা বেশি হয় তাহলে বাত, গেঁটেবাত, কটিবাত নির্দেশ করে।

(2) যদি ব্যথা কম থাকে বা সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, তবে তা পেশীর ব্যথা।

(3) যকৃতের প্রদাহ ডান কাঁধে বা দুই কাঁধে হয়।

(4) কুঁচকি অথবা গলায় দুই প্রান্তের গ্রন্থিতে ব্যথা হলে, তা দেহের ব্যথা নির্দেশ করে।

(5) হৃদপিন্ডের রোগে বাহুতে ব্যথা হয়।

(6) মূত্র পাথরী রোগের পুরুষাঙ্গ ব্যথা হতে পারে।

(7) পেট, মাথা বুক প্রভৃতিতে ব্যথা, দেহের ভেতরের কোনও অংশে রোগ নির্দেশ করে।

এই সব ব্যথা প্রধান পরীক্ষাগুলির কথা বলা হলো। তবে এতে রোগ নির্ণয় না হলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত বা মূত্র, মল, থুথু প্রভৃতি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে পূর্ণভাবে আগে আলোচনা করা হয়েছে।

সাধারণতঃ রোগ নির্ণয় করতে কয়েক ঘণ্টা বা দু একদিন দেরী হলে তখন সাময়িক লক্ষণ অনুযায়ী Paliative চিকিৎসা চালাতে হতে পারে। তবে কঠিন ও মারাত্মক রোগে কখনো তা করা উচিত নয়। কলেরা, ডিপথিরিয়া, স্ট্রোক প্রভৃতির চিকিৎসা খুব দ্রুত না হলে রোগী বাঁচানো কঠিন হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

রক্তের স্বাভাবিক বিশ্লেষণ

Normal blood Analysis

পরিমাণ (Volume of blood)—দেহের ওজনের 7 থেকে 9 ভাগ পর্যন্ত 4 থেকে 6 লিটার।

আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity)—1041 থেকে 1057 পর্যন্ত।

রিয়্যাকশন বা Ph—7·33 থেকে 7·45—তাই রক্ত সামান্য অ্যালকালাইন্।

হিমোগ্লোবিন (Haemoglobin)—14 থেকে 16 গ্রাম প্রতি 100 সি. সি. তে (অর্থাৎ তাকে বলে 85 থেকে 90%)।

মোটা লোহিত কণিকা (R. B. C.)—45 থেকে 50 লাখ প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে।

রেটিকুলোসাইট (Reticulocytes)—0.8 থেকে 1·0 প্রতি শতে।

শ্বেত কণিকা (W. B. C.)—5,000 থেকে 7,000 প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে।

প্লেটলেটস (Platelets)—2—4 লাখ প্রতি কিউবিক মিলিলিটারে।

কালার ইনডেক্স (Colour Index)—0 9 থেকে 1 1।

ভল্যুম ইনডেক্স (Volume Index)—0·9 থেকে 1·1।

প্যাকড সেল ভল্যুম (Packed Cell Volume)—পুরুষ 45%, নারী 40%।

ব্লিডিংয়ের সময় (Bleeding Time)—2 থেকে 3 মিনিট।

রক্ত জমার সময় (Coagulation time)—4 থেকে 8 মিনিট (Lee and White পদ্ধতি)। $1\frac{1}{3}$ থেকে $2\frac{1}{2}$ মিনিট (Dele and Laidlens পদ্ধতি)।

এরিথ্রোসাইট সেডিমেণ্টেশন রেট (E. S. R.)—0 থেকে 5 m m. এক ঘন্টায়। 0 থেকে 15 m. m. প্রতি দু ঘণ্টায়।

ক্লট রিট্র্যাকশনের সময় (Clot Retraction Time) —শুরু 1 ঘণ্টায়।

প্রোথ্রম্বিন টাইম (Prothrombin Time)—10 থেকে 15 সেকেণ্ডে।

রক্তের বিশেষ পরীক্ষা

(Special Examination of blood)

W. R.—এটি পজিটিভ হলে সিফিলিস বোঝায়।

Aldehyde ও Chopra টেস্ট —এটি কালাজ্বরের পরীক্ষা।

Parasites —এগুলি থাকে ফাইলেরিয়া, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে।

Haemoglobin—স্বাভাবিকভাবে 100 সি. সি. তে 14 গ্রাম থাকলে তাকে বলা হয় 100। এটি 85 এর নিচে নামলে রক্তশূন্যতা বোঝায়।

Lucocytes—স্বাভাবিকভাবে প্রতি C. M. M. এ থাকে 5 থেকে 7 হাজার, এর বেশি বা কম নানা রোগ নির্দেশ করে। তা এবারে বলা হচ্ছে।

শ্বেত কণিকা বা লিউকোসাইট (W. B. C.)—কম-বেশির কারণ নিউট্রোফিল। স্বাভাবিক হলো 55 থেকে 70%।

বৃদ্ধি পায় —সব ধরনের Infection এবং নানা ধরনের Inflammation হলে, সেপটিক এবং Myeloid লিউকিময়া হলে।

কম হয় —প্রধানতঃ কালাজ্বর হলে। সামান্য কম হয় ম্যালেরিয়া, টিউবারকিউ-লোসিস, টাইফয়েড, হুপিংকাশি, হাঁপানি প্রভৃতিতে।

লিমফো সাইট (Lymphosite):

স্বাভাবিক হলো 20 থেকে 25%।

বৃদ্ধি পায় —আসল বসন্ত, জল বসন্ত, হাম, টাইফাস, হুপিং কাশি, ব্রঙ্কোনিউ-মোনিয়া, ম্যালেরিয়া, গ্রন্থি প্রদাহ জ্বর, কোনও কোনও যক্ষ্মা রোগ, কালাজ্বর, টাইফয়েড, ব্যাসিলারি আমাশয়, লিমফ্যাটিক লিউকিমিয়া রোগে।

কমে যায়।—অধিকাংশ ইনফেক্শনের Acute অবস্থায়। যক্ষ্মা রোগ খুব বেশি বিস্তৃত হলে, কার্সিনোমা বা ক্যানসার (লিমফ্ গ্রন্থির) এবং নিউট্রোফিল কণিকা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে।

মনোসাইট (Monosite):

স্বাভাবিক হলে 4% থেকে 8%।

বৃদ্ধি পায় —ম্যালেরিয়া, ট্রাইপ্যানসোমিয়াসিস, কালাজ্বর, অ্যামিবা জনিত আমাশয়ে। সামান্য বৃদ্ধি পায়, টাইফাস, ভ্যারিওলা, ডেঙ্গু, ইয়েলো ফিভার বা পীতজ্বর, হাম, সিফিলিস, ব্যাকটেরিয়া ঘটিত এন্ডোকার্ডাইটিস, ক্রমবর্ধমান যক্ষ্মা রোগে, মনোসাইটিক লিউকিমিয়া প্রভৃতি রোগে।

কমে যায়।—Acute ইনফ্লামেশন হয়ে নিউট্রোফিল বেশি বৃদ্ধি পেলে।

ইয়োসিনোফিল (Eosinophil):

স্বাভাবিক হলো 1% থেকে 4%।

বৃদ্ধি পায় —অন্ত্রে প্যারাসাইট জমলে, চর্মরোগ, হাঁফানি, আর্টিকেরিয়া বা আম-বাত, এলার্জি, গণোরিয়া, ডেঙ্গু, এপিডেমিক ড্রপসি, মাইলয়েড্ লিউকিমিয়া, ট্রপিক্যাল ইয়োসিনোফিলিয়া প্রভৃতিতে।

কমে যায় —অতিরিক্ত ইনফেক্শনের Acute অবস্থায়।

বেসোফিল (Basophil):

স্বাভাবিক হলো 0 থেকে 1%।

বৃদ্ধি পায়—ক্রনিক মাইলয়েড্ লিউকিমিয়া, কোনও কোনও জণ্ডিস বা ন্যাবায়, এরিথ্রিমিয়া প্রভৃতিতে।

মাইলোসাইট বা হায়ালাইন সেলস্ (Mylosite or Hyaline cells)

স্বাভাবিক অবস্থায় এরা রক্তে থাকে না। কিন্তু মাইলয়েড্ লিউকিমিয়া হলে রক্তে এদের প্রচুর দেখা যায়। 20% থেকে 40% পর্যন্ত দেখা যায় এদের।

রক্তের রাসায়নিক বিশ্লেষণ (Chemical constituents of Blood)

বিলিরুবিন বা (Bile Pigment)—স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 100 ml. প্লাজম বা সেরামে 0·1 থেকে 0·8 মিলিগ্রাম বিলিরুবিন থাকে।

বৃদ্ধি পায়—বাইলডাক্টের মধ্যে কোনও বাধা থাকলে, গলস্টোন, জণ্ডিস বৃদ্ধি পায়। লিভারের ক্ষত বা প্রদাহে অতিরিক্ত রক্তপাত হলে বা রক্তকণিকা (R. B. C) ভেঙ্গে গেলে বা হিমোলাইসিস হলে।

ক্যালসিয়াম (Calcium):

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে ক্যালসিয়াম থাকে। প্রতি 100 ml-এ 9 থেকে 11 মিলিগ্রাম।

বৃদ্ধি পায়—প্যারাথাইরয়েড্ গ্রন্থির অতিবৃদ্ধি, বেশি ভিটামিন দেহে সঞ্চয় হলে, প্যারাথাইরয়েডের গ্রন্থির নির্যাস ইনজেকশন দিলে।

কমে যায়—প্যারাথাইরয়েডের কাজ কম হলে, নেফ্রাইটিস রোগ বেশি হলে, ইউরিমিয়া, রিকেট প্রভৃতিতে।

ক্লোরাইড (Chloride):

রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 100 মিলিগ্রাম প্লাজমা বা সেরামে 560 থেকে 600 মিলিগ্রাম ক্লোরাইড থাকে।

বৃদ্ধি পায়—নেফ্রাইটিস, একলামসিয়া, কার্ডিয়াক ফেলিওর প্রভৃতি হলে।

কমে যায়—পেট বা অন্ত্রের রোগ, জ্বর, এসিডোসিস, বমি, শক প্রভৃতিতে।

কোলেস্টল (Cholestrol)

প্রতি 100 ml. রক্তে কোলেস্টল থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় 140 থেকে 280 mg. তার মধ্যে 70 থেকে 120 mg. Esterformed এবং 25 থেকে 50 mg থাকে Ester free।

বৃদ্ধি পায়—লাইপয়েড্, নেফ্রোসিস, লিভারের অ্যামিলয়েড, সিরোসিস মিক-সোডিমা, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ প্রভৃতিতে।

কমে যায়—কঠিন লিভারের পীড়া হলে Esterformed কোলেস্টরল কমে যায়।

ক্রিয়াটিনিন —(Creatinine) :

দেহের ক্রিয়াটিনিন হলো বর্জনীয় পদার্থ এবং তা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এই ক্রিয়াটিনিন থাকে প্রতি 100 ml. প্লাজমা বা সিরামে 0·5 থেকে 2 mg. পর্যন্ত।

বৃদ্ধি পায় —কিডনীর রোগ, প্রস্রাবের প্রবাহে বাধা, মেটালিক বিষ সেবন প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

নন প্রোটিন নাইট্রোজেন (N. P. N) :

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তের প্রতি 100 ml.-এ এটি থাকে 30 মিলিগ্রাম পরিমাণ।

বৃদ্ধি পায় —কিডনীর রোগ, প্রস্রাব প্রবাহে বাধা, কার্ডিয়াক ফেলিওর, ইন্‌টেস্টিন্যাল অবস্ট্রাকশন, গ্যাসট্রো-ইন্টেস্টিন্যাল হেমারেজ, মেটালিক পয়জনিং, শক, ডিহাইড্রেশন প্রভৃতিতে।

ফসফেটস্‌ (Phosphates) :

রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় এটির পরিমাণ হলো এসিডিক্‌—0 থেকে 3. K. A. ইউনিট, এ্যাল্‌কালাইন—3·5।

বৃদ্ধি পায়—কোনও কোনও প্রস্টেটের কার্সিনোমায়, অস্টিওব্লাস্‌টিক ক্রিয়ার বৃদ্ধিতে (বোন, সারকোমা, রিকেট প্রভৃতি) অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস রোগে।

ফস্‌ফরাস ইন অর্গ্যানিক (Phosphorus Inorganic) :

স্বাভাবিকভাবে রক্তে এটি থাকে 100 ml. প্লাজমা বা সেরামে 2·5 থেকে 4·5 পরিমাণে।

বৃদ্ধি পায় —টেট্যানি, নেফ্রাইটিস, রিকেটে ও ইউরিমিয়া হলে।

কম হয়—হাইপারথাইরয়েড রোগে।

প্রোটিন (Protein) :

রক্তের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো 100 ml. প্লাজমা বা সিরামে 6·0 থেকে 8·5 gm.

কমে যায় —ডিহাইড্রেশন হলে।

কমে যায় —ক্যাকেক্‌টিক রোগ, কিডনীর রোগ, অগ্নিদাহ, অপুষ্টি বা Malnutrition প্রভৃতি লিভারের রোগে।

পটাসিয়াম (Potassium) :

রক্তে প্রতি 100 ml.-এ পটাসিয়াম থাকে 15 থেকে 20 মিলিগ্রাম।

বৃদ্ধি পায়—Addisons রোগে, Kidney Disease-এ

কমে যায়—Diuretics দেবার পর।

সোডিয়াম (Sodium) :

স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে সোডিয়ামের পরিমাণ হলো, প্রতি 100 ml. প্লাজমা বা সেরামে 310 থেকে 340 mg.

কমে যায়—এডিসন্স রোগ, অতিরিক্ত উদরাময়, দেহের উচ্চ তাপ বা জ্বর, ডায়াবেটিক্ এসিডোসিস্ হলে।

গ্লুকোজ বা চিনি (Sugar) :

স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 100 ml. রক্তে 80 থেকে 120 mg. পরিমাণে।

বৃদ্ধি পায়—ডায়াবেটিস মেলিটাস, হাইপারথাইরয়েড হলে, অ্যাক্রোমেগ্যালি, আড্রেন্যাল টিউমার প্রভৃতি রোগে।

কমে যায়—বেশি ইনস্যুলিন নিলে, এডিসন্স রোগে, প্যাংক্রিয়াসের অ্যাডিনোমা বা ক্যানসার হলে।

ইউরিক এ্যাসিড (Uric Acid) :

রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি 100 ml. প্লাজমা বা সেরামে 1 থেকে 6 মিলিগ্রাম পরিমাণ।

বৃদ্ধি পায়—বাত বা গেঁটেবাত (Gout), নেফ্রাইটিস, একলাম সিয়া প্রভৃতি রোগ হলে।

এ্যালবুমিন (Albumin) :

রক্তে স্বাভাবিক এ্যালবুমিনের পরিমাণ হলো প্রতি 100 ml.-এর 3·5 থেকে 6 গ্রাম পরিমাণ।

বৃদ্ধি পায়—ডিহাইড্রেশন হলে।

কমে যায়—কিডনীর রোগে, অপুষ্টি, লিভারের রোগে।

গ্লোবিউলিন (Globulin) :

রক্তের স্বাভাবিক গ্লোবিউলিনের পরিমাণ হলো প্রতি 100 ml.—এ 1·5 থেকে 5 gm.

বৃদ্ধি পায়—ইনফেক্শনজনিত রোগ, টি. বি, ম্যালেরিয়া, সিফিলিস্, রিউম্যাটয়েড আর্থ্রাইটিস্, কালাজ্বর, সিরোসিস্, মাইলোমা, কার্সিনোমা প্রভৃতি রোগে।

এ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন রেশিও হলো—1·3 থেকে 3·1 পর্যন্ত।

ফাইব্রিনোজেন (Fibrinogen) ঃ

রক্তের স্বাভাবিক ফাইব্রিনোজেন হলো 100 ml. প্লাজমা বা সিরামে 200 থেকে 400 mg.।

বৃদ্ধি পায় —ইনফেকশাস রোগে, ইনফ্লামেশন, ক্ষত, প্রভৃতিতে।

কমে যায় —লিভারের রোগ, ক্যাকেক্সিয়া, পোষ্টমর্টম প্রভৃতিতে।

রক্তের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার বিভিন্ন চিত্র এখানে দেওয়া হলো—কারণ এ থেকে রোগ নির্ণয়ে বিরাট সহায়তা হয়।

রক্তের বাহ্যিক ও রাসায়নিক বিভিন্ন পরিবর্তনের চিত্রগুলি সব মনে রাখা প্রয়োজন রোগ নির্ণয়ের জন্য। রোগ নির্ণয়ে রক্তের মতো প্রস্রাব, পায়খানা, থুথু বা (Sputum) প্রভৃতির পরীক্ষারও প্রয়োজন হয়ে থাকে। এখানে যে সব রোগের নাম দেওয়া হলো, এগুলির পূর্ণ পরিচয় ও বিবরণ আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। এ থেকে ঐ সব রোগ সম্পর্কে সব কথা জানা সম্ভব হবে।

বিভিন্ন কারণে কি কি ভাবে রোগ সৃষ্টি হয় তা এরপর আলোচনা করা হচ্ছে।

স্বাভাবিক প্রস্রাব পরীক্ষার রিপোর্ট

Colour—Pale yellow
Transperancy—Clear
Sediment—nil
Odour—Normal
Sp. gravity—1010
Reaction—Acid
Albumin—nil
Sugar— „
Acetone— „
Diacetic Acid—nil
Bile Salts—
Bile Pigment— „
Indican— „
Albumeses— „
Haemoglobin „
Chyle— „
Pus cell— „
Exeсess phosphates—nil
Urea—Normal

Microscopic Examination
Casts—Nil
Hyaline—„
Garnular—„
Epithelial—„
Lucocytes—„
Other forms—„
Squamous Epithelium—A few
Red blood cells—nil
Other Products—„
Inorganic Sediments—„
Crystalline—„
Calcium Oxalate—„
Uric Acid
Other forms—nil
Triple phosphate— „
Amorphos „—„
Urates—„
Micro organisms—a few
Other Abnormalities—nil

একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক লোকের প্রস্রাবের রিপোর্ট-এর বিভিন্ন অংশ এখানে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে।

Colour—স্বাভাবিক প্রস্রাব অতি সামান্য হলুদ রঙের, খড়ের মত রং। প্রস্রাব অনেকক্ষণ জমে থাকলে অথবা রক্ত বা পিত্ত থাকলে তা হয় ঘন রঙের।

Chyle—এতে পুঁজ থাকলে তা হয় সাদা রঙের। হিমোগ্লোবিন থাকলে কালো হয়। এ্যালবুমিন থাকলে তা হয় ঘোলাটে।

Transperancy—স্বাভাবিক প্রস্রাব ঘোলাটে হয় না। তাতে পুঁজ, রক্ত Mucous, Albumin প্রভৃতি থাকলে তা ঘোলা হয়।

Sediment—স্বাভাবিক প্রস্রাবে সেডিমেণ্ট থাকে না। যদি তা থাকে, তা হয় দু ধরনের—অর্গ্যানিক ও ইন্‌অর্গ্যানিক। অর্গ্যানিক হলো Pus, R. B. C. এপিথেলিয়াল সেল প্রভৃতি। আর ইনঅর্গ্যানিক হলো ফস্‌ফেট, কার্বনেট প্রভৃতি।

Sp. Gravity—প্রসাবের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো 1010 থেকে 1020।

বৃদ্ধি পায়—নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস্‌ প্রভৃতি নানা রোগে।

Albumin—সাধারণতঃ প্রস্রাবে এটি থাকে না। বেশি থাকলে তা নেফ্রাইটিস, নেক্রোসিস্‌, এ্যালবুমিনুরিয়া প্রভৃতি রোগ বোঝায়।

Sugar—প্রস্রাবে সাধারণতঃ চিনি থাকে না। Benedict soln. দিয়ে ফোটালে চিনি আছে কিনা বোঝা যাবে। চিনি থাকলে ডায়াবেটিস বোঝায়।

Acetone—রক্তে এটি থাকে না। ইউরেমিয়া বা উপবাস করলে এটি বের হয় ও প্রস্রাবে দেখা যায়।

Diacetic Acid—এর উৎপাদনের কারণ একই।

Bile Salts and Pigment—প্রস্রাবে এগুলি কম থাকে। কিন্তু এগুলি বৃদ্ধি হলে লিভারের রোগ, জন্ডিস, গলস্টোন প্রভৃতি বোঝায়।

Haemoglobin—এটি প্রস্রাবে থাকে না। ম্যালেরিয়া, ব্ল্যাকওয়াটার, ইয়োলো-ফিভার, হিমোলাইটিক জণ্ডিস প্রভৃতি রোগে এটি দেখা যায়।

Chyle—সাধারণতঃ প্রস্রাবে এটি থাকে না। ফাইলেরিয়া বা অন্য কোনও কারণে লিম্ফ অবস্থাকম্পন হলেও এটি হয়।

Pus—নেফ্রাইটিস, ইউরেথ্রাইটিস, গণোরিয়া, সিফিলিস, প্রভৃতিতে প্রস্রাবে পুঁজ বের হয়।

Cast—এটি হলো নেফ্রাইটিস রোগের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষণ।

Phosphates—এটি বেশি হলে তা নির্দিষ্টভাবে স্নায়বিক দুর্বলতা বোঝায়।

Squamous Epithelium—সাধারণতঃ এটি কম থাকে প্রস্রাবে। বেশি হলে তা সিস্টোইটিস্‌ প্রভৃতি নানা রোগের লক্ষণ।

Crystalline sediment—সাধারণতঃ এটি প্রস্রাবে থাকে না। যদি এটি

প্রস্রাবে দেখা দেয়, তা হলে পাথুরী রোগ বা Real Stone—এর পরিচারক।

বিভিন্ন Micro Organism প্রস্রাবে দেখা দেয়—বিভিন্ন প্রকার Infection হলে।

স্বাভাবিক মল (Stool) পরীক্ষার রিপোর্ট

Microscopic Examination

Colour—Greenish brown
Consistency—Semi solid
Mucous—Present (slight)
Blood—nil
Chemical পরীক্ষা—
Reaction—Acid
Benzidine Test—Negative
Other Abnormalities—nil

Vegetable cells—Present
Muscle fibre—nil
R. B. C.—Nil
Pus cells—a few
Epithelial—nil
Protozoa—nil
Ova— ,,
Cysts— ,,
Crystals— ,,

উপরের রিপোর্টে সবকিছু স্বাভাবিক আছে। এবারে অস্বাভাবিক কি কি হয় এবং কোন্ রোগ নির্দেশ করে তা বলা হচ্ছে।

Mucous—এটি বেশি হলে আমাশয় বোঝায়।

R. B. C.—এটি বেশি হলে রক্ত আমাশয়, অর্শ প্রভৃতি বোঝায়।

Blood—এটি বেশি হলে রক্ত আমাশয় বোঝায়।

Pus Cells—এটি বেশি হলে আমাশয় বা অন্ত্রের গোলমাল বোঝায়।

Ova—এটি বেশি হলে ক্রিমি বোঝায়।

Cysts—বা Crystals—আমাশয়ে এটি দেখা যায়।

স্বাভাবিক থুথু (Sputum) পরীক্ষার রিপোর্ট

Colour—White
Consistency—Mucoid
Odour—Nil
Layer formation—nil
Elastic fiber—nil
Pus cell—a few

Other Organisms
Strepto and Staphylo—a few
Eosinophil—nil
Squamous Epithelium—Present,
Other Abnormalities—Nil
Specific Examination if any—nil.

Acid fast Bacilli—none found

এই পরীক্ষাতে প্রধানতঃ কয়েকটি জিনিস জানা যায়। Acid Fast Bacilli পাওয়া গেলে তা টি. বি. নির্দেশ করে। অন্যান্য বিষয় থেকেও নানা

রোগের অনুমান করা যায়। এর পরে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী কারণগুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হবে।

রক্তের চাপ (Blood Pressure) পরীক্ষা :

সাধারণতঃ রক্তের চাপ এক একটি নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিকভাবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকে। এর বেশি চাপ বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয়—Hypertension বা High Pressure। এর চেয়ে রক্তের চাপ কম হলে, তাকে Hypotension বা Low Pressure বলে।

নির্দিষ্ট বয়সে স্বাভাবিকভাবে যা প্রেসার থাকা উচিত যদি তার চেয়ে কম বা বেশি দেখা যায়, তাহলে তা রোগের নির্দেশ করে।

রক্ত চাপ দুই ধরনের হয় (1) Systolic Pressure (3) Diastolic Pressure।

যখন হৃৎপিণ্ডের পাম্পের ফলে রক্ত সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার বেশি চাপ হয়। তাকে বলে Systolic Pressure। আবার যখন রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে এবং হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়, চাপ কম থাকে, তাকে বলে Diastolic Pressure।

পূর্ণ বয়স্ক স্বাভাবিক সুস্থ লোকের রক্তচাপ হলো—

সিস্টোলিক প্রেসার—120। ডায়াস্টোলিক প্রেসার—80।

সাধারণতঃ অবস্থায় সিস্টোলিকের থেকে ডায়াস্টোলিকের প্রেসার প্রায় 40 বা 50 মত হয়।

বয়স অনুযায়ী প্রেসার কমে বাড়ে। সেটি স্থির করা হয় যে উপায়ে তা হলো বয়সের সঙ্গে 90 যোগ করলে তা হবে স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ এবং ডায়াস্টোলিক তার চেয়ে 40 বা 50 কম হবে।

যেমন একজন 45 বছরের লোকের স্বাভাবিক প্রেসার হবে—

45+90=135—সিস্টোলিক।

135—40 বা 50=95 বা 85—ডায়াস্টলিক।

যদি প্রেসার এর চেয়ে কম বা বেশি হয়, তাহলে বুঝতে হবে লোকটি রোগগ্রস্থ।

আবার যদি একজন 55 বছরের লোকের সিস্টোলিক 55+90=145 কিন্তু ডায়াস্টলিক 105 বা 95 না হয়ে দেখা গেল 80, তা হলে বুঝতে হবে লোকটির ডায়াস্টলিক চাপ কম হচ্ছে এবং সে নিশ্চয়ই রোগগ্রস্থ।

এভাবে কারও বা ডায়াস্টোলিক ঠিক থেকেও সিস্টোলিক চাপ কম বেশি হতে পারে —সে ও রোগগ্রস্থ।

এখন এই প্রেসারের সংখ্যাটি 140 বা 150 প্রভৃতি নির্দেশ করে যে লোকটির রক্তের চাপ 140 বা 150 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপের সমান।

প্রেসার খুব বেশি হলে তার জন্য মাথার Brain-এর সরু সরু শিরা বা ধমনী

নালিকা ছিঁড়ে যেতে পারে ও তার ফলে তার জন্য Cerebral Ischaemia হবে ও মাথায় সরু জালিকাতে রক্ত পেঁছাবে না।

বয়স অনুযায়ী সুস্থ লোকের রক্তচাপ

বয়স	সিস্টোলিক	ডায়াস্টোলিক
15 থেকে 23	120	80
24—35	125	85
36 থেকে 45	135	,,
46—55	145	100
56—65	15[illegible]	105
তার চেয়ে বেশি	160—165	120—125

উপরের সংখ্যার চেয়ে প্রেসার 5 বা 10 কম বেশি হলে, তা খুব একটা মারাত্মক রোগ নয়। তার চেয়ে বেশি হলে তার জন্য চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে তাই সাবধানতা অবলম্বন করা কর্তব্য।

পঞ্চম অধ্যায়

রোগীর শুশ্রূষা ব্যবস্থা

Nursing arrangement of the Patient

শুশ্রূষাকারীর গুণ—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সহানুভূতি এই চারটে বিষয় রোগী শুশ্রূষার প্রধান বিষয়। রোগীর ঘরে প্রবেশ করবার আগে শুশ্রূষাকারীকে এই চারটে কর্তব্য একসঙ্গে পালন করা উচিত। স্বভাবতঃ যাদের মধ্যে এই চারটে গুণের মধ্যে যে কোনও একটির অভাব দেখা যায়, শুশ্রূষাকারীর নিতান্ত অভাব না হলে, এই রকম লোককে শুশ্রূষাকারীর কাজে নিযুক্ত করা উচিত নয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঃ শুশ্রূষাকারীর দেহ, পোষাক-পরিচ্ছদ, রোগী-গৃহের আসবাব ও বিছানাপত্র পরিষ্কার না থাকলে, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ নোংরা তার উপর শুশ্রূষার ভার পড়লে রোগ উপশম না হয়ে বরং আরও বেড়ে চলবে। বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করেছেন যে, অপবিত্রতা রোগজীবাণু বৃদ্ধির ও রোগীদেহের নতুন জীবাণু সংক্রামণে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে পরিচ্ছন্নতায় অধিকাংশ রোগ জীবাণু বর্ধিত হতে পারে না বরং ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশে একটি প্রবাদ বাক্য আছে—Cleanliness is Next To Godliness. অর্থাৎ পরিচ্ছন্নতা দেবত্ব সূচক।

শারীরিক পরিচ্ছন্নতায় দেহ ও মন যে শুদ্ধ ও প্রফুল্ল থাকে এবং দেহ মন শুদ্ধ থাকলে মনের ও দেহের উভয়ের পক্ষেই শান্তি ও স্বস্তি সম্ভব। এই Cleanliness শব্দটি দেহ ও মন উভয়ের পক্ষে প্রয়োগ করা হলে উল্লিখিত প্রবাদ বাক্যের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা সম্পাদিত হয়। সকল পীড়ায় পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা কর্তব্য বটে, কিন্তু সংক্রামক পীড়া ক্ষেত্রে ইহা অপরিহার্য। আমাদের দেশে আগে এটা বেশ ভালভাবেই জানা ছিল এবং সে রকম প্রমাণও যথেষ্ট পাওয়া গেছে। হাম, বসন্ত, প্রভৃতি সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত রোগীর ঘরে প্রবেশ ও তার বিছানা স্পর্শ করা সম্বন্ধে দেহের ও আন্তরিক শুচিতা রক্ষা করার নিয়মও এখনও এদেশে প্রচলিত আছে (যদিও ধর্মের অঙ্গ হিসাবে অনেক ক্ষেত্রে এভাবে শুচিতা রক্ষা করা হয়)।

রোগীর বিছানাপত্র,পোষাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহারের গামছা প্রভৃতিও দেহের পরিচ্ছন্নতার গুণে অনেক ক্ষেত্রে সংক্রামক রোগ যেমন গ্রামের বা দেশের অনেক দূর ছড়িয়ে পড়তে পারে না, তেমন দেহের এক অংশ থেকে একটার পর একটা অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। কোনও পরিবারের এক ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে যাতে রোগ ছড়িয়ে পড়তে না পারে এ ব্যাপারে পরিবারের বা পাড়ার লোকদের সতর্ক থাকা উচিত।

একজনের স্বাস্থ্য বিপন্ন হলে তা পরিবারের বা পাড়ার সকলের উদ্বেগ হয়।

ধৈর্য ঃ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরেই ধৈর্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান। রোগী শুশ্রূষাকারী, পরিজনবর্গ, পল্লীবাসী, ও চিকিৎসক সকলেরই ধৈর্য অবলম্বন করা কর্তব্য। এদের যে কোনও এক পক্ষের ধৈর্যের অভাবে রোগীর যথেষ্ট ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। প্রথমতঃ রোগীর কথা বলি। রোগী হলেই রোগ যন্ত্রণা হবে এবং যন্ত্রণা হতে নিস্তার পেতে চিকিৎসকের কাছে পুনঃ পুনঃ বিকৃত ভঙ্গিতে রোগ যন্ত্রণা বহুগুণ বাড়িয়ে বললে, চিকিৎসক অস্থির হয়ে, ঔষধ ও পথ্য নির্বাচনে ভুল করতে পারেন। এই ভুল রোগীর পক্ষে বিপজ্জনক। রোগী ধৈর্য অবলম্বন না করলে তার পরিবারের সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এবং সাধারণ রোগকে কঠিন রোগ মনে করে অভাবনীয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং ব্যস্তভাবে বৃথা চিকিৎসক পরিবর্তন করে রোগীর ক্ষতি এবং অভিভাবকের আর্থিক ক্ষতির কারণ হন। শুশ্রূষাকারীও ধৈর্য অবলম্বন না করলে এবং রোগীর সামনে কথায় ও ব্যবহারে দুর্বলতা প্রকাশ করলে রোগী হতাশ হয়ে পড়ে। শুশ্রূষাকারীর আর এক বিষয়ে ধৈর্য অবলম্বন করা কর্তব্য। একাদিক্রমে অনেকক্ষণ বা অনেকদিন রোগীর শুশ্রূষা করলে স্বভাবতঃ বিরক্তির উদ্রেক হওয়া সম্ভব। শুশ্রূষাকারীর ব্যবহারে মুখমণ্ডলে ও কথাবার্তায় বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেলে রোগীর মনে এটা বিষবৎ কাজ করে। বহুদিনের রোগী একই ঘরে এবং একই শয্যায়, একই শুশ্রূষাকারীর সঙ্গ লাভ করে বায়ু প্রধান ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। রোগীর ইচ্ছা করে, তার দুঃখের সঙ্গী শুশ্রূষাকারী তার মনমতো সহানুভূতিসম্পন্ন হোক। শুশ্রূষাকারীর মুখে সামান্যমাত্র অসন্তুষ্টি বা হতাশার ভাব লক্ষ্য করলেই রোগীর মন খারাপ হয়ে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে রোগ বৃদ্ধি পায়। মনে রাখবেন রোগের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর মনের প্রভাব প্রবল থাকে। এজন্য শুশ্রূষাকারীর সবর্দা প্রফুল্ল থাকা উচিত ও রোগীর প্রতি স্নেহ-প্রীতি ও সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে। সব শেষে চিকিৎসকের ধৈর্য সম্পর্কে বলছি। চিকিৎসক ধৈর্য অবলম্বন না করলে রোগ নিরূপণে ভুল হওয়ায় সম্ভাবনা। ব্যবস্থাকৃত ঔষধকে ক্রিয়া প্রকাশের উপযুক্ত সময় না দিয়ে পুনঃপুনঃ ব্যবস্থাপত্র পরিবর্তন করলে রোগীর অকল্যাণ ঘটে। স্মরণ রাখবেন বিপদে ধৈর্য ধারণই সৎ উপদেশ।

নিষ্ঠা ঃ—নিষ্ঠা শুশ্রূষাকার্যের একটি প্রধান অবলম্বন।

রোগীকে সর্বপ্রকার সাহায্য করা তাকে আরোগ্য পথে আনয়ন জন্য সংকল্প না করে যিনি শুশ্রূষাকার্যে ব্রতী হন, তিনি শুশ্রূষাকার্যের অযোগ্য। প্রতি দানের প্রত্যাশা না রেখে রোগীর আরোগ্য কার্যের সহায়তা করাই একমাত্র কর্তব্য। এই জ্ঞান, বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যার আছে, তিনিই রোগীকে শুশ্রূষা করতে পারবেন।

রোগীর গৃহ ও আসবাবপত্র ঃ বাড়ীর ভাল ঘরটি রোগীর জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত। যে ঘরটি প্রশস্ত আলো হাওয়াযুক্ত শুষ্ক ও এক এক জনের ঘরের থেকে সম্পূর্ণ

আলাদা, ঐটি নির্বাচন করা উচিত। অনেক সময় চিকিৎসকের সাহায্য রোগীকেও আরোগ্য লাভ করায় এটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত উল্লিখিত শুদ্ধ আলো হাওয়া বাদে রোগী আরোগ্যলাভ করতে পারে না বললেও অত্যুক্তি হয় না।

ধনুষ্টংকার, ও কতকগুলি চক্ষুর পীড়াদিতে অন্ধকার বা অন্ধকার স্থানের আবশ্যক হয়। রোগীকে ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে ঘরে রাখতে নেই। রোগীর ঘরে অনাব্যশক আসবাবপত্র ও রোগীর অপ্রীতিকর বস্তু থাকা অনুচিত। দ্বারে একটি পরদা থাকা ভাল। কোণে ঔষধপত্রের জন্য একটি টেবিল থাকবে। অপর কোণেও অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তুর জন্য একটি টেবিল থাকলে ভাল হয়। উপযুক্ত স্থানে একটি ঘড়ি থাকবে। ঔষধের টেবিলে রোগের বিবরণ লিখবার জন্য একটি খাতা থাকবে। কলম, থার্মোমিটার, ঔষধপত্রাদি, ব্যবস্থাপত্র সমস্ত গোছানো অবস্থায় থাকবে। অপর কোণে টেবিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা ফিডিং কাপ, চামচ, গরম জলের ব্যবস্থা, আইস ব্যাগ, ঔষধ খাওয়ার কাচের ছোট গ্লাস, বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রভৃতির সুব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে।

দ্বারের পাশে বা অপর কোন সুবিধাজনক স্থানে গামছা, তোয়ালে, সাবান, হাত ধোবার জল, বেড প্যান, ইউরিন্যাল প্রভৃতি থাকবে। ঘরটি ভালভাবে ধুয়ে মুছে ফেলা ভাল। শয্যার পাশে থুথু ফেলবার জন্য চিকিৎসকের নির্দেশমত ছাই অঙ্গার বা ঔষধ মিশানো পাত্র থাকবে।

কলেরা, বসন্তাদি প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ায় শহরে ও বাড়ীতে এবং ঘরের একপ্রান্তে ও পল্লীতে বাড়ীতে বাইরের তাপযুক্ত ঘরের দিকটা রোগীর জন্য রাখা উচিত।

শয্যা :—শয্যার ব্যবস্থা এমনভাবে করতে হয় যেন শয্যার চারপাশে যাতায়াতের ব্যাঘাত না ঘটায়। অনতিপ্রশস্ত শয্যাই রোগীর পক্ষে উপযোগী। অস্থির রোগীর জন্য প্রশস্ত শয্যার ব্যবস্থা করতে হয়। শান্ত রোগীর জন্য তক্তপোষ বা খাটের উপর ও অস্থির রোগীর জন্য মেঝেতেই শয্যা করতে হয়। চিকিৎসকের নির্দেশমত শয্যা পুরু বা পাতলা করতে হয়।

যে সব রোগী অসাড়ে মল-মূত্র ত্যাগ করে, তাদের বিছানার নিচে একটি অয়েলক্লথ বা রবারক্লথ পেতে দেওয়া উচিত। প্রতিদিন আবশ্যক মত এক, দুই বা তার বেশি বার বিছানার চাদর পরিবর্তন করা উচিত। মাঝে মাঝে শয্যার গদি, তোষক প্রভৃতি রোদে শুকাতে হয়। সেইজন্য দীর্ঘভোগের রোগীর জন্য শয্যা সঙ্গত এয়ার কুশন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের জন্য রবারের মতো শয্যার ব্যবস্থা কখনও কখনও প্রয়োজন হয়।

শুশ্রূষাকারী :—শুশ্রূষাকারীর সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদের সূচনায় আংশিকভাবে আলোচনা করা হবে। মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নি, স্ত্রী, বন্ধু প্রভৃতি নিকটতম আত্মীয় ও রোগীর প্রিয়জনের মাঝ থেকেই শুশ্রূষাকারী নির্বাচন করা উচিত। কারণ এইসব প্রিয়জনের আন্তরিক সেবায় সহানুভূতিতে ও তাদের সহযোগীতায় রোগী অনেকটা

আরাম বোধ করে। কিন্তু এই সব আত্মীয়ের কারও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ধৈর্য্য ও নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণের অভাব থাকলে, বাইরের লোক থেকে শুশ্রূষাকারী নির্বাচন করা সঙ্গত। কলেরা, প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ায় শুশ্রূষাকারী খালিপেটে শুশ্রূষা করতে যাবেন না। শুশ্রূষাকারী যে সব কাপড়-চোপড় ব্যবহার করবেন, শুশ্রূষা শেষে ঐ সব কাপড়-চোপড় পরিত্যাগ করে যাতে অপর কেউ স্পর্শ না করে সেই জন্যে বাইরে রেখে দেন, পুনরায় শুশ্রূষা করতে এসে ঐ গুলি ব্যবহার করতে পারেন। শুশ্রূষাকারী (বিশেষতঃ সংক্রামক পীড়ার শুশ্রূষাকারী) যতটা সম্ভব সুস্থ লোকের সঙ্গে মেলামেশা কম করবেন। শুশ্রূষাকালে আঁটসাঁট কাপড় পরা যুক্তি সঙ্গত। শুশ্রূষাকারীর চুল, নখ, দাড়ি ইত্যাদি বড় না থাকে এটা লক্ষ্য রাখা বিধেয়।

রোগী, বিশেষতঃ সংক্রামক রোগীর শুশ্রূষাকারীকে শুশ্রূষাকালে সব বিষয়ে সংযমী হতে হবে। পল্লী গ্রামের অনেকেই রাত্রিতে কঠিন ও সংক্রামক পীড়ার রোগী শুশ্রূষা করতে ভয় পায়। এরকম ভয়ে কাতর ব্যক্তিকে কদাচ শুশ্রূষা করতে দিতে নাই। সংক্রামক পীড়াগ্রস্থ রোগীর সেবা করবার আগে চিকিৎসকের নির্দেশ মত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার এবং ঐ সংক্রামক পীড়ার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায়গুলি উত্তমরূপে জেনে নিয়ে সেবাকার্যে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য।

শুশ্রূষা ঃ—শুশ্রূষা সম্বন্ধে শুশ্রূষাকারীর একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই বাঁধাধরা নিয়ম মেনে শুশ্রূষা করা চলে না, বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে একই বাঁধাধরা নিয়ম মেনে শুশ্রূষা করা চলে না, বিভিন্ন রোগীর ক্ষেত্রে—চিকিৎসকের নির্দেশানুযায়ী বিভিন্নভাবে শুশ্রূষার প্রয়োজন হয়ে থাকে। এমনও দেখা যায় যে, সাধারণ প্রণালীতে সেবা করলে রোগী বিশেষে তার রোগ ও রোগ যন্ত্রণা উপশমের পরিবর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কতকগুলির সাধারণ নিয়ম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

প্রায় সব প্রকার রোগেই রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রামের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। মৃদু ও সহানুভূতি পূর্ণ ব্যবহার দ্বারা রোগীর মন জয় করা, তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা শুশ্রূষাকারীর একটি প্রধান গুণ। কতকক্ষেত্রে রোগীকে সহানুভূতি ও প্রভুত্বব্যঞ্জক আদেশ ও ব্যবহারে দ্বারা বশীভূত রাখা সঙ্গত। রোগীর শুশ্রূষা করতে গিয়ে রোগীর স্বভাব বিরুদ্ধ আচরণ বা অপ্রীতিকর ব্যবহার করলে রোগ যন্ত্রণা বর্দ্ধিত হয়।

শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করেই রোগটি যাতে পরিবারে ও পল্লীতে ছড়াতে না পারে তৎপ্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পল্লীগ্রামে রোগীর মল, মূত্র, থুথু ইত্যাদি বাসস্থান থেকে কিছু দূরে মাটির নিচে পুতে ফেলা নিরাপদ। রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি জীবাণুমুক্ত না করে ধোপার বাড়ী দিতে নাই বা পুস্করিণীর জলে ধুতে নেই। পল্লীগ্রামে রোগীর মল, মূত্র, থুথু যেখানে সেখানে ফেলা এবং পুস্করিণীতে

বস্ত্র ও আসবাব পত্রাটি ধোয়া প্রভৃতি কারণে রোগ সংক্রামিত হয় ও মহামারীর সৃষ্টি করে।

রোগীর মল, মূত্র, থুথু ইত্যাদিতে যাতে মশা, মাছি, কীটাদি বসতে না পারে তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মশা, মাছি প্রভৃতি দ্বারা সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ে ও জনপদ ধ্বংস প্রভৃতি ভীষণ মহামারীর সৃষ্টি করে।

একটি খাতা বা নোট বইতে প্রত্যেক এক বা দুই পৃষ্ঠা একদিনের জন্য নির্দিষ্ট করে রোগীর উত্তাপ মল, মূত্র, বমি, পথ্য, নাড়ী, শ্বাস-প্রশ্বাস, ঔষধ ও অন্যান্য লক্ষণের জন্য এক একটি বিভাগ বা ঘর করে নিতে হবে এবং বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে। পাঠকদের জন্য একটি শুশ্রুষাকারী নির্ঘণ্টের নমুনা এই সঙ্গে সন্নিধি পরবর্তী পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হোল।

তাপ :—চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক দিন ৩, ৪, বা ৬ ঘণ্টা অন্তর তাপমান যন্ত্র দিয়ে অর্থাৎ থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপ গ্রহণ করে খাতায় উত্তাপ সংজ্ঞাবাচক স্তম্ভে লিখে রাখতে হয়। সাধারণতঃ বগলেই তাপমান যন্ত্র ব্যবহার করা বিধি, তবে রোগ ও অবস্থা ভেদে মুখ, জানুসন্ধি, মলদ্বার প্রভৃতি স্থান থেকেও তাপ নেওয়া যেতে পারে। বগলের তাপ সুস্থ শরীরে ৯৭°—৯৮° এবং মুখের তাপ তার থেকে প্রায় এক ডিগ্রী (অর্থাৎ ৯৮°—৯৯°) থাকে। প্রাতঃকালের চেয়ে সন্ধ্যাবেলা তাপ আধ থেকে এক ডিগ্রী বেশী হয়। বগলে থার্মোমিটার দেবার আগে সেখানে ঘাম থাকলে মুছে নিতে হবে। থার্মোমিটার অর্ধ মিনিটের স্থলে বগলে ৩।৪ মিনিট রাখতে হয়। মুখে থার্মোমিটার দিতে হলে জিভের নিচে পারদ পূর্ণ স্থানটি রেখে মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে মুখে তাপ নেওয়া বিপজ্জনক কারণ অসাবধানতার জন্য থার্মোমিটার ভেঙ্গে মুখে পারদ লাগার অপকারের সম্ভাবনা আছে। থার্মোমিটারের আগে ও পরে ওর পারদ রেখা ঝেড়ে নামিয়ে নিতে হবে। এবং পারদ পূর্ণ নিম্ন ভাগটি ধুয়ে জীবাণু মুক্ত করতে হবে।

নাড়ী :—নির্ধারিত সময় মত নাড়ীর গতি, প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন, সেটি কোমল, দুর্বল বা কঠিন, অবিরাম কিম্বা অপর কোন বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে নির্ধারণ পূর্বক নাড়ীর জন্য নির্দিষ্ট স্থান রেখে লিখে রাখা উচিত। ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটা নির্দিষ্ট স্থানের থেকে গিয়ে আবার সেইস্থানে ফেরা পর্যন্ত যতবার নাড়ীর স্পন্দন হয় নাড়ীর গতিও মিনিটে ততবার বলে জানতে হবে।

শ্বাস-প্রশ্বাস :—নিউমোনিয়া, প্লুরিসি, থাইসিস, হাঁপানি প্রভৃতি শ্বাস যন্ত্র ঘটিত পীড়ার এবং পর পর যে সব পীড়ার শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধ ঘটিত সঠিক সংবাদ চিকিৎসকের জানা প্রয়োজন সেই সব পীড়ায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর মিনিটে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস হলো, শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর কি সহজ, নাক দিয়ে কি মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস—কার্য্য করতে হয়—

শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘতর কি, শ্বাস-প্রশ্বাসকালে অপর কি কষ্ট হয় ইত্যাদি শ্বাস

প্রশ্বাসের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে লিখে রাখা কর্ত্তব্য। উপর পেটে হাত দিয়ে ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার একটি পূর্ণ আবর্ত্তনকাল মধ্যে কতবার শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য হলো তা সহজে গণনা করা যায়।

ঘর্ম :—রোগীর পক্ষে ঘাম কোথাও শুভ আবার কোথাও অশুভ। ঘাম হলেই শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে দিতে হয়। ঘাম দিয়েও মল-মূত্রের মতো শরীরের ক্লেদ বের হয়, অতএব সাধারণতঃ একে রোধ করা উচিত নয়। ঘামের বিবরণ ও সময় চার্টে-এ লিখে রাখতে হবে।

নিদ্রা :—রোগীর পক্ষে নিদ্রা উপশমকারী অবস্থা, অতএব পথ্য বা ঔষধ সেবনের জন্য নিদ্রাভঙ্গ উচিত নয়।

অবশ্য কোনও বিশেষ অবস্থায় নিদ্রা ভঙ্গ করে ঔষধ দিতে হলে চিকিৎসক সেই নির্দেশ দেবেন। নিদ্রার সময় কি প্রকারের নিদ্রা বা কতক্ষণ স্থায়ী তা লক্ষ্য করে লিখে রাখতে হবে।

অনুরূপ লক্ষণ :—

উল্লিখিত বিবরণ বাদে রোগীর নাম ও উপসর্গ উপস্থিত হতে পারে। যা শুশ্রূষাকারী বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করবেন এবং নির্ঘণ্টে তা লিখে রাখবেন। রোগ বিশেষে নিম্নলিখিত লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে পারে—

যক্ষা, প্রলাপ (মৃদু কি উগ্র, প্রলাপে কিরূপ কথা বলে), পিপাসা, ক্ষুধা, মানসিক অবস্থা, পক্ষাঘাত, রক্তস্রাব, (কোথা থেকে কি রকম রক্তস্রাব হয়), লালাস্রাব প্রদাহ ও বেদনা (কোথায়, কখন), জ্বালা, শিরঃপীড়া, হাতে-পায়ে শীতলতা, অতিরিক্ত বাতাস পাবার ইচ্ছা, মুখে ঘা, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা অনিয়মিত বা অতি দুর্বল নাড়ী, অত্যধিক অবসাদ, চোখ-মুখ বসে যাওয়া এবং হিমাংগ অবস্থা প্রভৃতি।

এটা বলা বাহুল্য যে মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পেলে শুশ্রূষাকারী অবিলম্বে চিকিৎসককে সংবাদ দেবেন।

পথ্য

চিকিৎসকের নির্দেশমত শুশ্রূষাকারী নিজ হাতে বা তত্ত্বাবধানে নির্ভরযোগ্য লোক দ্বারা পথ্য প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর রোগীকে আহার করাবেন এবং বিবরণসহ সেটা লিখে রাখবেন। অনেক সময় রোগীর কুপথ্য খাবার প্রবল স্পৃহা হয় ও শুশ্রূষাকারীকে ঐ পথ্য দেবার জন্য কাতরভাবে অনুনয় বিনয় করে বা ভয় দেখায়—শুশ্রূষাকারীর এই বিষয়ে সাবধান থাকা কর্তব্য।

প্রত্যেকবার পথ্য নতুনভাবে প্রস্তুত করে নেওয়া বিধেয়। পথ্য কখনও আলগা রাখতে নেই, পরিষ্কার পাত্রে ঢেকে রাখা কর্তব্য। একেবারে অনেকখানি পথ্য না দিয়ে বারে বারে অল্প করে দিলে সহজে হজম হয়।

ডুস প্রয়োগ

চিকিৎসকের নির্দেশমত রোগীকে ডুস দেওয়া উচিত। পরিমাণ মত ঈষদুষ্ণ গরম জলে সাবান বা লবণ মিসিয়ে ডুস দিতে হয়। সাধারণতঃ বৃহদন্ত্র থেকে দূষিত

মল বের করার জন্য ডুস দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র ক্রিমি প্রভৃতি উপসর্গে অধিক মাত্রায় লবণ বা কোয়াসিয়ার জল সহযোগে ডুস দেওয়া বিধেয়।

ডুস দেবার আগে ডুস, ডুসের নল ও নলের মুখ উত্তপ্ত (ফুটন্ত) জলে উত্তমরূপে ধুয়ে নেওয়া আবশ্যক। অতঃপর ডুসে আবশ্যক মত শুদ্ধ জল অথবা সাবান বা লবণ মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ জল নিয়ে বিছানা থেকে সামান্য উঁচুতে রাখতে হয়। ডুসে জল নিয়ে ডুস দেবার আগে কতকটা জল বের করে দেওয়া কর্তব্য। এতে ডুসের নল থেকে বায়ু বের হয়ে যায়।

বিছানায় অয়েল ক্লথ পেতে রোগীকে বাঁ-পাশে শুইয়ে কিংবা রোগী খুব দুর্বল না হলে জানু মুড়ে চিৎভাবে শুইয়ে ডুস প্রয়োগ করা বিধেয়। ডুসের নলের মুখে ও গুহ্যদ্বারে একটু অলিভ অয়েল বা নারকেল তেল মাখিয়ে নিতে হয়। নলের মুখটি মলদ্বারে ধীরে ধীরে ১-২ ইঞ্চি পরিমাণ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নলের চাবিটি খুলে দিলেই ধীরে ধীরে জল প্রবেশ করতে থাকে। এই সময় ডুস ক্যানটি ধীরে ধীরে উচ্চে ওঠাবার সঙ্গে সঙ্গে নলটি আনুমানিক আড়াই ইঞ্চি গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাতে হয়। অন্ত্রে জল প্রবেশকালে প্রবল মলবেগ হতে পারে, সেক্ষেত্রে চাবি ঘুরিয়ে ক্ষণকালের জন্য জলপ্রবাহ বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

সাধারণতঃ তিন পোয়া থেকে পাঁচ পোয়া জল অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করালেই চলে। ডুস ক্যানের সমস্ত জল নিঃশেষ হবার আগেই চাবির সাহায্যে জল বন্ধ করে দেওয়া কর্তব্য। অন্ত্রে জল প্রবেশকালে পুনরায় ডুস ক্যানে জল ঢালা সঙ্গত নয়।

ডুসের নল বার করে সঙ্গে সঙ্গেই কতকটা পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তুলা দ্বারা গুহ্যদ্বার চেপে ধরে রাখতে হয়। অতঃপর দুর্বল রোগীকে শায়িতাবস্থায় ও একটু সবল রোগীকে বসিয়ে বেডপ্যানে বা অন্য কোন পাত্রে মলত্যাগ করতে দিতে হয়।

ডুস প্রয়োগ করলে, অনেক সময় রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে, এজন্য রোগীর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। বাতাস করে এবং মাথা ও চোখ মুখ ধুইয়ে দিয়ে রোগীকে সুস্থ করতে চেষ্টা করা কর্তব্য। হার্টের রোগীকে ডুস দিতে হলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে দেওয়া উচিত।

পিচকারী ও গ্লিসারিন সাপোজিটারী প্রয়োগ

চিকিৎসকের উপদেশ অনুসারে পরিমাণমত গ্লিসারিন পিচকারীতে নিয়ে রোগীকে শয়ন করিয়ে ডুস দেওয়ার মত) গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করাতে হয়। গ্লিসারিন দেওয়ার পর নল উঠিয়ে ডুস দেওয়ার মত সঙ্গে সঙ্গেই মলদ্বার পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তুলো দিয়ে কিছুক্ষণ চেপে রাখতে হয়—যেন গ্লিসারিন মলান্ত্রে মলের সঙ্গে মিশতে পারে।

গ্লিসারিন সাপোজিটারী ব্যবহার করবার সময় তাতে খানিকটা গ্লিসারিন বা নারকেল তেল বা অলিভ অয়েল মাখিয়ে গুহ্যদ্বারের ভেতরে ধীরে ধীরে ১-২ ইঞ্চি প্রবেশ করিয়ে তারপর মলদ্বার কিছুক্ষণ চেপে ধরে রাখতে হবে। তারপর বেগ হলে

মলত্যাগ করবে। পিচকারি ও সাপোজিটারী কেবল মলান্ত্রের জন্য মল নিঃসরণে সহায়তা করে, অন্ত্রাংশে ক্রিয়া করে না।

ক্যাথিটার দ্বারা প্রস্রাব করানো

পুরুষ রোগীর প্রস্রাব না হলে ক্যাথিটার দ্বারা প্রস্রাব করাতে হয়। অভিজ্ঞ ডাক্তার বা নার্স বাদে সাধারণ শুশ্রূষাকারীর এই কাজে হাত দেওয়া নিরাপদ হয়

ক্যাথিটার দুই প্রকার—ধাতব ও রবার নির্মিত। আবার রোগীর বয়স ও অবস্থা-ভেদে ক্যাথিটার নাম্বার অনুযায়ী সরু বা মোটা ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে প্রমেহ বা পাথরী রোগ ছাড়া অপর রোগাদিতে ধাতব ক্যাথিটার সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয় না। ক্যাথিটার প্রয়োগের আগে শুশ্রূষাকারীর হাত ও রোগীর মলদ্বার পরিষ্কার বীজাণুমুক্ত (Sterilized) করে নেওয়া আবশ্যক। পুরুষ রোগীকে চিৎভাবে শুইয়ে পা দুটি বিছানার উপর ছড়িয়ে রোগীর পাশে বসে বাঁ হাতে উপাঙ্গটি উপরের দিকে তুলে ধরে, খুব ধীরে ধীরে ক্যাথিটার প্রবেশ করাতে হয়। ক্যাথিটার প্রবেশ করাবার আগে বিশুদ্ধ অলিভ অয়েল বা গ্লিসারিন বা অন্য কোনও মলম মাখিয়ে ক্যাথিটারটি পিচ্ছিল করে নিতে হয়। ক্যাথিটারের নলের একটি প্রান্ত প্রশস্ত মুখ বোতল বা ইউরিন্যালে রাখতে হয়। ক্যাথটার প্রবেশ করাবার কালে যদি ওটা বাধা পায়, তবে জোর করে প্রবেশ করাবার চেষ্টা না করে ক্যাথিটারটি পুনরায় উঠিয়ে নিয়ে পুনরায় তেল বা গ্লিসারিন বা মলম মাখিয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করানো কর্তব্য।

জোর করে ক্যাথিটার প্রয়োগ করালে মূত্রনালী অধিক সঙ্কুচিত হয়। স্ত্রী রোগীর ক্ষেত্রে ক্যাথিটার প্রয়োগ কষ্টকর না; কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার (Sterilization) প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

মাথা ধোয়ানো :—রোগীর ঘাড়ের নিচে দুটি বালিশ বা তার উপর একটি অয়েল ক্লথ বা রবার ক্লথ এমনভাবে রাখতে হবে যেন পিঠের দিকে জল না যেতে পারে। নিচে একটি গামলা বা বালতি রেখে তার উপর মাথা ধোয়ানো উচিত, যাতে মাথা ধোয়ানো জল অয়েল ক্লথ বেয়ে ঐ পাত্রে পড়ে।

ঠান্ডা জল দিয়ে মাথা ধোয়াতে হবে। পরিষ্কার তোয়ালে দ্বারা ধীরে ধীরে মাথা মুছিয়ে দিতে হবে—যাতে মাথায় জল আটকে না থাকে। তারপর চিরুনি দ্বারা মাথা আঁচড়ে দিলে রোগী আরামবোধ করে।

স্পঞ্জ করানো :—প্রথমে মাথা ধুইয়ে তারপর হাত, বুক, পিঠ এবং সবশেষে পা স্পঞ্জ করতে হয়। স্পঞ্জ করবার সময় রোগীর ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে ও রোগীকে অয়েল ক্লথের উপর শুইয়ে চিকিৎসকের উপদেশ মত শীতল বা গরম জলে পরিষ্কার ন্যাকড়া বা তোয়ালে ভিজিয়ে রোগীর সর্বাঙ্গ মুছে নিতে হয়। শীত উৎপাদন করে এরকম ঠাণ্ডা জল বা গা পুড়ে যায় এরকম গরম জল উভয়ই এই কাজের পক্ষে অনুপযোগী। স্পঞ্জ করবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে শুষ্ক

নরম তোয়ালে দ্বারা উত্তমরূপে মুছিয়ে জামা কাপড় দ্বারা আবৃত করে তারপর ধীরে ধীরে দরজা খুলে দিতে হয়। বাইরের দমকা হাওয়া যেন রোগীর গায়ে না লাগে।

আইস ব্যাগ (Ice Bag) ব্যবহার বিধি :—ডাক্তারের উপদেশ মত মাথায় ঘাড়ে বা কপালে বরফ প্রয়োগ আবশ্যক হতে পারে। বরফ মাঝারি ধরনের টুকরো করে ভেঙ্গে না ধুয়ে ব্যাগে ভর্তি করতে হবে। ব্যাগের কিছু অংশ খালি রেখে ব্যাগের মুখ চেপে ধরে যতটা সম্ভব বায়ু বের করে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হয়। ব্যাগের বরফ গলে যে জল হয়, তা কিছুক্ষণ পর পর ফেলে দেওয়া আবশ্যক।

হট ওয়াটার ব্যাগ (Hot water Bag) ব্যবহার বিধি :—ডাক্তারের উপদেশ মত হাতে, পায়ে বুকে বা পিঠে গরম জলের সেঁক প্রয়োগ আবশ্যক হতে পারে। অতিশয় গরম জল ব্যাগে ভরতে নেই, ব্যাগের কিছু অংশ খালি রেখে ব্যাগের মুখ চেপে ধরে বাষ্প কিছুটা বার করে ব্যাগের মুখ ভাল করে বন্ধ করে দিতে হয়। প্রথম অবস্থায় ব্যাগের উত্তাপ রোগীর পক্ষে অসহ্য হলে দুই বা তিন ভাঁজ কাপড় জড়িয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্রমে কাপড়ের ভাঁজ কমিয়ে আনলে একবার গরম জল ভর্তি করা ব্যাগ অনেকক্ষণ ব্যবহার করা যেতে পারে।

শুশ্রূষা নির্ঘণ্ট

রোগীর নাম………………… বয়স……… …………

রোগ আক্রমণের তারিখ………… পুনরায় আক্রমণের তারিখ……… . …

রোগ বিবরণের তারিখ… ……………

সময়	তাপ	নাড়ি	শ্বাস-প্রশ্বাস	মল	মূত্র	বমি	ঘাম	অন্যান্য লক্ষণ	পথ্য	ঔষধ	মন্তব্য

ষষ্ঠ অধ্যায়

পথ্য ও তার প্রস্তুত প্রণালী

দেহের ক্ষয় পরিপূর্ণার্থে খাদ্যের প্রয়োজন। ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হয়ে রস, রক্ত, মেদ মজ্জা ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং দেহের পুষ্টিসাধন করে। স্থান কাল পাত্র, সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি ভেদে মানব বিভিন্ন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু রোগীর পরিপাক শক্তি স্বভাবতঃ দুর্বল থাকা বিধেয়; সুতরাং রুগ্নদেহের উপযোগী পুষ্টিকর অথচ সহজপাচ্য খাদ্য হওয়া আবশ্যক। রোগীর খাদ্যকেই পথ্য বলা হয়।

পথ্য সম্বন্ধে কোন বাঁধা ধরা নিয়ম লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক রোগের সাধারণ উপসর্গ ও লক্ষণানুযায়ী একটি মোটামুটি পথ্যের ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু প্রত্যেক রোগীর গঠন, ধাতু, রুচি, ইত্যাদি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে পথ্য নির্বাচন করতে হয়। রোগীর স্বভাব, অভ্যাস, রোগের প্রকোপ রোগের অবস্থা, রোগানুযায়ী ক্ষয়, সাম্যজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি, শীত গ্রীষ্মাদি ঋতু, শীত-প্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের তারতম্য এবং রোগের আনুমানিক ভোগকাল ইত্যাদি পথ্য নির্ণয়কালে বিচার করতে হয়। প্রত্যেক পদার্থেই কিছু না কিছু ভেষজ গুণ আছে, তাতে রোগীর দেহে ভেষজ ক্রিয়া প্রকাশ পেতে পারে। সুতরাং সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগ সত্ত্বেও বিরুদ্ধ পথ্য প্রয়োগ করলে রোগীর উপকারের পরিবর্তে অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা।

রোগ হলে দুধ, সাবু, বার্লি, বা এই জাতীয় তরল পথ্যই কেবল গ্রহণ করতে হবে তা ঠিক নয়। অধিক দিন এই জাতীয় তরল পদার্থ কেবল গ্রহণের ফলে রোগী ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। এর ফলে দেহের প্রতিরোধ শক্তি শিথিল হয়ে পড়ে এবং সুনির্বাচিত ঔষধ প্রয়োগেও অভীষ্ট ফল হয় না। কাজেই পেটের তেমন গোলমাল না থাকলে, রোগী যা সহজে হজম করতে পারে অথচ দেহের পুষ্টি সাধিত হয়, জীবনশক্তি রক্ষা পায়, এবং রোগ বৃদ্ধি না হয় এরকম পথ্য (অবস্থা ভেদে অর্ধসিদ্ধ ডিম, সুসিদ্ধ তাজা ছোট মাছ, কচি মাংস, ছানা, সন্দেশ, আপেল সিদ্ধ, রুটি, লুচি, আলু, পটল, ইত্যাদি) নির্বাচন করা আবশ্যক। ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী রোগীর ঘৃণার বস্তু নিষিদ্ধ পথ্য থেকে পথ্য নির্বাচন অনিবার্য না হলে বর্জন করা ভাল। রোগীর নিজস্ব রুটি বা ভাত, পেটের অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনাক্রমে অভিজ্ঞ চিকিৎসক পথ্য স্থির করে দেবেন।

পথ্য দেশ ভেদে নানারকম হতে পারে। এইদেশে প্রচলিত কয়েকটি পথ্যের জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তার প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হল।

সাগু

কয়েকপ্রকার তাল জাতীয় বৃক্ষের মজ্জা থেকে সাগু বা সাগুদানা প্রস্তুত হয়।

মালাক্কা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশে এই বৃক্ষ প্রচুর জন্মায়। উৎকৃষ্ট জাতীয় সাগুদানা গুলিকে রং ও চাকচিক্যে অনেকটা মুক্তার মত দেখায় বলে পার্ল সাগু (Pearl sagu) বলে অভিহিত হয়। বস্তুত সাগু এবং পার্ল সাগুতে অন্য কোন পার্থক্য নেই। অধুনা আমদানির অভাবে বাজারে টেপিওকা (Tapioca) জাতীয় একপ্রকার দানা সাগু বলে শোনা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী –একজন বয়স্ক ব্যক্তির একবারের পথ্যের জন্য চা চামচের দুই চামচ পার্ল সাগু নিয়ে ধুয়ে বেছে কিছু জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে মৃদু এক সের পরিমাণ জলে সিদ্ধ করে, আধ সের জল থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিতে হয়, ঈষদুষ্ণ থাকতে লবণ, মিছরী বা চিনি ও লেবুর রস মিশিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে। শুধু দুধ দিয়ে খেতে পারে।

বার্লি

বার্লি বা বার্লি কর্ণ (Barley corn), এর ভারতীয় নাম যব। যবকে অতি মিহিভাবে গুঁড়িয়ে বাজারের চলতি বার্লি (Barley Powder) প্রস্তুত হয় এবং যবকে খোলা ছাড়িয়ে ঘষে ঘষে গোলাকার করে পার্ল বার্লি প্রস্তুত হয়। মুক্তার মত গোল ও চকচকে হয় বলে ওর নাম পার্ল বার্লি (Pearl Barley)

প্রস্তুত প্রণালী

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির একবারের পথ্যের জন্য চা-চামচের এক চামচ বার্লি নিয়ে প্রথমে একটু জলে বেশ করে মিশিয়ে নিতে হয়।

পরে একটি পাত্রে এক সের পরিমাণ জলে ঐ বার্লি মিশ্রিত জলটুকু পনেরো মিনিট কাল সিদ্ধ করে নামিয়ে ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে নিতে হয়। ঈষদুষ্ণ থাকতে পরিমাণ মত লবণ, মিছরী ও লেবুর রস মিশিয়ে সেবন উপযোগী।

কারও কারও ধারণা যে, বার্লি যত অধিক সিদ্ধ করা হয় ততটা উপকারী, কিন্তু অধিক সিদ্ধ করলে বার্লির পুষ্টিকর পদার্থ খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) নষ্ট হয়ে যায়।

পার্ল বার্লি প্রস্তুত প্রণালী

বেশি বয়সের ব্যক্তির জন্য চা চামচের চার চামচ পরিমাণ বার্লি এক সের পরিমাণ জলে মৃদু তাপে সিদ্ধ করে আধ সের আন্দাজ জল থাকতে নামিয়ে ছেঁকে নিতে হবে।

ডালের জুস—(কাঁচা) মুগ, মুসুর ইত্যাদি ডাল বেছে নিয়ে পরিষ্কারভাবে ধুয়ে একটি পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ঢিলাভাবে পুঁটলি বেঁধে ১৬-২০ গুণ জলে বহুক্ষণ সিদ্ধ করে পুঁটলিটিকে খুলে ডালসিদ্ধ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর ঐ জল ছেঁকে নিলেই জুস প্রস্তুত হয়। সিদ্ধ করবার সময় ওতে এক টুকরো হলুদ, একটু লবণ, দুই একটি গোল মরিচ দিতে হয়। এটা লেবুর রসসহ রোগীকে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় সেবন করতে দেওয়া বিধেয়।

চিড়ার জল

ভাল হালকা চিড়া কয়েকবার পরিষ্কার জলে ধুয়ে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর তা খুব চটকে মণ্ড করে ঐ মণ্ড জলে গুলে ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিয়ে যে পরিষ্কার জল বের হয় তা চিড়ার জল। ওতে লেবুর রস, লবণ, মিছরী বা চিনি মিশিয়ে সেবন করা ভাল।

চিড়ার মণ্ড

ভাল হালকা চিড়া বেশ ভাল করে ধুয়ে একটি পরিষ্কার কাপড়ে ঢিলাভাবে বেঁধে জলে সিদ্ধ করে নিতে হয়। পরে ঐ চিড়ার দলাটি বেশ করে চটকে অধিক পরিমাণ গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে ছেঁকে চিড়ার জলের সঙ্গে সেবন।

খইয়ের মণ্ড

টাটকা খই বেছে নিয়ে পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বেঁধে চিড়ার মণ্ডের মত একই প্রণালীতে প্রস্তুত করতে হয়।

সুজির রুটি প্রস্তুত প্রণালী

সুজি কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে ও দলা পাকিয়ে কিছুক্ষণ ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করতে হয়। অতঃপর ঐ দলাগুলি আটার রুটির মত করে বেলে, তাওয়ায় ভেজে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আগুনে সেঁকে নিতে হয়।

আটার রুটি

(কাই করা)—আটার সঙ্গে পরিমাণ মত ফুটন্ত জল মিশিয়ে অল্প আঁচে নেড়ে চেড়ে কতকটা আঠার মত হলে নামিয়ে নিতে হয়। ঠাণ্ডা হলে পুলি পাকিয়ে বেলে রুটি প্রস্তুত করতে হয় এবং যথারীতি তাওয়ায় সেঁকে নিলেই সহজপাচ্য নরম রুটি প্রস্তুত হয়।

ভুষির রুটি

আটার রুটির মত ভুষি গরম জলে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে নরম হলে বেশ করে বেলে রুটি প্রস্তুত করতে হয়। পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য, জ্বর ও বহুমূত্র রোগে এটা উৎকৃষ্ট পথ্য।

পোরের ভাত

পুরাতন সরু চাল উত্তমরূপে ধুয়ে এক খণ্ড বস্ত্রে ঢিলাভাবে বেঁধে ঘুটে বা কাঠের অল্প আঁচে মাটির হাড়িতে সুসিদ্ধ করে নিতে হয়।

মাছের ঝোল

তাজা মাগুর, সিঙ্গি বা ছোট মাছ, কাঁচা পেঁপে বা কচি পটল সঙ্গে লবণ, হলুদ, আদা, ও গোলমরিচ দিয়ে রাঁধতে হয়। লংকা একেবারে বাদ, তেল বাদ বা ২।১ ফোঁটা।

মাংসের জুস

চর্বি বর্জিত কাঁচ মাংসের ছোট ৮-১০ টুকরো গুণে জলে মুখ ঢাকা হাঁড়িতে মৃদু তাপে উত্তমরূপে সিদ্ধ করতে হয়। বাটা বা চূর্ণ মশলা না দিয়ে ন্যাকড়ায় এক টুকরো হলুদ কয়েকটি গোলমরিচ ও ধনে, আদা ও পরিমাণ মত লবণ বেঁধে ঐ মাংসের সঙ্গে সিদ্ধ করতে হয়। ঐ সুসিদ্ধ মাংস থেকে হাড়গুলি বার করে একখণ্ড ত্রিভাঁজ পরিষ্কার বস্ত্রে ছেঁকে ও নিংড়ে নিলে মাংসের জুস বা ব্রথ প্রস্তুত হয়।

তরকারী (Vegetable) স্যুপ

কাঁচ ঝিঙে, পটল, কাঁচকলা কাঁচা পেঁপে,মটরশুঁটি, বিট, টমাটো, পালংশাক, গাজর প্রভৃতি একটু আদা, লবণ ও হলুদসহ সুসিদ্ধ করে পরিষ্কার ন্যাকড়ায় ছেঁকে নিলে ভেজিটেবিল সুপ তৈরী হয়; সেই সঙ্গে মাগুর, সিঙ্গি জাতীয় মাছও দেওয়া যেতে পারে।

পলতার স্যুপ

পটল পাতা এক ছটাক আন্দাজ, একটু হলুদ ও লবণ সহ আধসের জল সুসিদ্ধ করে একপোয়া আন্দাজ জল থাকতে নামিয়ে উত্তমরূপে মেখে ছেঁকে নিয়ে সুপ প্রস্তুত হয়।

মাছের স্যুপ

সিঙ্গি, মাগুর বা অন্য কম তৈলাক্ত মাছ আন্দাজ মত লবণ ও হলুদ সহ পরিমিত জলে উত্তরমরূপে সিদ্ধ করে মেখে ছেঁকে নিলেই মাছের সুপ প্রস্তুত হল।

এগ ক্লিপ বা ডিম দুধ

একটা তাজা ডিম ধুয়ে একটি বাটিতে ভেঙ্গে নিতে হবে. তারপর চামচ দিয়ে ভালভাবে নেড়ে সামান্য চিনি মিশাতে হবে। ওর সঙ্গে একপোয়া আন্দাজ ঈষদুষ্ণ গরম দুধ মিশিয়ে নিলেই এগ্ ক্লিপ প্রস্তুত হল।

এলবুমিন ওয়াটার বা ডিমের শ্বেতাংশ মেশানো জল

একটি ডিম ধুয়ে ওর শ্বেতাংশটুকু একটি বাটিতে নিয়ে চামচ দিয়ে ভালভাবে নেড়ে ওর সঙ্গে এক পেয়ালা আন্দাজ জল মিশিয়ে ছেঁকে নিলেই এলবুমিন ওয়াটার তৈরী হয়।

মিছরীর জল

আন্দাজ মত জলে মিছরী সিদ্ধ করে ছেঁকে নিলেই মিছরীর জল তৈরী হয়।

দুগ্ধ

খাঁটি টাটকা গো' দুগ্ধ বা ছাগ দুগ্ধ গ্রহণীয়। গো দুগ্ধে এক চতুর্থাংশ জল দিতে হয়। জলের অর্ধেক বা সম্পূর্ণ বা আংশিক কমে গেলে রোগীকে দিতে হবে।

ছানার জল

আগুনের তাপে দুধ ফুটতে থাকাকালীন ফটকিরির জল একটু করে ঐ দুধে দিতে থাকলে দুধ কেটে পরিষ্কার জল বের হতে আরম্ভ হয়। তখন ফটকিরির জল দেওয়া বন্ধ করতে হয়। অধিক ফিটকিরির জল দিলে ছানা শক্ত হয়, তা রোগীর পক্ষে অনুপযোগী। ফটকিরির বদলে Calcium lactate দ্বারাও দুধ ফুটিয়ে ছানার জল করা যেতে পারে। পরে ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে নিয়ে লেবুর রস বা মিছরীর গুঁড়াসহ অথবা এমনি রোগীর সেবন করতে দেওয়া যায়।

ঘোল

রোগীর জন্য ঘোল প্রস্তুত করতে টাটকা দই আবশ্যক। পাথর, কাচ বা মাটির পাত্রে ঈষদুষ্ণ দুধে সাজা (সামান্য পরিমাণ দই) দিয়ে রাখলে ২।৩ ঘন্টার মধ্যেই দুধ জমে দই হয়ে যাবে। ঐ দইয়ে সমান পরিমাণ জল মিশিয়ে ভালভাবে নাড়লে ঘোল হয়ে যায়। এই অবস্থায় কিছুটা মাখন তুলে নিলে আরও ভাল হয়। তারপর ওটা ছাঁকতে হবে। ঘোলের সাথে চিকিৎসকের নির্দেশ মত লেবুর রস, লবণ, মিছরী বা চিনি মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

ফলের রস

কমলা লেবু, মুসম্বি, আনারস, ডালিম, আঙ্গুর, আপেল প্রভৃতি ফলের রস বের করবার এক প্রকার যন্ত্র কিনতে পাওয়া যায়। রস ছেঁকে নিয়ে চিকিৎসকের উপদেশ মত দিতে হবে। আপেলকে সিদ্ধ করে রস বের করা বেশী উপকারী হয়। ফলের রস দীর্ঘ জমিয়ে রেখে খাওয়া উপকারী।

ডাবের জল

কাঁচ ডাবের জল রোগীকে খেতে দেওয়া খুব ভাল। ডাব কেটে রেখে তারপর খাওয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

জল

শোথ, উদরী প্রভৃতি বাদে অধিকাংশ রোগেই জল একটি ভাল পথ্য। জলকে ফুটিয়ে নিতে হবে। ঐ জলকে ছেঁকে নিয়ে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় রোগীকে পান করাতে হবে। যেখানে ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা ঐ জলকে গরম করে নিতে হবে। গরম জলকে উন্মুক্ত অবস্থায় ঠাণ্ডা করতে নেই, ঢেকে রাখতে হয়। একবার ফুটানো জল দীর্ঘ সময়ে রেখে খাওয়া ভাল না। একবারের গরম করা জল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পুনরায় ঐ জলকে গরম করে পান করা উচিত নয়।

সপ্তম অধ্যায়

খাদ্যের উপাদান বা খাদ্যপ্রাণ

বিজ্ঞানীরা গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা খাদ্যকে প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা —১। প্রোটিন বা ছানা বা আমিষ জাতীয়।

২। কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয়।

৩। ফ্যাট (চর্বি) বা স্নেহ জাতীয়।

৪। জল।

৫। লবণ।

৬। ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, খাদ্য ও মানবদেহের রাসায়নিক উপাদান প্রায় একই রকম এবং জল ও খনিজ পদার্থ সব উভয় বস্তুতে প্রায় সামান পরিমাণেই বর্তমান রয়েছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় জীবদেহের যে অণু ক্ষয় হচ্ছে সেই ক্ষয় নিবারণ, শক্তি সংরক্ষণ পুষ্টি বিধান ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রত্যেক মানুষেরই ঠিকমত ও উপযোগী খাদ্য খাওয়া আবশ্যক।

প্রোটিন

শরীরের তাপ উৎপাদন, দেহের দহন ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, দেহের ক্ষয়পূরণ ও শরীরের সব উপাদান গঠন করা প্রোটিন খাদ্যের কাজ।

কার্বোহাইড্রেট

দৈহিক তেজ, কর্মক্ষমতা এবং তাপ উৎপাদন ও চর্বি গঠন কর্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ। এইরকম খাদ্যই আমাদের দেহ গঠন ও সংরক্ষণের প্রধান উপাদান।

ফ্যাট (চর্বি) বা স্নেহজাতীয় খাদ্য

শরীরের তেজ ও উত্তাপ, উত্তেজনা, চর্বির প্রস্তুতকরণ এই জাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ।

জল

দেহের বিশেষ কোন পরিবর্তন না হলে, শরীরের পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তার পক্ষে এবং দেহের অস্বাস্থ্যকর পদার্থ নিষ্ক্রমণের জন্য জল একান্ত দরকারী।

লবণ

জলের মত লবণ ও খাদ্য হিসাবে নিতান্ত দরকারী। আমরা খাদ্যসহ সাধারণ

লবণ ভিন্ন টাটকা ফলমূল, শাকসব্জী, একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য থেকে পটাশ, সোডা ইত্যাদি লবণ জাতীয় খাদ্য আবশ্যকতানুযায়ী গ্রহণ করে থাকি।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

খাদ্যের উল্লিখিত উপাদানগুলি ভিন্ন, খাদ্যের এমন সূক্ষ্ম উপাদান আছে, যার অভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না। উল্লিখিত উপাদানগুলি যথেষ্ট প্রয়োজনমত পরিমাণ বর্তমান থাকলেও এক টমাত্র সূক্ষ্ম উপাদানের অভাবে জীবনীশক্তি দ্রুত হ্রাস পায় ও রোগ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায় এবং পুষ্ট হবার পরিবর্তে শরীর দ্রুত দুর্বল ও শীর্ণ হতে থাকে। খাদ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এর নাম দিয়েছেন ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ।

ভিটামিন বিভিন্ন প্রকার। এর কার্যকারিতার অধিকার রয়েছে সত্য, কিন্তু এদের বিশিষ্ট রূপ আবিষ্কৃত হয় বলে এরা এ, বি, সি, ডি, ই কে ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। ভিটামিন এ, ডি, ই ও কে খাদ্যের স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন বি ও সি জলে দ্রবণীয়।

ভিটামিন 'এ'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে রাতকানা, চক্ষু ও কর্ণের প্রদাহাদি পীড়া, সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কাশি, নিউমোনিয়া, মূত্র পাথরী প্রভৃতি পীড়া ঘটে এবং শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষয়ক্রিয়া হীনতার জন্য রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা হ্রাস পায়।

পালংশাক, টক বেগুন (টমাটো), রাঙ্গাআলু, গাজর, মটরশুটি, বাঁধাকপি, পেঁপে, লাউ ও শাকসব্জি ও ফল এবং, দুধ মাখন, ডিম, মাছের তেল, খাসি ও ভেড়ার চর্বি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্যে 'এ' ভিটামিন পাওয়া যায়। লাল আটা বা চালের কুড়াতে বা ডালেতেও ভিটামিন থাকে। কাঁচা মুগ ও ছোলার ডাল ভিজিয়ে খেলে 'এ' ভিটামিন অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। বায়ুর সহযোগে এটি অধিকক্ষণ বা অধিক তাপে রান্না করলে 'এ' ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং রাঁধবার সময় চাপা দিয়ে অল্প তাপে রান্না করলে ভাল হয়।

ভিটামিন 'বি' (B. Complex)

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণ, অক্ষুধা, বেরিবেরি, পেলেগ্রা, রক্তাল্পতা ঘটে এবং মাতৃস্তনে দুগ্ধাভাব, শিশুর পুষ্টির অভাব, শিশুদের ওজন হ্রাস ও শীর্ণতা প্রভৃতি জন্মে।

চাল কলে ছেঁটে সরু করে পরিষ্কার করলে, সিদ্ধ ধানের চাল বার করে ধুয়ে রান্না করার পর ফেন ফেলে দিলে 'বি' ভিটামিনের প্রায় সমস্তটুকুই নষ্ট হয়ে যায়। এইরকম ভিটামিনশূন্য অন্ন ভোজনের ফলেই হয়ত অন্নজীবি বাঙ্গালী আজ জীবন যুদ্ধে সর্বত্র পরাভব স্বীকার করছে। কম জলে কম ছাটা আতপ চালের অন্ন প্রস্তুত করে ফেন না ফেলে ভোজন করলে এই বি ভিটামিন যথেষ্ট পাওয়া যেতে পারে।

ভিটামিন 'সি'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে স্কার্ভি পীড়া হয়। রোগ প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়। সর্দি, কাশি বেশী হয়, মেয়েদের রক্তস্রাব বেশী হয়। দাঁত ও অস্থির পুষ্টিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং শিশুর ওজন হ্রাস পায়, শীর্ণতা ও খিটখিটে মেজাজ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

সকল প্রকার, লেবু, টাটকা আমলকী টক বেগুন (টমাটো) তরমুজ, আনারস, কলা, ডাঁসা পেয়ারা, শশা, মুগ, যব, অঙ্কুরিত ছোলা, কাঁচা পেয়াজ, পালংশাক, বাঁধা কপি, কড়াইশুঁটি, দুধ, দই, ঘোল প্রভৃতিতে ভিটামিন 'সি' থাকে। এটা জলে দ্রবণীয়, সুতরাং রান্না করবার কাজে তরি-তরকারী সিদ্ধ জল ফেলে দিলে বা খোলা পাত্রে রেখে সিদ্ধ করলে 'সি' ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

ভিটামিন 'ডি'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে শিশুদের রিকেট, স্ত্রী লোকদের ওষ্টিও-ম্যালেসিয়া প্রভৃতি পীড়া হয়। দাঁতে পোকা ধরে, অস্থি শীর্ণ হয় ও বেঁকে যায়। খাদ্যের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ইত্যাদি লবণ জাতীয় পদার্থের পরিশোষণের জন্য ভিটামিন 'ডি'-র আবশ্যক।

সূর্যরশ্মি, কডলিভার অয়েলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'ডি' আছে। সুতরাং রোদ্রে দাঁড়িয়ে শরীরে তেল বা কডলিভার অয়েল মাখা শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই বিশেষ হিতকর।

মাছের ডিম, পাঁঠার মেটে, ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন, পাঁপড়, আচার প্রভৃতিতে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। এটা উত্তাপে নষ্ট হয় না।

ভিটামিন 'ই'

এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবে গর্ভস্থ সন্তান মরে যায়, পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হয়, এইজন্য একে গর্ভসংরক্ষণ ভিটামিন বলে।

আঁকাড় চাল, যাঁতার ভাঙা আটা, নারকেল, কলা, দুধ, মাংস, ডিম, প্রভৃতিতে ভিটামিন 'ই'...পাওয়া যায়। এটাও উত্তাপে নষ্ট হয় না।

খাদ্যের পরিমাণ

প্রাপ্তবয়স্ক একজন সুস্থ বাঙালীর পক্ষে প্রতিদিন প্রোটিন ৬০-৭০ গ্রাম, ফ্যাট ৫০-৬০ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ৪৫০-৫০০ গ্রাম, জল ৩।৪ সের ও প্রয়োজনমত খনিজ লবণ ও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ গ্রহণ করা আবশ্যক।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতিদিন লাল আটা ৬ ছটাক—তাপ ১১৯০ ; ঢেঁকি ছাঁটা চাল ৪ ছটাক—তাপ ৯১৯, ডাল ২ ছটাক—তাপ ৪৮০ ; তরকারি ৫ ছটাক—তাপ ১০২ ; সরষের তেল ½ ছটাক—তাপ ২৫২ ; গুড় ½ ছটাক—তাপ ৫০ ; মাছ ২ ছটাক

—তাপ ৮৮ ; দুধ ২ ছটাক তাপ—৭২ ; লবণ কমবেশি ½ ছটাক ও কিছুটা লেবু মোট ক্যালোরি ৩০৭০ তাপ বিশিষ্ট ২৩½ ছটাক খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক।

উল্লিখিত তালিকায় পূর্ণবয়স্ক বাঙালীর খাদ্যের মোটামুটি একটা তালিকা দেওয়া হল। খাদ্য গ্রহণের কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। কৈশোর ও যৌবনকালে যে পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক প্রৌঢ় বয়সে বা বার্ধক্যে তাহার চেয়ে কম পরিমাণ আবশ্যক। শারীরিক পরিশ্রমী ব্যক্তির বেশি পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন কিন্তু যাদের বসা কাজ বা মস্তিস্ক পরিচালনার কাজ তাদের অনেক কম পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। যাঁরা বুদ্ধিজীবি, শারীরিক শ্রম করেন না তাদের খাদ্যের পরিমাণ কম কিন্তু দুধ. মাখন, ছানা, মাছ, মাংস. ফল, প্রভৃতি দ্রব্য অধিক পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে। প্রৌঢ় বয়স থেকে মিষ্টদ্রব্য আহার অনেক কমানো কর্ত্তব্য।

মনে রাখবেন বেশি খেলেই লোক মরে বেশি, কম খেলে মানুষ কম মরে।

যাদের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট উপাদান থেকে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। সেই তাপের পরিমাণ ঠিক করা হয় ক্যালোরি হিসাবে। এক হাজার গ্রাম ওজনের জলকে ৯ ডিগ্রী উত্তপ্ত করতে যে পরিমাণ উত্তাপের আবশ্যক শরীর বিজ্ঞান মতে তাকে এক ক্যালোরি ধরা হয়। এক গ্রাম আমিষ থেকে এইরকম চার ক্যালোরি, এক গ্রাম শর্করা থেকে চার ক্যালোরি ও এক গ্রাম চর্বি থেকে নয় ক্যালোরি উত্তাপের সৃষ্টি হয়। অল্প পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক ২৪০০ ক্যালোরি ও অতি পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে ২৮০০-৩২০০ ক্যালোরি উত্তাপের আবশ্যক।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

খাদ্য	এ	বি	সি	ডি	প্রতি ১০০ গ্রাম প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	জল	প্রতি ১০০ গ্রামের তাপমূল্য
চাল. আটা প্রভৃতি									
কলে ছাঁটা চাল	—	—	—	—	৬.৯	০.৪	৭৯.২	১৩	৩৪৮
ঢেঁকি ছাঁটা চাল	+	+	০	—	৮.৫	০.৬	৭৮	১২.২	৩৫১
মুড়ি	—	—	—	—	৭.৫	০.১	৭৪.৩	১৪.৭	৩২৮
চিড়া	+	+	—	—	৬.৬	১.২	৭৮.২	১২.২	৩৫০
লাল আটা	+	++	০	—	১২.১	১.৭	৭২.২	১২.২	৩৫৪
সাদা ময়দা	০	—	০	—	১১.০	০.৯	৭৪.১	১৩.৩	৩৫০
সুজি	+	+++	০	—	১৩.৬	৭.৬	৬২.৮	১০.৭	৩৭৪
ডাল									
মসুর	+	++	০	—	২৫.১	০.৭	৫৯.৭	১২.৪	৪৫০
ছোলা	+	++	০	—	১৭.১	৫.৩	৬১.২	৯.৮	৩১৬
সয়াবীন	+	++	০	—	৪৩.২	১৯.৫	২০.৯	৮.১	৪৩২
মূল									
গোল আলু	—	+	+	—	১.৬	০.১	২২.৯	৭৪.৭	৯৯
রাঙা আলু	++	++	++	—	১.২	০.৩	৩১.০	৬৮.৫	১৩২
কচু	—	+	+	—	৩.০	০.১	২২.১	৭৩.১	১০১
মূলা	—	+	+	—	০.৭	০.১	৪.২	৯৪.৪	২১
পিঁয়াজ	—	++	—	—	১.২	০.১	১১.৫	৮৬.৫	৫২

ব্যবহার্য কয়েকটি খাদ্যের উপাদান, খাদ্যপ্রাণ ও তাপমূল্যের তালিকা

খাদ্য	ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ				প্রতি ১০০ গ্রামে				প্রতি ১০০ গ্রামে তাপমূল্য
	এ	বি	সি	ডি	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	জল	
দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত									
গরুর দুধ	+++	++	+	+	৩.৩	৩.৬	৪.৮	৮৭.৬	৬৫
ছাগলের দুধ	+++	+	+	+	৩.৭	৫.৬	৪.৭	৮৫.২	৮৪
মহিষের দুধ	+++	+	+	+	৪৩	৮.৮	৫.১	৮১.০	১১৭
মাছ ও মাংস									
টাট্কা পুকুরের মাছ	—	+	—	—	১৯.৪	৪৪	—	—	১২০
তৈলাক্ত মাছ	+++	+	—	—	২১.৫	১৯.৪	—	—	২৭০
অতৈলাক্ত মাছ	—	+	—	—	১৬.৫	১.৬	—	—	১৯৪
ছাগ মাংস	—	+	—	—	১৮.৫	৩.৩	—	৭.৫১	১০৯
মুরগীর মাংস	+	+	—	—	২৫.৫	০.৬	—	৭২.২	১৮০
ডিম	++	+++		+	১৩.৫	১৩.৭	০৭	৭১.০	

ব্যবহার্য কয়েকটি খাদ্যের উপাদান, খাদ্যপ্রাণ ও তাপমূল্যের তালিকা।

খাদ্য	ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ				প্রতি ১০০ গ্রামে			প্রতি ১০০ গ্রামে তাপমূল্য
	এ	বি	সি	ডি	প্রোটিন	শর্করা	জল	
দধি	++	+	+	—	১'৪০	৩'৪০	১'০০	১৮
ছানা	++	++	++	—	৬ ৩	০ ১	০ ৭	৩২
মাখন	+++	—	—	—	০'২	—	২৩'১০	২১৬
ঘি	+	—	—	+	—	—	২৮'৩৫	২৬২
সরষের তেল	+	O	O	+	—	—	২৮'০	২৫২
মাছের তেল	+++	—	—	++	—	—	২৮'৫	২৪২
মাংসের চর্বি	++	—	—	+	০'৩৭	—	২৬'৪০	২৩৯
ভাত (কলেছাটা)	—	+	—	—	১'৪	১৬'৭	০'৩	৭৭
সাদা চিনি	O	O	O	—	—	২৮'৩০	—	১১৩
লাল চিনি	O	—	O	—	—	২৬ ৮৯	—	১১০
গুড়	O	+	O	—	০৮	২৫'০	—	১০০
মধু	—	—	—	—	০'১১	২০'১১	—	৮১
সন্দেশ	O	O	O	—	৫'৪০	১২'০	৬'০	১২৪
চা	O	O	O	—	—	—	—	—

খাদ্য	ভিটামিন বা খাদ্য প্রাণ				প্রতি ১০০ গ্রামে				প্রতি ১০০ গ্রামের তাপমূল্য
	এ	বি	সি	ডি	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	জল	
ফল									
কলা	—	+	+	—	১·৩	০·১	৩৬·৪	৬১·৪	১৫৩
আঙ্গুর	—	+	—	—	০·৭	০·১	১০·২	৮৫ ৫	৪৫
কমলালেবু	+	+	+++	—	০·৯	০·৩	১০ ৬	৮৭ ৮	৪৯
পেঁপে	+	+	++	—	০ ৫	০·১	৯·৫	৮৯·৬	৪০
আম	+	—	++	—	০·৬	০·১	১১·৮	৮৬ ১	৫০
নারকেল	+	++	—	+	৪ ৫	৪১·৬	১৩·০	৩৬·৩	৪৪৪
আমলকী	—	—	+++	—					
তরকারি									
ফুলকপি	+	+	+	—	৩·৫	০·৪	৫ ৩	৮৯·৪	৩৯
বাঁধাকপি	+++	+++	++	—	০·৮৫	০·১	৬·৩	৯০ ৫	৩০
বেগুন	—	+	+	—	১·৩	০·৩	৬·৪	৯১·৫	৩৪
টম্যাটো	+++	+++	++	—	১·০	০·১	৩·৯	৯৪·৮	২১
পালংশাক	+++	+++	++++	—	১·৯	০·৯	৪·০	৯১·৭	৩২
ঢ্যাঁড়স	—	+	++	—	২·২	০·২	৭ ৭	৮৮·০	৪১
: বাদাম									
চীনাবাদাম	—	++	O	—	২৬·৭	৪০·১	২০·৩	৭·৯	৫৪৯
কাজুবাদাম	—	++	O	—	২১·২	৪৬·৯	২২·৩	৫ ৯	৫৯৬
আখরোট	—	+++	O	—	১৫·৬	৬৪·৫	১১·২	৪·৬	৬৮৫

সাধারণ কয়েকটি মাছের খাদ্যমূল্য

মাছের নাম	প্রতি ১০০ গ্রামে			প্রতি ১০০ গ্রামে
	প্রোটিন	চর্বি	শর্করা	তাপমূল্য
ভেট্‌কি	১৩·৭	১·১	—	৬৬
ইলিশ	২১·৮	১৯·৪	—	২৭০
কাতলা	১৯·৫	২·৪	—	১০২
কই	১৪·৮	৮·৮	—	১৪২
মাগুর	১৫·০	১·২	—	৭১
পার্শে	১৬·৬	৫·৯	—	১২৩
রুই	১৬·৬	১·৪	—	৮২
সিঙ্গি	২২·৮	০·৬	—	৯৯
শোল	১০·২	২·৩	—	৮৮
ট্যাংরা	১৯·২	৬·৬	—	১৩৮
মৌরলা	১৮ ০	৪·১	—	১১২
পুঁটি	১৮·২	২·৪	—	৯৬
বাগদা চিংড়ি	১৮·৮	১·৬	—	৯২
বাটা	১৯·৪	৪·৪	—	১২০
মৃগেল	১৯·৫	০·৮	—	৮৭
খয়রা	১৮·০	৩·০	—	১০২
গলদা চিংড়ি	১৮·৪	১·৫	—	৯০
কুচো চিংড়ি	১৭·৮	১·২	—	৮৭
চারাপোনা	১৭·৫	১·০	—	৭৯
কাজলী	১৭·০	১·০	—	৮৮
পাব্‌দা	১৭·৫	১·৮	—	৯২
সরপুঁটি	১৮·৫	২·৮	—	১০২

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা

স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; যথা—খাদ্য, পানীয়, বিশ্রাম ও সুনিদ্রা, অলোক, বাতাস, পরিচ্ছন্নতা, ব্যায়াম, স্নান, সংযম প্রভৃতি। ক্রমাগত দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত মৈথুন, অতি ভোজন, অধিক ক্রোধের বশীভূত হওয়া, মদ্যপান প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

খাদ্য —পুষ্টিকর বা বলকারক খাদ্য খেলে যে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, এরকম ভুল ধারণা। খাবার আগে দেখতে হবে খাদ্য পরিপাক করবার শক্তি আছে কিনা। খাদ্যের পরিপাক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে। অধিক পরিশ্রম করলে সেই পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন, বয়স মত খাদ্য ও তার পরিমাণ নির্ধারণ করা কর্ত্তব্য। ঠাণ্ডার সময়ে ও শীত ঋতুতে চর্বিযুক্ত খাদ্য উপযোগী এবং গ্রীষ্মকালে কম গুরুপাক খাওয়া উচিত। বেশী লংকা ও গরম মশলা যুক্ত উগ্র খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

সুসিদ্ধ সহজ খাদ্য ধীরে ধীরে চিবিয়ে খেলে উপকারী, খাওয়ার পর ঠাণ্ডা জল খাওয়া উচিত নয়। কারণ ঠাণ্ডা জল পাকস্থলির মধ্যে যাওয়ায় উষ্ণতা হ্রাস করায় পরিপাক কাজের ব্যাঘাত জন্মে। অজীর্ণ রোগীর পক্ষে আহারের পর অল্প পরিমাণ ঈষদুষ্ণ জল পান করা উপকারী, খাওয়ার পর বিশ্রাম উপকারী, খাওয়ার তিন ঘণ্টা পর জলপান হিতকর।

পাকস্থলি অনেকক্ষণ ধরে খালি থাকলে স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে। দিনের বেলা খাওয়ার চেয়ে রাত্রিতে খাওয়া লঘু ও অনুত্তেজক হওয়ায় উপকার হয়। শোয়ার সময় পাকস্থলি একেবারে পূর্ণ বা শূন্য থাকা ভাল নয়। সেই কারণে শোয়ার অন্ততঃ দু'ঘণ্টা আগে খাওয়া উচিত। যাঁরা অধিক রাত্রি পর্যন্ত কোন কাজে বা পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকেন, তাঁরা শোয়ার কিছু আগে কিছু খেয়ে শয়ন করলে উপকারী। অনেকের ধারণা বৃদ্ধ বয়সে বেশি খেলে দীর্ঘজীবি হয় কিন্তু এটা ভুল ধারণা; প্রৌঢ় অবস্থা থেকে আহারের পরিমাণ কমান উচিত।

খাদ্য সাধারণতঃ ছয় প্রকার হয়। যথা—

(১) ছানা জাতীয় বা মাংস গঠনোপযোগী খাদ্য (যথা—মাংস, মাছ, ডিমের শ্বেতাংশ, ডাল প্রভৃতি) এর দ্বারা আমাদের কোষগুলোর বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ হয়ে থাকে।

স্নেহ বা মাখন জাতীয় খাদ্য --

(যথা—ঘৃত, মাখন, তেল, চর্বি প্রভৃতি); এর দ্বারা দেহরক্ষার উপযোগী উষ্ণতা ও পেশীগুলির পরিশ্রম করবার শক্তি জন্মে এবং আমাদের শরীরের মেদক্রিয়া পরিমাণ মত গঠিত হয়।

শর্করা জাতীয় খাদ্য

(যথা—চিনি, মিছরী, গুড়, আখ, চাল, চিড়া, মুড়ি, মুড়কী, ছোলা, সাগু, বার্লি, ময়দা, আলু ইত্যাদি) : এর দ্বারা আমাদের শরীরের উষ্ণতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও মেদ যথেষ্ট পরিমাণে গঠিত হয়।

লবণ জাতীয় খাদ্য

যথা—খাদ্য লবণ, লৌহঘটিত লবণ, চূণঘটিত লবণ, ডাল প্রভৃতি। অনেক প্রকারের লবণঘটিত জিনিস খাদ্য মারফৎ আমাদের দেহে সঞ্চাবিত হয় ; এর সাহায্যে আমাদের বহু প্রকারের রোগ (যথা—ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থিরোগ, রিকেট ; লৌহের অভাবে রক্তাল্পতা ; আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড ; ফসফরাসের অভাবে অস্থিরোগ প্রভৃতি) নিবারিত হয়। এমন কিছু কিছু লবণ আছে যা আমাদের শরীরে প্রবেশ না করলে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি না। এগুলি অধিকাংশ খাদ্যের সঙ্গে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

প্রধানতঃ ছানাজাতীয়, শর্করাজাতীয় ও স্নেহজাতীয় খাদ্যই শরীরের প্রয়োজনের মৌলিক উপাদান হলেও এটা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য রক্তে না থাকলে এগুলি উপযুক্তভাবে শরীরের কাজে লাগে না। এগুলির ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ নাম দেওয়া হয়েছে এবং এরা প্রধানতঃ ভিটামিন…'এ' 'বি'…'সি' ইত্যাদি কয়েক প্রকারের ভিটামিনের স্বরূপ। এদের কার্যকারিতার অভাবে যে যে রোগ হয়, তা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। রিকেট, বেরিবেরি, স্প্রু ইত্যাদি বিভিন্ন ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ।

জল

খাদ্য তালিকায় জল একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে এবং এর অভাবে যে আমাদের পুষ্টির অভাব হতে পারে তা আমরা আদৌ ভাবতে পারি না। জল আমাদের জীর্ণ খাদ্যকে তরল করে ওকে রক্তের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে সাহায্য করে। এর দ্বারা রক্তের মাঝখানে অতি জটিল রাসায়নিক ও যৌগিক বিশ্লেষণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডও জল বিনা সম্পাদিত হতে পারে না। বহুপরিমাণ জল ঘাম হয়ে লোমকূপ দিয়ে বের হয়ে শরীর শীতল রাখতে সাহায্য করে।

নদ-নদী, ঝরণা, দীঘি ও পুষ্করিণী এগুলিতে নানাপ্রকার দূষিত পদার্থ মিশে থাকায় খাওয়ার জল ভেবে ওদের সব সময় ব্যবহার করা উচিত নয়। বিশুদ্ধ জল বৃষ্টি অথবা গভীর কূপ থেকে পাওয়া যায়। জলাশয়, পুষ্করিণী, কূপ, চৌবাচ্চা, প্রভৃতি মাঝে মাঝে পরিষ্কার না করলে কুফলের সম্ভাবনা। জলকে শুদ্ধ করবার জন্য ফিল্টার নামে এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। পাতকুয়োর জলের উপরদিক পরিষ্কার দেখালেও ওটা নিরাপদ নয়। বরঞ্চ নিচের জল অনেকটা বিশুদ্ধ।

ভাত ডাল, রুটি, তেল, গুড়, লেবু, ফলমূল, আলু, মাছ, মাংস, দুধ, জল প্রভৃতি সব খাদ্য ও পানীয় সামগ্রী থেকে আমাদের দেহরক্ষণ উপযোগী ছানা, মাখন, শর্করা, লবণ, ভিটামিন, ও জল জাতীয় উপাদানগুলি ঠিক পরিমাণে আহরণপূর্বক দেহে প্রবেশ করে ও আমরা বেঁচে থাকি।

দুগ্ধ

দুগ্ধে দেহ পোষণোপযোগী ছয় প্রকার উপাদানই বিদ্যমান। সুতরাং দুধকে পূর্ণ খাদ্য বলা যায় অর্থাৎ, একমাত্র দুধ খেয়েও আমরা বেঁচে থাকতে পারি। তবে শিশুদের পক্ষে এটা সম্ভব হলেও বয়স্কদের পক্ষে এটা সম্ভব নয়, কেননা প্রতিদিন প্রয়োজন মেটাতে অত্যধিক পরিমাণে দুধ খেতে হবে ; যা হজম করা খুব শক্ত।

তবুও বয়স্কদের প্রয়োজনের তুলনায় এতে লৌহ কম এবং ছানা ও মাখন বেশি পরিমাণে আছে। মায়ের দুধ আমাদের শিশুকালে একমাত্র খাদ্য। গাধার দুধ, গরুর দুধ, ছাগলের দুধ, ভেড়ার দুধ ও মোষের দুধ (সহ্য হলে) অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফুটানো দুধ থেকে কাঁচা দুধ অনেক পুষ্টিকর, কেননা দুধ ফুটানোর সময় ওর ভিটামিন (Vitamin)—খাদ্যপ্রাণ অনেকটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কাঁচা দুধে রোগ জীবাণু থাকা সম্ভব বলে ওটা না ফুটিয়ে (Without Pastu-rization) খাওয়া নিরাপদ না। দুধ শুধু না খেয়ে ওর সঙ্গে চিনি মিছরী, ভাত, বার্লি, প্রভৃতি মিশিয়ে খেলে ওটা সহজে পরিপাক হয়ে থাকে।

কাঁচা দুধ মন্থন করলে দুধের ওপর যা ভেসে ওঠে তাকে মাখন বলে। ঈষদুষ্ণ দুধে দই দিয়ে বা সাজা দিয়ে রাখলে সেই দুধটুকু দই হয়ে যায়। সদ্য প্রস্তুত করলে, দইতে জল মিশালে বা ঐ রকম মন্থন করলে মাখন পাওয়া যায়, ওর নিচের ভাগে যে তরল পদার্থ পড়ে থাকে তাকে ঘোল বলে। এই ঘোল কোনও কোনও রোগীর পক্ষে সুপথ্য। বিশেষতঃ জীবাণু ঘটিত কোনও অন্ত্রের রোগ হলে, কবিরাজী মতে সদ্য ঘোল সব রোগে সুপথ্য কিন্তু কফ রোগী বাদে। দুধে ছানার জল, ফটকিরির জল, লেবুর রস বা ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট (Calcium Lactate) দিলে দুধ কেটে গিয়ে ছানা প্রস্তুত হয়, অবশিষ্ট জলীয় অংশটুকুর নাম ছানার জল। ছানার জলও একটি সুপথ্য।

চা পান —

চা পান সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয়। যারা অধিক ভ্রমণ বা পরিশ্রম করে তাদের পক্ষে এবং কফ প্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোকের পক্ষে অল্প চা পান মন্দ নয়। এটা সেবনে শ্রমজনিত অবসাদ সাময়িক লাঘব হয় কিন্তু মাদকতা জন্মে না। খালি পেটে চা না খেয়ে ওর সঙ্গে অন্য কিছু খাওয়া ভাল। মেদপ্রধান লোকের পক্ষে দুধ চিনির পরিবর্তে চায়ের সঙ্গে লেবুর রস উপকারী।

কফি

চায়ের মতো কফি পানেও কোনও মাদকতা জন্মে না, কিন্তু এটা চা থেকে অধিকতর উত্তেজক ও স্নেহ পদার্থ যুক্ত। কফি পানে পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়। হার্টের রোগীর পক্ষে কফি অনিষ্টকর, পেটের রোগে ক্ষতিকর।

বিশ্রাম ও নিদ্রা।

দেহযন্ত্রগুলিকে সুস্থ রাখতে হলে শারীরিক পরিশ্রমের যেমন আবশ্যক বিশ্রামও তেমনি আবশ্যক। কারণ দেহ যন্ত্রগুলিকে বিশ্রাম না দিয়ে ক্রমাগত খাটালে শরীর ক্লান্ত ও অকর্মণ্য হয়ে শীঘ্রই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। স্বাস্থ্যের পক্ষে সুনিদ্রা অত্যাবশ্যক। পরিশ্রমের ফলে যেসব জীবকোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, নিদ্রাকালে সেগুলি পরিপুষ্ট ও সতেজ হয়। রোগীর সুনিদ্রা হলে রোগ ভালোর দিকে যাচ্ছে বোঝা যায়। সুস্থ লোকের পক্ষে দৈনিক ৬ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। বয়স বাড়লে নিদ্রার পরিমাণ কমে যায়, তখন ৫।৬ ঘণ্টা সুনিদ্রা হলে, তাই যথেষ্ট।

পরিচ্ছদ

খাওয়ার সঙ্গে পরিচ্ছদ বিষয়েও সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক। দেহের উষ্ণতা রক্ষার্থে পরিচ্ছদের প্রয়োজন। চর্মের সঙ্গে চেপে বসে যায় এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। কতকগুলি অযথা কাপড় জামা পরিধান করে দেহকে অসহিষ্ণু না করে বাল্যকাল থেকে ক্লেশ সহিষ্ণু বিধেয়। আমাদের দেহ থেকে ঘামসহ বিভিন্ন ক্লেদ নিয়ত বহির্গত হচ্ছে, ওটা পরিহিত বস্ত্রমধ্যে শোষিত হয়ে যায়।

বলা বাহুল্য, এগুলি শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর সুতরাং পরিহিত বস্ত্রাদি সর্বদা পরিষ্কার রাখা এমন কি প্রতিদিন ধৌত করে রৌদ্রে শুকিয়ে নেওয়া নিরাপদ। রাত্রিতে শোবার সময় আঁটসাঁট জামাকাপড় প্রভৃতি ব্যবহার করা অনুচিত। রক্ত চলাচল বন্ধ হতে পারে। এইরকমভাবে জুতার ফিতা বাঁধাও উচিত নয়।

বায়ু

বায়ু আমাদের প্রাণ ধারণের পক্ষে অপরিহার্য বলেই প্রাচীন পন্ডিতগণ একে জগৎ প্রাণ বলে অভিহিত করেছেন। দূষিত বায়ু সেবনে শরীর মন সকলই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। রুগ্ন ও দুর্বল ব্যক্তিগণের পক্ষে দূষিত বায়ু অতীব অনিষ্টকর। প্রতিবার প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্যাস (Oxygen Gas) গ্রহণ করছি এবং এটা ফুসফুসে গিয়ে আমাদের অশুদ্ধ রক্তকে শোধন করে। রক্ত কর্তৃক বের হয়ে এই অক্সিজেন প্রতি জীবকোষে প্রবেশ করছে। প্রতি জীবকোষ থেকে আবার কার্বলিক অ্যাসিড গ্যাস জঞ্জাল হিসাবে পরিত্যক্ত হয়ে রক্ত মারফৎ ফুসফুসে আসছে এবং আমাদের নিঃশ্বাসসহ অসারাত্মক বাষ্প (Carbonic Acid Gas) রূপে পরিত্যক্ত হচ্ছে। এই শেষোক্ত বাষ্প গ্রহণ জীবনের পক্ষে অহিতকর। জনবহুল স্থানে নির্মল মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকলে, সেই ঘরটি আমাদের নিঃশ্বাস পরিত্যক্ত

উক্ত Carbonic Acid gas-এ পরিপূর্ণ হয় এবং সেই ঘরের অক্সিজেন ক্রমশঃ কমতে থাকে।

সূর্যালোক

জীবন ধারণের পক্ষে সূর্যালোক নিতান্ত প্রয়োজন। সুস্থ ও নীরোগ থাকতে হলে সকলেরই অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য মৃদু রৌদ্রে থাকা ভাল।

সূর্যালোকশূন্য স্থানভূমি রোগের লীলাভূমি। সূর্যালোক পূর্ণ স্থানে কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি সংক্রামক জীবাণু সহজেই নষ্ট হয়ে যায়, সুতরাং ঘরে যাতে প্রচুর আলো প্রবেশ করে, তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

ব্যায়াম

ডন করা, মুগুর ভাজা, দ্রুত পদে ভ্রমণ, সাঁতার কাটা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিশুদ্ধ বায়ুতে সকালে বা বিকালে কিছু সময়ের জন্য ব্যায়াম করলে শরীর ভাল থাকে। সকালে বিকালে ভ্রমণ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। যোগাসন বা যোগ ব্যায়াম ঘরে বসে করা যায়। সব বয়সের উপযোগী যোগাসন আছে। নিয়মিত অভ্যাস করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ভাল ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট উপদেশ নেওয়া ব্যায়ামের সাহায্যে বহু রোগ সেরে যায়।

স্নান

সুস্থ লোকের পক্ষে পুকুরে বা নদীতে প্রতিদিন স্নান করা উপকারী। স্নানের আগে গোটা শরীরে তেল মাখা উপকারী।

প্রথমে মাথায় একটু জল দিয়ে পরে অন্যান্য অঙ্গে জল ঢালা বিধি। যারা ব্যায়াম করে, তাদের পক্ষে ব্যায়ামের পর কিছু সময় বিশ্রাম করে স্নান করা উচিত। সমুদ্রের জলে অতিরিক্ত লবণ থাকায় স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ কিন্তু সমুদ্র জলের অভাবে সামান্য পরিমাণে লবণ মিশানো জলে স্নান ভাল। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে দু'বেলা স্নান ভাল নয়।

প্রতিদিন সকালে স্নান করে অনেক সর্দি'র ধাতের রোগী ভাল হয়ে গেছে। সকালে স্নান করলে রোজ নিয়ম অনুযায়ী স্নান করা কর্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়

জ্বর (Pyrexia, Fever)

শরীরে নানা ধরনের বীজাণুর Infection-এর ফলে জ্বর হয়। জ্বর রোগ নয় —এটি একটি লক্ষণ মাত্র। নানা কারণে দেহের তাপ বৃদ্ধি পেতে পারে, তাই এটাকে নানা রোগের একটা সাধারণ লক্ষণ বলা চলে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে, জ্বর হলো শরীরের শান্তিভঙ্গকারী নানা বিরুদ্ধ শক্তি বা রোগ বীজাণুর ফলে সৃষ্ট একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র।

জ্বর শরীরের অনিষ্টকারী নয়—বরং একে উপকারী বলা চলে। জ্বর প্রমাণ করে যে শরীরের মধ্যে বিরুদ্ধ শক্তির বীজাণু প্রবল হয়ে উঠেছে। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বা Immunity পরাভূত হয়েছে। তাই অবিলম্বে জ্বরের কারণ বিচার এবং তার চিকিৎসা করা প্রয়োজন। জ্বর হলেই তার কারণ বা Causative Organism কি তা পরীক্ষা করতে হবে সব চেয়ে আগে। জ্বর কমাবার জন্য Antipyretics ঔষধ আছে বটে—তবে তা ঠিক নির্দিষ্ট রোগের Specific চিকিৎসা নয়। যেমন ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া প্রভৃতি নানা কারণের জ্বরের জন্য পৃথক পৃথক ঔষধ Specific হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে।

সাধারণ জ্বর কমাবার ঔষধ হলো লক্ষণমত চিকিৎসা, এইসব ঔষধ ব্রেণের Thermogenic Centre কে প্রশমিত করে জ্বর কমায়। তবে সেটাই পূর্ণ চিকিৎসা নয় কিম্বা Acidosis বন্ধ করার জন্য Alkaline Mixture দেওয়াটাই জ্বরের পূর্ণ চিকিৎসা নয়, তা মনে রাখতে হবে।

কি কারণে জ্বর হচ্ছে, তা জানতে গেলে প্রথমে বাহ্যিক লক্ষণ বা Clinical Signs and Symptoms কি কি দেখা যাচ্ছে, তা ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে।

চিকিৎসক নিজে পরীক্ষা করে যেসব লক্ষণ দেখতে পাবেন. তা হলো Sign— চোখ-মুখ লাল, গায়ে উত্তাপ, জিহ্বা লেপাবৃত প্রভৃতি। আর রোগী নিজের মুখে যেসব কষ্টের কথা বলবে তা হলো Symptoms—যেমন মাথা ধরা, পেট ব্যথা গা বমি ভাব প্রভৃতি।

অধিকাংশ জ্বরের ক্ষেত্রেই কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। যেমন—

(1) শরীর খারাপের অনুভূতি (Malaise)।

(2) অবসাদগ্রস্ত ভাব (Lassitude)

(3) মাথা ধরা বা মাথায় যন্ত্রণা (Headache)।

(4) অক্ষুধা (Anorexia)।

(5) হাত, পা, পিঠ প্রভৃতিতে ব্যথা।

(6) শৈত্যবোধ এবং কখনো গরমের অনুভূতি।

এছাড়া আরও নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়, বিভিন্ন জ্বরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

জ্বর কিভাবে ওঠানামা করছে, তা থেকে অনেক সময় রোগ নির্ণয়ে সাহায্য হয়ে থাকে।

Infection ছাড়া অন্য কারণেও জ্বর হতে পারে। যেমন অতিরিক্ত ব্যায়াম, রাতজাগা, অনিয়ম, শোক, টিকা নেওয়া, টিউমার, কোনও ঔষধের রি-অ্যাকশন প্রভৃতি।

বিভিন্ন ধরনের জ্বর
(Different types of fever)

জ্বর নানা ধরনের হতে পারে, জ্বরের ওঠানামা নানা ধরনের হয়।

(1) **কন্টিনিউড (Continued)**—এক্ষেত্রে জ্বর সমানভাবে চলে, বিশেষ ওঠানামা করলেও তা মাত্র 1 ডিগ্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যেমন—নিউমোনিয়া।

(2) **রেমিটেন্ট (Remittent)**—এক্ষেত্রে জ্বর 1 ডিগ্রির বেশি ওঠানামা করে। তবে কোনও সময়ই জ্বর একেবারে ছেড়ে যায না। যেমন টাইফয়েড জ্বর।

(3) **ইন্টারমিটেন্ট (Intermittent)**—এক্ষেত্রে জ্বর দিনের মধ্যে কোনও না কোনও সময় একেবারে ছেড়ে যায়, আবার জ্বর আসে। যেমন ম্যালেরিয়াতে হয়।

(4) **হেকটিক (Hectic)** —এতে এক সময় বিকালের দিকে হঠাৎ জ্বর আসে আবার ভোরে ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। যেমন টি. বি., সেপটিক জ্বর প্রভৃতি। এতে জ্বর 2-3 ডিগ্রীর বেশি ওঠে না।

জ্বরে পরীক্ষণীয় লক্ষণসমূহ ও রোগ নির্ণয়

(1) **আঘাতজনিত জ্বর** —শরীরে আঘাত লাগলে বা ক্ষত সৃষ্টি হলে, তার জন্য জ্বর হতে পারে। কখনো বা ক্ষত দূষিত হয়ে জ্বর হয়। এই ধরনের ইতিহাস থাকলে চিকিৎসককে আঘাতের স্থানটি ভালভাবে পরীক্ষা করতে হবে। এই ধরনের জ্বরে রক্তের শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা 80 থেকে 90 পর্যন্ত হতে পারে। দেহে পূঁজ হলে তা পরীক্ষা করতে হবে। দূষিত ঘা থেকেও জ্বর হয়ে থাকে।

(2) ত্বকের উপরে উদ্ভেদ (Eruption) দেখা গেলে এবং তা যদি ছোট ছোট লাল রঙের হয় কিন্তু তা বসন্ত বা হাম নয়, তাহলে **Scarlet Fever** বুঝতে হবে।

(3) গলায় ঘা সহ জ্বর, উদ্ভেদ দেখা দিলে তা **Erythema** বা **Dermatitis** বোঝায়।

(4) ত্বকের ওপর ছোট ছোট উদ্ভেদসহ জ্বর (ছোটদের বেশি হয়) হলে তা হামজ্বর (Measles) বোঝায়। তার সঙ্গে সর্দি বা বুকের দোষ থাকা স্বাভাবিক'।

(5) কোমরে প্রবল ব্যথা, জ্বর, বসন্তের প্রকোপ চলছে বা ঐ সময় জ্বর, দেহে উদ্ভেদ দেখা দিলে তা **বসন্ত** (Pox) বোঝায়।

(৩) ত্বকের বাহ্য রক্তিমাভা আছে, কিন্তু উদ্ভেদ নাই। এটি হলে, শরীরে কোনও বিষাক্ত প্রাণী বা পতঙ্গের দংশনজনিত জ্বর সন্দেহ করতে হবে এবং এ বিষয়ে জানতে হবে। দংশনের স্থান নীলাভ হবে।

(7) রক্তিমাভ ত্বক, জ্বরসহ মস্তিষ্ক বিকৃতি, গলায় ও ঘাড়ে ব্যথা, বমি, ঘাড় পেছন দিকে হেলানো, মাথা সামনের দিকে বাঁকাতে পারে না, পায়ের পাতা বা গোড়ালি ধরে পেটের দিকে টানতে গেলে হাঁটুতে এঁটে ধরে, এইরকম লক্ষণ দেখা দিলে তা বোঝায় **মেনিনজাইটিস (Meningitis)** রোগ।

(8) শরীরের কোথাও খুব ফোলা (Oedema) রক্তিমাভা থাকলে বা সেখানে আঘাতের ইতিহাস থাকলে, তা **বিসর্গ রোগ (Erysipelas)** বোঝায়।

(9) শরীরের গ্রন্থিগুলি জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠলে ও ব্যথা বেদনা হলে তা **প্লেগ** বোঝায়।

(10) শিরাগুলি বিস্তৃত ও ফোলা, শরীরের কোনও কোনও জায়গা ফুললে এবং রক্ত পরীক্ষায় Positive হলে অর্থাৎ Parasite পাওয়া গেলে, **ফাইলেরিয়া** রোগ নির্দেশ করে।

(11) দেহে প্রচণ্ড ব্যথা, জ্বর ওঠানামা, প্রবল জ্বর, রক্তিমাভা, রক্তে ম্যালেরিয়া বীজাণু নেই, তাহলে তা **ডেঙ্গু** নির্দেশ করে।

(12) রোজ বা একদিন অন্তর প্রবল জ্বর আবার একেবারে ছেড়ে গেলে, তা **ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর** নির্দেশ করে। রক্ত পরীক্ষা করলে প্রকৃত রোগ ধরা পড়ে।

(13) মূত্রের মধ্যে বেশি হিমাগ্লোবিনের জন্য মূত্র লাল বা কালচে হলে, তা **ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার** নির্দেশ করে। অবশ্য যদি তা ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর না হয়।

(14) মূত্রে হিমোগ্লোবিন নেই, Bile বেশি, রক্ত পরীক্ষায় Spirochaeta পাওয়া গেলে, তা **ভেলস্ ডিজিজ (Veils-Disease)** বোঝায়।

(15) যৌনাঙ্গে ঘা ও সেই সঙ্গে জ্বর হলে তা **গণোরিয়া সিফিলিস** নির্দেশ করে। রক্ত পরীক্ষায় W. R. পজিটিভ হলে তা **সিফিলিস**

(16) মূত্রে আমিষ জাতীয় পদার্থ ও Albumin বেশি হলে তা **Proteionurea** বোঝায়।

(17) জ্বর দৈনিক ওঠা নামা করে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং 5-7 দিনেও জ্বর উপশম না হয়ে বৃদ্ধির দিকে গেলে, তা **টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েড** বোঝায়। এই রোগে জিহ্বা লেপাবৃত থাকে ও তার কিনারা বা Margin লাল হয়।

(18) শরীরের, বিশেষ করে পিঠে ফোঁড়া যন্ত্রণাসহ জ্বর লক্ষণে, তা **কার্বাঙ্কল** নির্দেশ করে।

(19) রক্তে Eosinophil বৃদ্ধি এবং কোনও নির্দিষ্ট খাদ্য খেয়ে কষ্ট পাবার ইতিহাস থাকলে তা **এলার্জি** বোঝায়। এর জন্য রক্ত পরীক্ষা বা D. C. করতে হয়।

(20) বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় শব্দ, সর্দি, কাশি, বুকে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে **ব্রঙ্কাইটিস** বোঝায়।

(21) উপরের লক্ষণের সঙ্গে যদি বুকে স্টেথিসকোপ বসিয়ে ফুসফুস আক্রান্ত বোঝা যায়, তবে তা **নিউমোনিয়া** বোঝায়।

(22) পূর্বে ক্ষতের ইতিহাস ও শরীর বেঁকে যাচ্ছে লক্ষণে বা দাঁতে দাঁত চেপে ধরা ও খিঁচুনি প্রভৃতি লক্ষণে **ধনুষ্টঙ্কার বা টিটেনাস** বোঝায়।

(23) যদি বুকের খস্ খস্ শব্দ স্টেথিসকোপে শোনা যায়, জ্বর বিকালে বা সন্ধ্যায় বৃদ্ধি পায় তবে তা **প্লুরিসি** নির্দেশ করে।

(24) বুকে ব্যথা, জ্বর, শরীরের মধ্যে বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের গোলমাল যদি দেখা দেয়, তা হলে হার্ট পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য। সাধারণতঃ তা **এন্ডো-কার্ডাইটিস** বোঝায়।

(25) বেশি রৌদ্রে ঘোরার পর যদি আকস্মিকভাবে প্রবল জ্বর হয় তবে তা **হিটস্ট্রোক Sun Stroke** বোঝায়।

(26) শরীরে ঘা, পূঁজ ও জ্বর লক্ষণ একত্রে থাকলে, বিসর্প বা **ইরিসিপেলাস** বোঝায়।

(27) মূত্রাল্পতা, মূত্রগ্রন্থিতে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে **পাথুরী Nephritis** বোঝায়। পরে মূত্র পরীক্ষা করলে সব বোঝা যায়।

(28) অস্থির প্রদাহ, হাড়ে প্রচণ্ড ব্যাথা প্রভৃতি লক্ষণে **Osteomylitis** রোগ নির্দেশ করে।

(29) লালাগ্রন্থি ফুলে ওঠা ও জ্বর লক্ষণে শিশুদের **মাম্স** রোগ নির্দেশ করে।

(30) ডান কাঁধে ব্যথা, ডান বুকে ব্যথা, অল্প জ্বর হলে তা **T. B.** বা **Hepatitis**-এর লক্ষণ। এটি এমিবিক হেপাটাইটিস বা লিভার Abcessও হতে পারে।

(31) ডান কুঁচকিতে (Right lleac Fossa) ব্যথা বা প্রবল বেদনা ও জ্বর লক্ষণে **Appendicitis** রোগ নির্দেশ করে।

(32) সাধারণ সর্দি-কাশি ও জ্বর হলে তা **Simple Fever for Cold** বোঝায়। যদি এক অঞ্চলে বহু ব্যাপকভাবে এটি হতে থাকে, তবে তা ব্যাপক সর্দিজ্বর বা **ইনফ্লুয়েঞ্জা** বোঝায়।

(33) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি বীজাণু দেহে নেই, গণোরিয়াদিও নেই, ঘাম হয়, কিন্তু তাতে জ্বর কমে না, এসব দেখা গেলে অবশ্যই মূত্র পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য— কারণ এটা **B. Coli** রোগের লক্ষণ।

(34) নাড়ির গতি বৃদ্ধি, হৃদপিণ্ডে ঘড় ঘড় শব্দ, বুকে ব্যথা, গাঁটে গাঁটে ব্যথা ও বেদনা, **বাতজ্বর Rheumatic Fever** নির্দেশ করে থাকে।

(35) গলনালী বা ফ্যারিংক্স-এ সাদা পর্দা, শ্বাস কষ্ট, গিলতে কষ্ট, গলার গ্লাণ্ডে ব্যথা, **ডিপথিরিয়া** জ্বর নির্দেশ করে।

(36) বেগুনী রঙের উদ্ভেদ, দেহে বিড়াল বা ইঁদুর কামড়াবার ইতিহাস থাকলে তা **Rat Bite Fever** নির্দেশ কর।

(37) নিয়মিত সন্ধ্যায় জ্বর রাতে ঘাম, ভোরে জ্বর থাকে না, বুকে ব্যথা, কাশি, ফুসফুসের প্রদাহের লক্ষণ পাওয়া গেলে, তা **যক্ষ্মা Tuberculosis** বোঝায়।

এইভাবে আরও নানা লক্ষণ অনুযায়ী জ্বরের বিভিন্নতা ও সেই অনুযায়ী রোগের বিভিন্নতা বোঝা যায়। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, প্রতিটি রোগের ক্ষেত্রে। এবারে বিভিন্ন জ্বর সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

সর্দি ও সর্দিজ্বর (Acute Coryza)

কারণ —প্রথমে নাক এবং ফ্যারিংক্সকে কতকগুলি ভাইরাস আক্রমণ করে। এদের মধ্যে প্রধান হলো Rhinovirus or Catarrhal Virus। পরবর্তীকালে অন্য বীজাণুরা আক্রমণ করতে পারে। যেমন Staphylo, Strepto, Pneumo কক্কাস প্রভৃতি।

স্যাঁৎসেঁতে ঘরে থাকা, বেশিক্ষণ সিনেমা হল প্রভৃতিতে থাকা, ঠাণ্ডা লাগানো, বৃষ্টিতে ভেজা, গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগানো, হঠাৎ ঘাম বন্ধ, পেটের গোলমাল, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জিনিস খাওয়া, হঠাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রভৃতি হলো নানা গৌণ কারণ।

প্রধান লক্ষণ (Clinical Signs and Symptoms)—(1) প্রথমে নাকের মধ্যে প্রায় সুড় সুড় করতে থাকে এবং মাঝে মাঝে হাঁচি হতে থাকে।

(2) গলার ভেতরটা শুকনো হয়ে যায় এবং গলা ব্যথা, স্বরভঙ্গ হতে পারে।

(3) মাথা ভার মনে হয়, মাথা ধরাও দেখা যায়।

(4) নাক ও মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে প্রচুর জল পড়তে থাকে।

(5) চোখ লাল হতে পারে, ছলছল করে, নাক প্রভৃতিতে জ্বালাবোধ দেখা যায়।

(6) অনেক সময় প্রথম অবস্থাতেই সামান্য জ্বর হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সর্দি ঘন ও গাঢ় হলে তখন জ্বর হয়। সাধারণতঃ জ্বর 99 থেকে 100 ডিগ্রি হয়।

(7) অনেক সময় সর্দি জ্বরের সঙ্গে কাশি থাকে।

জটিল লক্ষণাদি (**Complications**) (1) Sinusitis অর্থাৎ নাক ও মাথার ভেতরের হাড়ের Sinus-এর ঝিল্লিগুলি আক্রান্ত হয় বলে নাক দিয়ে জল পড়ে। তার ফলে মাথা ধরা হয়। কিন্তু অনেক সময় এই Sinus-এ বীজাণু সংক্রমণ ক্রনিক হয়ে

যায় এবং তখন মাথা, মুখ প্রভৃতিতে ব্যথা চলতেই থাকে এবং মাঝে মাঝেই এটি হয় ও সর্দি লাগে। বার বার মাথা ধরে ও নাক বন্ধ হতে থাকে।

(2) কানের Eustachian নালীতে প্রদাহ হতে পারে তা থেকে Otitis media হয় এবং কানে ব্যথা ও জ্বর মাঝে মাঝে হতে পারে।

(3) শ্বাসনালীর নানা অংশের প্রদাহ, ট্রেকাইটিস্, ব্রঙ্কাইটিস, লোবার নিউমোনিয়া প্রভৃতি পরে হবার সম্ভাবনা থাকে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

যদি শিশুদের এর সঙ্গে কনজাংটিভাইটিস্ থাকে, তবে তা থেকে পরে হাম বের হতে পারে। মাঝে মাঝেই সর্দি হয়। কিন্তু দেহ দুর্বল হয় না। এরূপ হলে তা নাকে Infection না ভেবে Nasal Allergy বলে ভাবতে হবে। অনেক সময় নাকে পলিপ, সাইনাসে ক্রনিক ইন্‌ফেকশান, নাকের Septum বেঁকে যাওয়া, প্রভৃতি কারণেও এটি হয়।

প্রতিরোধ (Prevention)

রোগীকে পৃথক ঘরে রাখা কর্তব্য যাতে রোগ বীজাণু সহজে না ছড়াতে পারে। তা সম্ভব না হলে পৃথক মশারী টাঙ্গিয়ে শোয়ানো কর্তব্য।

চিকিৎসা (Treatment)

সর্দির প্রথম অবস্থায় গা শীত শীত করলে এবং নাক চোখ দিয়ে জল ঝরলে —ক্যাম্ফর মাদার (বা পানের সঙ্গে কর্পূর) খেলে ভাল হয়।

ঠাণ্ডা শীতল বাতাস লেগে সর্দি বা সর্দিজ্বরে প্রথম অবস্থায় অ্যাকোনাইট ৩। শরীরে ভেজা শীতল বাতাস লাগলে (বর্ষাকালে)—ডালকামারা ৬। গরম বাতাস লেগে সর্দি বা সর্দিজ্বর হলে—ব্রায়োনিয়া ৬। সর্দি, ঘাম, মুখ লাল, মাথা ব্যথা, নাড়ি দ্রুত, চোখ লাল প্রভৃতিতে—গ্লোনইন ৩ বা ৬। তাতে উপকার না হলে—বেলেডোনা ৬ বা ব্রায়োনিয়া ৬।

ঠাণ্ডা লেগে ঘাম বন্ধ, মাথা ব্যথা, কর্ণশূল, দন্তশূল, পেটে ব্যথা লক্ষণে— ক্যামোমিলা ৬।

সূতিকাগারে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে স্ত্রীলোকদের মাথা ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা প্রভৃতিতে —বেলেডোনা ৬। শিশুদের চুল ছাটার পর সর্দি বা জ্বরে—বেলেডোনা ৬।

পা ভিজে শ্লেষ্মা জমলে অ্যালিয়াম সেপা ৩। গায়ের ঘাম লোপ পেয়ে সর্দি বা সর্দিজ্বরে—সিলিকা ৬।

ঘর্মাক্ত শরীরে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিজ্বর, গা, হাত, পা ব্যথা প্রভৃতিতে —রাসটক্স ৬ বা ৩০।

নাকে প্রচুর সর্দি, ঘ্রাণ ও স্বাদ লোপ পেলে দিতে হবে পালসেটিলা ৬। সর্দিতে নাক একদম বুজে গেলে —নাক্স ভমিকা ৬।

সর্দিজ্বর, বমি বমি ভাব বা বমনে ইপিকাক ৩ বা ৬। বাঁ মাথা বা বাঁ দিকে ব্যথা বেশি হলে—স্পাইজেলিয়া ৬। ডান মাথা বা ডানদিকে ব্যথায়—সাঙ্গুইনেরিয়া ৬।

রাত্রিতে রোগ বৃদ্ধি, রোগীর খিটখিটে স্বভাব হলে—চায়না ৬।

শুকনো কাশি থাকলে—নাক্স ভমিকা ৬। জ্বর ও বমিভাবে—ইপিকাক ৬।

যে কোনও সর্দিজ্বরে প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ ৩x বা ৬x বিশেষ উপকারী। কাশির সঙ্গে সরল গয়ের উঠলে—পালসেটিলা ৬। হরিদ্রাভ গয়ের উঠলে ফস্ফোরিক এসিড ৬। শরীর গরমে কাশির বৃদ্ধিতে—নাক্স মস্কেটা ৩, ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —(1) বুকে ব্যথা ও বেশি সর্দি জমলে, রাতে হাতে-পায়ে ও বুকে গরম তেল লাগালে উপকার হয়।

(2) পূর্ণ বিশ্রাম অবশ্য কর্তব্য।

(3) ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়। সাগু, বার্লি, খই, মুড়ি, পাউরুটি প্রভৃতি খাদ্য। ঠাণ্ডা খাদ্য ও পানীয় খাওয়া উচিত নয়—তাতে রোগ বৃদ্ধি হতে পারে।

বহু ব্যাপক সর্দি জ্বর (Influenza)

ইতিহাস—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই প্রায় দশ লক্ষ লোক প্রাণ হারিয়েছিল এক রহস্যময় জ্বরের ফলে—তার নাম দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধ জ্বর বা ওয়ার ফিভার। বিখ্যাত গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার যে পথে ভারত আক্রমণ করেন, ঠিক সেই একই পথ ধরে এই রোগ ইউরোপ থেকে ভারতে আসে এবং ভয়ঙ্কর মহামারী সৃষ্টি করে। তার অনেক পরে এই রোগ ইন্ফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু বলে জানা যায়। বর্তমানে ইনফ্লুয়েঞ্জা আর হত্যাকারী ব্যাধি বলে চিহ্নিত নয়। তার কারণ এ থেকে যেসব Complic-tion দেখা দেয়, সেগুলি ছিল মারাত্মক। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য সেসব Complications আর দেখা দিতে পারে না। এই রোগের কারণ যেসব ভাইরাস, তারা 1933 সালে ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়। তার আগে কেউ জানতো না, এ রোগের কারণ কি? সাধারণ লোকে মনে মনে ভাবতো—এ রোগের কারণ হলো নক্ষত্রদের প্রতিক্রিয়া। তাই ইতালীর ভাষা অনুযায়ী এর নাম হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ। একটি বিরাট মহামারীর আকারে পৃথিবীতে বিভিন্ন সময়ে দেখা দেয়। প্রথম এশিয়াতে যে ফ্লু হয় তার নাম হলো এশিয়াটিক ফ্লু, তা প্রথম চীনদেশে থেকে শুরু হয়। পরের বার এই রোগ শুরু হয় হংকং থেকে তার নাম হংকং ফ্লু। প্রায়ই এটি বহুব্যাপক আকারে হয়, মাঝে মাঝে অল্প ব্যাপক অঞ্চল জুড়েও হয়।

ভ্যাকসিন বা টিকা দিয়ে এ রোগ সহজে প্রতিরোধ করা যায় না তার কারণ অজস্র ধরনের ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আছে এবং তারা তাদের আকৃতি দ্রুত পালটাতে পারে। কোনও একটি ভ্যাকসিন দিয়ে সব জাতের ভাইরাসের আক্রমণকে এড়ানো সম্ভব হয় না।

কারণ

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ এক ধরণের Acute রোগ, যা সৃষ্টি হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা গ্রুপের Myxovirus গুলি থেকে। এদের নানা ভাগ বা প্রকার ভেদ আছে—তবে প্রধানতঃ তিনভাগে এদের ভাগ করা হয়, তা হলো গ্রুপ A, B এবং C। A জাতীয় ভাইরাস বহুব্যাপক বা Epidemic সৃষ্টি করে। B জাতীয় ভাইরাস স্থানীয় অংশে বেশি রোগ সৃষ্টি করে। C জাতীয় ভাইরাস অল্পদিনের মধ্যে হঠাৎ রোগ সৃষ্টি করে। এই তিন জাতের আকৃতির মধ্যেও আবার নানা পরিবর্তন দেখা যায়। পরে রোগ হলে, এই সঙ্গে Strepto, Staphylo, Pneumo প্রভৃতি ককাসের ক্রিয়া শুরু হয়।

লক্ষণ—(Clinical Signs & Symptoms)—Incubation-এর সময় হলো এক থেকে তিন দিন। বীজাণু দেহে প্রবেশ করলেই প্রথমে যে সব লক্ষণ দেখা দেয় তা হলো (1) শরীরের অস্বাস্থ্যবোধ (2) মাথাধরা, (3) গা, হাত, পা, চোখ, কোমরে ব্যথা, (4) অক্ষুধা, (5) কখনো বা বমি বমি ভাব ও বমি হয়, (6) তারপর জ্বর হয়। জ্বর সাধারণতঃ 102-103 ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। শীত করে জ্বর আসে (7) মুখ রক্তাভ হয়, চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে, (8) নাড়ির ও শ্বাসের গতি দ্রুততর হয়, (9) প্রায়ই (Leucopenia) হয়। (2000 থেকে 4000 প্রতি কিউবিক মিলিটারের), (10) সর্দি ও শুকনো কাশি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে, (11) শ্বাসনালীর উপরের অংশে প্রদাহ হতে পারে এবং তখন রোগটি সঠিক চেনা হয়। রোগ দ্রুত বাড়ীর অন্যান্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

সাধারণতঃ চিকিৎসা হোক বা না হোক, রোগ সাতদিন পরে আপনা থেকেই সেরে যায় যদি অন্যান্য Complication দেখা না দেয়। তাই রোগের চিকিৎসার থেকেও Complication গুলির চিকিৎসা ও তা থেকে রোগীকে রক্ষা করা প্রাথমিক কর্তব্য। সাধারণ সর্দিজ্বর যে ভাইরাস থেকে হয়, তাদের মেয়াদ মাত্র তিন দিন। কিন্তু প্রকৃত তা হলে রোগীকে সাতদিন রোগে ভুগতে হয়। তাই বলা হয় যে, চিকিৎসা না করলে সাতদিনে সারে আর চিকিৎসা করলে এক সপ্তাহে সারে।

জটিল অবস্থাদি —

(Complication)—অনেক সময় কোনও জটিল অবস্থা দেখা দেয় না—রোগ আপনা থেকেই সেরে যায়। কিন্তু এই সঙ্গে অন্যান্য Coccus-দের ইনফেকশন হলে রোগ সহজে সারে না। তখন ট্রেকাইটিস্, ব্রঙ্কাইটিস, ল্যারিঞ্জাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি দেখা দেয়। যদি রোগীর আগে থেকে হার্টের রোগ থাকে তাহলে Toxic cardiomyopathy দেখা দিতে পারে এবং তা হলে রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হওয়া আশ্চর্য না। রোগীর স্বাস্থ্য খুব দুর্বল করে ফেলে এবং জীবনীশক্তি কমিয়ে দেয়।

প্রতিষেধ (Prevention)

প্রতিরোধ কঠিন। তবে রোগ চলতে থাকার সময় অল্প মাত্রায় চায়না ৩

খাওয়ালে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যে সব লোক ফুসফুস ও হার্টের রোগে ভুগছে, তাদের এক মাত্রা ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম ৩০ বা ২০০ দিলে রোগ অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় বটে তবে তা নিশ্চিত ফলপ্রদ বলা যায় না। এক মাত্রার বেশি এই ঔষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ। রোগীকে ঘরে রাখা উচিত।

চিকিৎসা (Treatment)

আক্রমণের প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো, অ্যাকোনাইট ৩ বা ৬। জ্বর, অস্থিরতা, পিপাসা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ ৩x বা ৬x অতি উপকারী ঔষধ। '1n a case of Nascent cold, Ferrum acts as gold.'

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জিনাম ৩০ বা ২০০ একমাত্রা সেবনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ সেরে যায়। তবে এই ঔষধ এক মাত্রার বেশি প্রয়োগ নিষিদ্ধ। প্রথম অবস্থায় এটি ফলপ্রদ।

গলায় শ্লেষ্মা ঘড়ঘড় করলে, অ্যান্টিম টার্ট উপকারী। শ্লেষ্মা ও বমি ভাব তার সঙ্গে থাকলে, ইপিকাক ৬ উপকারী।

উত্তপ্ত জ্বালাকর শ্লেষ্মাভাব, দেহে জ্বালা প্রভৃতিতে আর্সেনিক, ৬ বা ৩০।

আর্সেনিক ব্যর্থ হলে, আর্সেনিকের কুলক্ষণ সহ প্রবল বমি, বমিভাব ও অন্যান্য লক্ষণ থাকলে, সারকোল্যাক্টিক্ এসিড, ৬ বা ৩০।

প্রবল ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, সন্ধিতে ব্যথা প্রভৃতিতে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৬x।

প্রবল জ্বর, শীতবোধ, মাথাভার, তন্দ্রাভাব, ঝিমানো, অবসন্নতা, সর্বাঙ্গে ব্যথা ক্ষুধা তৃষ্ণার অভাব প্রভৃতিতে, জেলসিমিয়াম মাদার বা ৩x উপকারী।

মাথা, ব্যথা, চোখ লাল, আলো অসহ্য, প্রলাপ প্রভৃতিতে বেলেডোনা ৬। বর্ষাকালে কোমরে ব্যথাসহ, রাস্টক্স ৬ বা ৩০। বর্ষার ভিজে জ্বরে, ডাল্‌কামারা ৬ বা ৩০।

অনিয়মিত পান, ভোজন, স্নান প্রভৃতির পর জ্বর এবং জ্বরে তৃষ্ণাভাবে থাকে না, এই রকম লক্ষণে, পাল্‌সেটিলা ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

(1) রোগীকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে—বিছানায় শুইয়ে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(2) বুকে, পিঠে, হাতে কর্পূর মিশ্রিত তেল বা মাসকলাইয়ের তেল মালিশ করলে উপকার হয়।

(3) শুশ্রূষাকারীকে খুব সাবধান ও পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। তাতে রোগ ছড়ানো বন্ধ হবে। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখা কর্তব্য।

(4) অনেকের মতে তুলসী পাতা, বেলের পাতা, বাসক পাতা জলের ফুটিয়ে মধু দিয়ে খেলে উপকার হয়।

(5) জ্বর থাকা পর্যন্ত সাগু, বার্লি, ফলের রস, দুধ হরলিক্স, Syu, প্রভৃতি পথ্য দিতে হবে। জ্বর ছেড়ে গেলে হালকা ঝোল ও সরু চালের ভাত পথ্য দিতে হবে।

ম্যালেরিয়া (Malaria)।

ইতিহাস—ম্যালেরিয়া রোগ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি প্রাচীন রোগ। অতি প্রাচীনকালে কিন্তু মানুষ জানতো না যে, এনোফিলিস মশা-ই হলো Malarial Parasite নামক প্রোটোজোয়াদের বাহক। তবে দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা প্রথম জানতে পারে যে সিন্‌কোনা জাতীয় গাছের পাতার রস বা ছাল সিদ্ধ করে খেলে এই রোগের থেকে নিস্তার পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে কোলকাতার বুকে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী প্রথম এই প্রোটোজোয়াদের আবিষ্কার করেন এবং তিনিই ঘোষণা করেন যে এনোফিলিস স্ত্রী জাতীয় মশা এই রোগের প্রোটোজোয়াদের বাহক।

ম্যালোরয়া যদিও একটি স্থানিক সীমাবদ্ধ এন্‌ডেমিক রোগ, তবুও এর ক্ষমতা বিরাট এবং তা এপিডেমিকরূপেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিজ্ঞানীদের মতে বিদেশ থেকে এ রোগ ভারতে আসে এবং বিগত প্রায় ২০০ বছর ধরে স্থানিকভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চলছে আমাদের দেশে। কিন্তু গত শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ এটি এপিডেমিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। মোট প্রায় 40 ধরনের এনোফিলিস আক্রমণ কারীদের মধ্যে মোট ছয়টি খুব প্রধান। তাদের মধ্যে পাঁচটি বাংলায় (পশ্চিবঙ্গ ও বাংলাদেশে) পাওয়া যায় ডুয়ার্স অঞ্চলে। এরা ছোট ছোট ডোবা, পুকুর, স্রোতহীন নদীর শাখা, যে কোন স্থানের আবদ্ধ জলে, চৌবাচ্চায় এমন কি লবণাক্ত জলেও ডিম পাড়ে ও বংশবৃধি করে।

মশার দেহের ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট বীজাণু প্রায় 4 থেকে 14 দিনের মধ্যে পূর্ণরূপে বেড়ে ওঠে। আবার একটি মশা মানুষকে কামড়ালে তার দেহেও ঠিক 4 থেকে 14 দিনে প্রোটোজোয়াগুলি বেড়ে ওঠে এবং আক্রমণ করে জ্বর নিয়ে আসে।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ভারতে মশা ধ্বংস করা হয় বিরাটভাবে। তার ফলে এদেশে ম্যালেরিয়া রোগ অনেক কমে যায় কিন্তু বিগত কয়েক বছরের অবহেলায় আবার প্রচুর মশার বংশবৃদ্ধি হয়েছে এদেশে। তাই ম্যালেরিয়ার দেখা পাওয়া যাচ্ছে আবার। দারিদ্র্যজ্ঞানহীনতা ও অবহেলা ম্যালেরিয়া রোগ ছড়াতে বিরাট সাহায্য করে।

অনেক বিজ্ঞানীর মতে 'টাইফি' নামে যে এক প্রকার জ্বর বের হয়েছে, যা এলোপ্যাথিক ট্রেটাসাইক্লিনেও সারে না, তা হলো প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের 'ল্যাটেন্ট' ম্যালেরিয়া মাত্র। ট্রেটাসাইক্লিন ঔষধ এতে সাময়িক জ্বর কমায়, তা যে কোনও

জ্বরই হোক না কেন কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট ধ্বংস করতে পারে না। ফলে সাময়িকভাবে জ্বর কমে বটে, প্যারাসাইটরা একটু নির্জীব হয়, কিন্তু আবার তারা বেড়ে ওঠে এবং জ্বর সৃষ্টি করে থাকে। এসব রোগীর রক্ত পরীক্ষা করলে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট পাওয়া যায়। কুইনাইনের প্রিপারেশন এদের রোগ সারাতে সক্ষম হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, প্রত্যেকটি বাড়ীর জল, চৌবাচ্চা প্রভৃতি ভালভাবে পরীক্ষা করা উচিত। সেগুলি ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যেসব জায়গায় অল্প অল্প আবদ্ধ জল জমে, ঐসব জায়গাতে মাঝে মাঝে কেরোসিন ছড়ালে মশার শূককীট বা লার্ভারা মারা যায়। শহর ও শহরতলীর সব জায়গা এবং গ্রাম অঞ্চলেও এইভাবে Anti-লার্ভা ঔষধ ছড়াতে থাকলে, অতি সহজেই মশা নির্মূল করা যায়। তাছাড়া যেসব অঞ্চলে ম্যালেরিয়া চলছে, সেখানকার সকলকে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক Palludrine জাতীয় ঔষধ খাওয়ানো কর্তব্য।

কারণ—আগেই বলা হয়েছে, ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট জাতীয় প্রোটোজোয়া এই রোগ উৎপত্তির কারণ।

এই প্রোটোজোয়া প্যারাসাইট হয় মোট 4 প্রকার—

(1) Plasmodium Falciparum (ফ্যালসিপেরাম)

(2) Plasmodium Vivax (ভাইভ্যাক্স)

(3) Plasmodium Malarae (ম্যালেরি)

(4) Plasmodium Ovale (ওভেল)

প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স এবং ওভেল যে রোগ সৃষ্টি করে তাকে বলে টারসিয়্যান ম্যালেরিয়া। এতে একদিন অন্তর একদিন জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং মাঝের একদিন জ্বর থাকে না। এই টারসিয়্যান জ্বর আবার দুই প্রকার—(A) বিনাইন টারসিয়্যান (B) ম্যালিগন্যাণ্ট টারসিয়্যান ম্যালেরিয়া।

প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি যে জ্বর সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া। এতে দুদিন অন্তর অন্তর জ্বর আসে।

প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম যে ম্যালেরিয়া উৎপন্ন করে, তাকে বলে সাবটারসিয়্যান। এতে জ্বর চলতেই থাকে। কেবল জ্বর একদিনের মধ্যে একবার ছাড়ে—আবার বাড়ে। এতে যদিও জ্বর অন্য ধরনের মত খুব উচ্চে ওঠে না, তবুও জ্বর Irregular বা উল্টোপাল্টা ধরনের এবং প্রতিদিনই চলতে থাকে বলে, এটি রোগীর পক্ষে বেশি কুফলপ্রদ জ্বর।

এইসব প্যারাসাইট গুলি মশার দেহ থেকে রক্তে ঢুকেই লিভারে গিয়ে জমা হয়। কয়েকদিন পর (9 থেকে 14 দিন) তারা পূর্ণ বৃদ্ধি পেলে, সেল থেকে বেরিয়ে এসে রক্তকণিকাকে (R. B. C) আক্রমণ করে ও জ্বর নিয়ে আসে। রক্তকণিকার মধ্যেও এরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এবং রক্তকণিকা ভেঙে বেরিয়ে এসে নতুন রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে থাকে।

একজন ম্যালেরিয়া রোগীর দেহ থেকে অন্যের দেহে রোগ ছড়ায় মশাদের মাধ্যমে। দুর্গন্ধময় বাতাস সেবন, অনেকদিন অত্যাচার করা—এ সব হলো গৌণ কারণ।'

জ্বরের স্থায়িত্ব অনুযায়ী

প্রকারভেদ

জ্বরের স্থায়িত্ব—জ্বর আসা, ওঠা-নামা নানা ধরণের হয়। সাধারণতঃ যে কয় প্রকার জ্বর ওঠা-নামার কথা আগে বলা হলো, অনেক সময় ঔষধ সেবনের ফলে তাদের স্বাভাবিক নিয়মে বাধার সৃষ্টি হয় এবং আরও নানারকম জ্বর ওঠা নামার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। যেমন—

(1) সাবটারসিয়্যান—দিনে একবার আসে ও ছাড়ে।

(2) টারসিয়্যান—একদিন অন্তর জ্বর আসে ও ছাড়ে—মাঝে একদিন থাকে না।

(3) কোয়ার্টান—দুদিন অন্তর জ্বর আসে।

(4) সপ্তাহে একদিন নির্দিষ্ট সময় আসে।

(5) প্রতিপক্ষে একদিন (একাদশী বা অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় জ্বর আসে ও ছাড়ে)।

(6) কখনো জ্বর উল্টোপাল্টাভাবে হঠাৎ আসে। ঔষধ খেলে সেরে যায়। আবার হঠাৎ যে কোনও সময় কিছু অনিয়ম করলে হঠাৎ জ্বর আসে। বীজাণু গুলি ঔষধের ফলে মরে গেলেও রক্তে কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, একে বলে প্রচ্ছন্ন বা Latent ম্যালেরিয়া।

লক্ষণ—(1) জ্বর হঠাৎ আসে। তিনটি অবস্থার মাঝ দিয়ে এটি প্রকাশিত হয়।

(A) শীত অবস্থা—এই অবস্থায় হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর আসতে থাকে। রোগী এত কাঁপতে থাকে যে তার দেহ লেপ বা কম্বল দিয়ে চাপা দিলেও কম্পন বন্ধ হয় না। এই অবস্থায় জ্বর বেড়েই চলে। জ্বর খুব বেড়ে গেলে রোগী অনেক সময় প্রলাপ বকতে থাকে। প্রতি মিনিটে জ্বর বাড়ে। প্রথমে 99 থেকে 100 ডিগ্রী—তারপর দ্রুত 103 থেকে 105 ডিগ্রী তাপ বাড়ে।

(B) উত্তাপ অবস্থা।—জ্বর পূর্ণ উঠে গেলে অর্থাৎ 104 ডিগ্রী থেকে 105 ডিগ্রী জ্বর উঠে যাবার পর কম্পন বন্ধ হয়। এই অবস্থাকে উত্তাপ অবস্থা বলে। তখন রোগী শরীরে কাপড় রাখতে পারে না, গা, হাত-পা জ্বালা করতে থাকে। অনেক সময় ঐ সঙ্গে মাথার মধ্যে দপ দপ করে। কখনো বা বমি বা পিত্তবমি হয়। অনেক সময় ঐ মাথাধরা, মাথাব্যাথা, প্রলাপ, অবসাদ প্রভৃতিও দেখা দিয়ে থাকে। এটিই সবচেয়ে কষ্টকর ব্যবস্থা, ম্যালিগন্যাণ্ট টারসিয়্যানে এই অবস্থায় রোগী প্রাণ হারাতেও পারে।

(C) **ঘর্ম অবস্থা** —জ্বর কিছুক্ষণ চলার পর ঘাম শুরু হয়। ঘর্ম অবস্থা রোগীর কাছে আরামদায়ক মনে হয়। যত ঘাম দেয়, তত জ্বর কমে। শরীর সিক্ত হয়ে যায়। বার বার ঘাম মুছে নিতে হয়। ইতিমধ্যে চিকিৎসা শুরু হলে পরদিন আর জ্বর আসে না, তা না হলে পরদিন, দুদিন বা দুদিনেরও পরে আবার জ্বর আসে।

বিনা চিকিৎসায় থাকলে নানারকম Complications দেখা দেয় ও রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে রক্তে, হৃৎপিণ্ডে এবং দেহের অন্যান্য অংশে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট পাওয়া যায়। রক্ত পরীক্ষার ফলে কোন্ ধরনের ম্যালেরিয়ার বীজাণু আক্রমণ করেছে তাও জানা যায়।

(3) লাল রক্তকণিকা ধ্বংস হয় বলে ধীরে ধীরে রক্তশূন্যতা দেখা দিয়ে থাকে। রক্তের হিমোগ্লোবিনের শতকরা হার কমে যায়। মাঝে মাঝে পরিপূরক হিসাবে অপরিণত রক্তকণিকা, Reticulocyte প্রভৃতি রক্তে দেখা দেয়। শ্বেত কণিকা জ্বরের সময় বৃদ্ধি পায়।

(4) **লিভার বৃদ্ধি** —ন্যাবা বা জণ্ডিস প্রভৃতি দেখা দেয়, রোগে ভুগতে থাকলে।

(5) **প্লীহা বৃদ্ধি** —প্রথম আক্রমণে প্লীহা বৃদ্ধি থাকে না। কিন্তু রোগে ভুগতে থাকলে প্লীহা বৃদ্ধি ঘটে। প্রথমে বড় ও নরম থাকে, পরে দীর্ঘ দিন ভুগলে কিছু শক্ত হয় প্লীহা।

(6) প্রস্রাবে Urobilin খুব বেশি হয়, Albumin-ও থাকে প্রস্রাবে। প্রস্রাব গাঢ় হয় এবং ঘোলাটে ধরনের হয়।

(7) ম্যালিগন্যাণ্ট টারসিয়্যানে খিঁচুনি, প্রলাপ প্রভৃতি দেখা যায় এবং রোগী অজ্ঞান হতে পারে।

(8) অনেক সময় পায়খানা তরল হয় ও বার বার পায়খানা হয়। আমাশয়ের মতো পায়খানাও হতে থাকে।

জটিল অবস্থাদি (Complications) —(1) রক্তের সরু জালিকাগুলিতে রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়। রক্তকণিকা ধ্বংস হয়। তার ফলে প্রবল রক্তশূন্যতা হতে পারে।

(2) রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হবার জন্য দীর্ঘদিন ভুগলে পা ফুলতে পারে।

(3) দুর্বলতা, অবসাদ, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি হতে দেখা যায়।

(4) গর্ভবতী নারীদের রক্তশূন্যতার জন্য গর্ভপাত হতে পারে। অনেক সময় ঋতুকালীন রক্ত কমে যায় বা ঋতুতে গোলমাল হয়।

(5) জণ্ডিস, পেটের রোগ, আমাশয়ের মত পায়খানা হতে থাকে।

(6) দীর্ঘদিন ভুগতে ভুগতে চিকিৎসা না হলে, শেষ পর্যন্ত রোগী মারা যেতে পারে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) —(1) যে অঞ্চলে অনেকের এই রোগ হচ্ছে সেখানে সহজে রোগ ধরা পড়ে।

(2) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগ হলে শীত করে জ্বর আসে, প্রবল জ্বর হয় ও একেবারে জ্বর ছেড়ে যায়, আবার আসে।

(3) প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধি এই রোগের বিশেষ লক্ষণ।

(4) রক্ত পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করা যায়।

প্রতিরোধ —(1) কোনও স্থানে ম্যালেরিয়া চললে. সেই অঞ্চলের মশাদের ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। মাঝে মাঝে আবদ্ধ জলা, ডোবা, পুকুরে D. D. T. ও কেরোসিন মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়। বড় পুকুরে ছোট মাছ মশার লার্ভাগুলি খেয়ে ফেলে।

(2) নিয়মিত মশারি খাটিয়ে শোয়া কর্তব্য।

(3) যে অঞ্চলে রোগ হচ্ছে সেখানকার লোকদের সপ্তাহে 5 দিন করে রোগ প্রতিরোধক ঔষধ খাওয়া কর্তব্য। চায়না ৩ প্রতিদিন ২ বার করে সেবন কর্তব্য।

চিকিৎসা (Treatment)

কম্প, তাপ এবং ঘাম তিনটি পর পর প্রকাশ পেলে দিতে হবে চিনিনাম সাল্‌ফ্‌ ১x বা ৩x চূর্ণ তিন ঘণ্টা অন্তর।

সারা শরীরে দারুণ ব্যথা, দারুণ কম্প, হাড়ে ব্যথা, পিপাসা, বমি প্রভৃতিতে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৩ বা ৬।

পুরানো ম্যালেরিয়া, লিভার বৃদ্ধি, পালাজ্বর, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, জ্বরসহ শোথ, খুব পিপাসা কিন্তু সামান্য জল পান লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০ বা ২০০।

পিঠ থেকে সারা শরীরে ব্যথা বেদনা, তৃষ্ণা, ঘাম, হাড়ে ব্যথা, বমি লক্ষণে, ক্যাপ-সিকাম ৬, ৩০।

শীতের আগে তৃষ্ণা, শীত শুরু হলে রোগী হাত মুষ্ঠিবদ্ধ করে থাকে, গাঁটে ব্যথা, কম্প, পিপাসা, ঘাম, মাথাব্যথা, শীত কমলে প্রবল তৃষ্ণা লক্ষণে সাইমেক্স ৩০।

বমি, বমিভাব, শীত, পিপাসাহীনতা, মুখে তিক্ত ভাব লক্ষণে, ইপিকাক ৩, ৬।

হাড়ের ভেতরে ব্যথা, ঘাম কম, ভেতরে শীত কিন্তু বাইরে গরম হলে আর্ণিকা মণ্ট ৬, ৩০। শীত, তাপ, ঘাম সব অবস্থায় পিপাসা নেই—ব্যারাইটা কার্ব ৬, ৩০।

দারুণ শীত, লেপাবৃত জিহ্বা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় লক্ষণে, অ্যাণ্টিম ক্রুড্‌ ৬, ৩০।

সকালে জ্বর, তার সঙ্গে উদরাময়, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ক্ষুধামান্দ্য, জিহ্বা ও যকৃতে ব্যথা লক্ষণে পডোফাইলাম ৬। জ্বরের সঙ্গে ক্রিমিতে নাক চুলকান (শিশুদের) লক্ষণে, সিনা ৩০।

কোমরে ব্যথা, অস্থিরতা, শুকনো কাশি, বৃষ্টিতে ভেজার পর প্রবল জ্বর লক্ষণে রাসটক্স ৬, ৩০। পিপাসা নেই, হাত পা বরফের মত ঠাণ্ডা লক্ষণে, সিপিয়া ৩০।

বিমর্ষ, তন্দ্রাভাব, খুব শীত ও কম্প লক্ষণে, অ্যান্টিম্ টার্ট ৩, ৬।

শীতাবস্থার আগে এবং ঘর্ম অবস্থার তৃষ্ণা, প্লীহা ও যকৃতে ব্যথা, মাথাব্যথা, বুক ধড়ফড়, কান ভোঁ ভোঁ প্রভৃতিতে, চায়না ৩, ৩০, ২০০।

প্রবল শীত, কম্প, তৃষ্ণার অভাব, রোজ একই সময়ে জ্বর আসে, মাথায় রক্তাধিক্য, প্রচুর ঘাম লক্ষণে, সিড্রন ১x।

শীতাবস্থায় তৃষ্ণা, গা জ্বালা, অম্লগন্ধ, ঘাম ও জ্বরে এবং পেটে বায়ুভাব লক্ষণে, কার্বোভেজ ৩০।

তন্দ্রা বা আচ্ছন্ন ভাব, ঘুম ভাব, ঘুমালে মুখ হাঁ করে থাকা লক্ষণে, ওপিয়াম ৬।

কেবল শীত অবস্থায় তৃষ্ণা, বাহ্য তাপে শীত কমে, দেহে এলার্জি লক্ষণে, ইগ্নেসিয়া ৬, ৩০।

জ্বরের আগে পিঠ ও হাত-পা শীতল অবস্থা, শীতের পর সামান্য ঘাম, বিকালে জ্বর, চোখ বুজে স্থির হয়ে পড়ে থাকা লক্ষণে, জেলসিমিয়াম—৩, ৬।

দূষিত বাষ্প ঘ্রাণ, দূষিত জলে স্নান বা পান, প্রলাপ, মাথাব্যথা, প্রবল জ্বর প্রভৃতিতে, ব্যাপ্টিসিয়া মাদার বা ৩। শীত, বরফের মত ঠাণ্ডা ঘাম, মুখ গরম, মাথাঘোরা, প্রলাপ, আক্ষেপ, গা ঢেকে রাখার ইচ্ছা—স্ট্রামোনিয়াম ৬, ৩০,।

অনেকক্ষণ ধরে প্রবল জ্বর, মুখ ঠাণ্ডা, নাক, মুখ নীলবর্ণ, গা প্রবল গরম হলেও গাত্রবস্ত্র খুলতে চায় না, মাথাঘোরা, বমিভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, মুখ লাল, সকালে জ্বর লক্ষণে, নাক্স ভমি ৬, ৩০।

শীত করে জ্বর, জ্বালাকর দাহ ও মাথা ধরা খুব ঘাম, প্রবল তৃষ্ণা, মৃত্যুভয় লক্ষণে ক্যাক্টাস্ মাদার। ঠিক মাথার উপরে গরম বা জ্বালা, সকালের দিকে উদরাময়, মাঝে মাঝে অবসন্ন ভাব,শীতবোধের আগে তৃষ্ণা, শীত শীত ভাবের শুরুতে তৃষ্ণা নেই, প্রবল জ্বর—সালফার ৩০।

কোষ্ঠকাঠিন্য, ঘুসঘুসে জ্বর, শীত অবস্থায় পিপাসা, ঘর্মাবস্থায় পিপাসা নেই—শ্লেষ্মা প্রধান ভাব—ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬, ৩০।

শিশুদের পেটে ব্যথা, খিট্খিটে ভাব, জ্বর লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬।

জিহ্বা শুকনো, ঠোঁটের কোণ ফাটা, ভীষণ মাথাব্যথা, প্লীহা ও লিভার বৃদ্ধি, লবণাক্ত খাদ্য খাবার ইচ্ছা, ঘাম হলে যন্ত্রণা কম লক্ষণে—নেট্রাম মিউর ৬, ৩০।

পিপাসাহীনতা, জিহ্ব লেপাবৃত, মুখ বিস্বাদ, অম্লশূলভাব, শীত, কম্প, প্রবল গাত্রতাপ, ঘাম হয় না, পেটের গোলমাল—পাল্সেটিলা ৬ বা ৩০।

প্লীহার বৃদ্ধি, ব্যথার জন্য সিয়ানোথাস্ ১x।

রক্তশূন্যতা ভাব, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে বমি, পা ফোলা, শোথ, উদরাময়, লিভার বৃদ্ধি—ফেরাম মেট ৬।

প্লীহা বৃদ্ধি, যকৃত দোষ, অনিদ্রা, গেঁটেবাত লক্ষণে আর্টিকা ইউরেন্স মাদার দশ ফোঁটা গরম জলসহ রোজ দুবার।

লিভারে ব্যথা, বমি-বমিভাব, মাথাব্যথা, পিপাসা থাকে না, শোথ বা ফোলা লক্ষণে, এপিস্ মেল ৬, ৩০।

বিকাল ৪-টে থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত জ্বর বৃদ্ধি, মূত্র জমিয়ে রাখলে লাল তলানি পড়ে, পেট ভার, ঢেঁকুর, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, শীত, কম্প প্রভৃতিতে, লাইকোপোডিয়াম ৩০, ২০০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —জ্বরের প্রথম অবস্থায় গরম জল বা গরম লেবুর রস মিশ্রিত জল ছাড়া কিছু খেতে দিতে নেই। জ্বর ছেড়ে গেলে, সাগু, বার্লি, ফলের রস, হরলিক্স্, Protinex বা Syu, দুধ, ছানা প্রভৃতি দিতে হবে।

চিকিৎসার পর পূর্ণ সেরে গেলে, মাছের ঝোল-ভাত দিতে হবে রোগীকে।

(2) স্যাঁত সেঁতে ঘরে থাকা উচিত নয়। নোংরা জলে স্নান নিষিদ্ধ।

(3) জ্বর অবস্থায় পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

স্বল্পবিরাম ম্যালেরিয়া (Remittent Malaria)

কারণ এই রোগেরও কারণ এক ধরনের ম্যালেরিয়া বীজাণু বা প্যারাসাইট।

লক্ষণ —এতে জ্বর একেবারে ছাড়ে না —জ্বর বাড়ার সময় জ্বর খুব কম থাকে। এবং 94-99 ডিগ্রী জ্বর হয়। তারপর আবার জ্বর উঠতে থাকে। এই জ্বরে বিবাম খুব কম বলে একে স্বল্প বিরাম ম্যালেরিয়া বলে। অনেকে একে এন্টেরিক্ জ্বর বলে ভুল করে থাকেন। জ্বর বৃদ্ধির সময় শীতভাব থাকে। জ্বর ছাড়ার সময় ঘাম হয়।

রক্ত পরীক্ষা করলে ম্যালেরিয়া বীজাণু পাওয়া যায়। লিভার ও প্লীহা বৃদ্ধি, যা কখনো কোষ্ঠবদ্ধতা হয়—কখনো পাতলা পায়খানা হয়। এতে ভোগকাল প্রায় 5 দিন। রোগী দুর্বল হলে 30 দিন পর্যন্ত ভুগতে পারে।

তবে চিকিৎসা করলে রোগী দ্রুত আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা —ম্যালেরিয়া জ্বরের মতই এর চিকিৎসা পদ্ধতি। এ বিষয়ে সব কিছুই পূর্বের ন্যায় চিকিৎসা।

প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া (Latent Type)

যেসব দেশে ম্যালেরিয়া হতে থাকে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেকের দেহের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বীজাণু থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রোগ হয় না। ঐ সব বীজাণু দেহে প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। কিন্তু প্লীহা বৃদ্ধি, রক্তস্বল্পতা প্রভৃতি লক্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা দিয়ে থাকে।

এদের দেহ আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ নয়। ম্যালেরিয়া বীজাণুর সঙ্গে সংগ্রাম করে করে দেহে প্রতিরোধ শক্তি সৃষ্টি হয়। তার ফলে জ্বর হয় না। তবে অবিরাম রাত্রি জাগরণ, পচা ডোবাতে স্নান প্রভৃতি করলে হঠাৎ জ্বর দেখা দেয়।

অনেক সময় অল্পদিন ঔষধ খাবার জন্য সব বীজাণু ধ্বংস না হয়ে আংশিক ধ্বংস হয়, ফলে প্রচ্ছন্নভাবে রোগবীজাণু কিছু দেহে বিদ্যমান থাকে।

বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির পর এই জাতীয় ম্যালেরিয়া আবার দেখা দেয় মহামারী-রূপে। তার ফলে এক কালের প্রচ্ছন্ন রোগীরা একসঙ্গে অনেকে জ্বরে আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা —প্রচ্ছন্ন ম্যালেরিয়া রোগে প্রথম অবস্থায় দিতে হবে চিনিনাম্ সাল্ফ্ ১x বা ৩x। প্রতিদিন ৩ থেকে ৫ বার এক মাত্রা করে দিতে হবে।

জ্বর আসার আগে থেকেই গা বমি বমি ভাব, জ্বর অবস্থায় জল খাবার ইচ্ছা এবং খেলেই পিত্তবমি লক্ষণে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৩, ৬।

পুরানো জ্বর বার বার হচ্ছে, ঘাম হয় না, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, জ্বরে অস্থিরতা, ব্যথাবোধ, গা জ্বালা, একদিন, দুদিন বা তিনদিন অন্তর পালাজ্বর, ঘুস্ঘুসে জ্বর—আর্সেনিক ৩, ৬, ৩০, ২০০।

পেটের গোলমাল, বমি বা বমিভাব, পুরানো জ্বর, জ্বর আরম্ভের আগে হাইতোলা, গা ভাঙা লক্ষণে ইপিকাক, ৬, ৩০।

শিশুদের রোগ— জ্বর নাক চুলকানো, গাল রক্তাভ, ক্রিমি প্রভৃতি লক্ষণে, সিনা ৬, ৩০, ২০০।

পুরানো জ্বর, মাসিক জ্বর, গর্ভিণীর জ্বর, দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা—সিপিয়া ১২, ৩০।

নাড়ি ক্ষীণ, দ্রুত, অনিয়মিত। প্লীহা এবং যকৃৎ বৃদ্ধি, বেদনা। পিত্তযুক্ত আঠা আঠা পায়খানা। জ্বর আরম্ভ হলে শীতভাব। হার্ট ধড়ফড় করে। তৃষ্ণা কম—মাঝে মাঝে বৃদ্ধি। চায়না ৬, ৩০, ৩০০।

পুরানো ম্যালেরিয়া কিছুতেই না সারলে—ম্যালেরিয়া অফিসির্নেলিস ৩x থেকে ১০০০।

পুরানো ম্যালেরিয়া, ঘুস্ঘুসে জ্বরে ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬, ৩০।

পুরানো জ্বরে নেট্রাম মিউর ৩০ বা নেট্রাম সাল্ফ ৩০, ২০০ উপকারী।

ম্যালেরিয়া জনিত ধাতু বিকৃতি

(Cachexia)

ম্যালেরিয়া জ্বরে অনেকদিন ধরে বিনা চিকিৎসায় ভুগতে থাকলে অনেক ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা ভয়াবহ হয়। রোগীর দেহ অস্থিচর্মসার হয়। পেটটি মোটা দেখায়, দেহে অত্যন্ত বেশী রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। মাঝে মাঝে জ্বর হয়। কাজ কর্ম কিছু করতে পারে না। শেষে অতিরিক্ত রক্তশূন্যতার জন্য হাত-পা ফুলে যায়। এবং যেন অর্ধমৃত মনে হয়। একে বলে ক্যাকেক্সিয়া। এই অবস্থায় কুইনাইন দিলে খুব সুফল হয় না।

চিকিৎসা।—রক্তহীনতা লক্ষণে ফেরাম মেট ৬, ৩০। পাণ্ডুবর্ণ ও পরিষ্কার লালবর্ণ জিহ্বা, অবসন্নতা, গা জ্বালা লক্ষণে আর্সেনিক ৬, ৩০, ২০০।

শীতবোধ, প্লীহা বৃদ্ধি, কোষ্ঠকাঠিন্য, সকাল থেকে মাথাব্যথা, সারাদিন লবণ খেতে ভাল লাগে, নোনতা খাদ্য ভাল লাগে লক্ষণে—নেট্রাম মিউর ৩০।

প্লীহা বর্ধিত, ব্যথায়—সিয়ানোথাস্ ২x, ৩x।

জ্বর, ব্যথা, বমিভাব– ইপিকাক ৬, ৩০।

হাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা—আর্ণিকা ৬, ৩০।

এছাড়া লক্ষণ মত আগে বর্ণিত ঔষধ হলো—

নাক্স ভমিকা ৬. ৩০। পাল্সেটিলা ৬, ৩০।

আর্ণিকা ৬, ৩০,। ভিরেট্রাম অ্যাল্ব্ ৬, ৩০।

ইগ্নেসিয়া ৬, ৩০। ক্যাপসিকাম ৬. ৩০।

সিড্রন ৩, ৬।

ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৩, ৬, ২০০!

ফস্ফরিক এসিড ৬, ৩০।

সাল্ফার ৩০, ২০০।

পুরানো জ্বরে —আর্সেনিক, কার্বোভেজ, নাক্সভমিকা, পাল্সেটিলা, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব্, ইগ্নেসিয়া, ইপিকাক, নেট্রাম মিউর, আর্ণিকা, ক্যাপসিকাম্, সাল্ফার, সিড্রন, অ্যারেলিয়া, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ প্রভৃতি ৩ থেকে ৩০।

প্রবল বা Malignant ম্যালেরিয়া

এই জ্বর হঠাৎ আক্রমণ করে। এতে মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় জ্বর বেশি ওঠার জন্য। বমি, প্রলাপ, জ্ঞানলোপ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। জ্বর 106/105 ডিগ্রি অবধি ওঠে। এর ফলে রোগীর হঠাৎ মৃত্যু হতে পারে।

বাংলাদেশে শারদীয়া উৎসবের পরই শীতকালে এই রোগ প্রবলভাবে শুরু হয়। নানা লক্ষণ দেখা যায়।

(1) সংজ্ঞালোপ ও প্রবল জ্বর। **ঔষধ** —ওপিয়াম ৬, জেলসিমিয়াম ৩০, রাসটক্স ৬, ৩০।

(2) প্রলাপ প্রধান (Delirius) জ্বর প্রবল—বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০। হায়োসায়ামাস, ৩, ৬,৩০।

(3) উদরাময় ও বমি সহ লক্ষণে—আর্সেনিক ৩x ও ৬। ভিরেট্রাম অ্যালব্—৬, ৩০।

পডোফাইলাম ৩, ৬, ১২, মার্ককর ৬. ১২।

(4) **হিমাঙ্গ প্রধান**, —গা, হাত, পা, ঠাণ্ডা হয়। ভীষণ শীত বোধ হয়।

ভীষণ তৃষ্ণা, গাত্রতাপ কম, দেহ ঠাণ্ডা। ঔষধ—ক্যাম্ফার মাদার্, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব্ ৬, ৩০। মিনিয়্যান্থিস ৩, ৬, ৩০।

(5) ঘর্ম প্রধান —চায়না ৬, জ্যাবোর‍্যাণ্ডি ৩, ফস্ফরাস্ ৬, কার্বো ভেজ ৩০, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব্—৬।

(6) জণ্ডিস্ প্রধান—ব্রায়োনিয়া ৩, ৬। ক্রোটেলাম্ ৩, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ১x বা ৩০।

রক্তস্রাব প্রধান।—হ্যামামেলিস ২x, ইপিকাক ২x, ক্যাক্টাস্ ২x।

গর্ভিণী ও শিশুদের ম্যালেরিয়া

গর্ভিণী নারীদের ম্যালেরিয়া হলে ঠিক মতো চিকিৎসা না হলে অনেক সময় রক্ত-শূন্যতা দেখা দেয় ও গর্ভপাত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। অনেক সময় শিশুর জন্মের পর দেহে এই রোগ বীজাণু থাকে। তা আসে মায়ের রক্তের সাথে। তার ফলে তাদের অনেক সময় স্বাভাবিক প্রতিরোধ গড়ে ওঠে না এবং তারা ভোগে। অনেকের আবার শিশু জন্মের পর খিঁচুনি, অজ্ঞান প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায় ও সন্তান মারা যায়।

সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসার মধ্যেই সব চিকিৎসা বর্ণিত হয়েছে।

জ্বরের ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ঔষধ

জ্বর বসন্তকালে—আর্সেনিক, অ্যান্টিম টার্ট, ল্যাকেসিস, সাল্ফার, জেলসিমিয়াম, সিপিয়া, কার্বোভেজ, ৬, ৩০,।

জ্বর শীতকালে অ্যান্টিম টার্ট, নেট্রাম মিউর ৩, ৩০।

জ্বর হেমন্তকালে।—অ্যাকোনাইট, ব্রায়োনিয়া, বেলেডোনা ৬।

জ্বর শরৎকালে —ইস্কিউলাস্, ব্রায়োনিয়া, চায়না। আর্সেনিক, কলচিকাম্, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ, নাক্স ভমিকা নেট্রাম মিউর, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব। যক্ষ্মাতে—টিউবারকিউলিনাম।

বর্ষাকালের জ্বর —ডাল্কামারা, রাসটক্স, ফস্ফরাস্, নেট্রাম সালফ্।

গ্রীষ্মকালের জ্বর—ক্যাপসিকাম, সোরিণাম্, ব্যাপ্টিসিয়া, নেট্রাম মিউর।

বছরে একবার জ্বর —আর্সেনিক, কার্বোভেজ, ল্যাকেসিস্, নেট্রাম মিউর সোরিণাম, সালফার, থুজা। প্রয়োজন ও লক্ষণ বোধে টিউবারকিউলিনাম।

প্রতি ছ'মাসে একবার জ্বর —সিপিয়া, ল্যাকেসিস্।

প্রতি তিন সপ্তাহ অন্তর জ্বর চিনিনাম্ সালফ্, সালফার, ম্যাগ কার্ব, সোরিণাম।

প্রতি পনেরো দিন অন্তর জ্বর —আর্সেনিক, ক্যালকেরিয়া কার্ব, অ্যামন মিউর, চিনিনাম সালফ্, চায়না, ল্যাকেসিস্, পাল্‌সেটিলা, সোরিণাম্।

প্রতি সপ্তাহে জ্বর —চায়না, লাইকোপোডিয়াম, অ্যামন মিউর, মিনিয়্যান্থাস্, রাসটক্স, সালফার, টিউবারকিউলিনাম।

সপ্তাহে দু'বার জ্বর—আর্সেনিক, চায়না, ডালকামারা, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ, লাইকোপোডিয়াম, নাক্স মস্কেটা, পাল্‌সেটিলা, রাসটক্স।

দু'দিন অন্তর জ্বর।—আর্ণিকা, আর্সেনিক, কার্বোভেজ, চায়না, সিনা, হায়োসায়ামাস্, আয়োডাম, ইপিকাক, ইগ্নেসিয়া, মিনিয়ান্থাস, নেট্রাম মিউর্, নাক্স ভমিকা, নাক্স মস্কেটা, পাল্‌সেটিলা, স্যাবাডিলা, ভিরেট্রাম আলব্।

পালা জ্বর (প্রতি একদিন অন্তর))—অ্যান্টিষ্টা, অ্যারেলিয়া, চিনিনাম্ সাল্‌ফ্, সিড্রন, চায়না, নেট্রাম মিউর, অ্যান্টিম্ ক্রুড, এপিস্ মেল, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, ক্যান্থারিস, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব, ক্যাপ্‌সিকাম্, কার্বোভেজ্, ইপিকাক, নাক্সভমিকা, মেজেরিয়াম, পডোফাইলাম্, পাল্‌সেটিলা, রাসটক্স, জেলসিমিয়াম (শীত না থাকলে), লাইকোপোডিয়াম (বিকাল ৫টার মধ্যে জ্বর)

পালা জ্বর (দু'দিন অন্তর)—আর্সেনিক, চায়না, নাক্স ভমিকা, ইস্‌কিউলাস্, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ, লাইকোপোডিয়াম, নাক্স মস্কেটা, রাসটক্স, ইলাটে, গ্যাম্বো।

রোজ ভিন্ন সময়ে জ্বর ইউপেটো পার্ফ, নেট্রাম মিউর।

রোজ একই সময়ে জ্বর ।— অ্যারেলিয়া, সিড্রন, জেলসিমিয়াম, স্যাবাডিলা, স্পাইজেলিয়া, অ্যাঙ্গাষ্টুরা।

রোজ একবার জ্বর --অ্যারেলিয়া, আর্সেনিক, সিড্রন, ক্যাকটাস্, ক্যাপসিকাম, সিনা, জেলসিমিয়াম, নেট্রাম মিউর, নাক্স ভমিকা, পডোকাইলাম্, পাল্‌সেটিলা, রাসটক্স, সাল্‌ফার, পলিপোরাস্।

রোজ দু'বার জ্বর —চায়না, ইলাটেরিয়াম, গ্র্যাফাইটিস্, স্ট্রামোনিয়াম্, সালফার, অ্যান্টিম ক্রুড্।

জ্বরভাব—ফেরাম্ ফস্ ৬x, একোনাইট, ইপিকাক, নাক্স ভমিকা, পাল্‌সেটিলা, সিপিয়া।

পরিবর্তনশীল জ্বর—(অনিয়মিত) পাল্‌সেটিলা, সোরিণাম, ইগ্নেসিয়া, ইলাটে।

পিত্তজনিত জ্বর।—ব্রায়োনিয়া, চেলিডোনিয়াম, ইপিকাক, পডোফাইলাম, নেট্রাম সালফ্, নিক্‌ট্যান্থিস্।

সকালের দিকে জ্বর।—নাক্স ভমিকা, ব্রায়োনিয়া, হিপার সাল্‌ফার, ফেরাম ফস ৬x, সিপিয়া, পডোফাইলাম, সালফার, থুজা।

প্রতি ঔষধ ৬ বা ৩০ শক্তির দিতে হবে।

ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার (Black water Fever)

কারণ—আমাদের দেশে আগে নানাস্থানে এই রোগ প্রচুর হতো। মাঝখানে ম্যালেরিয়া রোগ দমিত হবার ফলে এই রোগের সংখ্যা হ্রাস পায়। আজকাল আবার ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির ফলে এইরোগ অনেক দেখা যাচ্ছে।

এই রোগের কারণও হলো ম্যালেরিয়া বীজাণু বা প্যারাসাইট। বহুদিন প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য ম্যালেরিয়াতে ভোগার পর এই রোগ হয়ে থাকে।

এতে ম্যালেরিয়ার মতই বা তার চেয়েও বেশি জ্বর হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেহের সব রক্তকণিকাগুলি দ্রুত ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। সাপ কামড়ালে যেমন R. B. C. গুলি ভেঙ্গে Haemolysis হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়, এতেও অনেকটা তাই হয়। তবে এতে রক্তকণিকাগুলিকে নষ্ট করে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটসরা। প্রবল জ্বর যদিও এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ, কিন্তু পরে রক্তশূন্যতাই হয় প্রধান লক্ষণ।

লক্ষণ—(1) প্রবল কম্প দিয়ে আচমকা জ্বর আসে। জ্বর দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। জ্বর 105—106 ডিগ্রি অবধি উঠে থাকে।

(2) জ্বরের সঙ্গে মাথাব্যথা, বমি, প্রলাপ, মোহ (Coma), পিত্তবমি অক্ষুধা প্রভৃতি থাকে। জ্বর বেড়ে উঠলে প্রবল কাঁপুনি ও শীত করতে থাকে। গা, হাত-পা জ্বালা করতে থাকে। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বিকার, ছট্‌ফটানির ভাব প্রভৃতি থাকে।

(3) জ্বর ছাড়ার পরই আবার প্রবল জ্বর আসে।

(4) প্রস্রাব কম হয়। কখন বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত বা হিমোগ্লোবিন বের হয়ে যেতে থাকে। প্রস্রাবের রঙ লালচে বা কালচে রঙের হয়। কখনো কখনো বা ব্লাডারে জ্বালা, যন্ত্রণা বা ব্যথা হয়।

(5) শরীরের লোহিতকণিকা সব ভেঙে বের হয়ে যেতে থাকে, প্রবল রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। দেহ ফ্যাকাশে বা সাদাটে হয়।

(6) অনেক সময় বিরাট Renal failure হয়। এজন্য প্রচুর তরল খাদ্য ঠিকমতো দিতে হবে।

জটিল অবস্থা (Complications) (1) অতিরিক্ত প্রস্রাবহীনতা।

(2) প্রস্রাবের সঙ্গে প্রচুর রক্ত বা Haematuria হতে থাকে :

(3) রোগী দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খিঁচুনী (Convulsion) ও আচ্ছন্নভাবে (Coma) মৃত্যুও হতে পারে শেষ পর্যন্ত।

রোগনির্ণয় (Diagnosis)

(1) রক্তে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট পাওয়া যায়। (2) জ্বর খুব বেশি ওঠে—যা অন্য রোগে সচরাচর ওঠে না। 105—107 ডিগ্রী জ্বর ওঠে। রঙ-প্রস্রাব একটি নিশ্চিত লক্ষণ।

চিকিৎসা—জ্বরের জন্য প্রথম শ্রেষ্ঠ ঔষধ চিনিনাম সাল্ফ ১x বা ৩x তিন ঘণ্টা অন্তর।

জ্বর পুরানো, শোথ্, দুর্নিবার, পিপাসা, গা জ্বালা প্রভৃতিতে আর্সেনিক ৬, ৩০ বা ২০০।

বমি, বমিভাব, উদারময় থাকলে, ইপিকাক ৩, ৩০।

হাড়ে ভীষণ ব্যথা, ঘাম কম, ভিতরে শীত কিন্তু বাইরে গরম লক্ষণে, আর্ণিকা মণ্ট ৬, ৩০।

শীত, তাপ, ঘর্ম সবসময় পিপাসার অভাব, ব্যারাইটা কার্ব ৬, ৩০।

অস্থিরতা, শুকনো কাশি, জ্বর, কোমরে ব্যথা, বর্ষাকালে জ্বর প্রভৃতিতে রাসটক্স ৬, ৩০।

মাথাব্যথা, বমি, প্লীহা ও যকৃত অঞ্চলে ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, কান ভোঁ ভোঁ করা প্রভৃতিতে চায়না ৩x—৩০।

শীত, ঠান্ডা ঘাম, মুখ ও মাথা গরম, মাথাঘোরা, প্রলাপ, আক্ষেপ প্রভৃতিতে স্ট্রামোনিয়াম ৬, ৩০।

প্রবল জ্বর, নাড়ি দ্রুত, বমিভাব, জিহ্বা হলুদাভ লক্ষণে, ভিরেট্রাম ভির ৩, ৬।

রক্ত প্রস্রাবের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যাম্ফাবিস্ মাদার ২ ফোঁটা জলসহ দু-তিনবার।

রক্ত প্রস্রাবের সঙ্গে লালবর্ণ তলানি—ওসিমাম্ ফেনাম্ ৩, ৩০।

রক্তপ্রস্রাবের আর একটি ভাল ও প্রয়োজনীয় ঔষধ থ্লাস্পি বার্সা মাদার, সিনিসিও মাদার, মিলিফোলিয়াম ১x, ফেরাম ফস্ ৩x।

বেলেডোনা ৩, ৬ এই রোগে ভাল ঔষধ।

আর একটি ভাল ঔষধ সার্সা ৬, ৩০।

একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ আর্সেনিকাম হাইড্রোমোনিস্টোম্ ৩ বা ৬ শক্তি।

ঠাণ্ডা লেগে রোগ শুরু হলে প্রথমেই অ্যাকোনাইট ১x বা ৩x।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

(1) রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।

(2) জ্বর অবস্থায় ডাবের জল, ফলের মিষ্টি রস, দুধ, হরলিক্স বা Hydro-Protein জাতীয় পথ্য। অন্য কোনও শক্ত খাবার দিতে নেই।

(3) জ্বর কমে গেলে কুইনাইন জাতীয় ঔষধ দেওয়া চললেও তখনো প্রচুর তরল খাদ্য দিতে হবে। জ্বর ছেড়ে গেলে সরু চালের ভাত ও মাছের হালকা ঝোল।

কালাজ্বর (Kala Azar)

ইতিহাস—1903 সালে একজন ব্রিটিশ সৈনিকের Spleen-এর Pulp পরীক্ষা করে Dr. Donovan এই রোগের বীজাণু আবিষ্কার করেন এবং তার নাম দেন

Leishman Donovan Bodies বা L. D. Bodies—এগুলি এক ধরনের প্রোটোজোয়া শ্রেণীভুক্ত।

কালাজ্বরের বীজাণু ও আক্রমণ নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থলে দেখা যায়—অনেক সময় তা এপিডেমিক ভাবেও দেখা যায়। কালাজ্বর ছাড়াও এই বীজাণু থেকে চর্মের উদ্ভেদ বা ঘা অর্থাৎ (Cutaneous Leishmaniasis বা Oriental Sore হতে দেখা যায়। অনেক সময় কেবল চর্ম ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (Mucous membrane) মাত্র আক্রান্ত হয়—তার বেশি রোগ আক্রমণ করে না।

ভারতে প্রধানতঃ আসামে এটি ব্যাপ্ত—তাছাড়াও বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে কিছু কিছু দেখা যায়।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, ইথিওপিয়া, সুদান, আফ্রিকার পূর্ব পশ্চিমের কিছু অংশ, এশিয়া মাইনর, দক্ষিণ আরব, চীন এবং দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশে এই রোগ দেখা যায়।

কারণ—ম্যালেরিয়া রোগের বাহন হলো যেমন এ্যানোফিলিস মশা, তেমনি কালাজ্বরের বাহন Sand fly নামক এক জাতের মাছি। মানুষের শরীরে বীজাণু গোল আকারে দেখা যায়—কিন্তু মাছির শরীরে এটি লেজবিশিষ্ট বা Flagelette অবস্থায় দেখা যায়। এই মাছি খাদ্যদ্রব্যে বীজাণুগুলি ত্যাগ করে এবং তারা শরীরে প্রবেশ করে রোগ ঘটায়।

Sternal puncture দ্বারা Bone Marrow নিয়ে পরীক্ষা করলে L. D. Bodies পাওয়া যায়। প্লীহা হলে, Splenic puncture দ্বারা প্লীহা থেকে Fluid বের করে নিয়ে পরীক্ষা করলে রোগ বীজাণু দেখা যায়।

দেহের Reticulo Endothelial cell গুলিতে জীবাণু গুলি বাসা বাঁধে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। লিভার এবং প্লীহাতেও এরা বাসা বাঁধে—যার ফলে এগুলির আকার বৃদ্ধি পায়। লিউকোসাইটের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। এবং অনেক সময় তাদের সংখ্যা মাত্র প্রতি কিউবিক মিলিমিটারে ২০০০-এ এসে দাঁড়ায়। উপযুক্ত চিকিৎসা চলতে থাকলে ধীরে ধীরে বীজাণু নির্মূল হয় ও Liver এর Fibrosis হয়ে থাকে। অনেক সময় রোগ সেরে যাবার পর Oriental Sore দেখা যায়।

লক্ষণ—সাধারণতঃ এই বীজাণুদের Incubation-এর সময় হলো 1 থেকে 2 মাস। কখনো একবছর বা আরও বেশী সময় হতে দেখা গেছে।

(1) হঠাৎ জ্বর শুরু হয়। তবে আগে শরীরের অবসন্ন ভাব বোঝা যায়। কয়েকদিনের মধ্যে জ্বর খুব বেড়ে যায়—পরে ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং স্বাভাবিক তাপ ফিরে আসে।

আরম্ভ কখনো দ্রুত হয়, কখনো ধীরে ধীরে হয়, কখনো টাইফয়েড বা ম্যালেরিয়ার মতো লক্ষণ থাকে।

24 ঘণ্টার মধ্যে জ্বরের 2 বার বৃদ্ধি হলো কালাজ্বরের বিশেষ লক্ষণ। তার প্রধান লক্ষণ হলো জ্বর থাকলেও Toxaemia থাকে না এতে।

(2) জ্বর চলতে থাকলে লিভার বা প্লীহা বৃদ্ধি পায়। প্লীহা খুব বেশী বেড়ে গেলেও, তা নরম থাকে।

(3) হাত দিয়ে টিপলে প্লীহা হাতে ঠেকে, কিন্তু কোনও ব্যথা বেদনা অনুভব করা যায় না। টাইফয়েডের মত জিহ্বা লেপাবৃত থাকে না এতে।

(4) কয়েকদিন তাপ কম থেকে আবার জ্বর শুরু হয় ও প্রতিদিন 2 বার ওঠা-নামা করে থাকে। অনেক সময় টাইফয়েড বলে ভুল হলেও কয়েকটি লক্ষণে কালাজ্বর বলে বোঝা যায়। এতে আন্ত্রিক গোলমাল থাকে না, ক্ষুধা কমে না, বরং বাড়ে। প্লীহার অত্যধিক বৃদ্ধি বিশেষ লক্ষণ।

(5) রক্ত পরীক্ষা করলে Aldehyde ও Chopra Test পজিটিভ হয়। এটি কালাজ্বরের নিশ্চিত লক্ষণ।

(6) অনেক সময় বেশদিন ভুগলে ফুসফুস আক্রান্ত হয়। সর্দি, কাশি প্রভৃতি হয়ে থাকে।

(7) রোগে ভুগতে থাকলে ওজন ক্রমশঃ কমে যায়, চামড়া কালো হয়ে, চুল পড়ে যায়। বুক ধড়ফড় করে, শ্বাসকষ্ট দেখা দিয়ে থাকে।

(8) ক্ষুধার খুব বৃদ্ধি কিন্তু হজম শক্তি হ্রাস প্রমাণ করে যে, এটি কালাজ্বর রোগ। অনেক সময় পেটের গোলমাল বা পাতলা পায়খানা হয়।

(9) রোগী খুব রোগা ও শীর্ণ হয়—গলায় Carotid artery-র স্পন্দন দেখা যায়।

(10) অনেক সময় প্লীহা নিচের দিকে বেশি না বেড়ে উপরের দিকে বাড়ে। X-Ray বা বুক Percussion দ্বারা তখন প্লীহার বৃদ্ধি ধরা সম্ভব হয়। প্রতিমাসে প্রায় আধ ইঞ্চি করে প্লীহার বৃদ্ধি ঘটে থাকে। ব্যথা থাকে না।

(11) যকৃৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তবে তাতে ব্যথা থাকে।

(12) কিছুদিন ভুগলে রক্তশূন্যতার সঙ্গে সঙ্গে শেষে হাত-পা ফোলা প্রভৃতি দেখা যায়।

(13) নাক, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তপাত হতে দেখা যায়। মাড়ি ক্ষয়ে যায়, দাঁত নড়ে। অনেক সময় Cancrum oris হয় বা মাড়ি খসে পড়ে।

(14) ফুসফুস আক্রান্ত হলে মৃত্যু হয় বেশি।

জটিল লক্ষণ (Complications)

(1) ফুসফুসে আক্রমণ হবার জন্য ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। নাকে বেশি চাপ পড়ে।

শেষ অবস্থায় ফুসফুসের Base-এ রক্ত বা জল জমে। তার ফলে রোগী মারা যেতে পারে।

(2) প্লীহার অত্যধিক বৃদ্ধির জন্যে নার্ভে চাপ পড়ে, তার ফলে নানা জটিল নার্ভাস Symptom দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

(1) Sternal Puncture করে Bone marrow বা Splenic puncture করে প্লী। থেকে Fluid পরীক্ষা করলে L. D. Bodies পাওয়া যায়।

(2) রক্ত পরীক্ষায় Aldehyde এবং Chopra Test এ পজিটিভ দেখা যায়।

(3) জ্বর দৈনিক দুবার ওঠা-নামা করে কিন্তু ক্ষুধার বৃদ্ধি ও আন্ত্রিক গোলযোগ না থাকা বিশেষ লক্ষণ। ক্ষুধা বৃদ্ধি কিন্তু হজম শক্তি ভাল নয়। মাঝে মাঝে পেট খারাপ হয়।

(4) দ্রুত প্লীহার বৃদ্ধি নির্দিষ্ট লক্ষণ।

(5) ভুগতে থাকলে কংকালসার চেহারা, পেট মোটা, কালাজ্বর রোগীর বিশেষ বাহ্যিক চেহারা।

(6) **রক্ত পরীক্ষার ফল**—Culture ছাড়াও রক্তের তাপ পরীক্ষা করেও বোঝা যায় কালাজ্বর। R. B. C. মাত্র 3 মিলিয়ন বা আরও কম, লিউকোসাইটের সংখ্যা কম, রক্ত জমাট বাঁধার সময় বা Coaulation time বেড়ে যায়।

চিকিৎসা —জ্বর, শোথ, রক্তস্বল্পতা, গা জ্বালা ভাব লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০।

সহজেই রক্তক্ষয় হয়, শিরা বা ধমনীর নমনীয়তা বৃদ্ধি হলে, ফস্‌ফরাস্‌ ৩, ৩০।

প্লীহা বৃদ্ধি পেলে এবং তার জন্য বিভিন্ন কষ্ট হলে, সিয়ানোথাস ২x।

শীত, তাপ, ঘর্ম, জ্বর সব অবস্থাতেই পিপাসার অভাব লক্ষণে, ব্যারাইটা কার্ব ৬, ৩০।

লিভার খুব বৃদ্ধি পেলে এবং তার জন্য কষ্ট হলে, কার্ডুয়াস মেরিনাস্‌ ১x, ৬।

গা-হাত, পা বা কোমরে প্রবল ব্যথাসহ জ্বর লক্ষণে, রাস্‌টক্স ৬, ৩০।

পুরোনো ম্যালেরিয়ার ইতিহাস থাকলে এবং ঘর্ম অবস্থায় তৃষ্ণা, প্লীহা এবং যকৃৎ প্রদেশে ব্যথা, মাথাব্যথা, জ্বর আসার আগে বমি ভাব প্রভৃতি লক্ষণে, চায়না ৩x—২০০।

শীত ও পিপাসাসহ জ্বরের আক্রমণ. জিহ্বা শুকনো, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি। প্রবল মাথাব্যথা, নোন্‌তা খাবার খেতে ইচ্ছা, কুইনিন বেশি খাবার জন্য Reaction প্রভৃতিতে, নেট্রাম মিউর ৩০।

শীত, বরফের মত শীতল ঘাম, মাথা ও মুখমণ্ডল গরম, মাথাঘোরা, প্রলাপ, আক্ষেপ, রোগী সর্বদা গা ঢেকে রাখতে চায়—স্ট্রামোনিয়াম ৬, ৩০।

সকালে জ্বর, উদরাময়, নিঃশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত, জিহ্বা সাদা, প্লীহা ও যকৃতে ব্যথা লক্ষণে, পডোফাইলাম ৬, ৩০।

বমি, বমিভাব, মুখে তিক্তস্বাদ প্রভৃতিতে, ইপিকাক ৬, ৩০।

প্রতিরোধ

(1) নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্যাণ্ডফ্লাই নির্মূল করার চেষ্টা করা কর্তব্য। ঝোপঝাড়ে গ্যামাক্সিন স্প্রে করা কর্তব্য।

(2) সব রোগীদের ঠিকমত চিকিৎসা চললে স্যাণ্ডফ্লাইরাও বেশি আক্রান্ত করে না এবং রোগ ছড়ানো কমে যায়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

(1) খুব ক্ষুধা পেলে কখনো বেশি খেতে দিতে নেই। তাতে খারাপ হয়। এর ফলে উদরাময় হয়।

(2) জ্বর থাকলে বার্লি, হর্লিকস, ফলের রস, গ্লুকোজ প্রভৃতি দিতে হবে। Protinex এবং ছানা দেওয়া যায়। জ্বর ছেড়ে গেলে সরু চালের ভাত ও হালকা ঝোল।

(3) অনেকের মতে গোটা কাগজি লেবু খোসা সমেত জলে সিদ্ধ করে 2-3 বার করে খেলে উপকার হয়। পুরানো ম্যালেরিয়াতেও এটি উপকার দেয়। এতে লিভার ও প্লীহা বৃদ্ধি কমে।

চর্মের লিসম্যানিয়াসিস (Oriental Sore)

কারণ—যেসব দেশে কালাজ্বর দেখা যায় ঐ সব দেশেই এই রোগ দেখা যায়। স্যাণ্ডফ্লাই এই বীজাণুর বাহকের কাজ করে, তবে এগুলি আগে কুকুর প্রভৃতি অন্য জন্তুর হয়, পরে মানুষের হয়। অনেক সময় রোগী কালাজ্বরে ভুগলে তাদের দেহেও এটি হয়। এগুলিও L. D. Bodies দ্বারাই হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ চর্মে আলসার হবার আগে, দেহের কোন কোন স্থানের চর্মের নিচে Reticulo endothelial কোষে এইসব বীজাণু জন্মে ও বৃদ্ধি পায়। এগুলি বাইরে বেরিয়ে আসে। ফলে চর্মের Epithelium পাতলা হয়ে যায় এবং ছোট ছোট প্যাপিলা বের হয়। তা থেকে পরে Ulcer বা ঘা হয়।

লক্ষণ (Incubation)) এর সময় হল 2 সপ্তাহ থেকে 4-5 বছর। তবে সাধারণতঃ তা হয় 2-3 মাস।

প্রথমে চামড়ার স্থানে স্থানে চুলকানি ও লাল প্যাপিলা বের হয়। এগুলি বেড়ে গেলে লাল আলসার হয় ও তার চারিদিকে লাল Margin দেখা যায়। এক ধরনের আঠার মত কষ বের হয় এবং তার চারিদিকে মামড়ি (Scale) জমে থাকে। কখনো কখনো আলসার না হয়ে একটা উঁচু কষযুক্ত Mass সৃষ্টি হয়। ব্যথা বিশেষ থাকে না, এবং ঘা প্রায় একবছর থাকে, তারপর ধীরে ধীরে Immunity সৃষ্টি হয় ও ঘা শুকাতে থাকে। তখন ঘা সেরে গেলে কেবল দাগ থাকে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

যেসব অঞ্চলে কালাজ্বর চলে, সেইসব অঞ্চলে এই ধরনের রোগ দেখা গেলে, তা Oriental Sore বলে বোঝা যায়।

2. চর্মের ঘায়ের কষ নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে L. D. Bodies পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

আর্সেনিক ৬ এর প্রধান ঔষধ। বেশি পুঁজ জন্মালে, মার্কিউরিয়াস ৬, ৩০। পুঁজ নিবৃত্তির জন্য হিপার সাল্ফার ৬, ৩০।

রক্ত দূষিত হওয়া হেতু ক্ষত থাকলে তার জন্য দিতে হবে, লাইকোপোডিয়াম ৬, ৩০।

এই সব ঔষধে উপকার না হলে, সালফার ৬ বা ৩০ দিতে হবে।

পুরোনো ক্ষতে সিলিকা ৩০ ভাল ঔষধ।

ক্ষত পচে যাবার উপক্রম হলে দিতে হবে, ল্যাকেসিস্ ৬, ৩০।

অপরিণত জ্বালাকর উদ্ভেদ বা ক্ষত এবং রোগী নোনতা খাদ্য ভালবাসে—নেট্রাম মিউর ৩০।

চুলকানি থাকে এবং চুলকালে জ্বালা করে—সিপিয়া।

ক্ষতের স্থান ঘন ও শক্ত এবং স্পর্শ করলে রক্ত পড়ে—অ্যাণ্টিম ক্রুড্।

চুলকালে পুঁজ হয়—পেট্রোলিয়াম ৬, ৩০।

পুরোনো প্রসারণশীল দুর্গন্ধ ক্ষত হলে, চেলিডোনিয়াম ৬, ৩০।

ক্ষতে জ্বালা, চামড়া চুলকায়, চুলকানি সন্ধ্যায় বাড়ে, রোগী অস্থির হয়, ক্রিয়োজোট ৬, ৩০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —(1) নিমপাতা সিদ্ধ করে সেই জল দিয়ে ঘা ধুতে হবে।

(2) কালোভুলা মাদার এবং তুলো দিয়ে ঘা গুলি Dress করতে হবে। রোজ খুলে ধুয়ে আবার ঘা Dress করতে হবে। এতে ধীরে ধীরে কমে আসবে।

টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড জ্বর (Typhoid and Paratyphoid)

ইতিহাস—অতি প্রাচীন কাল থেকে এই ধরণের রোগ বা আন্ত্রিক জ্বরের অস্তিত্ব ছিল। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও আন্ত্রিক জ্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সব দেশে পায়খানা, প্রস্রাব প্রভৃতির ব্যবস্থা বা Sanitation ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে সে সব দেশ থেকে এই রোগ বিদায় নিয়েছে। তবে সে সব দেশের ভ্রমণকারীরা বিদেশে গিয়ে এ রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের কতকগুলি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয় ও শিক্ষামূলক। এই রোগ প্রমাণ করে তাপের চার্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা, লিউকোসাইট কাউন্ট করার প্রয়োজনীয়তাও এই রোগ থেকে বোঝা যায়। রক্ত কালচার করার মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে রোগ ধরা পড়ে। তাছাড়া আধুনিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য এই রোগ থেকে অনেকটা বুঝতে পারা যায়। উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ গুলিতে এ রোগ যত প্রবল, উন্নত দেশগুলিতে তা নয়।

কারণ—Salmonella typhi এবং Paratyphi নামে দুই বিভিন্ন জাতের বীজাণু থেকে এই দুটি রোগ হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও রোগের লক্ষণ, প্রকাশ ও চিকিৎসা পদ্ধতি এক। তাই এই দুটি রোগ একত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে।

রোদে ও তাপে এই রোগের বীজাণুর মৃত্যু হয়। কিন্তু ঠান্ডা জলে এরা জীবিত থাকে। এরা এক ধরণের ব্যাসিলাস জাতীয় বীজাণু।

Tropical এবং Subtropical দেশগুলিতে এই রোগ বেশি হয়। বিশেষ করে যে সব দেশের স্যানিটেশন ব্যবস্থা ভাল নয়, মাঝে মাঝে এই রোগ Epidemic ভাবে সে দেশে ছড়ায়। তবে সাধারণতঃ এটি Enidemic ভাবেই থাকে। সাধারণত 10 থেকে 25 বছর বয়সে এটা বেশি হয়—তবে সব বয়সেই হতে পারে।

মাছি, জল, খাদ্যদ্রব্য এবং মানুষের মাধ্য দিয়ে এই রোগ ছড়ায় বেশি। নানারকম ভাবে রোগীর মল থেকে এ রোগ ছড়ায়। গ্রাম অঞ্চলে খাটা পায়খানা, মাঠে পায়খানা ইত্যাদির জন্য রোগ সহজে ছড়াতে পারে। সেখানে এই রোগ হতে থাকে, এবং ঠিকমতো স্বাস্থ্যবিধি পালন না করলে রোগ ছড়ানোর আশঙ্কা থাকে।

এই রোগের ব্যাসিলিরা রোগ সেরে গেলেও, ব্লাডারে মাসের পর মাস বেঁচে থাকতে পারে এবং পায়খানার সঙ্গে বীজাণু বের হতে থাকে।

প্রতিরোধ—(1) রোগ শুরু হলে প্রতিষেধক T- A. B. ভ্যাকসিন দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। অথবা খেতে হবে টাইফয়েডিনাম ২০০ এক মাত্রা।

(2) খাদ্যদ্রব্য ঢেকে রাখা উচিত—যাতে মাছি বসতে না পারে।

(3) কারও রোগ হলে রোগীর ব্যবহার্য বস্তুগুলিতে এবং মল-মূত্রে ভালভাবে বীজাণু নাশক ঔষধ দিয়ে দেওয়া উচিত—যাতে রোগ ছড়াতে না পারে।

দেহের ভিতরের পরিবর্তন (Morbid Anatomy)

আন্ত্রিক—এই বীজাণুর কাজ হলো ক্ষুদ্র অন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করা। কখনও কখনও বৃহৎ অন্ত্রেও ক্ষত সৃষ্টি করে। Lymph গ্রন্থিতে রক্তাধিক্যে তা ফুলে যায়। এই অবস্থা পূর্ণ হয় 8—10 দিনের মধ্যে।

চিকিৎসা না হলে, সারা অন্ত্রে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘা হয়—সারা অন্ত্রে প্রদাহ হয়। তার ফলে কষ্ট হয় এবং রোগ দীর্ঘস্থায়ী ও কষ্টকর হয়।

চতুর্থ সপ্তাহে ক্ষতগুলি শুকাতে থাকে। যদি রোগী তার মধ্যে না মরে, তা হলে ক্ষত কমতে থাকে এবং জ্বর কমার সঙ্গে সঙ্গে ঘা-গুলি ক্রমশঃ শুকিয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে তা ভাল হয়ে যায়।

Mesenteric গ্রন্থিগুলি অন্ত্র থেকে বিষাক্ত পদার্থ বা Toxin নিয়ে ফুলে ওঠে। কখনও বা দু একটি গ্রন্থি পেকে ফেটে যায় এবং তার ফলে Peritonitis হয়ে থাকে।

পাকস্থলি ও খাদ্যনালী —এগুলির দু একটি জায়গায় ঘা হতে দেখা যায়।

প্লীহা—প্লীহাতে রক্তের আধিক্য হয় এবং তার ফলে প্লীহা বৃদ্ধি হয় এবং ফুলে ওঠে। Costal margin-এর নীচে প্লীহা অনুভব করা যায়, রোগ চলতে থাকলে এবং চিকিৎসা না হলে।

লিভার প্রভৃতি —লিভার, কিডনী ও হৃৎপিণ্ডে বিষাক্ত ঘা দেখা দেয়। পিত্ত কোষে (Gall bladder) প্রদাহ জনিত পরিবর্তন হয়ে থাকে।

কিডনী ও মূত্রাশয় —প্রস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে বীজাণুগুলি বের হয়ে যেতে থাকে। কিন্তু পুঁজ হয় না বা Pus cells তাতে পাওয়া যায় না।

হৃৎপিণ্ড—অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের মাংসে Granular degenaration দেখা যায়। বেশি দিন চললে Endocarditis হয়। যারা অনেকদিন রোগে ভোগে তাদের Arterioscle rosis দেখা যায়। মাঝে মাঝে Femoral vein বা প্রধান vein গুলিতে Thrombosis দেখা দেয়। অবশ্য খুব দীর্ঘদিন রোগে ভুগলে এমন লক্ষণ দেখা যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র—যদি রোগের চিকিৎসা ঠিকমতো না হয়, তবে Larynx-এর প্রদাহ দেখা দেয়। ফুসফুস ও ব্রঙ্কাস আক্রান্ত হয়ে Broncho নিউমোনিয়ার লক্ষণাদি দেখা দেয়। কিন্তু তাহলেও এটি প্রকৃত নিউমোনিয়া নয়। এতে টাইফয়েডের Secodary লক্ষণ থাকে না। এরূপ হতে থাকলে, রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যায়।

রোগ লক্ষণসমূহ (Clinical signs and symptoms) —এই রোগের Incubation-এর সময় 7 থেকে 21 দিন। যার শরীরে ইমিউনিটি বেশি তার দেহে

রোগ আক্রমণে বেশি সময় লাগে। অনেকের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুব বেশি, হঠাৎ অন্য বীজাণুরা রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। ইনকুবেশনের সময়ে বিশেষ কোন রোগ লক্ষণ থাকে না। তবে খুব ছোটদের ক্ষেত্রে পাতলা পায়খানা হয় ও প্রস্রাব কমে যায়।

তারপর রোগ শুরু হয়। চিকিৎসা ঠিকমতো না হলে রোগ পর পর যে ভাবে প্রকাশিত হয়, তাকে চারটি সপ্তাহে পৃথক পৃথকভাবে ভাগ করা হয়। প্রতি সপ্তাহে পৃথক পৃথক লক্ষণ দেখা দেয়। প্রথমে প্রতি সপ্তাহের সাধারণ রোগ লক্ষণ গুলি বর্ণনা করা হলো। পরে গুরুতর পরিণতি (Complications) কি কি হতে পারে, তা বর্ণনা করা হলো।

প্রথম সপ্তাহে ধীরে ধীরে রোগ শুরু হয়। এ সময় প্রকৃত রোগ যে কি, তা প্রায়ই বোঝা যায় না। সাধারণ বীজাণু থেকে জ্বর বা সর্দি জ্বর হলে যে সব লক্ষণ দেখা দেয় সেই রকম বলে মনে হয়।

সাধারণ লক্ষণ হলো

1. দেহের মধ্যে একটা অবসাদ ভাব।
2. গা, হাত, পা, মাথা ব্যথা।
3. শীত শীত ভাব হয়, জ্বর বৃদ্ধি পায়।

4. জ্বর রোজ ওঠা নামা করে। 99 ডিগ্রী থেকে 101 ডিগ্রী জ্বর ওঠা-নামা করতে থাকে। এই জ্বর ওঠা-নামা অনেক সময় রোগ নির্ণয় কে সন্দিহান করে তোলে। সকালের দিকে জ্বর নামে-ওঠে। তবে জ্বর ছাড়ে না। নামলে 98 ডিগ্রী পর্যন্ত নামে (বগলের তাপ) এবং জ্বরের চার্ট গ্রাফ করলে, তা একটা মইয়ের মতো (Ladder like) দেখা যায়।

5. মাঝে মাঝে বমিভাব বা বমি হতে পারে।

6. অক্ষুধা ও অগ্নিমান্দ্য দেখা দেয়। 5-7 দিন পর সব সময় পেট ভরা ভরা ভাব থাকে।

আবার অনেক সময় অন্য ভাবেও রোগ শুরু হতে পারে। হঠাৎ গায়ে কাঁপুনি, বুকে, পিঠে, মাথায় ব্যথা ও তাপ 101 থেকে 103 ডিগ্রী হতে দেখা যায়।

7. সপ্তাহের শেষ দিকে অর্থাৎ 5 থেকে 7 দিনের সময় জ্বরের বিশেষ লক্ষণ দেখা দেয়। জিহ্বা লেপাবৃত, জিবের Margin লাল হয়। বিখ্যাত Dr. Price-এর মতে—'Tongue with angry looks বলে মনে হয়।

8. মুখাকৃতি অনুজ্জ্বল, মুখের রং ফ্যাকাশে, গণ্ডস্থল লালচে (Malar flash) দেখা দেয়।

9. মাঝে মাঝে জ্বর আসার সময় ঘাম হয়। ঘাম হয়ে জ্বর কমে, তবে ছাড়ে না।

10. অনেক সময় 6-7 দিনের মাথায় চামড়াতে লালচে উদ্ভেদ (Erythematous

rash) দেখা দেয়। অনেক সময় পেট ফাঁপে। প্লীহা সামান্য বৃদ্ধি হতে পারে। টাইফয়েডের Rash সাধারণতঃ 6 থেকে 20 দিনের মধ্যে যে কোন সময় বের হয়। মুখে প্রায়ই Rash থাকে না।

11. অনেক সময় জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সর্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটিস দেখা দিয়ে থাকে।

12. ঔষধ না পড়লে প্রতিদিন 3—4 বার পায়খানা হতে থাকে। অর্ধজলীয় (Yellow brown) পায়খানা হয়।

13. প্রস্রাব অল্প পরিমাণে হয়, তবে তা গাঢ় ও লালচে রঙের হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে—দ্বিতীয় সপ্তাহে লক্ষণগুলি প্রায়ই বেড়ে যায়। লক্ষণে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা দেয়।

1. মাথা ব্যথা কমে বা থাকে না—দুর্বলতা খুব বেড়ে যায়।

2. শরীর শীর্ণ হতে থাকে ও দুর্বলতার জন্য চলাফেরা করতে খুব কষ্ট হয়।

3. ঠোঁট ফেটে যায়, জিহ্বা শুকনো হয়। ঠোঁটের কোণ ফেটে ঘা মত হতে পারে।

4. জিহ্বার উপরিভাগের সাদা আবরণ মাঝে মাঝে উঠে যায়।

5. পেট ফাঁপা বেড়ে যায়। অনেক সময় পেটে খুব ব্যথা অনুভব হতে থাকে।

6. পায়খানা সংখ্যায় বেড়ে যায়। রক্তমিশ্রিত হওয়াও সম্ভব।

7. জ্বর বেড়ে যায়। চিকিৎসা না হলে জ্বর নিচে 101 ও উপরে 103 ডিগ্রী মতো হয়।

8. প্লীহার বৃদ্ধি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।

9. এই সপ্তাহের শেষের দিকে রোগী প্রলাপ বকতে থাকে। কখনো বিড়বিড় করে প্রলাপ বকে—কখনো বা উচ্চকণ্ঠে রোগী প্রলাপ বকতে থাকে।

10. যদি ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া এই সঙ্গে হয় তা হলে অবস্থা খুবই খারাপ হয়। তাহলে জ্বর 104 ডিগ্রী ওঠে এবং রোগী আচ্ছন্নের মতো পড়ে থাকে। রোগী প্রলাপ খুব বেশি বকে এবং রোগীর অবস্থা দেখে সকলে ভীত হয়।

তৃতীয় সপ্তাহে—এই সপ্তাহের প্রথম দিকে দ্বিতীয় সপ্তাহের লক্ষণগুলি চলতে থাকে ঠিক চিকিৎসা না হলে—

1. এই সপ্তাহের শেষের দিকে অবশ্য দেহের তাপ কিছু কমে এবং রোজ ওঠা-নামা ভাব ঠিক থাকে।

2. অনেক সময় সাংঘাতিক পরিণতির লক্ষণ সমূহ এই সপ্তাহে প্রকাশ পায়।

3. অতিরিক্ত রক্তস্রাব হতে থাকে পায়খানার সঙ্গে। অন্ত্রের প্রদাহ ও তার জন্য কষ্ট দেখা দেয়।

4. টাইফয়েডে মোহ (Coma) অবস্থা এই সপ্তাহের বৈশিষ্ট্য। সাংঘাতিক অবস্থার লক্ষণ এই সপ্তাহেই আসে। রোগী সংজ্ঞাহীন হতে পারে। নড়াচড়া করতে পারে না।

5. মাঝে মাঝে অবিরাম অসংলগ্ন প্রলাপ বকতে থাকে।

6. রোগীর হাত-পা ও জিহ্বাতে কম্পন দেখা দেয়। অনেক সময় রোগী বিছানা হাতড়াতে থাকে।

7. রোগী ক্রমে ক্ষীণ হয়ে পড়তে থাকে।

৪. পেট খুব বেশি ফেঁপে ওঠে ও কষ্ট হতে থাকে।

9. অনেক সময় Bedsore দেখা দিয়ে থাকে।

10. অনেক সময় এই সপ্তাহের শেষ দিকে রোগীর মৃত্যু ঘটে থাকে। যদি তা না হয়, তা হলে চতুর্থ সপ্তাহ থেকে রোগী আরোগ্যের দিকে যায়।

চতুর্থ সপ্তাহে —1. তৃতীয় সপ্তাহের সাংঘাতিক লক্ষণ প্রকাশ না পেলে ও রোগী বেঁচে গেলে, এই সপ্তাহে রোগ কমতে শুরু করে। তাপ কমতে কমতে 99°—100° তে আসে এবং তারপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক তাপ ফিরে আসে। অনেক সময় তাপ 96 বা 9৪ ডিগ্রীতে নেমে এসে Collapse-এর দিকে যায়। এ বিষয়ে সাবধান থাকা কর্তব্য।

2. অনেক সময় এই সপ্তাহেও কিছু কিছু গুরুতর লক্ষণ প্রকাশ পায়। Femoral Thrombosis, অন্ত্রে ছিদ্র বা Perforation, Relapse প্রভৃতি এই সপ্তাহে হতে পারে। Relapse বা পুনরাক্রমণ হলে তা খুব খারাপ, তা নির্ভর করে সুচিকিৎসক, নার্সিং প্রভৃতির ওপর। Relapse করলে আবার যথারীতি ভুগতে ভুগতে রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

গুরুতর পরিণতিসমূহ (Complications)

তৃতীয় সপ্তাহেই সাধারণতঃ বিভিন্ন গুরুতর লক্ষণ দেখা দেয়। অনেক সময় তা চতুর্থ সপ্তাহেও আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

1. **রক্তস্রাব** —পায়খানার সঙ্গে প্রচুর রক্তস্রাব হতে থাকে। এর ফলে রোগী দুর্বল হয় ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। অন্ত্র থেকে এই সব রক্ত ক্ষরিত হয়।

2. রক্তস্রাব বেশি হতে থাকলে, হঠাৎ জ্বর কমে যায় ও দেহ ফ্যাকাশে দেখায়, নাড়ির গতি দ্রুত হয়। অবসন্নতা, অস্থিরতা, পেটে খুব ব্যথা, পিপাসা প্রভৃতি দেখা দেয়। অনেক সময় পায়খানার সঙ্গে রক্তস্রাব লাল না হয়ে কালচে হয়।

3. **অন্ত্রে ছিদ্র বা Perforation** —ঠিক আধুনিক মতে চিকিৎসা না হলে শতকরা 3-5টি রোগীর ক্ষেত্রে এই অবস্থা দেখা দিতে পারে। এই অবস্থায় মৃত্যু ঘটা সম্ভব। পেটে তীব্র বেদনা হয়। কাঁপুনী ও Shock দেখা যায়। অনেক সময় Peritonitis-এর লক্ষণ দেখা দেয়।

4. অনেক সময় কানে শুনতে পায় না। বধিরতা প্রকাশ পেয়ে থাকে। অনেক সময় খুব কম শুনতে পায়—দীর্ঘ দিন রোগে ভুগলে এই রকম হয়।

5. Colon-এ অনেক সময় আলসার হয় ও Colon-এ বড় বড় ঘা হতে পারে। অনেকবার পায়খানা হতে থাকে তার সঙ্গে রক্ত ও পুঁজ পড়তে থাকে।

6. Lobar নিউমোনিয়া—এটি হয় Secondary আক্রমণের জন্যে। এটি হলে তাপ খুব বেড়ে যায়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত চলতে থাকে। রোগীর সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হয়। নাড়ি ও শ্বাসের গতির Ratio ঠিক থাকে না।

7. **রক্তনালীতে গোলযোগ** —সাধারণতঃ Femoral vein বা অন্যান্য শিরাতে রক্ত আটকে যায়। রক্তনালী Sclerosed হয়ে যায়।

8. **পিত্তকোষ প্রদাহ** —Gall Bladder-এ প্রদাহ হলে এটি খুব খারাপ Complication—অনেক সময় এজন্য রোগী মারা যেতে পারে। অনেক সময় জন্ডিসের লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে।

9. **Kidney ও প্রস্রাবের পথ** —প্রস্রাবের পথ অনেক সময় আক্রান্ত হয়। প্রস্রাব খুব কম হতে থাকে। রোগী প্রস্রাবের জ্বালা অনুভব করতে পারে।

10. **চর্ম**—রোগী ভুগতে থাকলে প্রায়ই চর্মে শয্যাক্ষত বা Bedsore দেখা দেয়। Septicaemia দেখা দেওয়াও অসম্ভব নয়। অনেক সময় ছোট ছোট ফোঁড়া দেখা দেয়।

11. **স্নায়ুমণ্ডলী** – (**Nervous system**)—অনেক সময় টাইফয়েড রোগের তৃতীয় সপ্তাহে Cerebro Spinal জ্বরের মত বা মেনিনজাইটিসের মত Spinal Cord-এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এটি হয় কর্ডের ওপর Secondary আক্রমণের জন্য।

—রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

1. বিভিন্ন রোগ লক্ষণ রোগ নির্ণয় করতে সাহায্য করে।

2. জ্বরের রোজ ওঠা-নামা ও ক্রমে ক্রমে উপরে ওঠা বা বৃদ্ধি, তা সত্ত্বেও রোজ ওঠা-নামা বা মইয়ের মত চার্ট রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

3. জিহ্বা—জিহ্বা লেপাবৃত কিন্তু তার কিনারা লালচে—'Angry look' এটি রোগ নির্ণয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা করলে, নিশ্চিতভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

4. রক্ত পরীক্ষা করলে রোগ ধরা যায়। এই পরীক্ষার নাম হলো Widal Test। 7 থেকে 10 দিনের মধ্যে রক্ত Culure করলে নিশ্চিত রোগ ধরা পড়ে।

5. **রক্ত পরীক্ষার অন্যান্য ফল ঃ**

(A) হিমোগ্লোবিন হ্রাস পেয়ে থাকে।

(B) রক্তের শ্বেত কণিকা কমে যায়। Poly কমে যায়।
(C) Lymphocyte বৃদ্ধি পায়।

চিকিৎসা

কোষ্ঠকাঠিন্য, অসহ্য মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, বমি, মুখে তিক্ত আস্বাদ, লিভারে ব্যথা, জিহ্বা অপরিষ্কার, মুখে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৬।

বিকার মৃদু গতিতে প্রকাশ পেতে থাকলে—ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০। উদরাময় থাকলে এটি চলবে না।

যদি উগ্রভাবে রোগের বিকাশ হয় সঙ্গে সঙ্গে রাসটক্স ৬ প্রয়োগ করতে হবে।

চোখের পাতা ভার, তন্দ্রাভাব, চোখ বুজে থাকতে ভাল লাগে, পা-হাত ভাঙে বা ব্যথা ভাব, মাথাব্যথা যন্ত্রণা, দৌর্বল্য, হাত-পা, জিহ্বা প্রভৃতির কম্পন লক্ষণে, জেলসিমিয়াম ১x—৩ দিতে হবে।

রোগের সূচনা থেকে সব অবস্থাতেই উপকারী ঔষধ টাইফয়েডিনাম ৩০ বা ২০০।

স্থূল, কোমল অথচ দ্রুত নাড়ি, প্রলাপ, মাথায় ব্যথা, গায়ে ব্যথা, ঠোঁট ও জিহ্বা শুকনো, অস্থিরতা, অচৈতন্য ভাব, শয্যাকণ্টক, গলার মধ্যে ক্ষত, দুর্গন্ধ শ্বাস প্রশ্বাস, বমি, বমনেচ্ছাভাব (রোগের প্রথম অবস্থায়), শ্লেটের মত বর্ণের মল (রোগ আক্রমণের দ্বিতীয় সপ্তাহে এমন হতে পারে)—রোগী মনে করে তার দেহ দু-তিন খণ্ডে বিভক্ত —এই সব লক্ষণে, শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো ব্যাপ্‌টিসিয়া ১x—৩।

যদি ব্যাপটিসিয়াতে ঠিক মতো কাজ পাওয়া না যায়, তাহলে দিতে হবে, পাইরোজেন ৩০।

পেট ফাঁপা, পেটে চাপ দিলে ব্যথা বোধ, অবসন্নভাব, মাঝে মাঝে আমযুক্ত জলের মত পাতলা পায়খানা, অসাড়ে দুর্গন্ধ মল, চিবুক কাঁপে, স্মৃতিলোপ, দিনের বেলায় তন্দ্রার মত ভাব, শীত এবং উত্তাপসহ জ্বর, এক পাশে ঘাম, বিড়বিড় করে বকা বা ডিলিরিয়াম্, নাক থেকে রক্তস্রাব (কখনো কখনো), জিহ্বা সাদা লেপাবৃত—কেবল অগ্রভাগ লাল, অস্থিরতা, হাত-পা ও ধন নাড়া, এপাশ ওপাশ করলে রোগের উপশম লক্ষণে রাস্‌টক্স ৬, ৩০ বিশেষ উপকারী। দেহ নাড়াচাড়া করতে না পারলে বা নড়াচড়া ভাল লাগে না, এই সব লক্ষণে এবং গা জ্বালা বা পেট জ্বালা থাকলে, আর্সেনিক ৬ বা ৩০ উপকারী।

সর্বাঙ্গে ব্যথা বোধ, শয্যা কঠিন অনুভব, অচৈতন্য অবস্থা, বা প্রলাপ, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, গায়ে ফুস্কুড়ি উদ্গম প্রভৃতি হলে, আর্ণিকা মণ্ট ৩x—৬ উপকারী।

সর্বাঙ্গে জ্বালা, অবসন্ন ভাব, শীতল ঘাম, অতৃপ্ত পিপাসা, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০।

হাত-পা ঠান্ডা, বিশেষ করে পা ঠাণ্ডা, নাড়ি লোপ, শীতল ঘাম, দুর্গন্ধ ভেদ, জীবনী শক্তির হ্রাস প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ৩, ৬, ৩০ উপকারী।

প্রবল মাথা ধরা, চোখ, মুখ লাল, চমকে চমকে ওঠা, প্রলাপ, লাফাতে বা কামড়াতে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬, ৩০।

বেলেডোনার চেয়ে লক্ষণ আরও প্রচণ্ডতর হলে, স্ট্র্যামোনিয়াম ৩,৬।

বেলেডোনার লক্ষণের থেকে মৃদু লক্ষণে দিতে হবে, হায়োসায়ামাস্ ৩x।

উদরাময় গাঁজলা গাঁজলা সবুজ বা কাল ভেদ, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, মুখ বা গলার মধ্যে ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে, মার্কসল ৬, ৩০। কোষ্ঠকাঠিন্য, পেট ফাঁপা, অচৈতন্য, দুর্বলতা লক্ষণে দিতে হবে, লাইকোপোডিয়াম ৩০।

রোগ উপশমের সময় যদি অন্ত্রে ক্ষত থাকে এবং তার জন্য বারবার উদরাময় হতে থাকে, তাহালে টেরিবিন্থ ৬ দিতে হবে।

মোহ (Coma) বা আচ্ছন্নভাব থাকলে বেলেডোনা ৬, ওপিয়াম ৩০ অথবা নাক্স মস্কেটা ২x দিলে উপকার হয়।

টাইফয়েডের সঙ্গে নিউমোনিয়ার লক্ষণ থাকলে দিতে হবে, ফস্‌ফরাস ৬, ওপিয়াম ৩০, অ্যাণ্টিম টার্ট ৬ অথবা লাইকোপোডিয়াম ১২।

প্রতিষেধক ঔষধ। -এই রোগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ঔষধ হলো টাইফয়েডিনাম ৩০ বা ২০০। বাড়ির কারো এই রোগ হলে অন্য সকলকে এটি এক মাত্রা খাওয়ানো উচিত।

এই রোগে অবশ্য পালনীয় নিয়ম

1. এই রোগে রোগীকে সম্পূর্ণভাবে বিছানায় শুইয়ে রাখা কর্তব্য। শায়িত অবস্থায় পথ্যাদি গ্রহণ, মলমূত্র ত্যাগ করাতে হবে। বেশি নড়াচড়া বা ওঠানামা নিষেধ।

2. আলো-বাতাসযুক্ত পৃথক ঘরে রোগীকে রাখা কর্তব্য।

3. রোগীর মলমূত্র পৃথক স্থানে ফেলতে হবে। সেগুলি মাটিতে পুঁতে ফেলা উচিত। সব সময় বীজাণুনাশক ঔষধ, যেমন—ব্লিচিং পাউডার, লাইজল, ডেটল প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। কোন ভাবেই যেন সংক্রমণ না হয়।

4. বাড়ির সকলকে T. A. B. ভ্যাকসিন বা T. A. B. C. ভ্যাকসিন দেওয়া কর্তব্য অথবা হোমিওপ্যাথিক শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ঔষধ টাইফয়েডিনাম ৩০ বা ২০০ এক মাত্রা খেতে দিতে হবে।

5. সব রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখা কর্তব্য।

6. সব সময় ভালভাবে সেবাশুশ্রূষা করা একান্ত প্রয়োজন। এদিকে বিশেষ নজর রাখা কর্তব্য।

7. আবশ্যক মত মাঝে মাঝে রোগীকে গরম জলে গা মুছিয়ে দিতে হবে। স্পঞ্জিং করতে হবে। জ্বর বেশি উঠলে ঠাণ্ডা জল দিয়ে মাথা ধোয়াতে হবে বা মাথায় Ice bag প্রয়োগ করতে হবে।

8. যাতে শয্যাক্ষত (Bedsore) না হয় সেদিক ভালভাবে নজর রাখতে হবে। রোগীর পিঠে ট্যালকম পাউডার নিয়মিত দিতে হবে। রবার ক্লথ বিছানার উপর পেতে দেওয়া খুব ভাল। পিঠের ও কোমরের উঁচু হাড়ের ত্বকে ভাল করে স্পিরিট দিয়ে তার উপর পাউডার দিতে হবে।

9. রোগীর বালিশ, তোষক, শয্যা, কাপড়-চোপড় রোজ বদলে দিতে হবে এবং রোজ জিনিসপত্র রোদে দিতে হবে।

10. কঠিন ও গুরুপাক খাদ্য হানিকর। প্রচুর পুষ্টিকর, লঘুপাচ্য খাদ্য দিতে হবে। সেই খাদ্য হলো—ছানা, মাখন-তোলা দুধ, মিষ্টি দই বা ঘোল, হরলিক্স, হাইড্রোপ্রোটিন বা প্রোটিনেক্স, প্রভৃতি। জ্বর ছেড়ে গেলে সরু চালের ভাত ও ছোট মাছের হালকা ঝোল উপকারী।

11. যদি প্রথম দিকে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় তা হলে পারগেটিভ দেওয়া উচিত নয়। তার বদলে দিতে হবে Glycerine সাপোজিটারী বা Enema প্রভৃতি।

12. রোগীকে সব সময় শান্তিতে ও প্রফুল্ল মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

টাইফাস জ্বর (Typhus Fever)

কারণ—এক জাতীয় বীজাণু বা Rickettsia থেকে টাইফাস্ জ্বর হয়ে থাকে। সন্ধিপদী বা Arthropod-দের পেটের মধ্যে এই বীজাণু থাকে। এরা (Rickettsia) হলো ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার মাঝামাঝি আকৃতি 0 5 মাইক্রণ পরিধিযুক্ত। এই সব পতঙ্গদের পায়খানা থেকে বীজাণু বের হয়, তা মানবদেহে প্রবেশ করলে তাদের রোগ হয়।

এই বীজাণুর বাহক হলো নানা জাতের উকুন (Louse), মাথার উকুন (Tick) ইঁদুরের গায়ের পোকা বা (flea) প্রভৃতি। যখন সৈনারা ট্রেঞ্চে থাকে তখন তাদের মধ্যে এক জাতের রোগ ছড়ায়, তার নাম ট্রেঞ্চ জ্বর (Trench fever)। এই জ্বরও টাইফাস জাতীয় অর্থাৎ Rickettsia-দের দ্বারা উৎপন্ন। সাধারণতঃ নোংরা থাকার জন্যে মাথায় উকুন (Lice), গায়ের উকুন বা Tick প্রভৃতি দেহে এসে রোগ উৎপন্ন করে। কিন্তু রোগ ছড়াতে থাকলে তখন একজন মানুষ থেকে অন্যের রোগ হয়। তখন বাতাস, নিশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতির মাঝ দিয়ে রোগ ছড়াতে থাকে।

বিভিন্ন জাতের উকুন একজন মানুষ থেকে অন্যের দেহে যেতে পারে। তারপর তাদের মলের সঙ্গে বীজাণু বেরিয়ে রোগ ছড়িয়ে থাকে। কখনো কখনো এই রোগ এপিডেমিক আকারে দেখা দেয়, কখনো বা Endemic থাকে। প্রকারভেদ হলো—

1. উকুন (Louse) বাহিত টাইফাস জ্বর।
2. গায়ের উকুন (Tick) বাহিত টাইফাস জ্বর।

3. ইঁদুরের গায়ের পোকা (Flea) বাহিত টাইফাস জ্বর ।

4. ইঁদুরের গায়ের অন্য পোকা (Mite) বাহিত টাইফাস জ্বর ।

অপরিষ্কার থাকা, আবর্জনাবহুল স্থানে থাকা প্রভৃতি হলো এই রোগের গৌণ কারণ।

উকুন বাহিত এপিডেমিক টাইফাস জ্বর

লক্ষণ · মানুষের মাথার উকুন (Louse) থেকে এই রোগ ছড়ায়। উকুনের পায়খানার সঙ্গে বীজাণু বের হয়ে মানুষদের দেহে প্রবেশ করলে রোগ সুরু হয়—তারপর বাতাসের মাধ্যমে বা স্পর্শে একজন থেকে অন্য জনের দেহে যায়।

দেহের ভিতরের পরিবর্তন

রক্তবাহী নালীর পরিবর্তন এই রোগের বৈশিষ্ট্য। রক্তবাহী নালীর মধ্যে বেশি প্রেসার সৃষ্টি হয়। তার ফলে Cerebrospinal fluid pressure বৃদ্ধি পায়। লিম্ফোসাইট বৃদ্ধি পেলেও W. B. C. কাউন্ট স্বাভাবিক থাকে।

লক্ষণ—ইনকুবেশনের সময় 10 থেকে 14 দিন। কয়েকদিন অবসন্ন ভাব দেখা যায়। তারপর হঠাৎ রোগ সুরু হয়।

খিঁচুনি, তড়কা, কপালে ব্যথা, পিঠ এবং হাত-পায়ে ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয়। দু-তিনদিনের জন্য তাপবৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। ব্রংকাইটিস দেখা দেয়। মুখ লাল দেখায়। রোগী বুদ্ধিহীন এবং বিভ্রান্ত মনে হয়।

আক্রমণের 4 থেকে 6 দিনের মধ্যে Rash দেখা যায়। অনেক সময় হাম বলে ভ্রম হয়। চাপ দিলেই এগুলি গলে যায়—আবার লালবর্ণ ভাব দেখা যায়। প্রথমে বগলে, তারপর পেটের পাশে, হাতের পেছনে এবং অন্য স্থানে Rash বের হয়। গলা এবং মুখে প্রায়ই বের হয় না।

দ্বিতীয় সপ্তাহে লক্ষণ বেশি প্রকাশ পায়। জিহ্বা ও ঠোঁটে ময়লা জমে—শুকনো ও বাদামী। প্লীহা বৃদ্ধি হয়। নাড়ী ক্ষীণ হয়। রোগী প্রলাপ বকে। জ্বর চলতে থাকে। যদি রোগী আরোগ্যের পথে যায়, তাহলে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তাপ কমে। কঠিন রোগে দ্বিতীয় সপ্তাহে Toxaemia হয়ে রোগী মারা যায়। হার্ট ফেলিওর, রেন্যাল ফেলিওর, নিউমোনিয়া প্রভৃতি কঠিন কেস দেখা যায়।

জটিল লক্ষণ (Complications)

(1) ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া। (2) লালাগ্রন্থি বা প্যারটিড গ্রন্থির প্রদাহ। (3) শিরার থ্রম্বোসিস। (4) গ্যাংগ্রিন।

রোগ নির্ণয়

1. উকুন গায়ে হয় বা অন্যদের দেহে উকুনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

2. হাম, মেনিনজাইটিস, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, পৌনঃপুনিক জ্বর বা Relapsing Fever, বসন্ত প্রভৃতি থেকে রোগটি পৃথকরূপে বোঝা যায়। এটি মহামারী রোগ হয়।

এনডেমিক টাইফাস

ইঁদুরের গায়ে Flea জাতীয় কীট থেকে এই রোগ হয়। এতে জ্বর হয়, রক্তপাত হতে পারে. অণ্ডকোষ আক্রান্ত হয়। গায়ে ফ্লি এলে তা চুলকালে মানুষ আক্রান্ত হয়।

দেহভাবের পরিবর্তন

দেহের ভেতরের পরিবর্তন হয় আগের মত—তবে তা এত Severe হয় না। Rash দেহে কম বের হয়।

লক্ষণ—ইনকুবেশনের সময় 8 থেকে 14 দিন। কয়েকদিন জ্বর জ্বর ভাব, অবসাদ হতে পারে। তারপর হঠাৎ প্রচণ্ড খিঁচুনি, মাথার সামনে ধরা, পা-হাত ও পিঠে ব্যথা দেখা যায়। দু-তিনদিনের জন্যে তাপ বৃদ্ধি পায়। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে—ব্রঙ্কাইটিস বেশি হয়। মুখ লাল হয় ও মুখে সায়ানোসিসের ভাব থাকে। চোখ লাল হয়। রোগী নিজেকে বিভ্রান্ত মনে করে।

চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ দিনে গায়ে উদ্ভেদ বের হয়। অনেকটা ঠিক র‍্যাসের মতো। দ্বিতীয় সপ্তাহে লক্ষণ বৃদ্ধি পায়। প্লীহা অনুভব করা যায় পেট টিপলে, নাড়ী দুর্বল হয়, রোগী প্রলাপ বকে। যদি রোগ ভাল হয় তাহলে দ্বিতীয় সপ্তাহের পর সেরে ওঠে। অনেক সময় রোগী দ্বিতীয় সপ্তাহে Toxaemia হয়ে মারা যায়।

হার্ট বা Renal failure হতে পারে। এই সময়ে ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, প্যারটিড গ্রন্থির প্রদাহ, থ্রম্বোসিস, গ্যাংগ্রিন প্রভৃতি Complication দেখা দিয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয়

1. চারদিকে ঐ রকম রোগ হতে থাকলে তখন এই ব্যাধি প্রধানতঃ বোঝা যায়।

2. প্রায়ই মেনিনজাইটিস, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, পৌনঃপুনিক জ্বর প্রভৃতি রোগের সঙ্গে কি পার্থক্য, তা নির্ণয় করতে হবে।

জটিল অবস্থা (Complications)

1. প্রবল জ্বর আর বমি, অস্থিরতা, প্রলাপ।
2. হার্ট ও রেন্যাল ফেলিওর।
3. তড়কা বা খিঁচুনি, আচ্ছন্নভাবও থাকে।

টিক বাহিত টাইফাস বা র‍্যাক টাইফাস ফিভার। —কুকুর প্রভৃতির গা থেকে এঁটুলি বা চর্ম উকুন বা Tick-দের মাধ্যমে রোগ ছড়ায়।

লক্ষণ—ইনকুবেশনের সময় প্রায় 7 দিন। যে স্থানে পোকা বা টিক্ কামড়ায় ঐ স্থানে উদ্ভেদ, ক্ষত হয় ও লিম্ফ্ গ্রন্থিগুলি ফুলে যায়। মাথাধরা ও জ্বর হয় এবং তা তিন সপ্তাহ স্থায়ী হয়। অন্যান্য লক্ষণাদি আগের মতই। Rash ক্রমে হাতে এবং পায়ের Ankle-এ বের হয়'। 24 থেকে 48 ঘণ্টার মধ্যে তা পিঠ, হাত, পা. বুক ও পেটে ছড়ায়। রোগ বেশি হলে অনেক সময় চর্ম থেকে রক্ত বের হয়।

Complication হয় আগে বর্ণিত রোগের মতই।

রোগ নির্ণয়

1. Tick-দের কামড়ের ইতিহাস থাকে।
2. Rash বের হবার প্রকৃতি।

ট্রেঞ্চের জ্বর (Trench Fever) —সাধারণতঃ যুদ্ধের সময় এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের কারণও এক ধরনের Rickettsia বীজাণু।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এটি দেখা দেয়। সৈন্যরা দীর্ঘদিন ট্রেঞ্চে থাকা কালে এই বীজাণু তাদের আক্রমণ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

লক্ষণ—ইনকুবেশনের সময় 10 থেকে 20 দিন। হঠাৎ জ্বর, মাথাধরা গা-হাত-পায়ে ব্যথা ও হঠাৎ তাপ বৃদ্ধি এবং তা দিনের পর দিন বেড়ে চলে। দ্বিতীয় দিনে Rash বের হয়, কিন্তু তা মাত্র একদিন থাকে। অনেক সময় রোগ সেরে গিয়ে আবার Relapse করে এবং বার বার আক্রমণে দুর্বল করে দেয়।

রোগ নির্ণয়—1. ট্রেঞ্চের অবস্থান 2. চারিদিকে এই জ্বর শুরু হতে থাকলে এই রোগ বলে সন্দেহ হয়।

চিকিৎসা

জ্বরের প্রথম অবস্থায় বা জ্বর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে ফেরাম্ ফস্ ৩x বা ৬x দিনে 3—6 বার পর্যন্ত।

ঠাণ্ডা বা সর্দি কাশির ভাবে প্রথম অবস্থায় দিতে হবে, অ্যাকোনাইট ৩, ৬।

অ্যাকোনাইটে কাজ ঠিক মতো না হলে তার পরের ঔষধ হলো, বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০।

জ্বর বেশী হলে লক্ষণ অনুযায়ী—ব্রাইয়োনিয়া, জেলসিমিয়াম বা ব্যাপ্‌টিসিয়া।

মস্তিষ্কের উপসর্গে—বেলেডোনা, ষ্ট্রামোনিয়াম, ভিরেট্রাম ভির, টেরিবিন্থ (বিকার থাকলে)।

অনিদ্রায়—কফিয়া, বেলেডোনা, জেলসিমিয়াম ৬, ৩০।

অচেতন অবস্থায়—ওপিয়াম ৩০, রাস টক্স ৬, ৩০।

গভীর অবসন্নতায়—অ্যাসিড্ ফস্, আর্সেনিক, অ্যাসিড মিউর, ৬,৩০।

ফুসফুস আক্রান্ত হলে—ব্র্যায়োনিয়া ৬, ৩০, ফসফরাস ৩১।

রক্ত দূষিত হলে—আর্সেনিক, কার্বোভেজ, রাস্‌টক্স্, র‍্যাপ্‌টিসিয়া, পাইরোজেন—যে কোনটি ৬, ৩০।

আরোগ্যের দিকে গেলে—অ্যাসিড্ ফস্ ৬, অ্যাসিড্ নাইট্রিক ৩০, চায়না ৩, ৬, সালফার ৬ ; সোরিনাম ৩০—লক্ষণ অনুসারে।

আর্ণিকা মণ্ট ৬, ৩০, ২০০—গভীর আচ্ছন্নভাব ও বেগুনী রঙের উদ্ভেদ।

ল্যাকেসিস ৬, ৩০—রক্ত দুষ্টিতে।

অ্যাগারিকাস্ ৩০—অত্যন্ত অস্থিরতা, পেশী সংকোচন এবং কম্পন।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।

2. জ্বর অবস্থায় পথ্য হবে—সাগু, বার্লি, মিছরীর সরবৎ, হরলিক্স্ Syu বা Protinex ইত্যাদি। জ্বর সেরে গেলে মাছের ঝোল-ভাত দিতে হবে।

3. দেহের বা মাথার উকুন সারাতে হবে। অন্য কারও দেহে যাতে উকুন না ছড়ায় তা দেখা প্রয়োজন।

4. যদি প্রস্রাব কম হয়, তা হলে বার বার ঢোক ঢোক করে জল খেতে হবে এবং ডাবের জল খেলেও ভাল হয়।

পৌনঃপুনিক জ্বর (Relapsing Fever)

কারণ—'বোরলিয়া' নামে একজাতের স্পাইরোকিটা থেকে এই জ্বর হয়।

এগুলি দুই ধরণের হয়ে থাকে, মাথার উকুন বা Louse এক জাতের বীজাণু বহন করে, তার নাম হলো Borelia recurrentis, আর গায়ের উকুন বা Tick থেকে যে জাতের বীজাণু ছড়ায় তার নাম Borelia Duttoni ; তবে দুই জাতের জ্বরেরই লক্ষণ এবং চিকিৎসা, জটিল অবস্থাদি একই রকম দেখা যায়।

প্যাথলজি—এই বীজাণুগুলি রক্তপ্রবাহে মিশে যায় এবং রক্তপ্রবাহ থেকে লিভার, প্লীহা, মেনিনজিস প্রভৃতিকে আক্রমণ করে থাকে। এর ফলে অনেকের জন্ডিস বা ব্রেনের ঝিল্লির প্রদাহ দেখা দিতে পারে। রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যেও সব

বীজাণুদের পাওয়া যায়। সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফ্লুইডের প্রেসার বৃদ্ধি পায়। সেখানে মনোনিউক্লিয়ার কোষ বৃদ্ধি পায়।

লক্ষণ — 1. Incubation এর সময় হলো 2 থেকে 12 দিন। তার পরই হঠাৎ জ্বর হয়। গা শীত শীত করে হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর আসে। প্রবল জ্বর হয়। প্রথমে জ্বর থাকে 6—7 দিন। তারপর জ্বর ছেড়ে যায়।

9—10 দিন বা 14—15 দিনে পরে আবার জ্বর হয়। এটি বিশেষ লক্ষণ বলা যায়।

3. জ্বর ছাড়ায় সময় ঘাম হয়। গায়ের তাপ 101—104 ডিগ্রী ফারেনহাইট হয়। কখনো 105 ডিগ্রীও হয়। তাপ বেশী বৃদ্ধি পেলে তা শুভ লক্ষণ নয়।

4. বার বার জ্বর আসে, আবার ছেড়ে যায় ও কয়েকদিন থাকে না বলে, একে Relapsing জ্বর বলা হয়। এটির বিভিন্ন লক্ষণ ভাল করে দেখতে হবে।

5. গা, হাত, পা, মাথায় তীব্র ব্যথা হয় জ্বরের সময়। কখনো মাথা ব্যথা খুব বেশি হয়।

6. তৃষ্ণা, ঘাম, ঘামে দুর্গন্ধ, অম্লগন্ধ হয়।

7. বমি ও কোষ্ঠকাঠিন্য কখনো হতে পারে।

8. বেশিদিন ভুগলে Jaundice প্রধান লক্ষণ দেখা যায়। এটি শুভ লক্ষণ নয়।

9. যকৃৎ ও প্লীহা প্রায়ই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

10. উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে দুর্বল ও বৃদ্ধদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। সব সময় দ্রুত ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

জটিল অবস্থা —1. যদি অবস্থা জটিল হয় তা হলে মেনিনজাইটিসের মত লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে পারে। তবে সব সময় তা দেখা যায় না।

2. দুর্বল রোগীদের দু একবার জ্বরের পর প্রলাপ, তড়কা, খিঁচুনি, আচ্ছন্নভাব ও মৃত্যু হতে পারে। তাই সব সময় দ্রুত ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

3 জ্বর ছাড়ার সময় প্রেসার কমে যায় ও হার্টফেল করার মত অবস্থা দেখা দিতে পারে, তাই সব সময় হার্টের লক্ষণের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে হবে।

রোগ নির্ণয়—রক্ত পরীক্ষা করলে রোগ-বীজাণু পাওয়া যায়। তাতে রোগ ধরা পড়ে। এটি করতে অনেক সময় দেরী হয়।

2. দেহে উকুন বা Tick প্রায়ই থাকে। এটি বিশেষ একটি লক্ষণ।

3. আশেপাশে রোগের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই রোগ প্রায়ই সংক্রামক হয়।

চিকিৎসা

জ্বর আক্রমণের প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস ৩x বা ৬x অথবা একোনাইট ৩, ৬ বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

তবে এতে প্রথম অবস্থায় ছাড়া কাজ হয় না।

মাথা ব্যথা, গা, হাত পা ব্যথা, নড়লে চড়লে ব্যথা বাড়ে লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩x, ৬।

বমি, বমনেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণে, ইপিকাক ৩x,—৬।

ক্ষীণ ও দ্রুত নাড়ি, গভীর অবসন্নতা, অস্থির ভাব প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৩x, ৩, ৬।

পাকস্থলির গোলযোগ এবং অন্যান্য লক্ষণে মিল দেখে, ব্যাপ্‌টিসিয়া ১x, ৩x।

অস্থিরতা, রোগী নড়াচড়া করতে ভালবাসে, কোমরে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে এবং জলে ভেজা প্রভৃতিতে, রাস টক্স ৩, ৬, ৩০।

কষ্টকর হাড়ের ব্যথা, বেদনা, বাতের মত ব্যথা লক্ষণে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ৩x।

লবণ বা লবণাক্ত খাদ্য খাবার ইচ্ছা এবং অন্য লক্ষণ অনুযায়ী, নেট্রাম মিউর ৬x, ১২x, ৩x।

অনেক সময় ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফ ১২x বা ৩০x দিলে উপকার হয়।

বায়ু পরিবর্তনের ফলেও অনেক সময় এই জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

জ্বর খুব বেশি হলে ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০, জেলসিমিয়াম ৬, ৩০, ব্যাপসিটিয়া ৩x, ৩ প্রভৃতিতে উপকার হয়।

খুব জ্বর ও মাথাব্যথায়, ভিরেট্রাম ভির ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—অন্য জ্বরের মতোই ব্যবস্থাদি। তাই আগে জ্বর সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, সেই সব চলবে। উকুন বা টিক ধ্বংস করা কর্তব্য। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখা ভাল—যাতে রোগ না ছড়ায়।

ইঁদুরে কামড়ানো জ্বর বা (Rat Bite Fever)

কারণ—ইঁদুরে কামড়ালে অথবা ইঁদুরে মুখ দেওয়া খাদ্য খেলে এই রোগ হতে পারে। দুই জাতের বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। তা হলো Spirillum minus এবং Streptobacillus moniformis

লক্ষণ—লক্ষণ সবই Relapsing জ্বরের মতো। তবে এতে জ্বরের সময় গায়ে এক ধরনের লাল Rash বের হয়।

চিকিৎসা

রোগের প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ ৩x বা ৬x দিনে ৪-৫ বার উপকারী ঔষধ।

অবস্থা অনুযায়ী আর্সেনিক ৩x খুব উপকারী ঔষধ। প্রয়োজনে ৬x বা ৩ বা ৩০ দিতে হবে।

উত্তপ্ত মস্তক এবং সর্বাঙ্গ শীতল ভাব হলে, কার্বো ভেজ ৩০ দিতে হবে।

রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর হলে দিতে হবে, অ্যাকোনাইট ১x বা ৩x।

মাথায় রক্তাধিক্যের লক্ষণ হলে, বেলেডোনা ৩, ৬ বা ৩০।

বমি বা বমনেচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ হলে, অ্যান্টিম টার্ট ৬, ৩০ বা ইপিকাক ৬, ৩০।

পতন অবস্থা, গা জ্বালা, বার বার বমি, জিহ্বা শুকনো, নাক শীতল, পানাহারের পর বার বার বমি, শরীর অবসন্ন, মৃত্যু ভয়, গা জ্বালা, বার বার জ্বালাকর প্রস্রাব প্রভৃতি লক্ষণে, আর্স অ্যালব্ ৩, ৬।

হিমাঙ্গ, শীতল চট্‌চটে ঘাম, মূত্রাশয় বা জরায়ু থেকে রক্তস্রাব লক্ষণে, সিকেলি কর ৬ বা ৩০।

রক্তদুষ্টি লক্ষণে, ক্রোটেলাস ৩, ৬।

স্নায়ু বিকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, ঘোর অবসন্নতা, জিহ্বা শুকনো, কালচে প্রস্রাব, গায়ে কাপড় রাখতে ভাল লাগে না—ল্যাকেসিস্ ৬, ৩০।

পীতজ্বর (Yellow Fever)

কারণ—পীতজ্বর এক ধরণের তরুণ সংক্রামক রোগ। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই রোগ বেশি হয়ে থাকে। শীত প্রধান দেশেও মাঝে মাঝে হয়।

একজাতীয় Virus এই রোগের কারণ। Aedes নামে এক জাতের মশা এই বীজাণুদের বাহক। যে মশা পীত জ্বরের রোগীকে দংশন করেছে তা যদি মানুষকে দংশন করে তবে ঐ লোকটির রোগ হবে। ভারতে এই রোগ বিশেষ দেখা যায় না। আফ্রিকাতে এটি বেশি হয়।

এই জ্বর একবার হলে সারাজীবনের মত Immuinity জন্মায়—আর জীবনে হয় না।

লক্ষণ—এই রোগে পর পর চারটি অবস্থার মাঝ দিয়ে লক্ষণাদি সব প্রকাশ পেতে থাকে—তা হলো—

1. Period of Incubation বা অঙ্কুর অবস্থা।
2. Period of Fever বা জ্বর অবস্থা।
3. Period of Remission বা জ্বরহীন অবস্থা।
4. Period of Collapse বা পতন অবস্থা।

অঙ্কুর অবস্থা—সুস্থ দেহে বীজাণু থেকে 5—6 দিন এই অবস্থা স্থায়ী হয়। অবসাদ ভাব, ক্ষুধামান্দ্য, বমি হলো এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ।

জ্বর অবস্থা—1. শীতবোধ, কম্প, প্রবল জ্বর।

2. নাড়ী প্রবল ও সতেজ। জ্বর চলতে থাকলে নাড়ী ক্ষীণ হয়।

3. প্রবল মাথা ধরা, গায়ে দুর্গন্ধ, শরীরে ব্যথা ও লালচে হয়।

4. কোষ্ঠ কাঠিন্য ও অস্থিরতা দেখা যায়।

5. কখনো জ্বর বেশি বৃদ্ধি হলে বিকার দেখা দেয়। এই অবস্থাতে থাকে 21 থেকে 60 ঘণ্টা।

জ্বরহীন অবস্থা—1. বেদনা প্রভৃতি কমে আসে ও জ্বর ছেড়ে যায় এই অবস্থায়।

2. এই অবস্থায় ভাল চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদি হলে রোগ সেরে যায়—পতন অবস্থা আসে না। তা না হলে চতুর্থ অবস্থা আসে।

3. এই অবস্থায় নিদ্রাহীনতা, প্রচণ্ড ক্ষুধা, অজীর্ণতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

4. 2—7 দিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করে। তা না করলে পতন অবস্থা আসে।

পতন অবস্থা—1. প্রচণ্ড বমি হয়, পেটে ও গলায় জ্বালা বোধ দেখা দিয়ে থাকে।

2. অনেক সময় কালচে বমি, প্রবল অবসন্নতা, প্রলাপ, হিক্কা দেখা যায়।

3. আক্ষেপ, মোহ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

4. এই অবস্থায় জন্ডিস হয় ও গায়ের রং হলুদ হয়ে যায়। তাই এই জ্বরকে বলা হয় পীতজ্বর বা Yellow Fever.

5. কিডনীর ক্রিয়াতে গোলমাল, প্রস্রাব কম প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

6. লিভার এবং Kidney-র ক্রিয়ার গোলমালই হলো এই রোগে পজ্বর কারণ। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

জটিল অবস্থা (Complication) —1. লিভার বৃদ্ধি পায় ও তা অনুভব করা যায়।

2. লিভারে ব্যথা হতে পারে।

3. অতিরিক্ত প্রস্রাব হতে পারে ও তার জন্য নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

4. মাড়ি, নাক, পাকস্থলি থেকে রক্তপাত হতে পারে। কখনো তা বেশি হয়।

5. প্রলাপ, মূর্চ্ছা, অজ্ঞানভাব (Coma) প্রভৃতি লক্ষণ দেখে দিতে পারে ও মৃত্যু হতে পারে। 10—16 দিনের মধ্যে মারা না গেলে রোগী বেঁচে যায়। আর মৃত্যু ভয় থাকে না।

রোগ নির্ণয়—Leucopenia দেখা যায় রক্ত পরীক্ষা করলে।

2. রক্ত পরীক্ষা করলে Virus দেখা যায়।

3. লিভার বৃদ্ধি, লিভারে ব্যথা, জন্ডিস এই রোগের নিশ্চিত নির্ণয় করার উপায়।

4. প্রস্রাব পরীক্ষা করলে Albumin পাওয়া যায়। প্রস্রাব কম হতে থাকে।

চিকিৎসা

এই জ্বরের প্রথম এবং প্রধান প্রতিষেধক ঔষধ **স্পিরিট ক্যাম্ফর** প্রতি দশ-পনেরো মিনিট অন্তর। শীত, কম্প, জ্বর লক্ষণে এটি খুবই উপকারী ঔষধ।

জ্বর অবস্থাত শীত আসায় পর শরীরের তাপ খুব বৃদ্ধি পায়, ১০২ ডিগ্রী বা তার বেশি—গায়ের ত্বক শুকনো এবং উত্তপ্ত, দ্রুত নাড়ি, প্রবল তৃষ্ণা, মুখ লাল, মাথা ব্যথা—অ্যাকোনাইট ৩x, ৬x।

চোখ লাল, মাথা ব্যথা, কপালের শিরা দপ্ দপ্ করা, প্রলাপ, মাড়ি কামড়াতে ইচ্ছা লক্ষণে, বেলেডোনা ৩, ৩০।

পাকাশয়ের গোলমাল, জিহ্বা সাদা বা হলুদে, ঠোঁট শুকনো, কোষ্ঠবদ্ধতা, বমি বা বমনেচ্ছা লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩ বা ৬।

বমি স্থায়ী হলে, কষ্টকর বমি বা বমনেচ্ছা লক্ষণে, অ্যান্টিম টার্ট ৬ বা ইপিকাক ৬।

পাকাশয়ে জ্বালাকর বা কাঁটার মত ব্যথা, শ্বাসরোধকারী হেঁচকি, প্রবল বমনেচ্ছা, কৃষ্ণবর্ণ বমি—ক্যাড্মিয়াম সালফ্ ৩, ৩০।

স্নায়ু বিকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাব, ঘোর [illegible], জিহ্বা শুকনো, কম্প, প্রলাপ, কালচে প্রস্রাব—ল্যাকেসিস ৬, ৩০।

গাত্রত্বক ও চক্ষু হরিদ্রাভ, দেহের সব অঙ্গ থেকে রক্তস্রাব লক্ষণে, ক্রোটেলাস ৩, ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—1. বিছানায় পূর্ণ বিশ্রাম। ঠাণ্ডা জলে মাথা ধোয়াতে হবে জ্বর বাড়লে। আলোবাতাস যুক্ত পৃথক ঘরে রোগীকে রাখতে হবে।

2. ডাব দিনে 2—3 টি দিতে হবে।

3. প্রবল জ্বর হলে স্পঞ্জ করলে ভাল হয়।

4. কোষ্ঠবদ্ধতা হলে Glycerin সাপোজিটারী বা Enema দিতে হবে।

5. জ্বর অবস্থায় গ্লুকোজ, ফলের রস, হরলিকস্, দুধ, হাইড্রোপ্রোটিন বা প্রোটিনেক্স দিতে হবে।

প্রতিষেধক—Yellow Fever Vaccine ইনজেকশন খুব ভাল প্রতিষেধক ঔষধ।

ডেঙ্গু জ্বর (Dengue)

কারণ—ডেঙ্গু ভাইরাস নামে এক জাতের ভাইরাস এই রোগের কারণ। এক ধরনের মশা এই রোগের বীজাণু বহন করে বলে জানা যায়। সব দেশে, সব বাড়িতে সব অবস্থাতেই এই রোগ হওয়া সম্ভব। ভারতেও মাঝে মাঝেই এই জ্বর হতে দেখা যায়।

লক্ষণ—1. ইন্‌কুবেশনের সময় 5 থেকে 6 দিন। তারপর রোগ শুরু হয়। তবে রোগ কতটা তীব্র হবে তা বিভিন্ন লোকের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। তবে রোগের লক্ষণ গুলি 7 থেকে 10 দিন ধরে চলে থাকে।

2. প্রথমে 2—3 দিন প্রবল জ্বর শুরু হয়, তারপর 2—3 দিন জ্বর একটু কম থাকে। তারপর আবার 3—4 দিন জ্বর হয়। রোগী 7 থেকে 10 দিন ভোগে।

3. সারা অঙ্গে ও গ্রন্থি সমূহে প্রবল ব্যথা হয়।

4. কম্প ও শীতবোধ হয়ে জ্বর শুরু হয়। বেশী জ্বরের প্রকোপের সময় মাথা ব্যথা খুব বেশি হয়।

5. কখনো বমি বমি ভাব ও বমি হতে পারে।

6. শরীরে প্রচণ্ড, ব্যথা ও কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা এই রোগের বিশেষ লক্ষণ। কখনো ব্যথা এত বেশি হয় যে রোগী ব্যথায় কেঁদে ফেলে। এই জন্য একে হাড় ভাঙ্গা জ্বর বলে।

7. জ্বর দুই-তিনদিন পর ছেড়ে বা কমে যায়—আবার হয়। জ্বরে তাপ 102 থেকে 105 ডিগ্রী ফারেনহাইট হয়।

8. দ্বিতীয় বার জ্বরের সময় রোগীর হাত-পা ও বুকে এক ধরনের Rash বের হয়।

9. গলার গ্রন্থি বা দেহের অন্য গ্রন্থি ফুলে উঠতে পারে ও তাতে ব্যথা খুব হয়।

10. রোগ সেরে গেলেও অনেকদিন পর্যন্ত প্রচুর দুর্বলতা থাকে।

জটিল অবস্থা (Complications)

1. অনেক সময় রক্তপাত দেহের বাইরে ও ভেতরে হয়।

2. অনেক সময় শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতির হৃদয় দৌর্বল্য ও আক্ষেপ, প্রদাহ, মোহ ও মৃত্যু হতে দেখা যায়।

3. তাপ কমে যাবার সময় Depression হবার জন্যও দুর্বল রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

রোগ নির্ণয়—1. রক্তে Leucopenia দেখা যায়।

2. গ্রন্থি ফোলা, ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ।

3. জ্বর মাঝে মাঝে কমা ও প্রথমে ও শেষে দুবার বৃদ্ধি।

4. দ্বিতীয় বার বৃদ্ধির সময় Rash বের হওয়া।

চিকিৎসা

রোগের প্রথম অবস্থায় জেলসিমিয়াম মাদার বা ৩x ভাল কাজ দেয়।

ব্যাপ্‌টিসিয়া মাদার বা ৩x এ রোগের প্রথম অবস্থায় উপকারী ঔষধ!

পরে হাড়ে ব্যথা থাকলে ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ১x খুব সুফল দেয়। এরপর অবস্থা অনুযায়ী আর্সেনিক ৩x বা সিমিসিফিউগা ৩x উপকারী।

মাথা উত্তপ্ত কিন্তু সর্বাঙ্গ শীতল হলে, কার্বোভেজ ৩০।

রোগের প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x দিনে কয়েকবার ভাল।

লালবর্ণ ফুস্কুড়ি ও মাথায় ব্যথা লক্ষণে, বেলেডোনা ৩ বা ৬।

গায়ে ব্যথা, ঘাম, মাথা ব্যথা, কোষ্ঠবদ্ধতা, প্রচুর ঘাম লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩, ৬ বিশেষ ভাল ফল দেয়।

হাতে, পায়ে, গায়ে প্রচণ্ড ব্যথায় সব সময় মনে রাখতে হবে **ইউপেটো-পার্ফ** ১x।

রক্তস্রাব লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৬ বা ক্রোটেলাস্‌ ৩, ৬ ৩০।

গায়ে, মুখমণ্ডলে, নাক বা ঠোঁটের ধারে ফুস্কুড়ি, প্রবল, সর্দিজ্বর, হাত-পা কামড়ানো, কোমরে ব্যথা প্রভৃতিতে **রাসটক্স** ৩, ৬।

জ্বরের প্রথম মৃদু আক্রমণে, জেলসিমিয়াম ১x।

অতিসার উপসর্গ থাকলে আর্সেনিক ৬। পেটে বা গায়ে জ্বালা থাকতে পারে।

আক্ষেপ, পেশীর যন্ত্রণা, উত্তাপে উপশম লক্ষণে, **ম্যাগফস** ৬x।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের অন্যান্য ঔষধও এই সঙ্গে দেয়া উচিত।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

সবকিছু অন্যান্য জ্বরের মতোই। তাই পৃথক বলা হলো না।

তরল বা লঘু পথ্য দিতে হবে। জ্বর ছাড়লে ভাত ও হালকা মাছ বা তরকারীর ঝোল।

রোগ সেরে গেলে একটি ভাল টনিক দিতে হবে। ভিটামিন জাতীয় খাদ্য বা ঔষধ উপকারী।

প্রতিরোধ —(1) রোগীকে সব সময় মশারীর মধ্যে রাখা কর্তব্য।

2. মশা ধ্বংস করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম ৩০, ২০০ একটি ভাল প্রতিরোধক ঔষধ।

গ্রন্থিজ্বর (Glandular Fever)

কারণ—এক ধরনের ভাইরাস জাতীয় বীজাণু এই রোগের উৎপত্তির কারণ। শিশুদের এই রোগ হয় বেশি। তবে একে ঠিক মামস্ রোগ বলা যায় না। কারণ এ রোগে প্রধানতঃ Cervical গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হয়। প্রদাহের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দেয়। কিন্তু মামস্ রোগের আক্রান্ত হয় লালা গ্রন্থি বা Parotid গ্রন্থি।

লক্ষণ—এটি খুব ছোঁয়াচে রোগ। Incubation-এর সময় 3 থেকে 7 দিন।

I. প্রবল জ্বর হয়। জ্বর সাধারণতঃ 102 থেকে 103 ডিগ্রী ফারেনহাইট অবধি হয়।

2, গলা, ঘাড় লাল হয় ও সেখানে প্রদাহ হতে দেখা যায়।

3. গ্রন্থিগুলি ফুলে ওঠে, প্রদাহ হয় ও তাতে খুব ব্যথা হয়। অনেক সময় টন্‌টন্ করে।

4. Liver ও প্লীহা দুটিরই বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

5 জ্বর অল্প দিন থাকে। কিন্তু গ্রন্থি ফোলা পূর্ণ সারতে প্রায় 1—3 সপ্তাহ লাগে। জ্বর 5—6 দিন থাকে। কখনো বা 3—4 দিনেই জ্বর কমে যায়।

6. অনেক সময় জ্বর ছেড়ে গিয়ে আবার আক্রমণ বা Relapse হয়।

7. কখনো কখনো Relapse হয়ে জ্বর পুরো দ্বিতীয় Phase অবধি চলে।

8, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না হলে, গ্রন্থি পেকে ওঠে ও আরও কুলক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা।

শিশুদের গ্রন্থি ফুলে ওঠা ও জ্বর লক্ষণে (অনেক সময় বয়স্কদেরও হয়) **আয়োডিনাম** ৩০ খেতে দিতে হবে ও আয়োডিয়াম মাদার লাগালে ভাল ফল দেয়।

জ্বর অবস্থায় গ্রন্থি ফুলে উঠলে, বেলেডোনা ৩x দিতে হবে।

যে সব শিশুর শোচন ক্রিয়া ভাল হয় না, অথবা যারা স্থূলকায় এবং সহজেই ঘাম হয়, তাদের **ক্যালকেরিয়া কার্ব** ৬, ৩০ উপকারী।

যারা বার বার এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের মাঝে মাঝে ক্যালকেরিয়া দেওয়া উচিত। কয়েক মাস ধরে এইভাবে দিতে হবে।

জ্বর ছেড়ে যাবার পর গ্রন্থিগুলি ফোলা থাকলে দিতে হবে, ফাইটোলাক্কা ৩—৩০।

যদি পুঁজের উৎপত্তি হয়, তাহলে হিপার সালফার ৩ বা ৬। পুঁজ বের হয়ে যাবার পর সিলিকা ৬।

পুঁজ হলে ক্যালেন্ডুলা মাদার বাহ্যপ্রয়োগ করা কর্তব্য।

পুরোনো রোগে ব্যাসিলিনাম ৩০, আর্সেনিক আয়োড ৩, ৩০, ক্যালি আয়োড ১x, ৩x, ৩০ এবং ব্যারাইটা কার্ব ৬ বিশেষ উপকারী দেখা যায়।

পথ্য—জ্বর অবস্থায় তরল, পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে।

জ্বর ছেড়ে গেলে হালকা ঝোল-ভাত পথ্য দিতে হবে।

জটিল অবস্থা —1. কখনো গ্রন্থি পেকে ফেটে যায় চিকিৎসা না হলে।

2. কখনো কখনো চিকিৎসা না হলে Relapse করে এবং ঐ শিশু অনেকদিন ভুগে কষ্ট পায়।

রোগ নির্ণয়—1. জ্বরের সঙ্গে Cervical গ্রন্থি ফুলে ওঠে।

2. রক্ত পরীক্ষার রক্তে Virus পাওয়া যায়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —সাধারণতঃ অন্য জ্বরের মতই ব্যবস্থাদি ও পথ্য, শিশুকে পৃথক ঘরে রাখা উচিত, যাতে অন্য শিশুদের মধ্যে রোগ না ছড়ায়।

জ্বর বেশি হলে মাথা ধোয়ানো উচিত।

স্যান্ডফ্লাই জ্বর (Sandfly Fever)

কারণ —আমাদের দেশে এ রোগ অনেক কম। ভারতের সামান্য কিছু অংশে এই রোগ হয়। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ও আমেরিকাতে বেশি হয়।

স্যান্ডফ্লাই নামে এক জাতীয় মাছি এই রোগের বাহক। এদের মাধ্যমে এক জাতীয় স্পিরিলাস্ বীজাণু মানবদেহে সংক্রামিত হয় ও জ্বর হয়।

লক্ষণ—ইনকুবেশনের সময় 7 থেকে 10 দিন। তারপর দেহে রোগলক্ষণ প্রকাশ পায়।

1. মাথা ধরা, হাত-পা ব্যথা, শীতবোধ, কম্প ও প্রবল জ্বর হয়।

2. দেহের গাঁটে গাঁটে প্রবল ব্যথা হয়। জ্বর 102 থেকে 104 ডিগ্রী অবধি ওঠে।

3. কখনো কখনো বমি বমি ভাব, হিক্কা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

4. অনেক সময় প্রস্রাব কমে যায় ও পরে নানা কষ্ট দেখা দেয়।

চিকিৎসা —ডেঙ্গু জ্বরের ঔষধাবলী লক্ষণ ভেদে লক্ষণ মিলিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ইরিসিপেলাস (Erysipelas)

কারণ —এটি খুব ভয়ানক রোগ। দেহের কোন অংশ কেটে, হেজে বা ফেটে গেলে সেই স্থান দিয়ে Staphylococcus ও Streptococcus প্রভৃতি বীজাণু প্রবেশ করে এবং তার ফলে এই রোগ হয়। মুখমণ্ডলে বেশি হয়। দেহের ত্বক এর ফলে খুব ফুলে ওঠে ও লাল হয়ে যায়। তার সঙ্গে থাকে খুব যন্ত্রণা ও টাটানি।

অনেক সময় এই রোগ থেকে ক্ষতে পচনক্রিয়া শুরু হয়। তাকে বলা হয় পচনশীল বা Gangrenous ইরিসিপেলাস রোগ। দ্রুত রোগের চিকিৎসা না হলে অবস্থা খারাপ

হয় ও তখন অপারেশন করতে হতে পারে। শেষ পর্যন্ত রোগী মারা যাবার ভয় থাকে —যদি চিকিৎসা না হয়।

লক্ষণ—1. প্রথম অবস্থায় ক্ষতস্থান ফুলে ওঠে, চর্ম লাল হয়। তারপর পুঁজ জমে ও টাটানি ব্যথা প্রভৃতি বেড়ে যেতে থাকে।

2. গা শীত শীত করে, জ্বর হয়, অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। মাথা ধরা, গা-হাত-পায়ে ব্যথা হতে পারে। জ্বরের অন্যান্য লক্ষণাদি দেখা দিয়ে থাকে।

3. ঘায়ে পুঁজ জমলে স্থানটি খুব ফুলে যায় ও প্রবল কম্প ও বেশি জ্বরও হতে পারে। আক্রান্ত স্থানে প্রবল ব্যথা, নিকটবর্তী লিমফ্ গ্রন্থিগুলি ফুলে ওঠা প্রভৃতি দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানটি গরম হয়।

4. জ্বর বেশি হলে বমি, প্রলাপ প্রভৃতিও হতে পারে।

5. এরপরে পুঁজ শরীরে সঞ্চিত হয় ও রক্তের মাধ্যমে দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তার ফলে হৃৎপিণ্ডের Endocarditis, ফুসফুসে প্রদাহ, কিডনিতে প্রদাহ প্রভৃতি নানা ধরনের কুলক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে।

6. দ্রুত চিকিৎসা না হলে রোগ ক্রমাগত খারাপের দিকে যেতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত Toxaemia-র লক্ষণাদি দেখা যায়। খিঁচুনি, আচ্ছন্নভাব, মোহ এবং মৃত্যু পর্যন্ত এতে দেখা যায়।

7. মুখে হলে ব্রেণ আক্রমণ করতে পারে ও অবস্থা জটিল হয়।

জটিল উপসর্গ (Complications)—1. ব্রেণের ওপরের আবরণ বা মেনিন-জিস আক্রান্ত হতে পারে।

2. হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হতে পারে ও Endocarditis হতে পারে।

3. প্রবল Toxaemia হতে পারে। রক্তে শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি পায়।

4. ফুসফুস আক্রান্ত হয়ে পরে প্রদাহ হতে পারে।

5. কিডনিতে প্রদাহ বা Nephritis হতে পারে এবং মূত্র কমে যায় বা মূত্রবন্ধ ভাব দেখা দেয়।

6. প্রলাপ, খিঁচুনি, তড়কা, মোহ হতে পারে।

রোগ নির্ণয়—1. দেহের কোন স্থানে কাটা, ঘা, প্রদাহ, ফোলা, লাল হওয়া, যন্ত্রণা প্রভৃতি থাকবেই।

2. দেহে পুঁজ সঞ্চয় ও তারপর জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

3. Neutrophil বৃদ্ধি পায়, Lymphocyte, Monocyte, Eosinophil কমে যায় Acute অবস্থায়।

চিকিৎসা

গাত্রত্বক প্রদাহযুক্ত, আক্রান্ত স্থান প্রদাহযুক্ত, লাল, অল্প ফোলা, উত্তাপ, মাথা ব্যথা, পিপাসা, প্রলাপ, খিঁচুনি প্রভৃতিতে— **বেলেডোনা**। ১, ৩।

সর্বাঙ্গে হুল বেঁধার মতো ব্যথা, ফোস্কা, রস নিঃসরণ, জ্বালা, বাঁ দিকে প্রথমে শুরু হলে—রাস টক্স ৬, ৩০।

রসপূর্ণ, উত্তপ্ত, জ্বালাকর ফোস্কা, ফোস্কা খুব ফোলা, চুলকানি, হুল ফোটার মত ব্যথা, ফোলা খুব বেশি—এপিস্ মেল ৩, ৬ বা এপিয়াম ভাইরাস ৬।

বৃদ্ধদের পীড়া, স্মৃতিলোপ—অ্যামন কার্ব ৩।

রসপূর্ণ গুটিকা' রস যেখানে লাগে হেজে যায়—ক্যান্থারিস ৩।

পুঁজ উৎপত্তি হলে—হিপার সালফার ৩x।

সামান্য রোগের প্রথম অবস্থায়—চায়না ১x।

বার বার রোগের আক্রমণ, বিশেষ করে মুখমণ্ডল—গ্র্যাফাইটিস ৬।

পচন শুরু হলে—ক্রোটেলাস ৬।

উজ্জ্বল লালবর্ণের প্রদাহ, অসহ্য জ্বালা লক্ষণে, অ্যান্থ্রাক্সিনাম ৩x, ২০০।

সাংঘাতিক বিস্প, অত্যধিক গাত্র উত্তাপ, অস্থিরতা, রক্তদুষ্টি লক্ষণে, এচিনেসিয়া মাদার ৩x।

জ্বালাকর দাহ, ফোস্কা, রস পড়া—ক্যান্থারিস।

পুঁজের সম্ভাবনায় আর্সেনিক ৬ বা কার্বোভেজ ৬। পচনের শুরু হলে ল্যাকেসিস ৬।

এক জায়গায় ফোস্কা ভাল হয়ে অন্য জায়গায় শুরু হলে—পালসেটিলা ৬, ৩০। বিস্তৃতি রোধ করতে হিপার সালফার ২x চূর্ণ।

বায়োকেমিক—প্রথম অবস্থায় ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x, ৩০। ৩x লাগানো (বাহ্যিক)।

এরপর নেট্রাম সাল্ফ ৬x, ১২x শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

এছাড়া ক্যালি মিউর ৩x, ৬x এবং ক্যালি সালফ্ ৬x, ১২x উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. জ্বর অবস্থায় পথ্য দিতে হবে জ্বরের মতো—যা আগে বলা হয়েছে।

2. জ্বর ছেড়ে গেলে মাছের ঝোল ভাত। গব্য ঘৃতে ভাজা লুচি (কালজিরাসহ) বা কচুরী উপকারী।

3. টক, দই প্রভৃতি খাদ্য এ রোগে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

আরক্ত জ্বর বা স্কারলেট ফিভার (Scarlet Fever)

কারণ—এক ধরণের বিশেষ Haemolytic Streptococcus থেকে এই রোগ হয়। হাম, বসন্ত প্রভৃতির মতো এই রোগও খুব ছোঁয়াচে। যাদের প্রতিরোধ শক্তি কম তাদের এ রোগ বেশি হয় এবং দ্রুত তাদের মধ্যে সংক্রামণ ছড়িয়ে পড়ে। শিশুদের এ রোগ বেশি হয়।

লক্ষণ—1. ইনকুবেশনের সময় 3 থেকে 7 দিন। তারপর লক্ষণাদি প্রকাশ পায়। ইনকুবেশনের সময় শরীরে অবসাদ ভাব দেখা দিতে পারে।

2. তারপর উচ্চ তাপ দেখা দেয়। তাপ সাধারণতঃ 102 থেকে 103 ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত ওঠে। জ্বর বেশি হলে মাথাভার, প্রলাপ, বমি বমি ভাব দেখা যায়।

3. নাড়ির গতি দ্রুত হয়। 2-3 দিন পর গায়ে লাল লাল উদ্ভেদ বের হয়।

4. শরীর দুর্বল ও অবসন্ন হয়। গলার মধ্যে ঘা ও ব্যথা দেখা দেয়।

5. টন্সিলের কাছে ব্যথা ও হলুদ পর্দার মত পড়ে।

6. Rash বের হলে জ্বর ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে।

7. সাধারণতঃ 7-8 দিনের মধ্যে Rash মিলিয়ে যায়—তারপর খোসা বা Scales উঠে যেতে থাকে।

প্রকারভেদ—লক্ষণ অনুযায়ী এই রোগকে মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

1. **স্কারলেটিনা সিমপ্লেক্স** (Scarletina Simplex)—এতে গলায় ক্ষত হয় না। উদ্ভেদ কম বের হয়। জ্বর বেশি হয় না—102 থেকে 103 ডিগ্রী জ্বর হয়। এতে টন্সিল ফোলে ও তাতে Inflammation হয়। গলাতে ঘা হয় ও Rash বেশি বের হয়।

2. **স্কারলেটিনা ম্যালিগনা** (Scarletina Maligna)—এই রোগ শিশুদের একটি মারাত্মক রোগ এবং এতে মৃত্যুর ভয় থাকে। এটি হলে মাথা বেশি আক্রান্ত হয়। মেনিনজাইটিসের মত লক্ষণাদিও দেখা দেয়।

3. গলায় ক্ষত বিশিষ্ট বা Scarletina Anginosa—এতে গলায় Inflammation খুব বেশি হয়। জ্বর 104-105 ডিগ্রী অবধি উঠতে পারে। প্রবল জ্বরের সঙ্গে ভুল বকা, মোহ, প্রলাপ, প্রবল পিপাসা, ছট্ফট্ করা, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। এই রোগ অবশ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসককে দেখানো কর্তব্য।

জটিল উপসর্গে—1. প্রবল জ্বর, প্রলাপ, মোহ, মাথা আক্রান্ত হওয়া।

2. মেনিনজাইটিসের মত লক্ষণ, ঘাড় বাঁকাতে পারে না ও Cerebrospinal-এ চাপ বৃদ্ধি পায়।

3. সুচিকিৎসা না হলে কঠিন ধরণের রোগে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. হামে আগে গায়ে উদ্ভেদ বের হয় ঘামাচির মতো এবং ঘন সন্নিবিষ্ট। কিন্তু স্কারলেট ফিভারে Rash আরও একটু বড় হয় এবং ফাঁক ফাঁক হয়। এতে কিন্তু উদ্ভেদ দেখা যায় না।

2. হাম, গলায় ব্যথা বা টনসিলের কাছে হলুদ পর্দা পড়ে না—যা এই রোগে হয়।

3. মেনিনজাইটিসে গায়ে Rash বের হয় না—কিন্তু তা এই রোগে হয়।

প্রতিষেধক —বেলেডোনা ১x রোজ দুবার করে ৩ দিন।

চিকিৎসা

জ্বর, গলার মধ্যে ক্ষত, লালবর্ণ উদ্ভেদ লক্ষণে, শ্রেষ্ঠ ঔষধ বেলেডোনা। ৬, ৩০।

ফাইটোল্যাক্কা ১x—গলার উপসর্গ বেশি প্রকাশ পেলে।

মার্ক কর ৩—গ্রন্থিস্ফীতি, গলার ক্ষত, বেশি লালা, অবসন্নভাব, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, কিডনী আক্রান্ত।

অ্যাকোনাইট ৩x—জ্বরের প্রথম অবস্থায় এবং হার্ট ট্রাবল প্রভৃতিতে।

এপিস্ মেল—প্রবল জ্বর, জিহ্বা লাল, ঝিমানো, গলা ফোলা, শোথ, গ্রন্থি প্রদাহ, হার্ট ট্রাবল্।

আর্সেনিক ৩x—উদ্ভেদ প্রকাশ না পেলে, গায়ের ত্বক ঠাণ্ডা, তৃষ্ণা, শোথ, অবসন্নতা, আক্ষেপ, কিডনী প্রদাহ।

সালফার ৩০—সারা দেহ উজ্জ্বল লালবর্ণ, গা চুলকানি ও জ্বালা।

আইল্যান্থাস্ ১x—মাথা ব্যথা। ঝিমানো, অচৈতন্য অবস্থা, গলা ফোলা। মুখ গরম ও জ্বালা, নাসিকাস্রাব, প্রবল বমি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কিউপ্রাম্ অ্যাসেটিকাম্ ৩x—উদ্ভেদ বসে যাওয়া, বমি, তড়কা, মস্তিষ্ক আক্রান্ত।

অ্যাসিড মিউর ২x—কান থেকে পুঁজ বা কানে কম শুনলে।

ক্রোটেলাস ৩, ৬—গলার মধ্যে ক্ষত, গ্রন্থি ফোলা।

এচিনেসিয়া মাদার—রক্ত বিষাক্ত। গলরোধ, গ্রন্থি বীভৎস ও পুঁজযুক্ত।

হিপার সালফার ৬, ৩০—রোগ আরোগ্য সময়ে।

ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থায়।

ক্যালি সাল্ফ্ ৬x, ১২x—হঠাৎ উদ্ভেদ বসে গেলে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে—তা না হলে অবশ্য শিশুদের মধ্যে রোগ ছড়াবে।

2. যদি Rash ভালভাবে বের না হয় স্পঞ্জ করতে হবে। তাতে Rash বের হয় ও জ্বর কমে যায়।

3. পূর্ণ বিশ্রামে রাখতেই হবে।

4. জ্বর অবস্থায় জ্বরের মতো পথ্য—জ্বর ছেড়ে গেলে, মাছের ঝোল ভাত পথ্য।

ডিপথিরিয়া রোগ। (Diphtheria)

কারণ—এই রোগ হলো প্রধানতঃ শিশুদের রোগ। এই রোগে বয়স্কদের আক্রান্ত হতে বিশেষ দেখা যায় না। সাধারণতঃ 1—4 বছর থেকে 13—14 বছরের ছেলেমেয়েরা এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

এক ধরণের বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। তার নাম হলো ডিপথিরিয়া ব্যাসিলাস বা Crynibacteria Diphtheria। সাধারণতঃ গলার মধ্যে শ্লেষ্মা, থুথু বা কাশির সঙ্গে এই বীজাণু বেরিয়ে এসে একজন শিশু থেকে অন্যকে সংক্রামিত করে।

এই বীজাণু রোগীর গাত্র, বিছানা, চাদর ইত্যাদিতে বহু দিন জীবিত থাকে। তাই বাড়ীতে একজনের রোগ হলে অন্যদের হবার সম্ভাবনা থাকে। এই রোগ শহরে বেশি হয়—গ্রামেও এর মাঝে মাঝে প্রাদুর্ভাব ঘটে।

বিড়াল এই বীজাণুর বাহক। এই বীজাণু শিশুদের দেহ থেকে বিড়ালের এই দেহে আক্রমণ করে। তারপর ঐ বিড়াল অন্য বাড়িতে গেলে, সে বাড়ীর শিশুদেরও এই রোগ হয়।

লক্ষণ—1. প্রথম অবস্থায় এই রোগকে সর্দি জ্বর বলে মনে হয়। সর্দি হয়, তারপর গলায় ব্যথা ও কিছু গিলতে গেলে কষ্ট হয়।

2. তারপর দেখা যায় শ্বাসকষ্ট। গলা পরীক্ষা করলে দেখা যায়, তার মধ্যে সাদা পর্দা পড়েছে।

3. সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা না হলে পর্দা দ্রুত বিস্তৃত হয়ে শ্বাসনালীকে রুদ্ধ করে দেয়। শ্বাস বন্ধ হবে রোগী মারা যায়। তাই শিশুদের গলা ব্যথা হলেই পরীক্ষা করে দেখা কর্তব্য।

4. কৃত্রিম ও প্রকৃত ঝিল্লী থেকে প্রচুর লালাস্রাব হতে দেখা যায়। এই লালার সঙ্গে গন্ধ থাকে।

5. সামান্য রোগে গলার ব্যথা ও কোনও খাদ্য গিলতে কষ্ট হয়। পরে

সংঘাতিক রোগ হলে প্রবল জ্বর ও গলা ব্যথা হয়। দ্রুত গলার পর্দা পড়ে ও রোগী শ্বাসকষ্টে মারা যায়।

6. ভেদ বমি, কম্প ও দুর্বলতা থাকে সেই সঙ্গে।

7. কর্ণ প্রদাহ, কর্ণমূল প্রদাহ, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

8. জ্বর বেশি হয় না। 100 থেকে 101 ডিগ্রী জ্বর হয়। প্রস্রাব কমে যেতে পারে।

জটিল লক্ষণ (Complications)

1. অতিরিক্ত কর্ণমূল প্রদাহ, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, গলাবন্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়।

2. হাঁপানি, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট।

3. হার্ট মাম্স এর প্রদাহ।

4. নার্ভের প্যারালিসিস্।

5. শিশুদের নাকে এবং আরও নানা স্থানে ডিপথিরিয়া হবার যোগ দেখা যায়। যেমন—

(A) Nasal ডিপথিরিয়া, নাকে হয়।

(B) Laryngeal ডিপ্থিরিয়া, স্বরযন্ত্রে হয়।

(C) যোনির পর্দা আক্রান্ত হয় নারীদের ও সতীচ্ছদ ছিন্ন হয় রোগের আক্রমণে।

রোগ নির্ণয়—জ্বর, গলা ব্যথা ও গলাতে শ্বেত পর্দার মত পড়তে শুরু হয়। এটি এই রোগের নিশ্চিত লক্ষণ। রোগ নির্ণয় সত্বর করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করতে হবে,—কারণ দেরী হলে শিশু অতি দ্রুত মারা যায়। তাই এই রোগের সামান্য অবহেলা অতি মারাত্মক হয়।

চিকিৎসা

ডাঃ Allen বলেন, ডিপথেরিয়ার শুরুতে সঙ্গে সঙ্গে ডিপ্থেরিনাম ৩০ বা ২০০ প্রতি দুঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

তারপর মার্ক সায়োনেটাস্ ৩০ প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর দিতে হবে।

ফাইটোল্যাক্কা মাদার, পাঁচ ফোঁটা এক আউন্স জলের সঙ্গে মিশিয়ে মাঝে মাঝে মুখ ধোয়াতে হবে।

ডাঃ Villers-এর মতে গলার পচনশীল ক্ষতে মার্ক বিন্ আয়োড ১x প্রতি দুইতিন ঘণ্টা অন্তর বিশেষ সুফলপ্রদ।

শোথ, লালচে মূত্র বা মূত্ররোধ লক্ষণে, এপিস্ মেল ৩।

কঠিন শ্লেষ্মা নিঃসরণ, জিহবা হলুদে, ঝিল্লি হরিদ্রাভ—ক্যালি বাইক্রোম ৩, ৬।

গভীর অবসাদ, হৃৎপিণ্ড ক্ষীণ, গলায় ব্যথা, চাপে যন্ত্রণাবোধ, গ্রন্থি আক্রান্ত, রোগ বাঁ দিকে থেকে শুরু হয়ে ডাইনে—ল্যাকেসিস ৬, ৩০।

রোগ ডান দিক থেকে শুরু হলে দিতে হবে, লাইকোপোডিয়াম ৬, ৩০।

প্রথম অবস্থায় অ্যাকোনাইট ৩x ও পরে বেলেডোনা ৩x বিশেষ ফলপ্রদ।

শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, গিলতে কষ্ট,, গলায় ব্যথা, গ্রন্থি ফোলা টনসিলের ব্যথা প্রভৃতিতে ও প্রচুর লালাস্রাব ও গলার পর্দাতে—মার্কিউরিয়াস্ ১x ২।৩ ঘণ্টা পর পর।

ঢোক গিলতে কষ্ট, সাদা পর্দা, জ্বর—ক্যালি মিউর ৬ দিনে ৩—৪ বার অথবা বায়োকেমিক ক্যালি মিউর ৬x দিতে হবে ১—২ ঘণ্টা পর পর।

পচনশীল অবস্থা এবং রোগ খুব ভীতিজনক হলে একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ হলো—

এচিনেসিয়া মাদার—প্রতি মাত্রায় ৫ থেকে ১০ ফোঁটা জলসহ দু-তিন ঘণ্টা অন্তর।

আর্সেনিক ৬, ৩০—রোগের শেষ অবস্থা, নাড়ি, ক্ষীণ, রক্তস্রাব, গভীর অবসন্নতা, গলা ফোলা, শ্বাসনালীতে পচা ক্ষত, আঠালো পচা গন্ধ।

ডিপ্থিরিয়া Anti toxin ইন্জেকশন প্রথম হোমিওপ্যাথিক বিধানেই আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. সম্পূর্ণ বিশ্রাম অবশ্য প্রয়োজন।

2. বার্লি, দুধ, বার্লি, দুধ, সাগু, মিষ্টি ফলের রস, গ্লুকোজ, হরলিকস্, Hydroprotein প্রভৃতি পথ্য। জ্বর পূর্ণ ছেড়ে গেলে ঝোল ভাত দিতে হবে।

প্রতিষেধক —পাড়ায় এই রোগ শুরু হলে, প্রত্যেককে এক মাত্রা ডিপ্থিরিনাম ৩০ বা ২০০ অবশ্য খাওয়ানো কর্তব্য।

মেনিনজাইটিস বা সেরিব্রোস্পাইন্যাল ফিভার

(Meningitis or Cerebrospinal Fever)

কারণ —মেনিঙ্গোকক্কাস নামে এক জাতের Diplococcus বীজাণু এই রোগের উৎপত্তির কারণ। এই রোগের বীজাণু খুব দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে এবং দ্রুত ক্রিয়া ফল হয়। সত্বর সুচিকিৎসা না হলে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

কখনো এটি মারাত্মক আকারে এবং বহু ব্যাপকভাবে দেখা দেয় এবং বহুলোক এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। সব দেশে সব ঋতুতে এই রোগ হতে পারে। অনেক সময়ই এটি Epidemic ভাবে শুরু হয়।

ঘন বসতি, নির্মল বাতাসের অভাব এই রোগ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়। সাধারণতঃ গ্রাম থেকে শহর এবং শহরতলীতে এই রোগ বেশি হয় এবং বেশি বিস্তার লাভ করে। বাতাসে ধোঁয়া বেশি হলে এই রোগ বিস্তারে সুবিধা হয় বলে অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন।

লক্ষণ—রোগের বীজাণু রক্তের সঙ্গে মিশে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের বাইরের আবরণ বা Meninges-কে আক্রমণ করে। বীজাণু প্রথমে রক্তে মেশে। তারপর ব্রেণে উপস্থিত হয় ও পরে মেরুদণ্ডের সুষুম্না কাণ্ডে যায়। এই রোগীর হাঁচি, কাশি প্রভৃতি থেকেও রোগ বিস্তার লাভ করে।

বীজাণু প্রথমে যায় গলনালী বা ফ্যারিংক্স-এ। তারপর বিভিন্ন পথে রক্তে মেশে ও বংশ বৃদ্ধি করে। অবশেষে মস্তিষ্কের ঝিল্লী ও মেরুদণ্ডের ঝিল্লী আক্রমণ করে। তার ফলে ঐ সব অংশে প্রদাহ হয় ও জল জমতে থাকে। মেনিনজিসের দুটি পর্দার মধ্যে জল জমে ও Cerebrospinal Fluid-এর চাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এবারে লক্ষণগুলি বিস্তৃতভাবে বলা হচ্ছে—

1. ইনকুবেশনের সময় 3 থেকে 15 দিন। তবে বীজাণু রক্তে প্রবেশ করলে জ্বর শুরু হয়ে যায়। অনেক সময় জ্বর ছেড়ে গিয়ে আবার জ্বর আসে।

2. প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়।

3. কখনো বমি বমি ভাব ও বমি হয়।

4. অনেক সময় চামড়াতে মশক দংশনের মতো ছোট ছোট লাল দাগ দেখা দেয়। অবশ্য পরে তা মিলিয়ে যায়।

5. প্রধান লক্ষণ দেখা দেয় জ্বরের সঙ্গে ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যথা ও যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। রোগী ঘাড় বাঁকাতে পারে না। তা করতে গেলেই রোগী কষ্ট পায় ও জোরে চিৎকার করে ওঠে। রোগী শুয়ে থাকলে মাথা তুলে হাঁটুর দিকে বাঁকাতে পারে না।

6. জ্বর বাড়লে প্রলাপ শুরু হয়। রোগী মাঝে মাঝে প্রলাপ বকে ও চমকে চমকে ওঠে।

7. এর পর ক্ষণে ক্ষণে চিৎকার, অচৈতন্য অবস্থা বা মোহ অবস্থা (Coma) দেখা দেয়। ঘাড়ে সব সময় একটা টান ধরা ভাব বা Neck Rigidity থাকে। রোগীর মাথা তুলতে গেলে ঘাড়ে শক্তভাব বোঝা যায়।

8. ঘাড়ের জন্য অনেক সময় চক্ষু তারকা ট্যারা বলে মনে হতে থাকে।

9. Kernig's Sign দেখা দেয়। রোগীর Hip Joint মোড়া অবস্থায় তার Knee Joint টান করতে গেলে রোগীর মাংসপেশী শক্ত হয়, যার জন্য তা টান করতে পারা যায় না। এই লক্ষণকে বলে Kernig's Sign—এটি এই রোগের প্রধান লক্ষণ।

10. জ্বর সাধারণতঃ 102—104 ডিগ্রী ওঠে। চিকিৎসা না হলে জ্বর 105—106 ডিগ্রী উঠে রোগী মারা যায়।

11. অনেক সময় মাংসপেশীর স্পন্দন, তড়কা হয় এবং ধনুষ্টংকার (Tetanus) রোগের মত দেহ বেঁকে যায়। C. S. Fluid-এর চাপ বৃদ্ধির ফলে। তখন রোগী জ্ঞানশূন্য বা অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকে।

12. অনেক সময় ফুসফুস আক্রান্ত হয় ও নিউমোনিয়ার লক্ষণও প্রকাশ পায়।

13. শিশু ও যুবকদের এই রোগ বেশি হয়।

জটিল উপসর্গ

1. ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হয় ও তার জন্যে রোগ জটিল হয়ে ওঠে।

2. রোগীর C. S. Fluid চাপ বৃদ্ধি পাবার জন্য দেহ বেঁকে গিয়ে কষ্টের মাঝ দিয়ে মৃত্যু হয়।

3. তড়কা, খিঁচুনি, প্রলাপ, মোহ ও মৃত্যু হতে পারে সুচিকিৎসা না হলে।

4. দেহের তাপ বৃদ্ধি পাবার জন্য ও Toxaemia-এর জন্য হার্টফেল করে।

5. C. S. Fluid-এর বৃদ্ধির ফলে ব্রেণের সূক্ষ্ম শিরাদি ছিঁড়ে যেতে পারে।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)—1. Kernig's Sign হলো রোগ নির্ণয়ের প্রধান লক্ষণ।

2. টিটেনাস্ হলে প্রথমে জ্বর হবার আগে Lock Jaw হয় বা দাঁতে দাঁত চেপে রাখে, এতে তা হয় না।

3. টিটেনাসে জ্বর বৃদ্ধি কম হয়, এতে জ্বর বৃদ্ধি অনেক বেশি হয়।

4. টিটেনাসে পুরোনো ক্ষত দুষ্টির ইতিহাস থাকে, এতে তা থাকে না।

5. অন্য রোগের সেকেন্ডারীরূপে মেনিঞ্জিস আক্রান্ত হলে তা এত Serious হয় না—এটি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তা থেকে রোগ নির্ণয় সহজ হয়।

6. C. S. Fluid অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করলেই Meningo Coccus দেখা যায়।

চিকিৎসা

এই রোগের একটি অতি ফলপ্রদ ঔষধ—সাইকিউটা ৩, ৬।

প্রলাপ ও মাথার বিকারে—বেলেডোনা ৩, ৬।

উত্তেজনাপূর্ণ ভাব, সহজেই রেগে ওঠে, বিকার, প্রলাপ, 'বাড়ি যাব' বলে—ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০, ২০০।

তন্দ্রাভাব, অচৈতন্য অবস্থা, ধীর শ্বাস, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বাঁকাভাব— ওপিয়াম ৩, ৬। গভীর মানসিক অবসন্নতাভাব, মাথার পেছনদিকে ব্যথা, ক্রমাগত মাথা নাড়ে —হেলিবোরাস ৩x।

মাথা পেছনে বেঁকে যায়, তড়কা, আক্ষেপ প্রভৃতিতে, ভিরেট্রাম ভির।

পেশী সংকোচন এবং আক্ষেপে সব ঔষধ ব্যর্থ হলে, সিমিসিফিউগা ৩, ৬।

কানের নীচে ও পেছনে ব্যথা, অ্যামন্ কার্ব ২০০।

সান্নিপাতিক জ্বর, বিকার, রোগীর নিস্তেজ ভাব, রক্ত বিষাক্ত ভাব, ক্রোটেলাস্ ৬, ৩০।

হঠাৎ রোগীর উৎকটভাব, হিমাঙ্গ—অ্যাসিড হাইড্রো ৩x।

পক্ষাঘাত, বধিরতা, প্রবল শীত, জ্বর মাথাব্যাথা প্রভৃতি লক্ষণে, জেলসিমিয়াম ১x, ৩x।

বধিরতা উপসর্গে সিলিকা ৬ বা সালফার ৩০।

বায়োকেমিক—নেট্রাম সাল্ফ্ ৬x, ১২x প্রধান ঔষধ।

জ্বর, দ্রুত নাড়ি, প্রলাপ, ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x।

ফেরামের পর শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যালি মিউর—৩x, ৬x, ১২x।

ক্যালকেরিয়া ফস্ ৩x, ৬x মাঝে মাঝে দিলে ভাল হয়।

Lumber Puncture প্রয়োজন হতে পারে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —(1) রোগীকে সব সময় পৃথক ঘরে শুইয়ে রাখা কর্তব্য।

(2) জ্বর খুব বেশি হলে মাথায় জলপট্টি বা Ice Bag দিতে হবে। বেশি জ্বরে স্পঞ্জ করলে জ্বর কমে যায়।

(3) রোগীর ঘরে যেন গোলমাল, হৈ চৈ, কান্নাকাটি প্রভৃতি না হয়।

(4) জ্বর অবস্থায় জ্বরের মত পথ্য। তারপর সুস্থ হলে ঝোল-ভাত পথ্য।

সেপটিক জ্বর (Putrid Fever)

কারণ—এই জ্বর সাধারণতঃ রক্তের মধ্যে বীজাণু বা Toxin বা পুঁজের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই সব বীজাণুর মধ্যে Staphylococcus, Gonococcus, Pneumococcus প্রভৃতি প্রধান।

লক্ষণ —আসলে এই রোগে জ্বর হলো একটি লক্ষণ মাত্র। প্রধান কারণ হলো Septic Focus। নানা কারণে রক্ত দূষিত হয়ে থাকে। যেমন—

1. কোনভাবে দেহে প্রবিষ্ট বীজাণু সংশ্লিষ্ট জমাটখণ্ড ক্রমশঃ রক্ত প্রবাহে মিশে যায়। তার ফলে রক্তের শ্বেত-কণিকার সঙ্গে এ সব বীজাণুর লড়াই হয়। যে স্থানে এই ধরণের প্রদাহ হয়, সেই স্থান লাল হয় ও ফুলে ওঠে। অনেক সময় পচন শুরু হয় এবং Gangrene হয়ে থাকে।

2. এই সঙ্গে জ্বর আসে। কখনো জ্বর খুব বেশি হয়ে থাকে। তার ফলে শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে থাকে।

3. সদ্য প্রসূতির প্রসব—ফুলের টুকরো (Placenta) অনেক সময় জরায়ু থেকে বের হয় না এবং জরায়ুর মধ্যে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু করে। অনেক সময় গর্ভপাত হবার পর গর্ভফুলের টুকরো জরায়ুর মধ্যে আটকে গিয়ে তা পচতে থাকে। তার ফলে জ্বর দেখা দেয়। এই সব জ্বরে প্রচণ্ড দুর্বলতা, শীত ও কম্প হয় এবং আক্রান্ত স্থানে ব্যথা হয়ে থাকে।

4. অনেক সময় প্রচণ্ড বিষক্রিয়া বা Toxaemia-র জন্য জ্বর হয়। জ্বর খুব বেশি হয়। 102 থেকে 105 ডিগ্রী জ্বর হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে জ্বর কমে আবার তা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

5. অনেক সময় বীজাণুও Toxin রক্তে মেশে। তাছাড়া দেহের নানা জায়গায় ফোঁড়া হতে থাকে। তাকে বলে Pyoemic abcess।

তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর ও কম্প প্রভৃতি দেখা যায়। প্রচুর ঘাম, দুর্বলতা, শীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। জ্বরের সঙ্গে অনেক সময় বমি, মাথাধরা, গায়ে হাতে-পায়ে ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয়।

6. কখনো কখনো এই সব বীজাণু ফুসফুসে গিয়ে স্থান লাভ করে। তার ফলে ফুসফুসে Pulmonary Embolism দেখা দেয়।

7. অনেক সময় লিভারে ব্যথা হয়। লিভারে Abcess বা ফোঁড়া হয়।

জটিল উপসর্গ—1. ফুসফুস আক্রান্ত হয়ে নানা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

2. হৃদপিণ্ড আক্রান্ত হয়ে জটিল অবস্থা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

3. লিভার আক্রান্ত হয়ে Liver Abcess হতে পারে।

4. মস্তিষ্ক বা Meninges আক্রান্ত হলেও অবস্থা খারাপের দিকে যায়।

চিকিৎসা

ফাইটোল্যাক্কা θ (২—৫ ফোঁটা প্রতি মাত্রা) রক্ত দূষণের সন্দেহ হলেই খুব ভাল ফল দেয়।

আর্ণিকা ৩—আঘাত, পতন, ক্ষত, অথবা অস্ত্রাদি চিকিৎসার পর। প্রসবের পর প্রসূতির রক্ত দূষিত হলে।

মার্ক সল—৬—পচনের উপক্রমে।

আর্সেনিক ৩x—অস্থিরতা, জ্বালাকর ব্যথা, জ্বর, অবসন্নতা, জিহ্বা লাল, বহুদিন ধরে ক্ষত দূষিত হতে থাকলে। এটাই এই রোগের প্রধান ঔষধ।

পাইরোজেন ২00—প্রবল জ্বর, অস্থিরতা, দ্রুত গাত্র উত্তাপ বৃদ্ধি, প্রচুর গরম

ঘাম সহ জ্বর, ঘাম হলেও জ্বর কমে না। ঘাম প্রভৃতিতে দুর্গন্ধ। হৃৎপিণ্ড দুর্বল। প্রসবের পর বিষাক্ত জ্বর।

ল্যাকেসিস ৬—রক্ত দূষিত হওয়া, তন্দ্রা, প্রলাপ।

ব্যাপ্‌টিসিয়া মাদার, ৩x—সান্নিপাতিক বিকার, প্রবল জ্বর (১০২—১০৫°), গায়ে দুর্গন্ধ, পাতলা দুর্গন্ধ কালচে পায়খানা, জিহ্বা শুকনো।

চিনিনাম্ সালফ্—মৃদু দীর্ঘস্থায়ী জ্বরে।

রাস্‌টক্স—শরীরেব গ্রন্থি আক্রান্ত হলে।

ব্রায়োনিয়া মাদার—নড়লে ব্যথা বৃদ্ধি, জ্বালা, পিপাসা।

এডিনেসিয়া—রক্ত বিষাক্ত, রোগীর গা থেকে দুর্গন্ধ।

কার্বোভেজ ৩—হাত-পা ঠাণ্ডা, ত্বক নীলাভ, প্রচুর ঠাণ্ডা ঘাম, খোলা হাওয়ায় উপশম।

অ্যাসিড্ মিউর ৬, ৩০—অবসন্নতা, শুকনো জিহ্বা, দন্তমল, সবিরাম নাড়ির গতি।

আঘাত জনিত রক্ত দূষণে, অপারেশন জনিত ক্ষত, আঘাত জনিত ক্ষত প্রভৃতিতে, আর্ণিকা ৬, ৩০, বা ২০০ সেবন এবং আর্ণিকা θ লাগানো।

রক্তস্রাব প্রবণতায়, ক্রোটেলাস ৬x।

এ ছাড়া সিকেলি কর ৩, জেলসিমিয়াম ১x. ফস্‌ফরাস্ ৬, সিলিকা ৩, হিপার সালফার ৩০ প্রভৃতি প্রয়োজন অনুযায়ী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. জ্বর হলে রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে। জ্বরের মতো প্রয়োজনীয় পথ্যাদি ব্যবস্থা করতে হবে।

2. জ্বরের সময় জ্বরের মত ব্যবস্থাদি—জ্বর ছেড়ে গেলে ঝোল-ভাত পথ্য। টক্, দই প্রভৃতি বর্জনীয়। মশলাযুক্ত খাদ্য বর্জন করতে হবে।

হামজ্বর (Measles)

কারণ—এক ধরনের ভাইরাস জাতীয় বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। প্রধানতঃ শিশুদের মধ্যে এই রোগ বেশি হয়ে থাকে। 3—4 বছর বয়স থেকে 15—20 বছর পর্যন্ত শিশু ও কিশোরদের এটি বেশি হয়।

এটি খুব ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ। বাড়ির একটি শিশুর হলে অন্যদের মধ্যেও রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকে আক্রান্ত হয়। তাই বাড়ির কোনও শিশু আক্রান্ত হলে তাকে পৃথক ঘরে রাখা অবশ্য কর্তব্য। যুবকদের কদাচিত এই রোগ হয়। এই ভাইরাস্ বাতাসের মাধ্য দিয়েও ছড়াতে পারে বলে, এত বেশী শিশুরা এতে আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ—(1) শীতের শেষ এবং বসন্ত কালে এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়। ইন্‌কুবেশনের সময় 7 থেকে 20 দিন।

(2) প্রথমে সর্দি, কাশি, হাঁচি শুরু হয়। তবে 2—1 দিনে জ্বর ছাড়ে না। 2—3 দিনের মধ্যে গায়ে উদ্ভেদ বা ঘামাচির মতো Rash বের হতে থাকে। তখন একে হাম বলে বুঝতে পারা যায়।

(3) গায়ে হাম বের হলে জ্বর ধীরে ধীরে কমে যায়। 3—4 দিন পরে হাম সেরে যায় ও উদ্ভেদ বসে যায়।

(4) অনেক সময় জ্বর হঠাৎ শুরু হয় এবং 102—103 ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে। সেই সময় রোগী প্রলাপ বকে এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

(5) অনেক সময় ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়ার লক্ষণাদি এই সঙ্গে প্রকাশ পায়। তখন রোগীর জীবন আশঙ্কা বা প্রাণসংশয় হতে পারে।

প্রকারভেদ — লক্ষণ অনুযায়ী হামকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

(1) **সরল হাম** বা Simple Measles—জ্বর অল্প হয়। হাম বের হয়। হাম বের হলে জ্বর কমে যায় ও ছেড়ে যায় এবং ধীরে ধীরে সেরে যায়।

(2) **কঠিন বা** Acute Measles—হঠাৎ জ্বর হয় ও বেশি জ্বর হয়। প্রচুর ঘাম হয় ও জ্বর চলতে থাকে। জ্বর সহজে কমে না—ধীরে ধীরে কমে ও হাম সারতে দেরী হয়। এই সঙ্গে প্রলাপ বকা, চোখের প্রদাহ, কানে পুঁজ ইত্যাদি নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। রক্ত আমাশয় প্রভৃতিও হতে পারে এই সঙ্গে।

(3) **ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হাম** —এই জ্বরে স্বরভঙ্গ, বুক, ফুসফুস, ব্রঙ্কাস প্রভৃতি আক্রান্ত হয় ও প্রবল জ্বর চলতে থাকে। শ্বাসকষ্ট হয়। রোগীর অবস্থা ভয়াবহ হয় এবং রোগী মারা যেতে পারে।

জটিল উপসর্গ (Complication)—(1) ত্বকের নিচে অল্প পুঁজ জমতে পারে। তার ফলে শিশুরা খুব কষ্ট পায়।

(2) ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া, বুকের মধ্যে ঘড় ঘড় করা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ হয় ও প্রবল জ্বর চলতে থাকে।

(3) অনেক সময় চোখ আক্রান্ত হতে পারে।

(4) কান আক্রান্ত হয়ে Otitis Media হতে পারে।

রোগ নির্ণয়—গায়ে হামের উদ্ভেদ থেকে রোগ চেনা যায়। অন্য রোগের উদ্ভেদের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। সারা গায়ে বের হয়—ঘামাচির মতো ছোট ছোট হয়। হাম সব বেরিয়ে গেলে প্রায়ই জ্বর কমে—একমাত্র ব্রঙ্কো-নিউমোনিক ছাড়া।

চিকিৎসা

প্রাথমিক জ্বর—অ্যাকোনাইট 3x, গরম জলে স্পঞ্জ।

হাম বের হলে—পালসেটিলা, জেলসিমিয়াম, ইউফ্রেসিয়া।

হাম বের না হলে—বেলেডোনা, অ্যামন্ কার্ব, স্পঞ্জ করা।

হাম বসে গেলে—ব্রাইয়ো, জেল্‌স্, অ্যামন কার্ব, ভিরেট্রাম, সাল্‌ফার।

গুটি বসে গেলে—ক্যালি সাল্‌ফ্ ৩x—১২x।

ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x—প্রথম অবস্থা, জ্বর, রক্তাধিক্য।

ক্যালি মিউর ৩x, ৬x—দ্বিতীয় অবস্থা, কাশি, গ্রন্থি স্ফীতি প্রভৃতি।

অ্যান্টিম টার্ট ৬ বা ফস্‌ফরাস ৬—বায়ুনলী বা ফুসফুস আক্রান্ত হলে।

বেলেডোনা ৩, ৬—নাড়ি কঠিন, চোখ-মুখ লাল, স্বরভঙ্গ, মাথা গরম, তন্দ্রা, হঠাৎ চমকে ওঠা।

ক্যাম্‌ফার, মাদার—সর্বাঙ্গ শীতল, নীলবর্ণ, অত্যন্ত অবসন্ন ভাব, পতন অবস্থা।

আর্সেনিক ৬, ৩০—কৃষ্ণবর্ণ হাম, পাকাশয়ের গোলমাল।

ভিরেট্রাম ভির. মাদার ২x – হাম বের হতে দেরী, তড়কা, প্রলাপ, প্রবল জ্বর প্রভৃতিতে।

ক্যালি বাইক্রোম ৩ বিচূর্ণ—কাশি, ব্রঙ্কাইটিস্।

ব্রায়োনিয়া ৩x, ৩০—হাম বসে যাওয়া, শুকনো কাশি, জ্বর।

জেল্‌স্ ১x, ৩—হাম বসে গিয়ে প্রবল জ্বর, সর্দি প্রভৃতিতে।

পাল্‌সেটিলা ৩, ৬—এটি হামের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কাশি, গলা ঘড় ঘড় করা, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা বা রক্তস্রাব, উদরাময়, পিপাসা বেশি থাকে না।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. হাম খুব ছোঁয়াচে রোগ—একথা সব সময় মনে রাখতে হবে। রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে। শিশুদের ঐ ঘরে আসতে দেওয়া উচিত নয়।

প্রতিষেধক —মর্বিলিনাম ৩০ বা ২০০ রোজ একবার বা পালসেটিলা ৩ সেবন শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক।

2. রোগীকে সব সময় শয্যায় শুইয়ে রাখা কর্তব্য। মশারীর মধ্যে রাখা উচিত।

3. প্রথমে তরল খাদ্য। তবে লঘুপাচ্য, মাছ, ডিমের পোচ বা হাফবয়েল প্রভৃতি প্রোটিন খাদ্য দিতে হবে।

4. যদি জ্বর চলতে থাকে ও হাম ভালভাবে বের না হয়, তাহলে তা খারাপ। রোগীকে গরম জল দিয়ে স্পঞ্জ করতে হবে।

5. সাগু, বার্লি, ফলের রস, (মিষ্টি রস) গ্লুকোজ প্রভৃতি পথ্য। টক নিষিদ্ধ।

6. উচ্ছে পাতার রস খাওয়ানো ভাল—অথবা উচ্ছে সিদ্ধ।

7. সর্দি বা নিউমোনিয়া না থাকলে চিরতা ভেজানো জল খাওয়ালে ভাল হয়।

জল বসন্ত (Chicken Pox)

কারণ—এই রোগের কারণ এক ধরণের ভাইরাস—তাদের নাম Varicella Virus বা চিকেন পক্স ভাইরাস। এগুলি ভীষণ ছোঁয়াচে। এই রোগ শীতকালের শেষদিকে ও বসন্তকালে বেশি হয়। এই রোগের আবির্ভাব হলে, অনেক সময় তা Epidemic বা Endemic ভাবে দেখা দিয়ে থাকে। এই রোগ খুব মারাত্মক নয়—তবে এটি যে কষ্টদায়ক রোগ সন্দেহ নাই।

লক্ষণ।—লক্ষণ অনুযায়ী Chicken Pox-কে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

1. Simple Type—এটি অল্প জ্বর হয়ে সারা গায়ে গুটি বের হয়। তবে খুব বেশি বের হয় না। জ্বর অল্প হয় ও বেরিয়ে গেলে জ্বর ছেড়ে যায়। জ্বর হয় 98—100 ডিগ্রী। বের হবার পর শুকোবার আগে আবার একটু জ্বর আসতে পারে।

2. Actue Type—এটি বেশি কষ্টদায়ক এবং এতে নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(a) জ্বর 103 থেকে 104 ডিগ্রী হয়। রোগী প্রলাপ বকতে পারে বা আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকে।

(b) জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে গা, হাত-পা, কোমরে ভীষণ ব্যথা হতে থাকে ও কষ্ট হয়।

(c) জ্বর আসার সময় কম্প হয়, জ্বর সহজে ছাড়তে চায় না।

(d) 2—4 দিন পর সারা গায়ে জল বসন্ত বের হয়। এগুলি আসল গুটি বসন্তের থেকে বড় হয়। এগুলি সূক্ষ্ম অগ্রভাগযুক্ত হয়ে থাকে।

(e) গুটি বের হলে জ্বর কমে যায়।

(f) অনেক সময় শুকোবার আগে জ্বর বৃদ্ধি পায় ও রোগী কষ্ট পায়। গুটিগুলিতে প্রথমে জল জমে, পরে তা শুকিয়ে আসে।

(g) গুটি গলে গেলে তাতে ঘা ও খুব ব্যথা হয়। যাতে ঘা না হয়, সেদিকে অবশ্য দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

(h) অনেক সময় বুকের কম্প্লিকেশনও দেখা দিতে পারে বলে জানা যায়। এরূপ হলে জ্বর সহজে কমতে চায় না।

জটিল অবস্থাদি (Complications)

1. চর্মে স্ট্যাফাইলো প্রভৃতি কক্কাসের সেকেন্ডারী আক্রমণ ঘটতে পারে। তাতে ঘা হয় ও সহজে শুকোতে চায় না।

2. অনেক সময় ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হয়—তাহলে রোগ কঠিন হয়। রোগী কষ্ট পায়। শিশুদের থেকে বয়স্কদের ক্ষেত্রে এটি বেশি হয়।

3. অনেক সময় Virus, Brain-কে আক্রমণ করে Encephalitis ঘটাতে

পারে। রোগী বেশী জ্বরে প্রলাপ বকতে পারে। এগুলি সাবধানে দেখা কর্তব্য।

রোগ নির্ণয়—জল বসন্ত ও আসল বা গুটি বসন্ত এই দুটির মধ্যে রোগ নির্ণয়ে ভুল হতে পারে। এই জন্য এদের পার্থক্যগুলো জানা কর্তব্য। তাহলে সহজে রোগ নির্ণয় করা যায়।

জল বসন্ত	আসল গুটি বসন্ত
1. সারা দেহে কিছু কিছু গুটি বের হয়, তবে হাতে-পায়ে কম। মুখেও কম।	1. হাত-পা ও মুখেই বেশি গুটি বের হয়।
2. গুটিগুলি ফোস্কার মত ও বড় হয়।	2. গুটিগুলি কিছু ছোট হয়।
3. গুটিতে জলের মত পদার্থ জমে।	3. গুটিতে পুঁজের মত পদার্থ জমে।
4. দাগ সহজে মিলিয়ে যায়।	4. দাগ গর্ত হয়ে যায়—সহজে মেলায় না।
5. জ্বর কম হয় ও প্রায়ই গুটি বের হলে ছেড়ে যায়।	5. জ্বর বেশি হয় এবং অনেক-দিন চলে।
6. ঘা প্রায়ই হয় না—কেবল গলে গেলে হয়।	6. সব গুটিগুলি থেকেই ঘায়ের মতো গর্ত হয়।
7. এটি প্রায়ই মারাত্মক নয়।	7. এটি মারাত্মক।
8. দ্রুত আরোগ্য হয়।	8. আরোগ্য হতে বেশি সময় লাগে।

চিকিৎসা

প্রতিষেধক—পাড়ায়—বা বাড়িতে এই রোগ শুরু হলে তার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক ঔষধ হলো ম্যালেন্ড্রিনাম ৩০ বা ২০০ সেবন।

প্রথম অবস্থায় প্রবল জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে দিতে হবে, অ্যাকোনাইট ৩x।

রোগ শুরু হয়ে গেলে, রাসটক্স ৩ এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা যায়।

যদি রাসটক্স ব্যর্থ হয় তা হলে দিতে হবে অ্যান্টিম টার্ট ৬ অথবা এপিস্ মেল ৬।

পা ব্যথা, মাথা ধরা, কম্পন প্রভৃতি লক্ষণে দিতে হবে—জেলসিমিয়াম ১x।

ফুসফুস প্রদাহে ফসফরাস বা অ্যান্টিম টার্ট ৬ উপকারী।

ফুসফুসে রক্ত সঞ্চয় হলে, ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০।

ব্রঙ্কাইটিস্ হলে ব্রায়োনিয়া, ক্যালি বাইক্রোম বা অ্যান্টিম টার্ট ৬, ৩০।

শোথ, চোখ বুজে থাকা, গলা ফোলা প্রভৃতিতে, এপিস্ বা বেল ৬।

প্রলাপ ও প্রবল জ্বরে হায়োসায়ামাস, বেলেডোনা, স্ট্র্যামোনিয়াম বা ভিরেট্রাম ভির ৩, ৬ বা ৩০।

হঠাৎ অবসন্ন হয়ে পড়া বা মূর্চ্ছা লক্ষণে, ব্যাপটিসিয়া-বা আর্সেনিক ৬।

চক্ষু প্রদাহ হলে, মার্ক কর ৬।

স্ফোটক হলে হিপার সালফার ৬, ফসফরাস ৬ বা সালফার ৬।

গুটিগুলি হঠাৎ বসে গিয়ে হিমাঙ্গ, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি হলে রুবিনীর ক্যাম্ফার মাদার ঈষদুষ্ণ জলে ৩-৪ ফোঁটা পনেরো মিনিট অন্তর।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা 1. রোগীকে পৃথক ঘরে মশারীর মধ্যে শুইয়ে রাখা কর্তব্য যাতে রোগ অন্যত্র না ছড়ায়।

2 উচ্ছে বা করলাপাতার রস বা উচ্ছে সিদ্ধ দিনে 2 বার খেতে দিলে উপকার হয়।

3. রোগীর পোষাকাদি ও বিছানাপত্র পৃথক ও পরিষ্কার রাখা অবশ্য কর্তব্য।

4. গুটি ঠিক মতো বের না হলে, দেহের সর্বত্র স্পঞ্জ করতে হবে। তাতে গুটি সব বের হয়ে যায়।

5. রোগী যাতে গা-হাত-পা চুলকিয়ে গুটি না গলিয়ে ফেলে, সেদিকে নজর রাখা অবশ্য কর্তব্য।

6 সাগু, বার্লি, হরলিকস, দুধ ও গ্লুকোজ পথ্য। হাইড্রোপ্রোটিন বা প্রোটিনেক্স দেওয়া ভাল। গুটি শুকিয়ে গেলে মাছ, ডিম, ছানা প্রভৃতি প্রোটিন খাদ্য খেতে দিতে হয়।

7. রোগীর ঘর নিয়মিত ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার বা লাইজল প্রভৃতি বীজাণু নাশক ঔষধ দিয়ে বীজাণু শূন্য করা কর্তব্য।

গুটি বসন্ত (Small Pox)

কারণ — এই রোগও আসল বসন্তের মত খুব ছোঁয়াচে রোগ। এটি আরও মারাত্মক, তবে Small Pox Va .cine বা টিকা নিলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। তাই সারা বিশ্বে আজ এই ভাবে এই কষ্টদায়ক ভয়ংকর রোগকে নির্মূল করা প্রচেষ্টা চলেছে।

এক ধরণের ভাইরাস থেকে এই রোগ উৎপন্ন হয় তার নাম Variola Virus। এই বীজাণু এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ অণুবীক্ষণে দেখা যায় না। Filter Paper দিয়ে

থাকলেও এই বীজাণুকে আটকানো যায় না। বসন্ত রোগীর গুটির রসে বা খোসাতে এই বীজাণু প্রচুর থাকে। তাছাড়া রোগীর দেহেও এই বীজাণু থাকে। তবে এই রোগ একবার হয়ে গেলে জীবনে পুনরাক্রমণ প্রায়ই হয় না। কিন্তু জল বসন্ত বা হাম জীবনে একাধিকবার হতে পারে।

গো-বসন্তের সঙ্গে এর নৈকট্য আছে। তাই প্রতিষেধক হিসাবে গো-বসন্তের টিকা নিলে সহজে এই রোগ হয় না এবং দেহে প্রতিরোধ শক্তি জন্মায়।

এই ব্যাধি ভীষণ মারাত্মক। যখন এটি Epidemic বা Endemic ভাবে শুরু হয়, তখন প্রচুর লোক এই রোগে মারা যায়। প্রাচীন কাল থেকেই সর্বত্র এই রোগ মহামারীর সৃষ্টি করেছে। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এই বোগ সংক্রামিত হয়।

সাধারণতঃ শীতের শেষ বা বসন্তকালে এই বোগ বেশি হয় বলে. একে বসন্ত রোগ বলা হয়।

লক্ষণ —এই বীজাণু দেহে প্রবেশ করার পর 10 থেকে 25 দিন পর্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকতে পারে। তার সাধারণতঃ 10—15 দিনেব মধ্যেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রোগ আত্মপ্রকাশ করে।

1. প্রথমে খুব কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। জ্বর সাধারণতঃ 103 থেকে 104 ডিগ্রী হয়।

2. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা, মুখ লাল, অবসাদ কোমর, গা-হাত পা প্রভৃতিতে ব্যথা হয়। জ্বর বেশি হলে প্রলাপ বা আচ্ছন্ন ভাব দেখা যায়।

3. কখনো কাশি, গলাব্যথা স্বরভঙ্গ হতেও দেখা যায়।

4 তারপর তিন চারদিন জ্বর চলার পর গায়ে গুটি বের হতে শুরু হয়। গুটি বেশি হয় মুখে, হাতের কনুই থেকে নিচের অংশে এবং পায়েব হাঁটু থেকে নিচের অংশে 12 থেকে 15 ঘণ্টার মধ্যে সারা গায়ে গুটি বেরিয়ে যায়।

5. গুটি সব বের হওয়ার পর জ্বর কমে যায়। রোগী একটু সুস্থ বোধ করে। কোমর ও গায়ের ব্যথা অনেক কমে আসে। গুটিগুলি প্রথমে লাল ফুস্কুড়ির মত (Papule) দেখায়। মৃদুভাবে হাত বোলোলে এগুলি শক্ত দানার মত মনে হয়। মুখ, মাথা, হাত, পা ও পাছায় গুটি আগে বের হয়, তারপর অন্য জায়গায়। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শরীরের নরম স্থানের থেকে শক্ত স্থানে গুটি বেশি হয়।

গুটি বের হবার 2 দিন পরে অর্থাৎ রোগ শুরুর 5—6 দিন পরে, গুটিগুলি ফেঁপে ওঠে এবং জলভরা ফোস্কার মত দেখায়। এই সব ফোস্কা কিন্তু নিটোল।

এ গুলির মাথা একটু চাপা বা টোল খাওয়ার মত হয়। এগুলি দেখতে অনেকটা পেটের নাভির মতো দেখায়। এই টোল খাওয়া হলো আসল বসন্তের চিহ্ন। জল বসন্তে এ রকম হয় না।

6. 2—3 দিন পর অর্থাৎ রোগের শুরুর 7—8 দিন পরে,ঐসব গুটিগুলি পাকতে

থাকে। এর ভেতরের জলীয় অংশ ক্রমে অস্বচ্ছ ও গাঢ় হতে থাকে। এটি পুঁজে পরিণত হয়। জল বসন্তে জল থাকে, এরকম পুঁজের মত পদার্থ থাকে না।

7. পুঁজ হলে নূতন করে আবার জ্বর হয় এবং কষ্টদায়ক সব লক্ষণ আবার দেখা দেয়। গুটির মধ্যেকার বিষাক্ত পদার্থ বা Toxin এসে রক্তে মেশে। তার ফলে নানা উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে।

8. রোগ মারাত্মক হলে অনেক সময় এই অবস্থাতেই রোগীর মৃত্যু হতে পারে। রোগ মারাত্মক না হলে 12—13 দিন পর থেকে (রোগ শুরুর) গুটি শুকোতে শুরু করে। 16—18 দিন থেকে খোসা উঠতে থাকে। এবং 21 দিনের মধ্যে পরিষ্কারভাবে শুকিয়ে যায়। কিন্তু জল বসন্তে মাত্র 7—8 দিনের মধ্যেই আরোগ্য হয়।

9. গুটি শুকিয়ে যাবার পরও চামড়াতে গর্ত গর্ত দাগ মত বা Scar থাকে।

প্রকারভেদ—লক্ষণ অনুযায়ী এই রোগকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। তা হলো—

1. **সাধারণ বসন্ত** (Simple Pox)—এতে জ্বর খুব বেশি হয় না। দেহে 15 থেকে 20 বা 30 থেকে 40 টি মাত্র গুটি বের হয়। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে তা ঠিকমতো ভাল হয়। এতে জটিল উপসর্গ দেখা দেয় না।

2. **তরল বসন্ত** (Discrete Type)—এই ধরণের রোগে যে সব লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে, প্রথমে সেই রকম হুবহু হয়ে থাকে। এতে রোগী বেশি কষ্ট পায়। তবে খুব ভুগলেও রোগীর মৃত্যু সাধারণতঃ হয় না। রোগী 20 থেকে 22 দিন ভুগে আরোগ্যলাভ করে থাকে।

3. **সংযুক্ত বসন্ত** (Confluent Type)—এই বসন্তে গুটি বের হয় খুব বেশি সংখ্যায়। এই সব গুটি একটির সঙ্গে অন্যটি থাকে সংযুক্তভাবে। এইজন্য একে সংযুক্ত বসন্ত বলে।

এই জাতীয় রোগ অনেক বেশি মারাত্মক হয়। এতে অনেক সময় দেহে বড় বড় ঘা হয়। কখনো বা জ্বর খুব বেশি ওঠে এবং সহজে ছাড়ে না। এতে অনেক সময় রোগীর চোখ-মুখ পর্যন্ত ফুলে ওঠে ও চোখ-মুখ বীভৎস আকার ধারণ করে। অনেক সময় এ রোগে মৃত্যু হতে পারে।

4. **রক্তজ বসন্ত** (Haemorrhagic Type)—এই রোগকে অনেকে চাপা বসন্ত বা Suppressed Pox বলে থাকে। এতে জ্বর চলতে থাকে। দেহের ভেতরের সব যন্ত্রে এবং চামড়ার উপরে নিচে রক্তক্ষরণ হয় ও চামড়া লালচে আকার ধারণ করে।

সান্নিপাতিক লক্ষণ—মোহ (Coma) চোখ, নাক, মুখ থেকে রক্তপাত হতে থাকে। এতে প্রায়ই রোগীর মৃত্যু হয়। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই জাতীয় রোগ খুব কম দেখা যায়।

জটিল উপসর্গ (Complications)

1. অতিরিক্ত Toxaemia হবার জন্য রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়, হার্টফেল করতে পারে।

2. সেকেণ্ডারী ইনফেকশনের জন্য ব্রঙ্কাইটিস বা লোবার নিউমোনিয়া হতে পারে।

3. প্রলাপ, খিঁচুনি, মোহ এবং মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে Encephalitis হতে পারে।

4. চোখ, কনজাংটিভা ও কর্নিয়া আক্রান্ত হতে পারে ও রোগী অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. বসন্তের গুটির আকৃতি দেখে রোগ চেনা যায়।

2. কিভাবে রোগী ভুগছে ও রোগ এগোচ্ছে, তা দেখে রোগ বোঝা যায়।

3. সাধারণতঃ প্রতি বছর যারা টিকা নেয়, তাদের এ রোগ হয় না—তা থেকে বোঝা যায়।

4. একটি গুটি থেকে রস নিয়ে ইলেকট্রো মাইক্রোসকোপে দেখলে এই ভাইরাস দেখা যায়।

5. গুটি দেহের কোন্ অংশে বের হয়েছে, তা দেখে জল বসন্তের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

প্রতিষেধক—ম্যালেনড্রিনাম্, ভ্যাক্সিনিনাম, ভেরিওলিনাম, সারাসিনিয়া প্রভৃতির যে কোন একটি ২০০ মাত্রায় এবং থুজা ২০০ একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক।

প্রথম অবস্থায় পুঁজ না হওয়া পর্যন্ত অ্যান্টিম টার্ট ৩x শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দ্বিতীয় অবস্থায় পুঁজ জন্মালে মার্ক সল্ ৬ প্রধান ঔষধ।

গুটি থেকে রক্তপাত এবং রোগী অবসন্ন হয়ে পড়লে লক্ষণ অনুযায়ী ব্যাপটিসিয়া ৩x, আর্ণিকা ৬, বা মিলিফোলিয়াম ৬ দিতে হবে।

জ্বর, গুটিতে পুঁজ, গলার মধ্যে ক্ষত, রক্তমিশ্রিত আমযুক্ত বেশি পায়খানায়, মার্ক সল্ ৬।

গুটিগুলি ঠিকমত প্রকাশিত না হলে তা অশুভ। ঔষধ স্পিরিট ক্যাম্ফোর মাথার বা জেলস্ ১x বা জিংকাম্ ৬।

গুটি কাল বর্ণের হলে, ক্রোটেলাস ৬।

সারাসিনিয়া ৩, ৬ এই রোগের সব অবস্থায় অতি ফলপ্রদ ঔষধ। রোগের প্রকোপ এতে কমে এবং পুঁজ সঞ্চয় বন্ধ করে।

গুটি পাকার সময় প্রবল জ্বরে, রাসটক্স ৩—৩০।

গুটি পাকার সময় মুখমণ্ডল ফোলা হলে এবং রাতে চুলকানি বৃদ্ধিতে, এপিস্ মেল ৩x।

গুটি পাকার পর জ্বর এবং অতিসার হলে, আর্সেনিক ৬ বা ৩০।

রক্তস্রাবে হ্যামামেলিস ৩x, আর্ণিকা ৩০ বা মিলিফো ৬ ভাল ঔষধ।

গুটির পুঁজ, লালা ক্ষরণ, গলক্ষত, দুর্গন্ধ শ্বাস, রক্ত পায়খানায়—মার্ক ভাইভাস ৩x—৬।

মুখমণ্ডল এবং চোখের পাতা বেশি ফুললে, এপিস্ ৩x—৩০।

অনিদ্রা ও অস্থিরতায় কফিয়া ৩।

গুটি স্বচ্ছ না হয়ে সবুজ বেগুনী বা কাল হলে এবং খুব চুলকালে প্রথমে সালফার ৩x—৩০। পরে কার্বোভেজ ৩ বা নাইট্রিক এসিড্ ৩ বা আর্সেনিক ৩x।

সব সময় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

বায়োকেমিক—প্রথম অবস্থায় ফেরাম্ ফস ও ক্যালি মিউর। গুটিতে পুঁজ হলে ক্যালকেরিয়া সাল্ফ্ ৬x—৩০x।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—1. রোগীকে পৃথক ঘরে মশারীর মধ্যে শুইয়ে রাখতে হবে। রোগীর শুশ্রূষাকারী তার পোষাকপত্র সব ছেড়ে ফেলবে। বীজাণুনাশক ঔষধ দিয়ে কাচবে।

2. রোগীর ঘরে সুগন্ধি ধূপ,ধুনা প্রভৃতি জ্বালানো ভাল—তাতে বীজাণু মারা যায় ও রোগীর মন ভাল থাকে।

3. রোগীকে বীজাণুশূন্য করার জন্য রোগীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র, কাপড়-চোপড়, ঘরের মেঝে ইত্যাদি স্থানে ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার বা লাইজল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

4. নখ দিয়ে ঘা চুলকানো ভাল নয়। তাতে ঘা গলে গেলে কষ্ট বেশি হয়।

5. রোজ ২ বার উচ্ছে বা করলা পাতার রস খাওয়া ভাল।

6. প্রত্যহ ঈষদুষ্ণ জলে Boric acid মিশিয়ে রোগীকে স্নান করানো ভাল। এতে শরীরে অনেক আরাম পায়।

7. চোখে Boric acid lotion দিয়ে চোখ রোজ ধুয়ে দিতে হবে।

8. গুটি পেকে উঠলে Lotio Caladryl লাগাতে হবে এবং খোসা উঠতে

থাকলে তা গন্ধক পাত্রে বা শিশিতে রাখা কর্তব্য। তারপর তা দূরে মাটিতে পুঁতে ফেলা কর্তব্য। রোগীর পোশাক-পরিচ্ছদ রোগ সেরে গেলে পুড়িয়ে ফেলা কর্তব্য।

9. জ্বর প্রবল হলে মাথায় Ice bag দেওয়া কর্তব্য—তার সঙ্গে Cold Sponging।

10. জ্বর থাকলে গ্লুকোজ জলে মিশিয়ে, ফলের মিষ্টি রস, বার্লি, সাগু, দুধ, হরলিকস্, প্রোটিনেক্স প্রভৃতি পথ্য। জ্বর ছেড়ে গেলে তবকারীর সুপ বা ঝোল, ভাত মাছের ঝোল, ডিমের পোচ প্রভৃতি পথ্য।

প্রতিরোধ —প্রতি বছর সকলে Small Pox Vaccine নিলে রোগ প্রতিরোধ করা যায়। কিংবা তার চেয়েও ভাল প্রতিষেধক ঔষধ সেবন যা আগে বলা হয়েছে।

প্লেগ (Plague)

ইতিহাস —এই রোগকে বলা হয় মহামারী রোগ। অতি প্রাচীনকালে থেকে পৃথিবীর নানা দেশে এই রোগ মহামারী আকাবে দেখা দিয়ে আসছে। একবার ইংলণ্ডে প্লেগে হাজার হাজাব লোক মারা যায়, এই বোগ Epidemic আকারে দেখা দেয়। তবে বর্তমানে এর চিকিৎসা বের হয়েছে বলে বোগটি আর তত মারাত্মক নয়।

কারণ—এক ধরণের ব্যাসিলাস প্লেগ রোগের কারণ। একে বলা হয় প্লেগ ব্যাসিলাস।

এই বীজাণুর বাহক হলো ইঁদুর। এদের গায়ে বাসা বাঁধে যে Flea জাতীয় মাছি তারাই। প্রথমে ইঁদুবদের মধ্যে মহামারী শুরু হয়। তখন ঐ পোকাগুলো অসুস্থ ইঁদুরের দূষিত রক্ত খেয়ে আবার সুস্থ মানুষকে কামড়ায়। সাধারণতঃ লাফ দিয়ে পায়ে কামড়ায়—এর ফলে মানুষের এই রোগ হয়। আবার মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। এই জন্য প্লেগ দেখা দিলে চিকিৎসকরা বড় মোটা মোজা ও জুতো পরে পথ চলতে বলেন। ইঁদুর মেরে ফেলতে হয়।

লক্ষণ —শরীরে বিষ প্রবেশ করার 3—7 দিনের মধ্যে রোগ দেখা দেয়। নিউমোনিক প্লেগের ক্ষেত্রে 2—7 দিনের মধ্যে রোগ দেখা দেয়।

1. দেহে বিষ প্রবেশ করলেই গা ম্যাজ ম্যাজ করে, অবসন্নতা, দুর্বলতা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

2. তারপর তীব্র শীত, কম্প ও প্রবল জ্বর দেখা যায়। সান্নিপাতিক জ্বরের মত সব লক্ষণ দেখা যায়। জ্বর 101—106 ডিগ্রী অবধি হয়।

3. সর্বাঙ্গে ব্যথা, বমি, প্রলাপ দেখা যায়।

4. মাঝে মাঝে প্রচুর ঘামও হতে থাকে।

5. মাঝে মাঝে শরীরের কোনও কোনও স্থান থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখা যায়।

6. 2—3 দিন জ্বরে ভোগার পর কুঁচকি, গলা প্রভৃতি নানা স্থানের গ্রন্থি ফুলে ওঠে। ফোঁড়ার মত যন্ত্রণা হতে থাকে।

7. কখনো এই অবস্থায় রক্তবমি হতে থাকে ও রোগী মারা যায়।

8. কখনো চৈতন্য লোপ, তড়কা, মোহ প্রভৃতি হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

9. গ্রন্থিগুলি পেকে ফোঁড়া বের হতে থাকলে, পেকে উঠে জ্বর জ্বর ভাব ছেড়ে গেলে তা সুলক্ষণ। কিন্তু উদরাময়, আমাশয়, রক্তস্রাব, ফোঁড়াতে পচন ধরা হলো কু-লক্ষণ, এতে আবার জ্বর বৃদ্ধি পায়।

10 রক্তস্রাব, রক্তবমি, রক্তপ্রস্রাব প্রভৃতি হতে থাকলেও রোগী মারা যেতে পারে।

11. অনেক সময় ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া দেখা দেয়।

প্রকারভেদ —লক্ষণ অনুযায়ী এই রোগকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(1) **বিউবনিক প্লেগ** —(Bubonic)—এতে জ্বর, গ্রন্থি ফোলা ও ফোঁড়া পেকে ফেটে যায় এবং ধীরে ধীরে ক্ষত শুকিয়ে যায়। জ্বর কমে যেতে থাকে ও আরোগ্য হয়। তবে রক্তবমি হতে থাকলে তা অবশ্য খারাপের দিকে যায়।

(2) **নিউমোনিক প্লেগ** (Pneumonic)—এই প্লেগে Bubo বের হবার পর বীজাণু ফুসফুস আক্রমণ করে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া দেখা দেয়। এটি মারাত্মক ধরনের প্লেগ। সুচিকিৎসা না করলে এতে রোগীকে বাঁচানো প্রায়ই কঠিন হয়।

(3) **সেপটিসিমিক প্লেগ** (Septicaemic)—এই প্লেগে রক্ত দূষিত হয় এবং স্ফোটকগুলি পচতে শুরু করে। তার সঙ্গে সঙ্গে দেহের ভেতরের যন্ত্রগুলি আক্রান্ত হয়। এটিও কঠিন রোগ এবং রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় এতে।

(4) **ইন্টেস্টিনাল প্লেগ** (Intestinal)—এতে পাকস্থলি, অন্ত্র প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। পেটে ব্যথা, রক্তবমি প্রভৃতি নানা কঠিন লক্ষণ দেখা দেয়। ভেদবমিও ঘন ঘন চলতে থাকে।

জটিল উপসর্গ (Complications)

1) রক্তবমি একটি জটিল উপসর্গ।

(2) রক্তস্রাবও একটি জটিল উপসর্গ।

(4) Bubo গুলি পচে পচনশীল ঘা হতে থাকলে, তাও একটি কঠিন উপসর্গ।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis) —দ্রুত রোগ নির্ণয় করা অবশ্য প্রয়োজন। এইজন্য খুব ভালভাবে চিকিৎসকদের সতর্ক থাকা দরকার।

(1) ইঁদুর বা মানুষের মধ্যে এই রোগ দেখা গেলেই এই রোগ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে।

(2) প্রথমে গ্রন্থিতে ব্যথা ও জ্বর দেখা গেলেই এই রোগ সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত।

(3) রক্ত পরীক্ষাতেও কখনো কখনো প্লেগ বীজাণু পাওয়া যায়।

(4) নিউমোনিক প্লেগে থুথু পরীক্ষাতেও রোগ ধরা যায়।

চিকিৎসা।—প্রাথমিক বা অঙ্কুর অবস্থায়, ইগ্নেসিয়া ৩, ৬।

জ্বর অবস্থায় প্রলাপ থাকলে, বেলেডোনা ৬।

রক্ত দূষিত হয়ে শরীরের সব অঙ্গ আক্রান্ত হলে বা সেপটিসিমিক প্লেগে, ন্যাজা ৩ বা ৬।

স্ফোটক উৎপন্ন হলে ব্যাপ্টিসিয়া ১x সেবন এবং ঐ ঔষধ স্ফোটকে লাগালে ভাল ফল দেয়।

ফুস্ফুস্ আক্রান্ত হলে, ফস্ফরাস ৬, ৩০।

অন্ত্র আক্রান্ত হলে, আর্সেনিক ৩, ৬।

হিমাঙ্গ বা কোল্যাপ্স লক্ষণে, হাইড্রোসায়ানিক এসিড ৬ বা ৩০।

প্রকৃত প্লেগ জানা গেলে, সঙ্গে সঙ্গে পেষ্টিনাম বা প্লেগুইনাম ৩০—২০০ রোজ দুবার।

আর্সেনিক ৩x, ৩০ এই রোগের সব অবস্থায় একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কোব্রা বা ন্যাজা ৩x বিচূর্ণ অথবা ল্যাকেসিস ৬, এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। নাড়িলোপ, সারা শরীর নীলাভ প্রভৃতিতে এটি অদ্ভুত ফলপ্রদ।

নেশাখোর ভাব, সংজ্ঞাহীনতা, জীবনী শক্তির হ্রাস প্রভৃতিতে এটি বিশেষ কাজ দেয়।

পাইরোজিনিয়াম ৩০, ২০০—গাত্রতাপ খুব বেশি এবং মৃত্যুর আশংকা তীব্র রোগে সুফল দেয়।

আক্ষেপ বা খিঁচুনি হলে কুপ্রাম এসেট্ ৬x।

শোথ হলে এপিস্ ৩।

অত্যধিক প্রলাপ, স্ফোটক, বেদনাধিক্য প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x, ৬।

বমিভাব বা বমি ও জ্বরে, ইপিকাক ৬, ৩০।

ক্যালি মিউর ১২x একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

প্রয়োজন ও লক্ষণ দেখে মার্ক কর, ব্যাপ্টিসিয়া, কার্বলিক এসিড, কার্বো-অ্যানিমেলিস, ক্রোটেলাস, ইল্যাপ্স্ ক্যালি ফস্ ৬x, অ্যান্থ্রাক্সিনাম, রাস টক্স, আইল্যান্থাস্, ফাইটোল্যাক্কা, ওপিয়াম, ষ্ট্রামোনিয়াম, হিপার সালফার ৩—৩০ দিতে হবে।

অবশ্য সুচিকিৎসককে দেখানো কর্তব্য।

প্রতিরোধের ব্যবস্থা —(1) রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে, তার জামা-কাপড় পৃথক রাখা কর্তব্য। বীজাণুনাশক বিভিন্ন ঔষধ, যেমন ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, লাইজল প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। প্রতিদিন সরষের তেল মেখে স্নান করা একটি বিশেষ প্রতিষেধক।

(2) বাড়ির চারদিকের ইঁদুর মেরে ফেলা উচিত।

(2) বাড়ির চারদিকে D. D. T. স্প্রে করা উচিত। তাতে Rat flea গুলো মরে যায়।

(4) প্লেগ দেখা দিলে প্লেগের Inoculation ভ্যাকসিন দেওয়া কর্তব্য। ইগ্নেসিয়া বীন ছিদ্র করে সূতা দ্বারা বাহুতে ধারণ একটি শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।

'আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —(1) রোগীর পোষাক-পরিচ্ছদ পরে সব পুড়িয়ে ফেলা কর্তব্য।

(2) পৃথক ঘরে বীজাণুনাশক ব্যবস্থা সহ রোগীকে রাখা কর্তব্য।

(3) জ্বর ও রোগ অবস্থা বুঝে হালকা, বলকারক পথ্যাদি—রোগ সেরে গেলে প্রোটিন যুক্ত খাদ্য—হালকা মাছের ঝোল ভাত, ডিমের পোচ ইত্যাদি।

(4) টক ও দই প্রভৃতি খাদ্য নিষিদ্ধ।

পঞ্চম অধ্যায়

পেটের বিভিন্ন রোগ (Diseases of the Abdomen)

প্রথমে গহ্বর অ্যানাটমি বর্ণনা করা হচ্ছে।

উদর পেটের (Abdominal Cavity)—ব্যবচ্ছেদ পেশী বা Diaphragm নামক পেশী দিয়ে মোট দেহ গহ্বরটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়—উপরের গহ্বরটি হলো বক্ষ গহ্বর—যার মধ্যে ফুসফুসদ্বয় ও হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি অবস্থিত থাকে। নিচের গহ্বরটি হলো উদর গহ্বর—এর মধ্যেও নানা প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতি অবস্থিত থাকে। ব্যবচ্ছেদ পেশী একটি পিরামিড আকৃতির পেশী এবং পাঁজরা, Sternum ও মেরুদণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত। এর কেন্দ্রীয় অংশের নাম Central Tendon, এর ভেতরের ছিদ্রগুলি দিয়ে অন্ননালী, প্রধান ধমনী বা Aorta প্রভৃতি বক্ষ গহ্বর থেকে নিচে উদর গহ্বরে নেমে আসে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই পেশীটি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়।

1. তালুর পেছন ভাগ।
2. তালু (Palate) বা প্যালেট।
3. অন্ননালী বা ওসোফেগাস্।
4. পাকস্থলি বা স্টম্যাক্।
5. নাসারন্ধ্র।
6. মুখগহ্বর।
7. শ্বাসনালী।
8. বায়ুপ্রবেশ।
9. পিত্তনালী।
10. পাইলরাস্।
11. ডিওডেনাম্।
12. অন্ত্র।
13. বৃহৎ অন্ত্র।
14. ক্ষুদ্রান্ত্র।
15. এ্যাপেন্‌ডিক্স।
16. রেক্‌টাম্।
17. পায়ু।

সম্পূর্ণ খাদ্যনালী—মুখ থেকে পায়ু
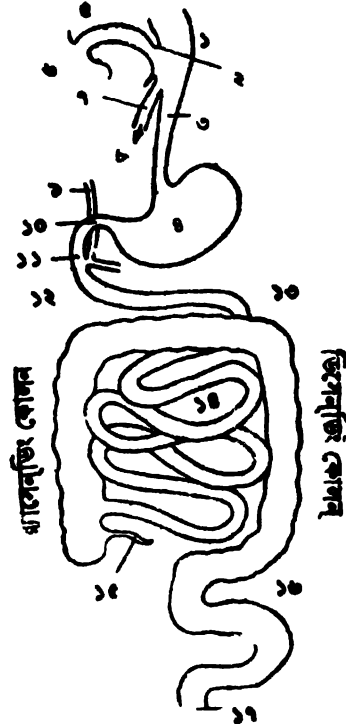
উদর গহ্বরে যে সব প্রধান যন্ত্রগুলি অবস্থান করে, তা হলো—

1, পাকস্থলি (Stomach), 2. ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small Intestines),

3. বৃহৎ অন্ত্র (Large Intestines), 4. যকৃৎ (Liver), 5. প্লীহা (Spleen), 6. প্যানক্রিয়াস (Pancreas), 7. মূত্রাশয় (Kidneys), 8. মূত্রবাহী নালী (Urethra), 9, মূত্রস্থলি (Bladder), 10. জনন যন্ত্র (Reproductive Organs)।

পাকস্থলি (Stomach)

পাকস্থলি একটি বড় থলির মতো। এটি চারটে স্তর বা Layer দিয়ে গঠিত হয়। 1. সবার উপরে বা বাইরে হলো Peritoneal Covering. 2. তার নিচে মাংস পেশী নির্মিত Muscular layer, এটি ঘন ঘন সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে হজমে সাহায্য করে। 3. তৃতীয় স্তর বা Submucous স্তর—এতে থাকে অসংখ্য শিরা ও ধমনীর জালিকা।

4. চতুর্থ স্তর বা ভেতরের Mucous Membrane—এটি সম্পূর্ণ ভিতরের অংশকে আবৃত রাখে।

ঝিল্লীর স্তরের নিচের স্তরে থাকে অনেকগুলি গ্রন্থি, যা পাচক রস বা Gastric Juice-কে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই রস খাদ্যকে অনেকটা হজম করায়। বাকিটা হজম হয় ক্ষুদ্র অন্ত্রে। পাচকরসের প্রধান হজমকারক এনজাইম হলো—

1. পেপসিন (Pepsin) যা প্রোটিন হজম করায়, 2. রেনিন (Renin) যা দুধকে ছানায় রূপান্তরিত করায়, 3. লাইপেজ (Lipase) যা তেল
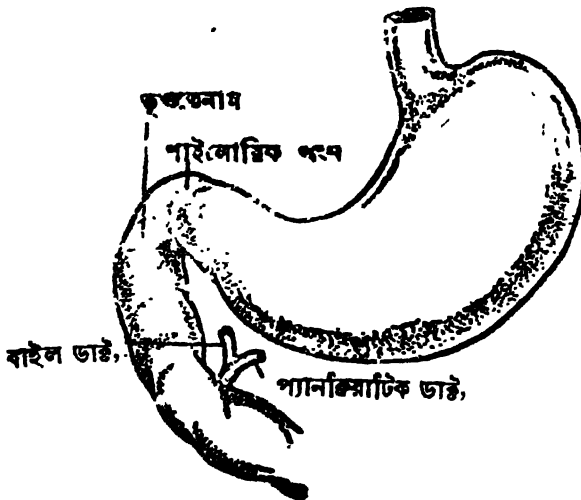
বা স্নেহজাতীয় খাদ্য হজমে সাহায্য করে থাকে। এগুলি ছাড়াও লালাতে 'ম্বে টায়ালিন' নামক রস থাকে তা কার্বোহাইড্রেট খাদ্য হজমে সাহায্য করে।

পাকস্থলির সঙ্গে যুক্ত থাকে, ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম U আকৃতির অংশ বা ডুওডেনাম। পাকস্থলি এবং ডুওডেনামের মধ্যে একটি Valve বা কপাটিকা থাকে—খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে হজম না হলে ডুওডেনামে আসতে সক্ষম হয় না।

অন্ত্র (Intestine)

অন্ত্র হলো পাকস্থলীর পর হজম করার জন্য বিরাট দীর্ঘ নালী। এর মাঝ দিয়ে খাদ্যদ্রব্য এগিয়ে চলে এবং খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ হজম হয়। এর প্রধান দুটি অংশ। তা হলো—

1. ক্ষুদ্র অন্ত্র বা Small Intestine।
2. বৃহৎ অন্ত্র বা Large Intestine।

ক্ষুদ্র অন্ত্র –ক্ষুদ্র অন্ত্র মোট চারটি ভাগে বিভক্ত। তা হলো—

(1) U-আকৃতির অংশ বা ডুওডেনাম।

(2) লম্বা নালীর মত অংশ বা Intestines—যা দুটি অংশে বিভক্ত।

ডুওডেনাম ও ডাক্টগুলি
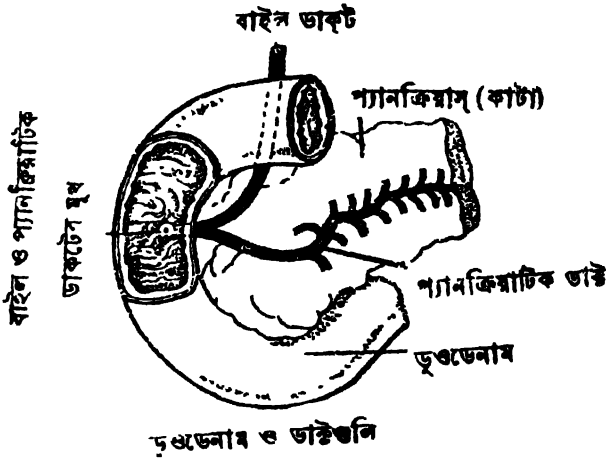
(a) প্রথম এক-তৃতীয়াংশ ইলিয়াম।

বৃহৎ অন্ত্র —এখানে কোনও রকম হজম ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এখানে কেবল জলীয় অংশ ও নানা খাদ্যদ্রব্য শোষিত হয়। হজমের কাজ এখানে কিছুই প্রায় হয় না।

ডুওডেনাম —এটি হলো একটি U-আকৃতির ছোট অংশ। তার থেকে Pancreatic Juice নিঃসৃত হয়ে এখানে এসে পড়ে এবং তার ফলে হজম হয়।

এই রসে নানা এন্‌জাইম্ থাকে, যেমন—

(a) Trypsin—যা প্রোটিনকে হজম করায়।

(b) শর্করা খাদ্য হজমের জন্য এন্‌জাইম্।

(c) ফ্যাট হজম করাবার জন্য এন্‌জাইম্।

এই ডুওডেনামে আসে পিত্ত রস বা বাইল (Bile)। এটি নানা খাদ্য হজম করাবার কাজে সাহায্য করে। বাইলের এন্‌জাইম্‌গুলি হজমের ক্ষমতা বা অন্য এন্‌জাইম্‌গুলির ক্ষমতা বিরাট বাড়িয়ে দেয়।

জেজুনাম এবং ইলিয়ামে হজমক্রিয়া সম্পন্ন হয় অনেক বেশি—কারণ তাদের নিজস্ব পাচক রস আছে—যার নাম Succus Entericus। হজমক্রিয়া এবং কিছুটা শোষণ ক্রিয়া এখানে সম্পন্ন হয়। তারপর বৃহৎ অন্ত্রে কেবলমাত্র শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎঅন্ত্র,
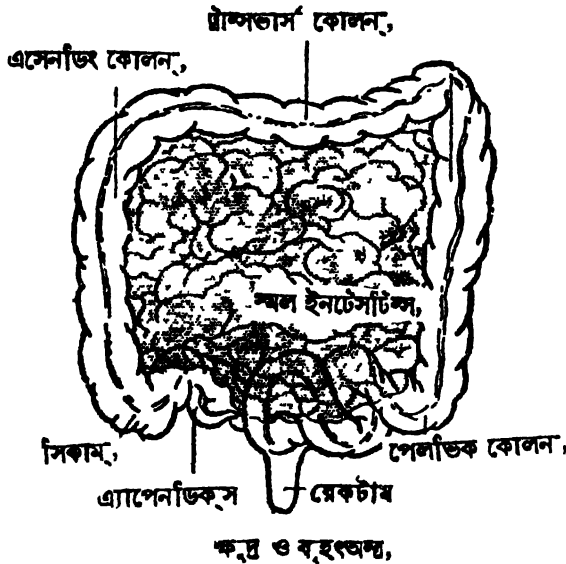
বৃহৎ অন্ত্র—এর পাঁচটি অংশ। তা হোল—

সিকাম—এটি একটি থলির মতো। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটা ছোট Vermiform Appendix—যার কোনও রকম কাজ নেই। তবে খাদ্য কণিকা এর তালুব ভেদ করে যদি এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পচে—তবে এর প্রদাহ হয়। তার নাম হলো Appendicitis রোগ। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

2. ঊর্দ্ধমুখী বৃহৎ অন্ত্র (Ascending colon)।

3. আড়াআড়ি বৃহৎ অন্ত্র (Transverse Colon)।
4, নিম্নমুখী বৃহৎ অন্ত্র (Descending Colon)।
5. বস্তিদেশের বৃহৎ অন্ত্র (Pelvic Colon)।

বৃহৎ অন্ত্রে জল, গ্লুকোজ প্রভৃতি নানা বস্তু শোষিত হয়। শোষিত হবার পর খাদ্যবস্তুগুলি (Cellulose) মল সৃষ্টি করে। যদি এমন বস্তু বেশি না থাকে তা হলে মল সৃষ্টিতে অসুবিধা হয়। তাই এই ধরণের খাদ্য রোজ খাওয়া অবশ্য কর্তব্য। ফলমূল, শাক সব্জি, প্রভৃতি তাই রোজ খাওয়া কর্তব্য।

যকৃৎ ও পিত্তকোষ (Liver and Gall Bladder)

যকৃৎ হলো পিঙ্গল বর্ণের বিরাট লম্বাটে পিরামিড আকৃতির একটি বস্তু বা যন্ত্র বা Diaphragm বা ব্যবচ্ছেদ পেশীর ঠিক নিচে উদর গহ্বরের ডানদিকে অবস্থান করে। এর শেষ প্রান্ত বাঁ দিকেও কিছুটা আসে।

এটি 6 ইঞ্চি চওড়া এবং 10 ইঞ্চি লম্বা হয়। অবশ্য নানা রোগে এটি বর্ধিত বা Enlarged হতে দেখা যায়। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার প্রভৃতি রোগে লিভার বর্ধিত হয়ে থাকে। লিভারের ওজন 120—150 গ্রাম স্বাভাবিক ভাবে হয়।

লিভারের প্রধান দুটি ভাগ—দক্ষিণ ভাগ (Right lobe) এবং বাম ভাগ (Left lobe) এই দুটি। কিন্তু লিভারের তলার দিকে আরও দুটি ছোট ছোট
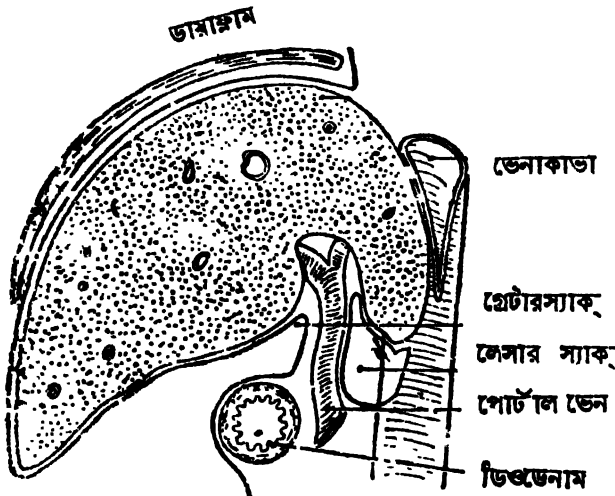
লোব আছে, তা হলো Quadrate lobe এবং Caudate lobe—লিভারের প্রতিটি লোব ছোট ছোট অনেক উপখণ্ডে (Lobules) বিভক্ত।

দেহের যা কিছু খাদ্যাংশ তা হজম হবার পর এই যকৃতে এসে পৌঁছে দেহের কাজে লাগার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। দেহের মধ্যে খাদ্য হজম ও শোষণের পর আসে যকৃতে।
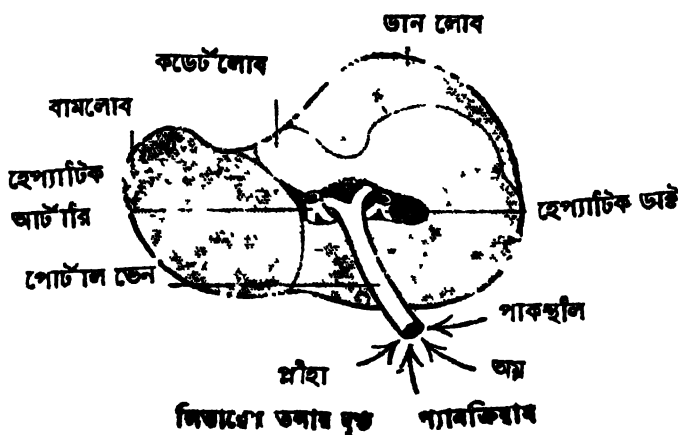
তারপর বিপাক বা Metabolism হতে শুরু হয়। যেমন কার্বোহাইড্রেট হজম হয়ে গ্লুকোজ রূপে আসে যকৃতে। আর কিছু অংশ গ্লাইকোজেন রূপে জমে লিভারে—আবার কিছু অংশ দেহের কাজে লাগে—আবার প্রয়োজনমত কিছু অংশ ফ্যাটে রূপান্তরিত হয়ে সঞ্চিত হয়।

রক্তের লোহিত কণিকা. R. B. C. নির্দিষ্ট সময় অন্তর ধ্বংস হয় ও তা লিভারে এসে Bile Pigment, বিলিরুবিন এবং বিলি ভার্ডিনের সৃষ্টি করে এবং তা
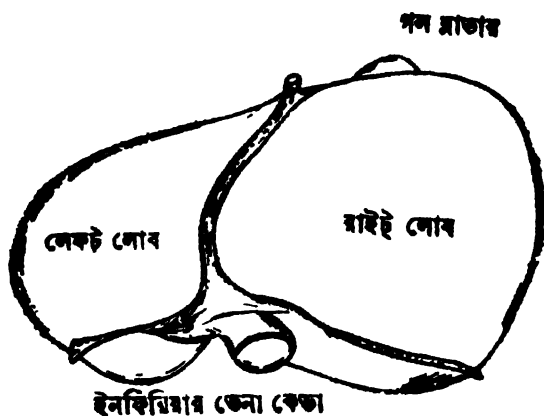
পিত্তরসের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। আবার এতে থাকে Bile Salts, যা হজম

ক্রিয়াকে প্রচুর সাহায্য করে। যকৃতের মধ্যে দেহের সব শোষিত খাদ্যাদির এই সব বিরাট পরিবর্তন হয় বলে একে ।দেহের। ল্যাবরেটারী। (Laboratory of the body) বলা হয়।

লিভারের ঠিক নিচে একটি সবুজাভ থলিতে পিত্ত গিয়ে জমে। তাকে বলে Gall Bladder বা পিত্ত কোষ। এখান থেকে পিত্ত Bile duct দিয়ে নির্গত হয়।

প্লীহা (Spleen)

প্লীহাটি উদর-গহবরের বাঁদিকে পাকস্থলীর নিচে থাকে। এর উপরে থাকে ব্যবচ্ছেদ পেশী (Diaphragm)। প্লীহা এক ধরনের শ্বেত কণিকা গঠনের কাজ করে থাকে।
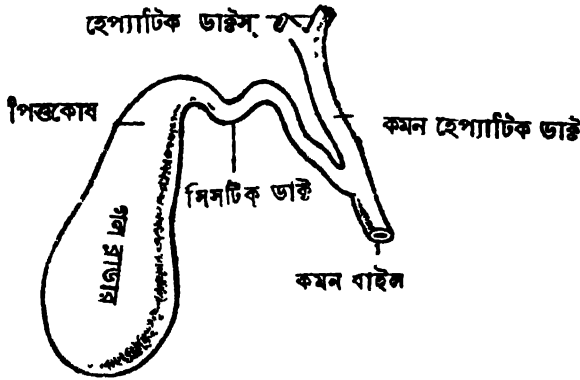
ক্লোম বা প্যানক্রিয়াস (Pancreas)

অন্ত্রের প্রথম অংশ অর্থাৎ V-আকৃতি Duodenum-এর ভাঁজের মধ্যে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। এ থেকে একটি নালী বের হয়ে পাচক রস প্রেরণ করে U-আকৃতির
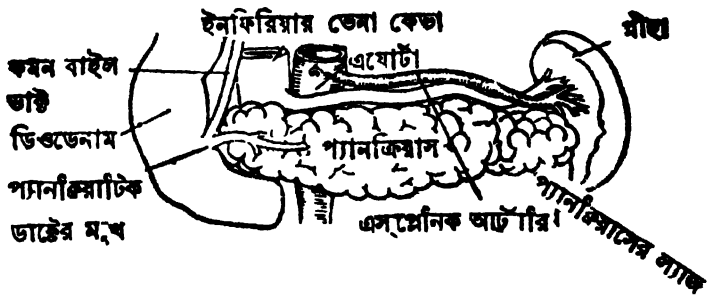
ডুওডেনামে। এর নাম Pancreatic duct এবং ঐ রসের নাম Pancreatic Juice।

প্যানক্রিয়াস থেকে দুই ধরনের পাচক রস বের হয়। প্রথম হলো ক্লোম রস—যা হজমে সাহায্য করে। আর দ্বিতীয়টি হলো Cell Islets of Langerhans নামক জীবকোষ থেকে Insulin রস যা সোজা রক্তে মিশে যায়। শরীরে এই রসের অভাব হলে বহুমূত্র বা Diabetes রোগ হয়।

মূত্র যন্ত্রাদি (Renal Organs)

শরীর থেকে প্রতিদিন যে মূত্র নির্গত হয় তার ক্রিয়া সম্পন্ন হয় কয়েকটি যন্ত্রের মাধ্যমে। যেমন—

1. Kidney বা মূত্রগ্রন্থি।
2. Ureter বা মূত্রবাহী নালী।
3. Bladder বা মূত্রস্থলী।
4. Urethra বা মূত্রবহির্গমন নালী।

মেরুদণ্ডের দুপাশে দুটি কিডনী থাকে। এগুলি হলো পিঙ্গল বর্ণের দুটি গ্রন্থি। এগুলির কাজ হলো রক্তকে ছেঁকে পরিষ্কার করা।

প্রতিটি কিডনীর মধ্যে আছে অসংখ্য ছোট ছোট ছাঁকনির Unit বা একক। Renal artery দিয়ে রক্ত কিডনীতে আসে এবং তারপর তা ভাগ হয়ে যায় বিভিন্ন
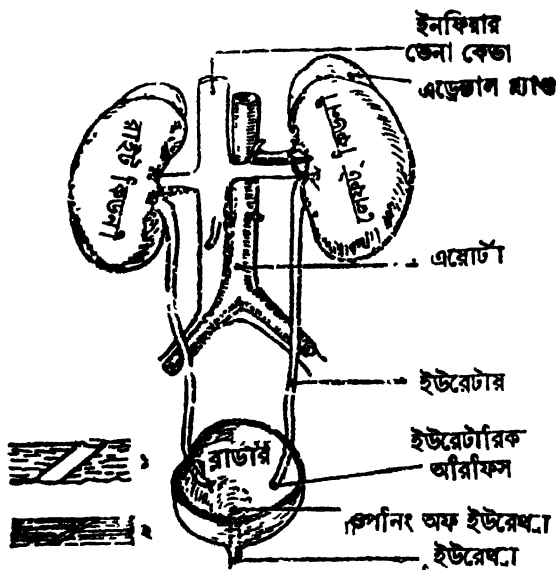
ছোট ছোট Glomerulus-এ। যেখানে সূক্ষ্মতম জালিকাগুলির মাধ্যমে রক্ত ছাঁকা হয়ে গেলে আবার সরু সরু শিরা দিয়ে যায় Renal Vein-এ। রক্তের দূষিত বা

বর্জ্য পদার্থগুলি ও জল মিশে ফোটা ফোটা মূত্র তৈরী হয় বিভিন্ন Unit-এ এবং সব একত্রে মূত্ররূপে বেরিয়ে আসে Pelvis of the Ureter-এ। রক্তের প্রধান দূষিত পদার্থগুলি হলো—Urea, Uric Acid, Hippuric Acid, Xanthine, Hypoxanthine প্রভৃতি এবং এসব মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে।

কিডনী ঠিকমতো কাজ না করলে শরীরে ভয়ংকর বিশৃংখলা দেখা দেয়। হাত-পা ফুলে যায়। প্রস্রাব হয় না ঠিক মতো। এই রোগকে বলে নেফ্রাইটিস (Nephritis) রোগ।

কিডনীতে ছাঁকা হবার পর মূত্র Ureter দিয়ে নেমে আসে এবং সঞ্চিত হয় বস্তিকোটরে অবস্থিত মূত্রস্থলি বা Bladder-এ। সেখানে মূত্র জমা হয়। উপযুক্ত

কিডনী কর্তিত
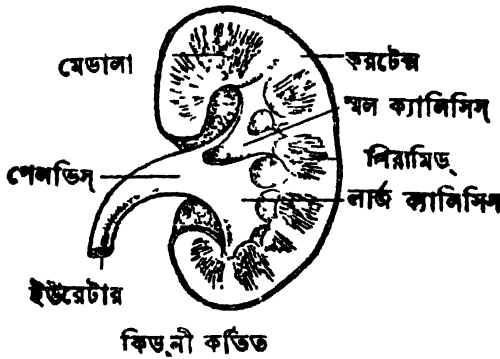
পরিমাণে মূত্র জমলে তা মূত্রনালী বা Urethra দিয়ে প্রস্রাব আকারে বেরিয়ে যায়। মূত্রের রং, বিক্রিয়া, অসুস্থতাব বিষযে ল্যাবরেটারী রিপোর্ট প্রভৃতি সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রজনন যন্ত্র

নর এবং নারীর প্রজননের ফলেই নূতন সন্তানের জন্ম হয়। এই প্রজননের কাজ নারীর দেহেই সংঘটিত হয়। তবে তার জন্য চাই পুরুষের প্রজননে অংশ গ্রহণ। তার কারণ পুরুষের শুক্রকীট, নারীর ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হয়েই ভ্রূণ সৃষ্টি করতে পারে।

পুরুষের ও নারীর প্রজনন যন্ত্রাদি সম্পূর্ণ ভিন্ন। পুরুষের প্রজনন যন্ত্রের কাজ হলো, সতেজ শুক্রকীট উৎপন্ন করা এবং তা প্রজননের মাধ্যমে নারীর প্রজনন যন্ত্রে প্রবেশ করানো। কিন্তু নারীর প্রক্রিয়া ভিন্ন।

নারীর দেহেই ভ্রূণ উৎপন্ন হয় ভ্রূণ অবস্থান করে ও তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণাঙ্গ সন্তানের জন্ম হয়ে থাকে।

পুরুষের জনন তন্ত্র

এটি প্রধানতঃ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত, তা হলো—

1. অণ্ডকোষ ও অণ্ডদ্বয় (Scrotum & Testis) এবং এপিডিডামিস Epidedymis) ।
2. শুক্রবাহী নালী (Vas deferens) ।
3. শুক্রস্থলী (Seminal Vescicle) ।
4. প্রোষ্টেট গ্রন্থি (Prostate Gland) ।
5. যৌন ইন্দ্রিয় (Penis) ।

অণ্ডকোষ বা অণ্ডদ্বয়

পুরুষ ইন্দ্রিয়ের ঠিক নিচে যে ঝুলন্ত থলি থাকে, তা হলো অণ্ডকোষ । এর মধ্যে দুটি অণ্ড থাকে ।

প্রতিটি অণ্ডের মধ্যে ছোট ছোট শুক্র উৎপাদনকারী অংশ থাকে । এই সব শুক্র শুক্রবাহী নালিকার দ্বারা এপিডিডিমিসে জমা হয় । সেখান থেকে তা শুক্রবাহী নালীর দ্বারা বাহিত হয়ে চলে যায় পেটের মধ্যে । সেখানে আবার নানা পথ ঘুরে তা আসে প্রোষ্টেট গ্রন্থিতে । প্রোষ্টেট গ্রন্থির মাঝ দিয়ে যায় এই শুক্রবাহী নালী । প্রোষ্টেট গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এক ধরনের রসও তার সঙ্গে মিশে যায় । এই সব মিলিয়ে যৌন উত্তেজনার সময় বীর্য ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে বের হয় ।

যৌন ইন্দ্রিয়

পুরুষের মূত্র ইন্দ্রিয় এবং যৌন ইন্দ্রিয় এক এবং অভিন্ন । এই যৌন ইন্দ্রিয়ের মোট চারটি ভাগ ।

1. অগ্রভাগ বা Glans Penis ।
2. অগ্রচ্ছদ বা Prepuce ।
3. ইন্দ্রিয়ে দেহ বা Body of the Penis ।
4. মূলভাগ বা Root of the Penis ।

এই ইন্দ্রিয়টি স্পঞ্জের মতো পেশীর দ্বারা নির্মিত হয় । সাধারণ অবস্থায় এটি নরম ও ছোট থাকে । উত্তেজিত হলে এই সব পেশীর মধ্যে রক্ত জমা হয় এবং তার ফলে ইন্দ্রিয় দৃঢ় হয় ও আকারে বেড়ে যায় ।

প্রোস্টেট গ্রন্থি

প্রোস্টেট গ্রন্থিটি আকারে একটি সুপারীর মতো। দুটি শুক্রবাহী নালী ও
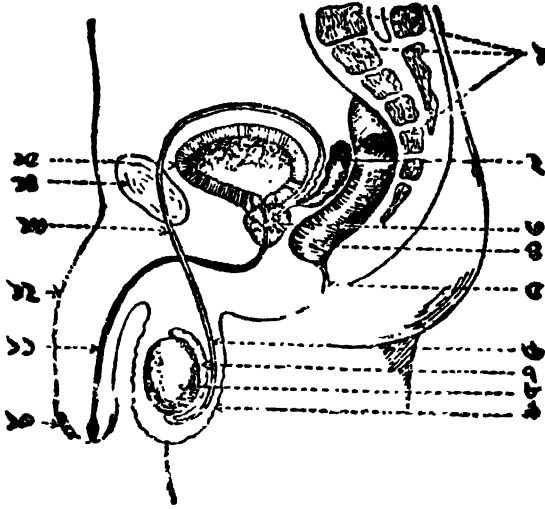
শুক্রস্থলির মুখ মিলিত হয়ে প্রবেশ করে এর মধ্যে। তারপর শুক্রবাহী নালী এই প্রোস্টেট গ্রন্থি পার হয়ে ইন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে। এই গ্রন্থিরও একটি নিজস্ব রস আছে।

শুক্রকীট

বীর্য বা Semen-এর অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে থাকে অসংখ্য ছোট ছোট শুক্রকীট। এই শুক্রকীট সাধারণ চোখে দেখা যায় না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়। এই শুক্রকীটের চারটি অংশ। তা হলো—

1. মাথা (Head), 2 গলা (Neck), 3. দেহ (Body), 4 লেজ (Tail)।

জরায়ুর মুখে নিক্ষিপ্ত হলে এই শুক্রকীট লেজের সাহায্যে উপরে উঠে যায়। কিন্তু প্রথমে যে কীট নারীর ডিম্বে বা Ovum-এ প্রবেশ করে তার লেজটি প্রবেশের আগে খসে যায়। তখন ডিম্বটি হয় নিষিক্ত ডিম্ব বা Fertilised Ovum।

শুক্র-বাহী নালী ও শুক্রস্থলি (Vas Deferens and Seminal Vescicle)

অণ্ড থেকে শুক্রবাহী নালী দিয়ে শুক্র উপরে উঠে পেটের মধ্যে চলে যায়। দুদিকে থেকে যায় দুটি নালী, মূত্রস্থলির পেছনের প্রোস্টেটের ওপর দুদিকে থাকে দুটি

বীর্যস্থলী। এখানে শুক্র জমে ও উত্তেজনার সময় তা বীর্যের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

নারীর বহির্জনন অংশ (Female External Genital Organs)

নারীর বহিঃজনন অংশ বলতে বোঝায় যে অংশগুলি, তা হলো—

1. বৃহৎ ভগোষ্ঠ (Labia Majora)।
2. ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ (Labia Minora)।
3. ভগাঙ্কুর (Clitoris)।
4. যোনি পথ বা যোনি নালীর মুখ (Vagina)।
5. মূত্র ছিদ্র (Urethra)।
6. সতীচ্ছদ বা যোনিচ্ছদ (Hymen)।

উপরের দিকে যেখানে দুটি ভগোষ্ঠ মিশেছে, সেই উঁচু স্থানটিকে বলে কামাদ্রি (Mons Veneris । তার নীচের দুটি ভগোষ্ঠ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে যোনির মুখ,
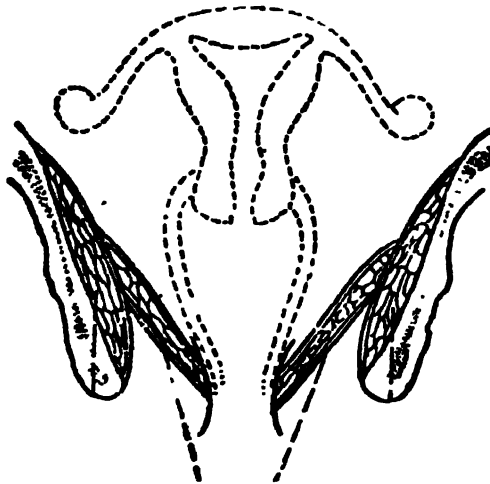
ও মূত্রছিদ্র। তার উপরেই হলো ভগাঙ্কুর। নারীর যৌন অঙ্গ ও মূত্রছিদ্র পৃথক—পুরুষের মতো এক নয়।

নারীর অন্তর্জননেন্দ্রিয় (Female Internal Genital Organs)

নারীর অন্তর্জননেন্দ্রিয় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। তা হলো—

1. যোনিনালী (Vaginal Canal)।

2. জরায়ু (Uterus)।
3. ডিম্ববাহী নালী (Fallopian Tube)।
4. ডিম্বকোষ (Ovary)।

প্রতি 28 দিন অন্তর ডিম্বকোষ থেকে পূর্ণাঙ্গ ডিম্ব বের হয়ে গিয়ে ডিম্ববাহী নালীতে অবস্থান করে। এই ডিম্ব 7—8 দিন জীবিত অবস্থায় থাকে। ফলে যোনিনালী দিয়ে কোনও শুক্রকীট ভেতরে প্রবেশ করলে, তা জরায়ুর দেহ বেয়ে ডিম্ববাহী নালীতে প্রবেশ করে এবং ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলনের ফলে নিষিক্ত ডিম্ব সৃষ্টি হয়—যা পরে ভ্রূণ গঠন করে থাকে। ঐ ডিম্ব প্রথমে এসে আশ্রয় নেয় জরায়ুতে। নয় মাস দশ দিন অর্থাৎ 280 দিন জরায়ুতে অবস্থান করার পরে, এটি বর্ধিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সন্তানরূপে জরায়ু থেকে বেরিয়ে আসে।

যদি এই সময—অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ডিম্বটি জরায়ুতে অবস্থান করার সময় যৌন মিলন না ঘটে এবং শুক্রকীট ডিম্বের সঙ্গে মিলিত হতে না পারে তা হলে ডিম্বটি নষ্ট হবার পরে' এটি কিছু রক্ত, Mucous প্রভৃতির সঙ্গে বেরিয়ে আসে। তাকেই বলা হয় ঋতুস্রাব বা Menstruation। ঋতুস্রাব চলে 4-5 দিন, তারপর—আবার জরায়ুর ঝিল্লী নতুনভাবে নিজেকে গঠন করতে থাকে। প্রতি 28 দিন অন্তর এইভাবে একবার ঋতুস্রাব হয়ে থাকে।
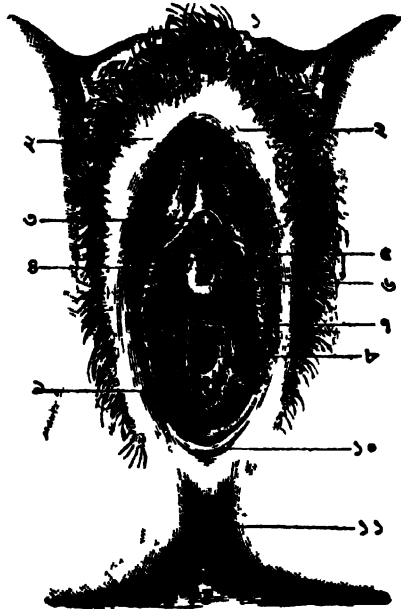
1. কামাদ্রি, 2 বৃহৎ ভগোষ্ঠ, 3. ভগাঙ্কুর, (4-5) ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ,

6. মূত্র ছিদ্র বা মূত্র নালী, 7. সতীচ্ছদ, 8. যোনি দ্বার, 9. সতীচ্ছদ 10. ভগোষ্ঠের নিম্নাংশ, 11. পায়ু।

জরায়ু (Uterus)

জরায়ুটি বস্তিকোটরে মূত্রস্থলির ঠিক পেছনে অবস্থিত থাকে। এর পেছনে থাকে মলাশয় বা Rectum। জরায়ুর আকার স্বাভাবিক অবস্থায় লম্বায় প্রায় 3 ইঞ্চি মতো হয়। এটি দেখতে অনেকটা একটি পেয়ারার মতো আকারের, তবে একটু চ্যাপ্টা। নিচের দিকে এটি ক্রমে সরু হয়ে জরায়ু গ্রীবা বা Cervix-এ শেষ হয়েছে। যোনি নালীর প্রান্ত এবং জরায়ু গ্রীবার মধ্যে একটা খাঁজ থাকে।

জরায়ুর উপরের দুটি প্রান্তে দুটি ডিম্ববাহীনালী এসে মিশেছে।

যোনিপথ

এটি ঝিল্লী বা Mucous Membrane দ্বারা আবৃত থাকে। এর মুখ কুমারী অবস্থায় এটি পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে, তাকে বলে সতীচ্ছদ বা যোনিচ্ছদ। যোনিপথ সাধারণতঃ 3 থেকে $3\frac{1}{2}$ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে। যোনিপথ ভগোষ্ঠের কাছে সংকীর্ণ কিন্তু ভেতরের দিকে তা ক্রমশঃ প্রশস্ত হয়।

জরায়ু ও যোনিপথ খুব নরম প্রসারণশীল টিস্যু বা কোষকলা দ্বারা তৈরী। তাই জরায়ুতে সন্তান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর আকারও বর্ধিত হয়। আবার প্রসবের সময় যোনিপথ যথেষ্ট প্রসারিত হয়ে থাকে।

ডিম্বকোষবহ নালী (Fallopian Tube)

দুদিকে দুটি ডিম্ববাহী নালী থাকে। তবে যে মুখটি ডিম্বকোষের সঙ্গে থাকে দেখতে অনেকটা ফানেলের মত, তবে তার সঙ্গে সরু সরু Fimbria যুক্ত থাকে বলে ওকে বলে Fimbriated End—এই নালীদুটি ডিম্বকোষে উৎপন্ন Mature Ovum-কে শুক্রকীটের সঙ্গে মিলনের জন্যে ধারণ করে থাকে। উপযুক্ত সময়ে মিলন ঘটলে নিষিক্ত ডিম্ব Fertilised Ovum সৃষ্টি হয়। নিষিক্ত ডিম্ব ডিম্বনালী থেকে এসে জরায়ুতে অবস্থান করে এবং সেখানে প্রোথিত হয়—তাকে বলে Embedding of the Ovum।

ডিম্ববাহী (Ovaries)

দুদিকে দুটি ডিম্বকোষ বা Ovary থাকে। এই দুটি দেখতে হয় ডিম্বাকার। দৈর্ঘ্য প্রায় এক ইঞ্চি।

ডিম্বকোষে অসংখ্য ডিম্বাণু থাকে। প্রতি 28 দিন অন্তর একটি করে পূর্ণাঙ্গ ডিম্বাণু (Mature Ovum) ডিম্বকোষ থেকে নেমে আসে ডিম্ববাহী নালীতে।

তাছাড়া এই ডিম্বকোষ দুই ধরনের হর্মোন রস সৃষ্টি করে। এই দুই ধরনের রসের মধ্যে Oestrone স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর ঋতুকালে থাকে—যখন আগেরটি বন্ধ হয়ে যায়, অন্যটি গর্ভে সন্তানের স্থিতি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

শূলব্যথা ও পেটে ব্যথা

(Colic pain or Pain in the Abdomen)

কারণ—পেটে ব্যথা একটি কোনও রোগ নয়—নানা রোগের এটি হলো একটি লক্ষণ মাত্র।

কখনো আবার পেটে হঠাৎ আচমকা প্রবল মোচড়ানো ব্যথা হয়। তাকে বলে শূলবেদনা। এই ব্যথা সাধারণতঃ একভাবে থাকে না—কখনো কমে আবার কখনও বাড়ে।

ব্যথা বৃদ্ধির কারণ হলো, পেটের কোনও স্নায়ুর প্রান্তে বা Free Ending-এ ব্যথার অনুভূতি জাগে। তারপর ব্রেনের মেডেলায় Pain Centre-এ ব্যথার অনুভূতি জাগায়।

নানা কারণে ব্যথা বা শূল ব্যথা হতে পারে

1. পেটে অম্ল হওয়ার ফলে অনেক সময় দীর্ঘ দিন চাপা অম্বলে ভুগে পেটে আলসার হয়। তার ফলে পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র বা বৃহদন্ত্রের স্নায়ুতে যে ব্যথা, থাকে বলে **অম্লশূল**

2. পিত্তবাহী নালীতে পাথর জমে ঠিক মতো পিত্তরস আসে না। তার ফলে যে ব্যথা হয়, তাকে বলে **পিত্তশূল** বা পিত্ত পাথুরীর ব্যথা।

3. আমাশয়, নাড়ীর চারদিকে প্রচণ্ড ব্যথা, কোঁক বা Large Intestine বা Colon-র ব্যথা ও তার সঙ্গে আমাশয় থাকলে তাকে বলে আমজনিত শূল। এর সঙ্গে বৃহদন্ত্রে আলসার বা **কোলাইটিস** (Colitis) হতে পারে।

4. কিডনীতে বা মূত্র প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়। তার জন্য যে ব্যথা হয়, তাকে বলে **মূত্রাশয়ের শূল** বা Renal Colic।

5. কোন নালী বা Intestine এর অংশ ফুটো বা Perforation হলে তার জন্য প্রচণ্ড ব্যথা হয় ও রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

6. উপাঙ্গ প্রদাহ বা Appendix ফুটো বা Perforation হলে তার জন্য প্রচণ্ড ব্যথা হয় ও রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়।

7. পেরিটোনিয়ামে প্রদাহ, উদরী প্রভৃতির জন্য ব্যথা হতে পারে।

8. লিভার, কিডনী, প্লীহা প্রভৃতিতে টিউমার হলে তার জন্যে ব্যথা হতে পারে, কখনো বা ব্যথা হয় না।

9. বদহজম, বায়ু ও Food Poisoning-এর জন্য ব্যথা হতে পারে।

রোগ নির্ণয় —ঠিক কোন্ স্থানে ব্যথা ও ব্যথার ধরণ থেকে অনেক সময় রোগ নির্ণয় করা যায়। তাছাড়া আগের ইতিহাস, অনেক সময় কোন্ ধরণের ব্যথা, তা রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে থাকে। তবে তা সত্ত্বেও সঠিক রোগ নির্ণয় করা কঠিন।

যদি সাধারণভাবে সঠিক রোগ নির্ণয় করা না যায়, তা হলে সাধারণভাবে বা Barium meal খাইয়ে পেটের X-ray ফটো নিতে হবে—তা হলে তা থেকে সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

লক্ষণ —(1) পেটে অসহ্য ব্যথা বা যন্ত্রণা, কখনো বা তার সঙ্গে প্রচণ্ড কামড়ানি ভাব দেখা দেয়। অনেক সময় রোগী ব্যথায় ছটফট করে। ব্যথা কখনো কমে, কখনো বাড়ে।

(2) কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, আবার কখনো বা উদরাময় দেখা দেয়।

(3) গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, Food Poisoning, ঠাণ্ডা লাগা, অনিয়ম প্রভৃতি কারণে হলে ব্যথা চলতে থাকে, সহজে তা কমবে না।

(4) বমি, গা বমি বমি ভাব, পিত্তবমি, অম্লবমি প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

(5) সব সময়ে পেট ভরা ভরা ভাব—কিছু খেতে ইচ্ছাই করে না। বায়ু নিঃসরণ, উদ্গার প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

(6) অনেক সময় পেটে বায়ু জমে পেট ফুলে ওঠে। তখন রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করে, ঘাম দেখা দেয়। এ অবস্থা হলে প্রায়ই রোগীর মলমূত্র বন্ধ হতে দেখা যায়।

(7) অনেক সময় পেট শক্তভাব ধারণ করে—কখনো বা তা করে না।

(৪) নার্ভ বা স্নায়ুর Reflex কমে যেতে পারে।

জটিল উপসর্গ —(1) Perforation হলে রোগী যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে অপারেশান না করলে রোগীর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে ও মৃত্যু হয়।

(2) অনেক সময় প্রবল যন্ত্রণা ও বমির জন্য রোগীকে ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়ালে বিপদও হতে পারে।

(3) জটিল নানা রোগ হলে তার চিকিৎসা না করলে. সাধারণ ঔষধে কোন ফল হয় না।

চিকিৎসা

শিরঃরোগ, কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটফাঁপা, অম্ল বা জ্বালাকর উদ্গার, বমি বা বমির ভাব, পাকস্থলীতে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্সভমিকা—১x—৬, চা,কফি,সুরাপায়ীদের পক্ষে এই ঔষুধ অত্যন্ত উপকারী)। স্ত্রীলোকদের পক্ষে, পালসেটিলা ৬ উপকারী। অসহ্য পেট কামড়ান, প্রবল তৃষ্ণা, পেট সেঁটে ধরা, ভয়ানক যন্ত্রণা লক্ষণে, ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x বিচূর্ণ (গরম জলসহ) সেব্য। পাকস্থলীতে খোঁচা বেধার মত বেদনা বা

জ্বালা, পানাহারের পর বমি, অস্থিরতা দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। পাকস্থলীতে চাপবোধ ও বেদনা, রাত্রিবেলায় যন্ত্রণা বাড়ে, এবং ঘাম হয়, পেট সেঁটে ধরা, শ্বাস প্রভৃতি লক্ষণে, প্রথমে কফিয়া ৬ ও পরে ক্যামোমিলা ৬। পুরাতন রোগে লক্ষণানুযায়ী ক্যালকেরিয়া ৬ বা ফস্ফোরাস ৬ অথবা কার্বোভেজ ৩০। পাকস্থলীতে খালি বোধ ও জ্বালা, পেট ফাঁপা, পেটে খিল ধরা, শূল বেদনা, পা গুটিয়ে পেটের উপর রাখলে বা সামনের দিকে ঝুঁকলে উপশম বোধ লক্ষণে, কলোসিন্থ ৬। ডায়াস্কোরিয়া ৬ পেট ব্যথার ভাল ঔষধ। লক্ষণ—রোগী হাত পা ছাড়িয়ে পেছন দিকে বেঁকে থাকলে ব্যথার উপশম হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —ঘোল, আনারস, বেদানা, বাতাবী লেবু, আপেল, দুধ, সাগু, বার্লি, পুরাতন চালের পোরের ভাত, খৈ-মণ্ড প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা। গুরু-পাক দ্রব্য ভোজন একেবারে নিষেধ। চা, কফি, সুরা, বরফ প্রভৃতি অহিতকর। বিশুদ্ধ মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ উপকারী।

অজীর্ণ রোগ —(Indigestion & Dyspepsia)

কারণ —(1) অপরিমিত তৈলাক্ত দ্রব্য, ঘি, মাখন প্রভৃতি খাওয়া।

(2) বেশি পরিমাণে মাংস, ডিম প্রভৃতি খাওয়া ও গুরুভোজন।

(3) অনিয়মিত খাওয়া বা নিয়মিত না খাওয়া।

(4) অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শ্রম।

(5) অতিরিক্ত মদ্যপান।

(6) বেশি চা, তামাক, সিগারেট প্রভৃতি খাওয়া।

(7) বেশিদিন অন্য রোগে ভুগে শরীর খুব দুর্বল হওয়া।

(8) খুব বেশি অম্ল, আচার প্রভৃতি খাওয়া।

(9) অস্বাস্থ্যকর বা স্যাঁতসেতে ঘরে বাস, ঠাণ্ডা লাগানো, বেশি খাওয়া, পেটে খুব চেপে কাপড় পরা, রক্তশূন্যতা, সব সময় মন খারাপ করে থাকা প্রভৃতি গৌণ কারণ।

লক্ষণ—(1) ক্ষুধা খুব কমে যায় বা ক্ষুধা একেবারে থাকে না।

(2) পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা বা উদরাময়, ঢেঁকুর ওঠা, ঢেঁকুরে গন্ধ প্রভৃতি। চোঁয়া ঢেঁকুর হয় কখনো।

(3) গা বমি বমি ভাব বা বমি হয় কখনো।

(4) বুকজ্বালা, গলাজ্বালা থাকতে পারে।

(5) পেট ভার হয় বা পেটে ব্যথা হতে পারে।

(6) পেটে বায়ুসঞ্চয় হতে পারে কখনো।

(7) মুখ দিয়ে জল ওঠা, এবং অস্বাস্থ্যভাব।

(8) মাথাধরা ও মাথাব্যথা থাকতে পারে।

(9) কখনো বা এই সঙ্গে বা কিছু পরে পাতলা পায়খানা শুরু হয়। সাধারণতঃ এই রোগ দুই ধরণের হয়।

তরুণ অজীর্ণ রোগ —হঠাৎ রোগের আক্রমণ ঘটে থাকে। সাধারণতঃ খাবার গোলমালে এরূপ হয়। আবার চিকিৎসা এবং উপবাস করলে ভাল হয়।

(2) পুরনো অজীর্ণ রোগ —অনেকদিন ধরে অজীর্ণ রোগ চলতে থাকে। বৃদ্ধদের এটি বেশি হয়। রুগ্ন শরীরের জন্যও এরূপ হতে পারে অনেক সময়। রক্ত-শূন্যতা, দুর্বলতা, অন্য রোগে ভোগা, সূতিকা বা জরায়ুর রোগ, নিয়মিত বেশি মদ্যপান প্রভৃতিও এর কারণ।

চিকিৎসা

মুখ দিয়ে জল ওঠা—এবিস নাইগ্রা ৬, অ্যাণ্টিম ক্রুড ৩০, কার্বো-ভেজ ৩x চূর্ণ, ব্রাইয়ো ৬, পালস ৩০, নাক্সভম ৩০, লাইকো ৩০।

ক্ষুধামান্দ্য—ক্যাল্কে-কার্ব, চায়না, ফেরাম, এবিস-নাইগ্রা, কার্বলিক-অ্যাসিড, বেল, চিনি-আর্স, ইপিকাক, পাল্‌স, রাসটক্স, কার্বো-ভেজ, লাইকো।

রাক্ষুসে ক্ষুধা—চায়না, সিনা, আয়োড, নেট্রাম-মিউর।

পেটফাঁপা—লাইকো (কোষ্ঠকাঠিন্য সহ পেটফাঁপা) কার্বো-ভেজ, (উদরাময় সহ পেটফাঁপা) নাইট্রি-অ্যা (উপর পেটফাঁপা)।

বুক-জ্বালা—ক্যাল্কে কার্ব ৬, কার্বোভেজ ৬, ক্যাপ্সিকাম ৬, নাক্সভম ৩০, পাল্‌স, নাইট্রিক অ্যাসিড ৬।

দুর্গন্ধ ঢেঁকুর ওঠা—কার্বোভেজ ৬, সালফার ৩০।

অম্লরোগ—অ্যাসিড সাল্‌ফ ৩x, ৩০, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩০। নেট্রাম ফস ৩x, ১২x চূর্ণ ; ফস্ফোরাস ৩, রিউমেক্স ৩০, রোবিনিয়া ৩। ক্যারিকা পেপেয়া—θ, ৫ থেকে ১০ ফোটা খাওয়ার পর।

হিক্কা—অ্যাসিড সালফ্‌, (অম্লরোগসহ হিক্কা) : নাক্স ভম, আর্স, কলোফাই, জেলস্‌, ইগ্নে, সালফিউরিক অ্যাসিড, সাইকিউটা।

আহার করার দোষে অজীর্ণ রোগ—পাল্‌স—পিষ্টক, তৈলাক্তযুক্ত খাদ্য বা ঘিয়ের দ্রব্য (যথা—লুচি, কচুরী, পোলাও প্রভৃতি) খাওয়া ও অধিক পরিমাণে ঠাণ্ডা জল খাওয়ার জন্য অজীর্ণ। কফি বা মদ্য বিশেষতঃ হুইস্কি—মদ্যপান ও রাত্রিজাগরণ, আফিং সেবন, চিংড়িমাছ বা ডিমের শ্বেতাংশ খাওয়ার জন্য এই রোগ হলে—নাক্স-ভম ৩x, ৩০। দুধ সহ্য হয় না, দুধ পানের পর অজীর্ণতা ও পেটে যন্ত্রণা লক্ষণে, ইথুজা ৬, ক্যালকেরিয়া ৩০। অম্ল বা টক খাওয়ার জন্য অজীর্ণতায়—অ্যাণ্টিম ক্রুড ৬।

পচা মাছ বা মাখন খেয়ে অজীর্ণতা—কার্বোভেজ ৬।

আইসক্রিম খেয়ে অজীর্ণতায়—আর্স ৬।

লবণের অপব্যবহার জনিত অজীর্ণতা—ফস্‌ফো ৬ বা নেট্রাম মিউর ৩০। ফুটি, তরমুজ খেয়ে জল খেয়ে অজীর্ণরোগ হলে, জিঞ্জিবার ৩, ৬।

নিয়মিত ঊর্ধ্ববায়ু হলে কার্বোভেজ ৬, ৩০। মলদ্বার দিয়ে নিম্নবায়ু নির্গত হলে, লাইকো ৩০, ২০০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —(1) নিত্য লঘু ব্যায়াম এবং কিছুক্ষণ করে হাঁটা ও চলাফেরা দেহের পক্ষে উপকারী।

(2) মন প্রফুল্ল রাখতে হবে।

(3) গুরুপাক খাদ্য বর্জনীয়। লঘু পুষ্টিকারক খাদ্য রোজ খেতে হবে।

(4) মাংস, মশলা, কাঁকড়া, গরম মশলা বর্জনীয়। সরু চালের ভাত হালকা মাছ ও তরকারীর ঝোল উপকারী। কাঁচকলা সিদ্ধ, করলা, পেঁপে, ডুমুর সিদ্ধ উপকারী।

(5) দিবানিদ্রা, রাতজাগা, বেশি রাতে খাওয়া ক্ষতিকারক।

(6) রোজ দুবেলা খাবার পর ডাব বা লেবুর জল খাওয়া উপকারী।

অগ্নিমান্দ্য বা অক্ষুধা (Loss of Apetite)

কারণ—(1) দীর্ঘদিন নানা রোগে ভুগে শরীর দুর্বল হওয়া।

(2) জ্বর, ন্যাবা, যক্ষ্মা, অম্লরোগ, যকৃৎ প্রদাহ প্রভৃতি রোগে অনেকদিন ভোগা।

(3) পুরোনো অজীর্ণ রোগ থেকে অক্ষুধা হয়।

(4) গুরুপাক ভোজনের পর অক্ষুধা হতে পারে।

(5) মানসিক কষ্ট, দুঃখ, শোক প্রভৃতি কারণে অক্ষুধা হয়।

অক্ষুধা ঠিক রোগ নয়—রোগের লক্ষণ মাত্র।

লক্ষণ —(1) পেট ভার বোধ, ঠিক মত সময়ে ক্ষুধা পায় না। কখনো ঔষধ খেলে সেরে যায়, কখনো বার বার অক্ষুধা হতেই থাকে, কষ্টও হয়।

(2) পেট ভার, পেটে বায়ু, পেটে জ্বালা হতে পারে।

(3) চোঁয়া ঢেঁকুর হতে পারে।

(4) পেট গুড়ে গুড়ে করা বা ভুট্ ভাট্ করা।

(5) বমি বমি ভাব বা খাদ্য দেখলে বমি ভাব।

(6) কখনো অক্ষুধা থেকে পরে নিরাময় হয়।

(7) কখনো অক্ষুধার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকতেও দেখা যায়।

চিকিৎসা।

তৃষ্ণা ও বমিভাব সঙ্গে ক্ষুধামান্দ্য, সিপিয়া ৩০। কুইনিনের অপব্যবহার জনিত অক্ষুধায় হিপার সালফার। মাদক দ্রব্য ও রাত্রি জাগরণের কারণে এই রোগ হলে, নাক্স-ভমিকা ১x, ৬। তেল, ঘি, চর্বিজাতীয় বা গুরুপাক জনিত দ্রব্য খাওয়ার জন্য এই রোগ হলে, পালসেটিলা ৬। নিম্নদিকে বায়ু নিঃসরণ হলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০।

ক্ষুধামান্দ্য, মাংস ও চর্বিযুক্ত খাদ্যে বিতৃষ্ণা, দুধ সহ্য হয় না।

দুধ খেলে উদরে বায়ু সঞ্চার হয়। কিছু খাবার পরই অম্বল হয়ে টক টক ঢেকুর ওঠা লক্ষণে, কার্বো-ভেজ—৩০। অম্ল-ঢেকুর ও অম্ল উদ্গার, পিত্তাধিক্য প্রভৃতি লক্ষণে, বার্বেরিস θ, চার-পাঁচফোটা প্রতি দুই-তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া কর্তব্য।

পায়েস, পিঠা, লুচি, তৈলযুক্ত খাদ্য বেশি খাবার পর অক্ষুধা হলে এবং অমিতাচার, রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান প্রভৃতির জন্যে হলে, নাক্সভমিকা ৩x, ৩০ উপকারী।

বেশি দুধ খাওয়ার জন্য হলে, ইথুজা ৬।

পচা মাছ বা মাখন খাবার জন্য হলে, কার্বোভেজ ৬।

অম্ল বা টক বেশি খাবার জন্য অক্ষুধা হলে, অ্যান্টিম ক্রুড্ ৩, ৬, ৩০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

অজীর্ণ রোগের মতই। যতোই কম ঔষধ খেতে পারেন ততই মঙ্গল। এই অসুখে ঠাণ্ডা জল উপকারী, বিশেষতঃ সকালে ও সন্ধ্যায়।

অম্লরোগ (Acidity)

কারণ—পাকস্থলিতে নিয়মিত বেশি হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিঃসৃত হলে তার জন্য অম্লরোগ হয়। আবার অনেক সময় কম HCl নিঃসরণের জন্যও এই রোগ হয়। এটি Hypochlorhydria রোগ।

দুটি রোগই খারাপ এবং নিয়মিত চিকিৎসা না করলে তা থেকে পরে অন্য জটিল রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—(1) গলা, বুক, পেট প্রভৃতিতে জ্বালাবোধ।

(2) খাবার পর বা আগে গলা জ্বালা ও ঢেঁকুর।

(3) মুখ দিয়ে ঢেঁকুর ওঠা।

(4) মুখে অম্ল অম্ল আস্বাদ দেখা যায়।

(5) শরীর দুর্বল হতে থাকে ও খারাপ হয়।

(6) কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাময় হতে পারে।

(7) পিপাসা, মাথাধরা প্রভৃতি হতে পারে।

(8) অস্বস্তি মাথাঘোরা দেখা দিতে পারে।

(9) অনেক সময় পেটে বায়ু সঞ্চয় হয়।

(10) অনেক সময় খাবার 2-3 ঘণ্টা পরে পেটে ব্যথা হয়।

জটিল উপসর্গ

(1) অম্লরোগ থেকে অনেক সময় পেটে আলসার হতে পারে। পাকস্থলি বা অন্ত্রের আলসার হয়।

(2) অনেক সময় এই আলসার থেকে Perforation পর্যন্ত হতে পারে।

(3) অম্লরোগ যদি Hypochlorhydria হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত হজমের গোলমাল, অক্ষুধা, দুর্বলতা প্রভৃতি হতে থাকে এবং আরও নানা রোগের সূচনা হয়।

(4) পেটে বায়ু জমার জন্য সেই বায়ু উপরে চাপ দিয়ে, হাঁপানীর মত লক্ষণাদির সৃষ্টি করতে পারে।

(5) বায়ুর উর্দ্ধচাপ হার্টের ওপর পড়ে হাই ব্লাডপ্রেসার সৃষ্টি করতে পারে।

রোগ নির্ণয়

সব আগে নির্ণয় করতে হবে যে রোগটি বেশি Acid অথবা কম Acid-এর জন্যে হচ্ছে।

(1) বেশি Acid হলে তার জন্য বুকজ্বালা, পেট জ্বালা ও খাবার পর তা কম হবে। আবার খাদ্য হজম হবার পর তা বেশি হবে।

(2) বেশি Acid হলে অম্ল ঢেঁকুর প্রভৃতি দেখা যাবে।

(3) কম Acid হলে উপরের লক্ষণগুলি হবে না, কিন্তু হজম শক্তি কম, টক প্রভৃতি খেলে হজম শক্তি বৃদ্ধি, না খেলে কম প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যাবে।

চিকিৎসা

অম্লরোগসহ পাকাশয়ের বেদনা ও উর্দ্ধদিকে বায়ু নিঃসরণ হলে এবং ঢেঁকুর উঠলে আরামবোধ লক্ষণে, আর্জ নাই ৬।

অম্লরোগ, সঙ্গে পেট ফাঁপলে কার্বোভেজ ৬।

অম্ল উদগার, দাঁত টকে যাওয়া, অম্লগন্ধযুক্ত মল, গা থেকে অম্লগন্ধ নিঃসরণ ও অত্যন্ত টক তরল বমি হলে রোবিনিয়া—৩। (অ্যাসিড সালফ), শিশুদের অম্লরোগে রোবিনিয়া বিশেষ উপযোগী।

খাওয়ার পর (বিশেষতঃ তেল, চর্বি বা চিনি খাবার পর) ভুক্তদ্রব্য উঠলে ক্যাল্কে-কার্ব ৬।

মহাত্মা হ্যানিমান বলেন যে অ্যাসিড সালফ এই রোগের একটি খুব উপকারী ঔষধ।

উদরে বায়ু সঞ্চার, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণে, লাইকো ১২।

পেটে কিছু না তলালে, ম্যাগ্নেনাম ৬, বা ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৬।

পুরাতন রোগে বিশেষতঃ প্রাতকালীন উদরাময় ও কোষ্ঠকাঠিন্য মাথায় জ্বালা করা প্রভৃতি লক্ষণে, সালফার ৩০ বেশ উপকারী ঔষধ।

এছাড়া বিভিন্ন লক্ষণ মিলিয়ে অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

সব সময় রেপার্টরী (শেষে দ্রষ্টব্য) দেখে ঔষধ দিতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

(1) বেশি মাছ, মাংস, ডিম, মশলা, কাঁকড়া, চিংড়ি, টক, ঝাল প্রভৃতি খেতে নেই। মিষ্টি বা ঘি জাতীয় খাদ্য খাওয়া উচিত নয়।

(2) সরু চালের ভাত, সিঙ্গি বা মাগুর মাছের হালকা ঝোল, ছোট চারাপোনা, মাছের হালকা ঝোল উপকারী। শুকনো মুড়ি, মাখন, ছোলাভেজা উপকারী। ডিম খেলে তা পোচ বা হাফ বয়েল করে খেতে হবে।

(3) রোজ খালি পেটে বাসি জল এক গ্লাস খেলে উপকার হয়।

(4) চিরতা বা ত্রিফলার জল প্রভাতে খাওয়া উপকারী।

(5) খাবার পর ডাব খাওয়া উপকারী। Hypo হলে খাবার পর লেবু জল খাওয়া ভাল।

(6) খালি পেটে থাকা নিষেধ। তিন ঘণ্টা পর পর কিছু খাওয়া ভাল।

খাদ্য তালিকা | (Diet Chart) Hyperchlorhydria হলে—

সকালে—ডিম সিদ্ধ 1টি।

শুকনো পাউরুটি সেঁকা (বা মাখন দিয়ে) 4 পিস।

অথবা—ভিজানো ছোলা ও শুকনো মুড়ি।

দুপুরে—সরু চালের ভাত, ভালভাবে মাড় গেলে।

মাছের হালকা ঝোল।

তরকারী সেদ্ধ (মাখন দিয়ে খাওয়া চলে)।

বিকালে—ডাব একটি, দুধ একপোয়া বা আধসের।

খই বা শুকনো মুড়ি।

অথবা—ডিম হাফ বয়েল ও শুকনো পাউরুটি।

রাত্রে—শুকনো রুটি বা ভাত। মাছের হালকা ঝোল বা দুধ। তরকারী সেদ্ধ বা স্যালাড্।

Hypochlorhydria হলে—

সকালে—ডিম সেদ্ধ বা পোচ 1টি। পাঁউরুটি, টোস্ট, জেলি, মাখন 4 পিস।

মাখনও চলতে পারে জেলির বদলে।

দুপুরে—সরু চালের ভাত, মাড় গেলে।

হালকা মাংস বা মাছের ঝোল বা ডিমের কারী।

তরকারীর হালকা ঝোল।

চাটনী বা টক্ বা টম্যাটোর চাট্‌নী। লেবুজল।

বিকালে—ডিমের পোচ বা মামলেট এবং পাউরুটি।

অথবা মাংসের ঝোল ও পাঁউরুটি।

রাত্রে—হালকা মাছ, মাংস বা ডিমের ঝোল।

অথবা ছানা উপযুক্ত পরিমাণ।
ভাত বা রুটি প্রয়োজন মত। লেবুর জল এক গ্লাস।

বমনের ইচ্ছা বা বমন (Nausea and Vomitting)

কারণ—এটি কোনও বিশেষ রোগ নয়। নানা রোগের এটি একটি লক্ষণ মাত্র, যে যে কারণে এটি হতে পারে তার সীমা অসংখ্য। কয়েকটি প্রধান কারণ সম্পর্কে বলা হচ্ছে—

(1) অতিরিক্ত জ্বর বা নানা জাতীয় জ্বর।
(2) দেহে নানা রোগের বীজাণু প্রবেশ করলে।
(3) আমাশয় বা উদরাময় রোগ বা অজীর্ণ।
(4) অনিয়মিত বা অতিরিক্ত খাদ্য খাওয়া।
(5) অতিরিক্ত দুর্বলতা বা নানা রোগে ভোগার জন্য দুর্বলতা।
(6) স্নায়ুমণ্ডলের নানা ধরণের রোগ।
(7) মানসিক নানা কারণ—যেমন শোক, দুঃখ, আঘাত, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি।
(8) যকৃত এবং জরায়ুর নানা ধরণের রোগব্যাধি।
(9) শিশুদের ক্রিমি রোগ।
(10) অতিরিক্ত ভ্রমণ বা ট্রেন জার্নি, সমুদ্র ভ্রমণ, বিমানে ভ্রমণ প্রভৃতি।
(11) গর্ভের প্রথম অবস্থায় এটি স্বাভাবিক। তবে তাতে আশঙ্কা নেই। পরবর্তী অবস্থায় তা অশুভ।
(12) হিস্টিরিয়া রোগ, মৃগীরোগ প্রভৃতিতে।

লক্ষণ—(1) প্রথমতঃ পেট গুলোতে থাকে—পরে নানা শারীরিক অসুস্থতা দেখা দেয়।

(2) পেটে ব্যথা থাকে মাঝে মাঝে।

(3) অজীর্ণ হলে বমি হয়ে নানা খাদ্য বেরিয়ে আসে। তা না হলে শেষে জল বের হয়।

কখনো বা বমির সঙ্গে পিত্ত বের হয়। তা অতি অশুভ লক্ষণ। একে বলে পিত্তবমি। বেশি জ্বর, ম্যালেরিয়া, লিভারের রোগ প্রভৃতিতে পিত্তবমি হয়। বমির সঙ্গে সঙ্গে রক্ত উঠলে অতি কুলক্ষণ।

চিকিৎসা

রাত্রি জাগরণ, মাদক দ্রব্য খাওয়া প্রভৃতি কারণে বমি বা বমিভাব হলে—নাক্স ভমিকা ৩, ৬।

মস্তিষ্কে আঘাত লাগার জন্য বমি—আর্ণিকা ৩।

রক্ত বা শ্লেষ্মামিশ্রিত বমি, সব সময় বমি ভাব অথবা কষ্টকর বমিতে, ইপিকাক ৩।

জল খেয়ে বমি বা বমির ইচ্ছা প্রভৃতিতে রোবিনিয়া ৬। ভেদ বমি বা পিত্ত বমি, দুর্বল লাগে শরীর, পাকস্থলীতে এবং পেটে উত্তাপ, জ্বালা ও বেদনা প্রভৃতির লক্ষণে, আর্সেনিক ৬।

যানবাহনে ভ্রমণের জন্য বমি, ককিউলাস ৬।

তিতো বা অম্ল বমি উদ্গার, পেট গরম, বমি বমি ভাব, তার জন্যে খেতে ইচ্ছা করে না, ঘুরে বেড়ালে বা গাড়ী করে বেড়ালে বমিভাব হলে নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০। খাওয়ার তিন-চার ঘণ্টা পরে বমি হলে ক্রিয়োজোট ৬। খাওয়ার পরে যন্ত্রণাদায়ক বমি হলে বিস্মাথ ৩।

মলিন, সাদা, হলদে লেপযুক্ত জিহ্বা, বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যান্টিম ক্রুড ৬।

প্রচুর পরিমাণে অম্ল, পিত্ত বমিতে, আইরিস ৬।

পুরাতন রোগে প্রথমে সালফার ৩০, পরে ক্যালকে কার্ব ৩০ হিতকারী।

সাধারণ ঔষধগুলি এখানে দেওয়া হলো।

এছাড়া বিভিন্ন অবস্থায় লক্ষণ দেখে অন্যান্য ঔষধ দেওয়া চলে।

গ্রন্থের শেষে যে রিপোর্টারী দেওয়া আছে তা ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

(1) কোন বিষাক্ত খাদ্য বা কোনও বিষ পেটে গিয়ে বমি হলে তা বের করে ফেলতে হবে। তার জন্য জল খাইয়ে বমি করানো কর্তব্য।

(2) কচি ডাবের জল উপকারী।

(3) মুড়ি ভেজানো জল, কমলালেবুর রস, প্রভৃতি খেলে বমি কমে যায়। মৌরি ভেজানো জল খেলেও অনেকটা সুফল হয়। বরফ চোষা খুব উপকারী।

(4) বরফ অবস্থায় খেতে দিতে নেই। সম্পূর্ণ বন্ধ হলেও খিদে পেলে ধীরে ধীরে হালকা খাদ্য খেতে দিতে হবে। বমি চলাকালে তরল হালকা খাদ্য বরফ দিয়ে দেওয়া উচিত।

উদরাময় (Diarrhoea)

কারণ —(1) সাধারণতঃ অজীর্ণ রোগের থেকে পরে উদরাময় বা ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হয়।

(2) গুরুপাক দ্রব্য আহার, অনিয়মিত ভোজন, বেশি চর্বিযুক্ত খাদ্য খাওয়া পচা, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খেলে এটি হয়।

(3) অতিরিক্ত মশলা যুক্ত গুরুপাক দ্রব্য খেলে উদরাময় হয়।

(4) খুব গরমের পর ঠাণ্ডা জলে স্নান, বরফ খাওয়া, হঠাৎ ঘাম বন্ধ হওয়া প্রভৃতি গৌণ কারণ।

(5) বহুদিন থেকে প্রাচীন আমাশয়ে ভোগা অন্য কারণ।

(6) গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত গরমের জন্য এই রোগ হয়।

(7) উগ্র উদরাময় (Acute Diarrhoea) বীজাণু সংক্রামণের জন্য এটি হয়। একে বলে Food Poisoning।

(8) শোক, ভয়, দুঃখ, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি কারণে এটি হয়। বিনা কুন্থনে বার বার তরল ভেদ হওয়াকেই বলা হয় উদরাময় রোগ। ক্ষুদ্রান্ত্র এবং বৃহৎ অন্ত্রের উত্তেজনা ঘটলে ঠিক মতো হজম হয় না। তার ফলেও বারবার তরল পায়খানা হতে থাকে।

লক্ষণ—(1) ঘন ঘন তরল পায়খানা হতে থাকে।

(2) কখনো কুন্থন থাকে—প্রায়ই থাকে না।

(3) পেট ভুট্ ভাট্ বা গড় গড় করে।

(4) বাম বা বমনেচ্ছা প্রায়ই থাকে।

(5) কখনো অম্ল, বুক জ্বালা, গলা জ্বালা প্রভৃতি হয়।

(6) জিহ্বা লেপাবৃত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ দেখা দেয়।

(7) মাঝে মাঝে চোঁয়া ঢেকুর উঠতে থাকে।

(8) উদরাময় খুব বেশি হলে কলেরার মতো লক্ষণ দেখা দেয়। হাত-পায়ে খিল ধরে। অবসন্ন ভাব ও হার্টফেলের লক্ষণাদি দেখা যায়। অনেকে একে কলেরা বলে ভুল করেন। শরীর থেকে অতিরিক্ত জলীয় পদার্থ বের হয় Dehydration হয় এর ফলে।

(9) মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, দুর্বলতা প্রভৃতি Secondary লক্ষণ।

জটিল উপসর্গ—1. কখনো বা কলেরার মত লক্ষণ হয়ে Pulse fall করে ও খিঁচুনি, কখন বা মোহ হয় এবং মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

2. কখনো উদরাময় রোগ টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের পূর্ব লক্ষণ মাত্র। তার ফল পরে খারাপ হয়।

3. উদারময় স্থায়ী হয়ে আমাশয় সৃষ্টি করতে পারে।

চিকিৎসা

বিনা কষ্টে বার বার তরল ভেদ হওয়ার নাম উদরাময়। শীত কম্প, পাকস্থলিতে বেদনা, হাত-পা, মুখ ঠাণ্ডা লক্ষণে বিশেষতঃ গরমকালের উদরাময়ে ও সর্দি হলে উদরাময়, স্পিরিট ক্যাম্ফর। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর খাওয়া উচিত। কষ্টকর তরল মল, গরমকালে উদরাময়, কপালে ঠান্ডা ঘাম, বমি বা বমির ইচ্ছা এবং হাত-পা ঠাণ্ডা লক্ষণে, ভিরেট্রাম অ্যালব—৬।

ঘন ঘন তরল ভেদ বেগে নিঃসৃত হওয়া, কখনো-বা পেটে বেদনা থাকা, কখনও-বা বেদনা না থাকা, জল খেয়ে উদরাময় প্রভৃতিতে, চায়না ৬, ৩০।

শীত, জ্বর ও তৃষ্ণা লক্ষণে (বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লেগে উদরাময় হলে), অ্যাকোন ৩, ৬।

বমি বা বমির ইচ্ছা, সবুজ রঙের মল, পেট কামড়ান প্রভৃতি হলে, ইপিকাক ৩।

পুরাতন বেদনাহীন উদরাময়ে, ফসফরাস্ ৬। সামান্য উদরাময়ে চিনিনাম। আর্সেনিকাম ৬x একটি ভাল ঔষধ।

রোগীর গায়ে বা মলে অম্লগন্ধ থাকলে, রিউম ও অ্যাসিড-সালফ্ (৩০)।

জ্বালাকর দুর্গন্ধে, জল খেলে বমি, কুন্থন, পেটে বায়ু প্রভৃতি হলে, কার্বো-ভেজ ৬।

পানাহারের অব্যবহিতর পরেই পেটফাঁপা ও কুঁথলে দুর্গন্ধ ভেদ হলে, ট্রম্বিডিয়াম ৩০।

বাঁধা কপির তরকারি ভোজনের পর উদরাময়ে (বিশেষতঃ দিনের বেলা উদরাময়ে) পেট্রোলিয়াম ৩x।

গন্ধযুক্ত গাঁজলা গাঁজলা সবুজ বমি হলে—ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব ৬।

মলত্যাগের আগে চারিদিকে বেদনা ও মলত্যাগের পরে ঐ বেদনা কম হলে গ্যাম্বোজিয়া ৩ বা নাক্স—৩০। হলদে জল বমি, সকালে রোগ বাড়ে, নড়লে চড়লে মল নিঃসরণ হয় (বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে) এপিস—৬।

মানসিক উত্তেজনার জন্য সবুজ-রঙের মল। রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, পানাহারের পর মল ত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে, আর্জেণ্টাম নাইট্রিকাম ৬।

দুর্গন্ধ হড়হড়ে রক্ত বা পুঁজ যুক্ত মল বের হয়, প্রবল মলত্যাগ, কুঁথলে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্ণিকা ৩।

মলের রং কেবলই বদলে যায়, দুর্গন্ধ, বমি বা বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, পাল্স ৬।

এছাড়া উদরাময়ের বিভিন্ন লক্ষণের বিস্তৃত চিকিৎসার জন্য গ্রন্থের শেষ অংশে প্রদত্ত 'রিপোর্টারী' ভালভাবে দেখতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীর যাতে হিম বা ঠাণ্ডা না লাগে, তা ভাল করে দেখা কর্তব্য।
2 পেটে সরষের তেল ও জল মিশিয়ে মালিশ করলে খুব উপকার হয়।
3. গরম জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে স্পঞ্জ করা ভাল।
4. উদরাময় চললে কোনও খাদ্য দিতে নেই। শুধুমাত্র ডাবের জল, গ্লুকোজ জল খেতে দিতে হবে। বার্লি, গাঁদাল পাতা ও কাঁচকলার ঝোল, ঘোল প্রভৃতি কমলে দিতে হবে।
5. রোগ অনেকটা কমে গেলে সরু চালের ভাত এবং সিঙ্গি, মাগুর বা চারাপোনা মাছের হাল্কা ঝোল এবং কাঁচাকলা সিদ্ধ উপকারী।

6. রোগ ভাল হলেও অনেকদিন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কর্তব্য। তৈলাক্ত খাদ্য মশলা, ঝাল, টক, গরম মশলা চিংড়ি, কাঁকড়া, আচার প্রভৃতি নিষিদ্ধ। নিয়মিত সামান্য ব্যায়াম ও ভ্রমণ উপকারী।

পেট ফাঁপা বাউদরে বায়ু সঞ্চার
(Flatulance)

কারণ —এটি একটি রোগ নয়—একটি রোগ লক্ষণ মাত্র। নানা কারণে এরূপ রোগ লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পেতে পারে।

1. অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি।
2. পুরনো আমাশয়ে ভোগা।
3. পুরনো অম্লরোগে ভোগা।
4. পুরোনো জ্বর রোগে বা ম্যালেরিয়াতে ভোগা।
5. টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জন্য।
6. ভিটামিন B-এর অভাবে স্নায়ুর দুর্বলতা।

তাছাড়া আরও নানা কারণে এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে পারে।

বহুদিন রোগে ভোগা, দুর্বলতা, বেশি খাওয়া, কালাজ্বর, অনিয়মিত খাওয়া, অমিতাচার, মদ্যপান প্রভৃতি গৌণ কারণ। নিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্য অন্যতম কারণ।

লক্ষণ —1. পেট ফুলে ওঠে, পেটে বায়ু সঞ্চার হয় এবং ভুট্ ভাট, গুড়্গুড় করতে থাকে।

2. পেট উঁচু দেখায় ও চাপ বোধ হয়।
3. অক্ষুধা ও পেট ভার বোধ হতে থাকে।
4. বুক-জ্বালা, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি হতে পারে।
5. চোঁয়া ঢেঁকুর বা উদ্গার উঠতে থাকে।
6. বুক ধড়ফড় করা, হার্ট ট্রাবল প্রভৃতি হতে পারে।
7. মাঝে মাঝে নিম্নবায়ু নির্গত হয়।
8. অক্ষুধা, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতিও থাকা সম্ভব এই সঙ্গে।
9. বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা হয় কিন্তু পায়খানা পরিষ্কার হয় না।

চিকিৎসা

উপর পেটে বায়ু জমলে (বায়ুনিঃসরণ উপর দিকে হলে) কার্বো ভেজ, ৬ এবং বায়ু তল পেটে জমলে, বায়ু নিচের নিঃসারিত হলে- লাইকো ১২।

ঢেঁকুরে আরাম বোধ হলে, ল্যাকেসিস ৬ বা ক্যামোমিলা θ।

ক্রিমি জনিত রোগে, সিনা ৩x।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, নাক্স ভমিকা—৬।

সালফার ৩০ ঔষধটিও কোষ্ঠকাঠিন্যে উপকারী।

গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের জন্য রোগ হলে, পালস ৬।

বুকজ্বালা, কোষ্ঠকাঠিন্য, তিতো বমি প্রভৃতি হলে, ব্রাইয়োনিয়া ৬।

পেটফাঁপা, সঙ্গে ঢেকুর উঠলে, কার্বোলিক-অ্যাসিড—৩।

প্রধান ঔষধগুলির কথা বলা হলো। তাছাড়া লক্ষণ মিলিয়ে বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এজন্য পরিশেষে প্রদত্ত রিপোর্টারী দেখতে হবে।

পেটে বায়ুর জন্য ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই দেখতে হবে খাদ্য ব্যবস্থা। দুষ্পাচ্য খাদ্য এদের কখনো খাওয়া উচিত নয়। মশলা, ঝাল, টক প্রভৃতি খাদ্য যতটা সম্ভব না খাওয়া যায় সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

পেটের বায়ু যেন উপরের দিকে হার্টে চাপ না দেয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. জলে তার্পিন ভিজিয়ে পেটে সেঁক দিলে ভাল হয়।
2. সরষের তেল বা নারকেল তেলে জল মিশিয়ে পেটে মালিশ করলে ভাল হয়।
3. অজীর্ণ থাকলে, হালকা তরল খাদ্য খেতে হবে। পরে তা কমে গেলে হালকা অন্যান্য খাদ্য খেতে হবে।
4. অজীর্ণ ভাব কমে এলে, হালকা ঝোলভাত খেলে ভাল হয়।
5. রোজ ডাবের জল ও ফলের রস খেলে উপকার হয়।
6. স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও পেট ভাল রাখার জন্য চেষ্টা করা উচিত।
7. কোষ্ঠকাঠিন্যে ঈশবগুলের ভুঁষি উপকারী।

কোষ্ঠকাঠিন্য (Constipation)

কারণ—কোষ্ঠকাঠিন্য একটি রোগ নয়। নানা রোগের জন্য এটি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় এটি একটি অভ্যাসে দাঁড়ায়—তাকে বলে Habitual Constipation রোগ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়খানার বেগ পেলে, সঙ্গে সঙ্গে পায়খানায় না বসার ফলে ক্রনিক বা অভ্যাসগত কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

তাছাড়া অন্যান্য কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রধান কারণ হলো—

1. কোন শারীরিক শ্রম না করে ঘরে বসে থাকা বা কেবল মাথার কাজ করে দৈহিক শ্রম না করা।
2. তরল বা অল্প পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ।
3. দুশ্চিন্তা, শোক, দুঃখ প্রভৃতির জন্যে।
4. কোনও স্থান থেকে পড়ে যাওয়া বা পেটে আঘাত লাগা।
5. লিভারের রোগ এবং ঠিকমতো পিত্তরস নিঃসৃত না হওয়া।
6. বার্ধক্য এবং সেই জন্য পেটের স্নায়ুগুলির দুর্বলতা ও Peristalsis কম হওয়া।

7. সাধারণতঃ স্নায়ু দুর্বলতা।

8. দীর্ঘস্থায়ী রোগে অনেক দিন ধরে ভোগা এবং অল্প খাদ্যাদি গ্রহণ।

9. দেহে গুরুতর আঘাত।

10. আন্ত্রিক অবরোধ (Intestinal Obstruction) হলে, তার ফলে খুব বেশি Actue ভাবে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

লক্ষণ—1. নিয়মিত পায়খানা হয় না,—মাঝে মাঝে পায়খানা হয় মাত্র। কিন্তু পরিমাণে অল্প হয় ও বেশ শক্ত হয়।

2. মলের রং মাটির মত, ছাইয়ের মত, সাদাটে মত-ও হতে পারে।

3. কখনো বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা হয়—কিন্তু পায়খানা হয় না।

4. মাথা ঘোরা, মাথাধরা, জ্বর ভাব, অরুচি, খাদ্যে অনিচ্ছা হতে পারে।

5. কখনো বা বমি বমি ভাব হয়।

6. কখনো Toxic Absorbtion হবার জন্য শরীর খারাপ লাগে।

7. Liver-এর কারণে Jaundice প্রভৃতি হতে পারে।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামান্য কোষ্ঠকাঠিন্য খুব ক্ষতি করে না। বেশি হলে তা খারাপ।

জটিল উপসর্গ

1. যদি বেশি কোষ্ঠকাঠিন্য হয় বা Intestinal obstruction হয়, তারজন্য Toxic Absorbtion বা Toxaemia প্রভৃতি কুলক্ষণ দেখা দেয়। অনেক সময় এ থেকে পরে Enteric জ্বর প্রভৃতি হতে পারে।

2. Liver-এর নিঃসরণের অভাব হলে তা Gall Stone, লিভারের ক্রিয়ার অভাব, জণ্ডিস, হেপাটাইটিস, Liver Abcess, লিভারের সিরোসিস, প্রভৃতি রোগের সূচনা করে। তাই এই সব দিকে সাবধান থাকা কর্তব্য।

3. কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য খাদ্যে অনিচ্ছা, অরুচি, কখনো বা বমিভাব বা বমি প্রভৃতি হলে কুলক্ষণ। এসবের ফলে দেহ দুর্বল হয় ও বর্ণহীন হতে পারে। অল্প বয়সেই বেশি বয়সের মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়।

চিকিৎসা

মল প্রবৃত্তি মোটেই না থাকা, মল শুকনো ও শক্ত, পোড়া পোড়া, খিটখিটে স্বভাব, অপরিষ্কৃত লেপাবৃত জিহ্বা প্রভৃতি লক্ষণে (বিশেষতঃ গরমকালে কোষ্ঠকাঠিন্য হলে) ব্রাইয়োনিয়া ৬।

বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা অথচ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হওয়া, শক্ত বড় ন্যাড় অনেক কষ্টে বের হয়, তলপেটে চাপ প্রভৃতি লক্ষণ হলে, নাক্স-ভমিকা ৩x—৬।

তেল বা ঘি চর্বিযুক্ত খাদ্য গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করার জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেদের পক্ষে, পালসেটিলা—৬।

গ্রন্থিবন্ধ মলত্যাগ, কোঁথানি, মাথার উপরদিক গরম প্রভৃতি লক্ষণে (বিশেষতঃ পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য), সালফার ৩০।

পেটফাঁপা, পেট ভুটভাট করা, অতিকষ্টে সামান্য মল নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণে, লাইকোপোডিয়াম ১২।

ক্রিমিজনিত কোষ্ঠকাঠিন্যে, সিনা ৩x।

কোষ্ঠকাঠিন্য শূলে বেদনায়, প্লাম্বাম ৬।

আদৌ মলত্যাগের ইচ্ছা না থাকা, অত্যন্ত কষ্ট করে ভেড়ার নাদির মত মল নিঃসরণ করে প্রভৃতি লক্ষণে—অ্যালিউমিনা ৩০।

মলত্যাগের ইচ্ছা না থাকা, অনেকদিন পর অতি কষ্টে তা হলে, গ্র্যাফাইটিস—৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. নিয়মিত বেশি জল খেলে ভাল হয়।
2 বেল খাওয়া খুব ভাল। ঈশবগুলের ভুষি রাতে ভিজিয়ে সকালে চিনি মিশিয়ে খেলে ভাল হয়।
3. বেশি ফলমূল, শাকসব্জী প্রভৃতি খেতে হবে।
4. রাতে ছোলা ভিজিয়ে সকালে খেলে ভাল হয়।
5. নিয়মিত চিরতার জল খেলে উপকার হয়।
6 গরম দুধে খেজুর বা কিসমিস ভিজিয়ে রাতে খেলে সকালে পায়খানা পরিষ্কার হয়।
7. নিয়মিত ভ্রমণ বা হাল্কা ব্যায়াম করা ভাল।
8. প্রতিদিন সকালে উঠে নির্দিষ্ট সময়ে পায়খানা করলে ভাল হয়।

আমাশয় (Dysentry)

ইতিহাস ও প্রকারভেদ

আমাশয় রোগ অতি প্রাচীনকাল থেকে মানব সমাজে দেখা যায়। প্রাচীন আয়ুর্বেদ, ইউনানি প্রভৃতি শাস্ত্রে এর উল্লেখ দেখা যায়। তবে এখন আমাশয় দুই প্রকার বলে বর্ণিত হলো—সাদা অর্থাৎ সাদা আমযুক্ত এবং লাল বা রক্ত আমাশয় বা রক্তাশয় বা রক্তযুক্ত মল।

উদরাময় ও তার সঙ্গে কুন্থনযুক্ত ও পেটের বেদনাসহ অল্প অল্প মল, রক্ত আম অথবা আমরক্ত ও পুঁজ বারবার হতে থাকলে তাকে আমাশয় বলা হয়।

সাধারণ লোকে এটি একই ব্যাধিই মনে করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে রিসার্চ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেছে যে, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক রোগ জীবাণুর জন্য দুই প্রকার আমাশয় হয়ে থাকে। হেতুজনক কারণ ভিন্ন হলেও এদের লক্ষণে সাদৃশ্য আছে বলেই এদের সব সময় বলা হয় আমাশয় রোগ। দুই জাতীয় রোগের মধ্যে বিভিন্নতা অনেক এবং চিকিৎসা প্রণালীও বিভিন্ন। তাই পৃথকভাবে তাদের বর্ণনা করা হচ্ছে।

দুই ধরণের আমাশয় হলো—

1. **অ্যামেবিক আমাশয়** —এই রোগ এক ধরণের এ্যামিবা বা Entamoeba Hystolytica নামক বীজাণু থেকে হয়।

2. **ব্যাসিলারী আমাশয়** —শিগেলা (Shigella) জাতীয় ব্যাসিলাস থেকে হয়। ব্যাসিলারী আমাশয়ের আক্রমণ আগের থেকে আরও ভয়াবহ হতে পারে। শিশুদের পক্ষে এই রোগ মারাত্মক। অনেক সময় এ থেকে পরবর্তী সময়ে কলেরার মত লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই আমাশয় থেকে রক্তপাত, Colitis প্রভৃতি হতে পারে। অবশ্য ক্রনিক আমাশয় মাত্রই খারাপ এবং সব সময় এদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। রোগ নির্মূল করতে না পারলে, এ থেকে বৃহদন্ত্র প্রদাহ বা Entero-colitis হয় এবং আরও নানা অশুভ রোগ দেখা দিতে পারে।

অ্যামিবাঘটিত আমাশয় (Amoebic Dysentery)

কারণ —Entamoeba Hystolytica নামে এক ধরণের এককোষ জাতীয় নড়াচড়া করতে সক্ষম, দ্রুত বর্ধমান বীজাণু এই রোগের কারণ। এই বীজাণু পেটে গেলে তারা দ্রুত বর্ধিত হয় এবং বৃহদন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রদাহের সৃষ্টি করে থাকে। বৃহদন্ত্রে প্রদাহ, ঘা, ক্ষত, Ulcer প্রভৃতি সৃষ্টি করলে, যাকে বলে Intestinal. Ulcer প্রভৃতি সৃষ্টি করলে, তাকে বলে Colitis এবং দুটি অন্ত্রেই এ রূপ হলে তাকে বলে Enterocolitis রোগ।

এই প্রদাহের ফলে বার বার কুন্থন ও মলত্যাগ হয়। অনেক সময় এই রোগের উপসর্গ হিসাবে লিভারের প্রদাহ (Hepatitis), লিভারের ফোঁড়া (Liver Abcess) প্রভৃতি হতে পারে।

এই রোগ সাধারণতঃ গ্রীষ্ম মণ্ডল ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে (Tropical and Sub-Tropical Regions) বেশি পরিব্যাপ্ত। শীত, গ্রীষ্ম, সব ঋতুতেই এই রোগ হতে পারে। দূষিত খাদ্য, পচা বা বাসি খাদ্য, মাছি, জল প্রভৃতির মাধ্যমে এই রোগ বিস্তার লাভ করে থাকে। Amoeba-র যে Cyst থাকে, তারা পেটে গিয়ে রোগ সৃষ্টি করে। Cyst গুলি দ্রুত অসংখ্য Amoeba-র জন্ম দেয় এবং তাদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হতে থাকে।

তারা পেটের ঝিল্লীতে (Mucous-membrane) প্রদাহ সৃষ্টি করে থাকে। অনেক সময় Lymphatics-এর মধ্য দিয়ে ঝিল্লী থেকে এগুলি Submucous cost-এ বাসা বাঁধে। Mucous layer এবং ধমনীতে বা শিরাতেও এরা গিয়ে নানা উপদ্রব ঘটায় বা রক্ত প্রবাহ রুদ্ধ (Thrombosis) ঘটাতে পারে।

লক্ষণ —বিকাশের তারতম্য অনুযায়ী এই রোগকে মোট তিনভাগে ভাগ করা হয়—

1. উগ্র ধরণের বা Acute Type.
2. দীর্ঘস্থায়ী বা Chronic Type.
3. অব্যক্ত ধরণের বা Latent Type.

উগ্রধরনের —1. এটি হঠাৎ আরম্ভ করে। কয়েকদিন আগে থেকে মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে থাকে ও পরে হঠাৎ উদরাময় শুরু হয়ে যায়।

2. পেটের তলদেশে বেদনা দেখা যায়। কখনো বা ডান কোথে, নাভির চারদিকে ব্যথা হয়। কখনো বেদনা খুব কষ্টদায়ক হয়ে উঠতে পারে।

3. পায়খানার সময় কুন্থন ও ব্যথা হয়। পায়খানা হবার পর ব্যথা একটু কমে, পরে আবার পায়খানা হয়। এইভাবে চলতে থাকে।

4. পায়খানা দিনে 7—15 বার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।

5. মলে দুর্গন্ধ থাকে, কখনো টক গন্ধ বের হয়।

6. জিহ্বা ভেজা ও মাঝে মাঝে লেপাবৃত দেখা যায়।

7. কখনো কখনো বমিভাব বা বমি হতে পারে।

8. জ্বর হতে পারে, তবে তা অল্প হয়।

9. মাঝে মাঝে পেটে খুব মোচড়ানো ব্যথা হতে দেখা যায়।

10. মল পরীক্ষা করলে তাতে Amoeba বা তার Cyst দেখা যায়। কখনো মলে Mucous-এর সঙ্গে রক্তও সামান্য দেখা দিতে পারে। মলে পুঁজ বা Pus Cell থাকে না।

দীর্ঘস্থায়ী ধরনের

1. উগ্র আক্রমণের পর চিকিৎসা পূর্ণভাবে না হলে বা কিছু চিকিৎসা করে তা বন্ধ করে দিলে, দীর্ঘস্থায়ী ধরনের রোগ হয়। এতে অন্য লক্ষণ থাকে না। কেবল পায়খানার সঙ্গে সামান্য কুন্থন ও অল্প অল্প আম পড়ে।

2. রোগী ভুগে ভুগে দুর্বল হয়। তার দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

3. মাঝে মাঝে হঠাৎ রোগ বাড়ে এবং উদরাময় হয় ও তার সঙ্গে আম পড়ে।

4. মাঝে মাঝে বেশি খেলে হঠাৎ পেটের গোলমাল হয় ও অজীর্ণ বা উদরাময় হয়।

5. রোগীরা রোগের বাহন বা Carrier হয় এবং তাদের থেকে অন্যাদের মধ্যেও রোগ ছড়াতে পারে। তাই রোগ নির্মূল করার জন্য চেষ্টাও করা অবশ্য কর্তব্য।

6. মল পরীক্ষা করলে Mucous ও Cyst পাওয়া যায়।

7. অনেক সময় দীর্ঘদিন ক্রনিক রোগে ভুগলে বৃহৎ অন্ত্রে বা ক্ষুদ্র অন্ত্রে আলসার বা Enterocolitis হয়। তা থেকে পরে আরও নানা রোগ দেখা দিতে পারে।

অদক্ষ—উগ্র আমাশয় থেকে এদের পরে রোগ সেরে অব্যক্তভাবে দাঁড়ায়। এদের কোন বাহ্যিক লক্ষণ থাকে না। বোঝা যায় না যে এদের আমাশয় রোগ আছে। তবে এরা সর্বদা Carrier হয়ে দাঁড়ায়। পরে এদের মাঝে মাঝে অজীর্ণ, অক্ষুধা প্রভৃতি হতে পারে। এ থেকে অবশেষে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

জটিল উপসর্গ (Complications)

1. আমাশয় ক্রনিক বা Latent হলে, পরে তা থেকে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দেয়। অন্ত্রের আলসার বা Enterocolitis হয়। অন্ত্রে ঘা বা ক্ষত ধরণের হয়।

2. বুকে বা পিঠে ব্যথা দেখা দিতে পারে।

3 অন্ত্রে Gangrene হতে পারে বা তা থেকে পরে Intestinal ক্যানসার হতে পারে।

4. লিভার আক্রান্ত হয়ে Hepattis রোগ হতে পারে।

5. পান্ডু, সন্ন্যাস বা জণ্ডিস রোগ হতে পারে।

6 Liver Abcess এর ফলে হতে পারে। তারজন্য রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া সম্ভব।

রোগ নির্ণয়—উদরাময় ব্যাসিলারী আমাশয় এবং কলেরা—এদের মধ্যে কি কি পার্থক্য তা এরপরে আলোচনা করা হয়েছে ব্যাসিলারী আমাশয়ের শেষে। তাছাড়া রোগ নির্ণয় করার শ্রেষ্ঠ উপায় হলো অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মল পরীক্ষা করা। মলে Amoeba-র Cyst বা Bacilli—কি পাওয়া যায় তা দেখে চিকিৎসা করলে ভাল হয় এবং তার জন্যে সঠিক চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

চিকিৎসা

এই রোগের একটি প্রধান উৎকৃষ্ট ঔষধ হলো—মার্কিউরিয়াস।

প্রচুর আম, পেটে বেদনা ও কন কন করা, প্রস্রাবের সময় জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে, মার্কিউরিয়াস্ ৬।

পায়খানার সময় কোঁথানি এবং পায়খানার শেষে বিছ্বক্ষণ কোঁথানি এই সব লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৬ ও ৩০।

শিকনির মত সাদা আম, কখনও বা সঙ্গে আম অল্প পরিমাণে হয়, ভেদ বমি বিভিন্নবর্ণের বা প্রকৃতির। ঘি, তেল বা চর্বিযুক্ত গুরুপাক দ্রব্য খেয়ে আমাশয়, তৃষ্ণা না থাকা, রাত্রে পীড়ার বৃদ্ধি, এই সব লক্ষণে, পালসেটিলা ৬।

হাইড্রোকোটাইল এসিড দুবেলা ৫ ফোঁটা করে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রবল বমি বা বমির লক্ষণে, (বিশেষতঃ কাঁচা ফল বা টক জিনিস খেয়ে আমাশয় হলে।), ইপিকাক ৬।

পেটে দারুণ বেদনা, যন্ত্রণায় কুঁচকে যাওয়া, পেট চেপে ধরলে যন্ত্রণায় উপশম হয় প্রভৃতি লক্ষণে, কলোসিন্থ ৬।

পেট গড় গড় করা, কোঁথান, বেদনা (বিশেষতঃ পুরাতন আমাশয়) শ্লেষ্মা বা রক্ত যুক্ত মল প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যালো ৬।

রক্তমিশ্রিত দুর্গন্ধযুক্ত মল, প্রবল তৃষ্ণা, অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০।

দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু ও পেটফাঁপা, উদ্গার থাকলে কার্বোভেজ, ৬, ৩০। পেটে খুব ব্যথায় ম্যাগফস ৩x বা ৬x গরম জলসহ। বেশী ব্যথা ও আমাশয়ে ট্রম্বিডিয়াম। ৬, ৩০। হঠাৎ আমাশয় এবং জ্বরে ফেরাম ফস ৩x, ৬x। সবুজ বা চিটে গুড়ের মত পায়খানা, বমিভাবে, ইপিকাক ৩x—৬। সাদা মল ও ব্যথা রাতে বৃদ্ধি, পালসেটিলা ৩—৩০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. থানকুনি পাতার ঝোল বা পাতার রস সব রকম আমাশয়ে উপকারী। থানকুনি ও কাঁচকলার হালকা ঝোল-ভাত সুপথ্য। অবশ্য তা পায়খানা একটু কমলে খেতে হবে।

2 পেটে ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়। প্রয়োজন হলে পেট গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা ভাল।

3. উষ্ণ জলে ফ্লানেল নিংড়ে 2—4 ফোঁটা তার্পিন তেল ঢেলে মৃদু সেঁক দিলে ভাল হয়।

4. রোগ অবস্থায় তরল পথ্য, বার্লি, মিছরীর জল, গ্লুকোজ, ডাব Hydro-protein বা Protinex খেতে হবে। রোগ সেরে এলে সরু চালের ভাত, গাঁদাল পাতার ঝোল, থানকুনি পাতার ঝোল, সিঙ্গি বা মাগুর বা জ্যান্ত চারাপোনা মাছ, কাঁচকলা সিদ্ধ, বেলসিদ্ধ বা পোড়া বেল উপকারী পথ্য।

ব্যাসিলারী আমাশয় (Bacillary Dysentery)

কারণ—সিগেলা ব্যাসিলাস নামে এক জাতীয় ব্যাসিলাস থেকে এই রোগ হয়। এই ব্যাসিলিগুলি বৃহৎ অন্ত্র বা Large Intestine-এর ঝিল্লীকে আক্রমণ করে। তার ফলে অতিসার হয় এবং তার সঙ্গে আম (Mucous), রক্ত, পুঁজ পড়তে থাকে। কুন্হনের সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ পুনঃ পায়খানা হতেও দেখা যায়।

পৃথিবীর সব দেশে এই রোগের ব্যাপ্তি আছে। আবহাওয়া বা উত্তাপের তারতম্য এই আক্রমণকে ব্যাহত করতে পারে না। তবে যেখানে জল বা খাদ্য দূষিত হবার সম্ভাবনা বেশি, সেখানে এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে একথা ঠিক।

Bacillary আমাশয়ও অপ্রকাশ্য হতে বা বীজাণু লুকিয়ে থাকতে ও ক্রনিক হতে পারে। তবে এটি ব্যাপক সংক্রামক আকারেই বেশি দেখা যায়।

মে, জুন ও জুলাই মাসে যখন মাছি বৃদ্ধি হয়, তখন এই রোগ ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। জীবাণু বহনকারী মানুষ বা carrier-এর মাধ্যমেও এ রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। যারা পুরনো রোগে ভুগছে তাদের—অন্ত্রে ঘা ও রোগ মাঝে মাঝে অল্প অল্প হতে দেখা যায়। তারা শেষ পর্যন্ত carrier হয়। তবে অ্যামিবিকের থেকে এ রোগের মানুষ carrier কম হয়।

লক্ষণ—1. বীজাণুগুলি অন্ত্রের Lymph নালীগুলি এবং Mucous Membrane-এ বিস্তার লাভ করে থাকে। অবশ্য এই বীজাণু Sub-Mucous Membrane-এ ক্ষত সৃষ্টি করে। তার ফলেই আম বের হতে থাকে। অনেক সময় Capillary থেকে রক্ত সৃষ্টি করে। তার ফলেই আম বের হতে থাকে। অনেক সময় Capillary থেকে রক্ত বের হয় এবং তখন পায়খানায় আমরক্ত দেখা যায়—একেই বলে রক্ত আমাশয়।

2. অনেক সময় তীব্র আক্রমণ হলে হঠাৎ পেটে খুব ব্যথা হয় এবং তার পরেই অতিসার শুরু হয়। তার সঙ্গে Toxaemia দেখা দিতে পারে।

3 প্রায়ই অতিসারের জন্য মূত্রহীনতা হয়।

4 অনেক সময় জ্বর হয় কম বা বেশি জ্বর হলে 101 থেকে 103 ডিগ্রী অবধি উঠতে পারে। Toxaemia-র জন্য জ্বর হয়।

5. সাধারণতঃ সংক্রমণ 1—4 দিন। তারপরই অতিসার শুরু হয়ে যায়।

6. আম, রক্ত ও পুঁজমিশ্রিত গোলাপী ধরনের পায়খানা হয়। রোজ ২০ থেকে ৪০ বার পর্যন্ত একটু একটু পায়খানা হতে পারে।

7. মল খুব কম থাকে পায়খানায়। বেশির ভাগ থাকে রক্ত, পুঁজ, আম প্রভৃতি।

8. অনেক সময় বমি ভাব বা বমন হয়।

9. মলে গন্ধ সামান্য থাকে বা থাকে না। মল পরীক্ষা করলেই ব্যাসিলাস পাওয়া যায় অণুবীক্ষণে।

10. অনেক সময় জ্বর ও পায়খানা চলতে থাকলে রোগী দুর্বল হয়ে যায়। তারপর Dehydrationও হয়, তার ফলে তড়কা, মোহ প্রভৃতি লক্ষণ আসতে পারে কয়েকদিন পর। এতে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়।

ঠিকমতো চিকিৎসা হলে রোগ সেরে যায়। চিকিৎসা না হলে বা পূর্ণ নাহয়ে অল্প হলে এ রোগ থেকে ক্রনিক রোগ দাঁড়ায় এবং রোগী অল্প অল্প ভোগে মাঝে মাঝে। তাই পূর্ণ চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

প্রকারভেদ—লক্ষণ অনুযায়ী এই রোগকে পুরো তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন বিজ্ঞানীরা, তা হলো—

1. অল্প আক্ষেপ (Mild Type)
2. বেশি আক্ষেপ (Severe Type)
3. পুরাতন রোগ (Chronic Type)

অল্প আক্ষেপ—যে সব লোক স্বাস্থ্যবান বা যাদের Immunity খুব বেশি, তাদের জ্বর বিশেষ হয় না। আক্রমণ ততটা বোঝা যায় না, সাধারণ উদরাময় মনে হয়। আম কম পড়ে—তাই মল পরীক্ষা না করলে রোগ ধরা যায় না। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে বা পায়খানা বন্ধের জন্যে ঔষধ ঠিকমতো খেলে রোগ সেরে যায়, আর হয় না।

বেশী আক্ষেপ—এই ধরনের রোগ হঠাৎ মানুষকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করে থাকে। খুব বেশি জ্বরে পেটে প্রবল ব্যথা, অত্যন্ত কুন্থন, ঘন ঘন ব্যথাযুক্ত পুঁজ, আম ও রক্তসহ পায়খানা হতে থাকে।

Ascending, Transverse ও Descending colon-এ আক্রমণ ঘটে ও তাতে ঘা হয়।

পায়খানা পরীক্ষা করলে ব্যাসিলি পাওয়া যায়। শিশুদের এরূপ হলে তরল মলের সঙ্গে দুর্গন্ধ দেখা যায়। শিশুদের অনেক সময় মূত্র অবরোধ হতে দেখা যায়। সত্বর রোগ ধরা না পড়লে মৃত্যুর ভয় থাকে বা মৃতবৎ অবস্থা হয়। বমিও এই সঙ্গে থাকে। জ্বর বেশি ওঠে—এমনকি 102—103 ডিগ্রীর অধিক হতে পারে।

পুরাতন রোগ—অনেকদিন ভুগতে থাকলে রোগের উগ্রতা থাকে না। পরিপূর্ণ মাত্রায় ঔষধ না খেলেও রোগ কমে যায় বটে, তবে তা ক্রনিক হয়ে দাঁড়ায়। মাঝে মাঝে গুরু ভোজন করলে বা অনিয়ম হলে হঠাৎ পাতলা পায়খানা ও ব্যথা শুরু হয়। আবার ঔষধ খেলে কমে—এইভাবে চলতে থাকে। এ রোগ থেকে পরে Entero-colitis রোগ হতে পারে। তাই দীর্ঘদিন নিয়ম মত ঔষধ খেয়ে রোগ নির্মূল করা কর্তব্য।

জটিল উপসর্গ (Complications)

1. শিশুদের অনেক সময় অতিরিক্ত হয় ও প্রবল রোগ হলে এবং ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে মৃতবৎ অবস্থা হয় ও এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

2. অনেকদিন হলে তা ঠিকমতো রোগ সারলে এ থেকে Enterocolitis হয়। তা থেকে পরে অন্ত্রের ক্যানসার প্রভৃতি হতে পারে। চিকিৎসা না হলে অন্ত্রে আলসার হতে পারে।

3. মাঝে মাঝে হঠাৎ আক্রমণে প্রচুর পায়খানা হয়ে Dehydration হয় এবং খিঁচুনি, মোহ প্রভৃতি কলেরার নানা লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে।

4. সন্ধি বাত, মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহ (Encephalitis) হতে পারে।

চিকিৎসা

ভেদ বমিতে রক্তের ভাগ কম, শ্লেষ্মার ভাগ বেশি হলে, মার্কসল ৬।

শিকনির মতো আম, কখনো বা আমের সঙ্গে রক্ত থাকে। প্রতিবারেই বমি হয়, ঘি বা তেল জাতীয় জিনিস খেলে আমাশয় হয়, এইসব লক্ষণে, পালসেটিলা ৬।

পুরাতন রোগে প্রচণ্ড দুর্বলতা, পা ঠাণ্ডা, পচা মড়ার মতো দুর্গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ৬।

আমাশয়ে বিকার লক্ষণে, রাসটক্স ৬। রক্ত আমের পরিবর্তে আমের উপর সুতোর মত রক্ত রেখা থাকলে, (বিশেষতঃ পুরাতন আমাশয়ে) সালফার ৩০।

মার্কিউরিয়াসে উপশম না হলে, নাইট্রিক অ্যাসিড —৬।

আমাশয়ে পুরাতন অন্ত্রে ক্ষতের আশংকা, ক্রিমির ধাত, রোগীর মিষ্টি খাবার ঝোঁক, কিন্তু মিষ্টি খেলে অসুখ করে এ সব লক্ষণে, আরজেন্ট-নাই ৩০।

ছোট ছেলেদের রক্ত আমাশয়ে, ক্যালকে-ফস ৩০।

ট্রম্বিডিয়াম বা থ্রম্বিডিয়াম ৬—৩০ দুঃসাধ্য পুরাতন রক্ত আমাশয়ে একটি ভাল ঔষধ।

টাটকা রক্তভেদ— পডোফাইলাম ৬, ৩০। এছাড়া ইপিকাক, কল্চিকাম, ব্যথায় ম্যাগ্ ফস্, কলোসিন্থ, অ্যালো প্রভৃতি প্রয়োজনভেদে বা লক্ষণভেদে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. আক্রমণ অবস্থায় পায়খানা চলা কালে কেবল গ্লুকোজ, ডাবের জল, জল-বার্লি, Hydroprotein বা Protinex ছাড়া অন্য কিছু খাওয়া কর্তব্য নয়। আগে ঔষধ খেয়ে পায়খানা বন্ধ হয়ে গেলে ও খুব ক্ষুধা পেলে, কাঁচকলা, গাঁদালপাতা ও সিঙ্গি বা মাগুর মাছের হালকা ঝোল ও সরু চালের ভাত খেতে হবে। অন্ততঃ এক থেকে দুই মাস এই ভাবে হালকা ঝোল-ভাত ছাড়া অন্য খাদ্য দেওয়া উচিত নয়।

2. পেটে ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়।

3. ছাগলের দুধ খুব উপকারী, তাছাড়া রোগ কমে এলে রোজ দই, ছানা, প্রভৃতি খাদ্য খেতে হবে যাতে দুর্বলতা কেটে যায় ও বল সঞ্চার হয়।

ব্যাসিলারী ও অ্যামেবিক আমাশয়ের পার্থক্য

অ্যামিবিক	ব্যাসিলারী
1. সব বয়সেই হতে পারে।	1. সব বয়সেই হয়, তবে উগ্র আক্রমণ শিশুদের বেশি হয়।
2. বহু ব্যাপ্ত—বিশেষ দেখা যায় না।	2. মাঝে মাঝে এপিডেমিক হয়।
3. আক্রমণ—হঠাৎ আক্রমণ ও ধীরে ধীরে আক্রমণই বেশি।	3. হঠাৎ আক্রমণই বেশি হয়।
4. প্রায় সব ক্ষেত্রেই চিকিৎসা ঠিকমত না হলে ক্রনিক হয়।	4. ক্রনিক কম হয়।
5. জ্বর সামান্য থাকে বা কখনো থাকে না।	5. প্রায়ই জ্বর হয় উগ্র বা Acute অবস্থায়।
6. Toxaemia বিশেষ থাকে না।	6. Toxaemia বেশি থাকে।
7. পায়খানার সংখ্যা—সাধারণতঃ 8—10 বার পায়খানা হয়, রোগ খুব বেশি হলে 12—14 বার, ক্রনিক হলে 3—4 বার।	7. হঠাৎ আক্রমণে 25—30 বার, এমন কি তার বেশিও পায়খানা হতে পারে।
8. জল শূন্য অবস্থা বা Dehydration প্রায়ই থাকে না।	8. প্রায়ই এটি হয়।
9. খিঁচুনি, মোহ প্রায়ই হয় না।	9. মাঝে মাঝে এগুলি হতে পারে।
10. এতে প্রাণ সংশয় হয় না।	10. শিশুদের ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়।
11. পেট কামড়ানি ও কুন্থন খুব বেশি হয়ে থাকে।	11. এতে কুন্থন হয় তবে কামড় কম কম থাকে।
12. কলেরার মত ভয়ঙ্কর লক্ষণ দেখা দেয় না।	12. মাঝে মাঝে এরূপ দেখা যায়।

13. বছরের সব সময় উগ্র আক্রমণ হতে পারে।	13. সব সময় হলেও গ্রীষ্ম ও বর্ষায় বেশি হয়।
14. মল—(a) প্রচুর দুর্গন্ধ যুক্ত মল, আম ও রক্ত থাকে।	14. (a) মল প্রায় থাকে না। আম, রক্ত ও পুঁজ বেশি থাকে।
(b) Reaction acid	(b) Reaction alkaline.
(c) Cyst থাকে।	(c) Fermentation Test-এ ব্যাসিলি পাওয়া যায়।
(d) মল পরিমাণে বেশি।	(d) মল পরিমাণে কম।
(e) Pus Cell উগ্র আক্রমণে থাকে না।	(e) Pus Cell থাকে।
15. পরিণতি —Liver Abcess হয় কদাচিৎ, Peritonitis-এর আশংকা থাকে।	15. সন্ধিবাত, মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহ প্রভৃতি হতে পারে।
16. Enterocolitis হবার সম্ভাবনা বেশি, ক্রনিক বা Laten হলে।	16. কম ক্ষেত্রে এরূপ হয়।
17. Laten Case অনেক সময় থাকে।	17. এরূপ কম হয়।

উদরাময় বা আমাশয় এবং কলেরাতে পার্থক্য

উদরাময় বা আমাশয়	কলেরা
1. এতে অনেকবার প্রথমে পিত্ত সংযুক্ত হলুদ, সবুজ বা কালো পায়খানা হয়। আম যুক্ত হলে তা সাদাটে হয়।	1. এতে প্রথমেই পিত্তহীন চালধোয়ার জলের মত ভেদ হতে থাকে। অর্থাৎ খুব পাতলা হয়।
2. এতে মলে প্রায়ই অম্ল বা অন্য গন্ধ থাকে।	2. মাত্র 2—3 বার ভেদের পরে আর কোন গন্ধ থাকে না।
3. সাধারণতঃ পেট কামড়ানো বা অন্য ধরনের ব্যথা প্রায়ই থাকে। নাভির চারদিকে	3. এতে পেটে কোন ব্যথা থাকে না। বিনা ব্যথায় তরল ভেদ হতে থাকে।

ব্যথা খুব বেশি হতে থাকে। অনেক সময় রোগী পেটের ব্যথায় ছটফট করে।	
4. উরুতে ব্যথা থাকে না।	4. উরুর চারদিকে ব্যথা অনুভূত হয়।
5 এতে অনেকবার পায়খানা হবার পর পেটে বা ভিন্ন অংশে খিল ধরা (পেশীর সংকোচন) হতে পারে। (সব সময় নয়) ঊর্ধ্ব অঙ্গে হয় না কখনো।	5. এতে কয়েকবার পায়খানা হবার পর হাতে-পায়ে একসঙ্গে খিল ধরে।
6. শরীরের তাপ খুব ধীরে ধীরে কমে। তবে খুব বেশি কমে না।	6. শরীরের তাপ দ্রুত কমে এবং হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যায়।
7. রোগী খুব বেশি অবসন্ন হয়ে পড়ে না। তবে অনেক-বার পায়খানা হবার পর কিছুটা দুর্বলতা আসে।	7. এতে রোগী দ্রুত অবসন্ন হয়ে পড়ে। এমন কি অনেক সময় নড়াচড়া করার ক্ষমতা পর্যন্ত থাকে না।
8. ধীরে ধীরে তাপ কমতে পারে, সেঁক দিলে দ্রুত উপকার বা সেরে যায়। আর ভয় থাকে না। দুর্বলতা কমে যায়।	8. এতে উত্তাপ সহজে বর্ধিত হয় না। ঔষধ প্রয়োগ ভিন্ন দুর্বলতা কমে না।
9. এতে সহজে মূত্ররোধ, মূত্র-বন্ধ হয় না। অবশ্য সাময়িক ভাবে হতে পারে।	9. এতে হঠাৎ মূত্ররোধ, মূত্রবন্ধ হয়। প্রথম ভেদবমি হবার পর থেকেই শুরু হয়।
10 এই রোগ প্রধানতঃ অখাদ্য খাবার ফলে, উদরাময় অথবা পুরোনো আমাশয়ের ইতি-হাস থাকলে হয়। মল পরীক্ষা করলে কমা ব্যাসিলাস থাকে না।	10. কমা ব্যাসিলাস থেকে এই রোগ হয় এবং পায়খানা অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করলে ঐ ব্যাসিলাস পাওয়া যায়।
11 এতে শৌচকার্য করার সময় পিছলে আমের ভাব বোঝা যায়।	11. এতে সেরূপ কিছুই বোঝা যায় না।

12. এতে রোগীর চেহারা খুব বেশি বিবর্ণ হয় না—হলে তা সামান্য হয়।	12. এতে রোগীর সর্বশরীর খুব বিবর্ণ হয়। অনেক সময় শরীরে নীলচে ভাব বা Cyanosis দেখা দেয়।
13. এতে মৃত্যুর আশংকা খুব বেশি থাকে না।	13. এতে প্রায়ই মৃত্যুর আশংকা দেখা দেয়।
14. প্রথম অবস্থায় সামান্য বিধিমতে ঔষধ 3—4 বার প্রয়োগ করলে রোগ দ্রুত আরোগ্য হয়।	14. আগের মত চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না—কারণ কমা ব্যাসিলাস ঐসব ঔষধে পূর্ণ ধ্বংস হয় না।
15. এতে প্রায়ই Slaine ও Glucose দরকার হয় না।	15. এতে ঐ সব ঔষধ না দিলে কাজ হয় না,রোগীর জীবন আশংকা দেখা দেয়।

কলেরা রোগ (Cholera)

কারণ—কলেরা রোগকে চলতি বাংলা ভাষায় বলা হয় ওলাওঠা। ওলা মানে পায়খানা, ওঠা মানে বমি। এই রোগে একসঙ্গে প্রচণ্ড বমি ও পায়খানা হয়ে থাকে বলে তাকে ওলাওঠা বলে। তবে এটি আমাশয় নয়। আম খুব বেশি পড়ে না। আর আমাশয়ের রোগী সহজেই ততটা দুর্বল হয় না—যা এই রোগে হয়ে থাকে।

এই রোগের উৎপাদক যে বীজাণু তার নাম হলো 'Vibrio Cholerae'। এগুলি দেখতে ইংরাজী (,) কমার মত—তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে Comma Bacilli বা কমা বীজাণু।

মাঝে মাঝেই পৃথিবীর নানা দেশে এ রোগ ভয়াবহভাবে আক্রমণ করে। এই সব Epidemic-এ অজস্র লোক মারা যায়। এ দেশেও বহুলোক মারা যেত, আগে এই রকম ঘটনা ঘটেছে।

জলের মত পায়খানা হয় বলে, দ্রুত শরীরে জলের ভাগ কমে গেলে Muscular Cramp বা Twitching শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে হৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা কমে আসতে থাকে।

Cramp-এর পরে আসে Coma বা চৈতন্য লোপ। অবশেষে তার ফলে মৃত্যু হয়। রক্তের মধ্যে লবণ এবং জলের অতিরিক্ত অভাবই হলো মৃত্যুর কারণ। শরীর থেকে অতিরিক্ত জল পায়খানার মাধ্যমে বের হয়ে যায় বলে এই রকম হয়। তারপরেই হয় মূত্রকৃচ্ছ্রতা বা মূত্রের স্বল্পতা। Coma Vibrios-এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা অতিরিক্ত তাপে মারা যেতে পারে, হিম, ঠাণ্ডায়, বর্ষাতে তারা মরে না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে (Tropical & Sub-tropical Regions)

এই রোগ বেশি হতে পারে ঠিক—তবে শীত প্রধান দেশেও এই বীজাণু জীবিত থাকে এবং তারাও রোগসৃষ্টি করতে পারে। তবে শীত প্রধান দেশে এ রোগের সংখ্যা খুব কম। তার কারণ হলো, যাদের পেট সুস্থ ও সবল থাকে, দেহ সবল থাকে, তাদের দেহে সহজে বীজাণুর আক্রমণ হয় না। তাই ও দেশে এই রোগ কম। এদেশে এ রোগ বেশি হয়।

রোগের কারণ বলতে গেলে তাই আর একটা কথা বলা উচিত। সুস্থ, সবল দেহে এই বীজাণু হঠাৎ আক্রমণ করতে পারে না। নানা ধরণের অত্যাচার, অনিয়ম, অমিতাচার প্রভৃতি এই বীজাণুর আক্রমণে সহায়তা করে থাকে। এই কারণে অনিয়মিত অভ্যাস করা উচিত নয়।

অনিয়ম, অনাচার, অতি আহার, অতি জাগরণ প্রভৃতি হলো এই রোগের প্রধান সহায়ক। এই সব কারণে দেহ খুব দ্রুত দুর্বল হয় বলে রোগ বীজাণুরা আক্রমণ করতে সুযোগ পায়।

লক্ষণ—রোগের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে সবার আগে কলেরা রোগীর আন্ত্রিক পরিবর্তনগুলি জানা উচিত। এই রোগের Vibrios অন্ত্রের ভেতরের Epithelium-কে আক্রমণ করে। পরে ঐ সব Epithelial টিসু কিছু নষ্ট হয় এবং ঐগুলি পায়খানার সঙ্গে বের হয়। তাতে অন্ত্রের জল ধারণের ক্ষমতা কমে যায় এবং জলের মত পায়খানা হতে থাকে এবং সঙ্গে Epithelial টিসু বা আম পড়ে, তার ফলেই চালধোয়া জলের মত পায়খানা হয়।

এইভাবে চলতে থাকার ফলে রক্তের জলীয়ভাব কমে যায়। কিডনীতে রক্তের স্বল্পতা ঘটে থাকে। রক্তের চাপ কমে আসে—80-100-তে পরিণত হয়। প্রস্রাব দ্রুত কমে যায় এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা ঘটে। রক্তের Chloride কমে যায় এবং অতিরিক্ত বমি হতে থাকে।

অন্যান্য প্রধান লক্ষণ—বীজাণু প্রবেশ করার পর 12 থেকে 36 ঘণ্টার মধ্যে রোগ লক্ষণ সব প্রকাশ পায়।

1. প্রথম ও প্রধান লক্ষণ হলো—

অতিসার—পায়খানা হতে থাকে চালধোয়া জলের মত। তাতে ছোট ছোট সাদা রঙের পর্দা ভাসতে থাকে। কিন্তু পরে পর্দাগুলি নিচে পড়বার জন্য পরিষ্কার হয়।

2. কলেরার Specific লক্ষণ হলো—প্রবল উদরাময়, কিন্তু পেটে ব্যথা থাকে না।

3. জলপান ছাড়াও বমির উদ্রেক এবং মাঝে মাঝে বমি হতে পারে। কখনো বা তা হয় না—তবে তা খুব কম ক্ষেত্রে। অতিরিক্ত বমি হলে, তা আড়ষ্টতা বৃদ্ধি করে।

4. মলে কিন্তু মলের রং থাকে না। প্রথম 2—1 বার থাকলেও পরে থাকে না। 'Painless pouring of pints of pale stool'—হলো, এর লক্ষণ। পিত্ত থাকে না বলেই এর রং সাদা হয়।

5. আর এক ধরণের-কলেরা হলো Cholera Sicca—একে বলে শুষ্ক কলেরা। এতে পায়খানা বেশি বাইরে না এসে, ক্ষুদ্র অন্ত্রে জমা হয়। 2—3 বার পায়খানা হতে না হতেই রোগী মারা যায়। এটি বিপজ্জনক কলেরা। অবসন্নতা এবং Heart Failure হলো মৃত্যুর কারণ।

6. মূত্র শূন্যতা ও মূত্রকৃচ্ছ্রতা বা Dehydration হলো, কঠিন পরবর্তী লক্ষণগুলির মূল কারণ।

7. অনেক সময় হেঁচকি হয় এবং তা খুব কষ্টদায়ক হয়।

৪. পেটে ব্যথা না থাকলেও পেট জ্বালা করতে পারে।

9. পেটের মাংস পেশীর সংকোচন বা Cramp এই রোগের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ।

10. রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার স্যাঁতসেঁতে ভাব হয় এবং টানলে স্বাভাবিক অবস্থার মত মিলিয়ে যায় না।

11. শরীরের তাপ কমে 95 ডিগ্রী হতে পারে।

12. জিভে হাত দিলে তা ঠাণ্ডা বোধ হয়। গুহ্যদ্বারে তাপ বেশি থাকে।

13. চক্ষু কোটরগত হয়।

14. আঙ্গুলের মাথা, ঠোঁট প্রভৃতি নীলাভ হয় অর্থাৎ Cyanosis হতে থাকে। এইসব লক্ষণ হলো গুরুতর রকমের Toxaemia-র লক্ষণ।

15. রোগী ছট্‌ফট্‌ করে। তার পক্ষে এই অবস্থায় থাকা সম্ভব হয় না এবং খিঁচুনি খুব বেশি হয়।

16. নাড়ি সুতোর মত ক্ষীণ হয়—পরে তা অনুভব করা যায় না।

17. তীব্র পিপাসা হয়ে থাকে।

18 রক্তের চাপ কমে যায় এবং তা 70 মিলিমিটারে এসে দাঁড়াতে পারে।

19. জল পান বেশি করলেই বমি হয়। তারপর আবার পিপাসা দেখা দেয়।

20. তারপর খিঁচুনি সুরু হয়। রক্তে জলের অভাব এবং অবস্থার অবনতি ও Dehydration-এর জন্য Cramp শুরু হয়।

21. রোগী ক্রমে শক্তিহীন হয়। পেশীর কঠিন সংকোচন বা Convulsions, মোহ বা coma হয় এবং অবশেষে হার্টফেল করে রোগী মারা যায়। এটি 5—6 ঘণ্টা থেকে 2—3 দিনের মধ্যে হয়। প্রস্রাব বন্ধ থাকা রোগীর খারাপ অবস্থার নির্দেশক।

22. যদি ঐ অবস্থায় মৃত্যু না হয়, তা হলে রোগী ভালোর দিকে এগোয় এবং Stage of Reaction শুরু হয়। পায়খানার সংখ্যা কমে। বমি কমে। অঙ্গ-

প্রত্যঙ্গের শীতল ভাব দূর হয়। কিন্তু এই অবস্থা নিরাপদ নয়। অনেক সময় এই তাপ বৃদ্ধি হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়। যদি প্রস্রাব হয়, তা হলে বুঝতে হবে শুভ লক্ষণ।

লক্ষণের বিভিন্ন অবস্থাগুলি

বিজ্ঞানীরা কলেরা রোগ বা প্রকৃত কলেরার লক্ষণকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো—

1. আক্রমণ অবস্থা—1 থেকে 6 ঘণ্টা।
2. পূর্ণ বিকাশ অবস্থা—3 থেকে 24 ঘণ্টা।
3. পতন বা হিমাঙ্গ অবস্থা—12 থেকে 36 ঘণ্টা।
4. প্রতিক্রিয়া হিমাঙ্গ—সামান্য সময়।
5. পরিণাম হিমাঙ্গ—অনির্দিষ্ট।

এবারে প্রতিটি অবস্থার বিবরণ পূর্ণভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

1. **আক্রমণ অবস্থা** —কলেরার বীজাণু দেহে প্রবেশ করার পর দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে না। Incubation-এর সময় মাত্র 12 থেকে 36 ঘণ্টা। তারপর চালধোয়া জলের মত ভেদ এবং বেদনাহীন পাতলা পায়খানা শুরু হয়। এই অবস্থা 2—3 দিন স্থায়ী হতে পারে। প্রথমে 2—3 বার মল থাকতে পারে—তারপর থাকে না। শরীরের তাপ ক্রমে কমে আসে। দেহ দুর্বল হয়। স্ফূর্তিহীনতা, মাথা ঘোরা, সর্দি, অরুচি গা বমি-বমি ভাব, পিপাসা বোধ ও মুখে বিস্বাদ, পেটে ভারবোধ, বেদনা, কানে শোঁ শোঁ শব্দ হয় ও দম বন্ধ মনে হয়। তার সঙ্গে চালধোয়া জলের মত পায়খানা ও বমি চলতে থাকে।

পূর্ণ বিকাশ অবস্থা —যখন ভাতের ফেন বা মাড়ের মতো বা চালধোয়া জলের মত ভেদবমি হতে থাকে, তখন শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায় বা বিকাশ অবস্থা। এই অবস্থায় চালধোয়া জলের মতো ভেদ এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি হতে থাকে। প্রচণ্ড পিপাসা দেখা দেয়। মুখ মণ্ডল মলিন হয়। চোখ বসে যায়। শরীর বিবর্ণ হয়। সর্ব শরীরে ঘাম দেখা যায়। বিশেষ করে মাথা বেশি ঘামতে থাকে।

ক্রমশঃ মূত্র অবরোধ হয়। নাড়ি ক্ষীণ হয়। চক্ষু নীলাভ রেখার দ্বারা বেষ্টিত হয়। স্বরভঙ্গ, পেটের মধ্যে জ্বালা, গড়গড়ি বা কল্ কল্ করে পেট ডাকা, শরীরের স্থানে স্থানে খিল্ ধরা, অবসন্নতা, মুখ ও ঠোঁট শুকনো হওয়া প্রভৃতি দেখা যায়।

রোগী বিশেষে লক্ষণের পার্থক্য হয়। কোনও রোগীর পায়খানা বেশি হয়, বমি কম হয়। কারও-বা পায়খানা কম, বমি বেশি হয়।

অনেক সময় ভেদের সঙ্গে প্রথমে হলুদ বা সবুজ রঙের মল নির্গত হয়। পরে আর তা হয় না। তখন কেবল চালধোয়া জলের মত মল বের হতে থাকে। তারপর যদি ঐ মল বন্ধ হয়ে যায়, হলুদ বা সবুজ মল বের হতে থাকে, তখন রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

হিমাঙ্গ বা পতন অবস্থা—রোগীর পতন অবস্থা অনেক সময় ভয়াবহ। অনেক রোগীর এই অবস্থার মৃত্যু হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় অবস্থায় ভেদবমি ইত্যাদি কমে যায়। অস্থিরতা দেখা যায়। কিন্তু পিপাসা ও বমি এত হয় যে, রোগী জলপান করা মাত্রই তা বমি হয়। বমি বমি ভাব ও বমি চলতে থাকে এবং তা হয় কষ্টকর। এর ফলে গলা চিরে যেতে পারে, স্বরভঙ্গ হয়, পেটে ব্যথা দেখা দিতে পারে, পেটের পেশীর অবিরাম কুঞ্চনের ফলে।

বারবার বমির ফলে রোগী রীতিমত নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ক্রমে মণিবন্ধ থেকে নাড়ি সরে যায়। এমনকি বাহুমূল থেকেও নাড়ির শব্দ পাওয়া যায় না। জীবনী শক্তি খুব কমে যায়। ঠোঁট হয় নীলচে। শরীরের চোখের নিচের দিকে ঠাণ্ডা হতে থাকে। চোখ বসে যায় এবং ঘোলাটে দেখায়। তারা বিস্তৃত হয়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। স্বরভঙ্গ অথবা ক্ষীণস্বর হয়। স্বর এত ক্ষীণ হয় যে রোগীর কথা বললে বোঝা যায় না।

মূত্ররোধ একটি খারাপ লক্ষণ। এই মূত্ররোধ দূর হয়ে, প্রস্রাব না হওয়া পর্যন্ত রোগী ভালোর দিকে যায় না। হাতে পায়ের পেশীর কুঞ্চন দেখা দেয়—অনেক সময় জলে ভিজলে যেমন হয় তেমনি অবস্থা হয়। এটি হয় অতিরিক্ত Dehydration-এর ফলে।

গায়ে অনেক সময় খুব জ্বালা দেখা যায়। জ্বালার সময় রোগী গায়ে কাপড়-চোপড় রাখতে পারে না। কখনো বা কিছু কিছু ঘাম দেখা দিয়ে থাকে। এই অবস্থায় অনেক সময়েই অসাড়ে মলত্যাগ হতে দেখা যায়। পায়খানা বন্ধ হলে পেট ফুলে যায়।

তারপর রোগী এত নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতাও থাকে না। একটা আচ্ছন্নভাব দেখা দেয়। কখনো রোগী ভেদবমি হয়েই মারা যায়। কখনো বা 2—3 ঘণ্টা নিস্তব্ধ ভাবে পড়ে থাকার পর রোগীর মৃত্যু হয়।

এই পতন অবস্থাতেই শতকরা প্রায় 30—40 ভাগ রোগীর মৃত্যু হয়ে থাকে—যদি এই অবস্থায় রোগীব মৃত্যু না হয়, তাহলে এরপর পরের অবস্থা বা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে থাকে।

যদি ভেদবমি বন্ধ হবার পরও 3—4 ঘণ্টা রোগী বেঁচে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে-তার পরবর্তী অবস্থা বা প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে।

তৃতীয় অবস্থায় নাড়ি লোপ হবার পর, আর নাড়ির গতি ফিরে না এলে বুঝতে হবে যে রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

প্রতিক্রিয়ার অবস্থা—এই অবস্থা হলো, তৃতীয় বা পতন অবস্থা যদি রোগীর মৃত্যু না হয়, তাহলে তার পরের অবস্থা।

তৃতীয় অবস্থায় রোগীর যে নাড়ি লোপ হয়েছিল—এই অবস্থায় আবার তা ধীরে ধীরে ফিরে আসতে থাকে এবং রোগী আবার সুস্থ বলে অনুভব করে। মণিবন্ধে ক্ষীণ নাড়ি পাওয়া যেতে শুরু হয় এবং তা শুভ ফল বলে বোঝা যায়। অবশ্য এখানে একটা বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। প্রতিক্রিয়ার এই অবস্থা স্বাভাবিক না এটা মৃত্যুর পূর্বের অস্বাভাবিক অবস্থা তা ভালভাবে বুঝতে হবে।

যদি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয় বা চিকিৎসার ফলে হয়, তাহলে ধীরে ধীরে হাত-পা বা গা আবার গরম হতে থাকবে। সামান্য মল পড়বে ভেদের সঙ্গে। অনেক সময় এই অবস্থায় রোগীর জীবনী শক্তি ফিরে আসে। এই প্রতিক্রিয়া অবস্থায় প্রস্রাব হওয়া একটি শুভ ও উন্নতির প্রমাণকারক লক্ষণ। যদি প্রস্রাব হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, রোগী ক্রমে ভালো অবস্থার দিকে ফিরে আসছে। চোখের জ্যোতি আবার ফিরে আসতে পারে। অনেক সময় রোগী এই অবস্থার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে।

পরিণাম অবস্থা—যদি চতুর্থ অবস্থায় রোগী পরিপূর্ণ সুস্থ না হয় তাহলে রোগী আবার দ্রুত খারাপের দিকে যায়। এই সব রোগীর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিক্রিয়া অবস্থা অল্প সময় স্থায়ী হয়। তারপর রোগী আবার খারাপের দিকে যায়।

এই অবস্থায় আবার রোগীর দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত জমাট বাঁধতে থাকে। আবার Dehydration-এর জন্যও দেহের Electrolytic Balance-এর গোলমালের জন্য নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দেয় একে একে।

এই সব খারাপ লক্ষণ হলো, আবার জ্বর শুরু হয়। রোগ আবার আক্রমণ করে। আবার মূত্র বন্ধ হয়। অবশ্য আগের অবস্থায় চিকিৎসা চললে, এ অবস্থা আসে না প্রায়ই। তা না হলেই আবার এই পরিণাম অবস্থার সৃষ্টি হয়।

রোগীর আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব হয়। হিক্কা, বমি, গা বমি বমি ভাব, উদরাময় ও ভেদ, পেট ফোলা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে থাকে আবার, কর্ণমূল প্রদাহ, ফুসফুস প্রদাহ প্রভৃতি নানা খাবাপ লক্ষণ দেখা দেওয়া সম্ভব। অনেক রোগীর এই অবস্থায় মৃত্যু ঘটে শতকারা 30—40 ভাগ।

কলেরা রোগের গুরুতর লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ (Complications)

প্রকৃত কলেরা রোগ হলে তার ফলে নানা মারাত্মক লক্ষণ দেখা দিয়ে থাকে। এই সব লক্ষণ দেখা দিলে বোগী খুব দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং তার প্রাণ সংশয় হয়।

এই সব মারাত্মক লক্ষণ দেখা দেয় বলেই, কলেরা রোগ একটি মারাত্মক ও মহামারী রোগ বলে বিবেচিত হয়। উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে, এই সব লক্ষণ দেখা দিলে রোগীকে প্রায়ই বাঁচানো যায় না। এই সব মারাত্মক লক্ষণগুলি হলো—

1. প্রথম থেকেই চালধোয়া জলের মতো যে ভেদ বমি শুরু হয়, তা বন্ধ হতেই চায় না। তার ফলে Dehydration হয়ে ও দেহের Electrolytic Balance নষ্ট হয়ে যায়।

2. খুব দ্রুত দুর্বলতা ও অবসন্নতা আসে, অনেক সময় তা অতি অশুভ লক্ষণ।

3. দ্রুত শরীরের তাপ কম হওয়া একটি অশুভ লক্ষণ। প্রথমে পা ও হাতের তাপ কমে। তারপর শরীরের অন্যান্য অংশের তাপ দ্রুত কমে যায়। ঠিকমতো চিকিৎসা করার সুযোগ পাবার আগেই রোগী এ রকম হলে হার্ট ফেল করে।

4 দ্রুত হাতে-পায়ে খিল ধরা একটি খারাপ উপসর্গ। 3-4 বার বা 5-6 বার পায়খানা হবার পরই হাতে-পায়ে খিল ধরা, পেশীর কুঞ্চন প্রভৃতি হলে তা অতি অশুভ ও মারাত্মক লক্ষণ।

5. অজ্ঞান বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা এবং প্রায় জ্ঞানহীন বা মোহ (Coma) অবস্থাও খুব অশুভ। এইরূপ হতে থাকলে দ্রুত রোগীর পতন অবস্থা ঘনিয়ে আসে এবং তা খুব খারাপ। এসব রোগীকে দ্রুত খুব ভাল চিকিৎসা ছাড়া বাঁচানো যায় না।

6. হঠাৎ মূত্র বন্ধ বা মূত্ররোধ হওয়াও একটি অতি অশুভ লক্ষণ। এসব রোগীর সত্বর প্রস্রাব করাবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। রোগীর প্রস্রাব হলে, সব সময় তার অবস্থা শুভ দিকে যাচ্ছে বলে মনে করতে হবে। এই Uraemia বা প্রস্রাব বন্ধ হলে, সব সময় তার অবস্থা অশুভ দিকে যাচ্ছে বলে মনে করতে হবে। এই Uraemia বা প্রস্রাব বন্ধের জন্য উপযুক্ত ঔষধ দিতে হবে।

7. হিক্কা, সংজ্ঞাহীনতা, নিঃশ্বাসে Acetone-এর গন্ধ প্রভৃতি খুব অশুভ লক্ষণ।

8. ফুসফুস প্রদাহে বা নিউমোনিয়া হলে তা আর একটি অশুভ উপসর্গ।

9. মস্তিষ্কের ঝিল্লি প্রদাহ বা Encephalitis হলে তা হলো আর একটি অশুভ উপসর্গ। এই সব অশুভ উপসর্গ দেখা দিলে তার প্রতিকার করা অবশ্য কর্তব্য।

10. অনেক সময় এই রোগের জন্য, পরবর্তীকালে সন্ধিবাতে, স্নায়ুর অতিরিক্ত দুর্বলতা প্রভৃতি নানা অশুভ লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে।

চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা —কলেরা রোগের প্রারম্ভে ভাতের ফেনার মত ভেদ বমি, ও দ্রুত বলক্ষয় হতে থাকে অথবা যে কলেরায় প্রথম থেকেই সর্বাঙ্গ নীলবর্ণ ও শীতল হয়ে আসে সেই কলেরায় ক্যামফার উপযোগী। স্পিরিট ক্যামফার মাদার সামান্য জলসহ পনেরো কুড়ি মিনিট পর পর দিতে হবে।

ঠান্ডা লাগা হেতু কলেরা হলেও ক্যাম্ফার প্রযোজ্য।

ভেদের চেয়ে বমি বেশি হলে এবং বমির জন্য হিমাঙ্গ ভাব হলে ক্যাম্ফার না দিয়ে দিতে হবে আর্সেনিক ৬। অতিরিক্ত ফলমূল বা বরফ খাওয়ার জন্য কলেরা হলে এবং জ্বালা, তৃষ্ণা, অস্থিরতা ও দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। পেট ডাকা, পেট ফাঁপা, দুর্বলতা প্রভৃতি হলে, চায়না ৩। ঘোলান ভরমুজের মত ভেদ, পেটে তীব্র অস্থিরতা, মৃত্যুভয়, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে, বিশেষতঃ ঠান্ডা লেগে কলেরা হলে অ্যাকোনাইট ন্যাপ ১x। বেদনাহীন মেটে রঙের ভেদ, পুরানো উদরাময় কলেরায় পরিণত হলে বা অপরিমাণ ইন্দ্রিয়সেবাজনিত কলেরা হলে, অ্যাসিড ফস ৬। চাল-ধোয়া জলের মতো ভেদ, পিত্ত বা দুর্গন্ধ যুক্ত ভেদ, সবুজ বমি, ভেদের সময় ঠান্ডা ঘাম, মুখ ও হাত ঠান্ডা, ভেদের সময় বা পরে ভেরেট্রাম ৬। কলেরার প্রারম্ভে নীলবর্ণ হয়ে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয় অথবা রোগী অসাড় হয়ে পড়ে, তাহলে ভেরেট্রাম ৩x প্রযোজ্য।

সবুজ বা শ্লেষ্মার দানা দানা অথবা জলের মতো বেদনাহীন ভেদ, মলদ্বার ফাঁক হয়ে থাকে প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ফোরাস ৬।

ভেদবমি ও আক্ষেপসহ বেদনাহীন কলেরায় রিসিনাস ৬। ক্রোধ বা বিরক্তি বা দাঁত উঠবার সময় কলেরায় ক্যামোমিলা ৬ উপযোগী। সবুজবর্ণের ফেনাযুক্ত দুর্গন্ধ ভেদ, আমরক্তমিশ্রিত ভেদ, সব সময় বমি বমি ভাব প্রভৃতি লক্ষণে, ইপিকাক ৩।

বেদনাহীন গরম ভেদ অথবা প্রচুর পরিমাণ সাদা, সবুজ, রক্তময় বা গাঁজলা গাঁজলা (ফেনা ফেনা) ভেদ লক্ষণে, পডোফাইলাম ৬।

উগ্র ঔষধ খাওয়া বা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের জন্য উদরাময়, পিত্তযুক্ত বমি প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স ভমিকা ৩x।

ঘি বা চর্বিযুক্ত দ্রব্য ভোজনের জন্য উদরাময় সবুজ বা শ্লেষ্মাময় ভেদ প্রভৃতি লক্ষণে পালসেটিলা ৬।

বিকাশাবস্থার চিকিৎসা

আক্রমণ অবস্থায় ক্যাম্ফার ব্যর্থ হয়ে যদি বিকাশ অবস্থা উপস্থিত হয়, তা হলে, ভেরেট্রাম অ্যাল্ব, আর্সেনিক অ্যাল্ব প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

চালধোয়া জলের মত ভেদ বমি আরম্ভ হলে, কেলি ফস ১x (বিচূর্ণ) প্রযোজ্য। এতে উপকার না হলে, ভেরেট্রাম ৬ বা আর্স ৬ প্রয়োগ করা বিধেয়। প্রচুর পরিমাণে চালধোয়া জলের মত ভেদ ও বমি, মূত্রলোপ, খুব পিপাসা, অবসন্নতা, ক্ষীণ বা লুপ্ত প্রায় নাড়ী, হাত পা ঠান্ডা ও নীলবর্ণ, পেটে বেদনা ও খিল ধরা প্রভৃতি —ভেরেট্রাম অ্যাল্ব ৬, ৩০ বা ২০০ কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট পর পর প্রয়োগ করা উচিত।

অতিশয় অবসন্নতা, অস্থিরতা, মৃত্যু ভয়, জ্বালা, খিলধরা, ভেদ ও বমি প্রভৃতি লক্ষণে—আর্সেনিক ৬ ৩০ বা ২০০। কুড়ি-পঁচিশ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য।

রক্তময় বা মাংসধোয়া জলের মত ভেদ, মূত্রকৃচ্ছতা বা মূত্ররোধ, খিঁচুনি বা নাড়ী লোপ প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যান্থারিস ৬।

অতিশয় খিলধরা, খিঁচুনি, প্রলাপ, লুপ্তপ্রায় নাড়ী, সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা, চোখ-মুখ বসে যাওয়া, জলের মত ভেদ বমি প্রভৃতি লক্ষণে, কিউপ্রাম ৬, ১২, ৩০। কিউপ্রাম ব্যর্থ হলে (বিশেষতঃ খিলধরার জন্য হাত-পা পিছনদিকে বেঁকে গেলে) সিকেলি ৩, ৬, বা ৩০ উপযোগী। উদরে অত্যন্ত বেদনা, জলের মত বমি, সবুজ, কাল বা পিত্ত-বমির সঙ্গে সঙ্গেই হিমাঙ্গ অবস্থা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স কার্যকরী। বিকট চীৎকার, সঙ্গে খিঁচুনি বা তড়কা, অচৈতন্য, মুখ দিয়ে গাঁজলা ওঠা, মস্তিষ্কের গোলযোগ প্রভৃতি লক্ষণে, লাইকো ১২।

মুখে জ্বালা বা বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে, বিকাশ অবস্থার শেষ ভাগে, বমির পর যখন মূর্চ্ছাবেশ এবং অচৈতন্য প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাণ্টিম টার্ট ৬ বা ইপিকাক ৩০ ব্যবহৃত হয়।

মলদ্বারে জ্বালা,ভেদবমি, সব শরীর ঠাণ্ডা না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, আইরিস ভার্স ৩। বমি বা পিত্তবমি, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, প্রস্রাব বন্ধ, জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণে, রিসিনাস ৬।

পেট ডাকা, গড়গড় শব্দে ভেদ, বরফের কুচি মুখে রাখলে বমির কিছু উপশম লক্ষণে ফস্‌ফরাস্‌ ৬। উদরাময়ের পর কলেরা (বিশেষতঃ রক্তযুক্ত শ্লেষ্মাস্রাব ও কোঁথানি লক্ষণে) মার্কিউরিয়াস-কর ৩।

হিমাঙ্গ অবস্থায় চিকিৎসা

বিকাশ অবস্থায় যে ঔষুধ একবার ব্যবহৃত হয়েছে, তা হিমাঙ্গবস্থায় প্রয়োগে উপকারের সম্ভাবনা থাকে না। অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ অপব্যবহার জনিত কুফলের প্রতিকারের জন্য ক্যাম্ফারই কার্যকরী।

হিমাঙ্গবস্থার আগে যদি আর্সেনিক, ভিরেট্রাম, কিউপ্রাম, সিকেলি-কর, অ্যাকোনাইট প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা না হয়ে থাকে, তা হলে হিমাঙ্গবস্থায় ঐ সব ঔষধ লক্ষণ অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত।

শরীর দ্রুত বরফের মতো শীতল, সর্বাঙ্গে (বিশেষতঃ পেটের মধ্যে) জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬।

আর্সেনিক প্রয়োগে শ্বাসকষ্টের উপশম না হলে, কোব্রা বা ন্যাজা ৬। কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, ভেদ বমি, প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি লক্ষণে, নিকোটিন ৬। শরীর নীলবর্ণ, কথার জড়তা প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ৬, ১২।

জ্বর, তৃষ্ণা, সবুজ ও রক্ত ভেদ, মৃত্যুভয় প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট-ন্যাপ ১x।

কলেরার আক্রমণ মাত্রেই রোগী বজ্রাহত ব্যক্তির মত অচেতন হয়ে পড়লে, ল্যাকেসিস ৬।

হিমাঙ্গাবস্থায় শরীরের কম্প ও তড়কা, হৃৎপিণ্ডের অসাড়তা বা শ্বাসরোধ হবার উপক্রম প্রভৃতি লক্ষণে, ভিরেট্রাম ভিরিডি—৬।

প্রতিক্রিয়াবস্থায় চিকিৎসা

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ হলে কোন প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত নয়। তখন পথ্যাদির সুব্যবস্থা করাই কর্তব্য। কষ্টকর লক্ষণ প্রকাশ পেলে, তাহলে রোগের প্রবল অবস্থায় যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেসব ঔষধ (লক্ষণানুসারে অল্প মাত্রায় (উচ্চতর ক্রম) ও বিলম্বে (অনেকক্ষণ অন্তর) প্রযোজ্য।

একটি আবশ্যকীয় কথা

কলেরা রোগে ভেদ ও বমি সহ রক্তের জল, জলীয় ভাগ ও লবণাংশ বের হয়।

সেইজন্য স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবস্থা আরম্ভ হওয়া মাত্র রোগীকে জলের সঙ্গে (বা খুব পাতলা জল এরারুট সঙ্গে) অল্প লবণ মিশিয়ে খাওয়ালে সহজে রক্তের জলীয় ভাগ ও লবণাংশ বাড়ে এবং দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদিতে রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না বা Dehydration ঘটে না। জলসহ ইলেকট্রল পাউডার খাওয়ালেও ভাল ফল হয়।

পরিণাম অবস্থার চিকিৎসা।

রোগের পুনরাক্রমণ —অনেক স্থলে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর পুনরায় ভেদ বমি হতে থাকে। এইরকম স্থলে আক্রমণ ও বিকাশ অবস্থার যে যে ঔষধ উল্লেখ করা হয়েছে, লক্ষণানুসারে সেই সেই ঔষধ (উচ্চক্রমে) পুনঃ প্রয়োগ করা বিধি। ক্রিমিজনিত পুনরাক্রমণে সিনা ৩x থেকে ২০০ ব্যবহার্য।

জ্বর ও বিকার লক্ষণ

জ্বর ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ না থাকলে, অ্যাকোনাইট ন্যাপ ৩। কিন্তু জ্বর সহ মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়, চক্ষু লাল, শিরঃরোগ প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ৬, বা ৩০। রোগী শয্যা থেকে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেও প্রলাপাদি লক্ষণে, হায়োসায়ামাস ৬।

উদরে ক্রিমির জন্য দাঁত কড়মড় করা প্রভৃতি লক্ষণে, সিনা ৩x বা ২০০। অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকলে, ওপিয়াম ৬ বা ৩০।

মূত্রবন্ধ বা প্রস্রাব না হওয়ার জন্য পেট ফাঁপা, প্রলাপ বা খেঁচুনি লক্ষণে, ক্যান্থারিস ৬। ক্যান্থারিস প্রয়োগে উপকার না হলে, টেরিবিন্থ ৬। মূত্ররোধের জন্য তন্দ্রা লক্ষণে, আর্সেনিক ৬।

ভিরেট্রাম ৩ বা আর্সেনিক ৩০ হিক্কার প্রধান ঔষুধ। এতে উপকার না হলে হিক্কাসহ বমি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬।

বমি না হলে কেবল বমির ইচ্ছা লক্ষণে, ইপিকাক ৩। কিন্তু বমি হলে বমির লক্ষণে, অ্যাণ্টিম টার্ট—৬। পেট গড় গড় এবং হলদে দুর্গন্ধ বমির লক্ষণে, চায়না ৩। উদরাময়ে পেটফাঁপা লক্ষণে, কার্বোভেজ ৩০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. রোগীকে পৃথক ঘরে রাখতে হবে। তার এঁটো খাদ্য খাওয়া উচিত নয়। একমাত্র নার্স ছাড়া কেউ সে ঘরে যাবে না। রোগীর বাসনপত্র, কাপড়-চোপড় সব বীজাণুনাশক ঔষধ (ব্লিচিং পাউডার, ডেটল প্রভৃতি) দিয়ে ধুতে হবে। রোগী ভাল হলে ঐ সব জামা-কাপড় মাটিতে পুঁতে ফেলা কর্তব্য।

2. রোগীর পক্ষে বিছানা থেকে ওঠা বা নড়াচড়া করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

3. রোগীকে প্রথম অবস্থায় ডাবের জল, শুধু জল বা গ্লুকোজ জল ছাড়া কিছু খেতে দিতে নেই।

4. অবস্থার উন্নতি হলে, পায়খানা কমে গেলে ও প্রস্রাবাদি হলে ডাবের জলের সঙ্গে মিষ্টি ফলের রস দেওয়া যায়—তবে তা ভালভাবে ন্যাকড়া দিয়ে ছেঁকে দিতে হবে।

পায়খানা একেবারে বন্ধ হলে ও প্রচুর খিদে পেলে চিড়ার মণ্ড অথবা সরু চালের ভাত, কাঁচা কলা সিদ্ধ ও গাঁদাল পাতার ঝোল, বা মাগুর মাছের ঝোল প্রভৃতি দেওয়া চলে।

5. অনেক সময় পেটে তার্পিন তেল ও সামান্য লবণ সিক্ত গরম জল ঘষলে প্রস্রাব হতে দেখা যায়।

6. চিকিৎসাধীনে থাকা অবস্থায় রোগীকে কখনো বিরক্ত করা বা মানসিক আঘাত দেওয়া উচিত নয়।

পাকস্থলির প্রদাহ (Gastritis.)

কারণ —সাধারণতঃ অম্লরোগ, কোনও বীজাণুর Infection বা পাকাশয়ে অম্ল বেশি মাত্রায় নিঃসরণ ও Acidity প্রভৃতি থেকে পরে এই রোগ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় চিকিৎসকরা এই রোগ ও Gastric Ulcer এর সঙ্গে ভুল করেন। কিন্তু আসলে দুটি রোগের কারণ এক হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। অতিরিক্ত অম্ল প্রভৃতি থেকে প্রথম এই রোগ বা Gastric রোগ হয়। তার পরবর্তী কালে এই রোগ থেকে Gastric Ulcer বা পাকাশয়ে ক্ষত প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। যদি প্রথম থেকে এই রোগের

ঠিকমতো চিকিৎসা করা হয় তাহলে তাদের Gastric Ulcer হয় না। কিন্তু ঠিকঠিক চিকিৎসা না হলে, তা থেকে পরে Ulcer হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, এই রোগটি ঠিক কেন হয়? আমরা Anatomy ও Physiology থেকে জানতে পারি যে পাকস্থলিতে যে পাচক রস নির্গত হয়, তাতে থাকে H C L বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড। তার ফলেই পাচক রস Acidic হয়ে থাকে।

এখন এই পাচক রস নানা কারণে বেশি নির্গত হতে পারে অথবা পেটে ঠিক সময় মত খাদ্য না থাকার জন্য বা বেশি খাদ্য থাকার জন্য, পেটের ভিতরে নানা ক্ষতি হতে পারে। তার ফলে এবং বেশি অম্ল নির্গত হবার ফলে পাকস্থলি কিছু উত্তেজিত হয় এবং তখন যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, তা হলো Gastritis-এর লক্ষণ। এখন এই সময় ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, পরে এ থেকে Gastric Ulcer রোগ হয়ে থাকে।

এখন কথা হচ্ছে এইভাবে পাকস্থলিতে বেশি অম্লরস নির্গত হবার কারণ কি? নানা কারণে পাকস্থলির গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হয়ে এই রোগ হয়।

1. জন্মগতভাবে অনেকের পাচকরস বেশি নিঃসরণের ভাব থাকে।
2. অতিরিক্ত অম্লঘটিত খাদ্য গ্রহণ।
3. দীর্ঘদিন ধরে আমাশয় বা উদরাময়ে ভোগা।
4. মদ্যপান বা অতিরিক্ত চা, কফি, জর্দাপান প্রভৃতি।
5. অতিরিক্ত মশলাযুক্ত খাদ্য বেশি খাওয়া।
6. অতিরিক্ত Aspirin জাতীয় ঔষধ সেবন।
7. বেশি উপবাস ইত্যাদি করা।
8. গর্ভ অবস্থায়, অনেকের আপনা থেকেই বেশি পাচক রস নির্গত হয়ে থাকে।
9. প্লীহা, লিভার বা কিড্নী প্রভৃতির নানা রোগ থেকেও এটি হতে পারে।

যে কোনও কারণেই হোক, সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসা করা কর্তব্য, তা না হলে পরবর্তী কালে এ-থেকে নানা জটিল রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

লক্ষণ—সাধারণতঃ এই রোগকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

1. তরুণ পাকাশয় প্রদাহ বা Acute Gastritis রোগ।
2. পুরানো পাকাশয় প্রদাহ রোগ বা Chronic Gastritis রোগ।

তরুণ রোগের লক্ষণ

1. অম্ল, গলা জ্বালা সঙ্গে ব্যথা বেশি অনুভূত হয়ে থাকে।
2. পেটে অনেক সময় জ্বালার সঙ্গে ব্যথা হতে পারে।
3. জ্বালাকর পেট ব্যথা, পেট টিপলে ব্যথা বেশি অনুভূত হয়ে থাকে।
4. বমনেচ্ছা, বমি, অম্লবমি, বমির পর গলাজ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

5. জলপানের ইচ্ছা হয় কিন্তু জল খেলে বমি বমি ভাব বা বমি হতে পারে।
6. সব সময় পাকস্থলি ভার মনে হয়।
7. মুখে বিস্বাদ ভাব দেখা যায়—খাবার আকাঙ্খা কম হয়।
8. জিহ্বার সাদা বা হলদে প্রলেপ দেখা দিতে পারে।
9. দেহ দুর্বল ও একটা অবসন্নভাব দেখা দিতে পারে।
10. মাঝে মাঝে মাথা ঘোরা, কর্মে অনাসক্তি দেখতে পাওয়া যায়।

পুরাতন প্রদাহের লক্ষণ

1. উপরের সব লক্ষণ এতেও থাকে, তবে রোগ খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। রোগের প্রথম অবস্থায়, সামান্য চিকিৎসা করে বন্ধ করলেও অনেক সময় এরূপ লক্ষণাদি দেখা দিয়ে থাকে।

2. অনেক সময় অনেকদিন সামান্য অম্ল বা সামান্য পেট ব্যথা থাকে, পরে একদিন তা হঠাৎ বেশিভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

3. ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা, পেট ফাঁপা প্রভৃতি দেখা দেয়।

4. গা হাত-পা জ্বালা করতে থাকে অনেক সময়।

5. মাঝে মাঝে বমি বমি ভাব ও অম্ল বমি হয়।

6 অনেক সময় সাধারণতভাবে ব্যথা কম থাকে, পেট খালি হলে তখন ব্যথা বা জ্বালা অনুভব হয়।

7. অনেক সময় ব্যথা সাধারণভাবে খেলে থাকে না, বেশি খাবার খেলে বা গুরুপাক দ্রব্য বেশী খেলে, তখন রোগী ব্যথা অনুভব করে।

তবে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই রোগ জটিল। তাই সব সময় অবিলম্বে তাদের চিকিৎসা করা একান্ত প্রয়োজন।

পুরোনো পাকাশয় প্রদাহ রোগের চিকিৎসা না হলে সব সময় তা শেষে Ulcer-এ দাঁড়ায় বা Perforation বা Gastric Cancer-এ পর্যবসিত হতে পারে। তাই সব সময় সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসা করা অবশ্য কর্তব্য।

জটিল উপসর্গ (Complications)

1. এই রোগ থেকে অনেক সময় পেটের আলসার বা Gastric Ulcer, ডিওডেনাল আলসার, পেপটিক বা অন্ত্রের আলসার প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ হতে পারে।

2. Gastric Cancer হতে পারে দীর্ঘ দিন আলসার রোগে ভুগলে।

3. Perforation হলে তার জন্য জীবন-সংশয় হতে পারে।

4. অনেক সময় এ থেকে পরে রক্তবমি বা Haematemesis হতে পারে—তা অতি বিপজ্জনক রোগ।

রোগ নির্ণয়

1. পেটে জ্বালাকর বাথা, সামান্য দুধ বা বিস্কুট প্রভৃতি খেলে কমে যায়।

2. আগেকার অম্লের ইতিহাস পাওয়া যায়।

3. বমি হলে তার সঙ্গে অম্ল গন্ধ বা Acidic Smell বের হয়।

4. পুরোনো রোগে হাত-পা জ্বালা করতে পারে।

5. পেটে ভারবোধ হয়, অল্প খেলেই পেট ভরে যাওয়া প্রভৃতি অশুভ লক্ষণ থাকে।

চিকিৎসা

প্রবল তৃষ্ণা, কষ্টকর অস্থিরতা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩। অত্যন্ত জ্বালা, প্রবল তৃষ্ণা, কিছু খাওয়া বা পান মাত্রই বমি হয়ে যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। আঘাতজনিত রোগে, আর্ণিকা ৩।

জিহ্বা ও ওষ্ঠ শুকনো, বেশি করে ঠাণ্ডা জল খাবার ইচ্ছা, বমি বা বমির ইচ্ছা পাকাশয়ে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রাইয়োনিয়া ৬।

অত্যধিক বমি বা বমির ইচ্ছা, সবুজ রংয়ের মল প্রভৃতি হলে, ইপিকাক ৩। মাথা ঘোরা, শ্বাস কষ্ট, মূর্চ্ছা বমি বা বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, পালস ৬। পেট খোঁচানো, পেটে জ্বালা, অম্ল ও শ্লেষ্মা উদগার প্রভৃতি লক্ষণে নাক্স ভমিকা ৬।

পাকস্থলীতে দুর্বলতা ও জটিলবোধ, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ফোরাস ৬

পাকস্থলীতে ক্ষত হলে, কেলি বাইক্রম ৬ বা ক্রিয়োজোট ১২ এই রোগের খুব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাইড্র্যাষ্টিস θ, ৬ এর একটি উত্তম ঔষধ। সহসা রোগের প্রচণ্ড আক্রমণে, ক্যাম্ফার।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. যে খাদ্যে পেটে অম্ল হয়, তা বর্জন করতে হবে। যেমন—মশলাযুক্ত খাদ্য, মদ, চা, কফি, তেলেভাজা।

2. কতকগুলি খাদ্য খেলে পেটের অম্লভাব কমে যায়। তা খেতে হবে। যেমন, দুধ, আধাসিদ্ধ ডিম, শুকনো মুড়ি, মাখন, ভিজানো ছোলা, বিস্কুট প্রভৃতি।

দুধ এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য। পেটে জ্বালা হলেই দুধ খাওয়া ভাল এবং তাতে উপকার হয়। মাঝে মাঝে অল্প খাঁটি সন্দেশ খেতে হবে।

3. তেলে ভাজা সামগ্রী না খেয়ে সিদ্ধ তরকারী, লবণ ও মাখন দিয়ে খেলে উপকার হয়। সিদ্ধ ভাত, মাছের হালকা ঝোল ও মাখন বেশ উপকারী পথ্য। ফলের মিষ্টি রস ভাল। লুচি, পরটা প্রভৃতি ভাজা খাদ্য বর্জনীয়।

4. মাঝে মাঝে অল্প অল্প করে খাওয়া ভাল। পেট ভরে বেশি খেতে নেই।

5. অনিয়ম, অত্যাচার, রাত্রি জাগরণ, মাদক দ্রব্য সেবন প্রভৃতি বর্জনীয়।

6. খাবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা খুব ভাল, তারপর জল খেতে হয়। দীর্ঘক্ষণ একটানা পরিশ্রম ভাল নয়।

খাদ্যতালিকা

সকাল—সেঁকা পাঁউরুটি—কয়েক পিস।
টাটকা মাখন—আধ তোলা
চিনি বা মিছরী—প্রয়োজন মত।
হাফ বয়েল ডিম—1টি।

দুপুর—তরকারী সিদ্ধ—50 গ্রাম।
ভাত—প্রয়োজন মত।
লবণ—প্রয়োজন মত।
মাখন—আধ তোলা।
মাছ, হালকা ঝোল বা ডিমের হাফ বয়েল।

বিকাল—শুকনো মুড়ি—প্রয়োজন মতো
নারকেল কোরা বা ছোলা ভিজা।
দুধ—100 গ্রাম।

রাত—শুকনো আটার রুটি বা ভাত—প্রয়োজন মত।
দুধ—100 গ্রাম।
চিনি—প্রয়োজন মত।
শাকসব্জী সিদ্ধ—50 গ্রাম লবণ দিয়ে।

এ ছাড়া মাঝে মাঝে দুধ বা মিষ্টি ফলের রস খাওয়া চলে।

পাকাশয় ও অন্ত্রের ক্ষত

(Gastric or Duodenal Ulcer)

কারণ—দীর্ঘদিন ধরে অম্ল, Gastritis রোগে ভুগলে, তা থেকে পাকাশয়ের ক্ষত রোগ উপস্থিত হয়। অনেক সময় দীর্ঘদিন প্রদাহ না হয়ে অম্ল থেকেই হঠাৎ ক্ষত বা Ulcer হয়ে থাকে। এতে পাকাশয় বা ডিওডেনালের ঝিল্লীতে ক্ষত বা ঘায়ের মত উৎপন্ন হয়। চিকিৎসকরা বলেন, অনেক সময় দীর্ঘদিন চাপা অম্ল রোগে ভুগলে বা অনিয়মাদি হতে থাকলে তাদের হঠাৎ এইভাবে Ulcer রোগ হতে পারে।

এই ক্ষত মারাত্মক। এই ক্ষতে দীর্ঘ দিন ভুগতে থাকলে পরে তা থেকে Gastric Cancer অথবা পাকাশয় বা অন্ত্রে ছিদ্র বা Perforation এর সৃষ্টি হয়। তখন তা অতি মারাত্মক। এই রোগ সম্পর্কে আগে থেকেই সাবধান থাকা অবশ্য কর্তব্য।

ক্ষত দুই ধরনের হয়। তাতে লক্ষণের সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। Barium meal খাইয়ে X—Ray করলে কোথায় ক্ষত তা বোঝা যায়। তবে চিকিৎসা প্রণালী দুই রোগেরই এক প্রকার।

1. প্রকৃত পাকাশয়ে, বা Stomach-এ ক্ষত বা গ্যাস্ট্রিক্ আলসার।

2. পাকাশয়ের পরের U আকৃতির অন্ত্রে ক্ষত বা Duodenal Ulcer রোগ। উভয় রোগেরই দ্রুত চিকিৎসা করা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। তা না হলে অবস্থা খারাপ হয়।

লক্ষণ—দুটি রোগের লক্ষণে কিছু কিছু পার্থক্য আছে, তাই দুটি রোগের লক্ষণ পৃথকভাবে বলা হচ্ছে—তবে চিকিৎসা পদ্ধতি একই হবে।

Gastric Ulcer—1. এই রোগের প্রধান লক্ষণ হলো পাকস্থলিতে বেদনা ও তীব্র জ্বালাকর ব্যথা বেদনা, খালি পেটে কম থাকে, খাবার পর চাপ পড়লে বৃদ্ধি পায়। সাধারণভাবে খাবার অল্প পরে বেদনা এই রোগের লক্ষণ। এই বেদনা তীব্র হয় এবং ঠিক ছুঁচ ফোটার মত জ্বালাসহ বেদনা হয়।

2. কোনও Alkali জাতীয় ঔষধ খেলে ব্যথা কমে, কিন্তু তার পরে আবার বেদনা হয়।

3. খিদে কমে যায়। খাদ্যে অরুচি হয়।

4. মাঝে মাঝে বমি হতে পারে। বমি হলে ব্যথার আরাম হয়ে থাকে।

5. দেহ শীর্ণ, দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যায়।

6. কখনো বা রক্ত বের হয় এবং তার জন্য রক্ত বমি বা Haemetemesis হয়।

7. মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে।

8. কখনো পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে বা পায়খানার রং কালো মত হয়।

Duodenal Ulcer—1. এই রোগের অন্য সব লক্ষণ Gastric Ulcer-এর মতো—তবে কিছু পার্থক্য আছে। এতে খালি পেটে বেদনা হয়—কিন্তু খাদ্য খেলে বেদনা কমে যায়।

2. রক্তবমি সাধারণতঃ হয় না—রক্তবাহ্য বেশি হয়।

রোগ নির্ণয়—(1) Barium meal X—Ray দ্বারা সঠিক বোঝা যায় কি রোগ।

2. Gastric Ulcer-এ খাবার পর বেদনা বৃদ্ধি হয়—কিন্তু Duodenal Ulcer-এ খাবার পর বেদনা কমে যায় কিন্তু খালি পেটে ব্যথা থাকে।

4. প্রথমটিতে রক্তবমি বেশি হয়—দ্বিতীয়টিতে রক্ত পায়খানা বেশি হয়।

চিকিৎসা

ক্রিয়োজোট, আর্সেনিক, হাইড্র্যাস্টিস, কেলিবাই ও আর্জেণ্টনাই (লক্ষণানুসারে) এই রোগের ঔষধ। প্রধান বায়োকেমিক ঔষধের মধ্যে নেট্রাম-ফস, কেলি-ফস্, ম্যাগ-ফস, প্রভৃতি উপযোগী।

অ্যাকোনাইট ৩x—রক্ত প্রধান ব্যক্তির মুখ লালবর্ণ, পূর্ণ নাড়ী, বুকধড়ফড় করা, ব্যাকুলতা, জ্বর, পাকাশয়ের হঠাৎ বেদনা হয়ে রক্ত বমি।

মিলিফোলিয়াম θ, ১x—সহজে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত বমি। ইপিকাক ৩x, ৬—বমির ইচ্ছা, বমিসহ উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত ওঠা, অল্পক্ষণস্থায়ী ঘন ঘন কাশি, মুখে লবণাবস্থায়, জিহ্বা সরস।

হ্যামামেলিস—১ x। দ্রুত কাঁপানো ঠাণ্ডা নাড়ী, কালরঙের রক্তবমি, পেটে গড় গড় কলকল শব্দ, বিনা কষ্টে রক্তস্রাব, দুর্বলতা। এই পীড়ার এটা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। রক্তবমি বন্ধের জন্য পনের মিনিট পরপর কয়েক মাত্রা খাওয়া উচিৎ।

আর্নিকা মণ্টেনা ৩x, ৩০। থান থান রক্ত বমি ও পানাহারের বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পরিশ্রম বা আঘাত জনিত রক্তস্রাব।

ফেরাম ফস ৩x,—এই অবস্থায় প্রধান ঔষধ। উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ রক্ত বমি। বিস্তৃত জ্ঞানলাভের জন্য গ্রন্থের শেষে রেপার্টরী দেখতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—1. খাবার দিকে বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার। এর আগে Gastritis-এর জন্য Diet Chart দেওয়া হয়েছে। তা অনুসরণ করতে হবে।

2. রোজ প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া ভাল।

3. মাঝে মাঝে অল্প অল্প দুধ খেলে উপকার হয়।

4. পায়খানা পরিষ্কার না হ'লে বা কোষ্ঠ্যকাঠিন্য হলে ঔষধ খেতে হবে। নাক্স ভমিকা ৬, ৩০, ২০০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অন্ত্রাবরক ঝিল্লী প্রদাহ (Peritonitis)

কারণ—নিম্ন উদর, পেটের সব অন্ত্র ইত্যাদি যে পাতলা আবরণ দিয়ে মোড়া থাকে, তাকে বলে অন্ত্রাবরক ঝিল্লী বা Peritoneum। এই ঝিল্লীতে প্রদাহ হলে তাকে বলে অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর প্রদাহ বা Peritonitis। নানা কারণে এটি হতে পারে, যেমন—

1. পেটে আঘাত লাগা ও তার ফলে পেরিটোনিয়ামের ক্ষতি।
2. অন্ত্রে ছিদ্র বা Perforation।
3. এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগ এবং তার ফলে এ্যাপেণ্ডিস ফেটে যাওয়া।
4. অন্ত্র অবরোধ বা Obstruction।
5. পেরিটোনিয়্যাল Sac-এ নানা কারণে জীবাণু দূষণ।
6. জরায়ুর রোগ, জরায়ুতে বীজাণু দূষণ অথবা ক্যানসার, Fallopian Tube বা Overy-র প্রদাহ বা তাতে ক্যানসার বা নানা স্ত্রীরোগের জন্য।

লক্ষণ—1. পেটে তীব্র ব্যথা, বেদনা ও কম্প।

2. শীতবোধ, কাঁপুনি ও তার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বর হতে পারে রোগীর।
3. বমি বা বার বার বমনেচ্ছা।
4. অনেক সময় পেটে বায়ু সঞ্চয় ও তার জন্য উদগার।
5. অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য বা মলমূত্র রোধ হতে দেখা যায়। রোগী চিত হয়ে শুয়ে থাকে।
6. অনেক সময় পেটের ব্যথা এত বেশী হয় যে রোগী ব্যথায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে।
7. রোগীর পেট শক্ত হয় এবং নড়াচড়া করে না—তাকে Paralytic Ileum অবস্থা বলে।
8. অনেক সময় প্রচণ্ড ব্যথার পর রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়। বিশেষ করে Perforation হলে বা Appendix Burst করলে।

কঠিন উপসর্গ (Complications)

1. অনেক সময় রোগী ব্যথায় ছট্‌ফট্ করতে করতে ও বমি করতে করতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সহজে জ্ঞান ফিরে না। তখন পেট অপারেশন করা প্রয়োজন হয়।

2. অনেক সময়ে পেটের মধ্যে Septic হয় ও তা থেকে সারা রক্ত Toxins মিশে যায়। ফলে Toxaemia-এর লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী হার্টফেল করতে পারে।

কখনো বা Liver, Kidney, প্রভৃতি নানা রোগ জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

রোগ নির্ণয়

I. পেটে প্রচণ্ড ব্যথা, পেট ফুলে ওঠা বা উঁচু হয়ে ওঠা এবং মাঝে মাঝে বমি।

2. পূর্বে অন্য রোগের ইতিহাস—যে সব রোগ থেকে এই রোগ হতে পারে।

চিকিৎসা

অ্যাকোনাইট ৩x এই রোগের সূচনাতেই অতীব উপকারী। বেলেডোনা ৩ প্রবল জ্বর নাড়ী পূর্ণ, মাথায় বা বুকে রক্ত সঞ্চয়,উদর স্ফীত, গোঙানি, মূত্ররোধ পিত্তবমি প্রভৃতি লক্ষণে ফলপ্রদ। পতন বা হিম অবস্থার জন্য কার্বোভেজ ৩০।

উদরের গোলযোগসহ মূত্রাশয়ে কুঁথতে থাকলে ক্যান্থারিস ৩, গভীর অবসন্নতা প্রতিদিন বমিভাব. পেটে জ্বালা, শূলবেদনা, ঠাণ্ডা ঘাম প্রভৃতি লক্ষণে,আর্সেনিক ৩।

গরম স্পর্শসহ কোমর থেকে উরুদেশ পর্যন্ত আড়ষ্ট, পেটে খুব যন্ত্রণা, ল্যাকেসিস ৩০ বা ২০০।

মার্ক ভাইভাস ৬x, মাককর ৬, কলচিকাম ৬,ওপিয়াম ৬, নাক্সভম ৬, কলোসিন্থ ৬ সালফার ৩০, লাইকোপোডিয়াম, ৩০, চূর্ণ পেটে বায়ু সঞ্চয়), ব্রাইয়োনিয়া ৩, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব ৬ বা টেরিবিন্থ ৬ প্রভৃতি নানা সময়ে আবশ্যক হতে পারে।

রোগ পুরানো আকার ধরলে মার্কিউরিয়াস ডালসিস ৩ বিচূর্ণ বা লাইকো-পোডিয়াম ৬x বিচূর্ণ খাওয়া আবশ্যক।

গুটিকা দোষ থাকলে—আর্স আয়োড ৩x ৬, সলফার ৩০, ক্যাল্কেকার্ব ৬, ৩০।

পেটে ব্যথার জন্য ক্যামোমিলা ৬ বা ম্যাগ্ ফস্ ৬x গরম জলসহ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পেট বেশি ফাঁপলে গরম জলের সেঁক দিলে তাতে খুব উপকার হয়।

2. পুলটিস, 4-6 ফোঁটা তার্পিন তেল দিলে বেশ উপকার হয়।

3- পেঠে ব্যথা থাকা পর্যন্ত তরল খাদ্য খেতে হবে। ডাব, ঘোল, সরবৎ, গ্লুকোজ প্রভৃতি পথ্য।

4. পেট সুস্থ হলে হালকা ঝোল-ভাত উপকারী।

উদরী (Ascites)

কারণ — 1. আগে Peritonitis-এর কথা বলা হয়েছে, ঐ কারণে পেটের মধ্যে জল জমে উদরী হয়।

2. পেটের বিভিন্ন যন্ত্রাদি, লিভার, কিডনী, প্যানক্রিয়াস যন্ত্র প্রভৃতি কোন একটিতে বা একাধিক যন্ত্রে Inflammation হলে বা টিউমার, ক্যান্সার প্রভৃতি হলে ঐ কারণে উদরী রোগ দেখা দিতে পারে।

3. কোনও যন্ত্রে Abcess হয়ে তা ফেটে গেলে (Liver abcess) প্রভৃতি তা থেকে Peritoueum-এ জল জমে ও Inflammation হয়ে উদরী রোগ হয়।

লক্ষণ —1. পেটের মধ্যে জল জমতে থাকে ও ক্রমে ফুলে উঠতে থাকে, পেরিটোনিয়ামের মধ্যে জল জমে অথবা Peritoneal Sac-এর মধ্যে জল জমে।

2. বিভিন্ন রোগে উদরী হলে ঐ সব রোগের লক্ষণও দেখা যায়—যেমন Liver Cirrhosis, Liver Cancer, Intestinal Tuberculosis, হার্ট ফেলিওর ইত্যাদি Complication দেখা দিতে পারে।

3. পেটটি খুব বেড়ে ওঠে, অক্ষুধা দেখা দেয়।

4. বমি বা বমনেচ্ছা দেখা দিতে পারে।

5. পেট খুব বেড়ে উঠতে থাকে।

6. দুর্বলতা ও শীর্ণতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

7. দেহের বাড়তি জল Sac-এ জমে—ফলে মূত্র কমে যেতেও দেখা যায়।

8 ব্যথা, প্রদাহ প্রভৃতি হতে পারে পেটে।

9. হজমের গোলমাল, অন্ত্র অবরোধ, পায়খানা বা কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ও খাদ্য অরুচি হয়। দুর্বলতার ফলে বিশীর্ণ হয়। পরে মৃত্যু হয়।

2. Perforation প্রভৃতি হলে বা Liver abcess বার্স্ট করলে রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

3. পেটে বেশি জল জমার জন্য পেট ফুলে ওঠে Diaphragm-এ চাপ পড়ে। ফলে রোগী হার্টফেল করতে পারে।

4 কখনো-বা যন্ত্রণায় রোগী ছটফট করতে পারে।

5. Nephritis প্রভৃতি অন্য রোগ দেখা দিতে পারে। Petitonitis থেকে Hepatitis হতে পারে।

6. বীজাণু দূষণ হলে রক্তে বীজাণু মিশে Toxaemia দেখা দিতে পারে। তখন জ্বর প্রভৃতি হয়।

7. অবস্থা ক্রমে জটিল হয়। ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. পেট ফুলে ওঠে ও জল জমে, তা বুঝতে পারা যায় পেট টিপে পরীক্ষা করলে।

2. অন্যান্য রোগ নির্ণয়ের লক্ষণ হলো পেট ব্যথা, বিভিন্ন যন্ত্রাদি বা পেরি-টোনিয়ামের জন্য ব্যথা, বমি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

3. পেট ক্রমে ফুলে ওঠে ও জল জমে।

4. প্রস্রাব বন্ধ হয়।

5. পরবর্তী কালে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ।

চিকিৎসা

রোগের প্রথম অবস্থায় অ্যাকোনাইট ৩x।

প্রবল জ্বর, পেট ফোলা, মূত্ররোধ, পিত্ত বমি প্রভৃতিতে বেলেডোনা ৩ বা ৬।

পতন বা হিমাঙ্গ অবস্থায় কার্বোভেজ ৩০।

মূত্র কম, মূত্রাশয়ে কুন্থন প্রভৃতিতে ক্যান্থারিস্ ৩।

গভীর অবসন্নতা, পেটে জ্বালা, বমি, ব্যথা লক্ষণে আর্সেনিক ৩, ৬।

পেট গরম, টিপ্‌লে ব্যথা, কোমর থেকে উরু পর্যন্ত আড়ষ্টভাব, পেটে ভীষণ ব্যথা—ল্যাকেসিস্ ৩০ বা ২০০।

আচ্ছন্ন বা অজ্ঞানভাবে ওপিয়াম ৬, ৩০।

উপর পেটে বায়ু জমা, শ্বাসকষ্ট, ব্যথাভাব লক্ষণে, কার্বোভেজ ৩x বা ৩ বা ৬।

তলপেটে বায়ু জমা, কোষ্ঠকাঠিন্যে লাইকোপোডিয়াম ৬।

পেট ফাঁপাসহ ঢেঁকুর—কার্বলিক এসিড্ ৩, ৬।

বায়ু সঞ্চয়, নাভির চারদিকে মোচড়ানোর মত ব্যথা—ক্যামোমিল ১২।

তিক্ত বা অম্বল ঢেঁকুর, বুকে চাপ বোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য ভাব—নাক্স ভম ৩, ৬।

মার্ক ভাইভাস ৬x, মার্ককর ৬, কলচিকাম ৬, কলোসিন্থ ৬, ব্রায়োনিয়া ৩, টেরিবিন্থিনা ৬, ভিরেট্রাম্ অ্যালব্ ৬, প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. হালকা খাদ্য খেতে হবে—হরলিকস, ফলের মিষ্টি রস, ছানা, Hydro protein বা Protinex প্রভৃতি।

2. রোগ কমে গেলে তারপর মাছের ঝোল-ভাত পথ্য।

3. লবণ খাওয়া অবশ্য বর্জনীয়।

পাকস্থলির ক্যানসার

(Gastric Cancer)

কারণ—ক্যানসার রোগের কোন নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে দীর্ঘদিন ধরে আলসার বা ক্ষতরোগে ভুগলে তা থেকে Gastric Cancer রোগ হতে পারে। যে কোন অস্বাভাবিক কোষবৃদ্ধি বা Malignant Growth হলো ক্যানসার।

লক্ষণ—এটি একটি দুরারোগ্য ব্যাধি। এতে যে সব প্রধান লক্ষণ দেখা যায় তা হলো—

1. পেটে সব সময় ব্যথা থাকে। খেলে বা খালি পেটে সব সময় ব্যথা চলতে থাকে। পেট ফোলে না বিশেষ, তবে ব্যথা হয় ভীষণ ভাবে।

2. ঘন ঘন বমিভাব ও বমি। খাদ্য পেটে থাকতেই চায় না। খেলেই বমি হয়ে বেরিয়ে যায়।

3. পেট সামান্য টিপলে ব্যথা পায়।

4. বমির সঙ্গে খালি কফির গুঁড়োর মত পদার্থ বের হতে থাকে।

5. রক্তবমি হয় ও রক্ত শূন্যতা দেখা যায়।

6. রোগ যত পুরানো হয়, রোগী তত বেশী ক্ষীণ এবং রক্ত হীন হয়ে পড়ে। অবশেষে মৃত্যু হয়।

জটিল উপসর্গ—এটি মারাত্মক রোগ। রোগী ভুগে ভুগে দুর্বল ও ক্ষীণ হয় এবং শেষে তার মৃত্যু হয়। আর এর প্রতিবিধানের ঔষধ বের হয়নি।

রোগ নির্ণয় 1. কফি এবং কফির গুঁড়োর মত বমি।

2. খাদ্যদ্রব্য পেটে থাকে না।

3 অবিরাম ব্যথা ও বেদনা।

পাকাশয়ের ক্ষত বা Ulcer ও ক্যানসারের পার্থক্য বিশেষ ভাবে জানা কর্তব্য।

পাকাশয়ের ক্ষত বা আলসার	পাকাশয়ের ক্যানসার
1. বেদনা সাধারণতঃ সব সময় থাকে না।	1. বেদনা সব সময় বা অবিরাম চলতে থাকে।
2. বমি হবার পর বেদনা প্রায়ই কমে যায়।	2. বমি হবার পরও বেদনা এতে কমে না।
3. পেটে জোর চাপ দিলে ব্যথা-বেদনা বৃদ্ধি পায়।	3. পেটে সামান্য চাপ দিলেই ব্যথা বেদনা বৃদ্ধি পায়।
4. বমি হয় রক্তহীন বা কাঁচা তাজা রক্ত যুক্ত।	4 কফির গুঁড়োর মতো রক্ত বমি হয়।
5. চিকিৎসায় কমে যায়।	5 চিকিৎসায় কমে না।
6. খাবার খেলে বা খালি পেটে কোনও না কোন পক্ষে ব্যথা কমে যায়।	6 এতে ব্যথা থাকে অবিরাম।

চিকিৎসা

বিস্মাথ মাদার, ৬x থেকে ৩০ এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পেটে ঊর্ধ্ববায়ু থাকলে, কার্বোভেজ ৩, ৬ ভাল কাজ দেয়।

রোগ দীর্ঘস্থায়ী, গায়ে কাপড় রাখতে পারে না—ল্যাকেসিস্ ৬, ৩০।

প্রবল জ্বালা থাকলে, আর্সেনিক ৩, ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

বমি, ও উদরাময় থাকলে, ইপিকাক ৩x থেকে ৩০ ভাল ঔষধ।

ব্যারাইটা ৩, ৬, ৩০ প্রয়োজন মত ব্যবহার করা কর্তব্য। এটি টিউমারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বুক ধড়ফড় করা, শ্বাসকষ্ট লক্ষণ থাকলে, ক্যালি বাইক্রোম ৬, ৩০।

পাকাশয়ে অর্বুদ বা টিউমার হলে—হাইড্রাস্টিস ২x, কণ্ডুরেঙ্গো ৩ খুব ভাল ঔষধ। আর্সেনিক ৩x ভাল ফল দেয়।

ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ১২x—৩০x কঠিন টিউমারে ভাল ফল দেয়।

চর্বিযুক্ত লোকের পেটে কঠিন টিউমার হলে, ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০।

জ্বালাকর টিউমারে হাইড্রাসটিস ১x—৬ ভাল ফল দেয়।

অ্যামোন র্যাডিক্স মাদার, এক ফোঁটা থেকে তিন ফোঁটা উপকারী ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

নিয়মিত লঘু আহার। উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ পূর্ণ নিষিদ্ধ।

2 পরিপূর্ণ ভাবে বিশ্রাম।

3. অন্যান্য লক্ষণ অনুযায়ী ব্যবস্থা ও নার্সিং চাই।

রক্ত বমি (Haematemesis)

কারণ—1 সাধারণতঃ পাকাশয়ের ক্ষত রোগে অনেকদিন ভুগলে তার জন্য রক্ত বমি হতে পারে।

2 পাকাশয়ে ক্যানসার রোগ হলে তার জন্য রক্তবমি হতে পারে।

3. ফুসফুস থেকে কাশির সঙ্গে যে রক্তপাত হয় (Haemoptysis) তার থেকে এটি সম্পূর্ণ পৃথক রোগ।

4. যকৃতে রক্তাধিক্য, Duodenum-এ ক্ষত, অতিরিক্ত ধমনীর চাপ, ক্যানসার, Black water fever, প্রভৃতি কারণেও রক্তবমি হয়ে থাকে। যে কোনও কারণেই হোক না কেন অবশ্য সুচিকিৎসা করা কর্তব্য।

লক্ষণ—1. মুখ নাক প্রভৃতি থেকে বমির সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে।

2. বমি বা গা-বমিভাব থাকে।

3. অনিয়ম প্রভৃতি করলে বা উল্টোপাল্টা খেলে এটি বৃদ্ধি পায়। নিয়মিত চললে বমি কম হবে।

4. রক্তবমির আগে পেট ভারবোধ, ব্যথা প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়।

5. অজীর্ণতা বা বদহজম দেখা যায়।

6. মুখে সব সময় নোনতা স্বাদ থাকে রোগীর।

7. দীর্ঘনিশ্বাস, অবসন্নতা, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

8 নাড়ি খুব দুর্বল হয়। প্রচুর রক্তবমি হলে কোলাপ্‌স্ হয়ে রোগী মারা যেতে পারে।

9 বমির সঙ্গে রক্তস্রাব সব সময় সমান থাকে না। এটি কম বা বেশি হতে পারে। রক্তের রঙ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

জটিল উপসর্গ

1. অতিরিক্ত রক্তস্রাব হতে থাকলে, তা থেকে ক্যানসার হতে পারে।

2 পাকস্থলির ক্যানসার হলে তা মারাত্মক হয়।

3 দীর্ঘদিন আলসারে ভুগলে ও রক্তবমি হলে তা থেকে ক্যানসার হয়।

4. উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে রোগী দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে।

রোগ নির্ণয় —ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব ও পাকস্থলি থেকে রক্ত পাতের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই দুটি জানলে, রোগ নির্ণয় করা খুব সহজ হয়ে থাকে।

ফুসফুস থেকে রক্তস্রাব	পাকস্থলি থেকে রক্তস্রাব
1. রক্ত টাটকা লাল রঙের হয়।	1. রক্ত কখনো টাটকা, কখনো কালচে রঙের হয়।
2. রক্তের সঙ্গে কফ থাকা সম্ভব। ফেনাও থাকে।	2. এতে ফেনা বা কফ কিছুই থাকে না। খাদ্য থাকতে পারে।
3 বমি বা বমনেচ্ছা থাকে না এতে।	3. এতে সব সময় বমি বমি ভাব ও বমি থাকে।
4 পেটে ব্যথা থাকে না। বুকে ব্যথা থাকা সম্ভব।	4. এতে পেটে ব্যথা হয়। বুকে ব্যথা থাকে না।
5. মলের সঙ্গে রক্ত থাকে না।	5 প্রায়ই মলের সঙ্গে রক্ত থাকে বা কালচে মল হয়।
6. শ্বাসকষ্ট বা বুকের রোগের ইতিহাস থাকে।	6 এরূপ ইতিহাস থাকে না। অজীর্ণতা বা পেটের রোগের ইতিহাস পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

হঠাৎ দারুণ যন্ত্রণাসহ রক্তবমি। কপালে ঠাণ্ডা ঘাম, বুক ধড়ফড় করা, অস্থিরতা, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন ৩x।

অত্যধিক আঘাত জনিত রক্তস্রাবে, আর্নিকা ৩। সহজে উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত বমি হলে, মিলিফোলিয়াম ১x। ম্লান মুখ-মণ্ডল, প্রবল তৃষ্ণা, অস্থিরতা, অতিশয় দুর্বলতা, পাকাশয়ে জ্বালা, মেটে বা লাল রঙের রক্ত বা শ্লেষ্মাবমি প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। আগুনের তাতে থাকা বা রৌদ্রে বেড়ানোর জন্য রোগে. বেলেডোনা বা কার্বো-ভেজ ৬।

কৃষ্ণ বমিতে চায়না ৩x। কালবর্ণের রক্তস্রাব, পেট ভার, গড় গড় করা প্রভৃতি হলে, হ্যামামেলিস ৩। প্রবল বমি ইচ্ছা বা বমি সহকারে-রক্ত উঠলে, ইপিকাক ৬। মাদক দ্রব্য খাওয়ার জন্য রোগ হলে নাক্স-ভম ৩x, ৬x।

রক্ত বমি, ধীর নাড়ী, মূর্চ্ছা, ঠাণ্ডা ঘাম প্রভৃতি হলে, ভিরেট্রাম-৬।

অম্ল, পিত্ত বা রক্তবমি, হাত-পা ঠাণ্ডা, ক্ষুদ্র নাড়ী প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ৬। এই রোগের পক্ষে এই ঔষধ খুব উপকার দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে বা আরামে অবশ্য রাখা কর্তব্য। সব সময় শুয়ে থাকবে।

2 গাত্রবস্ত্র ঢিলা করে পা দুটি ঈষৎ উঁচুতে রাখলে ভাল হয় অনেক সময়।

3. বমি বেশি হলে বরফের টুকরো চুষতে হবে।

4. পেটে বরফ বা Ice Bag দিলে ভাল হয়।

5 মূর্চ্ছা হলে অনেক সময় রক্তবমি হয়। তা যেন স্থায়ী না হয়। মূর্চ্ছার চিকিৎসা করতে হবে।

6. কখনো রোগীকে বেশী কথাবার্তা বলতে দেওয়া উচিত নয়।

7. রক্তবমি বন্ধ হলে, পুষ্টিকর লঘু খাদ্য দিতে হবে। বার্লি, সাগু, দুধ, হরলিকস্, হাইড্রোপ্রোটিন বা প্রোটিনেক্স প্রভৃতি। ডাবের জল ভাল পথ্য। গুরুপাক খাদ্য অবশ্য বর্জনীয়।

8. রোগী আরোগ্য হলে, নিয়মিত দুধ, ডাবের জল, হালকা ঝোল-ভাত, সামান্য মাখন ইত্যাদি খাদ্য দিতে হবে। হাফ বয়েল ডিম, সুস্থ হলে দেওয়া যায়। কখনো যেন ক্ষত বেড়ে আবার রক্তপাত না হয়, সব সময় সেই দিকে নজর রাখা কর্তব্য।

9. নিয়মিত স্বাস্থ্যবিধি পালন করা কর্তব্য। ভারী কাজকর্ম করা অবশ্য বর্জনীয়। মন প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা সব সময় করা কর্তব্য।

পাকাশয়ের প্রসারণ (Dilatation of the Stomach)

কারণ—বহুদিন ধরে পাকস্থলির গহ্বর স্ফীত ও বর্ধিত হয়ে থাকার নাম পাকাশয়ের প্রসারণ। নানা কারণে এটি হতে পারে—

1. অতিরিক্ত মদ্যপান ও তার সঙ্গে প্রচুর খাদ্য খাওয়া।

2. অনিয়মিত পানাহার।

3. অন্য খাদ্য কম খাওয়া, পেট ভরে প্রচুর ভাত, রুটি, খিচুড়ি প্রভৃতি কার্বো হাইড্রেট জাতীয় খাদ্য খাওয়া।

4. ঢিলা করে কাপড় পরা।

5. ঠিকমতো খাদ্যদ্রব্য অন্ত্রনালী দিয়ে এগোয় না স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য। ফলে খাদ্য পেটে জমে। পায়খানা পরিষ্কার হয় না ও পাকস্থলী প্রসারিত হয়।

লক্ষণ—1. পেট সব সময় ফুলে থাকে।

2. কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। রক্ত পায়খানা হয় অথবা পায়খানা পূর্ণভাবে বন্ধ হয়।

3. অম্ল বা অম্লযুক্ত বমি হয়। বমি দেখতে হয় গাঁজলাযুক্ত এবং কালো রঙের।

4. দুর্বলতা দেখা দেয় খুব বেশি রকম।
5. দেহ পাংশুবর্ণ হতে পারে ও Jaundice দেখা দিতে পারে।
6. যকৃতের রোগ, মুখে টক স্বাদ প্রভৃতি হতে পারে।
7. দেহ শীর্ণ হয়ে পড়তে থাকে।
8. পেটের নিচের দিকে শক্ত ভাব দেখা দেয়।
9. অম্ল প্রভৃতি খেতে বেশি ইচ্ছা হয়।
10. মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা থাকতে পারে।
11. জিহবা লেপাবৃত হয়।
12. বুক ধড়ফড় করা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

জটিল উপসর্গ —1. লিভারের রোগ, Liver সিরোসিস অথব হেপাটাইটিস হতে পারে। জন্ডিস হতে পারে।

2. কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং Toxic absorbtion হলে তার জন্য Toxaemia-র নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

3. Intestinal Obstruction হতে পারে।

রোগ নির্ণয় —1. পাকস্থলি বড় হয়, ফুলেও যায়।

2. পায়খানা পরিষ্কার হয় না।

3. অম্ল ও অম্লযুক্ত বমি প্রভৃতি।

4. পেট ফোলা—কিন্তু উদরী নয়।

চিকিৎসা

নাক্স-ভম ৩x ৩০, সিপিয়া ৩০, ও ও হাইড্র্যাষ্টিস θ—৩ এই রোগের প্রধান ঔষধ।

খাওয়ার দোষে পাকস্থলীর প্রাচীর গাত্র দুর্বল হয়ে পড়লে—নাক্স প্রয়োগে দুর্বল মাংসপেশীগুলি সবল হয়; এইরকম স্থলে কোন কোনও চিকিৎসক নাক্স-ভমিকার পরিবর্তে স্ট্রিক্‌নিয়া ৩ প্রয়োগে সুফল পেয়েছেন বলেন।

দুর্বলতা, পাণ্ডুবর্ণ, দেহের শীর্ণতা, যকৃৎদোষ, অম্ল দ্রব্য খেতে আকাঙ্ক্ষা, মুখ তিতো বা নোনতা, অজীর্ণ, পিত্ত কিংবা শ্লেষ্মা বমি, প্রচুর ঋতুস্রাব বা পুঁজময় শ্বেত প্রদর—অথবা জরায়ু নির্গমন, ঘোলাটে প্রস্রাব, পাকস্থলীর নিম্নদেশ শক্ত ও ভার বোধ প্রভৃতি লক্ষণে—সিপিয়া ৩০ উপযোগী।

পাকস্থলীর প্রাচীর পুরু বা ক্ষতযুক্ত হওয়া, অম্ল, উদ্গার, ভুক্তদ্রব্য বমি, জিহ্বা আর্দ্র লেপাবৃত, থোকা থোকা আমময় ভেদ, পাকস্থলীতে শূন্যবোধ, বুক ধড়ফড় করা, নিচের পেটে ব্যথা, কপালে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে—হাইড্র্যাষ্টিস উপকারী।

আর্সেনিক ৩—৬, ক্রিয়োজোট ১২, আর্জ-নাই ৩০, ব্রাইয়োনি ৩x, নাক্সভম ৩০, কার্বোভেজ ৩০, সাল্‌ফার ৩০ লক্ষণানুসারে আবশ্যক হয়ে থাকে।

আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা।—1 পেটে তেল-জল বা নারকেল তেল-জল মালিশ করলে উপকার হয়।

2. ফলের রস, হরলিকস্ প্রভৃতি হালকা লঘু পথ্য দিতে হবে রোগীকে। অন্য আহার বর্জনীয়।

3. অন্ত্রের মধ্যে খাদ্য দ্রব্য আটকে আছে বুঝলে, তলপেটে তার্পিন তেল মালিশ করলে ভাল হয়। ঈষৎ গরম জল ভাল ফল দেয়।

4. বমি বেশি হতে থাকলে বরফের টুকরো চুষলে ভাল ফল দেখা যায়।

5. রোগ সেরে গেলে হালকা মাছের ঝোল-ভাত পথ্য। খাদ্য কম খেতে হবে। অমিতাচার, মদ্যপান প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে।

পাকস্থলির শীর্ণতা

(Atrophy of the Stomach)

কারণ —1. দীর্ঘদিন ধরে অজীর্ণ, ডিসপেপসিয়া প্রভৃতি রোগে ভোগা ও খাদ্য কম খাওয়া।

2. অতিরিক্ত কম খাওয়া ও দীর্ঘদিন খাদ্য কম খাওয়া বা না খাওয়া।

3. পাকস্থলির পাচকরসের অভাব বা Hypochlorhydria থেকেও এটি হয়।

4. খাদ্যে ভিটামিন B_{12} অথবা B_1 B_6 এর অভাবের জন্য হতে পারে।

লক্ষণ —1. হজম হতে চায় না। ক্ষুধা কমে যায়। পাচক রস কম নির্গত হয়।

2. পেট ভার বোধ হয়—খেতেই ইচ্ছা হয় না। খাদ্যদ্রব্য দেখলে বিরক্তি আসে।

3. পেট ভার, কিন্তু উঁচু হয় না কখনো।

4. পেটে বায়ু, উদ্গার প্রভৃতি থাকতে পারে।

5. অনেক সময় রক্ত শূন্যতা, স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতির লক্ষণ দেখা দেয়।

6. অনেক সময় পুরানো আমাশয় থেকে আবার মাঝে মাঝে কোষ্ঠকাঠিন্য, মাঝে মাঝে উদরাময় হয়।

জটিল উপসর্গ

1. দেহ দুর্বল, শীর্ণ হতে থাকে ও রোগী দুর্বল, রক্তশূন্য হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয়--1. পেটের শীর্ণতা ও পেটে গর্ত মত দেখায়।

2. দুর্বলতা, পেটে বায়ুর চাপের জন্য হাঁপানির লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

3. অতিরিক্ত অক্ষুধা ও খুব কম খাওয়া।

4. অল্প খেলেই পেট ভার ভার ভাব।

5. পেটে বায়ু বেশি হতে দেখা যায়।

চিকিৎসা

নাক্স ভম ১x—'এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

খাওয়ার পরই এসিড মিউর θ (৫ থেকে ১০ ফোঁটা) খানিকটা জলসহ পান করা উচিত।

খাদ্য পুষ্টিকর হওয়া আবশ্যক এবং তা ভালভাবে চিবিয়ে খাওয়া উচিত।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. হালকা পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত ভাবে খেতে হবে।
2. খাদ্যদ্রব্য ভাল ভাবে চিবিয়ে খেতে হবে।
3. খাবার পর দুবেলা লেবুর জল খাওয়া ভাল। ডাবের জল উপকারী পানীয়।

অন্ত্রের প্রদাহ (Enteritis & Colitis)

কারণ—খাদ্য হজম হবার পর পাকস্থলি থেকে যে অন্ত্রে আসে, তার দুটি অংশ—(a) ক্ষুদ্রান্ত্র, (b) বৃহদন্ত্র। ক্ষুদ্রান্ত্র আপেক্ষাকৃত সরু, কিন্তু তা সুদীর্ঘ। বৃহদন্ত্র ফুলে খুব মোটা মত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রদাহকে বলে Enterits এবং বৃহৎ অন্ত্রের প্রদাহকে বলে Colitis। যদি দুটি অন্ত্রের প্রদাহ হয়, তাকে Enterocolitis।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে এটি বেশি হয়। দীর্ঘদিন ধরে পুরনো আমাশয় রোগে অল্প অল্প ভোগে। মাঝে মাঝে ঔষধ খেলে রোগ কমে কিন্তু সারে না—পরে এ থেকে প্রদাহ হয়ে থাকে।

বীজাণু দূষিত খাদ্য বা জল পান, অখাদ্য ভক্ষণ, কুখাদ্য, বাসি পচা খাদ্য ভক্ষণ প্রভৃতি গৌণ কারণ।

আজকাল অনেক লোককেই দেখা যায়, আমাশয় হলে সামান্য 2—5টি ট্যাবলেট খেয়ে চেপে দিতে চান। কিন্তু তাতে রোগ নির্মূল হয় না। বীজাণুরা সাময়িক মরে—আবার ঔষধ না খেলে বাড়ে। এজন্য সব সময় আমাশয় পূর্ণ নির্মূল করা ও 15—20 দিন কি একমাস নিয়মিত ঔষধ খাওয়া কর্তব্য। তা না করার ফলে আমাশয় বার বার হয়ে অন্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করে। দিন কতক পরে দেখা দেয় Enteritis বা Colitis রোগ রূপে।

লক্ষণ

ক্ষুদ্রান্ত্র প্রদাহ —1. প্রথমে নাভির চারদিকে প্রচণ্ডভাবে ব্যথা ও বেদনা হতে থাকে, ঠিক যেন খোঁচা মারার মত ব্যথা হতে থাকে এতে।

2. পেটে চাপ দিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা বৃদ্ধি পায়। রোগী চিৎকার করতে থাকে, কষ্ট পায়।

3 রোগী চুপ করে শুয়ে থাকলে ব্যথা কম থাকে, ছটফট করলে ব্যথা বৃদ্ধি পায়।

4 পরে উদরাময় হয় বা ঘন ঘন পায়খানা হতে থাকে।

5. অনেক সময় বমি হয়, বমি বমি ভাব থাকে।

6. খাদ্যে অরুচি, মুখ বিস্বাদ হয়।

7. পেট ফাঁপা, পেটে বায়ু, পেট ভুট ভাট করা চলতে থাকে।

8. অনেক সময় মল ত্যাগের ইচ্ছা হয়—কিন্তু মলত্যাগ করলে মল বের হয় না। মলত্যাগের পর ব্যথা সাময়িক ভাবে কমে আসে।

বৃহদন্ত্র প্রদাহ —1. তলপেট ব্যথা, কোঁকে ব্যথা, কখনো খুব বেশি ব্যথা দেখা যায়।

2. পায়খানার সঙ্গে আম, আমরক্ত, পুঁজ প্রভৃতি নির্গত হতে থাকে।

3. অনেক সময় পায়খানা হয় না। কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। পরে আবার পায়খানা হয়। এইভাবে চলতে থাকে।

4 কখনো—বা অরুচি, বমি বমি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

5. চিকিৎসা না করলে মাঝে মাঝে জলের মত পায়খানা 10—12 বারও হতে পারে।

জটিল উপসর্গ —1. এ থেকে পরে অন্ত্রের আলসার রোগ হয়ে থাকে, যা কঠিন রোগ।

2. আলসার থেকে অন্ত্রের Perforation হতে পারে।

3. বেশিদিন ভুগলে তা থেকে অন্ত্রের আলসার হয়।

4. লিভার আক্রান্ত হতে পারে Portal Circulation দিয়ে, তার ফলে Hepatitis, সিরোসিস, লিভার Abcess, লিভার ক্যানসার, জন্ডিস প্রভৃতি নানা রোগ হতে পারে। এমন কি এ থেকে পরে Perironitis পর্যন্ত হতে পারে। তাই এই রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসা করা কর্তব্য—তা না হলে পরে প্রাণ সংশয় হয়।

রোগ নির্ণয়—1. Barium meal খাইয়ে X Ray করলে, অন্ত্রে আলসার হলে তা ধরা পড়ে। যদি আলসার না হয় তাহলে লক্ষণ দেখে ধরতে হবে।

2. পেটে ব্যথা বা তলপেটে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ।

3. কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো তরল ভেদ।

4. পায়খানার সঙ্গে আম, রক্ত, পুঁজ প্রভৃতি।

চিকিৎসা

পীড়ার প্রথম অবস্থায় জ্বর, প্রদাহ, পেটব্যথা মানসিক উদ্বেগ লক্ষণে, অ্যাকোন ৩x। জিহ্বা সাদা বা লেপাবৃত, পাতলা ভেদ, অন্ত্রে দারুণ বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যান্টিম ক্রুড ৬।

আঘাত লাগার রোগের জন্য আর্ণিকা ৩। পীড়ার পুরানো অবস্থায় প্রবল তৃষ্ণা, দুর্বলতা, পেটের অসুস্থতা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। মলত্যাগের ইচ্ছা, মলত্যাগের পর যন্ত্রণার উপশম, উদরে বায়ু সঞ্চয়, প্রত্যেক বারে বমি বা বমির ইচ্ছা থাকলে, ইপিকাক ৩x (পালসেটিলার আগে বা পরে খাওয়া বিশেষ উপযোগী)। জ্বর, প্রদাহ, চোখ-মুখ লাল, পেট সেঁটে ধরা প্রভৃতি লক্ষণে, বেল ৬। নাভির চার পাশে বেদনা, বার বার মলত্যাগের ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, কলোসিন্থ ৬। পেটে যন্ত্রণা হলে, ম্যাগ্নেসিয়া ফস ১২x চূর্ণ (অত্যুষ্ণ জলসহ) সেব্য।

প্রদাহের জন্য পাশ ফিরতে অক্ষম, কেবল চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছা করে, এই সব কারণে, ল্যাকেসিস ৩০।

খুব কুঁথলে, রক্তাভ শ্লেষ্মাভেদ হলে, মার্ক-কর ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—1. পেটে তেল-জল বা তার্পিন তেল মালিশ করলে তাতে উপকার হয়।

2. বমি চলতে থাকলে বরফের টুকরো চুষলে উপকার হয়।

3. পায়খানা চলতে থাকলে অন্য খাদ্য দিতে নেই। কেবল ডাব, সরবৎ, গ্লুকোজ-জল প্রভৃতি পথ্য। পায়খানা বন্ধ হলে সরু চালের ভাত, থানকুনি পাতা, কাঁচকলা ও জ্যান্ত মাছের ঝোল দিতে হবে। থানকুনি পাতার রস উপকারী।

4. গাঁদাল পাতার ঝোলও এসব ক্ষেত্রে উপকার দেয়। কাঁচা বেল পুড়িয়ে খেলে ভাল হয়।

5. অত্যাচার, অমিতাচার, মদ্যপান, বেশি চা-কফি প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়।

6. গুরুপাক খাদ্য খাওয়া উচিত নয়।

7. রোগীকে ধরাবাঁধা নিয়মে চলতে হবে ও স্বাস্থ্যবিধি সব পালন করা কর্তব্য।

অন্ত্রের আলসার (Intestinal Ulcer)

দীর্ঘদিন ধরে অন্ত্রের প্রদাহ, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ভুগতে ভুগতে শেষে অন্ত্রে—ক্ষুদ্রান্ত্রে বা বৃহদন্ত্রে আলসার হতে পারে। এটি খুব অশুভ রোগ।

কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসা প্রভৃতি সব অন্ত্রের প্রদাহের মত। তাই পৃথক বলা হলো না। আগে সব বলা হয়েছে।

যদি আলসার বেশি হয়, তবে তার জন্য অপারেশনের প্রয়োজন হয়। কারণ দীর্ঘদিন Ulcer থাকলে, ক্যানসার প্রভৃতি হতে পারে।

চিকিৎসা

ক্ষত থেকে রক্তস্রাব, আগুনে পোড়ার মত জ্বালা, ক্ষতস্থানের পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের কাঠিন্য ও উত্তাপ এবং মল পরিমাণে কম রক্তময় পূঁজ বা কালো রঙের পূঁজ নির্গমনের লক্ষণে, আর্সেনিক ৬, ৩০। পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত হলে বিশুদ্ধ অলিভ অয়েল প্রতি মাত্রায় ৪ ড্রাম করে প্রতিদিন তিনবার খাওয়া উচিত।

গণ্ডমালা ক্ষতে—সালফার ৩০ বা ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩০। জ্বালাকর ক্ষতে বেলেডোনা—৩x।

সামান্য ক্ষতে ধীরে ধীরে পূঁজ উৎপন্ন হলে, সাইলিসিয়া—৩০। পূঁজ নিবৃত্তির জন্য হিপার সালফার ৩০ (পাবদ দোষে বিশেষ উপযোগী)। উপদংশজনিত ক্ষতে মার্কিউরিয়াস ৬ বা অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬।

পূঁজ বা রক্ত-স্রাবী ক্ষতে মার্ক-সল ৬। পুরানো ক্ষতে অন্য কোন ঔষধে ফল না পেলে সালফার ৩০ (পুরানো ক্ষত দ্রষ্টব্য)। ক্ষত পচতে আরম্ভ করবে মনে হলে, ল্যাকেসিস ৩০ দিতে হবে। নেট্রাম ফস্ ৬x দিনে কয়েকবার সেবন এই রোগে উপকারী।

যকৃতের প্রদাহ (Hepatitis)

কারণ—1. দীর্ঘদিন ধরে আমাশয়ে ভুগলে আমাশয়ের বীজাণুরা Portal রক্ত প্রবাহ দিয়ে যকৃতে গিয়ে বাসা বাঁধে, তার ফলে যকৃতের প্রদাহ হয়।

2. দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বরে ভুগলে ঐ সব বীজাণু যকৃতে উপস্থিত হয়ে বাসা বাঁধে এবং তার ফলে এই রোগ হয়।

3. টাইফয়েডে পূর্ণদিন অর্থাৎ 21 বা 28 দিন ভুগলে তার ফলে পরে যকৃতের প্রদাহ হতে পারে।

4. নিউমোনিয়া, সেপটিক জ্বর, পীতজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ইত্যাদিতে ভুগলে পরে যকৃতের প্রদাহ হবার আশংকা থাকে।

5. অতিরিক্ত মদ্যপান, অমিতাচার, নেশাসেবন প্রভৃতি।

6. কোন ভাইরাস রোগে (বসন্ত, হাম প্রভৃতি) ভুগলে পরে এ থেকে Viral Hepatitis হবার আশংকা থাকে।

7. পেরিটোনাইটিস্ থেকে পরে হেপাটাইটিস্ হতে পারে। সাধারণতঃ Microbes এবং Virus দুই ধরণের বীজাণু থেকে হেপাটাইটিস্ হতে পারে।

লক্ষণ—1. যকৃত আকারে বাড়ে এবং পেট টিপলে লিভারটি অনুভব করা যায়।

2. যকৃতের উপরে ব্যথা হতে পারে।

3. পেটের বামদিকে ব্যথা দেখা দেয়।

4 জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে মাথাব্যথা প্রভৃতি হতে পারে।

5. জিহ্বা লেপাবৃত হয়।

6 মুখে বিস্বাদ ভাব, ক্ষুধা কম, অরুচি প্রভৃতি দেখা দেয়।

7. কাদার মতো সবুজ বা কালো অথবা সাদা পায়খানা হতে থাকে।

8. বামদিকের কাঁধে ব্যথা দেখা দেয়। কখনো বা পিঠের ডানদিকে ব্যথা হয়। ডান হাত দিয়ে কাজ করতে কষ্ট হয়। পড়ে ডান কাঁধে বেদনা দেখা দেয়। অনেক সময় ডান দিক থেকে বাঁ দিকেও Reterred Pain দেখা দেয়।

9. চোখ হলদে হতে পারে, ন্যাবা বা জণ্ডিস হতে পারে। জোরে নিঃশ্বাস নিলে বুকেও ব্যথা মনে হয়।

10. বমি বমি ভাব বা বমনেচ্ছা ও বমি দেখা দিতে পারে।

11. মূত্র হরিদ্রা বর্ণ হতে পারে।

12. কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা উদরাময় হতে পারে।

13. যকৃত আরো বড় হতে পারে অনেক সময়।

14. শীত ও কম্প দিয়ে মাঝে মাঝে জ্বর হতে পারে। অবশ্য জ্বর বেশি হয় না। প্রায়ই অল্প অল্প জ্বর হয়।

15. মুখে, গলায় তিক্ত স্বাদ ও বমি হলে তাও তিক্ত হয়। অনেক সময় বুকে ব্যথা ও নিয়মিত জ্বরের জন্য এই রোগকে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) বলে ভ্রম হয়।

জটিল উপসর্গ—1. অনেক সময় এই রোগ থেকে পরে লিভারের ফোঁড়া বা বা Liver Abcess হতে পারে—বিশেষ করে যারা মদ্যপান বেশি করে তাদের এরূপ হবার আশংকা থাকে।

2. অনেক সময় যকৃৎ ধীরে ধীরে ছিবড়ের মতো হয়ে যায়—যাকে বলে Cirrhosis of Liver রোগ।

3 অনেক সময় শেষ পর্যন্ত Liver cancer হতে পারে।

রোগ নির্ণয়—পিত্ত বমি, লিভারের ব্যথা, বাম কাঁধে বা বুকে ব্যথা প্রভৃতি রোগ-লক্ষণ থেকে রোগ নির্ণয় করা যায়। যক্ষ্মা রোগের থেকে তার পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে সঠিকভাবে। তা একটা চার্ট দ্বারা বোঝানো হলো। লিভার বৃদ্ধিও একটি নির্দিষ্ট লক্ষণ।

যকৃত প্রদাহ	যক্ষ্মা
1. পিত্ত বমি ও বমি বমি ভাব থাকে।	1. এতে তেমন ভাব থাকে না।
2. যে কোন সময় জ্বর আসে।	2. সর্বদা বিকেলে বা সন্ধ্যায় জ্বর আসে।
3. মুখে তিক্ত স্বাদ ও জিহ্বা লেপাবৃত হয়।	3. এরূপ লক্ষণ কম।

4. লিভার বৃদ্ধি পায়।	4. বৃদ্ধি পায় না।
5. এতে ঘন ঘন সার্দ কাশি থাকে না।	5. প্রায়ই এরূপ হয়।
6. বেশির ভাগ ডান দিকে ব্যথা হয়।	6. দুই দিকেই ব্যথা হতে পারে।
7 দেহের ওজন নিয়মিত কমে যাওয়া ও শীর্ণতা ততটা হয় না।	7. দেহের ওজন কমে ও দেহ ক্ষয় হতে থাকে।
8. ক্ষুধামান্দ্য ও অরুচি বেশি হয়।	8. ক্ষুধামান্দ্য ও অরুচি কম হয়।
9. ন্যাবা ও মূত্র হলদে ভাব।	9. এরূপ লক্ষণ দেখা দেয় না।
10 বুক X—Ray করলে স্বাভাবিক দেখায়।	10. বুকে বা ফুসফুসে ক্যাভিটি প্রভৃতি দেখা দেয়।

চিকিৎসা

চেলিডোনিয়াম θ (এক থেকে পাঁচ ফোটা মাত্রায় দিনে দুবার) সব সময় যকৃত প্রদাহ রোগের পক্ষে উত্তম কাজ করে।

কার্ডুয়াস্-মেরিনাস্ θ পাঁচ ফোটা করে প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় খাওয়া উচিত।

যকৃতে ক্যানসার ধরণের বা টিউমার সন্দেহ হলে কোলেস্টেরিনাম ৩ বিচূর্ণ উপকারী।

শীত কম্পসহ জ্বর। যকৃতের ব্যথা, ন্যাবা রোগের উপক্রম হলে, অ্যাকোনাইট ১x—৬।

উত্তেজক পানাহার, সুরা পান—নাক্স ভমিকা ১x—৩০।

পুরাতন জ্বরে ভুগে যকৃৎ আক্রান্ত—চায়না ৬, ৩০।

যকৃতের প্রদাহ সহ যকৃৎ বৃদ্ধি লক্ষণে, মার্ক ভাইভাস্ ৩x থেকে ৩০।

যকৃতে সূচ বেঁধার মত ব্যথা, ন্যাবা, শোথ, কটিদেশ থেকে জানু পর্যন্ত (বিশেষতঃ ডানদিকে বেদনা, ঠাণ্ডা বাতাস লাগলে দক্ষিণ অঙ্গে সূচ ফোটার মত ব্যথা, পেটফাঁপা বায়ু নিঃসরণ প্রভৃতির লক্ষণে, কেলি-কার্ব ৬—৩০।

ল্যাকেসিস—৬—যকৃতে ব্যথা, কোমরে কাপড় রাখলে কষ্ট হয়। তলপেটে বায়ু যন্ত্র ব্যথা মলদ্বার থেকে নাভি পর্যন্ত যেন আকর্ষণ করছে এরকম মনে হয়। সুরা-পায়ীদের যকৃৎ প্রদাহ, সাইলিসিয়া ৬—৩০। পেট শক্ত ও বায়ুপূর্ণ, শূল ও কাঁটার মত ব্যথা, হাত হলুদ রং ও চোখ নীল রং। যকৃতে-স্ফোটক প্রভৃতিতেও ভালো কাজ দেয়।

পাণ্ডু বা ন্যাবা রোগ (Jaundice)

কারণ —চোখ, চর্ম, মূত্র প্রভৃতি হলুদ হওয়া এবং রক্তের Bile Pigment বেরিয়ে যাওয়াকে বলে ন্যাবা বা পাণ্ডুরোগ বা জণ্ডিস্।

1. রক্তের লোহিত রক্ত কণিকাগুলির (R. B. C) ধ্বংস হওয়া বা Haemolysis হল জণ্ডিস রোগের কারণ।

2. হেপাটাইটিস বা Viral Hepatitis হলো Hepato Cellular জণ্ডিস্ রোগের কারণ।

3. অবরোধক বা Obstructive জণ্ডিস্—যকৃতের উপর থেকে অন্ত্রের মধ্যে প্রবাহিত হওয়ার যে পিত্ত পথ বা Bile Duct, এই Bile Duct অংশে কোন স্থানে অবরোধ হলে তার ফলে জণ্ডিস্ রোগ হতে পারে।

4. ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, সর্পদংশন প্রভৃতি নানা কারণে Haemolytic জণ্ডিস্ রোগ হয়।

5. Gall Stone বা পিত্ত কোষে পাথর জমলে তার ফলে পিত্ত নিঃসরণে বাধা পায় ও জণ্ডিস্ রোগ হয়।

লক্ষণ —1. রোগীর গায়ের চামড়া, চক্ষুর শ্বেত অংশ, নাকের মূলভাগ প্রভৃতি হলুদাভ রং হয়।

2. মূত্রের বর্ণ হলুদাভ হয়।

3. শয্যাতে ঘাম লাগলে তা হলদে হয়ে যায়।

4. রোগীর চোখ হলুদাভ হবার ফলে সে সবকিছু হলুদাভ দেখতে পায়।

5. অনেক সময় এই সঙ্গে লিভারে ব্যথা বা পেটের বাম দিকে ব্যথা থাকতে পারে।

6. ক্ষুধা কমে যায়, অরুচি হয়।

7. কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য, কখনো বা উদরাময় হয়।

8. মুখে সব সময় তিক্ত আস্বাদ অনুভূত হয়।

9. কখনো কাদার মতো, কখনো কালো, কখনো বা সাদা মল হয়।

10. নাড়ি দ্রুত বা ধীর ও দুর্বল হয়।

11. বমি, পিত্তবমি প্রভৃতি হতে পারে কখনো কখনো।

12. হিক্কা, বমি বমি ভাব প্রভৃতি থাকে।

13. দেহ দুর্বল, অবসন্ন হতে পারে।

14. মাঝে মাঝে জ্বর হতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. এ থেকে পরে যকৃতে ফোঁড়া বা Liver Abcess হয়ে থাকে।

2. কখনো এ থেকে পরে লিভারের সিরোসিস্ হয়।

3. এ থেকে পরে লিভার ক্যানসার প্রভৃতি হতে পারে।

রোগ নির্ণয় —1. মুখে তিক্ত আস্বাদ রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

2. পেটের ডান দিকে ব্যথা, রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করে।

3. চোখের ডানদিকে সাদা অংশ হলুদাভ নিশ্চিত লক্ষণ।

4. বমি বা পিত্ত বমি হয়ে জ্বর হলেই, তা থেকেও রোগ বোঝা যায়।

5 গাত্র বর্ণ হলুদাভ হলে রোগ এগিয়ে যায়।

6. ক্ষুধামান্দ্য, খাদ্যে অরুচি, কালো বা সাদা পায়খানা প্রভৃতি।

চিকিৎসা

তরুণ রোগ —অ্যাকোন, ক্যামো, মার্ক, হিপার, নাক্স-ভম, হাইড্রাষ্টিস θ প্রতিমাত্রায় পাঁচ ফোটা।

পুরাতন রোগে —চেলিডো, পডো, ফস্‌ফো, ডিজি, অ্যাসিড নাইট্রিক।

পিত্ত পাথরী—রোগে অ্যাকোনাইট ৬, ক্যালকে-কার্ব ৩০, বার্বেরিস θ, বেল ৩, প্রভৃতি এবং পাথুরি নির্গমন কালে পেটের বেদনা স্থানে অত্যুষ্ণ পটি প্রয়োগ করা উচিত।

ন্যাবা সহ প্রদাহ অবস্থার লক্ষণে এবং যকৃৎ প্রদেশে দারুণ বেদনার জন্য, অ্যাকোন ৩x। কোষ্ঠকাঠিন্য, ফ্যাকাসে বা হলুদ মূত্র বিছানায় হলুদ রক্তের দাগ লাগা, নাড়ী ক্ষীণ ও কোমল এবং সর্বাঙ্গ হলুদ রঙের লক্ষণে—মার্ক ভাই ৬x (অ্যাকোন খাওয়ার পর মার্ক উপযোগী), ম্যালেরিয়া জনিত ন্যাবা, পিত্তযুক্ত তরল ভেদ ; সবিরাম ন্যাবা, পিত্ত পাথরী, মুখ মণ্ডল মলিন ও হলুদ বর্ণ, যকৃতে সূচ ফোটানোর মত ব্যথা, মুখ তিতো লাগে এই সব লক্ষণে—চায়না ৩x—৬।

পূর্ণ বিকশিত, রাত্রে ঘুম না হওয়া, কাঁধে ও অস্থিতে বেদনা পেশীতে বেদনা এইসব লক্ষণে মাইরিকা—θ—৩।

ন্যাবার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, যকৃতে ব্যথা, উত্তেজক খাওয়ার বা শ্রমবিমুখতা জনিত ন্যাবা হলে—নাক্স-ভম ১x—৩০। দক্ষিণ দিকে চাপ দিয়ে শুলে যকৃৎ জায়গায় খুব ব্যথা করে এই সব লক্ষণে, চেলিডোনিয়াম θ—৩x।

প্রতিদিন প্রচুর হলুদ বর্ণের ভেদ, কালো রঙের প্রস্রাব, স্বরভাঙ্গা, কাশি ও নৈরাশ্য প্রভৃতি লক্ষণে, ফস্ফোরাস ৩—৬।

তরুণ ন্যাবার পর অজীর্ণতা এবং পারদ অপব্যবহার জনিত ও জ্বরের পর দুরারোগ্য পাণ্ডু বর্ণ হলে, আর্সেনিক ৩x—৩০। ডাক্তার বারনেট কাড্‌য়াস θ প্রয়োগে (বিশেষতঃ পুরাতন অবস্থায়)—বিশেষ ফল পেয়েছেন বলেন। ভয় বা ক্রোধের জন্য ন্যাবা বা নবজাত শিশুর ন্যাবায় —ক্যামোমিলা ৬। রক্ত দূষিত হয়ে ন্যাবা হলে—ক্রোটেলাস ৩।

পুরাতন ন্যাবা রোগে—আয়োডিয়াম ৩—৫। ডিজিটেলিস ৩, পডোফাইলাম ১x, হাইড্র্যাষ্টিস θ, ল্যাপটাণ্ড্রা ৬, অ্যাসিড ফস ৩০, জেলস ৩x প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে আবশ্যক হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. পেটে ব্যথা থাকলে গরম সেঁক উপকারী। লিভারের স্থানে সেঁক দিলে তাতে খুব উপকার হতে পারে।

2. পেঁপের কষ, কালমেঘের পাতার রস প্রভৃতি খেলে তাতে বেশ উপকার হয়।

3. কমলালেবু ও বাতাবি লেবুর রস বিশেষ উপকারী।

4. পুরাতন যব, গম, চাল, মুশুর ডালের জুস প্রভৃতি খাওয়া ভাল। পাকা কুমড়ো, কাঁচকলা, জয়ন্তী শাক, হিঞ্চে, হরিতকী, সিঙ্গী মাছ, ঘোল, মাখন প্রভৃতি খাওয়া ভাল।

5. মশলা, ঘি, তেল, মাংস, ইলিশ মাছ প্রভৃতি খাদ্য অবশ্য বর্জনীয়।

6. যথেষ্ট পরিমাণে গ্লুকোজ জল খাওয়া ভাল।

7. পূর্ণভাবে 3-4 সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে হবে।

পিত্তনালীর প্রদাহ (Cholecystitis)

কারণ —সাধারণতঃ লিভার থেকে যে সব ছোট ছোট নালী নেমে আসে তাদের এবং তাদের মিলিত নালী Right and left Hepatic Duct বা Common Bile Duct-এর Infection হলে এই রোগ হয়।

লক্ষণ —এই রোগের লক্ষণ অনেকটা Hepatitis এবং Gall Stone এর মিলিত লক্ষণের মতো।

1. পিত্তনালীর প্রদাহের জন্য পিত্ত নিঃসরণ কম হয়।

2. দেহে Jaundice এর সব লক্ষণ দেখা দিতে পারে—অর্থাৎ চোখ, চর্ম, হাতের নখ প্রভৃতি হলুদাভ হওয়া ও হলুদ মূত্র নিঃসরণ।

3. এই সঙ্গে বমি হয়। পিত্ত বমি হয় এবং তা তিক্ত স্বাদযুক্ত হয়ে থাকে।

4. লিভারের নিচের দিকে ব্যথা হয় (Base-এ) এবং লিভারের ব্যথা হতে পারে।

5. পিত্ত গাঢ় হবার জন্য, Gall Bladder থেকে নিঃসরণ ঠিক মতো হয় না।

6. অনেক সময় প্রথমে প্রদাহ ঔষধাদি খেয়ে সেরে গেলে, পরে এ থেকে Chronic Case—দাঁড়ায়।

7. অনেক সময় লিভারের কাজও এই সঙ্গে ব্যাহত হয়।

জটিল উপসর্গ (Complications)

1. এ থেকে পরে Gall Stone হতে পারে।

2. এ থেকে Hepatitis হতে পারে।

3. এই রোগ থেকে পরে লিভারে সিরোসিস্ এবং লিভার Cancer হতে পারে।

রোগ নির্ণয় —1. পেটের X-Ray দ্বারা রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

2. লিভারের Base-এ ব্যথা, রোগ নির্ণয়ের সাহায্য করে। তা থেকে বোঝা যায় এটি Hepatitis নয় বা অন্য রোগ নয়, লিভারে ব্যথা এবং Base-এর ব্যথা সঠিক চিনতে হবে।

3. জন্ডিসের লক্ষণ থাকে বটে, তবে তার সম্পূর্ণ কারণ কোথায় তা সঠিক নির্ণয় করতে হবে।

চিকিৎসা

পিত্তনালীর প্রদাহ ও শূল ব্যথায় ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩০—২০০ বিশেষ উপকারী।

লিভারের ব্যথায় কার্ডুয়াস্ মেরিনাস মাদার (৫—১০ ফোঁটা) ২০—২৫ মিনিট অন্তর সেব্য।

ব্যথা ও টাটানি থাকলে—চায়না মাদার।

চিওন্যান্থাস θ, হাইড্রাষ্টিস (প্রতি মাত্রায় এক ফোঁটা থেকে দশ ফোঁটা পর্যন্ত) ডায়াস্কোরিয়া θ, চেলিডোনিয়াম ২x, জেলসিমিয়াম ১x, বেলেডোনা ৩x, ও আর্সেনিক ৩x, ৩০, ডিজিটেলিস ৬, লরোসিরেসাস ৩ প্রভৃতি বেদনা নিবারণকারী ঔষধ।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x (গরম জলে) খেতে হবে।

কেলি-সাল্ফ ৬x, ১২x—পিত্ত প্রধান ধাতু—কোমরে কাপড় এঁটে পড়তে পারে না।

অ্যাকোন, মার্কিউরি, চায়না (ম্যালেরিয়া জ্বরসহ রোগে). নাক্স ভম, ফস্ফো প্রভৃতি ঔষধ আবশ্যক হয়।

বার্বেরিস θ পাঁচ ফোঁটা মাত্রায় খেলে অনেক সময় উপকার হয়।

হাইড্রাষ্টিস θ—৩x দিয়েও অনেক সময় বিশেষ উপকার হয়।

পুনরাক্রমণে চায়না θ নিবারণকারী ঔষধ। চায়না ৬x রোজ ২ বার করে খেতে হবে পাঁচ থেকে সাত দিন।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. লঘু খাদ্য খেতে হবে। ঝাল, টক, মশলা প্রভৃতি বর্জনীয়।

2. কালমেঘের পাতার রস, উচ্ছে, করলা, পুরানো চালের ভাত, মাছের হালকা ঝোল। বাতাবি লেবুর রস প্রভৃতি রোগ কমলে দিতে হবে।

3. রোগ অবস্থায় পূর্ণ বিশ্রাম।

লিভারের সিরোসিস (Cirrhosis)

কারণ—1. দীর্ঘদিন Hepatitis রোগে ভুগলে, লিভারের টিস্যু সব ছিবড়ের মত হয়ে যায় বা সিরোসিস্ হয়।

2. কোলিসিস্টাইটিস থেকে অনেক সময় সিরোসিস হয়।

3. Infection থেকে Hypertropic Billiary সিরোসিস হয়।

5. ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ থেকে হেপাটাইটিস্ হলে পরে সিরোসিস্ হতে পারে।

5. Viral হেপাটাইটিস্ থেকেও লিভারের সিরোসিস্ রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. লিভারের ব্যথা, ডান দিকে ব্যথা, ডান কাঁধে, ডান বুকে ও ডান পেটে ব্যথা প্রভৃতি।

2. মাঝে মাঝে পিত্ত বমি হতে পারে।

3. মুখের স্বাদ তিক্ত হয়। অজীর্ণ, অক্ষুধা প্রভৃতি দেখা যায়।

4. অনেক সময় জ্বর হতেও দেখা যায়।

5. লিভার আকারে অনেকটা বৃদ্ধি পায়।

6. একে অনেকে Liver-এর ক্যানসার বলেও ভুল করতে পারেন—বিশেষতঃ Advanced Case-এ।

7. অনেক সময় লিভারের কোন অংশে Solid Lump-এর মতো অনুভূত হয়।

8. শীর্ণতা, দুর্বলতা ও প্রবল রক্তশূন্যতা প্রভৃতি দেখা দেয় এবং তার জন্য রোগীর অবস্থা খারাপ হয়।

জটিল উপসর্গ

1. অতিরিক্ত পিত্ত বমি প্রভৃতি দেখা দেবার জন্য ও রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা প্রভৃতির জন্য রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

2. এ থেকে Liver-এর Cancer হতে পারে।

3. লিভার কর্মহীন হবার জন্য অজীর্ণ, অক্ষুধা প্রভৃতি হয় বলে, জটিল অবস্থা ও অতিরিক্ত দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. পেটে Lump দেখা যায় ও অন্যান্য লক্ষণও দেখা যায়

2. X-Ray করলে রোগ বুঝতে পারা যায়।

চিকিৎসা

চেলিডোনিয়াম মাদার—রোগের প্রথম অবস্থায়। রোজ ৫ ফোটা করে তিন বার জলসহ—সাত দিন থেকে পনেরো দিন খেতে হবে।

যকৃৎ বৃদ্ধি পেলে শ্রেষ্ঠ ঔষধ কার্ডুয়াস মেরিনাস্ মাদার পাঁচ ফোটা করে রোজ ২ বার।

এ ছাড়া বিভিন্ন রোগ লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা বর্ণনা করা হচ্ছে।

(১) যকৃৎ বেড়ে গেলে—মার্ক, নাইট্রিক এসিড্, অ্যাগারিকাস, ফস্ফরাস আর্সেনিক, চায়না।

(২) যকৃৎপ্রদেশে ব্যথা হলে—ঠান্ডা বা শুকনো বাতাস লেগে ব্যথায়, একোনাইট ৩x—৩০।

জ্বালাকর, টেনে ধরার মত বা হুল ফোটানোর বা বাতের মত ব্যথায়—ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০।

এ ছাড়া মার্কুরিয়াস্ বা স্যাবাডিলা ৩, ৬ ভাল ফল দেয়।

পিত্তাধিক্য উপসর্গে শ্লেষ্মা বমন লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৩, ৬।

উত্তেজক খাদ্য, মদ্যপান, অতিরিক্ত পানাহার, রাত্রি জাগরণের ইতিহাস থাকলে, নাক্স ভমিকা ৬, ৩০।

সাদা ভেদ থাকলে, মার্কুরিয়াস ৬। কুচকুচে কালো ভেদে, নেট্রাম সাল্ফ ৬x,১২x।

এছাড়া ক্যামোমিলা ৩, ৬, আইরিস্ ভার্স, লাইকো, হিপার সাল্ফার, পডো, পালস্ প্রভৃতি।

পিত্তজনিত উদরাময় থাকলে—পডো, আইরিস্, চায়না, ক্যামো।

পেটে শোথ হলে—কোনি টিগ্, আর্স, অ্যাসিড্ নাইট্রিক।

শিশুদের সিরোসিস্
(Infantile Cirrhosis)

কারণ—এই রোগ সাধারণতঃ 4 বৎসরের কম বয়সের শিশুদের বেশি দেখা যায়। দুধ বন্ধ হবার পর বেশী শর্করা খাদ্য এবং প্রোটিন খাদ্য খেলে এই রোগ হতে পারে। অনেক সময় ম্যালেরিয়া থেকেও এ রোগ হয়।

1. সবুজ মল বা সবুজাভ পাতলা মল দেখা যায়।

2 পেটের ডান দিকে ব্যথা থাকে।

3. অনেক সময় অতিরিক্ত শীর্ণতা, দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি হতে দেখা যায়।

4 খাদ্যে অরুচি, অক্ষুধা প্রভৃতি দেখা যায়। কখনো বা মল পাতলা ও সাদাটে হয়।

জটিল উপসর্গ

1. অতি শীর্ণতা, দুর্বলতা প্রভৃতির জন্য প্রাণ সংশয় হয়।

2. কখনো বা ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে পাতলা পায়খানা, অজীর্ণ প্রভৃতি চলতে থাকে ও প্রাণ বিপন্ন হয়।

রোগ নির্ণয়

উপরের বর্ণিত সাধারণ সিরোসিসের মতো রোগ নির্ণয় করে উপযুক্ত চিকিৎসা সত্বর করা উচিত।

চিকিৎসা

শিশুদের চিকিৎসা সব সময় সাবধানে করতে হয়। মাত্রাও বড়োদের থেকে কম হবে।

চেলিয়াডোনিয়াম মাদার এক ফোঁটা করে জলসহ দুবার উত্তম ঔষধ।

যকৃত ও প্লীহা বৃদ্ধি থাকলে কার্ডুয়াস মেরিনাস মাদার এক ফোঁটা করে জলসহ রোজ ১ বার।

শীত ও জ্বরসহ লিভার সিরোসিস—অ্যাকোনাইট ১x—৬।

পুরনো জ্বর ভোগা হেতু হলে, চায়না ৩ বা ৬।

স্পর্শ করলে বা নড়াচড়ায় পেটে বা লিভারে ব্যথা বোঝা গেলে, নেট্রাম্ সাল্ফ্ ৬x বা ১২ x।

সিরোসিস্ সহ ন্যাবা ভাব থাকলে দিতে হবে, চেলিডোনিয়াম ৩- ৩০।

যকৃতে জ্বালা, ব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি বা বমনেচ্ছা লক্ষণে, থেরিডিয়ন ৬, ৩০।

মাইরিকা মাদার শিশুদের পক্ষে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ন্যাবা, পিত্তহীন, পাঁশুটে মল প্রভৃতি থাকলে।

সাইলেসিয়া ৬, ৩০—পেট শক্ত ও বায়ুপূর্ণ, শূল ব্যথা প্রভৃতি।

শিশুদের শূল ব্যথাসহ —ক্যামোমিলা ৬ শ্রেষ্ঠ একটি ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সব সময় রোগীর অবস্থা ভাল ভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

2. যদি শীর্ণতা বা খাদ্যে অরুচি আসে, তা হলে Glucose জল পথ্য দিতে হবে। ডাবের জল উপকারী।

3. রোগী সুস্থ হলে ও খাদ্যে রুচি হলে, ছানা চিনি দিয়ে, চিড়ে ভিজিয়ে চিনি ও দই দিয়ে, ডিমের সাদা অংশ সামান্য হাফ বয়েল করে অথবা Hydroprotein বা Protinex দিতে হবে। বয়স্ক শিশুদের (8—10) অবশ্য মাগুর মাছের ঝোল ও ভাত দিতে হয়।

4. কাঁচকলা, পেঁপে, উচ্ছে, করলা প্রভৃতি সিদ্ধ বয়স্ক শিশুদের উপকারী পথ্য।

লিভারের ফোঁড়া (Liver Abcess)

কারণ—1. লিভারের Hepatitis থেকে অনেক সময় এটি হতে পাবে।

2. প্রাচীন আমাশয়ে ভোগ্য থেকে এটি হতে পারে।

3. কোলিসিস্টাইটিস্ থেকে পরে এটি হতে পারে।

4. দীর্ঘ দিন লিভারের কাজের গোলমাল থেকে এটি হতে পারে।

5. অমিতাচার; অতিরিক্ত মদ্যপান বা নেশাদি সেবন থেকে পরে এটি হতে পারে।

6. লিভারের নানা কারণে গোলমাল ঘটার জন্য—বা অন্য রোগ থেকে হয়—এই কারণে হতে পারে—যেমন প্রাচীন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড, Black Water Fever প্রভৃতি থেকে।

7. দেহের কোন প্রাচীন Viral Infection-এর পরিণতি হিসাবে হতে পারে। যেমন, হাম, জল বসন্তের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়—যা পরে এই রোগে দাঁড়ায়।

8. দেহের বাহ্যিক বা ত্বকের কোন ব্যাধি বা চর্ম রোগে বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করে চেপে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীণ রক্ত পরিষ্কার করার ঔষধ না দিলে তা থেকে লিভার, প্লীহা, কিডনী, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হতে পারে এবং এর ফলে Liver Abcess হতে পারে।

লক্ষণ—1. প্রাথমিক লক্ষণ ঠিক হেপাটাইটিসের মতো দেখা দেয়। লিভারের ব্যথা, ডানদিকে ব্যথা প্রভৃতি। ডান পেটে বা বুকে ব্যথা, ডান কাঁধে ব্যথা।

2. ফোঁড়া হলে তখন ব্যথা খুব বৃদ্ধি পায়। অনেক সময় ঐ সঙ্গে ন্যাবা বা জণ্ডিস থাকতে পারে। রোগী লিভারের ব্যথায় কষ্ট পায় খুব। টন্‌টন্ করে দপ্‌দপ্ করে।

3. X-Ray করলে লিভারের ফোঁড়া বোঝা যায়।

4. অনেক সময় প্রাথমিক অবস্থায় বমি ও পিত্ত বমি হয়।

5. ফোঁড়া পরে পেকে ফেটে যায় এবং তা উপর দিয়ে ফেটে ডায়াফ্রাম ও ফুসফুস আক্রমণ করতে পারে। কখনো বা নিচে পাশে ফেটে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিকে আক্রান্ত করতে পারে। কখনো পেটের বাইরের দিকে Abdominal Wall-এ ফোঁড়া হতে পারে।

চিকিৎসা

পেট শক্ত এবং বায়ুযুক্ত, শূল বা কাঁটার মত ব্যথা, হাত হরিদ্রাভ, নখ নীলাভ, যকৃতের ফোঁড়ায়, সাইলোসিয়া ৬, ৩০।

যকৃতে ফোঁড়া, মাথা ঘোরা, বমি, বমনেচ্ছা, যকৃতে প্রবল ব্যথা, জ্বালা এই সব লক্ষণে দিতে হবে, মেরিডিয়ন ৩০ বা ২০০।

নেট্রাম মিউর ৩০—যকৃতে ব্যথা ও ফোঁড়ায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

নেট্রাম সালফ্ ৬x, ১২x—কালচে মত ভেদ, স্পর্শ করলে বা নড়াচড়া করলে ব্যথা, খালি পেটে থাকলে নাড়ির চারদিকে ব্যথা লক্ষণে।

পুরানো প্রদাহসহ যকৃতে ব্যথা ও ফোঁড়া লক্ষণ থাকলে, হিপার সালফার ৩x—৩০।

যকৃতে প্রবল ব্যথা, ডান কাঁধে ব্যথা, যকৃতে ফোঁড়া সন্দেহে চেলিডোনিয়াম ১x—৩০।

সুরাপায়ীর যকৃতে ফোঁড়া, প্রবল ব্যথা, বায়ু, পেটে কাপড় রাখতে কষ্ট, ল্যাকেসিস্ ৬।

প্রবল সূচফোটার মত ব্যথা, জ্বালা, ন্যাবা, পেটে ফোঁড়া সন্দেহে, কালি কার্ব ৬, ৩০।

গুরু ভোজন, মদ্যপান জনিত পাকাশয়ের ব্যথা লক্ষণে নাক্স ভমিকা ১x—৩০।

ডানদিকে চাপপূর্ণ ভাব ও প্রবল ব্যথা প্রভৃতিতে লাইকোপোডিয়াম ১২, ৩০। এছাড়া যকৃৎ প্রদাহের ঔষধগুলি দেখা উচিত।

পিত্তপাথরী (Gall Stone)

কারণ—পিত্তকোষ বা Gall Bladder থেকে সঞ্চিত পিত্ত, পিত্তবাহীনালী (Bile Duct) দিয়ে ক্রমে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ বা Duodenam-এর মধ্যে পতিত হয়।

আহার বিহার প্রভৃতির দোষে বা পিত্তনালী বা পিত্ত কোষের প্রদাহের জন্য অনেক সময় এই পিত্ত জমাট বেঁধে যায় এবং তার ফলে Gall Stone বা পিত্ত পাথরীর সৃষ্টি হয়। এই পিত্ত কণা ছোট বালুর মত অথবা মাঝারি বা বড় পায়রার ডিমের মত সবুজ, বা কালো নানা রঙের হয়। কখনো একটি, কখনো বা একাধিক পাথরী জন্মায়।

শতকরা প্রায় 10 জন লোকের এই রোগ হয়। তবে পিত্ত পাথরী খুব ছোট হলে আপনা থেকেই বেরিয়ে যায় বলে রোগী তা ঠিক বুঝতে পারে না। তবে এই পাথর বড় হলে তার জন্য ব্যথার সৃষ্টি হবে, ব্যথা হলে তখন রোগী বুঝতে পারে রোগের কথা।

পিত্ত কোষের জায়গায় অল্প অল্প ব্যথা বা বেদনা থেকে রোগ বোঝা যায়। আবার অনেকে আজীবন পিত্তকোষে পাথরী থাকা সত্বেও কোন রকম বেদনা অনুভব করে না।

পাথরীটা (Stone) যতদিন পিত্তকোষের মধ্যে থাকে, ততদিন বোগী তেমন অনুভব করে না। কখনো কখনো ঐ স্থানে ব্যথা হয় মাত্র, কিন্তু যখন ঐ পাথরীটি পিত্তকোষ থেকে পিত্তনালীতে (Bile Duct) এসে পড়ে, তখন সহসা ঐ স্থান বা অন্যান্য অঙ্গে এক প্রকার দুঃসহ বেদনা হয় ও রোগী অস্থির হয়ে পড়ে। একে বলা হয়, পিত্তশূল বা Biliary Colic রোগ।

এই শূলে বেদনা খুব কষ্টকর এবং এর সঙ্গে যদি আরও নানা লক্ষণ দেখা দেয় তবে পিত্তের প্রবাহ ঠিক মতো না হবাব ফলে সেই পিত্ত জমাট বেঁধে Stone তৈরী করে, তা জানা গেছে।

লক্ষণ —1 দক্ষিণ কুক্ষিদেশ থেকে প্রচণ্ড ব্যথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ কাঁধ, পিঠ পর্যন্ত ব্যথা ছড়িয়ে যায়। রোগী ব্যথায় কাতরায়—অবসন্ন হয়ে পড়ে।

2. বেদনার সঙ্গে শীতল ঘর্ম, দুর্বল নাড়ি, ছটফট ভাব, হিমাঙ্গ (Collapse) শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট প্রভৃতি দেখা দিয়ে থাকে।

3. অনেক সময় ন্যাবা বা জণ্ডিস হয় এবং দেহ হলুদ বর্ণের হয়ে যায়।

4. অনেক সময় এই সঙ্গে বমি বা পিত্তবমি হতে থাকে।

5. অনেক সময় পর পর 2-3 দিন প্রচণ্ড ব্যথার পর হঠাৎ ব্যথা কমে বা সেরে যায়। তখন বুঝতে হবে যে পাথরটি ছোট ছিল, তা পিত্তনালী থেকে বেরিয়ে চলে গেছে। যদি তা এইভাবে বের না হয়, তাহলে অপারেশান পর্যন্ত করার প্রয়োজন হয়। পাথরী পিত্তকোষ বা পিত্তনালী থেকে বেরিয়ে যাবার পর তা আপনা থেকে মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়—আর যন্ত্রণা হয় না।

6. পাথরী বের না হলে, তখন যন্ত্রণা পরবর্তীকালে আরও বেশিভাবে হয়ে থাকে। X-Ray করলে পাথরী বোঝা যায়—পাথর খুব বেশি বড় হলে বাধ্য হয়ে অপারেশন করতে হয়।

চিকিৎসা

যাতে শূল বেদনা শীঘ্র দূর হয়, যাতে মলসহ পাথরী বের হয়ে যায়—যাতে আর পিত্তকোষটিতে পাথরী জমাতে না পারে—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

শূলে (পিত্ত পাথরী) বেদনায় ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩০—২০০। পিত্ত জনিত শূলে বেদনা নিবারণের জন্য উৎকৃষ্ট ঔষধ, এটা প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর দেয়।

এই ঔষধ আধ ঘণ্টা খাওয়ার পর বেদনা না কমলে, বার্বেরিস θ প্রতি বিশ মিনিট অন্তর ধরে দেয়।

কার্ডুয়াস-মেরিনাস—θ ৫—১০ ফোঁটা প্রতিদিন তিন ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য।

আর্ণিকা—৩x, ৬ তরুণ অবস্থার উপসর্গ কমে যাবার পর টাটানি থাকলে চায়না θ শূল বেদনার উৎপত্তি ও নিবৃত্তি।

চিওন্যানথাস (Chionanthus) θ, হাইড্র্যাস্টিস θ (প্রতি মাত্রায় এক ফোঁটা থেকে দশ ফোঁটা পর্যন্ত)।

ডায়াস্কোরিয়া θ, চেলিডোনিয়াম ২x, জেলসিমিয়াম ১x, বেলেডোনা ৩x ও আর্সেনিক ৩x, ৩০, ডিজিটালিস ৩০, লরোসিরেসাস ৩, প্রভৃতি বেদনায় নিবারণকারী ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x (গরম জলে) সেবন ও বাহ্যিক ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। কেলি সালফ ৬x, ১২x পিত্ত প্রধান ধাতুতে—কোমরে কাপড় এঁটে পড়তে পারে না।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. ব্যথা বাড়লে পেটে সেঁক দিলে বা তার্পিন তেল মালিশ করলে কিছুটা উপকার পাওয়া যায়।

2. রোগ চলতে থাকার সময় সর্বদা হালকা পুষ্টিকর ও তরল খাদ্য খেতে দিতে হবে। হরলিক্স, ডাবের জল, ঘোল, ছানার জল প্রভৃতি খুব উপকারী পথ্য। আপেল সিদ্ধ খুব উপকারী।

3. যদি আপনা থেকেই রোগ সেরে যায় ও তা ফিরে না হয়, তা হলে পাথর বেরিয়ে গেছে বুঝতে হবে। তখন ঝোল-ভাত পথ্য।

4. ঘি, মাখন প্রভৃতি চর্বি জাতীয় খাদ্য খাওয়া উচিত নয়।

রোগ নির্ণয়

এই রোগ হলে ব্যথা ও X-ray দ্বারা সব বোঝা যায়। পিত্তনালীতে পাথর জমলে যেমন এই রোগ হয় তেমনি মূত্রবাহী নালী (Ureter) এর মুখে বা কিড্নীতে পাথর জমলে মূত্রপাথরী রোগ হয়, এতে বুকে (Kidney) ব্যথা হয়। এই ব্যথাকে বলে Renal colic। এই দুই প্রকার ব্যথার কি পার্থক্য তা বলা হচ্ছে। মূত্রপাথরী সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

পিত্তপাথরী	মূত্রপাথরী
1. নাভিদেশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে থাকে এই রোগে।	1. পিঠের নিচের দিকে অণ্ডকোষ পর্যন্ত খুব ব্যথা হয়।
2. বেদনা ডান কাঁধ থেকে ডান কুক্ষিদেশ, ডান পাঁজরা প্রভৃতিতে বিস্তৃত হয়।	2. বেদনা নিচের দিকে বেশি বিস্তৃত হয়ে থাকে।
3. বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা এ-রোগে থাকে না।	3. বার বার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়, মূত্রে রক্ত বের হতে পারে।
4. এতে অনেক সময় জণ্ডিস দেখা যায়।	4. এতে জণ্ডিস্ হয় না।
5. এতে পাথরী অনেক সময় মলের সঙ্গে বের হয়ে থাকে।	5. এতে পাথর মূত্রের সঙ্গে বের হয়ে যায়।
6. এতে মুখে তিক্ত আস্বাদ হতে পারে।	6. এতে এরূপ থাকে না।
7. এতে বমি বা বমনেচ্ছা প্রায়ই হতে থাকে।	7. এতে এরূপ হয় না।

প্লীহা বৃদ্ধি (Enlarged Spleen)

কারণ—এদেশে প্লীহা বৃদ্ধির কারণ হলো, প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ব্লাক-ওয়াটার ফিভার, লিউকিমিয়া (Leukaemia) লিভারের সিরোসিস, Splenic Anaemia, Tropical Splenomegaly প্রভৃতি।

লক্ষণ—1. প্লীহা বর্ধিত হয় 2—10 আঙ্গুল পর্যন্ত অনুভব করা যায়।

2. ক্ষুধা কম, অরুচি অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দেখা যায়।

3. কোষ্ঠকাঠিন্য অথবা উদরাময় হতে দেখা যায়।

4. প্রবল দুর্বলতা এবং দেহ দুর্বল হয়ে রোগীর কর্মক্ষমতা থাকে না।

5. ক্রমে প্লীহা বেড়ে পেটের বাঁ দিকেও ব্যথা হতে পারে। এটি এত বড় হয় যে, মনে হয় পেটের মধ্যে ভার চাপানো আছে।

6. রোগ বেশি হলে রক্ত আমাশয় হতে পারে।

7. দাঁতের গোড়া ফোলে ও রক্তপাত হয়।

8. অনেক সময় উদরী হবার সম্ভাবনা দেখা যায়।

9. অনেক সময় পা ফোলে এবং শোথ হয়।

10. অনেক সময় এর ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. প্লীহা বেশি বেড়ে পেটের বাঁদিকে পর্যন্ত গিয়ে পাকস্থলিতে চাপ দেয়।
2. অক্ষুধা, বমি, অতি দুর্বলতা, আমাশয় প্রভৃতি হয়।
3. অনেক সময় অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা হয় এবং তার জন্য রোগী কর্মহীন ও অসার হয়ে পড়ে।
4. শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হতেও দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে।

রোগ নির্ণয়

1. প্লীহা বৃদ্ধি অনুভব করা যায়।
2. দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতা।
3. রোগের ইতিহাস থেকেও রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে থাকে।

চিকিৎসা

ম্যালেরিয়া-জ্বরের সঙ্গে প্লীহার তরুণ প্রদাহ হলে, প্রথমে জ্বরের চিকিৎসা করা কর্তব্য।

সব প্রকার প্লীহা রোগেই ডাক্তার বারনেট সিয়োনোথাস্ ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন। প্লীহা খুব বড় ও শক্ত হয়।

রোগী বাঁ পাশে শুতে পারে না, সমস্ত বাঁ পাশ জুড়ে ব্যথা থাকে।

তরুণ প্লীহা প্রদাহে—অ্যাকোনাইট ৩x। প্লীহার উপর সুচ ফোটানোর মত ব্যথা ও বেদনা, চাপ দিলে ঐ বেদনা বাড়ে এবং রক্তবমি লক্ষণে, আর্ণিকা ৬। বাঁ পেটে চাপ ধরা—সুচ ফোটানোর মত ব্যথা, প্লীহা বড় ও কঠিন, বাঁ পাশে শোয়ার পক্ষে অক্ষম। গা গরম থাকে ও মুখ মণ্ডল মলিন এই লক্ষণে, আর্সেনিক ৩—৩০। বেশি দিন কালাজ্বর বা বিষম জ্বরে ভুগে প্লীহা ক্রমে বড় হলে এবং সেই সঙ্গে রোগী বেশি দুর্বল হলে, চায়না ৬ বা ৩০।

সব সময় প্লীহাতে চিরিকমারার মত বেদনা হলে, কার্বোভেজ ৩x বা নেট্রাম মিউর ৩০। যকৃত ও প্লীহার বৃদ্ধি বা বেদনায়—কার্ডুয়াস মেরিনাস ∅ পাঁচ ফোঁটা করে সকালে দেওয়া কর্তব্য।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x। প্রাত্যাহিক ও জ্বর অবস্থায়।

নেট্রাম সাল্ফ—৬x, ১২x, ৩০—দূষিত বাষ্প থেকে রোগের জন্য।

নাক্স-ভমিকা ৩০, পালসেটিলা ৬, অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬, ফেরাম ৬x, অ্যাগারিকাস ৩, কেলি ব্রোম ৩x, বিচূর্ণও লক্ষণানুসারে আবশ্যক।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. কাঁচা পেঁপের আঠা 10 ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে রোজ সকালে খালি পেটে খেলে উপকার হয়।

2. পুরানো চালের ভাত, ডুমুর, কাঁচা পেঁপের তরকারী প্রভৃতি সুখাদ্য। হালকা মাছের ঝোল উপকারী। অধিক মশলা, ভাজা, তেল, ঘি প্রভৃতি বর্জনীয়। অবশ্য এ সব পথ্যাবলী জ্বর না থাকলে প্রযোজ্য। জ্বর থাকলে তার পথ্য দুধ, হরলিকস্, সাগু, বার্লি, হাইড্রোপ্রোটিন বা প্রোটিনেক্স।

অ্যাপেন্ডিসাইটিস্ বা উপাঙ্গ প্রদাহ

(Appendicitis)

কারণ —ক্ষুদ্র অন্ত্র যেখানে বৃহৎ অন্ত্রের সঙ্গে মিশেছে, সেখানে একটি চওড়া মত অংশ আছে। তাকে বলে Caecum-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি উপাঙ্গ বা Vermiform Appendix-টি। এটির মুখে থাকে একটি ভালব। এই ভালব থাকার জন্য খাদ্য উপাঙ্গে প্রবেশ করে না। উপাঙ্গটির উপরের মুখ খোলা ও Valve যুক্ত, নিচের মুখ বন্ধ।

কোষ্ঠকাঠিন্য, অতিরিক্ত মাছ-মাংস আহার অথবা উপাঙ্গের মধ্যে খাদ্য, মল, মাছের কাঁটা, ছোট হাড়ের টুকরো ইত্যাদি কোন পদার্থ প্রবেশ করলে উপাঙ্গে প্রদাহ উপস্থিত হয়। এই রোগকেই বলা হয় Appendicitis রোগ। নানা ধরণের বীজাণু এই প্রদাহের কারণ। কোলাই বা কোলাই ব্যাসিলাস্। ষ্ট্যাফিলো ও স্ট্রেপটো কক্কাস এবং প্রোটিয়াস্ ব্যাসিলাস্ হলো এই রোগ সৃষ্টির মূল কারণ। এই রোগ হলে প্রথম অবস্থায় এই সব ব্যাসিলাস ধ্বংস হলে অনেক সময় এই রোগ সারানো যায়।

অনেক সময় Colitis থেকে পরবর্তীকালে এই রোগ হওয়া সম্ভব হয়।

এই রোগ চলতে থাকলে এর মোট তিনটি স্তর দেখা যায়—

1. **প্রথম অবস্থা বা প্রদাহ** (Catarrbal Stage)—এই অবস্থায় সর্ব প্রথম খাদ্যের টুকরো বা অন্য কিছু উপাঙ্গে প্রবেশ করে ব্যথা ও প্রদাহ সৃষ্টি করে।

2. **ক্ষতযুক্ত অবস্থা** (Ulcerative Stage)—এই অবস্থায় উপাঙ্গের ভেতরে ক্ষত হয় অথবা তাতে ছিদ্র সৃষ্টি হয়ে থাকে।

3. **পচনশীল অবস্থা** (Gangrenous)—এটি সব চেয়ে খারাপ অবস্থা। এতে উপাঙ্গের অগ্রভাগ বা উপাঙ্গের সবটা খসে গলে, পচে যায়। এর সঙ্গে Caecum ক্ষুদ্র অন্ত্র আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। Appendix ফেটে গেলেও রোগী, অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন না হলে, মৃত্যু হতে পারে।

লক্ষণ —সব অবস্থাতেই লক্ষণ বা যা দেখা যায় তা হলো—প্রধান সাতটি লক্ষণ। তা হলো—

1. পেটের ভেতরের ডানদিকের তল পেটে (Right Ileac Fossa) হঠাৎ তীব্র ব্যথা হতে থাকে।

2. বমি—তরুণ রোগে সব সময় বমি হয়।
3. জ্বর ও জ্বরের লক্ষণাদি।
4. নাড়ির গতির দ্রুততা।
5. অন্ত্রের ঝিল্লী ও অন্ত্রনালীর গোলযোগ।
6. উপাঙ্গের স্থানের লক্ষণাবলী।
7. কোষ্ঠকাঠিন্য।

এবার প্রতিটি লক্ষণ বিস্তৃতভাবে বলা হচ্ছে—

1. **পেটের তীব্র ব্যথা** —পেটের মাঝখানে সারা পেটে প্রবল ব্যথা শুরু হয়, তারপর তা ক্রমে দক্ষিণ পাশের Ileac Fossa-তে সীমাবদ্ধ হয়। উপাঙ্গের অবরুদ্ধ অবস্থায় ব্যথা থাকলেও জ্বর বা নাড়ির গতি বেশী থাকে না যতক্ষণ না অস্ত্রোপচার করা হয়, ততক্ষণ এই ব্যথা চলতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে Peritonitis দেখা যায়।

2. **বমি** প্রদাহ বৃদ্ধি পেলে বমি হয় এবং দেহ তার জন্য অসুস্থ হয়। বমি বমি ভাব চলতে থাকে। প্রদাহ কম থাকলে বমি হয় না। জ্বর বেশি হলে, প্রায়ই বমি হয়ে থাকে।

বমি হলো, অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান লক্ষণ।

3. **জ্বর অবস্থা** —অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে আসে জ্বর অবস্থা। জ্বর 100 থেকে 102 ডিগ্রী অবধি হয়। কখনো জ্বর কিছু কম হয়ে থাকে। কিন্তু সব সময় কিছু না কিছু জ্বর থাকে প্রদাহ অবস্থায়। উপাঙ্গ ফুটো হয়ে যেতে পারে (Perforation)। তখন জ্বর প্রায়ই কমে আসে। সারা পেট শক্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে ব্যথা হয়।

4. **নাড়ির গতি বৃদ্ধি** —জ্বর অবস্থায় নাড়ির গতি বৃদ্ধি হয় বা Pulse Rate বেড়ে যায়। নাড়ীর গতি 110 থেকে 120 অবধি হয়ে যায়। প্রথম অবস্থায় ব্যথার শুরুতে এটা থাকে না। দ্বিতীয় অবস্থায় এটি হয়। নাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস কিছু বৃদ্ধি পায়। শ্বাস ও নাড়ির রেশিও (Ratio) প্রায় ঠিক থাকে।

5. **অন্ত্রের ঝিল্লী ও অন্ত্রনালীর গোলযোগ**—জিহ্বা শুকনো হয়, কখনো বা লেপাবৃত হয়। এই রোগের আক্রমণের সময়েই কখনো বমি হয়, বেদনার আগে কখনো বমি হয় না।

অনেক সময় Peritonitis হলে বমি চলতেই থাকে। গা বমি বমি থাকে, সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, কখনো বা উদরাময় দেখা দেয়। রোগের বৃদ্ধি কমলেও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেই যায়—কমে না।

অন্ত্রের ঝিল্লী আক্রান্ত হলে, নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে এবং তার জন্যে রোগীর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে পারে। তাই সব সময় এদিকে নজর রাখা অবশ্য কর্তব্য।

6. **উপাঙ্গের স্থানীয় লক্ষণসমূহ** —প্রথমে পেট ফাঁপা থাকে না। পরে পেট সামান্য ফোলে। ডান দিকে হাত দিলেই ব্যথা এবং স্পর্শকাতরতা দেখা যায়। ডান দিকে হাত দিতে দেয় না।

Anterior Superior Ileac Spine থেকে নাভি পর্যন্ত একটা রেখা টানলে ডান দিকে তার নিচে একটা পিণ্ডবৎ পদার্থ অনুভূত হয়। সিকাম, উপাঙ্গ ফুলে ওঠে এবং প্রদাহের জন্যই পিণ্ডটির সৃটি হয়।

তারপর যদি রোগ আরও বাড়ে এবং যদি পেরিটোনাইটিস প্রভৃতি অন্য লক্ষণ দেখা দেয় এবং Appendix ফেটে যায়, তা হলে প্রচণ্ড ব্যথা হয় ডান কোঁকে এবং রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

কোষ্ঠকাঠিন্য—প্রদাহের জন্য Stool-এর গতিবিধি ব্যাহত হয়। তাছাড়া অনেক সময় স্নায়ু দুর্বল হয়ে Peristalsis কমে যায়। তার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। অনেক সময় Appendix থেকে সিকামের প্রদাহ হয় এবং তাতেও Obstruction বা অবরোধ হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য যেমন হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যে অনিচ্ছা, অক্ষুধা, বমি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

রক্ত পরীক্ষায় শ্বেত কণিকা বিশেষ করে Polymorphs বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। এই রোগ হলে সব সময় উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া কর্তব্য।

জটিল উপসর্গ (Complication)

1. Appendix থেকে পরে Caecum এবং অন্য অন্ত্রাদির Infection হতে পারে।

Caecum থেকে পরে Peritoneum আক্রান্ত হতে পারে এবং তার ফলে Peritonitis হতে পারে।

3. Caecum পচে ফেটে মৃতবৎ অবস্থা বা মৃত্যু ঘনিয়ে আসতে পারে।

4. ক্ষুদ্র অন্ত্র আক্রান্ত হয়ে বিপজ্জনক অবস্থা আসতে পারে। সব সময় এই রোগের জটিল উপসর্গের কথা মনে রেখে সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসা করা কর্তব্য।

রোগ নির্ণয়

1. ডানদিকের কোঁকে (Right Ileac fossa); অত্যধিক ব্যথা ও বেদনা।
2. সব সময় তরুণ অবস্থায় বমি থাকে।
3. কোষ্ঠকাঠিন্য ও জ্বর।
4. X-Ray দ্বারা রোগ সঠিক নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

অ্যাকোন ৩x (জ্বরাধিক্য); বেল ৩x—৬। শিরঃপীড়া, মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ, দপদপ করা প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রাইয়ো। হুল বেঁধার মত জ্বালা ও বেদনা, নড়লে ও চড়লে বেদনা বাড়ে (কোষ্ঠকাঠিন্য) রাস-টক্স-৬ ও নড়লে চড়লে বেদনার উপশম।

মার্ক-কর ৩—৬৭, পাণ্ডুবর্ণ, জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণ, পেট ফাঁপা, ক্ষত।

ল্যাকেসিস —৩০। এটি একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ উদরের দক্ষিণ দিকে কাটার মত বেদনা ও কোমরে কাপড় রাখতে না পারা ও সামান্য জ্বরসহ বমি। কিন্তু হুল বেঁধার মত বেদনা বা জ্বালা হলে (বিশেষতঃ টিকা দেওয়ার পর স্ত্রীলোকের অ্যাপেনডিক্স প্রদাহে ল্যাকেসিসের চেয়ে এপিস ৩০ উপযোগী)। কিন্তু ল্যাকেসিস বা এপিসে উপকার না হলে আইরিস ৩০ প্রয়োগ করা বিধেয়। মৃত্যুভয়, উৎকণ্ঠা, জিহ্বা রক্তবর্ণ, জলপানে ইচ্ছা, বিছানায় ছটফট করা ও অবসন্নতা লক্ষণে, আর্সেনিক ৩x—৩০।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস ২x গরম জলে ১0—১৫ মিনিট অন্তর খাওয়ানো হ'লে টাটানি ও বেদনা কমে।

ফেরাম ফস—৩x, ৬x, ১২x পীড়ার প্রারম্ভে জ্বর লক্ষণে।

ভিরেট্রাম ৩, কলোসিন্থ ৩ সব সময় অবশ্যক হতে পারে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. পেটে ব্যথা বেশি হলে Hot water bag বা Bottle দিয়ে সেঁক দিয়ে পেটের উপর Glycerine ও তুলো জড়িয়ে রাখলে উপকার হয়।

2. রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম চাই। নড়াচড়া, চলাফেরা করা কদাচ উচিত নয়।

3. বার্লির জল, পাতলা ঘোল, হরলিক্স, Hydroprotein বা Protinex ছাড়া কিছু খাওয়া উচিত নয়।

ব্যথা কমে গেলে বা সেরে গেলে সরু চালের ভাত এবং হালকা ঝোল পথ্য, না সারলে অপারেশন করতে হয়।

পুরাতন উপাঙ্গ প্রদাহ (Chronic Appendicitis)

কারণ—উপাঙ্গ প্রদাহ রোগে মৃদু আক্রমণ হলে ও চিকিৎসা করলে কমে গেলেও অনেক সময় পুরো সারে না। বার বার রোগ বৃদ্ধি হয়। তখন এটি Chronic হয়ে দাঁড়ায়। এটি খারাপ এবং তখন ঔষধে কাজ পূর্ণ হয় না।

লক্ষণ—1. মাঝে মাঝে ব্যথা দেখা দেয়। ঔষধে কমে যায়।

2. আমাশয় বা পুরানো আমাশয়ের ইতিহাস প্রায়ই পাওয়া যায় এক্ষেত্রে।

3. অনেক সময়ই অগ্নিমান্দ্য, অক্ষুধা, খাদ্যে অরুচি দেখা দেয়।

4. মাঝে মাঝে বমি হতে পারে।

5. মাঝে মাঝে ডান দিকে অল্প অল্প ব্যথা হয়।

6. মাঝে মাঝে জ্বর হতে পারে।

রোগ নির্ণয়—1. উপরের লক্ষণ সমূহ দেখা যায়।

2. Barium meal X-Ray করলে দেখা যায় সিকাম ও উপাঙ্গ প্রভৃতি বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

জটিল উপসর্গ—1. অনেক সময় ধীরে ধীরে রোগ এগিয়ে যায়, তারপর সিকাম ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রভৃতি আক্রান্ত হয়।

2. অনেক সময় হঠাৎ উপাঙ্গ ফেটে যেতে পারে।

3. অনেক সময় এ থেকে পরে Peritonitis প্রভৃতি হয়ে নানা জটিল অবস্থা আসতে পারে।

চিকিৎসা

এই রোগের চিকিৎসা উপাঙ্গ প্রদাহের মত—তাই পূর্বে বর্ণিত সব ঔষধ লক্ষণ অনুসারে এবং প্রয়োজন অনুসারে দিতে হবে।

ল্যাকেসিস ৩০, ২০০ এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্যথা, সামান্য জ্বর বমি, পেটে কাপড় রাখতে পারে না।

বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এপিস ৩০ ভাল। তবে কাজ না হলে আইরিস ভার্স ৩০।

অনবরত জল পানের ইচ্ছা, জল খেলে নিবৃত্তি, জ্বালা, ব্যথা, আর্সেনিক ৩x—৩০।

ব্যথার জন্য ম্যাগ ফস ৩x গরম অবস্থায়ই খেলে ভাল হয়।

এই রোগে প্রবল জ্বরে ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x, ১২x উপকারী।

(বেলেডোনা ৩x এবং মার্ক সল ৩x এটি আধ ঘন্টা অন্তর দিলে ভাল ফল দেয়।

সালফার ২০০ অনেক সময় ভাল ফল দেয়।

ভিরেট্রাম ৩, কলোসিন্থ ৩ মাঝে মাঝে ভাল ফল দেয়।

যদি চিকিৎসার দ্বারা ঠিক মতো আরোগ্য করা না যায়, তাহলে অপারেশন প্রয়োজন হতে পারে।

পথ্য—বার্লি, ঘোল, পাতলা ঝোল এবং নরম ভাত পথ্য।

অর্শ (Piles)

কারণ—মলদ্বারের বাইরের ও ভিতরের শিরা ফুলে ওঠে। শিরাতে ছোট ছোট মটর দানার মতো বলি হয়। এইসব বলি বা অর্শ দিয়ে পায়খানার সঙ্গে রক্ত পড়ে। বলি এক বা একাধিক হতে পারে। এই রোগকে বলা হয় অর্শ রোগ। নানাবিধ কারণে এই রোগ হয়। যেমন—

1. নানা কারণে যকৃতে বেশি রক্ত সঞ্চয় বা যকৃতে ভারবোধ।
2. যকৃতের গোলমাল, Hepatitis প্রভৃতি।
3. লিভারের প্রাচীন রোগ বা সিরোসিস প্রভৃতি।
4. প্রাচীন কোষ্ঠবদ্ধতা, পায়খানার সময় বার বার বেশি করে কোঁথ দেওয়া।
5. বংশগত রোগ বা পূর্ব পুরুষের ধারা।
6. বহুদিন জ্বরে, আমাশয়ে ভোগাদি থেকে Colitis রোগ।
7. প্রোস্টেট গ্রন্থির বেশি বৃদ্ধি।
8. মূত্রাশয়ের নানা গোলমাল বা Renal Stone।
9. পূর্ণ গর্ভ অবস্থায় জরায়ুর উপরে বেশি চাপ পড়ে।
10. নানা কারণে শিরাতে চাপ ও তার ফলে সৃষ্ট Venous Engorgement অবস্থা।

প্রকারভেদ—অর্শ রোগকে তার বলি অনুযায়ী মোট তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

1. অন্তর্বলি—মলদ্বারের এক ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি ভেতরের দিকে বলি হয়। রক্তপাত ভেতর থেকে হয়।

2. বহির্বলি—মলদ্বারের বাইরের দিকে বলি হয়। এই বলি হাতে অনুভব করা যায়। কখনো এক, কখনো বা একাধিক হয়।

3. **মিশ্রিত বলি**—মলদ্বারের বাইরে ও ভিতরে দুই দিকেই বলি হয়। কখনো বা বলি আঙুরের থোবার মতো অনেকগুলি হয়—যদি শিরাতে চাপ বেশি পড়ে।

লক্ষণ—1. বলি যতক্ষণ ভেতরে থাকে ও তা থেকে কোনও রকম রক্তপাত হয় না, ততক্ষণ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না। কখনো মলদ্বারের ভেতরে ভার বোধ হয় ও পায়খানা করার ঠিক আগে ও পরে জ্বালাবোধ ও ব্যথা হতে থাকে।

2. রক্তপাত শুরু হলে তখন রোগ নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারা যায়।

3. পায়খানার সঙ্গে আগে বা পরে রক্তপাত হয়ে থাকে, কিন্তু ব্যথা হয় না। মাঝে মাঝে পায়খানা নরম হলে কোনও রক্তপাত হয় না। আবার যখন একটু কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়, রক্তপাত হতে থাকে।

4. রক্তপাত চলতে থাকলে, ক্রমে অন্য লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে থাকে। সে সব লক্ষণ হলো প্রধানতঃ মলদ্বারে ফোঁড়া, নালি ঘা প্রভৃতি।

5. মাথাধরা ও মাথাঘোরা দেখা দিতে পারে, রক্তপাত বেশি হতে থাকলে।

6. হৃৎপিন্ডের দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

7. রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে।

8. অর্শের সঙ্গে আমাশয় বা কোষ্ঠবদ্ধতা, মলত্যাগে বিলম্ব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

9. অনেক সময় ব্লাড প্রেসারের সঙ্গে অর্শ হয়। যখন প্রেসার বৃদ্ধি পায় তখন রক্তপাত হয় ও রোগী সুস্থ মনে করে। এ ক্ষেত্রে এটি সহসা বন্ধ করা উচিত নয়।

10. কখনো বা অর্শের বলি সাময়িক হয়—যেমন গর্ভ অবস্থায়। তা পরে সেরে যায় ও বলি শুকিয়ে যায়।

11. কোষ্ঠকাঠিন্য মাঝে মাঝেই হয়।

জটিল উপসর্গ —1. অতিরিক্ত রক্তপাত, প্রচুর রক্তপাত এবং অত্যধিক দুর্বলতা মাথা ঘোরা।

2. মলদ্বারে ফোঁড়া বা Abcess, Septic প্রভৃতি হতে পারে।

3. অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি হতে পারে।

রোগ নির্ণয় —1. বাইরে বা ভেতরে বলি দেখা যায়।

2. পায়খানার সঙ্গে তাজা রক্ত।

3. কোষ্ঠকাঠিন্য হলে রক্তপাত বৃদ্ধি। পায়খানা নরম হলে রক্তপাত হয় না।

চিকিৎসা

কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু অর্শ হলে ইস্কিউলাস্, নাক্সভম্, সালফার, কলিন্সোনিয়া, কার্বোভেজ—লক্ষণ অনুযায়ী ৩, ৬, ৩০।

গর্ভ অবস্থায়—কলিন্সোনিয়া, নাক্সভম বা অ্যালো।

পুরানো অর্শরোগে—সালফার আর্সেনিক (শীর্ণকায় রোগী) ফেরাম ফস্, নাইট্রিক অ্যাসিড, হিপার সালফার।

নাক্স ভমিকা ১x—৩০—মলত্যাগ করার সময় বলি বের হয়, উদরাময়, কোমরে ব্যথা, অমিতাচার, মদ্যপান, বেশি Rich খাদ্য খাওয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বার বার মলত্যাগ ইচ্ছা।

সালফার ৩০ পুরোনো অর্শরোগে শ্রেষ্ঠ। কোষ্ঠকাঠিন্য, ছোট ছোট গুলির মত মল, গুহ্যদ্বারে জ্বালা বা কুট কুট্ করা, অর্শবলি, রুদ্ধ অর্শ, বুক ধড়ফড় করা।

সকালে সাল্‌ফার ৩০ এবং সন্ধ্যায় নাক্স ৩০ দিলেও ভাল ফল হয়।

ল্যাকেসিস্ ৩, ৩০ বা সিপিয়া ৩০—বলি দেখতে পেঁয়াজের মত, বলিগুলি বের হয়ে মলদ্বারে আটকে থাকে।

ইস্‌কিউলাস ৩ সেবন এবং মাদার বাহ্য প্রয়োগ একটি সুন্দর ঔষধ।

অ্যাকোনাইট ৩x সেবন এবং বাহ্য প্রয়োগ—জ্বর, অস্থিরতা, দারুণ যন্ত্রণা, গরম বোধ, শ্লেষ্মা এবং রক্ত নিঃসরণ লক্ষণে।

আর্সেনিক ৩x, ৬—গরম বোধ এবং অর্শের মধ্যে যেন পুঁজ ফুটছে এমনি ভাব। পিঠে ব্যথা, বলি বের হওয়া।

গ্র্যাফাইটিস ৬—বলি বড়, চেপে বসলে যন্ত্রণা, ছুঁলে ব্যথা।

হ্যামামেলিস ১x—সেবন ও লাগানো, প্রচুর রক্তপাত যুক্ত অর্শ।

অ্যালো ৬, —অর্শ, বেদনা, জ্বালা, মলিন রক্তপাত, উদরাময়।'

কলিনসোনিয়া ২x—পুরোনো রোগে। না সারলে অ্যালুমিনা ৬।

র‍্যাটানহিয়া ৩, ৬—অতিরিক্ত চুলকানি, ব্যথা, জ্বালা।

বায়োকেমিক ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ৩x, ১২x, শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ম্যাগ্‌ফস্ ৩x, ৬x, খুব ব্যথায়।

ক্যালি মিউর ৩x, ৬x—ঘন কালো রক্তস্রাবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—1. মিছরি ও খোসা ছাড়ানো কৃষ্ণ তিল মাখন সহ রোজ সকালে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয়।

2. ইসবগুলের ভুষি জলে ভিজিয়ে চিনি মিশিয়ে রোজ রাতে খেলে বা সকালে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয়। পায়খানা নরম হলে এই রোগে কষ্ট থাকে না।

3. ঠাণ্ডা জল দিয়ে অর্শের বলি ভাল করে ধুলে যন্ত্রণা থাকে না।

4. অর্শ থেকে ঘা হবার বা Septic হবার আশংকা দেখা দিলে Marcuroch-rome তুলি দিয়ে লাগালে উপকার হয়।

5. বেলের সরবৎ বা বেল পোড়া রোজ খেলে রোগ কম থাকে।

6. রোদ, আগুন প্রভৃতি লাগানো, ঘোড়ায় চড়া, অতি মৈথুন, রাতজাগা, বেশি শ্রম করা প্রভৃতি অবশ্য পরিত্যাগ করা উচিত।

7. পুরনো চালের ভাত, পটল, নালতে শাক, ওল বা মান, কচু, লেবু, আমলকী, বেল, মাখন, ঘোল, আপেল সিদ্ধ, পেঁপে প্রভৃতি উপকারী।

ভগন্দর (Fistula in Ano)

কারণ—1. কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু বেশি কোঁথ দিয়ে পায়খানা করলে মলদ্বার ফেটে যায়। তা থেকে হয় মলদ্বারে Fistula। ঐতে মলত্যাগ করলে জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যথা প্রভৃতি হয়। মলের সঙ্গে রক্ত দেখা যায়।

অনেক সময় অর্শ থেকে মলদ্বারে ফোঁড়া হয়—তার ফলেই এই রোগ হয়।

3 অনেক সময় ক্ষত বেড়ে গিয়ে তা থেকে নালী ঘায়ের সৃষ্টি হয়।

4. শাকসব্জী, ফলমূল কম খাওয়া, লিভারের রোগ, প্রভৃতি থেকে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় এবং তা থেকে পরে এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. পায়খানা করার সময় ব্যথা, জ্বালা, দপ্‌দপ্ করা প্রভৃতি প্রধান লক্ষণ।

2. পায়খানার সঙ্গে রক্ত বা পুঁজ পড়তে থাকে।

3 অনেক সময় বেশি পুঁজ বের হয় এবং ক্ষত খুবই গভীর হয়ে থাকে।

4. কখনো বা এ থেকে ভেতরে Septic হয় এবং তার ফলে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হয়।

জটিল উপসর্গ—1. মলদ্বারে গ্যাংগ্রিন হতে পারে এ থেকে।

2. মলদ্বার থেকে Rectum প্রভৃতি আক্রান্ত ও Septic হতে পারে এবং সংকট জনক অবস্থা হতে পারে।

3. অনেক সময় জ্বর, Septic প্রভৃতি অবস্থা আসে এবং তার নানা কুলক্ষণ দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয়—1. মলদ্বারে ক্ষত দেখা যায়।

2. রক্ত ও পুঁজ প্রভৃতি পড়া।

3. মলদ্বারে ব্যথা, যন্ত্রণা, জ্বালা, কষ্ট, সেপটিক প্রভৃতি।

চিকিৎসা

স্ফোটক উৎপন্ন হবার পর দপ্‌দপ্ করে এবং ব্যথা, গুহ্যদ্বার লালবর্ণ, মাথা ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x অথবা মার্ক ভাইভাস্ ৩x।

স্ফোটক ফুলে যায়, পুঁজ হবার উপক্রম হয় লক্ষণে, হিপার স লফার ৩, ৬।

ক্ষত থেকে বেশি পরিমাণ পুঁজ পড়তে থাকলে বা শোথ হলে সিলিকা ৩০ অতি উপকারী।

যক্ষ্মারোগীর যদি এই রোগ হয় তা হলে সপ্তাহে একমাত্রা ব্যাসিলিনাম ৩০ অথবা ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ১২x বিচূর্ণ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দুই আউন্স জলে এক ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা মাদার বা হাইড্রাস্টিস্ মাদার মিশিয়ে পটি লাগানো বা পিচ্‌কারী প্রয়োগে উপকার হয় এই রোগে।

অমিতাচার, মদ্যপান, Rich খাদ্য খাওয়া প্রভৃতির ইতিহাস থাকলে, নাক্স ভমিকা ৩০ ভাল ঔষধ।

গ্র্যাফাইটিস ৬ সেবন ও মাদার লাগালে ভাল ফল দেয়, যদি চাপলে ব্যথা থাকে।

প্রথম অবস্থায় ইস্কিউলাস ৩ সেবন এবং মাদার প্রয়োগ অতি ফলপ্রদ।

স্থূলকায় রোগীদের পক্ষে ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০ ভাল ঔষধ।

র‍্যাটানহিয়া ৩—অত্যন্ত চুলকানি, মলত্যাগের পর মলদ্বারে ব্যথা ও জ্বালা, ঠাণ্ডা জলে ব্যথা ও জ্বালা কমে।

নাইট্রিক অ্যাসিড্ ৬—পুরোনো রোগে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা যায়।

ক্যালেণ্ডুলা মাদার লাগালে উপকার হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।—1. রোগের প্রথম অবস্থায় গরম সেঁক উপকারী।

2. মলদ্বারে নিয়মিত Olive oil বা নারকেল তেল লাগালে উপকার হয়।

3. পরিশ্রম, ব্যায়াম, পাহাড়ে ওঠা, ঘোড়ায় চড়া, প্রভৃতি কাজ নিষিদ্ধ।

4 সরু চালের ভাত, মুগের ডাল, পটল, সজিনা, কাঁচমুলা, মাখন, উচ্ছে, করলা এবং নানা ধরনের তিক্ত দ্রব্য খাওয়া উপকারী। চিরতার জল রোজ খাওয়া ভাল।

অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia)

কারণ—1. পেটের ভেতরের নাড়ির কিছুটা অংশ Peritoneum সহ কুঁচকির ছিদ্রপথে, নাভিতে বা অণ্ডকোষে নেমে এলে, তাকে বলে অন্ত্রবৃদ্ধি। ভারি জিনিস তোলা, আঘাত লাগা, কোষ্ঠকাঠিন্য, জোরে হাঁচি, কাশি, বাঁশি বাজানো, জোরে চিৎকার বা বক্তৃতা দেওয়া প্রভৃতি করলে এ রোগ হয়।

2. বেশি শ্রম করা, মলমূত্র ত্যাগ করার সময় জোরে কোঁথ দেওয়া প্রভৃতি কারণেও এ রূপ হয়।

3. Femoral বা Inguinal Canal-এ বেশি চর্বি হবার জন্য তার ফাঁক বেড়ে যায়। পরে যদি দেহের চর্বি দেহের নানা প্রয়োজনে ক্ষয় হয়ে যায়, তখন ঐ ফাঁক দিয়ে এভাবে অন্ত্রের অংশ বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

জোরে টিপে দিলে অনেক সময়ই ধীরে ধীরে অন্ত্রের অংশ ভিতরের গহ্বরে প্রবেশ করে, কিন্তু আবার তা পরে বেরিয়ে আসতে পারে।

লক্ষণ—1. যদি উদর গহ্বরে অন্ত্র প্রবেশ না করে, তা হলে ভীষণ ব্যথা ও কষ্ট হতে থাকে।

2 জ্বর হতেও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

3. মাঝে মাঝে হেঁচকি ও বমি হতে পারে।

4. পেট ফোলা ও পেট ব্যথাও হতে পারে।

5. কখনো বা ব্যথা খুব বেশি হয় ও প্রসব-ব্যথার ন্যায় ছটফট্ করতে থাকে।

প্রকারভেদ—1. যে হার্নিয়া সহজে উদরে পুনরায় প্রবেশ করে, তাকে বলে Simple Hernia বা Reducible Hernia—এটি মারাত্মক নয়।

2. যে হার্নিয়া সহজে পেটে পুনঃ প্রবেশ করে না এবং ব্যথা বেদনা প্রভৃতি হতে পারে, তাকে বলা হয় Obstructed Hernia—এটি কঠিন রোগ এবং ভালভাবে চিকিৎসা প্রয়োজন।

3. অনেক সময় স্থায়ীভাবে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে হার্নিয়ার স্থান ফুলে যায়, প্রচণ্ড বেদনা হয়। তখন আর এটি পেটে পুনঃ প্রবেশ করাবার উপায় থাকে না। এরূপ হার্নিয়া খুব কঠিন ও ভয়াবহ হতে পারে। একে বলে Strangulated Hernia—এতে সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করা প্রয়োজন।

জটিল উপসর্গ—1. সাধারণ Simple হার্নিয়াতে জটিল উপসর্গ বেশি দেখা দেয় না—কেবল বার বার তা নেমে আসতে পারে—এটিই যা অসুবিধা।

2. Obstructed হার্নিয়া থেকে অনেক সময় Strangulated হতে পারে। তখন প্রচণ্ড ব্যথা, যন্ত্রণা, দপদপ করা, টাটানি, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখা যায়। তাছাড়া যন্ত্রণার চোটে রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। হেঁচকি, বমি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। উচুঁ ভাবে স্থানটি ফুলে থাকে ও ফোঁড়ার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা হয়।

3. দীর্ঘদিন চিকিৎসা না হলে, ঐ স্থান পেকে উঠে আরও কঠিন উপসর্গ দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয়—1. Inguinal Canal দিয়ে অন্ত্রের অংশ অণ্ডকোষ বা Scrotum-এ নেমে আসে। এটি হাত দিয়ে অনুভব করা যায়।

2. Femoral Hernia নেমে আসে Femoral Canal দিয়ে। কুঁচকির কিছুটা নিচে Femoral Canal দিয়ে অন্ত্রের অংশ বের হতে দেখা যায় ও তা হাত দিয়ে অনুভব করা যায়।

3. ঐ সঙ্গে বেদনা, কষ্ট, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণাদি দেখেও রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়।

চিকিৎসা

বাঁ দিকে ব্যথা বেশি হলে এবং বাঁ দিকে কষ্ট বেশি হলে নাক্স ভমিকা ১x বিশেষ উপকারী। ব্যথা বাঁ থেকে ডানদিকে বিস্তৃত হলে ইস্কিউলাস ২x এবং লাইকোপোডিয়াম ৬, ৩০ উপকার দেয়।

অত্যন্ত কোষ্ঠকাঠিন্য, গুটিগুটি মল, সঙ্গে অন্ত্রবৃদ্ধি লক্ষণে প্লাম্বাম ৬।

অন্ত্রবৃদ্ধির সঙ্গে প্রচুর বমি বা বমিভাব লক্ষণে, সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিড ৩।

অন্ত্র পচে যাবার উপক্রম বা ঐ ধরণের লক্ষণে, ল্যাকেসিস্ ৩০।

নাভির চারদিকে ব্যথা বা সেঁটে ধরার মতো ব্যথা, পেট ফাঁপা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩ উপকারী।

স্থূলকায় লোক বা শিশুদের অন্ত্রবৃদ্ধি হলে ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬ উপকারী।

ক্ষীণকায় লোক বা শিশুদের এই রোগ হলে সিলিকা ৬ বা ৩০ উপকারী।

শিশুদের অন্ত্র বৃদ্ধি হলে, নাক্স ভমিকা ৩, ৬ উপকার দেয়।

সব সময় দেখতে হবে ঔষধ দ্বারা রোগ আরোগ্য সম্ভব কিনা।

যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে অবশ্য অস্ত্রোপচার বা অপারেশন প্রয়োজন হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —1. ব্যথাযুক্ত স্থানে বরফ দিলে তাতে উপকার হয়ে থাকে সাময়িক ভাবে।

2. মাঝে মাঝে চিনি বা মিছরীর জল খেতে দিলে ভাল হয়।

সরলান্ত্র নির্গম (Prolapse Rectum)

কারণ —গুহ্য দ্বারের উপরে অন্ত্রের অংশের নাম হলো সরলান্ত্র, অনেক সময় নানা কারণে মলদ্বারের মধ্যে দিয়া এই সরল অন্ত্রের কিছুটা অংশ বেরিয়ে আসতে পারে।

1. অর্শ রোগে অনেক সময় এরূপ হয়।
2. ক্রিমির জন্য অনেক সময় এরূপ হতে পারে।
3. মলদ্বারে চুলকানি প্রভৃতি হতে পারে।
4. পেটে মল জমে থাকার জন্য হতে পারে।
5. বেশি আমিষ সেবন করার জন্য।
6. আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতির জন্য।
7. কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য এরূপ হতে পারে।
8. পায়খানার সময় বেশি কোঁথ দেওয়ার জন্য।

এইসব নানা কারণে সরলান্ত্র নির্গমন হতে পারে—যা অশুভ লক্ষণ।

লক্ষণ —1. সাধারণতঃ মলত্যাগের সময় সরলান্ত্র বাইরে বের হয় অনেকটা, মলত্যাগের পর ধীরে ধীরে ভেতরে প্রবেশ করে এটি।

2. কোন প্রদাহ, ঘা প্রভৃতি না হলে এতে কোন রকম ভয় থাকে না, তবে প্রদাহ হলে, বেশি বের হলে বা ভেতরে ঢুকতে না চাইলে, তখন এটি কুফলপ্রদ বলে আশংকা করা যেতে পারে।

3. অনেক সময় এর সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময়, আমাশয়, কোলাইটিস্ প্রভৃতি থাকে।

4. অর্শ রোগের সঙ্গে সঙ্গে এটি হলে রক্তপাত, ব্যথা, জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ একে একে আসে এবং তার জন্য নানা কুফলও দেখা দিতে পারে।

জটিল উপসর্গ

অর্শ রোগের সঙ্গে সঙ্গে এটি হলে এবং অর্শের বাইরে বড় বড় গুচ্ছ বলি থাকলে, অনেক সময় এটি ভিতরে ঢুকতে চায় না। প্রচুর রক্তস্রাব হয়।

2. অনেক সময় সেপটিক হয়ে পুঁজ সঞ্চয়, ব্যথা, ফোলা প্রভৃতি উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে।

3. অনেক সময় এর সঙ্গে ভগন্দর বা **Fistula** যুক্ত হয় এবং তাতে জটিল নানা উপসর্গ ও কষ্ট হতে পারে।

রোগ নির্ণয়—সাধারণভাবে হাত দিলে মলত্যাগের পর এটি বোঝা যায়। স্বাভাবিকভাবে হয় ও ভেতরে প্রবেশ করে, তবে বিশ্বাস কিছু নেই। জটিল উপসর্গাদি দেখা দিলে তখন রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসা

সব সময় মনে রাখতে হবে, যাতে বেশি কোষ্ঠকাঠিন্য না হয়।

অমিতাচার, মদ্যপান, মশলাযুক্ত খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্সভমিকা ৩, ৬।

রক্তসহ উদরাময়,সকালে শয্যাত্যাগের পর ও খাবার পর মলের বেগ লক্ষণে,অ্যালো মাধার 3x।

বাহ্যের বেগ আসে কিন্তু প্রচুর চেষ্টা করেও মল নির্গমন হয় না। কোঁথপাড়া, অতি কষ্টে মলত্যাগ, চুলকানি লক্ষণে, হুগ্রেসিয়া ৩।

উদরাময়. সকালে মল ত্যাগ করার পরই অন্ত্র নির্গমণ, কোঁথপাড়া, দুর্গন্ধ ভেদ, শিশুদের দাত ওঠার সময় হ্যারিস্ বের হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে, পডোফাইলাম ৬ বিশেষ ঔষধ।

চিড়বিড়ে ব্যথা, আমসহ অল্প কঠিন মল লক্ষণে, গ্র্যাফাটিস্ ৬।

কোষ্ঠকাঠিন্য, মল ত্যাগের পর প্রবল ব্যথা, জ্বালা, কঠিন মল লক্ষণ দেখা গেলে, নাইট্রিক এসিড্ ৬, ৩০।

মলত্যাগের পর প্রবল জ্বালা বোধ, কাঁটার মতো ব্যথা, উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে র‍্যাটান্হিয়া, ৩, ৬।

প্রয়োজনে লক্ষণ, ভেদে ইস্কিউলাস্ ৩, হ্যামামেলিস্ ৩ উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. মিছরী ও মাখনসহ খোসা ছাড়ানো কৃষ্ণতিল সকালে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয়।

2. ইসবগুলের ভুষি জলে গুলে চিনি মিশিয়ে খেলে পায়খানা পরিষ্কার হয়।

3. কষ্ট বা জ্বালা হলে, ঠাণ্ডা জলে ধুলে উপকার হয়।

4. সবেমাত্র Fistula শুরু হলে তুলোয় করে Mercurochrome 2% লাগালে উপকার হয়।

5. ঘোড়ায় চড়া, রোদ, আগুন প্রভৃতির তাপ লাগানো, অতি মৈথুন, উপবাস, রাতজাগা, বেশি শ্রম ইত্যাদি বর্জনীয়।

6. পুরানো চালের ভাত, কলায়ের ডাল, পটল, সজিনা, নালতে শাক, ওল, মানকচু, লেবু, আমলকী, মাখন, ঘোল, আপেল সিদ্ধ, জ্যান্ত মাছের হালকা ঝোল উপকারী পথ্য।

জিহ্বা প্রদাহ (Glossitis)

কারণ—1. ভিটামিনের অভাব, ঠাণ্ডা লাগা, ঘুসঘুসে জ্বরে ভোগা প্রভৃতি।

2. পানে চুণ বেশি খাবার জন্য জিহ্বা পুড়ে যাওয়া।

3. দাঁতের মাড়ির পুঁজ জিহ্বায় লাগা।

4. সিফিলিস প্রভৃতি রোগের সেকাণ্ডারী Infection প্রভৃতি।

লক্ষণ—1. জিহ্বা লাল হয়, ফুলে ওঠে এবং জিহ্বায় প্রচণ্ড রকম ব্যথা হয়।

2. কখনো জিহ্বা ফুলে মুখের বাইরে বেরিয়ে আসে।

3. জিহ্বা থেকে লালা ক্ষরণ হতে থাকে। অনেক সময় খুব বেশি জ্বালা করে।

4. খেতে, গিলতে ও কথা বলতে কষ্ট হয়।

5. অনেক সময় শ্বাসরোধের উপক্রম হয়।

6. জিহ্বা ফুলে উঠে মসৃণ মত দেখায়।

7. কখনো জিহ্বায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি মতো হয় এবং তার জন্যে জিহ্বা নাড়াতে কষ্ট হয়।

8. ঝাল, লবণ, মশলাযুক্ত খাদ্য প্রভৃতি খেলে, খুব বেশি কষ্ট অনুভব হয়।

9. অনেক সময় জিহ্বায় ফোস্কা পড়ে এবং কোন কোনও অংশ খুব ফুলে ওঠে। কখনো জিহ্বা ফেটে ফেটে যায়।

10. অনেক সময় জিহ্বাতে খুব বড় বড় গর্ত হয় কিংবা অনেকটা ফেটে যায়। অনেক সময় তাতে পুঁজ সঞ্চয় হতে পারে।

জটিল উপসর্গ—সাধারণ জিহ্বা প্রদাহ বা সামান্য ফুস্কুড়ি আলসার প্রভৃতি হলে তা অতটা কঠিন হয় না। তবে তা গভীর গর্ত, পুঁজ জমা প্রভৃতি হয়, তা হলে তার ভালভাবে চিকিৎসা করা কর্তব্য। তা না হলে নানা জটিল অবস্থা দেখা দিতে পারে। এ থেকে পরে জিহ্বার ক্যানসার হতে পারে দীর্ঘদিন রোগে ভুগতে থাকলে। তাই প্রথম অবস্থায় ভালভাবে চিকিৎসা করা কর্তব্য।

রোগ নির্ণয়

1. জিহ্বাতে ঘা, অনেক সময় এই সঙ্গে ঠোঁটের কোণে ঘা বা Angular Stomatitis হতে পারে।

2. সাধারণতঃ ঘায়ে প্রথম অবস্থায় বীজাণু-দূষণ হতে পারে এবং তাতে আরও নানা রকম খারাপ লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

চিকিৎসা

মার্ক ভাইভাস্ ৩x, ৬x এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

জিহ্বা বেশি ফুললে, এপিস মেল ৩x, ৩০ উপকারী ঔষধ।

জিহ্বা ছিঁড়ে গেলে বা আঘাতে, আর্ণিকা ৩x।

পারদের অপব্যবহার জনিত জিহ্বা প্রদাহে, নাইট্রিক এসিড্ ৩, ৬, অরাম ৬, হিপার সাল্ফার ৬, ৩০ ও কার্বোভেজ ৬ উপকারী।

জিহ্বাতে ক্ষত হলে আর্ক বিন্ আয়োড্ ২x উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জিহ্বাতে জ্বালা, ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণে আর্সেনিক ৬, অথবা হাইড্রাস্টিস্ ৩x ভাল ফল দেয়।

জিহ্বার ফুস্কুড়ি হলে নাইট্রিক এসিড্ ৩ অথবা হিপার সালফার ৬—৩০ উপকারী।

লবণ বা মশলাযুক্ত খাদ্য খেতে কষ্ট ও তাতে ব্যথা, যন্ত্রণা বৃদ্ধি হলে, বোরাক্স ৩০।

বড় একটা কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল দিয়ে দু-তিন ফোঁটা নাইট্রিক এসিড্ মাদার অথবা হাইড্র্যাসটিস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা মিশ্রিত করে রোজ তিন-চারবার কুলকুচা করলে তাতে ভাল ফল পাওয়া যায়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সোহাগা আগুনে পুড়িয়ে তার সঙ্গে মধু মিশ্রিত করে জিহ্বায় লাগালে সামান্য প্রদাহে বা প্রথম অবস্থায় ভাল কাজ করে।

2. পানের রস ও ঘি গরম করে জিহ্বাতে ভালভাবে মালিশ করলে প্রথম অবস্থায় উপকার হয়।

3. টোম্যাটো, বীট-গাজর সেদ্ধ (এক বলকা), ডিমের পোচ বা হাফ বয়েল, ভিজানো ছোলা প্রভৃতি খাদ্য খেলে ভাল হয়।

গলায় ব্যথা বা ক্ষত (Sore Throat)

কারণ—নানা কারণে গলায় ব্যথা, গলাভাঙা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি হতে পারে। এই সব কারণে একটি অন্যটি থেকে একেবারে ভিন্ন হতে পারে। তাই গলায় ব্যথা বা স্বরভঙ্গ রোগ নয়, এগুলি হলো বিভিন্ন রোগের একটি লক্ষণ মাত্র।

যে যে কারণে গলায় ব্যথা হতে পারে, তা এবারে বিচার করা যাক। যেমন—

1. সর্দি কাশি, অসুস্থতা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি।
2. গলায় বীজাণু স্ট্যাফিলো-কক্কাস ভাইরাস প্রভৃতির হঠাৎ আক্রমণ।
3. টন্‌সিল গ্রন্থির প্রদাহ বা টন্‌সিলাইটিস্‌।
4. ডিপথিরিয়া রোগ।
5. Agranulocytosis (শ্বেতকণিকা হ্রাস)।
6. জোরে চিৎকার, বাঁদা, বক্তৃতা, গান প্রভৃতি।
7. গলায় আঘাত লাগা।

লক্ষণ—1. মুখগহ্বরে প্রদাহ হয়। ফ্যারিংসে প্রদাহ হয়, আলজিভ্‌ (Uvula) একটু বড় হয়।

2. তালুতে প্রদাহ হয় ও তালু ফুলে যায়। এই জন্যেই আলজিভ আক্রান্ত হয় ও বড় দেখায়।

3. গলার মধ্যে সুড়সুড় করতে থাকে।

4. রোগী বার বার শ্লেষ্মা তুলতে চেষ্টা করে। কখনো শ্লেষ্মা হয় কখনো থাকে না।

5. কোন জিনিস গিলতে কষ্ট হয়।

6. অনেক সময় স্বরভঙ্গ হতেও দেখা যায়।

7. অনেক সময় মাথাধরা, মুখমণ্ডল লাল, গলা পরীক্ষা করলে লাল দেখায়।

8. অনেক সময় অল্প জ্বর হয়। জ্বর 99 থেকে 102 ডিগ্রী পর্যন্ত হতে পারে।

9. এই সঙ্গে ডিপথিরিয়া থাকলে গলার মধ্যে সাদা সাদা Patch বা সাদা পর্দা দেখা যায়। এটি কঠিন রোগ, সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করতে হবে। শিশুদের এই রোগে দ্রুত মৃত্যু হয়। এ সম্পর্কে আগে বিস্তৃত বলা হয়েছে।

10. পিত্তপাথরী না থাকলে এই রোগ তত ভয়াবহ নয় এবং তা চিকিৎসা করলে সহজে সেরে যায়।

জটিল উপসর্গ

1. টনসিলাইটিস বা ফ্যারিঞ্জাইটিস্‌ প্রভৃতি হলে, বার বার হতে পারে। তখন তা ক্রনিক হয়ে দাঁড়াবে।

2. কখনো বা গলায় ঘা হলে, তা থেকে পরবর্তীকালে গলায় ক্যানসার হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. গলাভার বা স্বরভঙ্গ বা গলায় ব্যথা বা গলা পরীক্ষা করলে বোঝা যায়।
2. গলার ঝিল্লী (Mucous Membrane) বেশি লাল দেখায় ও ফুলে ওঠে।
3. Uvula বা আলজিভ বিরাট বড় হয়।
4. টনসিল বড় হতে পারে।
5. গলায় ব্যথা বা খুব বেশি ব্যথা নিশ্চিত লক্ষণ।

চিকিৎসা।

প্রথম অবস্থায় গলায় খুব ব্যথা, গিলতে বেদনা, গলা আরক্ত, চোখ উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল লাল, মাথা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x, ৩০।

প্রদাহ, ক্ষত, শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হলে, মার্ক কর ৩, ৬।

গলার মধ্যে ব্যথা ও ফোলা, লালাস্রাব, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ—মার্কসল ৩, ৬।

প্রবল জ্বর ও গলায় ক্ষত—অ্যাকোনাইট ৩x।

ঘুম থেকে জেগে গলা শুকনো বোধ, ঢোক গেলার সময় গলায় পিণ্ডের মত কিছু আটকে আছে মনে হয়। গলার বাইরে ফোলা লক্ষণে, ল্যাকেসিস্ ৬।

আলজিহ্বা বড় হলে ক্যালকেরিয়া ফস্ ৬x চূর্ণ ও ক্যালি মিউর ৩—৩০।

ঢোক গিলতে গলায় ব্যথা, তালুপ্রদাহ, ক্ষত থেকে পুঁজ পড়া লক্ষণে, ব্যারাইটা কার্ব ৬।

উচ্চস্বরে বক্তৃতা করা, গান গাওয়া প্রভৃতি হেতু গলক্ষতে—আর্ণিকা ৩, ৬।

পুরনো গলার ক্ষতে ক্যালকেরিয়া ফস্ ১২x চূর্ণ উপকারী।

গলার মধ্যে নীলাভ ও শুকনো লক্ষণে ফাইটোলাক্কা মাদার, ৩ উপকারী।

গলায় ক্ষত পেকে ওঠার উপক্রম হলে—ডালকামরা ৬ বা কষ্টিকাম ৬ বা হিপার সালফার ৬ দিতে হবে লক্ষণ অনুযায়ী।

গলার মধ্যে পেরেক বেঁধার মত ব্যথা, উপদংশ জনিত গলক্ষত লক্ষণে, নাইট্রিক এসিড ৬, ৩০।

এ ছাড়া লক্ষণ মিলিয়ে অন্য যে সব ঔষধ প্রয়োজন হয়, তা হলো রাসটক্স ৩০, সালফার ৩০, আর্স আয়োড ৬x, হাইড্র্যাসটিস ৩x, আর্জেন্ট নাইট্রিকাম ৬ প্রভৃতি।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. গলায় কখনো ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়। সব সময় মাফলার বা কমফর্টার প্রভৃতি দিয়ে গলা ঢেকে রাখা কর্তব্য।

2. বেশি কথাবার্তা বলা বা জোরে কথাবার্তা বলা উচিত নয়।

3. জ্বর থাকলে তরল ও লঘু পথ্য। তা না হলে, সাধারণ পুষ্টিকারক ও বলকারক পথ্য দিতে হবে। টক খাদ্য, দই প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ।

4. ধূমপান বা নেশাদি সেবন নিষিদ্ধ।

অন্নবহা নালীর প্রদাহ (Sprue)

কারণ—এটি এমন একটি রোগ যার সঠিক কারণ আজও নির্ণয় করা যায়নি। অনেকের মতে Folic Acid এবং B কমপ্লেক্স জাতীয় ভিটামিন দেহে কম হলে তার জন্য এই রোগ হয়। তবে অনেকে বলেন এটি একটি বীজাণু ঘটিত রোগ।

ভারতেও এ রোগ মাঝে মাঝে হয়—তবে খুব ব্যাপক আকারে দেখা যায় না এ রোগ।

চীন, দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার নানা দেশে এই রোগ Epidemic বা কখনো Endemic ভাবে দেখা দেয়। তাই রোগ শুরু হলেই, তখন তার দ্রুত চিকিৎসা ও রোগ যাতে না ছড়ায় তার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

লক্ষণ—1. মুখগহ্বর থেকে মলদ্বার পর্যন্ত সারা খাদ্যনালীতে প্রদাহ হয় এবং বিশেষ করে মুখ ও খাদ্যনালী (Oesophagus) বেশি আক্রান্ত হয়। তার ফলে রোগী বিশেষ কষ্ট পেতে পারে।

2. উদরাময় হয়—সহজে সারতে চায় না।

3. যকৃৎ প্রথমে ছোট ও শীর্ণ হয়ে থাকে।

4. রোগ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। রোগী প্রথমে ক্রমবর্ধমান শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা অনুভব করে।

5. জিহ্বায় বেশি ক্ষত হলে ও গলা ও খাদ্য নালীতে যন্ত্রণা হলে তা খারাপ হয়।

6. প্রচুর পরিমাণে তরল পায়খানা হতে থাকে।

7. ক্রমে পায়খানা নিত্য উদরাময়ে পর্যবসিত হয়। প্রত্যহ রোগীর 5—6 বার তরল দাস্ত হয়। বর্ণহীন, ফেনামিশ্রিত এবং দুর্গন্ধময় পায়খানা হতে থাকে। এর সঙ্গে অতিরিক্ত পেট ফাঁপাও থাকতে পারে। মলে প্রচুর চর্বি থাকে।

8. জিহ্বা থেকে সারা মুখে ও অন্ননালীতে ক্ষত ছড়িয়ে পড়ে। রোগী খাদ্য গিলতে পারে না।

9. ক্রমে রোগী জীর্ণ হয়ে যায়। ভীষণ দুর্বলতা হয়।

10. চামড়া হয় শুকনো, পাতলা ও কোঁকড়ানো ধরনের।

11. রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। রোগ স্থায়ী হয়ে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. জিহ্বা ও সারা মুখেও খাদ্যনালীতে ক্ষত ও খাদ্য গিলতে কষ্ট হয়এবং তার ফলে খুব খারাপের দিকে যেতে পারে। খাদ্য গ্রহণে অসুবিধা বা কষ্ট হয়—রোগীকে দুর্বল, শীর্ণ করে ও মৃত্যু হতে পারে।

2. রোগ বেশি দূর এগোলে, আরোগ্য হবার আশা খুব কম থ কে রোগীর। এটি শুভ নয়।

3. এ থেকে পরে রক্ত আমাশয় বা উদরাময় বা কলেরার মতো লক্ষণাদি দেখা দিতে পারে। তাতে Dehydration হয়ে মৃত্যু হতে পারে।

6. অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা ও মৃত্যুভয় দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. জিহ্বা, মুখ, অন্নবাহী নালীতে ক্ষত, প্রবাহ প্রভৃতি দেখা যায়।
2. রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা, ফ্যাকাশে ভাব প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা

খাদ্য গিলতে কষ্ট এবং জ্বালাভাব লক্ষণে, রোগী ছটফট্ করে, অস্থিরতা, যাতনা, গাত্রদাহ কিন্তু গা ঢাকা দিলে জ্বালা কমে। বার বার অল্প জল খায়, শীতল দ্রব্য খেলে উদরাময় ভাব রাত্রি ১২-টা থেকে ৩-টে পর্যন্ত রোগের বৃদ্ধি, ঠাণ্ডা লাগলে বা নড়াচড়া করলে রোগের বৃদ্ধিভাব—এই সব ধরণের লক্ষণে আর্সেনিক ৩, ৬ বা ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এটি এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা যায়।

এই রোগের আর একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো বোরাক্স ৩, ৬ বা ৩০। সেই সঙ্গে বোরাক্স ১x জলে গুলে কুলকুচা করলে ভাল ফল হয়।

রোগী অপরিষ্কার থাকে, দাঁড়াতে পারে না, সামনে কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়, হাত পা এবং মাথার তালু সব সময় জ্বালা করে, স্নান করতে ভালবাসে না, চর্মরোগ অথবা পুরনো পীড়া কিছু থাকে, সর্বাঙ্গ বা পদতলে ভীষণ জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে সাল্ফার ৬, ৩০।

লম্বা ধরণের ছিপ্ছিপে চেহারা, বৃদ্ধিমান, দেহের যে কোনও জায়গাতে আঘাতে প্রচুর রক্তস্রাব হয়, অন্নবহা নালী বা পাকস্থলীতে জ্বালাবোধ, প্রচুর পায়খানা, সাগু দানার মত পদার্থ থাকে। শীতল জল খেতে চায় কিন্তু পরে বমি বা বমিভাব, ফস্ফরাস্ ৬, ৩০।

মুখের ক্ষতাদির জন্য ফট্‌কিরি চূর্ণ বা বোরিক এ্যাসিড্ জলে গুলে স্থানিক ব্যবহার করা যায়।

খাদ্য নির্বাচন। এই রোগের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। দুধ শ্রেষ্ঠ খাদ্য। অল্প মাত্রায় বার বার দিতে হবে। পাকা কলা, পেঁপে বা বেল আদর্শ খাদ্য। তবে ঔষধের মত কাজ করে।

চর্বিবিহীন টাটকা মাংস কিমার আকারে সুসিদ্ধ করে মশলা কম দিয়ে রান্না করে দিলে ভাল ফল দেয়। রোজ 2-3 বার অল্প অল্প করে দেওয়া যেতে পারে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. এই রোগের ঔষধের চেয়েও পথ্যের প্রয়োজন বেশি। রোগের প্রথম অবস্থায় এক ছটাক করে দুধ 2-1 ঘন্টা পর পর দিলে ভাল হয়। দুধ না দিলে, পাকা মিষ্টি ফল, পাকা পেঁপে, পাকা আতা, পাকা কলা, পাকা বেল প্রভৃতি খেতে দিতে হবে।

2. রোগ একটু কমলে নরম ভাত, সিঙ্গি মাছের হালকা ঝোল, আলু সেদ্ধ প্রভৃতি দিতে হবে।

3. মাঝে মাঝে Hydroprotein বা Protinules দিতে হবে। মাংসের কিমার হাল্কা রান্না খেলে খুব ভাল হয়। দুধ শ্রেষ্ঠ খাদ্য।

দন্তশূল (Toothache)

কারণ —একাধিক কারণে দাঁতে প্রচন্ড ব্যথা, কষ্ট ও দন্তশূল হতে পারে।

1. দাঁতের পুরানো রোগ-ব্যাধি প্রভৃতি।
2. দাঁতে পোকা বা দন্তক্ষয় (Caries teeth)।
3. দাঁতের এনামেল নষ্ট হওয়া বা ক্ষয় হওয়া, দাঁত মাজা ঠিকমতো না হলে এটি হয়।
4. শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের Metabolim-এর নানা গোলমাল।
5. বাত রোগে ভোগা ও তার জন্য Secondary লক্ষণ।
6. ভিটামিনের অভাবে (বিশেষতঃ B. Complex এবং C)।
7. হর্মোনের গোলমালের জন্য।
8. দীর্ঘদিন নানা রোগে ভোগার জন্যও হতে পারে।
9. ঋতু পরিবর্তন বা Change of Season-এর জন্যে।
10. ঠান্ডা লাগা ও তার জন্য দাঁতে হঠাৎ ব্যথা।
11. অজীর্ণতা, Acidity প্রভৃতি কারণে।
12. গর্ভবস্থায় দন্ত রোগ প্রভৃতি, আরও অনেক কারণে এটি হতে পারে।
13. নানা বীজাণুর Infection-এর জন্য।

লক্ষণ—1. দাঁতের গোড়ায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়। কখনো বা ব্যথা দন্তসহ হয়ে ওঠে।

2. বেদনা কখনো খোঁচা বেঁধার মতো হয়, কখনো বা দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে।

3. অনেক সময় দাঁতের গোড়া ফুলে ওঠে।

4. কখনো বা এই ফোলা খুব বেশি হয়।

5. কখনো বা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ দেখা দেয়।

6. কখনো বা দাঁত নড়ে গলা পর্যন্ত ব্যথা হয়।

7. অনেক সময় দাঁতের গোড়ায় Septic Focus বা ব্যাকটিরিয়াল Focus থাকার জন্য এই ভাবে ব্যথা হয় ও কষ্ট হয়।

জটিল উপসর্গ

1 ব্যথা বৃদ্ধির জন্য এবং Septic-এর জন্য চিকিৎসা না করলে দাঁত নড়ে ও উঠে যায়।

2. কখনো Gum boil বা মাড়িতে ফোঁড়া হয়।

3. বেশি ক্ষতিকারক হলে দাঁতের গোড়ায় পচনশীল ক্ষত বা Concrum Oris হয়ে থাকে।

চিকিৎসা

সব রকম দন্তশূলে এবং সর্ব অবস্থায় প্ল্যান্টাগো মাদার লাগানো ও ঐ সঙ্গে প্ল্যান্টাগো ৩০ বা ২০০ উপকারী।

খাবার পর ঠাণ্ডা বাতাস লাগা হেতু বেদনার বৃদ্ধি ও মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া প্রভৃতিতে, অ্যাকোনাইট ৩x—৩০।

দাঁত আলগা ও দীর্ঘ হওয়া। কান পর্যন্ত অসহ্য ব্যথা বিস্তৃত হলে, আর্সেনিক ৬।

অনেকগুলি দাঁত আক্রান্ত হবার জন্য গাল ফুললে ও মাঝে মাঝে চিড়িক মারলে, বেলেডোনা ৬।

দাঁত অল্প ঝুলে পড়লে এবং তার সঙ্গে যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তাহলে, ব্রায়োনিয়া ৩, ৬।

বরফ বা শীতল জল দিয়ে মুখ ধুলে আরাম বোধ হলে, কফিয়া ৩x।

স্যাঁতসেতে জায়গায় থাকার জন্য এবং বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে দাঁতে ব্যথা, ডালকামারা ৬।

দাঁতে গর্ত হওয়া ও দাঁত নষ্ট হবার দশা, বেদনা হলে ক্রিয়োজোট ৬, ৩০।

ঠাণ্ডা বাতাস বা জল লাগলে ব্যথা বৃদ্ধি, দাঁত খুব ঝুলে পড়া, অতিশয় থুথু ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে, মার্কিউরিয়াস্ ৩।

গরম জিনিস খেলে ব্যথা বৃদ্ধি, গা শীত শীত করা, রজোরোধ প্রভৃতিতে, পাল্সেটিলা ৬।

দাঁত কালো, বিকৃত, ক্ষীণ, মাড়ি ক্ষতযুক্ত, ফোলা, প্রদাহযুক্ত হলে, স্ট্যাফিসাইগ্রিয়া ৩।

গর্ভ অবস্থায় দন্তশূল হলে, সিপিয়া ৩।

দাঁত আল্গা হওয়া ও নড়তে থাকা লক্ষণে সাল্ফার ৩০, ২০০। এই সঙ্গে মেয়েদের ঋতুর গোলমাল থাকলে এটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. খড়িমাটি বা চক মিহিভাবে চূর্ণ করে ঐ সঙ্গে সুপারীর গুঁড়ো, ফটকিরি চূর্ণ ও কর্পূরের গুঁড়ো মিশিয়ে দাঁত মাজলে উপকার হয়।

2. রসুন বা ছোট কচি পেঁয়াজ থেঁতো দাঁতের গর্ত বা ব্যথার স্থানে টিপে রাখলে ভাল হয়।

3. দাঁত বেশী নড়লে তা তুলে ফেলতেই হবে।

দাঁতে পোকা বা দন্তক্ষয় (Caries Teeth)

কারণ—দাঁতে ক্ষয় ধরে গেলে প্রায়ই এমন অবস্থা হয়। তখন দাঁত তুলে ফেলতে লোকে বাধ্য হয়। জনসাধারণ প্রায়ই ঠিক সময়ে দাঁতের চিকিৎসা করায় না—তার ফলেই এই অবস্থা দেখা দেয়। দাঁতে ব্যথা বা মাড়ি থেকে সামান্য রক্তপাতকে গ্রাহ্য করে না। ফলে দাঁতে ভীষণভাবে ক্ষয় হয়ে যায়, তখন দাঁত না তুলে উপায় থাকে না। দন্তক্ষয় বীজাণু দ্বারা হয় এবং তা খুব বেশি হলে দাঁত তুলে ফেলা ছাড়া উপায় থাকে না।

দাঁতের মাড়ির রোগ থেকে কঠিন রোগ এমন কি লিউকিমিয়ার মতো কঠিন রোগও নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। দাঁত থেকে মুখ ও মাথার রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। তাই দাঁতের সম্পর্কে অসতর্ক থাকা কদাচ উচিত নয়।

দন্ত অস্থির ক্ষয় বা কেরিজ রোগ বেশি শহরে দেখা যায়। তার কারণ শহরের লোক, মুখে দাঁতের পচনশীল বস্তু, টফি, লজেন্স প্রভৃতি মুখে বেশি রাখতে অভ্যস্ত এবং দীর্ঘক্ষয় চোষার বস্তু মুখে রাখা দন্তক্ষয়ের সহায়ক।

1. শর্করা জাতীয় নানা খাদ্যকণা দাঁতের কোণে জমে ও ভালভাবে নিয়মিত

কয়েকবার তা না ধুলে ও বীজাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার না করলে বীজাণু দাঁতের ফাঁকে জমে দন্তক্ষয় করতে শুরু করে।

2. যারা দুবেলা দাঁতের গোড়া ও গোটা মুখ ভালভাবে বীজাণুনাশক পেষ্ট বা মাজন দ্বারা পরিষ্কার করেন, তাদের এ রোগ সহজে হয় না। মাংস প্রভৃতি আঁশযুক্ত খাদ্য চিবিয়ে খেলে দাঁতের পেশী ও মাড়ির ব্যায়াম হয়। তাতে সহজে এ রোগ হয় না। তবে খুব কম লোক খায়। তার থেকে মুখ ও দাঁত পূর্ণ পরিষ্কার না করাই এ রোগের কারণ।

3. নিম প্রভৃতির ডাল দিয়ে জোরে জোরে মাজলে দাঁতের গোড়া আলগা হয় এবং সহজে এ রোগ হয়।

4. উল্টোপাল্টা ব্রাশ ব্যবহার অন্যতম কারণ।

5. পান-সুপারি প্রভৃতি খেয়ে মুখে জমিয়ে রাখা অন্যতম কারণ বলা যায়।

লক্ষণ —1. দাঁতের গোড়ায় পুঁজ জমা ও ব্যথা।

2. দাঁত নড়তে থাকে।

3. শেষে দাঁত পড়ে যায়।

জটিল উপসর্গ

1. দাঁতের গোড়া বা মাড়িতে পচনশীল ক্ষত হতে শুরু হয়।

2. দন্তশূল হয় ও জ্বর প্রবল হয়।

3. দাঁত একে একে পড়ে যেতে থাকে।

4. দাঁত থেকে মুখ, মাথা, Sinus প্রভৃতি আক্রান্ত হয়ে জটিল ব্যাধি হয়, Inusitis হতে পারে।

চিকিৎসা

দাঁতে পোকা হয়ে গর্ত হলে ঐ গর্তে তুলো দিয়ে প্ল্যাণ্টোগো মাদার লাগানো এবং সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাণ্টাগো ৩০ বা ২০০ সেবনে ভাল ফল দেয়। সব সময় এই ঔষধটি প্রথমে প্রয়োগ করলে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

দাঁত আল্‌গা হয়ে নড়তে থাকলে সাল্‌ফার ৩০ বা ২০০ উপকারী।

দাঁত কালো, মাড়িতে ক্ষত, ফোলা, প্রদাহ হলে, স্ট্যাফিসাইগ্রিয়া ৩।

গরম খাদ্য বা গরম জলে ব্যথা বৃদ্ধি, গা শীত শীত করা প্রভৃতিতে, পালসেটিলা ৬।

ঠাণ্ডা জল বা বাতাসে ব্যথা বৃদ্ধি হলে, মার্কিউরিয়াস ৩, ৬।

দাঁতে গর্ত ও দাঁত নষ্ট হওয়া প্রভৃতিতে, ক্রিয়োজোট ৬।

বরফ বা ঠাণ্ডা জল লাগালে আরাম লাগে লক্ষণে, কাফিয়া ৩x।

স্যাঁতসেতে জায়গায় থাকা বা বৃষ্টিতে ভেজা প্রভৃতিতে ব্যথা বৃদ্ধি—ডালকামারা ৬, ৩০।

দাঁতে গর্ত, দাঁত অল্প ঝুলে পড়ে তার সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য—ব্রায়োনিয়া ৩।

অনেকগুলি দাঁত আক্রান্ত, গাল ফোলা, মাঝে মাঝে চিড়িক মারা লক্ষণে, বেলেডোনা ৩।

রক্তপড়া ও ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, অ্যাকোনাইট ৩x।

কান পর্যন্ত অসহ্য ব্যথা, আর্সেনিক ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সাধনা দশন, বা দশন সংস্কার চূর্ণ বা Forhans Tooth Paste প্রভৃতি উপকারী।

2 খাদ্যে Calcium ও Vitamin থাকে এমন খাদ্য নিয়মিত খেলে উপকার হয়। এ বিষয়ে খাদ্য পর্যায়ে পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

মুখের মধ্যে ক্ষত

লক্ষণ—1. মুখের মধ্যেকার ঝিল্লী ফোলে, রক্তবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও ক্ষতযুক্ত হয়ে থাকে।

2. কখনো কখনো এই ক্ষতে পুঁজ হয় বা দুর্গন্ধও হতে দেখা যায়।
3. দাঁতের মাড়ি, জিহ্বা প্রভৃতি ফুলে ওঠে, ফাটে বা তাতে ঘা হয়।
4. তালু ও তালুমূল প্রভৃতি ফুলতে পারে বা ঘা হতে পারে।
5. অনেক সময় ঐ সঙ্গে দাঁতের মাড়িতে ঘা হতে পারে ও দাঁত নড়তে পারে।
6. অনেক সময় ঐ সঙ্গে দাঁতের মাড়িতে ঘা হতে পারে ও দাঁত নড়তে পারে।
7. কখনো কখনো শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়।
8. কখনো মুখের কোণা ফাটে ও তাতে ঘা হয়। অনেক সময় জ্বর প্রভৃতি হয়।

জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময় ঘা বেশি হয়। তার চিকিৎসা ঠিক মতো না হলে, তা থেকে মাড়িতে পচনশীল ঘা (Cancrum Oris) হতে পারে।

2. জিহ্বায় ঘা দীর্ঘ দিন ধরে না সারলে তা থেকে জিহ্বায় ক্যানসার হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. মুখে বেদনা, ঘা, ক্ষত প্রভৃতি।

2. ঠোঁটের কোণে ঘা।

3. কখনো সামান্য জ্বর হতে পারে। অনেক সময় টি. বি. বা হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগের জন্য সামান্য জ্বর হলে ঐ কারণে Angular Stomatitis হতে দেখা যায়।

চিকিৎসা

ঠাণ্ডা লেগে রোগ বৃদ্ধি, মুখ ফোলা প্রভৃতিতে, অ্যাকোনাইট ৩।

সূচ ফোটার মত ব্যথা, আরক্তিমভাব, দপ্ দপ্ করা প্রভৃতিতে, বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০।

ওপরের ঠোঁট ও গাল খুব ফুলে উঠলে, মার্কিউরিয়াস ৬। না হলে পালসেটিলা ৬, ৩০।

মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া এবং মুখ গহ্বরে ক্ষত হলে, মার্কিউরিয়াস ৬, ৩০।

গালের ভেতর দিকে ঘা প্রভৃতি হলে ও ব্যথায়, ফাইটোলাক্কা ৬।

ক্ষতে জ্বালা ও দুর্বলতা হলে, আর্সেনিক ৬, ৩০।

ক্ষতে পুঁজ ভাবে, হিপার সাল্ফার ৩০।

উপদংশজনিত ঘা প্রভৃতি হলে দিতে হবে, নাইট্রিক এসিড্ ৬, ৩০।

মুখের যে কোন ঘায়ে (মুখ গহ্বরে) শ্রেষ্ঠ ঔষধ, বোরাক্স ৬x। বা মার্কিউরিয়াস ৬।

উপরের ঔষধে উপকার না হলে, মিউরেটিক্ অ্যাসিড্ ৬।

পারদ প্রভৃতি অপব্যবহার জনিত ঘা হলে, কার্বো ভেজ ৬, ৩০।

মুখের ভেতরে ঘা হলে ক্যালেণ্ডুলা মাদার-জলে মিশিয়ে কুলকুচা করা ভাল।

অনেক সময় ছোট শিশুদের মুখের মধ্যে ঘা হয়। তাতে তুলি দিয়ে মধু লাগালে ভাল ফল দেয়।

সব সময় ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খেলে ভাল ফল দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. টাটকা গাঁদাল পাতার রস জলে গুলে মুখে দিয়ে কুলকুচা করলে উপকার হয়।

2 ভালভাবে রোজ দাঁত মাজা ও মুখ ধোয়া কর্তব্য।

3. খোলা বাতাসে ভ্রমণ উপকারী।

4. ডিম, দুধ, ভেজা ছোলা, টোম্যাটো, পালংশাক, বীট, গাজর প্রভৃতি ভিটামিন যুক্ত খাদ্য খেতে হবে। কমলালেবু, মোসাম্বি প্রভৃতি খেতে হবে।

5. কোষ্ঠবদ্ধতা হলে তার প্রতিকার করা আবশ্যক।

মুখে পচনশীল ক্ষত (Cancrum Oris

কারণ—1. ঋতু পরিবর্তন, অজীর্ণতা, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি।

2. গর্ভাবস্থায় অনেক সময় এরূপ হয়ে থাকে।

3. দাঁতের পায়োরিয়া বা কেবিজ বা দাঁতে পোকা থেকে পরে এই রোগ হতে পারে।

4. শরীরে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন প্রভৃতির অভাব লক্ষণ।

5. বাত বা সায়াটিকা প্রভৃতি রোগে দীর্ঘদিন ভোগা।

6 দীর্ঘদিন নানা রোগে ভোগা বা ভুগে ভুগে কষ্ট পাওয়া। T. B. হেপাটাইটিস, পাণ্ডু বা জণ্ডিস প্রভৃতি রোগে দীর্ঘদিন ভোগা।

7. দাঁতের পুরানো ক্ষতে বীজাণু বা Virus বা Fungus হয়ে তা থেকে এরূপ হতে পারে।

লক্ষণ—1. দাঁতের মাড়ি বা গালের ভিতরের ঘা দুত পচতে শুরু করে ও তা থেকে এরূপ হয়।

2. বীজাণু দূষণ বা ছত্রাক প্রভৃতি থেকে ঘা হয়ে মাড়ি পচতে শুরু করে।

3. তারপর ঘা বেড়ে গিয়ে উপরের চোয়াল বা নিচের চোয়ালের হাড় আক্রমণ করে।

4. অনেক সময় গাল ফুটো হয়ে যায়।

5. প্রবল জ্বর, মোহ প্রভৃতি হতে পারে।

6. অনেক সময় নাড়ি ক্ষীণ হয়।

7. উদরাময়, অস্থিরতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. বীজাণু দূষণ প্রভৃতি জন্য প্রবল জ্বর ও কষ্ট হতে থাকে। মুখে ঘা হয়ে যায়, গাল ফুটো হয়ে যেতে পারে।

2. ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে পরে চোয়াল পচে যায়।

3. রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. মাড়ি খসে পড়া ও প্রবল ঘা।

2. মাড়ির হাড়ে প্রবল যন্ত্রণা।

3. জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ।

চিকিৎসা

মার্ক কর ৩x বিচূর্ণ প্রতি ঘণ্টায় সেবন, সেই সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড্ মিউর ২x—কয়েক ফোঁটা (৪-৫ ফোঁটা) চার ড্রাম গ্লিসারিনে মিশিয়ে দুই ঘণ্টা অন্তর মুখ প্রক্ষালন করতে হবে।

মার্ক কর বিফল হলে আর্সেনিক ৩x ভাল ফল দেয়।

পারদের অপব্যবহারে বা পচা ঘা হলে, অ্যাসিড্ নাইট্রিক ৩ বা কার্বোভেজ্‌৩ উপকারী।

ক্যালি ক্লোর সলিউশন (গ্লিসারিনে) দ্বারা মুখ ধৌত করা—কয়েক ঘণ্টা অন্তর। ঔষধের সঙ্গে কড লিভার অয়েল ১ চামচ রোজ সেবন করলে ভাল ফল হয়। তবে লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ ঠিকমতো খেতে হবে।

প্রথম অবস্থায় বোরাক্স ৬ অথবা মার্কিউরিয়াস ৬ ভাল ফল দেয়।

জ্বালাকর ক্ষত হলে সব সময় খেতে দিতে হবে আর্সেনিক ৬, ৩০ বা ২০০।

ক্ষতে পুঁজ বা তার জন্যে যন্ত্রণা হলে, সাল্‌ফার ৩০ অথবা হিপার সালফার ২০০ ভাল ফল দেয়।

উপদংশ জনিত কারণে হলে, নাইট্রিক এসিড্ ৩ বা ৩০।

রোগী লবণ খেতে ভালবাসে লক্ষণে দিতে হবে, নেট্রাম মিউর ৬, ৩০। অ্যান্টিম টার্ট ৬, অরাম ৬, প্রয়োজন মত লক্ষণ, বিচার করে দিতে হবে।

বায়োকেমিক মতে ক্যালি মিউর ৩x, ৬x, ১২x শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. শীতল বা সামান্য গরম জল পথ্য ব্যবস্থা করতে হবে। Hydroprotein বা Protinex দিতে হবে।
2. ভিটামিন যুক্ত খাদ্য দিতে হবে।
3. মশলা, ঝাল, টক প্রভৃতি বর্জনীয়।
4. ঘা সেরে উঠলে, জ্যান্ত মাছের ঝোল ও ভাত খেতে দিতে হবে।

ক্রিমিরোগ। (Worms)

কারণ—আগেই বলা হয়েছে যে ক্রিমি এক জাতের নয়—নানা জাতের ক্রিমি আক্রমণ করে থাকে। ক্রিমি বা পরাঙ্গ পুষ্ট কীট থাকে সাধারণতঃ অন্ত্রে ও মলদ্বারে।

শিশুরা নানা জিনিস মাটি থেকে মুখে দেয়। ঐ সঙ্গে যদি তারা ক্রিমির বীজ মুখে দেয় তা হলে তা পেটে গিয়ে ক্রিমির জন্ম হয়। ক্রিমির বংশ বৃদ্ধি করে ও অন্ত্র থেকে রক্ত শোষণ করে খায়।

কাঁচা ফলমূল, কাঁচা শাকসব্জী, পচা মাংস, রোগাক্রান্ত পশুর মাংস প্রভৃতি খেলে তা থেকে ক্রিমির ডিম বা লার্ভা (Larva) পেটে প্রবেশ করে। বেশি মিষ্টি খেলে এরা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে থাকে।

পেটে ক্রিমি সাধারণতঃ চার ধরনের হয়—

1. সুতার মত সরু সরু ক্রিমি (Thread Worms)।
2. কেঁচোর মত লম্বা, গোল ক্রিমি (Round Worms)।
3. অতি সূক্ষ্ম ক্রিমি (Hook Worms)।
4. খুব লম্বা ফিতার মত গাঁটযুক্ত ক্রিমি (Tape Worms)।

লক্ষণ —সুতার মত ক্রিমি—এই ক্রিমি দলবদ্ধভাবে Caecum-এ থাকে ও ডিম পাড়ার জন্য মলদ্বারে যায়, সেজন্য মলদ্বার চুলকাতে থাকে। নিদ্রার সময় দাঁত কিড়মিড় করে। এই ক্রিমি লম্বায় ¼ ইঞ্চি থেকে 1 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এদের রঙ সাদা।

কেঁচোর মত ক্রিমি —এগুলি অনেক বেশি লম্বা হয়। সাধারণতঃ 4 ইঞ্চি থেকে 12 ইঞ্চি অবধি লম্বা ও কেঁচোর মত দেখতে হয়। এদেরও রঙ সাদা।

অনেক সময় এই ক্রিমি দু একটা বমির সঙ্গে মুখ দিয়েও বেরিয়ে আসে।

পেট ফাঁপা, পেটে ব্যথা, দাঁত কিড়মিড় করা, ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ চমকে ওঠা, নাক ও গুহ্যদ্বার চুলকানো, শরীর শীর্ণ, আম মিশ্রিত মল, কখনো ক্ষুধা আবার কখনো অরুচি, মুখ দিয়ে জল ওঠা, বমি বা বমনেচ্ছা, শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ।

অনেক সময়, এই ক্রিমি পিত্তনালী দিয়ে যকৃতে প্রবেশ করলে, যকৃৎ প্রদাহ, Jaundice প্রভৃতি হয়। কখনো-বা পাকস্থলি থেকে বমির মাধ্যমে উঠে আসে। কখনো আপনা থেকেই পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

যদি ক্রিমি পেট থেকে গলা বেয়ে উঠে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, তবে বিপজ্জনক অবস্থা হয়।

ফিতার মত ক্রিমি —এগুলি বিরাট লম্বা ও ফিতার মত চ্যাপটা হয়। এদের দেহে গাঁট থাকে। এরা 4-5 ফুট থেকে 20-25 ফুট লম্বা হয়।

এই ফিতা ক্রিমি ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে পাকে পাকে জড়িয়ে অবস্থান করে। অসংখ্য চ্যাপটা ও চার কোণা টুকরো একটির সঙ্গে একটি যুক্ত হয়ে ক্রিমির দেহ গঠিত হয়। এই ক্রিমি অনেকটা লম্বা হয়।

এই ক্রিমির লেজের দিক থেকে কিছু কিছু টুকরো খসে মলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। এরা সাধারণতঃ পেটে মাত্র একটি থাকে। কিন্তু প্রতিটি টুকরো এক একটি জীবন্ত ক্রিমির সমান।

শূকরের মাংস ও গরুর মাংস ভোজন করলে তা থেকে এই ক্রিমি পেটে প্রবেশ করে।

শূকর বা গরুর মাংস যারা খায় না, তাদের সাধারণতঃ এ ক্রিমি রোগ হয় না।

ফিতা ক্রিমির দেহের টুকরো মলের সঙ্গে বের হলেই বুঝতে হবে যে এই রোগ হয়েছে।

এই ক্রিমি হলে শরীর একেবারে রক্তশূন্য হয়ে যায়। তাই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

জটিল উপসর্গ

1. ছোট ছেলেদের পেটে ক্রিমি হলে, তার ফলে তারা অতি দুর্বল হয়ে পড়ে। তার ফলে তাদের রক্তশূন্যতাও দেখা দিতে পারে।

2. অনেক সময় ক্রিমি পেট থেকে Oesophagus দিয়ে উপরে উঠে গলকক্ষে প্রবেশ করতে পারে এবং তা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে দম বন্ধ করে শিশুর পক্ষে মারাত্মক হতে পারে। এটির প্রতিকার করা অবশ্য কর্তব্য।

3. বড়দের পক্ষেও পেটে বেশী ক্রিমি থাকলে দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, গা বমি বমি করা, কার্যে অনিচ্ছা, অপুষ্টি প্রভৃতি নানা লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

4. বড়দের পক্ষেও পেটে ফিতা ক্রিমি হলে, তারা এত রক্তপাত করে যে, তার ফলে তাদের অতি দুর্বলতা এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. ছোটদের রাতে দাঁত কিড়মিড় করা, রোগা, ফ্যাকাশে হওয়া প্রভৃতি। নাক চুলকানোও অন্যতম লক্ষণ।

2. বড়দের ক্ষেত্রে ঘন ঘন থুথু ফেলা, নাক চুলকানো প্রভৃতি লক্ষণে ও অতি দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতা।

3. পায়খানা মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করলে তাতে ক্রিমি বা তার Cyst বা ফিতা ক্রিমির টুকরো পাওয়া যায়।

4. অনেক সময় মলের সঙ্গে গোটা ক্রিমিও কিছু কিছু পড়ে—তাতে রোগ নির্ণয় নিশ্চিত হয়।

চিকিৎসা

ক্রিমিরোগ শিশু ও বয়স্ক সবারই হতে পারে—তবে শিশুদের ক্ষেত্রে এর কুফল বেশি দেখা দেয়।

শিশুদের ক্রিমিদোষ থেকে নানা ধরণের কুফল দেখা দিতে পারে। যেমন শয্যায় প্রস্রাব, প্রস্রাব বন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ।

সিনা ২x, ২০০—নাক চুলকানো, বমি ভাব, রাক্ষুসে ক্ষুধা। সব ক্রিমিরই একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ এটি।

স্ট্যানাম ৬, ৩০—সব রকম ক্রিমির ভাল ঔষধ।

টিউক্রিয়াম ১x—সুতার মত ক্রিমিতে।

স্যাণ্টোনাইন ১x—সব রকম ক্রিমি, পেটে ব্যথা।

স্পাইজেলিয়া ৩—ছোট ক্রিমি, মলদ্বার চুলকায়।

ফিতের মত ক্রিমিতে—ফিলিক্স মাস্ মাদার, মার্ক কর৩x, কিউপ্রাম এসেটিকাম ৩, স্ট্যানাম ৩x।

কেঁচোর মত ক্রিমিতে সিনা ২x, ২০০, স্যাণ্টোনাইন ১x।

চেনোপোডিয়াম তেল ১০ ফোঁটা জলসহ কয়েক ঘণ্টা অন্তর সেবনেও Round Worm-এ ভাল ফল দেয়।

অনেক ডাক্তারের মতে লাইকোপোডিয়াম ৩০ দুই দিন, ভিরেট্রাম ১২ চার দিন এবং ইপিকাক ৬ সাত দিন দিলে ভাল ফল হয় সব ক্রিমির ক্ষেত্রে।

সালফার ৩০—ক্রিমিজনিত শূলব্যথা এবং অন্য ঔষধ খেলে ক্রিমি কমে এলে।

বায়োকেমিক ঔষধ—নেট্রাম ফস্ ৩x, ১২x খুব ভাল ঔষধ। কিন্তু নিয়মিত দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে হয়।

ক্যালি মিউর ৬x, ১২x—সুতা ক্রিমি, মলদ্বার চুলকানো প্রভৃতিতে।

ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x,—ক্রিমি রোগ এবং অন্য জ্বর, অজীর্ণ, উদরাময়, বমি প্রভৃতিতে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. কখনো যেন শিশুরা মাটি থেকে কিছু খুটে না খায় তা দেখতে হবে।

2. পেঁপের আঠা অনেকটা নিয়ে তা রেড়ির তেলের সঙ্গে (Castor Oil) লেবুর রসসহ 3-4 দিন খেলে এই রোগে উপকার হয়।

3. রোজ ভোরে কালমেঘের পাতার রস খাওয়া ভাল।

5. আনারসের কাঁচ পাতার রস কয়েক ফোঁটা খাওয়ালে তা খুব ভাল ফল দেয়।

5. সোমরাজ, বীট লবণে ঘসে তা সকালে খালি পেটে রোজ খাওয়ানো ভাল।

6. পথ্য—পুরানো চালের ভাত, মাছের হালকা ঝোল, পটল, মোচা, নালতে পাতা, নিম পাতা, উচ্ছে ভাল পথ্য। মিষ্টি কম বা না খাওয়া উচিত।

মাড়িতে ফোড়া (Gum Abcess)

কারণ—1. দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার না করলে, দাঁতের ফাঁকে খাদ্যদ্রব্য জমে এই রোগ হতে পারে।

2. পায়োরিয়া রোগে দীর্ঘদিন ভোগা।

3. শরীরে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন C প্রভৃতির অভাব।

4. দাঁতে Tartar জাতীয় ময়লা পড়া।

5. উপরের কারণগুলির জন্য বীজাণু দূষণ হয় এবং তার ফলে মাড়িতে ফোড়া হয়।

লক্ষণ—1. দাঁতের গোড়াতে বা গর্তে বা গহ্বরে ক্ষুদ্র ফোড়া বা Septic Focus শুরু হয়। এটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

2. মাড়ি ফুলে উঠে। ক্রমে ফোড়া বড় হতে থাকে।

3. কখনো মাড়ি ফেটে মুখে পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে আসে।

4. কখনো ফোড়া গাল দিয়ে বাইরের দিকে বের হয়।

5. দাঁতে প্রচণ্ড ব্যথা হয় ও দপ্‌দপ্‌ করতে থাকে।

6. পুঁজ জমে ও ফুলে ওঠে।

7. কখনো সামান্য জ্বর হতে দেখা যায়। জ্বর 99 থেকে 101 ডিগ্রী পর্যন্ত ওঠে।

8. মাথা ধরা, মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

9. কখনো বমি, অস্থিরতা প্রভৃতি দেখা যায়।

10. ফোড়া পেকে বাইরে বা ভেতরে ফেটে গেলে ব্যথা প্রায়ই কমে যায়।

জটিল উপসর্গ

1. মুখ থেকে রক্ত দূষিত হয়ে মাথা আক্রমণ করলে বা Toxaemia দেখা দিলে প্রবল জ্বর, বমি, অস্থিরতা, চঞ্চলতা প্রভৃতি দেখা যায়।

2. ব্রেণ, মেনিনজিস্‌ মাথার Sinus প্রভৃতি এ থেকে আক্রান্ত হতে পারে, অবিলম্বে চিকিৎসা না হলে রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে।

3. বার বার দাঁতে Infection থেকে Sinusitis হতে পারে ও মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয়—দাঁতের গোড়ায় ফোলা, ব্যথা, ফোড়া, পুঁজ জমা প্রভৃতি দেখা যায়।

চিকিৎসা

এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো মার্ক ভাইভাস্‌ ৩x, ৬x। অবিরাম ব্যথা, বেদনা, বেশি থুথু ওঠা, মাড়ি ফুলে ওঠা, যন্ত্রণা, মাড়ি দপ্‌দপ্‌ করা লক্ষণে।

দপ্‌দপ করে মাড়ি এবং মাথা ব্যথা, মুখ ফোলা ফোলা মনে হয়, শব্দ এবং আলো অসহ্য মনে হয়, অনেক সময় সামান্য জ্বর হতে পারে—বেলেডোনা ৩x, ৬x, ।

নিচের চোয়ালে দন্তক্ষয় জনিত মাড়িক্ষত হলে, ফস্‌ফরাস্‌ ৩, ৬ ।

পুরোনো মাড়িক্ষত উপদংশ প্রভৃতির ইতিহাস থাকলে, সাল্‌ফার ৩০, ২০০ ।

ফোলা স্থান কোমল থাকে, দপ্‌দপ, করে পুঁজ উৎপত্তি হলে, হিপার সাল্‌ফার ৬, ৩০ ।

ফোঁড়া ফেটে যাবার পর, সাইলিসিয়া ৬, ৩০ ।

মুখে দুর্গন্ধ দুর্গন্ধের কোন কারণ বোঝাই যায় না লক্ষণে, আর্ণিকা ৩, ৬, ৩০ ।

দাঁতক্ষয় হয়, মাড়ি ফোলা ও ব্যথা, মুখে দুর্গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ ৬x—২০০ ।

রোজ দুই-তিনবার এই ঔষধ খাবার পর দিতে হবে, হিপার সালফার ৬ বা নাইট্রিক অ্যাসিড ৩, ৬, ।

দাঁতের মাড়িতে পুঁজ জমলে এবং দুর্গন্ধ হলে, সাইলিসিয়া ৩,৬, ফসফরাস্‌ ৩,৬ ।

সব সময় সিম্‌ফাইটাম্‌ মাদার একড্রাম—চার আউন্স জলে গুলে মাড়িতে বাহ্য প্রয়োগ প্রয়োজন ।

মুখগহ্বরের প্রদাহ (Stomatitis)

কারণ—1. পাকাশয় বা পাকস্থলির গোলমাল, পেটে অম্ল প্রভৃতি ।

2. হাম, জ্বর প্রভৃতি হলে ঠোঁটের কোণে Angular Stomatitis রোগ হয় ।

3. দাঁত পরিষ্কার না রাখা ও পায়োরিয়া প্রভৃতি ।

4. পুষ্টিকর খাদ্য বা ভিটামিন প্রভৃতিব অভাব ।

5. পানে বেশি চুন প্রভৃতি খাওয়া ।

6. পুষ্টিকর খাদ্য বা ভিটামিন B. Complex প্রভৃতির অভাব ।

7. নানা বীজাণুর ও ছত্রাকের আক্রমণ ।

লক্ষণ—1. মুখের মধ্যেকার ঝিল্লী ফুলে ফুলে উঠতে থাকে ।

2 মুখের মধ্যে কাটা কাটা হতে পারে বা ছোট ছোট ফুস্কুড়ি সৃষ্টি হয়ে সেগুলি গলে গিয়ে ঘা হতে পারে ।

3 একে থেকে পরে Gum boil বা ঘা সৃষ্টি হতে পারে ।

4. খেতে, বিশেষ করে ঝাল, লবণ প্রভৃতি খেতে কষ্ট হয় ।

5. ঐ সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় মুখের কোণ ফেটে ঘা মতোও হতে পারে ।

6. এ থেকে পরে সেকেন্ডারী ইনফেকশন হয়ে সেপটিক্‌ হয়ে উঠতে পারে ।

7. রোগ না কমলে তা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং ঐ সঙ্গে জ্বর প্রভৃতিও হতে পারে ।

রোগ নির্ণয়—মুখের মধ্যে ঘা, ক্ষত এবং তা না কমে ক্রমশ বেড়ে যায়।

উপসর্গ—1. মুখে সেপটিক ঘা সৃষ্টি হতে পারে। ঐ সঙ্গে জ্বর প্রভৃতি হতে পারে।

2. এটি থেকে পরে অন্নবাহী নালীর প্রদাহ হতে পারে।

3. দ্রুত চিকিৎসা না হলে রোগ বেড়ে নানা ধরণের জটিল রোগ হতে পারে।

চিকিৎসা

বোরাক্স ৩ বা ৬ বিচূর্ণ, ৩০—মুখে ঘা, গালের ভিতরে ঘা, সহজেই রক্ত পড়ে। মুখ শুকনো ও গরম, ভিজে ঘা, লাল ফোস্কার মতো, জিভ নাড়লে বা নুন খেলে যাতনা। আস্বাদ তিতো।

মার্কিউরিয়াস ৬—নাড়ী দিয়ে রক্ত পড়া, মুখের ভেতর ক্ষত, প্রচুর লালাস্রাব।

কেলিক্লোর ১x বিচূর্ণ—দুর্গন্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস। মুখের মধ্যে ও জিহ্বায় ক্ষত।

কার্বোভেজ ৬—লবণ বা পারদের অপ-ব্যবহার, মাড়ীতে দুর্গন্ধ, মাড়ীতে রক্ত পড়া।

আর্সেনিক ৩—ক্ষত, জ্বালা, খুব দুর্বল লাগে ও জ্বর ভাব হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ বা হিপার সালফার ৬—পারদ জনিত মুখে ক্ষত।

সাইলিসিয়া ৬x, ১২x—মুখে দুর্গন্ধ। বোরাক্স ৬, সালফার ৩০, সোরিনাম ২০০ হেলিবোরোস ৬, ক্রিয়োজোট ৬, নেট্রাম মিউর ৬x, ৬, কেলিমিউর ৩x, ৬, আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম ৬, এপিস মেল ৬, মার্ক-সল ৬, প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণানুসারে প্রযোজ্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—1. সাধারণ হাল্কা খাদ্য সব খাওয়া যায়। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি উপকারী।

2. টাট্কা ফলমূল, শাকসব্জী খাওয়া উপকারী।

3. সোহাগা পুড়িয়ে খই করে তা মধু দিয়ে মেখে লাগালে উপকার হয়।

হুকের আকৃতিবিশিষ্ট ক্রিমি (Hook Worm)

কারণ—হুক আকৃতির এক ধরণের ক্রিমি আছে—এগুলির আকৃতি খুব ছোট ধরণের হয়। এগুলি মাটি থেকে পায়ের চামড়া ভেদ করে দেহের মধ্যে প্রবেশ করে। রক্তের সঙ্গে মিশে এগুলি তবে পেটে আশ্রয় নেয়।

এরা দেহে প্রবেশ করে দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে ও অন্ত্রের রক্ত চুষে খায়। তার ফলে দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় ও নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ যারা খালি পায়ে হাটে, কিংবা খালি পায়ে সব সময় চলাফেরা করে তাদের মধ্যে এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়।

রোগক্রান্ত ব্যক্তি, মাঠে বা পথের পাশে পায়খানা করলে, তার মলে হুকওয়ার্মের ডিম থাকে, ডিম থেকে হয় লার্ভা (Larva), যা সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় ক্রিমিগুলো অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। যখন এরা দেহে প্রবেশ করে, তখন দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে।

Hook Worm গুলি যখন পায়ের চামড়া ভেদ করে. তখন পা চুলকোয় বা পা কুটকুট করতে থাকে। কিন্তু তখন ক্রিমির প্রবেশ বোঝা যায় না। পরে যখন রক্তশূন্যতা হয়, তখন রোগ বুঝতে পারা যায়।

এই ক্রিমির সঙ্গে পূর্বের বর্ণিত তিন জাতীয় ক্রিমির পার্থক্য, আগেরগুলি মুখগহ্বর দিয়ে পেটে প্রবেশ করে, আর হুকওয়ার্ম পায়ের চামড়া দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে।

লক্ষণ — 1. প্রথমে পায়ে ছোট ছোট গর্ত হয় ও পা চুলকাতে থাকে। তবে সেটি সব সময় বোঝা যায় না, কি কারণে হচ্ছে। তারপর কিছুদিন গেলে দিনে দিনে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে ও রক্তশূন্য হয়ে যায়।

2 পথ চলতে গেলে বুক ধড়ফড় করতে থাকে। দেহ শীর্ণ হয়ে যায়। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

3. প্রচুর খেলেও শরীর রোগা হতে থাকে।

4 হুকওয়ার্ম প্রথমে পা থেকে লিম্ফ্ (Lymph) নালীতে উপস্থিত হয়। সেখানে থেকে ফুসফুস, পরে হৃৎপিণ্ডে, নালীতে উপস্থিত হয়। সেখান হতেও বাহির হয়ে তারা অন্ত্রনালী ও শেষে ক্ষুদ্রান্ত্রে উপনীত হয়। তারা রক্তপান করে ও পুষ্টিকর খাদ্যের অংশ গ্রহণ করে। ফলে শীর্ণতা, দেহ ফ্যাকাসে. পাণ্ডুবর্ণ ও পরিপাক শক্তি কমে যায়।

5. ক্লান্তিবোধ, চক্ষু জ্যোতিহীন হয়।

6. পা ফোলে, পেট ফোলে।

7. শিশুদের পুষ্টির অভাবে দেহ অতি জীর্ণশীর্ণ হয়।

8. জিভ সাদা ও মোটা হয়। অনেক সময় জিভ মাঝে মাঝে লেপাবৃত হয়।

জটিল উপসর্গ

1. অতি দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতার ফলে রোগী কর্মহীন, বিরক্তিবোধ, কাজে অনিচ্ছা, সব সময় ঘুম ঘুম ভাব প্রভৃতি অশুভ লক্ষণ দেখা দেয়।

2. কখনো কখনো হাত-পা ও পেট ফোলে, রোগী মরণাপন্ন অবস্থায় আসে শিশুদের মৃত্যুও হতে পারে।

রোগ নির্ণয় —1. অতি দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, ফ্যাকাশে চেহারা, পেট ফোলা ও হজমে গোলমাল প্রভৃতি।

9. অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মল পরীক্ষা করলে তাতে এই ক্রিমির ডিম (Ova) পাওয়া যায়, কখনো-বা ক্রিমিও দেখা যায়। তা থেকে নিশ্চিত রোগ বোঝা যায়।

চিকিৎসা

থাইমল (Thymol) ১x এই রোগে উপকারী। ঔষধ খাওয়ার দু-একদিন আগে যেন গুরুপাক দ্রব্য খেতে দেওয়া না হয় এবং জায়গা বিশেষ উপকার করাও যেতে পারে। সকাল ৫টায় একমাত্রা ও ৮টার সময় আরেক মাত্রা দিতে হবে (রোগীর বয়স অনুসারে)। থাইমল ১x, ১০—৩০ গ্রেন পর্যন্ত খাওয়া যায় বা অন্য কোন মৃদু বিরেচক দ্রব্য দ্বারা জোলাপ খাওয়া বিধেয়। পরবর্তী সপ্তাহে একবার চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করা ভাল। দুর্বল রোগীর পক্ষে অল্প মাত্রায় থাইমল ১x দীর্ঘকাল যাবৎ খাওয়ার ব্যবস্থা করা সমীচীন। চেনোপোডিয়াম অ্যান্থেল মিন্টিকাম তেল দশ ফোঁটা করে দু ঘণ্টা অন্তর তিন মাত্রা একদিন মাত্র খেলে কখনও কখনও বিশেষ ফল পাওয়া হয়।

এইভাবে হুকওয়ার্ম বের হয়ে গেলে, রক্তাল্পতা ও ক্রিমি রোগের ঔষধ যথা—চায়না, ফেরাম, অ্যাসিড ফস, সিনা, স্ট্যানাম, স্পাইজি, টিউক্রিয়াম প্রভৃতি লক্ষণানুসারে কিছু দিন প্রয়োগ করা উচিত।

শিশুদের পক্ষে এবং বয়স্কদের পক্ষে সিনা ৩০, ২০০ সব রকম ক্রিমির একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অনেক সময় প্রথম অবস্থায় সিনা মাদার থেকে প্রথমে শুরু করে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ২০০ বা ১০০০ পর্যন্ত দেওয়া হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পুষ্টিকর হালকা খাদ্য খেতে হবে নিয়মিত ভাবে।

2. দুধ, ডিম, ছানা, মাছের হালকা ঝোল ভাত, টমেটো, পালং শাক, বীট-গাজর, আপেল, কমলা, আঙ্গুর (মিষ্টি) প্রভৃতি সুপথ্য।

3. অনিয়ম, অত্যাচার, রাতজাগা বা দেহের উপর অত্যাচার করা কদাচ কর্তব্য নয়।

4. তিক্ত খাদ্য, চিরতাজল, উচ্ছে, নিমপাতা, পলতা পাতা প্রভৃতি যে কোন একটি রোজ খেলে তাতে কিছুটা উপকার হয়।

জিয়ার্ডিয়াসিস (Giardiasis)

কারণ—এক ধরনের বীজাণুর আক্রমণ থেকে এই রোগ হয়—তাকে বলে Giardia Lambricoids বীজাণু। এই বীজাণুর আক্রমণ থেকে হয় জিয়ার্ডিয়া

ইনফেকশন। এই বীজাণু ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, সিকাম ও কোলনের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে।

গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে (Tropical Regions) এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে (Subtropical Regions) এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়ে থাকে। ছোট শিশুরা এই রোগ দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। বেশি বয়সের শিশুরাও অনেক সময় এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই জাতীয় বীজাণু কাঁচা ফল ও দূষিত শাকসব্জীর মাধ্যমে পেটে প্রবেশ করে থাকে। এরা পাকস্থলি, অন্ত্র, লিভার, ও পিত্তকোষে বাস করে এবং বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। এরা পিত্তকোষের রসের মাধ্যমে জীবন যাপন করে থাকে।

এই রোগ অনেক সময় চাপা থাকে। কিন্তু যখন অনিয়ম, অতি আহার, অনাহার, বেশি ঝাল মশলা, গুরুপাক আহার হয়, তখন রোগ সৃষ্টি করে। তার ফলে উদরাময় দেখা দেয়। বার বার উদরাময় হতে থাকলে শরীর দুর্বল ও শীর্ণ হতে থাকে।

লক্ষণ —1. এই রোগ যখন উগ্রভাবে আক্রমণ করে তখনই উদরাময় হয় এবং অনেক সময় পৌনঃপুনিক উদরাময় হয়ে থাকে।

2. সারাদিন 6—8 বার পাতলা জলবৎ মল অথবা আমজড়িত হলুদবর্ণের মল নির্গত হয়। চিকিৎসা ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করলে তা ধীরে ধীরে কমে। তবে কদিন বাদে আবার হঠাৎ এইভাবে উদরাময় হতে দেখা যায়। কতদিন বাদে পুনরাক্রমণ ঘটবে তা রোগী বিশেষের উপরে নির্ভর করে।

3. দুটি উদরাময়ের মধ্যবর্তী কালে মল অনেক সময় শক্ত হয় বা বা কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।

4. অনেক সময় মল কাদা আমযুক্ত ও ফেনা লক্ষিত হয়।

5. প্রায়ই মল অম্লগন্ধ যুক্ত হয়। এই মলে জিয়ার্ডিয়া রোগের Cyst থাকে।

6. পাকস্থলির গোলমাল চলতে থাকার জন্য রোগী ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে ও কর্মহীন হতে পারে। অনেক সময় রক্তহীন ও ফ্যাকাশে হয়।

7. ক্ষুধামান্দ্য, পেট ভুটভাট প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

8. আক্রমণের সময় পেটে ব্যথা, গা বমি বমি ভাব, প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

9. মৃদু আক্রমণে সামান্য পেটের গোলমাল ছাড়া কিছু থাকে না ও রোগ বোঝা কঠিন হয়।

10. অনেক সময় ঠিকমতো চিকিৎসা না হওয়ার জন্য রোগ ক্রনিক (Chronic) হতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. অতি দুর্বলতা, মাথাঘোরা, কর্মে অনাসক্তি ও শেষে কর্মহীন হয়ে যেতে পারে ভুগতে থাকলে। বুক ধড়ফড় করে, নড়াচড়া করতে কষ্ট, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি হয়।

2. হার্টের রোগ ও দুর্বলতা থেকে প্রেসার খুব কমে যেতে পারে।

3. চিকিৎসা না হলে অনেক সময় শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হতে পারে।

4 অনেক সময় সুচিকিৎসার ফলে পরবর্তীকালে Chronic উদরাময় হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1 উদরাময় ও আমাশয় মাঝে মাঝেই হয় ও কমে, কিন্তু সাধারণ আমাশয়ের ঔষধগুলিতে বা উদরাময়ের ঔষধে রোগ কিছুতেই পূর্ণ আরোগ্য হয় না।

2 অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মল পরীক্ষা করলে Giardia Cyst পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

এই বোগটি একটি জটিল রোগ—কারণ এই রোগ সেরে যাবার পর বার বার পুনরাক্রমণের ভয় থাকে। এই রোগের জন্য এ্যালোপ্যাথিক বিশেষ ঔষধ বের হয়েছে যা জিয়ার্ডিয়া ক্রিমিদের মেবে ফেলার পক্ষে সাহায্য করে। তা হলো মেট্রোনিডাজোল ঔষধ (Metrogyl, Aristogyl, Flagyl প্রভৃতি) কিন্তু তাতেও বার বাব রোগ ফিরে ফিরে আসে এবং একদম সারতে চায় না। তাতেই বোঝা যায় যে পোকা মারলেই রোগ পূর্ণ সারে না।

লক্ষণ বিচার করে ধাতুগত ঔষধ দিয়ে সুফল পাওয়া যায়।

Psoric, Sycotic বা Syphilitic বিচার করে তার ঔষধ প্রয়োগে ভাল ফল হয়।

সোরিনাম ৩০, ২০০, থুজা ৩০, ২০০, সালফার ৩০, ২০০, ফাইটোল্যাক্কা ৩০, ২০০ ইত্যাদি লক্ষণ বিচার করে দিলে ভাল ফল হয়।

এ ছাড়া অন্য ঔষধের মধ্যে কুর্চি মাদার, চ্যাপারো অ্যামারগোমা মাদার এই দুটি ঔষধ দিনে ৩-৪ বার করে পনেরো-কুড়ি দিন প্রয়োগ করলে সুফল করে।

অনেক সময় প্রচুর এ্যালোপ্যাথিক বা হোমিও ঔষধ প্রয়োগে কম না হলে বুঝতে হবে রোগটি ক্রনিক হয়ে গেছে। সেখানে কারসিনোসিস্ নোয়োড ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে।

উদরাময়ের জন্য উদরাময় অধ্যায়ে যে সব ঔষধ বর্ণিত হয়েছে তার ঔষধ দিতে হবে—যা আগে বর্ণিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সব সময় উদরাময় চলার সময় খিদে না পেলে খাদ্য নিতে নেই। পাতলা ভেদ চললে বার্লি, ঘোল, ডাবের জল প্রভৃতি পথ্য।

2. উদরাময় কমলে ও খিদে পেলে হাল্কা ঝোল ও সরু চালের ভাত পথ্য।
3. গুরুপাক খাদ্য, মশলা, ঝাল প্রভৃতি বর্জন করতে হবে।

মূত্রযন্ত্র ও জনন যন্ত্রাদির ব্যাধি

মূত্রযন্ত্রের রোগ নানা ধরণের হয়—আবার জননযন্ত্রের রোগের সঙ্গে এর যোগাযোগ থাকতে পারে। তাই দুই প্রকার রোগ একই সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ (Nephritis)

কারণ —1 নানা ধরণের বীজাণু মূত্রগ্রন্থি আক্রমণ করতে পারে এবং তার ফলে এই রোগ হয়। এই সব বীজাণু এক ধরনের হয় না—নানা ধরনের হতে পারে যেমন— Staphylococcus, Streptococcus, B. Coli প্রভৃতি।

2. রক্তের মাধ্যমে বীজাণু গিয়ে মূত্রগ্রন্থি বা Kidney আক্রমণ করে এই রোগ ঘটাতে পারে। যক্ষ্মা রোগের বীজাণু বা কক্‌স ব্যাসিলি, সিফিলিসের বীজাণু ইত্যাদিও রক্তের সঙ্গে গিয়ে Secondary Infection সৃষ্টি করতে পারে।

3. লিভার Abcess ফেটে বা অন্য কারণে Peritonitis থেকে পরে মূত্রগ্রন্থি, Kideny আক্রান্ত হতে পারে।

4. Bladder বা মূত্রনালী (Ureter) এর মধ্যে B. Coli বীজাণু বাসা বাঁধে তা দিয়েও মূত্রগ্রন্থি আক্রমণ করতে পারে।

লক্ষণ —1. মূত্রনালী আক্রান্ত হলে তাতে জ্বালা ও ব্যথা হতে শুরু করে দেয় প্রথমে।

2. কিড্‌নী আক্রান্ত হলে জ্বালা ততটা বোঝা যায় না বটে, তবে প্রস্রাব পরিষ্কার হয় না। খুব কম পায়খানা ও প্রস্রাব হয়। প্রস্রাব ঘন, হলুদাভও হতে পারে।

3. মাথাধরা, দুর্বলতা ও তার সঙ্গে স্বল্প প্রস্রাব প্রাথমিক লক্ষণরূপে দেখা যায়। অনেক সময় ঠিক সরষের তেলের মত ঘন এবং ঐ রঙের প্রস্রাব হতে পারে।

4. তারপর গা, হাত-পা ফোলা, দুর্বলতা, ফ্যাকাশে চেহারা প্রভৃতি দেখা দেয়।

5. রক্তশূন্যতাও প্রায়ই এই সঙ্গে দেখা দিতে পারে।

6. ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, পরে এ থেকে মোহ (Coma), খিঁচুনি ও মৃত্যু অবধি হতে পারে।

7. অনেক সময় মূত্রগ্রন্থির ভেতরে ঘা হয়। তার ফলে রক্তস্রাব, প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ পড়া প্রভৃতি লক্ষণও দেখা দিতে পারে।

জটিল উপসর্গ (Complications)

1. গা-হাত-পা ভীষণ ফুলে যায়। মুখ ফুলে যায়। রোগী যেন হঠাৎ খুব মোটা হয়ে গেছে বলে মনে হয়—কিন্তু আসলে তা রোগের জন্য।

2. বেশিদিন এভাবে চললে, প্রস্রাব কম হলে বা না হলে অবশেষে Toxaemia দেখা দেয়। কম্প, জ্বর, প্রলাপ, মোহ, মূর্চ্ছা ও মৃত্যু অবধি হতে পারে। তাই সব সময় প্রাথমিক অবস্থা থেকে চিকিৎসা করা উচিত।

3. মূত্রগ্রন্থির ঘা এত বেড়ে যায় যে তা শুকোতে চায় না। ফলে রোগীর জীবন নিয়ে টানাটানি শুরু হতে পারে। তাই সব সময় প্রথমে থেকে সুচিকিৎসা অবশ্য প্রয়োজন।

4. যদি T. B. রোগের Secondary Infection থেকে হয়, তাহলে রোগ আরও ভয়াবহ হতে পারে। টি. বি. এবং নেফ্রাইটিস্ দুটি রোগের লক্ষণ একসঙ্গে দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

1. মূত্রে অল্প বা মূত্রবন্ধ, ঘন গাঢ় প্রস্রাব প্রাথমিক প্রধান লক্ষণ।

2. সঙ্গে সঙ্গে গা-হাত-পা ও মুখ প্রভৃতি ফোলা দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।

3. প্রস্রাব পরীক্ষা করলে তাতে নানা রোগের বীজাণু পাওয়া যায়, কখনো বা ঐ সঙ্গে রক্ত পুঁজও দেখা দিয়ে থাকে।

চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায়—অ্যাকোন (জ্বর লক্ষণে)

দ্বিতীয় অবস্থায়—টেরিবিন্থ, ক্যান্থারিস, চেলিডোনিয়াম।

তৃতীয় অবস্থায়—আর্স, মার্কর, ফাইটো, সাল্ফ।

ঠাণ্ডা লেগে জ্বর ও প্রদাহ হলে, অ্যাকোনাইট ৩x।

ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব (কখনও বা রক্ত বা রক্তমিশ্রিত) অণ্ডকোষ লালবর্ণ, তলপেটে জ্বালা, বেদনা, মূত্রকালে জ্বালা বা এই সব লক্ষণে, ক্যান্থারিস ৩x—৬। মলিন অবস্থা রক্তমেশানো মূত্র, মূত্ররোধ, শরীরের স্থানে স্থানে শোথ হলে—টেরিবিন্থ ৬।

বারবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, অণ্ডকোষে খোঁচামারার মত ব্যথা ও চোখ মুখ লাল, প্রায়ই প্রলাপ বকে এইসব লক্ষণে, বেলেডোনা ৬।

জলে ভিজে রোগ হলে—ডালকামারা ৩x বা রাসটক্স। গর্ভাবস্থায় এই পীড়া হলে—মার্ক কর ৬।

রোগ পুরানো আকার ধারণ করলে—এপিস, ক্যান্থারিস, ডিজিটেলিস, মার্ক কর, হেলোনিয়াস, ফস্ফোরাস, ক্যাম্ফার, টেরিবিন্থ, (হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হবার উপক্রমে স্পিরিট ক্যাম্ফার পাঁচ ফোঁটা করে পাঁচ মিনিট অন্তর দেওয়া কর্তব্য)।

নিচের ঔষধগুলি লক্ষণানুসারে দরকার—নাক্সভম বা ক্রিয়োজোট কিংবা অ্যাসিড নাইট্রিক (অজীর্ণতায়), ওপিয়াম বা ফেরাম (মূত্রনাশ জনিত মস্তিষ্ক বিকারে)।

আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা

1. থানকুনি পাতার ঝোল বা রস এই রোগে কিছুটা উপকার দেয়।

2. হালকা মাছের ঝোল ও ভাত উপকারী। তবে লবণ খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে, যতদিন পা ফোলা থাকে। লবণ খেলে শোথ প্রায়ই বৃদ্ধি পায়।

3. অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।

4. ডুমুর, মোচা, পটল, শাকসব্জী প্রভৃতিও উপকারী। শ্বেত পুনর্ণবা পাতার রসও এই রোগে উপকারী।

মূত্রপাথরী (Renal Stone)

কারণ—1. মূত্রগ্রন্থির মধ্যে পাথরের টুকরা সৃষ্টি হলে তাকে বলে মূত্রপাথরী রোগ। এই পাথর কখনো মূত্রকোষে জমে, কখনো বা মূত্রবাহী নালী বা Ureter-এ আটকে যায়। কখনো বা এগুলি মূত্রথলিতে এসে জমা হয়, তারপর প্রস্রাবের সঙ্গে বের হতে পারে না।

পাথর এক বা একাধিক হয়। কোনটি ছোট, কোনটি বড় হয়ে থাকে। তার ফলে মূত্র প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ও ব্যথা হয়। অনেক সময় ব্যথা এত বেশি হয় যে রোগী ছট্‌ফট্‌ করে। তাকে বলে Renal Colic রোগ।

2. পাথর কি কারণে জমে তার অনেকগুলি কারণ আছে। অনেকে বলেন—পানে বেশি চূণ খাওয়াতে ক্যালসিয়াম দেহ থেকে বেশি নির্গত হবার সময়, তা জমে Stone তৈরী হয়। কিন্তু এ মত সর্বজন-গ্রাহ্য নয়—কারণ যারা পান খায় না তাদেরও এ রোগ হতে দেখা গেছে।

লক্ষণ—1. মূত্রথলি বা মূত্রাশয়ে খুব ব্যথা হয়। কখনো কোমরে বা পেটের এক দিকে বা দুদিকে তীব্র ব্যথা হয়। ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মূত্রথলি থেকে রক্ত বের হতে পারে বা Haematuria হতে পারে।

2. কোমর থেকে অণ্ডকোষ পর্যন্ত তীব্র ব্যথা হতে পারে। এ ব্যথা কখনো বা পিঠ থেকে উপরে উঠে কাঁধ পর্যন্ত হয় অথবা তা বুকেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

3. ঐ সঙ্গে কম্প, বমি বমি ভাব, বমিও হতে পারে।

4. কখনো বা অল্প বা প্রচুর ঘাম (Sweating) হয়।

5. অনেক সময় পুরুষদের অণ্ডকোষ ফুলে উঠে। কষ্টকর ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব বের হয়।

6. ব্যথার প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যথা হঠাৎ শুরু হয়। আবার পাথরের টুকরো আপনা থেকেই বেরিয়ে গেলে, হঠাৎ ব্যথার উপশম হয়।

জটিল উপসর্গ

1. পাথর জমে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে বা কম হলে তার জন্য গা-হাত-পা-ফোলা, মূত্র বন্ধ ও Toxaemia দেখা দিতে পারে।

2. প্রস্রাব খুব কম বা বন্ধ হবার জন্য রোগী পেটের ব্যথায় প্রচণ্ড কষ্ট পায়, এমন কি অজ্ঞান হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. অ্যাপেণ্ডিক্স নামক উপাঙ্গ প্রদাহে জ্বর হয়; তা ছাড়া Appendicitis-এ ডান কুঁচকিতে ব্যথা বেশি হয়—এতে তা হয় না।

2. পিত্তশূলে Jaundice থাকে। কিন্তু এতে তা থাকে না।

3. পেটের X-ray করলে পাথরী বা Stone দেখা যায়। পেটের বা মূত্রযন্ত্রের কোথায় পাথর জমেছে তা বুঝে, সেই মত চিকিৎসা করা হয়।

চিকিৎসা

মূত্রপাথরী হতে শুরু হলে পাথর গলাবার জন্য সপ্তাহে একবার করে লাইকো-পোডিয়াম ২০০—একমাস।

প্রস্তর কণা গলাবার জন্য বার্বেরিস্ ভাল্‌গেরিস ১x রোজ চারবার। দেহে ইউরিক এসিড্ বেশি, বাত ভাব প্রভৃতির জন্য আর্ণিকা ইউরেন্স মাদার পাঁচ ফোঁটা করে এক ঘণ্টা অন্তর দিলে ভাল ফল হয়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০ পনেরো মিনিট অন্তর মূত্রপাথরী ও ব্যথায় সুন্দর ফল দেয়।

রক্তবর্ণ প্রস্রাব, প্রস্রাব ধরে রাখলে ইটের গুঁড়োর মত তলানি লক্ষণে,ওসিনাম কেনাম মাদার থেকে ৩০।

ছোট ছোট পাথর বের হবার জন্য ষ্টিগ্‌মাটামেইডিস্ মাদার দশ ফোঁটা করে কয়েক ঘণ্টা পরপর।

ব্যথার জন্য ম্যাগ্ ফস ৩x বা ৬x গরম জল সহ কয়েকবার সেবন।

খিল ধরার মত ব্যথা, শরীর মুচড়াতে থাকে, যন্ত্রণা, ছটফট্ করা লক্ষণে, ডায়াস্কোরিয়া মাদার।

একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্যারিরা ব্রাভা মাদার, ৩০ ফোঁটা, দুই আউন্স জলে আধ ঘণ্টা অন্তর।

মূত্র কম,বালুকা কণা বা ইঁটের চূর্ণের মত তলানি—থ্লাম্‌স্পি বার্স। প্যাস্টোরিসা মাদার ১০—১৫ ফোঁটা কয়েকবার।

কিডনীর নয়—মূত্রাশয়ের পাথরীতে (Bladder) লিথিয়াম কার্ব ৩ রোজ চারবার।

মূত্ররেণুর একটি প্রধান ঔষধ এপিজিয়ারিপেন্স মাদার দশ ফোঁটা করে দিনে পাঁচ-ছয় বার।

অ্যাপোসোইনাম অ্যাপ্তো মাদার একটি বিশেষ ঔষধ।

এছাড়া সার্সাপ্যারিলা, সিপিয়া, ক্যালকেরিয়া কার্ব প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পানের সঙ্গে চুণ খাওয়া কদাচ উচিত নয়।
2. মাংস, মদ প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য বেশি খাওয়া উ চত নয়।
3. রোজ টাটকা দুধ খাওয়া খুব ভাল।
4. পুষ্টিকর হালকা খাদ্য বিধেয়।
5. শ্বেত পুনর্ণবা পাতার রস ও লেবুজল উপকারী।

মূত্রস্থলি প্রদাহ (Cystitis)

কারণ —1. নানা কারণে মূত্রস্থলি বা Urinary Bladder-এর প্রদাহ হয়। সাধারণতঃ B. Coli, Staphylococcus, Streptococcus প্রভৃতি বীজাণুর জন্য এটি হতে পারে।

2. মূত্রস্থলিতে আঘাত প্রাপ্তির জন্যে হতে পারে।

3. যৌনরোগ বা গণোরিয়া, সিফিলিস, সফ্‌ট্‌ শ্যাঙ্কার প্রভৃতি থেকে হতে পারে।

লক্ষণ —1. মূত্রস্থলিটি পেটের যে অংশে থাকে, সেখানে বা Pelvic অঞ্চলে (তল পেটের সামনের দিক) ব্যথা, টাটানি প্রভৃতি দেখা যায়।

2. মূত্রস্থলি ভার বোধ হয়।

3. প্রস্রাবের স্বল্পতা হতে পারে।

5. সর্বাঙ্গে ভার বোধ ও অস্বস্তি দেখা দিতে পারে।

5. শীতবোধ, কম্প, জ্বর প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

6. মাঝে মাঝে প্রস্রাবের বেগ আসে, কিন্তু প্রস্রাব ঠিক মতো হয় না; দু-চার ফোঁটা প্রস্রাব হয়।

7. গণোরিয়া থাকলে প্রস্রাবে জ্বালা বোধ হয় এবং তার সঙ্গে প্রস্রাবে পুঁজ পড়ে।

জটিল উপসর্গ

1. প্রস্রাব কম, প্রস্রাব বন্ধ ও তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা।

2. মূত্রস্থলিতে ঘা হলে, তার জন্য তলপেটে ভীষণ কষ্ট এবং যন্ত্রণা অনুভূত হতে থাকে।

3. অনেক সময় রোগ বেশি বাড়লে, জ্বর, বমি বমি ভাব, বমি ও অন্যান্য লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

4. অণ্ডকোষ ফুলে ওঠে ও তাতে খুব ব্যথা হতে পারে। অমাবস্যা, পূর্ণিমাতে ব্যথা বেশি বাড়ে। যদি ফাইলেরিয়া থাকে, তাহলে এটি খুব বেড়ে যায়।

রোগ নির্ণয়

1. তলপেটে ব্লাডারের স্থানে ব্যথা।

2. Urine Culture করলে সঠিক কোন্ কারণে এটি হচ্ছে, তা বোঝা যায়।

3. অনেক সময় B. Coli থেকেও এই ধরণের হয়—কখনো বা যৌন রোগ থেকেও হতে পারে।

চিকিৎসা

তরুণ বা পুরাতন উভয় অবস্থাতে ক্যান্থারিস ৩x একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠাণ্ডা বাতাস লেগে রোগ হলে—অ্যাকোন ১x, ৩x। আর্দ্রতার জন্য হলে—ডালকামারা ৩। স্নায়বিক উত্তেজনার জন্যে—বেল ৩x, ৬। পাথরী বা মূত্রগ্রন্থি আক্রান্ত হলে, প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণে—প্যারিরা ব্রাভা θ (প্রতি মাত্রায় ১৫—২০ ফোঁটা)।

রোগের পুরোনো অবস্থায় চিমাফিলা θ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ছয় ফোঁটা)।

ক্যান্থারিস ৩ এই অবস্থায় একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূত্রবেগ রোধে অসমর্থ (রাত্রিতে শয্যায় মূত্রত্যাগ) লক্ষণে, পালস ৩x, ৩, ক্রিয়োজোট অ্যাসিড ৩x বা নাইট্রিক অ্যাসিড ৬।

মূত্রসহ পুঁজস্রাবে—ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফ ৬x, ১২x।

বেলেডোনা ৩, ক্যানাবিস-স্যাটাইভা ১x, কেলি-আয়োড θ, ৩০, এপিস্ ৩, ৩০, স্যাবাল সেরুলেটা θ, প্রাম্বাম ৩০ প্রভৃতিও আবশ্যক হয়।

সব সময় এই সব ঔষধ ছাড়াও, অন্যান্য লক্ষণ বিচার করে কিছু কিছু অন্য ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে। এই সব বিস্তৃত বিষয়ে মেটিরিয়া মেডিকা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা—পূর্বের অন্যান্য মূত্রযন্ত্রের রোগের মত।

প্রোস্টেট গ্রন্থির বৃদ্ধি (Enlargement of the Prostate)

কারণ—1. পুরুষের মূত্রগ্রন্থির গোড়ার চারিদিকে যে একটি বড় সুপারীর মতো গ্রন্থি আছে, তাকে বলে প্রোস্টেট গ্রন্থি বা Prostate Gland। প্রমেহ বা গণোরিয়া প্রভৃতি রোগ থেকে বা নানা বীজাণুর দূষণের জন্য এই রোগ হয়ে থাকে।

2. ক্যাথিটার প্রয়োগের ভুলের জন্য বা তাতে বীজাণু থাকার জন্য এই রোগ হতে পারে।

3. যৌনতার অতিরিক্ত Suppression-এর জন্য এই রোগ হতে পারে।

4. অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সে আপনা থেকেই এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. গ্রন্থিটি আকারে বৃদ্ধি পায় এবং অনেক সময় তাতে ব্যথা হতে দেখা যায়।

2. প্রস্রাব ঠিকমতো হয় না। মাঝে মাঝে হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় Prostatic Part of the Urethra-তে বেশি চাপ পড়ার জন্য।

3. গ্রন্থিটি আকারে বৃদ্ধি পায় এবং মাঝে মাঝে ব্যথা বেশি হতে থাকে।

জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময় প্রস্রাব বন্ধ হবার জন্য তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা, চাপ বোধ হতে থাকে এবং মূত্র বন্ধের বিভিন্ন লক্ষণাদি ফুটে উঠতে থাকে। কখনো বা দীর্ঘ সময় মূত্র বন্ধ থাকলে, পেট ফুলে ওঠে ও যন্ত্রণায় রোগী ছট্‌ফট্‌ করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করানো অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। তাতেও ব্যথা হতে থাকে।

2. অনেক সময় গ্রন্থিটি পেকে উঠতে পারে এবং তার ফলে নানা জটিল উপসর্গ ও Pelvic বস্তুগুলি আক্রান্ত হবার ভয় থাকে।

3. অনেক সময় এ থেকে Toxaemia হয়ে নানা কষ্ট দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

অনেক চিকিৎসক বিশেষ করে এলোপ্যাথিক মতে অনেকে বলেন—এই রোগের কোনও ঔষধ নেই—কেবল অপারেশন প্রয়োজন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক মতে এই রোগের অনেক ঔষধ আছে, যা প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং বহু রোগী আরোগ্য হয় বলে জানা গেছে। এখানে সব আলোচনা করা হচ্ছে।

তরুণ অবস্থায় প্রস্টেট বৃদ্ধিতে ফেরাম পিক্রিকাম্ ২x বা ৩x উপকারী।

প্রষ্টেট প্রদাহ রোগে বিশেষ উপকারী ঔষধ স্যাবাল সেরুলেটা মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ তিনবার সাত দিন।

পুরাতন বৃদ্ধিতে স্যাবাল সেরুলেটা ৬x, ৩০। সলিডেগো ৩x বা আর্জেন্ট নাইট্রিকাম ৬x, ৩০।

প্রষ্টেট প্রদাহে তরুণ অবস্থায় পালসেটিলা ৩ অথবা মার্ক সলিউবিলিস্ ৬ ফলপ্রদ। পুরানো প্রদাহে ক্যালি আয়োড্, মাদার কিছুদিন সেবনে ভাল ফল দেয়।

বেশি পুরানো প্রষ্টেট প্রদাহে পালসেটিলা ৬, নাইট্রিক অ্যাসিড্ ৩০, থুজা ৬, ৩০।

ক্যাথিটার ছাড়া যাদের প্রস্রাব হয় না—স্যাবাল সেরুলেটা মাদার পাঁচ ফোঁটা করে।

চিমাফিলা অ্যাম্বেলেটা ৩x, ২০০ আর একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

প্রথম অবস্থায় পুঁজ জন্মালে মার্কসল ৬ বা সালফার মাদার। পুরোনো অবস্থায় সালফার ৩০ বা নাইট্রিক এসিড্ ৩০। আঘাত জনিত প্রদাহে আর্নিকা ৩x—৩০।

হস্তমৈথুন জনিত প্রদাহে ট্যারেণ্টুলা ৬।

সঙ্গমের পর প্রদাহে অ্যাসিড্ ফস্ ৩x।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

হালকা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে। দৈনিক সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। কষ্টকর অবস্থায় পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন যৌনরোগ ও তার চিকিৎসা

উপদংশ (Syphilis)

এটি যৌন ব্যাধির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই এটি হতে পারে। এটি যৌন মিলনের মাধ্যমে পুরুষ থেকে নারী বা নারী থেকে পুরুষের দেহে সঞ্চারিত হয়। তবে যৌন মিলনের মাধ্যমে সঞ্চারিত হলেও এই বীজাণু রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। তাই শুধু যৌনাঙ্গে নয়, সারা দেহের নানা স্থানে এর আক্রমণ এবং কুফল দেখা দেয়, তা ছাড়া ঐ বীজাণুরা বংশ পরম্পরাক্রমে রক্তের মাঝ দিয়ে সংক্রামিত হয়—যা গণোরিয়া বা মেহ রোগে হয় না। তাই পিতামাতা থেকে পুত্রকন্যাদের মধ্যে পর্যন্ত রোগ ছড়াতে পারে।

কারণ—স্পাইরোকিটা বা স্পিরিলাস্ জাতীয় এক ধরনের বীজাণুর আক্রমণ থেকে এই রোগ হয়, এই রোগ – বীজাণুদের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাঝ দিয়ে দেখলে অনেকটা কর্ক বা স্ক্রুর মত দেখায়। এদের প্রথম সংক্রমণ ঘটে যৌনমিলনের মাধ্যমে। তা ছাড়াও এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাপড়-চোপড়, দাড়ি কামানোর সময় ক্ষুরের মাধ্যমে ও নানা ভাবে এই রোগ সংক্রামিত হতে পারে।

রোগাক্রান্ত নারী বা পুরুষের ঠোঁটে, এই রোগের ফলে শ্যাংকার সৃষ্টি হয়। ঐ রোগক্রান্ত নারী বা পুরুষকে যদি অন্য কেউ চুম্বন করে এবং তার ঠোঁটে যদি ফাটা বা কাটা বা ঘা থাকে, তা হলে ঐ স্থান দিয়ে বীজাণু সংক্রামিত হয়। একে বলা হয় Kissing শ্যাংকার। এর ফলে বোঝা যায় যে এই রোগের সংক্রমণ-ক্ষমতা কত বেশি—কত ভয়াবহ এই রোগ। যদি একজন সিফিলিসগ্রস্ত লোকের গালে শ্যাংকার থাকে, দাড়ি কামাতে গিয়ে তার গালের ঐ শ্যাংকার কেটে যায়। তার ফলে ক্ষুরে ঐ বীজাণু লেগে যায়। তারপর যদি ঐ ক্ষুর দিয়ে কোন সুস্থ লোক দাড়ি কামাতে যায় তার গাল দিয়ে ঐ বীজাণু তার দেহে প্রবেশ করে, তখন ঐ স্থানে ঘা দেখা দেয়। এই ভাবেও একজন থেকে অন্য জনের দেহে বীজাণু প্রবেশ ঘটতে পারে।

অন্য কোনও যৌন রোগের বীজাণু এভাবে প্রবেশ করে না—তাই এই রোগকে এত ভয়াবহ বলে মনে হয়।

লক্ষণ—যৌনমিলনের পর কিম্বা যৌনমিলন না করলেও কেবলমাত্র অন্য পথে রক্তের মাধ্যম বীজাণু দেহে প্রবেশ করলে প্রথমে লক্ষণগুলি খুব মারাত্মক হয় না। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে নানা মারাত্মক লক্ষণ দেখা দিতে থাকে। সারা জীবন ধরে এই বীজাণুর জন্য নানা কুলক্ষণ দেখা দিতে পারে। সন্তান-সন্ততির মধ্য দিয়ে সংক্রামিত

হয়। এই রোগের লক্ষণকে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি তিনটি স্তরে বা Stage-এ ভাগ করেছেন। তা হলো—

1. প্রাথমিক স্তর—Primary stage.
2. মাধ্যমিক স্তর—Secondary stage.
3. তৃতীয় স্তর—Tertiary stage.

এবারে প্রত্যেকটি স্তরে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তা সম্পূর্ণ ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক স্তর —Primary Stage

সাধারণতঃ রোগের বীজাণু দেহে প্রবেশ করার 4-5 দিন থেকে 5-6 মাস পরে প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে। কারও বেলায় Incubation Period দীর্ঘ হয়, কারও বা কম হয়। যার দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি, তার লক্ষণ প্রকাশ পেতে দেরী হয়। প্রাথমিক স্তরে যে সব লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় তা হলো—

1 সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যৌনমিলনের মাধ্যমে বীজাণুর সংক্রমণ ঘটে। তার ফলে দেখা যায় পুরুষের যৌনাঙ্গের মাথা এবং নারীর যোনি বা তার আশে পাশে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি মতো দেখা যায়। এই সব ফুস্কুড়িকে শ্যাংকার বলে।

2. অনেক সময় এই সব শ্যাংকারে সামান্য ব্যথা থাকে—কখনো বা ব্যথা থাকে না।

3. অনেক সময় শ্যাংকার বের হবার পর, ধীরে ধীরে আপনা-আপনি মিলিয়ে যায় ও সেরে যায়—কিন্তু বীজাণু রক্তে মিশে যায়। আবার কখনো ঐ শ্যাংকার মিলিয়ে না গিয়ে গলে যায় এবং ঐ স্থলে ছোট ছোট ঘা হয়।

4. ঐ সময় ঘায়ে বীজাণুনাশক ঔষধ বা Dettol-জল, মার্কিউরোক্রোম লোশন প্রভৃতি লাগালে ঘা আপনা-আপনি সেরে যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রোগ সেরে গেল। ঘা শুকিয়ে গেলেও রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে রক্তের মাধ্য দিয়ে সারা দেহে। তার ফলে নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

5. কখনো বা মূত্রনালী, Urethra-এর ভেতরে অথবা নারীদের জরায়ু বা Uterus-এ এই ধরনের ফুস্কুড়ি হয় ও তা থেকে ঘা হতে পারে। এই ভাবে জরায়ুর ভেতরেও ঘা হতে পারে।

6. যদি ঘা হয়, তাহলে প্রস্রাবে জ্বালা ও পুঁজ পড়া বা কষ পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে। যদি ঘা না হয় শ্যাংকার আপনা থেকেই সেরে যায়। তাহলে এই সব লক্ষণ দেখা দেয় না।

অনেক সময় প্রাথমিক স্তরের লক্ষণ এত সামান্য হয় যে, তা ঠিক রোগ আক্রমণ বলে বোঝাই যায় না। কিন্তু পরবর্তী স্তরের লক্ষণগুলি স্পষ্ট বোঝা যায়।

যদি প্রাথমিক স্তরে রোগ ধরা পড়ে ও তার ঠিক চিকিৎসা হয়, তাহলে তা ধীরে ধীরে ভালোর দিকে এগোয়। প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের লক্ষণ সব প্রকাশ পাওয়া ভাল—কারণ তাতে ঠিকমতো চিকিৎসা হয়। যদি তা না হয়—তাহলে রক্তের মাঝ দিয়ে বীজাণু ছড়ায় এবং তারফলে দ্বিতীয় স্তরে লক্ষণগুলি একে একে প্রকাশ পেতে থাকে। তবে তা অশুভ লক্ষণ।

দ্বিতীয় স্তর (Secondary Stage)

প্রথম স্তরে ঠিকমতো চিকিৎসা না হলেও অনেক সময় রোগ আপনা থেকেই প্রায় সেরে যায়। অনেক সময় প্রথম স্তর স্পষ্ট বোঝাই যায় না। তার দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ দ্বিতীয় স্তর শুরু হয়ে যায়।

1. দ্বিতীয় স্তরে যে সব লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে শরীরের নানা অংশে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি দেখা যায়। কখনো এগুলি দেখা দেয় ছাড়া ছাড়া, কখনো বা পাশাপাশি অনেকগুলো জমাট বাঁধা। বীজাণুগুলি রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। আর সারা দেহে তাদের ক্রিয়া ছড়াতে থাকে।

অনেক সময় এই বীজাণুগুলি দলবেঁধে চামড়ার মাঝ ফুঁড়ে আত্মপ্রকাশ করে তখন রোগ স্পষ্ট ধরা পড়ে। আবার কখনো বা তারা দেহের অন্য নানা অংশ আক্রমণ করে।

2. কখনো বা দেহের কোনও কোনও স্থানে বড় বড় লাল দাগ বা চাপ চাপ দাগ দেখা দেয়, কখনো বা তা ঠিক ঐভাবে না হয়ে কালো কালো দাগ, কিছুটা উঁচু হতে দেখা যায়।

ফুস্কুড়ি বা দাগ যে ভাবেই দেখা দিক না কেন, ঐগুলি ফেটে যায় ও ভেতর থেকে কষ বের হতে থাকে। সামান্য মলম, ডেটল প্রভৃতি লাগালে তা শুকিয়ে যায়। তা আবার অন্যত্র দেখা যায়।

3. দেহের প্রধান প্রধান যন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। লিভার আক্রান্ত হতে পারে এবং তার ফলে পেটের গোলমাল, চোখের গোলমাল, জণ্ডিস্, সিরোসিস হতে পারে।

4. বীজাণুগুলি ফুসফুস আক্রমণ করতে পারে এবং তার ফলে প্লুরিসি বা যক্ষ্মার মত লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

5. বীজাণুগুলি হৃৎপিণ্ড আক্রমণ করি হার্টের নানা বোগ সৃষ্টি করতে পারে।

6. যৌনাঙ্গ আগাগোড়া আক্রমণ করে তাকে বিকল করে ফেলতে পারে। মেয়েদের ঋতুস্রাব, ঋতুর গোলমাল প্রভৃতি দেখা দিতে ও আরও নানা লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

7. বীজাণুগুলি স্নায়ুতন্ত্র আক্রমণ করে এবং তার ফলে স্নায়বিক নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

৪. প্রাথমিক অবস্থায় আক্রমণের পরে যদি সন্তান হয়, তবে তার রক্তে সিফিলিসের বীজাণু পাওয়া যাবে। পরবর্তী অবস্থায় সন্তান হলে তার নাকের মাঝের Septum ঠিক মতো গঠিত হবে না—তার Palate ঠিকমতো গঠিত হবে না। তার ফলে তার জীবন সংশয় দেখা দেয়। আর প্রকৃত চিকিৎসা না হলে, ঐ সন্তানের মৃত্যু পর্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

এইভাবে এই রোগবীজাণুর দ্বিতীয় স্তর থেকেই নানা মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে।

এই অবস্থাতেই যদি সঠিক রোগ ধরা না পড়ে এবং রক্ত পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্ণয় করা না হয় এবং চিকিৎসা ঠিকমতো না করা হয়—তাহলে ক্ষতিকারক হতে পারে।

তৃতীয় স্তর (Tertiary Stage)—প্রথম আক্রমণের সুদীর্ঘ দিন পরে—অর্থাৎ 2-3 বছর থেকে 5-7 বছর কিংবা আরও পরে, দেহের মধ্যে বীজাণু থাকলে তারা তৃতীয় স্তরের মধ্য দিয়ে ভয়ানকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম স্তর থেকে তৃতীয় স্তরের মধ্যে সৃষ্ট সব সন্তানদের দেহে নানা ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। যেমন—

1. দেহের স্নায়ুগুলি আক্রান্ত হতে পারে। এবং তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। দেহের কোনও নির্দিষ্ট অংশ হাত পা বা একটা দিকে বা গোটা নিম্ন অংশ অসাড় হয়ে যেতে পারে বা সম্পূর্ণ অনুভূতিহীন হয়।

2. অনেক সময় এই আক্রমণের ফলে বীজাণুগুলি ব্রেনে গিয়ে সব বাসা বাঁধে। তার ফলে রোগীর মাথার বিকৃতি দেখা দেয় ও চিকিৎসা ঠিকমতো না হলে ধীরে ধীরে সে একেবারে পাগল হয়ে যেতে পারে। তাকে বলে General Paralytic Insanity বা সংক্ষেপে G. P. I. রোগ। এদের স্নায়ুতন্ত্র ও ব্রেন ধীরে ধীরে কর্মহীন ও তা শুকিয়ে যেতে থাকে। তার ফলে তাদের পূর্ণ উন্মাদ রোগ হয়ে গেলে আর চিকিৎসায় সারানো যায় না।

3 দেহের যে কোনও অংশের হাড় আক্রান্ত হতে পারে এবং তার ফলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায় ও তাদের বিকৃতি হয়।

4. কখনো বা চোখ আক্রান্ত হয়। Optic নার্ভ এবং Optic Chiasma প্রভৃতি আক্রান্ত হয় এবং রোগী দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে।

5. লিভার, ফুসফুস, কিডনী, হার্ট, পাকস্থলি. অন্ত্র, প্লীহা প্রভৃতি নানা অঙ্গে বীজাণুর আক্রমণের ফলে নানা জটিল উপসর্গ দেখা যায়।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বীজাণুর আক্রমণে ফলে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়—তাদের পৃথক রোগ বলে মনে হতে পারে—কিন্তু তা আসলে এই রোগের পরবর্তী বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

রোগ নির্ণয়

1. পূর্ব ইতিহাস জানতে হবে, এই রোগ বলে সন্দেহ হবার বাহ্যিক প্রকাশ বা মাঝে মাঝে কি কি প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, তা জানতে হবে।

2. যৌনাঙ্গে ক্যানসার হয়েছিল কিনা জানতে হবে এবং তার বর্তমানে কি কি বাহ্যিক প্রকাশ বা মাঝে মাঝে কি কি প্রকাশ দেখা গিয়েছিল তা জানতে হবে।

3. সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত W. R. পরীক্ষা করাতে হবে। রক্ত নিয়ে যদি W. R. পরীক্ষায় তা পজিটিভ হয়, তাহলে নিশ্চিতভাবে এই রোগ বলে বোঝা যায়।

জটিল উপসর্গ (Complications)

1. হাড় আক্রান্ত হয়ে Osteomylitis জাতীয় রোগ হতে পারে।
2. ফুসফুস আক্রান্ত হয়ে প্লুরিসি বা যক্ষ্মা জাতীয় রোগ হতে পারে।
3. হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়ে হার্টের নানা প্রকার রোগ হতে পারে।
4. লিভার আক্রান্ত হয়ে হেপাটাইটিস বা সিরোসিস রোগ হতে পারে।
5. কিডনী আক্রান্ত হয়ে নেফ্রাইটিস জাতীয় রোগ হতে পারে।
6. স্নায়ুমণ্ডলী আক্রান্ত হয়ে প্যারালিসিস্ জাতীয় রোগ হতে পারে।
7 অন্ত্রাদি আক্রান্ত হয়ে অন্ত্রপ্রদাহ জাতীয় রোগ হতে পারে।
8. ব্রেন আক্রান্ত হয়ে উন্মাদ জাতীয় রোগ হতে পারে।
9. অণ্ডকোষ ও বীর্যস্থলি আক্রান্ত হয়ে ধ্বজভঙ্গ জাতীয় রোগ হতে পারে।
10. প্রোষ্টেট আক্রান্ত হয়ে অন্ত্রবৃদ্ধি ও প্রদাহ জাতীয় রোগ হতে পারে।
11. জরায়ু আক্রান্ত হয়ে নানা ধরনের রোগ হতে পারে।

সিফিলিস রোগীর জাত শিশু

সিফিলিস রোগাক্রান্ত নরনারীর সন্তানদের মধ্যে নানা প্রকারের এই রোগের লক্ষণের প্রকাশ দেখা যায়। তার জন্য অবশ্য শিশুর রক্ত পরীক্ষা করে শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। প্রধানতঃ শিশুদের দেহে যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, তা হলো।

1. শিশুদের দেহে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি দেখা দেয় দেহের নানা স্থানে। কখনো বা এগুলি ফেটে যায় ও রস বের হতে থাকে।

2. শিশুদের দেহে চাপ চাপ উঁচু লাল স্পট্ দেখা যায়—কখনো কালো কালো স্পট্ দেখা যায়।

3. শিশুদের জন্মের পর নাক ভোঁতা হয়—Nasal Septum ঠিক মতো গঠিত হয় না।

4. অনেক সময় তাদের তালু বা Soft Palate ঠিকমতো গঠিত হয় না।

5. তাছাড়া তাদের গঠনের মধ্যে, নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে।

6. অনেক সময় মাতৃগর্ভ থেকে 4-5 মাস পর শিশু গর্ভপাত হয়ে বের হয়ে যায়। জরায়ুর সন্তান ধারনের ক্ষমতা ঠিকমতো থাকে না।

7. শিশুদের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তাদের W. R. পজিটিভ হয়েছে।

চিকিৎসা

পারদ অর্থাৎ মার্কিউরিয়াস এই রোগের একমাত্র ঔষধ বলা এখনও অসঙ্গত নয়।

সাধারণ রকমের উপদংশ রোগের প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় একমাত্র মার্কসল ৬—নিয়মিত খেলে রোগ সেরে যায়। প্রাথমিক উপদংশ ক্ষতে এবং গৌণ অবস্থায় গলক্ষত ও পুঁজযুক্ত উদ্ভেদে এটা বিশেষ উপযোগী।

উপদংশ কঠিন আকারের হলে মার্কসলের পরিবর্তে (প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়) মার্ক প্রটো আয়োড ২x সেব্য—এই রোগের তৃতীয় অবস্থায় কেলি আয়োড মূল বিচূর্ণ ৫—১০ x প্রধান ঔষধ।

নিচের এই ঔষধগুলির মধ্যে লক্ষণানুসারে আবশ্যক হয়—গ্রন্থি বা বাগী বৃদ্ধি পেতে থাকলে—ফাইটোল্যাক্কা ৩। পুঁজযুক্ত উদ্ভেদে—গ্র্যাফাইটিস ৬। তাম্রবর্ণ উদ্ভেদে—সালফার ৬। অত্যন্ত পুঁজ সঞ্চয়ে—সাইলিসিয়া ৬।

গ্রন্থি বা নাসারন্ধ্রে ক্ষত—অরাম মেট ৬, ৩০।

অস্থি, দন্তমাড়ি প্রভৃতি আক্রান্ত হলে হিপারসাল্‌ফার ৬,।

আঁচিল বা ফুলকপির মত গ্যাঁজ হলে থুজা ৬, ৩০।

চক্ষুরোগ হলে সিনাবেরিস ৩x চূর্ণ।

বাত বা হাড় রোগে ক্যালি আয়োড ৩x—৩০।

বাগী, উষ্ণ ব্যথা জ্বরভাব হলে ফেরাম্‌ফস্‌ ৩x, ৬x।

খুব বেশী ক্ষত হলে ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লোর ৩x, ১২x।

উপদংশ বাগী, পুঁজ লক্ষণে ক্যালকেরিয়া সালফ্‌ ৩x, ৬x, ১২x বা ৩০x।

উপদংশ পুরোনো, পাতলা স্রাব প্রভৃতি লক্ষণ দেখা গেলে নেট্রাম মিউর ৩x, ৩০x।

বিস্তৃতি-প্রবণ পচনশীল ক্ষত, নানা উৎকট উপসর্গে ক্যালি ফস্‌ ৩x, ৬x।

ক্ষতস্থানে ক্যালেন্ডুলা মাদার লাগাতে হবে, ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে।

আজকাল এলোপ্যাথিক অ্যান্টিবায়োটিক্‌স প্রথম দিকে খুব কার্যকরী ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীর এই রোগ আছে জানা গেলে, সঙ্গে সঙ্গে তার যৌনমিলন বন্ধ করতে হবে। স্বামী ও স্ত্রীর দুজনের রক্ত পরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করতে হবে।

2. সব সময় ঔষধের সঙ্গে বেশি করে জল, ডাব প্রভৃতি খেতে হবে।

3. রোগী সুস্থ হলে, রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে রোগ পূর্ণ সেরে গেছে কিনা।

4. ঐ সময় রোগীকে হালকা ও পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে। টক ও নেশা প্রভৃতি বর্জনীয়।

5. গর্ভবতী অবস্থায় নারীর এই রোগ ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাব পূর্ণ চিকিৎসা করতে হবে। তারপর সন্তান জন্মের পর তার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।

6. যদি গর্ভপাত হয়ে যায় তাহলে ভাল সার্জন দ্বারা Dilate ও কিউরেট করাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে ঔষধাদি চলবে।

গণোরিয়া

এটি পুরুষ এবং নারী উভয়েরই একটি যৌনব্যাধি। এটি কেবল মাত্র যৌন সম্পর্কের মাধ্যমেই এক নারী থেকে অন্য পুরুষে বা এক পুরুষ থেকে অন্য নারীতে সংক্রমিত হয়। তাছাড়া অন্যভাবে সংক্রমণের ইতিহাস বেশি পাওয়া যায় না—তার কারণ, এই রোগের সঙ্গে রক্তের কোনও সংস্পর্শ নেই। এটি বংশপরম্পরা সংক্রমিত হয় না বটে তবে গণোরিয়াগ্রস্ত মায়ের পেট থেকে সন্তান হবার সময় এর পুঁজ সন্তানের চোখে লাগলে, তার চোখ অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

কারণ —গণোকক্কাস নামে এক জাতীয় ডিপ্লোকক্কাস থেকে এই রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই বীজাণুগুলি কক্কাস জাতীয় বীজাণু। এগুলি অণুবীক্ষণে মটর মতো দেখায়। এরা জোড়ায় জোড়ায় একত্রে অবস্থান করে বলে, তাদের 'ডিপ্লোকক্কাস' বলে।

এই জাতীয় বীজাণু যদি পুরুষ বা নারীর দেহে থাকে তাহলে তাদের যৌন মিলনের সময় তা তাদের দেহ থেকে অন্যের দেহে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ পুরুষ বা নারীর যৌনাঙ্গে এই বীজাণু ক্ষতের সৃষ্টি করে থাকে। এই ক্ষতে পুঁজ সৃষ্টি হয়। এই পুঁজ যদি অন্য নারী বা পুরুষের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে এই বীজাণু তাদের যৌন অঙ্গে প্রবেশ করে। তারা সেখানেও বাসা বাঁধে এবং ক্ষতের সৃষ্টি করে। এইভাবে একজনের দেহ থেকে অন্যের দেহে এই রোগ সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ —গণোরিয়া রোগের প্রথম অবস্থা অর্থাৎ বীজাণুর সংক্রমণ থেকে শুরু করে রোগের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পাবার মধ্যে সময় কাটে কখনো 2—1 দিন, কখনো বা 5—7 দিন। একে বলা হয় রোগের Incubation পিরিয়ড। এই সময় কেটে যাবার পর যে সব লক্ষণ দেখা যায়ঃ

1. প্রস্রাবে জ্বালা অনুভূত হয়। নারী বা পুরুষ প্রতি ক্ষেত্রেই প্রস্রাবে এই জ্বালা দেখা যায়।

2. তারপর বোঝা যায় মূত্রনালীর মধ্যে ছোট ছোট ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে।

পুরুষের ইন্দ্রিয়ের ভেতরের নালীতে এবং মুখের কাছে ও নারীর মূত্রনালীতে ও যোনির চারপাশে ঘা হতে দেখা যায়। এই সব ঘায়ে জ্বালা থাকে ও তাতে পুঁজ হয়।

3. চিকিৎসা না হলে, ধীরে ধীরে প্রস্রাবে ব্যথা ও জ্বালা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রস্রাবের পর ইন্দ্রিয়ে চাপ দিলে (পুরুষের) সামান্য মতো পুঁজ বের হতে পারে।

4. ক্রমশঃ ঘা ছড়িয়ে পড়ে। সারাটা Urethra জুড়ে এই ঘা বিস্তৃত হয়। পুরুষের লিঙ্গ মুণ্ডে ঘা হয়। নারীর মূত্রনালী, মূত্রনালীর মুখ, যোনি, ক্লাইটোরিস প্রভৃতি অংশে ঘা হয়।

পুরুষের মূত্রনালী বা Urethra বেশি দীর্ঘ বলে তাদের কষ্ট হয় বেশি। অনেক সময় প্রস্রাব বন্ধ হবার উপক্রম হয় ও প্রস্রাব করতে খুব কষ্ট হয়।

5. অল্প অল্প জ্বর দেখা দেয়। জ্বর 90 ডিগ্রী থেকে 101 ডিগ্রী পর্যন্ত হয়।

6. জ্বরের সঙ্গে মাথাধরা, গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ করা, শরীরে অশান্তি ইত্যাদি লক্ষণ ক্রমশঃ দেখা দিতে পারে।

7. অনেক সময় কুঁচকির লিম্ফ্ গ্রন্থি বা Inguinal গ্রন্থি প্রভৃতি ফুলে ওঠে ও তাতে ব্যথা হয় প্রচণ্ড।

8 পরে বীজাণু পুরুষের ভেতরের দিক নানা অঙ্গে ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। প্রস্রাব বন্ধ, তলপেটে জ্বালা, ব্যথা প্রভৃতি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

9. নারী দীর্ঘদিন ভুগলে, ঋতুর গোলমাল, ঋতুর সময় জরায়ুতে জ্বালাবোধ ও ব্যথা প্রভৃতি হয়। ঋতুস্রাব বেশি হতে থাকে। কখনো মাসে দুবার ঋতু হতে পারে। কখনো বা ঋতুর শেষে সমানে শ্বেতস্রাব চলতে থাকে।

10. অনেক সময় শ্বেতপ্রদর অন্য কারণেও হয়—তবে কখনো কখনো গণোরিয়া প্রভৃতি রোগ নারীর এই শ্বেতপ্রদর বা লিউকোমিয়া রোগের কারণ স্বরূপ দেখা দেয়।

11. নারীর ডিম্ববাহী নালী, ডিম্বকোষ প্রভৃতি আক্রান্ত হলে তার সন্তান ধারণ ক্ষমতা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, এবং ঐ নারী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হতে পারে শেষ পর্যন্ত। ডিম্ববাহী নালীর মুখ অনেক সময় বন্ধ হয়ে যায় এবং জীবনে আর সন্তান সম্ভাবনা থাকে না।

12. কখনো কখনো গর্ভবতী হবার প্রথম অবস্থায় এই রোগ হলে, গর্ভস্থ ভ্রূণ গর্ভপাত হয়ে পড়ে যায়, জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে। তাকে বলা হয় Septic Abortion.

13. কখনো-বা গর্ভের শেষ অবস্থায় এই রোগ হলে সন্তান জন্মের সময় তার চোখে এই রোগের পুঁজ লেগে শিশু অন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই এই অবস্থায় শিশু জন্ম নিলে, সঙ্গে সঙ্গে তার দুটি চোখ ভালভাবে Anti-গণোরিয়া লোশন দিয়ে Wash করে দিতে হয়।

14. অনেক সময় রোগ বেশি এগিয়ে যাবার পর চিকিৎসা করলে ধীরে ধীরে দীর্ঘ চিকিৎসায় সারে বটে, কিন্তু জীবনে ঐ নরনারী আর সন্তান লাভ করতে পারে না। তাই সব সময় প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য।

জটিল উপসর্গ

1. গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে প্রচুর রক্তপাত হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে।

2. জরায়ুর এগিয়ে গেলে নারী চিরদিনের মত বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া জরায়ুর নানা জটিল রোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি জরায়ুতে টিউমার পর্যন্ত হতে পারে।

3. জরায়ু নিয়ে দীর্ঘদিন ভুগলে এবং ঘা প্রভৃতি চলতে থাকলে, পরে তা থেকে জরায়ুর ক্যানসার হতে পারে।

4. পুরুষের মূত্রনালী, প্রোস্টেট, ব্লাডার প্রভৃতি আক্রান্ত হয়ে খারাপ অবস্থা হয় ও জীবন বিপন্ন হয়।

5. অনেক সময় ইন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে প্রচণ্ড ঘা হয়ে ইন্দ্রিয়ের আগা খসে পড়ার মত অবস্থা হয়।

রোগ নির্ণয়

1. প্রস্রাবে জ্বালা, ব্যথা, মূত্রনালীতে ব্যথা ও ঘোলাটে প্রস্রাবের পর পুঁজ বা কষ পড়া প্রভৃতি।

2. রোগদুষ্ট নর বা নারীর সঙ্গে মিলনের ইতিহাস পাওয়া যায় সব সময়।

3. পুঁজ বা কষ নিয়ে তা মাইক্রোসকোপ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে গণোকক্কাস দেখা দেয়।

চিকিৎসা

বিভিন্ন লক্ষণ অবস্থা ভেদে ঔষধগুলি বর্ণনা করা হয়েছে—

ক্ষতস্রাব বা জ্বালাকর বেদনায়—আর্সেনিক ৬।

গ্রন্থি আক্রান্ত হলে বা নাকের ভেতরে ঘা হলে কিংবা নাকে ক্ষত হতে থাকলে—অরাম মেট ৬।

রোগের পুরাতন অবস্থায় ক্ষয়কর ক্ষত বা অত্যধিক মাত্রায় পারদের অপব্যবহার জনিত উদ্ভেদ লক্ষণে—অ্যাসিড নাইট্রিক ৬।

আঁচিল বা ফুলকপির মত গ্যাজ উঠলে থুজা—৬।

অত্যধিক মাত্রায় মার্কিউরি (পারদ) খেলে ও উপদংশ বিষ এই দুটোরই সংযোগ জনিত রোগীর দেহের উপদংশ (যথা—অস্থি, অস্থি বেদনায়) মেজোরয়াম ৬।

চক্ষুরোগ—সিনাবেরিস ৩x।

বিচূর্ণ বাতরোগে—কেলি আয়োড ৬, ৩০।

নিচে বায়োকেমিক ঔষধ গুলির লক্ষণ দেওয়া হলো—

কেলি-মিউর ৩x, ৬x—উপদংশ রোগের একটি প্রধান ঔষধ। বাকী পুরানো উপদংশে কার্যকারী। এটা বাহিক্য ও অভ্যন্তরিক উভয়ই কার্যকরী।

কেলি ফস ৩x, ৬x—বিস্তৃতি প্রবণ ও পচনশীল ক্ষত, উৎকট উপসর্গচয়।

নেট্রাম-মিউর ৩x, ৩০x—উপদংশের পুরানো অবস্থায়, পাতলা স্রাব।

ক্যাল্কেরিয়া সাল্ফ ৩x, ২০x—উপদংশে পুঁজের উৎপত্তির অবস্থা।

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োর ৩x, ১২x—কঠিন ক্ষত।

ফেরামফস ৩x, ৬x—বাগী উষ্ণ, স্পর্শ অসহ্য ও স্পন্দন শীল এবং জ্বরভাব থাকে।

অণ্ডকোষে গণোরিয়া প্রদাহে ফাইটোল্যাক্কা বা ক্লিমেটিস্।

স্ত্রী জনন যন্ত্র-প্রবাহে কার্বো ৬ বা পালস্ ৩।

রক্ত প্রস্রাবে—কান্থারিস ৩x, ৬।

লালার মত স্রাব এবং গণোরিয়ার থুজা ৩০, নাইট্রিক এসিড্ ৬, হাইড্র্যাষ্টিস মাদার প্রয়োগে ভাল ফল দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা —

1. এই রোগ চলাকালে যৌনমিলন সব সময় পূর্ণ রূপে বন্ধ করতে হবে—যাতে রোগ না ছড়াতে পারে।

স্ত্রী-পুরুষ দুজনেরই রোগ চিকিৎসা করা উচিত। তা না হলে রোগ আবার ফিরে হতে পারে।

2. রাত জাগা, নেশা সেবন, অনিয়ম প্রভৃতি একেবারে বন্ধ রাখা কর্তব্য।

3. জ্বর থাকলে পাউরুটি সেঁকে টোস্ট, দুধ, হরলিকস্, বিস্কুট, Protinex প্রভৃতি খাদ্য খেতে হবে। জ্বর ছেড়ে গেলে হালকা মাছ ও তরকারীর ঝোল এবং ভাত খেতে দিতে হবে।

4. টক, দই, মাংস, মশলা প্রভৃতি বর্জনীয়।

5. কাপড় চোপড় ও পোষাক নিয়মিত এন্টিসেপটিক ঔষধ দ্বারা ধোয়া কর্তব্য।

সফ্ট স্যাংকার (Soft Chancere Chancroid)

কারণ—Hemophylus Ducraji নাউক এক জাতের বীজাণুর আক্রমণ থেকে এই রোগ হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই রোগ যৌন মিলনের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রমিত হয়।

যৌন মিলন ছাড়াও অন্যের জামা-কাপড় ব্যবহার (যার রোগ বর্তমান), দাড়ি কামানো প্রভৃতির মাধ্যমেও হতে পারে। এই বীজাণু রক্তের সঙ্গে মিশে লক্ষণ প্রকাশ করতে পারে না।

লক্ষণ—1. এটি ছোট লাল Pimple আকারে যৌনাঙ্গে দেখা দেয়।

2. পরে এই ফুস্কুড়ি ভেঙে যায় ও আলসার হয়।

3. অনেক সময় যৌনাঙ্গে বা পুরুষের অণ্ডকোষে ছোট ছোট নরম ফোঁড়ার মত আকারে বের হয়।

এই সব পিম্পল্ নরম বলেই, এর নাম Soft শ্যাংকার।

4. চিকিৎসা না করলে এগুলি পেকে যায়, ছোট ফোঁড়ার মত হয় ও কষ বের হয়।

5. এ থেকে পুঁজ প্রায়ই বের হয় না, ঘন কষের মত বের হয়- Secondary ফুস্কুড়ি থেকে। তবে প্রথমে যৌনাঙ্গে ঘা হয়, তাতে পুঁজ বের হয়।

6. অনেক সময় আক্রান্ত স্থানের লিমফ্ গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হতে পারে এ থেকে। এটি হয় প্রথমে ঘা হবার 2-3 সপ্তাহ পরে।

7. এতে গনোরিয়ার মতো প্রস্রাবে জ্বালা হয় না। প্রস্রাবনালীর মধ্যে আগাগোড়া প্রদাহ হয় না। এই Pimple যৌনাঙ্গে বা পরে যা বের হয়, সব নরম হয় বলে এর নাম Soft শ্যাংকার।

জটিল উপসর্গ

বিশেষ দেখা যায় না। কেবল মাঝে মাঝে হাতের তালু বা দেহের নানা স্থানে ছোট ছোট নরম ফুস্কুড়ি বের হতে থাকে।

রোগ নির্ণয়

প্রাথমিক বা পরবর্তী ফুস্কুড়ির কষ নিয়ে পরীক্ষা করলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বীজাণু পাওয়া যায়।

চিকিৎসা

মার্ক-সল ২x বিচূর্ণ, ৬—খেলে এই রোগের ক্ষত বা বাগী আরোগ্য হয়। মার্ক সল ব্যর্থ হলে—নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩, ৬ প্রযোজ্য।

ক্ষত পচতে থাকলে—আর্সেনিক ৩।

সামান্য ধরনের গনোরিয়া বিষ আছে বা সিফিলিস্ বীজ সন্দেহে মার্ক সল ৩, ৬ বা ৩০ দিতে হবে।

পেকে উঠতে থাকলে বা পুঁজ সঞ্চার হতে থাকলে হিপার সাল্ফার ৬, ৩০।

নালী ঘা ধরনের হবার উপক্রম হলে বা শোথভাবে—সাইলিসিয়া ৩x, ৩০ ।

গলিত ক্ষত মত হবার উপক্রমে ক্যালি আয়োড্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ তিনবার ।

পুঁজ পড়তে শুরু হলে কার্বো অ্যানিম্যালিস্ ৬ বা ব্যাডিয়াগা সেবন এবং সঙ্গে ক্যালেণ্ডুলা মাদার লাগানো উচিত ।

ক্ষত পেকে ওঠা বা পুঁজ পড়ার জন্য ঔষধ—হিপার সালফার ৬, ৩০, ২০০ ।

ঘা গভীর হতে থাকলে সাইলিসিয়া ৩x, ৬x থেকে ৩০ অবশ্য দিতে হবে ।

সব সময় মনে রাখতে হবে, ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত ক্ষত পরিষ্কার করে ক্যালেণ্ডুলা মাদার লাগাতে হবে ।

অনিদ্রা হলে জেলসিমিয়াম মাদার বা কফিয়া ৬ বা ক্যালি ফস্ ৬x সেবন কর্তব্য ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সাধারণতঃ জ্বর না হলে হালকা ঝোল-ভাত পথ্য দিতে হবে ।
2. একাধিক ফোঁড়ার মত হয়ে জ্বর হলে পাউরুটি টোষ্ট, দুধ, হরলিকস্, Protinex প্রভৃতি পথ্য ।
3. ভিটামিন যুক্ত খাদ্য বা Multivitamin Tablet খেলে উপকার হয় ।
4. টক, দই, প্রভৃতি খাদ্য সর্বদা বর্জন করা উচিত ।
5. প্রয়োজন বা বেশি হলে Boric কমপ্রেস করা চলতে পারে ।

প্রোষ্টেটের ক্যানসার (Prostatic Carcinoma)

কারণ—প্রোষ্টেট গ্রন্থিতে Malignant Growth হলে তাকে বলে প্রোষ্টেটের ক্যানসার বা কার্সিনোমা । কিন্তু কি কারণে এটি হয়, তা সঠিক জানা যায় না—কারণ কার্সিনোমার কারণ অজ্ঞাত । তবে দীর্ঘদিন প্রোষ্টেটের প্রদাহ বা রোগে ভুগলে, তা থেকে এই রোগ হতে পারে বলে জানা যায় । আবার অনেক সময় হঠাৎ আপনা থেকেই শুরু হয় ।

লক্ষণ—1. প্রোষ্টেট গ্রন্থি বৃদ্ধি হয়ে থাকে ।

2. প্রোষ্টেটে চাপ পড়ার ফলে মূত্র ঠিকমতো প্রবাহিত হয় না । ফোঁটা ফোঁটা মূত্র পড়তে থাকে ।

3. অনেক সময় মূত্র বন্ধ হয় ।

4. এটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হতে থাকে—তা কিছুতেই বন্ধ করা সম্ভব হয় না ।

5. অপারেশন করে অনেক সময় শেষ পর্যায়ে রোগীকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয়, তবে তা সফল হয় না—কারণ এই রোগ কখনো সারে না ।

জটিল উপসর্গ

1. পূর্ণ মূত্র বন্ধ।
2. পেটের মধ্যে ঘা প্রভৃতি হতে পারে।
3. শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয়

1. দ্রুত টিউমারের বৃদ্ধি।
2. X-Ray করলে ধরা পড়ে।
3. অপাবেশন ও Biopsy করলে রোগ সঠিক নির্ণয় হয়।

চিকিৎসা

সব সময় মনে রাখতে হবে যে ক্যান্সার এমন একটি রোগ যার পূর্ণ চিকিৎসা আজ অবধি বের হয়নি। লক্ষণ অনুযায়ী যে সব ঔষধে ভাল কাজ হয় তা বলা হচ্ছে—

কার্বো-অ্যানি ১x বা ৩ বিচূর্ণ একটি ভাল ঔষধ।

জ্বালাকব ক্যান্সাব রোগে, আর্সেনিক ৩x, ৬x।

অ্যাকোন-র্যাডিক্স মাদার—দুঃসহ যন্ত্রণা সহ এই রোগে।

ল্যাপিস্ অ্যাল্বাম—অত্যন্ত জ্বালাসহ।

সপ্তাহে মাত্র একবার কার্সিনোসিন ৩০ বা ২০০ দিলে ভাল ফল দেখা যায়।

এক্স রে ৩০, ২০০—সপ্তাহে একবার দিলে ভাল ফল হয়।

সেলেনিয়াম ৩০, ২০০ সপ্তাহে একবার করে দিলেও ভাল ফল হয়।

বায়োকেমিক ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর্ ১২x-এ ভাল ফল হয়।

রুটা মাদার পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ রোজ দু-তিনবার খেলে ভাল ফল দেখা গেছে।

সোলিয়াম অ্যাপারাইন মাদার দুগ্ধসহ ৩০ ফোঁটা করে রোজ দু তিনবার।

ল্যাকেসিস ৬, ৩০ অনেক প্রচুর সুফল দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. শরীর সুস্থ রাখার জন্য নিয়ম কানুন মেনে চলা কর্তব্য।
2. অপারেশনের পর ঔষধাদি খেতে হবে ঘা দ্রুত শুকোবার জন্য।

ধ্বজভঙ্গ (Impotency)

কারণ—ধ্বজভঙ্গ বা Impotency সব সময় একটি রোগ বলে মনে করা যায় না। পুরুষের যৌন উত্তেজনা ও যৌনতার স্থায়িত্ব কম বেশি হয়, তার দেহের বিভিন্ন হর্মোনের ক্রিয়ার কম বেশির ফলে। কিন্তু যৌন উত্তেজনা বা যৌন স্থায়িত্ব কম হওয়াই

সব সময় ধ্বজভঙ্গ বা Impotency-এর লক্ষণ নয়। অনেক সময় দেখা যায়, তার যৌন ক্ষমতা ঠিকই আছে, কিন্তু মানসিক কারণে বা হীনমন্যতার জন্য এটি হচ্ছে।

অনেক সময় অনেকেই যৌবনে অনেক বেশি বীর্যক্ষয় করে থাকেন, নানা কৃত্রিম মৈথুন দ্বারা, তাদের মনে একটা ভুল ভাব বাসা বাঁধে। তারা ভাবে যে আমার যৌন ক্ষমতা বোধ হয় কম।

আবার অনেক সময় যৌন ক্ষমতা কিছু বা সামান্য কম হলে পুরুষ মনে করে, আমার বোধ হয় একেবারে যৌন ক্ষমতা নাই। পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয় সামান্য ছোট বড় হতে পারে প্রকৃতির নিয়মে বা বংশগত ধারায়। কিন্তু এটি ক্ষুদ্র বলে অনেক পুরুষ ভাবেন আমি বোধ হয় যৌন অক্ষম। আবার অনেকে নিয়মিত কৃত্রিম মৈথুন করেন ও উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য খান না বলে তাদেব যৌন উত্তেজনা, ইন্দ্রিয় উত্থান ঠিকমত হয় না। তারা ভাবেন যে হয়ত আমার ধ্বজভঙ্গ হয়েছে।

বেশি পরিশ্রম, পুষ্টির অভাব, দেহে উপযুক্ত প্রোটিন ও ভিটামিনের অভাব প্রভৃতি নানা কারণে এটি দেখা দেয়। বেশি পরিশ্রম, অনিয়ম, রাতজাগা ইত্যাদি নানা কারণেও এই অবস্থা আসতে পারে।

এই সব রোগীকে চিকিৎসা করলে, এদের রোগ সারানো যায়। কিন্তু যারা জন্ম থেকেই অতিরিক্ত হর্মোনের অভাব, স্নায়বিক দুর্বলতায় ভোগে, তাদের রোগ সারানো খুব কঠিন।

তাই এই রোগকে কারণ গত ভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. প্রকৃত ধ্বজভঙ্গ রোগ বা জন্মগত ভাবে ধ্বজভঙ্গ রোগ বা Congenital Impotency.

2. যাদের মানসিক বা দৈহিক কারণে এটি হয় তাদের বলা হয় Acquired Impotency.

দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগ যতো সহজে আরোগ্য লাভ করে থাকে—প্রথম শ্রেণীর রোগ তত সহজে আরোগ্য করা যায় না একথা ঠিক।

লক্ষণ—উপরের দুটি শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী ধ্বজভঙ্গ বা Impotency তাই দুই ধরনের হতে দেখা যায়।

জন্মগত ধ্বজভঙ্গের লক্ষণ

1. এদের যৌবন আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষোচিত গুণাবলী ঠিকমতো ভাবে আত্মপ্রকাশ করে না। এদের দেহ দুর্বল হয়। মন সরল হয় না—সব সময় হীনমন্যতা ও দুর্বলতা দেখা যায়।

2. যৌবনে ঠিক যে সময় যৌবনের আবির্ভাব হওয়া উচিত, তা হয় না। সেকেণ্ডারী sex চরিত্র ঠিক মতো ভাবে এদের মধ্যে আসে না। এ সবই হয় দেহের নানা হর্মোনের অভাবে এবং স্নায়বিক অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে।

3. যৌবনের আগমন হলেও ঠিকমতো ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা হয় না। ইন্দ্রিয় ঠিকমতো দৃঢ় হয় না এবং বীর্যপাত কখনো হয় না—কখনো বা অতি সামান্য দু-এক ফোঁটা হয়।

4. অনেক সময় এদের মধ্যে নানা নারী সুলভ গুণাবলী ও নারী সুলভ চেহারা দেখা যায়।

5. কখনো বা এদের যৌন উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের উত্থান, বীর্যপাত প্রভৃতি কিছুই হয় না।

মানসিক বা দৈহিক কারণে

(Acquired Impotency)

1. অনেক সময় এটি একেবারেই রোগ নয়, শুধুমাত্র মানসিক কারণই এর জন্য দায়ী। তারা প্রকৃত ভাবে যৌন সুস্থ কিন্তু নিজের মনের মধ্যে বেশি কৃত্রিম ভাবে বীর্যপাতের জন্য একটা পাপ বোধ থাকে বলেই, তারা নিজেদের রোগী বলে মনে করে।

2. অনেকের দেহে যৌন হর্মোন বা অন্য গ্রন্থির হর্মোন সামান্য কিছু কম নিঃসরণ হবার জন্য যৌন উত্তেজনা সামান্য কম থাকে। তারা মনে করে যে তারা রোগী কিন্তু সামান্য চিকিৎসাতেই সেরে যায়।

3. যৌবনের প্রথমেই অতিরিক্ত বীর্যপাত, নানা অনিয়ম, নেশাসেবন, রাতজাগা, অত্যাচার প্রভৃতি কারণে পূর্ণ উত্তেজনা, ইন্দ্রিয়ের উত্থান ঠিকমতো হয় না।

4. যতটা দৈহিক বীর্যক্ষয় হয়, ততটা খাদ্য ঠিকমতো গ্রহণ করা হয় না। তার ফলে তাদের মনে একটা এই ভাব আসবে, তারা রোগে ভুগছে। উপযুক্ত প্রোটিন, ভিটামিন প্রভৃতি খাদ্য না খাওয়া, পেটের রোগ ও নানা রোগে ভোগা প্রভৃতি এর কারণ।

5. অনেক সময় অন্যের যৌন উত্তেজনা বেশি এবং নিজের তাহা কম মনে ভেবে একটা মানসিক হীনমন্যতা মনে বাসা বাঁধে। তার ফলে এটি হয়।

6, হর্মোনের ক্রিয়ার কম-বেশীর জন্য অথবা জন্মগত বা পৈতৃক সূত্রের কারণে অনেকের ইন্দ্রিয় একটু ছোট হয়। তার জন্য অন্যের তুলনায় আমার ইন্দ্রিয়ের আকৃতি ছোট এই মানসিক হীনমন্যতার ফলে, একটা ধ্বজভঙ্গের মানসিক কল্পনা এসে যায়।

রোগ নির্ণয়

1. দ্রুত বীর্যপাত—অর্থাৎ বীর্য ধারণের সময় যতোটা হওয়া উচিত তার চেয়ে কম হয়।

2. ইন্দ্রিয়ের উত্থান অনেক কম হয়।

3. বীর্যপাত স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি তরল হয়।
4. বীর্যপাতের পর দুর্বলতা বোধ প্রভৃতি দেখা যায়।

জটিল উপসর্গ

1. পূর্ণ যৌন আনন্দের অনুভূতি জীবনে কম হয় এবং দাম্পত্য সুখ ব্যাহত হয়।

2. পুরুষোচিত গুণ ঠিকমতো প্রকাশিত হয় না। দাম্পত্য আনন্দের পূর্ণতা ব্যাহত হবার জন্য দাম্পত্য জীবন অসুখী হয়।

3. অনেক সময় বীর্যে শুক্রকীট ঠিক মতো না থাকার জন্য সন্তান সৃষ্টি ব্যাহত হয়।

4. মনে কাম ভাব থাকলেও তার প্রকাশ ও যৌনসুখ না হবার জন্য মানসিক অবসাদ, হতাশা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

চিকিৎসা

স্যাবাল সেরুলেটা θ—(প্রতি মাত্রায় পাঁচ থেকে দশ ফোঁটা পর্যন্ত) দুর্বল নিবন্ধন সঙ্গমে অসমর্থ হলে, হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত সঙ্গম প্রভৃতি কারণে ধ্বজভঙ্গ এর নির্দেশক।

অ্যাভেনা স্যাটাইভা θ-অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, অস্বাভাবিক মৈথুন, অনিয়মিত ইন্দ্রিয় পরিচালনা প্রভৃতি কারণ জনিত ধ্বজভঙ্গের এটা একটি ভাল ঔষধ। ৫ ফোঁটা করে দিনে দুবার খাওয়ানো উচিত।

অ্যাগ্নাস ক্যাক্টস ২x, ৩—রোগ সামান্য অথবা রোগের প্রথমাবস্থায়।

ফস্ফোরিক অ্যাসিড ১x, ৩—অতিরিক্ত স্ত্রী সঙ্গমের জন্য রোগে।

লাইকোপোডিয়াম ৩০, ২০০—রোগ পুরানো হলে।

অ্যানাকার্ডিয়াম ৬, ২০০—যে সমস্ত যুবক হস্তমৈথুন বা বেশ্যা সহবাসের জন্য নিজেদের ধ্বজভঙ্গের জন্য বিবাহ করতে চায় না। তাদের পক্ষে একটা উত্তম ঔষধ।

স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৩, ৩০—অবৈধ ও অনিয়মিত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি, সর্বদাই ঐ সম্বন্ধে ঐকান্তিক চিন্তা, শীর্ণদেহ, লজ্জাবনত দৃষ্টি, নিরুদ্যম জড়সড় ভাব, পিঠে ব্যথা, প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধে ভাল ফল দেয়।

নেট্রাম-মিউর ১২x, ২০০—অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণজনিত ধ্বজভঙ্গে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. ভাল প্রোটিনযুক্ত খাদ্য, দুধ, ছানা, দই, মিষ্টি, মাছ, ডিম, মাংস প্রভৃতি রোজ খেতে হবে।

2. ভালভাবে নিয়মিত জীবন যাপন করা খুব ভাল উপায়। কৃত্রিম মৈথুন যথা-সম্ভব ত্যাগ করতে হবে।

3. মানসিক শান্তির ভাব ও মনের বল ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে হবে।

4. নিয়মিত ভাল পথ্য, ঔষধ প্রভৃতি সেবন করার পর উন্নতি হয়, তারপর কিছু দিন পরে ঔষধ বন্ধ করে শুধু পুষ্টিকর পথ্য চালাতে হবে।

5. অসৎ বন্ধু, অসৎ চিন্তা প্রভৃতি ত্যাগ করে মননশীলতা ও মানসিক শান্তি চাই।

ফাইমোসিস রোগ (Phymosis)

কারণ —পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে হলো গ্ল্যান্স। পুরুষের যৌন ইন্দ্রিয় সর্বদা চর্মযুক্ত থাকে বটে, কিন্তু এই গ্লান্সের সামনের চর্ম থাকে শক্ত, এই চর্ম পেছনে টান দিলেই গ্ল্যান্সটি চর্মমুক্ত হয়ে প্রকাশ পায়।

কিন্তু অনেক সময় সামনের চামড়ার অগ্রচ্ছদাটির (Prepuce) সামনে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে। তার ফলে যদি গ্ল্যান্সটি জোরে টানা যায়, তাহলে ঐ প্রেপিউস সরে গিয়ে গ্ল্যান্সটি পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। একে বলা নয় Pinhole meatus এবং এই রোগকে বলা হয় ফাইমোসিস্ রোগ।

লক্ষণ —1. অগ্রচ্ছদা ধরে পেছনের দিকে টানলেই তার মাঝ দিয়ে গ্ল্যান্সটি প্রকাশ পায় না।

2. গ্লান্সটি বের করার চেষ্টা করলে, ইন্দ্রিয়ে ব্যথা লাগে, কিন্তু তা বের হয় না।

এই রূপ থাকলে সব সময় সুস্থ যৌন অধিকারী হওয়া যায় না।

চিকিৎসা

ফাইমোসিস্ রোগে এ্যালোপ্যাথিক মতে একমাত্র অপারেশন ছাড়া অন্য কোনও ঔষধ নেই।

অবশ্য ভাল সার্জেনের দ্বারা অপারেশন করালে এই রোগ সেরে যেতে পারে।

তবে আবার অপারেশন ঠিকমতো না হলে তার ফলে অনেক অশুভ ঘটনা ঘটতে পারে।

হোমিওপ্যাথিক মতে এর চিকিৎসা করালে অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

লিঙ্গমুণ্ডের অগ্র ভাগের আবরক চর্মে ফাটল বা Fissure থাকলে মার্ক কর ৬ বা ৩০ ভাল ফল দেয়।

ত্বক চুলকালে বা প্রদাহিত হলে—রাসটক্স ৬ বা ৩০ সুফল দেয়।

ফোলা, লাল রঙ ও উত্তপ্ত হলে তার জন্য ক্যানাবিস্ ৩x।

প্যারাফাইমোসিস্ হলো আবরক চর্ম দ্বারা অগ্রভাগ ঢেকে রাখতে না পারা। এর শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো কলোসিন্থ ৩, ৬ বা ৩০।

লিঙ্গমুণ্ডের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রদাহ এবং পুঁজ ভাবে নাইট্রিক এসিড ৬।
লিঙ্গত্বকে ফুস্কুড়ি, জ্বালা, মামড়ি পড়া প্রভৃতি লক্ষণে, পালসেটিলা ৬।
ত্বকের নীচে হরিদ্রাভ রস, আঁচিল প্রভৃতিতে, থুজা ৩০।
নিয়মিত ঈষৎ উষ্ণ সাবান জল দিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করা কর্তব্য।

অণ্ড নেমে না আসা (Undescended Testis)

কারণ—সাধারণতঃ শিশুর ভ্রূণ অবস্থায় তার দুটি অণ্ড পেটের মধ্যে থাকে এবং সেখানে থেকে বর্ধিত হতে থাকে, কিন্তু অনেক সময় শিশুর দেহ বর্ধিত হবার পর এবং শিশু জন্মের সময় তার অণ্ড দুটি পেটে থেকে যায় ও অণ্ডস্থলিতে নেমে আসে না।

শিশু জন্মের অনেক আগেই তার অণ্ড দুটি নেমে আসা প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু তা না হয়ে অনেক সময়ে এটি পেটে আটকে থাকে। শিশুর অণ্ডকোষ কখনো বা মাত্র একটি অণ্ড দেখা যায়, কখনো বা একটি অণ্ডও নেমে আসে না এবং তার ফলে অণ্ডকোষে কোন অণ্ড দেখা যায় না। তাকে বলা হয় অণ্ড নেমে না আসা বা Undescended testis রোগ।

লক্ষণ—অনেক সময় জন্মের পর এটি একদিকে থাকে। কখনো বা কোন দিকেই থাকে না। কখনো বা এটি জন্মের পর না থাকলেও শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অণ্ড নেমে আসে।

কখনো শিশুর বয়স 2-3 বছর হলে এটি নেমে আসে। কখনো বা আরও পরে নেমে আসে।

চিকিৎসা

অণ্ড নেমে না আসার জন্য বিশেষ চিন্তার কোনও কারণ নেই। অনেক সময়ই আপনা থেকেই বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটি নেমে আসে।

বয়স বৃদ্ধি হলেও অণ্ড না নামলে এবং যৌন দুর্বলতা থাকলে অ্যাসিড ফস ৩, ৬ বা জেলস ১x ৩।

দুর্বলতার জন্য সঙ্গমে অসমর্থ হলে দিতে হবে স্যাবাল সেরুলেটামাদার—পাঁচ-দশ ফোঁটা জলসহ।

অ্যাগ্নাস্ ক্যাষ্টস মাদার—পাঁচ ফোঁটা করে দিনে দুবার ভাল ফল দেয়।

থাইরয়ডিনাম ৩০, ২০০ বা প্রয়োজনে ১০০০ এই রোগে শিশুকালে একটি প্রধান ঔষধ। কখনো একটি কখনো বা দুটি অণ্ড নামে না। এই ঔষধে তার অপূর্ব ফল দেখা যায়।

প্রসবকালে শিশুর দেহে কোনও আঘাত লাগার জন্য অণ্ড না নেমে এলে, আর্ণিকা ৩, ৩০ বা ২০০ দিতে হবে।

প্রয়োজনে লক্ষণ অনুযায়ী সাল্ফার ৩০ বা ২০০ দিলে ভাল কাজ হয়।

দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব, অতিরিক্ত ফোলা দেহে, কপাল বা দেহে ঘাম, দুর্বলতা, দেহ ঠিকমতো গঠিত না হওয়া লক্ষণে, ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬।

প্রয়োজনে লক্ষণ মিলিয়ে বেলেডোনা ৬ বা ৩০ দিলেও ভাল কাজ হয়।

যদি ঔষধে কাজ না হয় তা হলে চার-পাঁচ বছরের পর অস্ত্র চিকিৎসা করানো অত্যাবশ্যক যাতে ক্যানসার প্রভৃতি না হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

স্বাস্থ্য বিধি ঠিকমতো পালন করতে হবে। অনেকের মতে পাঁঠার অণ্ডকোষ নিয়মিত রান্না করে খেলে সুফল দেয়। ভিটামিন জাতীয় খাদ্যাদি খেলেও এতে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

যৌন ইন্দ্রিয়ের গঠনজনিত রোগ

যৌন ইন্দ্রিয়ের গঠনজনিত নানা রোগ মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এগুলির মধ্যে নানা প্রকার ভেদ দেখা যায় যেমন—

1. ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় বা Smaller male external S-x Organ।
2. দীর্ঘ ইন্দ্রিয় বা Larger male external Sex Organ।
3. বক্র ইন্দ্রিয় বা Curved male external Sex Organ।

এই সব রোগ সব সময় সকলের হয় না। এর মধ্যে কিছু হলো প্রকৃত রোগ। কিছু আবার মানসিক কারণে হয়। তা হলো ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। এই রোগ কি ধরনের তা প্রকৃত ভাবে নির্ণয় করে তার চিকিৎসা করতে হবে।

সব সময় ঔষধে কাজ হয় না—তার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা সংযম, খাদ্য ও আত্ম-বিশ্বাস ও প্রকৃত ধারণা যাতে মনে সৃষ্টি হয়, এ সব দিকেও নজর রাখা কর্তব্য।

ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়—এটি সব সময়ে যে একটি রোগ তা ঠিক নয়। কখনো বা প্রকৃতই এটি রোগ, কখনো বা মানসিক কারণে এটি একটি রোগ বলে মনে হয়।

তাই প্রকৃতপক্ষে এটি রোগ কিনা এবং তার চিকিৎসা প্রয়োজন কিনা, তা আগে নির্ধারণ করা অবশ্য কর্তব্য।

একে তাই বিজ্ঞানীরা মোট তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। তা হলো—

(a) প্রকৃত ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়। (b) অপ্রকৃত ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়। (c) আপেক্ষিক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়।

এ বারের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে—

(a) প্রকৃত ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় —এদের ইন্দ্রিয় প্রকৃত পক্ষেই ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। সাধারণতঃ সুস্থ দেহীর ইন্দ্রিয়ের দৈর্ঘ্য হয় অনুত্তেজিত অবস্থায় আড়াই থেকে সাড়ে

তিন ইঞ্চি। এটি উত্তেজিত হলে তার দৈর্ঘ্য হয় পাঁচ থেকে ছয় বা কখনো সাড়ে ছয় ইঞ্চি। এর চেয়েও ছোট হতে পারে, তবে তখন তা ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের পর্যায় পড়ে।

যদি ইন্দ্রিয় অনুত্তেজিত অবস্থায় দুই ইঞ্চি বা তারও ছোট হয় আর উত্তেজিত হলে চার বা তার ছোট হয় তবে তাকে প্রকৃত ক্ষুদ্র বলা হয়।

(b) অপ্রকৃত ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় —আড়াই ইঞ্চি বা তার কাছাকাছি, কিন্তু তবু মানসিক কারণে নিজের ইন্দ্রিয়কে ক্ষুদ্র ভাবেন এবং উত্তেজিত হলে পাঁচ বা তার বেশী হলেও তাকে ক্ষুদ্র ভাবেন। তাঁদের এটি প্রকৃত কোন রোগ নেই—তাই তাঁদের কোন রকম চিকিৎসার আদৌ প্রয়োজন নাই। মানসিক কারণে তাঁরা নিজেদের হীনমন্যতার জন্য নিজেদের ইন্দ্রিয়কে ক্ষুদ্র ভাবতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁরা যদি বিবাহ করেন এবং যৌন মিলনে রত হন তাহলে দেখতে পাবেন তাঁদের কোন রকম রোগই নেই।

অনেকে ভুল করে ভাবেন যে, যৌন ক্ষমতা বুঝি নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের দৈর্ঘের উপর। তাদের এ ধারণা সব থেকে ভুল। অনেক সময় দীর্ঘ ইন্দ্রিয়ের চেয়েও ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের লোককে বেশী যৌন ক্ষমতাযুক্ত দেখা যায়। তাই এটি মানসিক ভ্রান্তি মাত্র।

(c) আপেক্ষিক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় —অনেক সময়ে কেউ হয়তো দেখতে পেলেন যে তার কোন বন্ধুর বা কোন লোকের ইন্দ্রিয় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কিন্তু নিজেরটি ক্ষুদ্র। তাঁরা তখন একটি ভ্রান্ত ধারণার বশে চলতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর নিজের রোগ আছে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। তাঁদের মধ্যে এর ফলে নানা মানসিক ক্রিয়া শুরু হয়। তার মধ্যে একটি মানসিক দুর্বলতা দেখা দেয়—তাকেই বলা হয় আপেক্ষিক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়। এটি কোনও রোগ নয়। মনোবল সহকারে যদি মনে করা যায়—আমার পূর্ণ যৌন ক্ষমতা আছে—তাহলে বিবাহিত জীবনে. তাঁরা সুখী হতে পারেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, নর-নারীর আকৃতি অনুসারে তাদের ইন্দ্রিয় ও যৌন অঙ্গ কিছুটা ছোট-বড় হয়, তাই আকৃতির হিসাব করে বিবাহ দেওয়া হয়। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিবাহ হলে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, স্ত্রীর তুলনায় তাঁর ইন্দ্রিয় ক্ষুদ্র নয়।

রোগ নির্ণয়

1 উপরের লক্ষণগুলি থেকে ক্ষুদ্রতা কোনটা প্রকৃত তা বোঝা যায়। আর প্রকৃত ক্ষুদ্রতার সঙ্গে দ্রুত পতন, বুক ধড়ফড় করা, দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি নানা লক্ষণ থাকা স্বাভাবিক।

2. যৌন ক্ষমতা কম, বীর্যে শুক্রকীট না থাকা প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে, তখন তা প্রকৃত রোগ বোঝায়।

জটিল উপসর্গ

1. যৌন মিলনে ভীতি।
2. অল্প মিলনে দেহের দুর্বল ভাব।

3. দৈহিক দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, সর্বদা ক্লান্তিবোধ ও বিরক্তি।
4. দাম্পত্য অশান্তির ভাব প্রভৃতিও হতে পারে।

চিকিৎসা

ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় এমন একটি রোগ নয় যে সব সময়ই তার জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন।

শতকরা 50 ভাগ ক্ষেত্রে এটিকে একটি মানসিক রোগ বলা হয়। তাই সেই সব ক্ষেত্রে ভাল খাদ্য—প্রোটিন ও ভিটামিনযুক্ত খাদ্য প্রভৃতি খেলে ভাল কাজ হয়।

যদি পূর্ণ যৌন ক্ষমতা থাকে, তাহলে ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয় কোনও সমস্যাই নয়।

কিন্তু পূর্ণ ক্ষমতা না থাকলে এবং যৌন দুর্বলতা থাকলে তার জন্য ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে থাকে।

স্যাবাল সেরুলেটা মাদার (প্রতি পাঁচ থেকে দশ ফোঁটা) রোজ দু'বার কয়েক সপ্তাহ সেবনে ভাল ফল দেয়।

অ্যাভেনা স্যাটাইভা মাদার—পাঁচ ফোঁটা করে দিনে দুবার কয়েক সপ্তাহ খেতে হবে। এটি যৌন দুর্বলতারও ঔষধ।

অ্যাগ্নাস্ ক্যাষ্টস মাদার—এই রোগের প্রথম অবস্থা থেকেই দেওয়া চলে। এটি দুই থেকে পাঁচ ফোঁটা রোজ দুবার করে সাত দিন খেতে হবে।

পুরোনো রোগে অন্য ঔষধে কাজ ঠিক না হলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০ বা ২০০।

অ্যানাকার্ডিয়াম ৬—২০০ অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাইয়োকেমিক নেট্রাম মিউর ৬x থেকে ২০০x ভাল ফল দেয়।

দীর্ঘ ইন্দ্রিয় —দীর্ঘ ইন্দ্রিয়ও ঠিক ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের মতো একটা রোগ নয়। প্রকৃত অতিরিক্ত দীর্ঘ ইন্দ্রিয় খুব কম হয়, যাদের ইন্দ্রিয় উত্তেজনার মাধ্যমে দীর্ঘ বলে মনে হয় উপযুক্ত দীর্ঘকায় ও শক্তিশালী নারীর সঙ্গে বিবাহ হলে তাদের ঐ দীর্ঘত্ব স্বাভাবিক বলে মনে হবে।

অনেক সময় অন্যের তুলনায় দীর্ঘ বলে মনে হবার জন্য একটা মানসিক কম্প্লেক্স আসে, এটি রোগ নয়। অনেক সময় ক্ষুদ্র যোনিযুক্ত নারীর সঙ্গে বিবাহ হবার জন্য বিবাহের পর মিলনে কষ্ট হয়। তার ফলে মনে হয় যে, দীর্ঘ ইন্দ্রিয় বোধ হয় ব্যাধি। কিন্তু তা নয়, বিবাহের পর একটি সন্তান প্রসব হবার পর দেখা যাবে যে এটি স্বাভাবিক হয়ে গেল এবং এটি প্রকৃত অতিরিক্ত দীর্ঘ নয়।

চিকিৎসা

দীর্ঘ ইন্দ্রিয়ে কোনও চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। যদি প্রবল কাম ভাব মনে না জাগে। পুরুষের প্রবল কামভাব জাগলে পিক্রিক্ অ্যাসিড্ ৬ ভাল ফল দেয়।

নারীদের প্রবল কামভাবে প্লাটিনা ৬, ২০০।

হস্ত মৈথুন ও স্বপ্নদোষ প্রকৃতির জন্যে

পুরুষের পক্ষে ক্যান্থারিস ২x থেকে ৬ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মেয়েদের পক্ষে প্রবল হস্ত-মৈথুন বা কৃত্রিম মৈথুন ইচ্ছায় প্লাটিনা ৬।

হস্তমৈথুনের ইচ্ছা কম হয় (ছেলেদের জন্য)— ওরিগেনাম মেজোরেণা ৬, ৩০।

মৈথুন পূর্ণ হয় না, আগেই পুরুষের শুক্রপাত হয় লক্ষণে ফস্‌ফরাস ৩, ৩০ ভাল ফল দেয়।

স্বপ্নদোষ, তার জন্য দুর্বলতা, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতি লক্ষণ, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা প্রভৃতিতে লাইকোপোডিয়াম ৩০ বা ২০০।

হস্তমৈথুন ইচ্ছা, অতিরিক্ত কামভাব—ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬, ৩০।

ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, জ্বালা, হস্তমৈথুন ইচ্ছা, প্রস্রাব কম হয়—ক্যান্থারিস ৬,৩০।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬—৩০ উপকারী ঔষধ। বায়োকেমিক ক্যালকেরিয়া ফস্ ৬x, ৩০x।

বক্র ইন্দ্রিয়—বক্র ইন্দ্রিয়কে ঠিক দুই ভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কখনো বা ইন্দ্রিয় প্রকৃতই বক্র, কখনো বা এটি রোগ নয়—এটি মানসিক ভ্রম।

নারীর যোনি সরল রেখা নয়—তা সামান্য বক্র। ঠিক সেই অনুযায়ী পুরুষের ইন্দ্রিয় পূর্ণ উত্তেজিত হলে, তা সামান্য বক্র বলে মনে হয়। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক —সেটি রোগ নয়।

অনেক সময় অনেকের ফাইমোসিস্ রোগ থাকে, তার ফলে তার ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হলে বক্র বলে মনে হয়। এটি কঠিন রোগ নয়।

এই রকম অবস্থা হলে তাদের অবিলম্বে অপারেশন করালে ইন্দ্রিয়টি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

যাদের যৌন দুর্বলতা থাকে—তাদের অনেক সময় স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় বক্র বলে ভ্রম হয়। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে তার ফাইমোসিস্ প্রভৃতি আছে কিনা তা থাকলে, তার দেহ সুস্থ হবে না।

বিবাহের পরে যদি স্বাভাবিক ভাবে যৌন মিলন হতে থাকে, তা হলে দেখা যাবে, তার ইন্দ্রিয় ঠিক আছে।

স্বাভাবিক যৌন মিলনই ইন্দ্রিয়ের সুস্থতার পরিচয় তা সব সময় মনে রাখতে হবে।

অতিরিক্ত কামভাব

(Hyper Sex Apetite)

কারণ ও লক্ষণ —1. আগেই বলা হয়েছে যে কামভাব পুরুষের কম-বেশী হয় তার দেহে হর্মোন নিঃসরণের কম-বেশির উপর। যদি কারও উত্তেজনা বেশী হয় হর্মোন বেশী নিঃসরণ হবার জন্যে, তার মনে অতিরিক্ত কামভাব জাগতে পারে।

2. অনেকের মধ্যে সত্যিকারের কামভাব থাকে না। তারা দিনরাত কুসংসর্গে ও নানা ভাবে কামচিন্তা করে বলে ঘন ঘন যৌন উত্তেজনা আসে। কিন্তু তার ফলে দেখা যায়, তাদের বীর্য প্রথম বারে গাঢ় হলেও, পরে তরল বীর্য বের হয়। ঠিকমতো পুষ্টির অভাব হলে তাদের দেহ দুর্বল হয়ে থাকে।

3. অবিরাম কামচিন্তার জন্য অনেকের ঘন ঘন স্বপ্ন মৈথুন হতেও দেখা যায়। উত্তেজনা জাগতে পারে, এটি রোগ নয়, নেশার প্রভাব মাত্র বলা হয়।

4. কারও বা কৈশোর থেকেই ঘন ঘন কৃত্রিম মৈথুন করার জন্য তার যৌন অঙ্গে ঘন ঘন কামের চাপ আসতে দেখা যায়।

5. অনেক সময় নতুন বিবাহের পর বা হঠাৎ নতুন নারীসঙ্গ লাভের জন্য ঘন ঘন কামভাব জাগে। কিন্তু তা অতিরিক্ত যৌন ক্ষমতা নয়।

6. অনেক সময়ে গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হবার জন্য এমন দেখা যায়। কিন্তু তা প্রকৃত উত্তেজনা নয়।

তাই প্রকৃত অতিরিক্ত কামভাব কিনা আগে তা দেখা কর্তব্য।

প্রকৃত কামভাব বেশি হলে, তার স্বাস্থ্য হানি হবে না। তার মন সব সময় অন্যত্র ব্যাপৃত রাখার চেষ্টা করলেও তার ঘন ঘন ইন্দ্রিয় উত্থান হবে। এমন অবস্থা খুব কম দেখা যায়।

জটিল উপসর্গ

যৌন রোগাদি হলে তার নানা উপসর্গাদি দেখা দিতে পারে—তা না হলে জটিল উপসর্গ বিশেষ দেখা যায় না। তবে বেশি কামভাব, দুর্বলতা বা স্ত্রীর বিরক্তি ঘটালে তার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন।

রোগ নির্ণয়

সব সময় ভালভাবে দেখে রোগ নির্ণয় করা অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতই অতিরিক্ত কামভাব না হলে তার জন্য ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন হয় না।

চিকিৎসা

অতিরিক্ত কামভাব পুরুষ এবং নারী উভয়েরই আসতে পারে।

কিন্তু এটি প্রকৃত অতিরিক্ত কিনা, তা সঠিক বিচার না করে ঔষধ খাওয়া উচিত নয়।

যদি প্রকৃত কাম প্রবৃত্তি প্রবল হয় এবং তার জন্য শারীরিক কুফল দেখা দেয়, তাহলেই ঔষধ সেবন করা কর্তব্য।

নারীদের অতিরিক্ত কামভাব খুবই কুফল দিতে পারে। তার জন্য প্ল্যাটিনা ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা যায়। দুর্বলতার জন্য ক্যালকেরিয়া ফস ৩x, ১২x ভাল।

অ্যাগ্নাস ক্যাষ্টস ৬, ৩০—পুরুষদের যৌন দুর্বলতা কিন্তু কাম প্রবৃত্তি প্রবল।

বেলিস্ পেরিনিস্ মাদার—(পাঁচ ফোঁটা করে) প্রবল কামেচ্ছা এবং হস্ত মৈথুন ইচ্ছা।

ব্যারাইটা কার্ব ৬—প্রবল স্বপ্নদোষ প্রভৃতি।

ক্যান্থারিস ৬—প্রবল সঙ্গম ইচ্ছা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬ ৩০—প্রবল মৈথুন বা সঙ্গম ইচ্ছা।

প্রবল কামোন্মাদ ভাব—পিক্রিক অ্যাসিড্ ৬ বা ৩০।

নাক্সভম ৩০, ওরাম মেট ৩x—৩০।

ষ্টাফস্যাগ্রিয়া ৩০, জেলস ৩০, বিউফো ২০০, কোনিয়াম ৩০, প্রভৃতি লক্ষণ বিচার করে প্রয়োগ করা যায়।

কোষ বৃদ্ধি বা (হাইড্রোসিল)

কারণ—পুরুষের অণ্ডকোষে থাকে দুটি অণ্ড বা দুটি Testis। এই দুটি Testis এর উপর থাকে দুটি আবরণ। তার মধ্যে Tunica Vaginalis নামক আবরণ আবার দুটি থাকে।

দুটি অণ্ডের Tunica Vaginalis-এর মধ্যে কোন কারণে তরল পদার্থ জমলে মনে হয় অণ্ডটি বেড়ে উঠেছে আকারে। তাকে বলে হাইড্রোসিল রোগ।

আঘাত লাগা, ঘন ঘন কৃত্রিম মৈথুন, চাপ লাগা, ল্যাঙট না পরা, কোন রকম Infection প্রভৃতি নানা কারণে এটি হয়।

এই কোষ বৃদ্ধি নানান প্রকার ভেদ দেখা যায়—

1 যদি দুটি লেয়ার টিউনিকা ভ্যাজাইন্যালিসের মধ্যে শুক্র ঢোকে তাকে বলে Spermatocele।

2. যদি দুটি স্তরের মধ্যে জল জমে বা জলীয় তরল পদার্থ জমে, তাকে বলে Haematocle।

3 যদি দুটি স্তরের মধ্যে রক্ত বা ঐ জাতীয় তরল পদার্থ জমে, তাকে বলে Hydrocele।

যে ধরনের বস্তুই থাকুক না কেন, তার লক্ষণ একই ধরনের হতে দেখা যায়। কারণ যাই হোক, সেই অনুযায়ী চিকিৎসার পার্থক্য বিশেষ করার প্রয়োজন হয় না। লক্ষণ দেখে সেই মত উপযুক্ত ভাবে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয়।

হাইড্রোসিলের লক্ষণ

1. কখনো একটি অণ্ড (Testis), কখনো বা একসঙ্গে দুটি অণ্ড ফুলে ওঠে ও তা মোটা হয়ে ওঠে। সেটি অনেকটা নরম বলে মনে হয়। তার দুটি স্তরের মধ্যে তরল পদার্থ জমে—যা বুঝতে পারা যায়, হাতের দ্বারা অণ্ড কোষ সমেত একটি অণ্ড চেপে ধরে, তাতে মৃদু চাপ দিয়ে পরীক্ষা করলে।

2. অধিকাংশ সময়ই একটি অণ্ডেই এই রোগ হয়। তবে কোনও ক্ষেত্রে দুটি অণ্ড একসঙ্গে রোগাক্রান্ত হয়।

3. যদি আঘাত জনিত কারণে হয়, তা হলে ঐ স্থানে ব্যথা হয় ও টন্‌টন্ করতে থাকে।

4. যদি Infection জনিত কারণে হয়, তা হলে অনেক সময় প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সামান্য জ্বর হতে পারে।

5. অধিকাংশ সময়ই ঐ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে স্পারমেটিক কর্ড (Spermatic cord) কিছুটা মোটা হয়ে ফুলে ওঠে। তাতেও ব্যথা হয়।

6. Infection-জনিত কারণে হলে, অনেক সময় নির্দিষ্ট দিকের Inguinal গ্রন্থিগুলি ফুলে ওঠে, তাতে বেশি ব্যথা দেখা যায়।

7. অনেক সময় ফাইলেরিয়া জনিত রোগ হলে এটি হয়। তখন পা ফোলা, পায়ের শিরা মোটা হওয়া, খুব বেশি ফোলা ও বেশি জল সঞ্চয়, বেশি ব্যথা, দ্রুত ফোলা বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় এর জন্যে চিকিৎসার প্রয়োজন। তবে তাতে কাজ না হলে, তার জন্য অপারেশন প্রয়োজন হয়।

৪. কখনো বা যৌন ব্যাধি বা Veneral Disease—গনোরিয়া ও সিফিলিস জনিত কারণে হয়। তাতে অন্য সব লক্ষণ দেখা যায়।

জটিল উপসর্গ

ফাইলেরিয়া বা যৌন ব্যাধি প্রভৃতি কারণে হলে নানা জটিল উপসর্গ দেখা যায়। জ্বর হয়, ফাইলেরিয়াতে খুব বেশি কোষবৃদ্ধি হয়। যৌনব্যাধি থাকলে আগে যৌনব্যাধি পর্যায়ে বর্ণিত উপসর্গাদি দেখা যায়। তা না হলে ভয় নেই।

রোগ নির্ণয়

1. সাধারণ ভাবে অল্প কোষবৃদ্ধি এবং জ্বর না থাকা এবং খুব বেশি বৃদ্ধি না হওয়া, সাধারণ রোগ।

2. জ্বর, হঠাৎ প্রচুর বৃদ্ধি, পায়ের শিরাদি বা গ্রন্থি ফোলা প্রভৃতি ফাইলেরিয়া নির্দেশ করে। এ দিকে বিশেষ সাবধান থাকা কর্তব্য।

চিকিৎসা

স্পঞ্জিয়া ৩x, ৬—কোষ ফোলা, লাল, বেদনা।

রডোডেনড্রন্ ৩x, ৩—তরুণ রোগে সুফল দেয়, বিশেষ করে ডান দিকে। ঝড় বৃষ্টির আগে রোগ বৃদ্ধি। এটি ব্যর্থ হলে রাস টক্স ৬, ৩০—বিশেষ করে ঠাণ্ডায় রোগ বাড়লে।

পূর্ণিমা বা অমাবস্যার নিয়মিত রোগ বৃদ্ধি পেলে, সাইলিসিয়া ৬, ৩০।
বাম দিকে বেশি আক্রমণ হলে পালসেটিলা ৩, ৩০।
শোথভাব, বাঁ দিকে জল সঞ্চয়ে, গ্রাফাইটিস্ ৬, ৩০।
অণ্ডকোষ শিরা গুলি বঞ্জুর মত বৃদ্ধি হলে হ্যামামেলিস ১x।
আঘাতজনিত রোগে আর্ণিকা ৬, ৩০।
শিশুদের একশিরা হলে, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৬।
জন্মগত রোগে ভায়োস্মিয়া ৩, ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।
হাইড্রোকোটাইল মাদার একশিরার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।
অনেক সময় সালফার ৬, ৩০ লক্ষণ অনুযায়ী দিলে ভাল কাজ হয়।
আয়োডিনাম ৬, ৩০ অনেক সময় এই রোগে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।
পুঁজ সঞ্চয় হচ্ছে সন্দেহ হলে হিপার সালফার ৩০ ভাল ফল দেয়।
Tesker দ্বারা ... দিলে অনেক সুফল পাওয়া যায়।
এতে কাজ না হলে, ... ভাল সার্জন দ্বারা অপারেশন প্রয়োজন হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1 রোগীর অণ্ডদ্বয়ে যাতে ধাক্কা বা আঘাত না লাগে সে বিষয়ে সাবধান থাকা অবশ্য কর্তব্য।

2 যদি Infection থাকে, জ্বর হয় তা হলে পথ্যের জন্য উপযুক্ত খাদ্য ব্যবস্থা করতে হবে। ফাইলেরিয়া জনিত হলে মাঝে মাঝে জ্বর দেখা দেবে। জ্বরের চিকিৎসা ফাইলেরিয়ার সঙ্গে সঙ্গে করা কর্তব্য।

3 অপারেশন ছাড়া ঔষধে রোগী সুস্থ হলে খুব সাবধানে থাকা কর্তব্য। উপযুক্ত ভাবে আণ্ডার ওয়ার বা ল্যাঙ্গট পরা উচিত।

শুক্র তারল্য বা ধাতু দৌর্বল্য

(Spermatorrhoea)

কারণ—1 শুক্রতারল্য একটি সাধারণ রোগ নয়। এটি নানাধরনের লক্ষণ রূপে দেখা যায়। যেমন ধ্বজভঙ্গ, সিফিলিস্, গনোরিয়া প্রভৃতি রোগের লক্ষণ হিসাবে পরে দেখা যায়।

2. অপুষ্টি ও ভিটামিন প্রভৃতির অভাব, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি রোগ থেকে বা দীর্ঘদিন নানা রোগে ভুগলে তার পরবর্তী লক্ষণ হিসাবে এটি দেখা যায়।

3 অনেক সময় অতিরিক্ত কৃত্রিম মৈথুন বা নানা প্রকারে অন্যায়ভাবে শুক্রপাত করতে থাকলে তার জন্য শুক্র তরল হয়।

4. স্বাভাবিক ভাবে হর্মোনের অভাবেও অনেক সময় এটি হতে দেখা যায়।

5. যারা সাধারণভাবে বেশি পরিমাণে যৌনমিলন করেন বা অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় করেন, তাদের শুক্রস্থলিতে শুক্র বেশি সঞ্চিত থাকে না। তার ফলে শুক্র বের হলে দেখা যায় যে তার Viscocity অনেক কম এবং তা অনেকটা তরলের মতো। তাই তাকেও অনেকে এই রোগ বলে মনে করেন।

লক্ষণ—1. শুক্র অপেক্ষাকৃত পাতলা বা তরল বা জলীয় হয়ে থাকে। তার Viscocity কম হয়।

2. এই সঙ্গে সঙ্গে দেহগত অপুষ্টি দেখা যায়। দেহ ঠিকমতো পুষ্ট হয় না। দেহে প্রোটিন ও ভিটামিন প্রভৃতি কম থাকে।

3. দেহে যৌন হর্মোন বা পিটুইটারী অ্যাড্রেন্যাল প্রভৃতি অন্য গ্রন্থির হর্মোন নিঃসরণ কম হয়। তার ফলে দেহে যৌনক্ষমতা কম থাকে, সঙ্গে সঙ্গে শুক্র তারল্য দেখা যায়।

4. যদি গনোরিয়া, সিফিলিস্ প্রভৃতি Veneral রোগ হয়, তবে তার নানা লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে।

5. শুক্রপাত বেশি হবার কারণে হলে বুক ধড়ফড় করা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা দেয় শুক্র তারল্যের সঙ্গে সঙ্গে।

জটিল উপসর্গ

1. অতিরিক্ত অপুষ্টি, রোগ ভোগ, রক্ত শূন্যতা, দুর্বলতা প্রভৃতি কারণে হলে তার জন্য উপসর্গাদি হতে পারে—তবে এই রোগ থেকে জটিল উপসর্গ বিশেষ দেখা যায় না। তবে যাদের হর্মোনের অভাবে হয় বা বীর্যে শুক্রকীট না থাকে তাদের সন্তান ধারণ ক্ষমতা লোপ পেতে পারে। ঐ সঙ্গে দ্রুত পতন প্রভৃতি হলে এবং যৌন, আনন্দ লাভ না হলে তাও অশুভ লক্ষণ।

রোগ নির্ণয়

যদি ঘন ঘন শুক্রপাতের জন্য তারল্য দেখা দেয় তবে তা রোগ নয়। যদি সপ্তাহে মাত্র 2—1 বার বীর্যপাত হলেও তা তরল হয়, তখন অবশ্য রোগ বুঝে তার জন্য চিকিৎসা প্রয়োজন।

চিকিৎসা

বেলিস্ পেরিনিস্ মাদার এই রোগের একটি মহৌষধ বলা যায়।

এই ঔষধে কাজ না হলে ব্যারাইটা কার্ব ৬ খুব ভাল ফল দেয়।

বেশি শুক্রক্ষরণের জন্য দুর্বলতা হলে চায়না ৬, ৩০ বা অ্যাসিড্ ফস্ ১২ উপকারী।

থুজা মাদার পাঁচ ফোঁটা করে খেলে শুক্র তারল্য নিবারণ এবং দৌর্বল্য কমিয়ে দেয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য, অরুচি, সামান্য কামভাবে শুক্রপাত লক্ষণে বা অমিতাচারের জন্য হলে নাক্স ভমিকা ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

অতিশয় বিমর্ষ ভাব, নিরুৎসাহ লক্ষণে—অরাম মেট ৩x, ৩০ ভাল ঔষধ।

স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও দুর্বলতায় ফস্‌ফরাস ৬ ভাল ফল দেয়।

প্রমেহ রোগ বা হস্ত মৈথুন বেশি করার জন্য হলে ক্যান্থারিস ৩, ৬।

স্বপ্ন দোষে শুক্রপাতে সেলিনিয়াম ৩০ ভাল ফল দেয়।

দুর্বলতা, ঘন ঘন বাহ্যে শুক্রপাত, অঙ্গ শিথিল, জলের মত তরল শুক্র—সালফার ৩০।

অতিরিক্ত হস্তমৈথুন, মুখ চুপসে যাওয়া, অর্থহীন ফ্যালফেলে দৃষ্টি, স্বপ্নদোষ, ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়, জননযন্ত্র অতি শিথিল, পিঠে ব্যথা প্রভৃতিতে ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৩০, ২০০।

চোখের কোণে কালি, অতি দুর্বলতা, কাজ কর্মে অনিচ্ছা, বুক ধড়ফড় করা, মনোযোগের অভাব প্রভৃতিতে চায়না ৩০, ২০০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1 মন সর্বদা সৎপথে রাখা কর্তব্য। রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত শুক্রপাত যতটা সম্ভব কম করে করতে হবে।

2. হালকা ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে। বেশি ঝাল, মশলা প্রভৃতি না খাওয়া ভাল।

3. মাছ, মাংস, ডিম, ছানা, পালং শাক, টম্যাটো, ভিজানো ছোলা, কপি, বীট গাজর সেদ্ধ, সয়াবিন, কাজু বাদাম প্রভৃতি খেলে খুব উপকার হয়।

স্বপ্নদোষ (Night Discharge)

কারণ—স্বপ্নদোষকে ঠিক একটা রোগ পর্যায়ে সব সময় ফেলা যায় না। সাধারণতঃ পুরুষদের যৌবন আগমনের পর প্রকৃতি থেকেই নিয়মিত ভাবে প্রতি মাসে দু-একবার শরীরের বীর্য বের হয়ে যায়। এটি সাধারণতঃ স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে হয় বলে একে স্বপ্ন দোষ বলে বর্ণনা করা হয়।

যৌবনকালে দেহে নিয়মিত শুক্র গঠিত হয়। তার কারণ শুক্র জমে এপিডিডিমিস, শুক্রবাহী নালী ও শুক্রস্থলিতে। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর শুক্র সঞ্চয় জনিত Tension বৃদ্ধি পেলে তা বের হবার পথ খুজে পায় এই স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে।

সাধারণতঃ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষরা স্বাভাবিক ভাবে দেহ মিলন না করলে তারা

কোনও সুন্দরী নারীকে স্বপ্নে দেখে ও তার ফলে বীর্যপাত ঘটে। এটি ঘটার ফলে তার দেহে সঞ্চিত শুক্রের চাপ কমে যায় এবং সে অনেকটা সুস্থ বোধ করে। তাই স্বাভাবিক ভাবে মাসে দু-একবার স্বপ্নদোষ হলে, তা রোগ নয়। এটা প্রকৃতির নিয়ম।

কিন্তু যদি কোন কারণে তা ঘন ঘন হতে থাকে, অর্থাৎ সপ্তাহে 2-3 বার বা তারও বেশি হতে থাকে, তাহলে তার মধ্যে কোনও রকম গোলমালের আশংকা করা যায়।

নানা কারণে এটি হতে পারে—

1. যাদের হর্মোনগত ব্যাপারে কাম উত্তেজনা বেশি হয় বা অতি কামুকতা থাকে।

2. যাদের মনে অবিরাম কাম চিন্তা থাকে অথবা দিন-রাত যৌন উত্তেজক বই পড়া, সিনেমা দেখা, কাম চিন্তা প্রভৃতি।

3 মদ্যপান, নেশা সেবন, অতিরিক্ত পরিমাণে নানা উত্তেজক খাদ্য গ্রহণ প্রভৃতি।

4. ভোরের দিকে মূত্রস্থলিতে বেশি মূত্র সঞ্চয় হয় ও তার ফলে শুক্রস্থলিতে বেশী চাপ পড়া।

5. আগে বেশি হস্তমৈথুন বা কৃত্রিম মৈথুন করতো—বর্তমানে তা বন্ধ করা এবং তা না করা। তখন ঘন ঘন বীর্য অঙ্গগুলিতে চাপ বৃদ্ধি হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

স্বাভাবিকভাবে বা পরিমাণ মত এটি হলে তা রোগ নয়—কিন্তু বেশি হলে তার অশুভ লক্ষণ দেখা যায়।

অশুভ লক্ষণ—ঘন ঘন এটি বেশি হতে থাকলে, তার ফলে দেহ দুর্বল হতে পারে। চোখের কোণে কালি পড়ে, চেহারা ফ্যাকাশে হয়। বুক ধড়ফড় করা, মাথা ঘোরা, কর্মে অনাসক্তি, কাজে বিরক্তি, স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া, মানসিক পাপবোধ প্রভৃতি দেখা যায়। আবার মানসিক কারণে দেহের ক্ষতিও অনেকটা বেশি হতে পারে।

চিকিৎসা

অ্যাগ্নাস ক্যাক্টস ৬, ৩০—শরীর ও মনের অবসন্নতা, অন্যমনস্ক ভাব, দুর্বলতা অথচ কাম প্রবৃত্তি প্রবল।

বেলিস পেরিনিস θ—প্রতি মাত্রার পাঁচ ফোঁটা করে প্রত্যহ দুবার খাবে। এটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ হস্তমৈথুন-জনিত উপসর্গে।

ব্যারাইটা কার্ব—রাত্রির বেলা স্বপ্নদোষের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

থুজা—θ (পাঁচ ফোঁটা) অতিরিক্ত শুক্র ক্ষরণের সর্বোৎকৃষ্ট ঔষধ।

অ্যাসিড ফস্ফোরিক ৩x, ৩০—অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস ও হস্তমৈথুন জনিত স্বল্পতা।

চায়না ৬, ৩০—প্রায়ই জননেন্দ্রিয়ে অস্বাভাবিক উত্তেজনা, কান ভোঁ ভোঁ করা, মুখ লাল, মাথা ঘোরা। অতিরিক্ত দুর্বলতাতেও সুফল দেয়।

ফস্ফোরাস ৬, ৩০—সঙ্গমকালে অতি দ্রুত বীর্যক্ষরণ ও দুর্বলতা, রতি শক্তির স্বল্পতা, বুক ধড়ফড় করা।

ক্যান্থারিস ৬—প্রমেহজনিত শুক্রক্ষরণ। ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, জ্বালা ভাব প্রভৃতিতে এটি খুব সুফল দেয়।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্ ৬, ১২x, ও ফেরাম্ ফস্ ৬x মিশিয়ে খেলে দুর্বলতা কম হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোজ শোবার সময় ঠাণ্ডা জল দিয়ে হাত-পা, মাথা, ঘাড় ধুয়ে শুলে উপকার হয়।
2. খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রস্রাব করা কর্তব্য।
3. পুষ্টিকারক ও হালকা খাদ্যাদি খেতে হবে।
4. সদ্গ্রন্থ পাঠ, সৎচিন্তা, কর্মে ব্যস্ত থাকা প্রভৃতি অনেকটা শুভ ফল দিয়ে থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন স্ত্রী-জনন রোগ ও তাহার চিকিৎসা

এই অধ্যায়ে আমরা নারী-জননযন্ত্রাদি সংক্রান্ত কয়েকটি প্রধান রোগ ও তার চিকিৎসা বিষয়ে আলোচনা করবো।

রজঃস্রাবে বিলম্ব (Delayed Menstruation)

রজঃস্রাবে সাধারণতঃ বিলম্ব দুইভাবে দেখা যায়। তা হলো নারী যে সময়ে ঋতুমতী হবার কথা, সেই বয়সে হয় না। সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে 14-15 বয়সে নারী ঋতুমতী হয়। তা না হলে তাকে প্রথম রজঃস্রাব শুরুতে বিলম্ব বলা হয়।

আবার অন্য ধরনের নানা ঋতুস্রাব চলাকালে, ঋতুর শুরুতে বিলম্ব হয়ে থাকে। প্রতি 28 দিন পর পর নারীর ঋতুস্রাব হবার কথা, তা না হয়ে তাদের 30-35 দিন পরে, কখনো বা এক মাস বন্ধ থেকে পরের মাসে ঋতু হয়।

তাই একে মোটামুটি ভাবে Clinically দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

1 প্রথম ঋতুঃস্রাব শুরু হতে বিলম্ব।

2. ঋতুস্রাব চলাকালে ঋতুর বিলম্ব।

প্রথম ঋতুস্রাব শুরুতে বিলম্ব

কারণ —সাধারণতঃ সব নারীর যৌবন আগমন ঘটে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে 13 থেকে 15 বছরের মধ্যে। অনেকের তা ঘটে না। নানা কারণে বিলম্ব হয়। যেমন—

1. দেহে নারী হর্মোন বা স্ত্রী জাতীয় হর্মোনের অভাব। Oestrone জাতীয় হর্মোন নারীর দেহে যৌবন আগমন ঘটায়। নারীর ঋতুর শুরুতে এর ক্রিয়া থাকে, তাকে আবার নিয়ন্ত্রণ করে প্রধানতঃ Posterior Pituitary গ্রন্থি এবং এড্রেন্যাল গ্রন্থির নিঃসৃত হর্মোন।

যদি নারীর ডিম্বাশয়ের হর্মোন নিঃসরণ ঠিকমতো না হয়—কিম্বা অন্য দুটি গ্রন্থির নিঃসরণ কম হয়, তা হলে উপযুক্ত বয়সে নারীর ডিম্বকোষ ও ডিম্ব ঠিক মত গঠিত হতে পারে না। তার ফল হলো এই অবস্থা—অর্থাৎ প্রথম ঋতু সহজে শুরু হয় না।

2. নারীর জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের জন্মগত অপরিণতি বা ঠিকমতো বর্ধিত না হওয়া।

3. নারীর দেহে পুষ্টির অভাব এবং তার জন্য দেহের গঠন ঠিক মতো না হওয়া।

4. রক্তশূন্যতা ও তার জন্য ঠিক মতো বয়সে ঋতু শুরু না হওয়া।

5. প্রথম ঋতু শুরু হবার আগেই যখন ডিম্বটি বা Primordial follicle টি বর্ধিত হয়ে Graffian follicle হয়ে ডিম্বনালীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে, যদি ঐ নারী পুরুষ সংসর্গ করে তা হলে সে গর্ভবতী হয়ে যাবে। তার ঋতুর শুরু হবেই না আদৌ এবং তার প্রথম গর্ভ সঞ্চার হবে—ঋতুর শুরুতে দেরী মনে হবে।

লক্ষণ—1. সাধারণভাবে এটি হলে নারীর শরীর হবে কৃশ ও রক্তশূন্য। তার দেহে স্ত্রীজনোচিত গঠন হয় না। বক্ষ ঠিকমতো উন্নত হয় না ও দেহের পেলব অংশগুলিতে মেদ জমে না।

2. অনেক সময় দেহে স্পষ্ট রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

3 মাথা ভার, ব্যথা, বুক ধড়ফড় করা, দেহের নানা দুর্বলতাজনিত কষ্ট হয়।

4. অনেক সময় চেহারাতে কৈশোর ভাব না এসে বাল্যের ভাবই বর্তমান থাকে।

5 জরায়ু ও ডিম্বাশয় প্রভৃতির পূর্ণ ও স্বাভাবিক গঠন হয় না এদের।

চিকিৎসা

সব সময় এটি একটি রোগ নয়। তা আগেই বলা হয়েছে। রক্তশূন্যতা প্রভৃতির জন্য হতে পারে।

পালসেটিলা ৩x, ৩০ এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। পেটে ও পিঠে ব্যথা, মাথাব্যথা, অরুচি, শীতবোধ, আলস্য, বমনেচ্ছা প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

শ্বেত প্রদর ভাব থাকলে সিপিয়া ৬, ৩০।

প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব, অথবা দু একবার ঋতু হয়ে ঋতুরোধ—সিনিসিও মাদার।

সালফার ৩০—কোমরে ব্যথা, মাথা দপ্‌দপ্‌ করা, মাথা ঘোরা, অজীর্ণতা, অর্শ। কোষ্ঠকাঠিন্য খিট্‌খিটে মেজাজ বা জেদিভাব।

একবার রজঃস্রাবের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে বন্ধ—অ্যাকোনাইট ৩x।

যোনিপথে রক্ত বের না হয়ে নাক মুখ দিয়ে রক্তস্রাবে, শুকনো কাশি, বুকে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য—ব্রায়োনিয়া ৩, ৩০।

স্নায়বিক মাথাব্যথা, দুর্বলতা, মূর্ছা, হিষ্টিরিয়া, বমি, তরল ভেদ, বিবর্ণ মুখ, হাত পা নাক শীতল প্রভৃতিতে ভিরেট্রাম অ্যালব ৬, ৩০।

শীর্ণ রোগিণী, নিদ্রাহীনতা, শীতবোধ, পা ঠাণ্ডা, কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে, নেট্রাম মিউর ১২x।

ডিম্বকোষের স্নায়ুগুলির দুর্বলতা, রজঃলোপ, শিরঃপীড়া, বাঁ অঙ্গে ব্যথা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি লক্ষণে, সিমিসিফিউগা ৬, ৩০।

ধাতুদোষহেতু ঋতুরোধে সাইক্লামেন ৬।

ক্যালকেরিয়া ফস্‌ ৬x, ফেরাম ফস্‌ ৬x, সিপিয়া ৩০, লাইকোপোডিয়াম ৩০, ২০০।

যক্ষ্মা বীজাণু হেতু হলে ব্যাসিলিনাম ২০০। ক্যালকেরিয়া ফস্ ১২x, ক্যালি আয়োড ৬।

দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতা হেতু চলে চায়না ৬, ফেরাম ৬x।

অজীর্ণতা হেতু হলে নাক্স ভম্ ৬, লাইকোপোডিয়াম ৩০ বা ২০০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

পুষ্টিকর হালকা খাদ্য খেতে দিতে হবে। মাছের ঝোল, মাংসের সুপ, ভাত, মেটে, ডিম সেদ্ধ, বাদাম, ভিটামিনযুক্ত খাদ্য—ভেজা ছোলা, টম্যাটো, পালং, বীট-গাজর সিদ্ধ, কপি প্রভৃতি। ছানা ও দুধ, ক্ষীর, দই প্রভৃতি দিতে হবে।

2. সাধারণ শরীরের সব নিয়ম কানুন মেনে চলা কর্তব্য।

ঋতু চলাকালে ঋতুতে বিলম্ব

কারণ—অনেক সময় ঋতু চলছে, কিন্তু তা ঠিক মতো 28 দিন অন্তর অন্তর হয় না। তা কখনো 30-35 দিন পর—কখনো বা তাতে আরও দেরী হয়।

নানা কারণে নারীদের এমন হতে দেখা যায়—

1. দেহে হর্মোনের অভাব হলে।
2. জরায়ু বা ডিম্বাশয়ের অপরিণতি।
3. রক্তহীনতার জন্যও এরূপ হতে পারে।
4. উপযুক্ত খাদ্য ও পুষ্টির অভাব প্রভৃতি কারণ।
5. ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী প্রভৃতি গঠনের জন্য ঠিক মতো বা সময় মতো ডিম্বের বৃদ্ধি বা জরায়ুর অসুস্থতার জন্য ঠিক সময়ে ঋতু না হওয়া।
6. জরায়ুর নানা রোগ।

লক্ষণ—1. অনেক সময় দেহে রক্ত কম দেখা যায় ও রক্তশূন্যতা প্রভৃতি থাকে।

2. দেহের গঠন কৃশকায় হয়—দেহ ঠিকমতো বর্ধিত ও পুষ্ট হয় না তাদের।

3. অনেক সময় হর্মোনের গোলমালে দেহ খুব স্থূলকায় হয়, কিন্তু ঋতুর গোলমাল দেখা যায়।

4. মাথাধরা, মাথা ব্যথা, মাথা ভার প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

5. তলপেটে ভারবোধ, শরীর অসুস্থ, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, খুব বেশি ক্লান্তি-বোধ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

6. কখনো ঋতু খুব সামান্য হয়েই হঠাৎ বন্ধ হয়। কখনো দেরীতে হলেও ঋতু বেশি হয়।

7. অনেক সময় পেট, বুক ও স্তনে ব্যথা হতে পারে।

8. অনেক সময় উরুতে ভার বোধ।
9. শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট দেখা দিতে পারে।
10. মন অবসন্ন হয় ও কাজে ঠিকমতো মন বসে না।

চিকিৎসা।

ঋতু চলাকালে ঋতুতে বিলম্ব হলে বা ঋতুবন্ধ হলে আগে দেখতে হবে গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিনা। কোন ভাল চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করানো অবশ্য কর্তব্য। যদি তা না হয়, তা হলে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

পেটে ও পিঠে ব্যথা, মাথাধরা, আলস্য, বমিভাব, বুক ধড়ফড় করা প্রভৃতিতে পালসেটিলা ৩x, ৩০ দিতে হবে।

শ্বেতপ্রদর থাকলে এবং তার সঙ্গে এই সব লক্ষণ থাকলে সিপিয়া ৬, ৩০।

কোমরে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা,মাথা দপ্‌দপ্‌ করা প্রভৃতি লক্ষণে সালফার্‌ ৩০ বা ২০০।

যোনি পথে রক্তস্রাব না হয়ে অন্য পথে অর্থাৎ নাক মুখ প্রভৃতি থেকে রক্তপাত হতে থাকলে ব্রায়োনিয়া ৩, ৬, ৩০।

শীর্ণ রোগিণী শীতবোধ, গা ঠাণ্ডা, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতিতে নেট্রাম মিউর ১২x।

ডিম্বকোষের নার্ভ প্রভৃতির দুর্বলতার জন্যে রজঃস্রাব বন্ধ, বাঁ দিকে ব্যথা প্রভৃতিতে দিতে হবে সিমিসিফিউগা ৬ বা ৩০।

মাথা ধরা, দুর্বলতা, মূর্চ্ছা, হিস্টিরিয়া, বমি, হাত পা নাক ঠাণ্ডা প্রভৃতিতে দিতে হবে ভিরেট্রাম অ্যালব, ৬, ৩০।

অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা—চায়না ৩, ৬, ৩০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পুষ্টিকর খাদ্যাদি ও হালকা খাদ্য খেতে দিতে হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে।

2. গরম জলের টবে (সহ্য মতো উষ্ণ) কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখলে অনেক সময় উপকার হয়।

3. প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, মাছ, ডিম, দুধ ছানা, মাংস প্রভৃতি নিয়মিত খেলে উপকার হয়।

4. ঠাণ্ডা লাগানো, জলে ভেজা, অনিয়ম, নেশা সেবন প্রভৃতি বর্জনীয়।

রজঃ রোধ (Amenorrhoea)

কারণ —রজঃস্রাব শুরু হয়ে যাবার পর হঠাৎ এক সময় তা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বলে রজঃরোধ। নানা কারণে এটি হ'তে পারে বলে জানা যায়।

1. গর্ভধারণ ও গর্ভসঞ্চার প্রথম ও প্রধান কারণ।
2. রক্তহীনতা ও অপুষ্টি অন্যতম কারণ।
3. যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে অনেক সময় এমন দেখা যায়।
4. বেশি পথ হাঁটবার জন্য জরায়ু ও যৌনাঙ্গে চাপের জন্য এটি হতে পারে।
5. শোক, দুঃখ, ক্রোধ, চিন্তা, উদ্বেগ, ভয় পাওয়া প্রভৃতি নানা কারণে হতে পারে।
6. অনেক সময় হর্মোনের অভাবে এটি হয়।
7. মাঝে মাঝে রজঃরোধ হয়, আবার ঠিক হয়। তাদের বলা হয় Habitual Amenorrhoea রোগ।

লক্ষণ —1. রোগী দুর্বল ও ক্লান্ত হয়। তার পুষ্টি স্বাভাবিক হতে দেখা যায় না।

2. রক্তশূন্যতা ও ফ্যাকাশে ভাব দেখা যায় রোগীর চেহারার মধ্যে।
3. তলপেটে ব্যথা, মাথা ধরা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি অশুভ লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
4. শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হয়।
5. কোষ্টকাঠিন্য, পেটভার, পেট ব্যথা, গা বমি বমি ভাব প্রভৃতি দেখা যেতে অনেক সময়।
6. রোগী রোগা, শীর্ণ বা বেশি মোটা হতে পারে অনেক সময়।

জটিল উপসর্গ

1. অধিক কালো বা কালচে স্রাব প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
2. অনেক সময় জরায়ুর নানা জটিল রোগ হতে পারে, যা প্রথমে বোঝা যায় এই লক্ষণ দেখে।

রোগ নির্ণয়

1. ঠিক মতো ঋতু না হওয়া এবং মাঝে মাঝেই তা হলে রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।
2. অভিজ্ঞ চিকিৎসক রোগী দেখেই ধরতে পারেন।

চিকিৎসা

ঠান্ডা লাগা অথবা ভয় পাওয়ার জন্য রজঃরোধ হলে অ্যাকোন ৩। এতে উপকার না হলে, পাল্‌স্‌ ৬, ৩০।

শিরঃপীড়া, চোখ-মুখ লাল, আলোক ও শব্দ অসহ্য বোধ লক্ষণে, বেল ৬।

রজঃরোধের জন্য নাক দিয়ে রক্তপড়া, কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণে ব্রাইয়োনিয়া ৩। মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে, ফস্ফোরাস ৩০।

রস রক্তাদিময় রোগের জন্য চায়না ৬। জলে ভিজার জন্য রোগে ক্যাল্কেরিয়া ফস্‌ ৬x, ১২x।

স্নানের জন্য রোগে—অ্যান্টিম ক্রুড ৬। পেটে ভার বোধ, বমি বা বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, লাইকোপোডিয়াম ৩০।

বেশি জল ঘাঁটার জন্য রজঃরোধ হলে ক্যাল্কে কার্ব ৩০। জ্বর না থাকলে এই রোগের পক্ষে ভাল কোমরে গরম সেঁক দেওয়া।

তলপেটে ব্যথা থাকলে সিপিয়া ৩০।

মানসিক ক্লেশজনিত রোগে—ইগ্নেসিয়া ৬।

রোগিণীর পেটে খুব ব্যথা হলে ক্যামোমিলা ৬ বা ম্যাগ্‌ফস্‌ ৩x, ৬x।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. নিয়মিত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ও ভাল স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য ব্যবস্থাদি করতে হবে।

2. রোজ গরম দুধ পান করা ভাল।

3. প্রোটিন জাতীয় খাদ্য—ছানা, ডিম, মাংস, মাছ, যে কোনও একটি খেতে হবে রোজ।

4. মানসিক শান্তি বজায় রাখা কর্তব্য।

5. রাত জাগা, বেশি পড়াশুনা, নিয়মিত স্নান না করা প্রভৃতি বর্জনীয়।

অনিয়মিত ঋতু (Irregular Menstruation)

কারণ—সাধারণতঃ নারীর স্রাব 4—5 দিন বর্তমান থাকে। এই সময়ে যোনির মাধ্যমে এক থেকে দেড় পোয়া রক্ত দেহ থেকে নির্গত হয়। ২৮ দিন অন্তর নারীর এই স্রাব হয়ে থাকে।

নানা কারণে এই স্রাব ঠিক মতো হয় না। কখনো দেরী হয়—কখনো বা দ্রুত হয়।

1. রক্তশূন্যতা এর একটি প্রধান কারণ।

2. ডিম্বকোষ থেকে নিঃসরণ ঠিকমতো হয় না।

3. হর্মোনের অভাব বা গোলমাল।

4. জরায়ু বা ডিম্বকোষের রোগ হতে পারে।
5. দেহের স্বাভাবিক পুষ্টির অভাব।
6. দেহের ও যৌনাঙ্গের পূর্ণ গঠনের গোলমাল।
7. গণোরিয়া, সিফিলিস্ প্রভৃতি রোগ থেকে।

লক্ষণ —1. রজঃস্রাব হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। 50—60 দিন হয়তো হয় না,—কখনো মাত্র 20—25 দিন বন্ধ থাকে।

2. কখনো ঋতু শুরু হবার পর 10 দিন বা 15 দিন ধরে কম-বেশি চলতে থাকে।
3. কখনো বা 15—20 দিন বন্ধ থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঋতু হতে থাকে।
4. কখনো ঠিক চলে—কখনো বা হঠাৎ নানা গোলমাল দেখা দিয়ে থাকে।
5. কখনো তলপেটে ব্যথা হয়ে থাকে।
6. কখনো বা কালচে মতো রক্তস্রাব হয়ে থাকে।
7. কখনো বা রক্তে ছোট ছোট কালো টুকরো দেখা দেয়।

চিকিৎসা

নিয়মিত সময়ে রজঃস্রাব হয় না, নির্দিষ্ট সময়ের আগে যদি রজঃস্রাব হয় তা হলে কোনিয়াম—৬ বা ৩০ খাওয়া উচিত। এতে কাজ না হলে পাল্সেটিলা ৬ ও তার সঙ্গে সেবন করতে হবে। লাইকোপোডিয়াম ৬ বা ৩০ বা চায়না ৬ পর্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে হবে। অনিয়মিত সময়ে রজঃস্রাব হলে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩০। ঋতুর আগে সিনিসিও θ দুই ফোঁটা করে প্রতিদিন তিন বার খাওয়ালে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঋতু হবার সম্ভাবনা থাকে।

শীঘ্র শীঘ্র ঋতু ঘটলে (ঋতু ১৫ দিন অন্তর হলে) ইগ্নেসিয়া, বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া কার্ব, নেট্রাম মিউর বা ইপিকাক—৬, ৩০।

বহুবিলম্বে ঋতুস্রাব হতে থাকলে (৩০/৪০ দিন অন্তর) ক্যালিকার্ব, ল্যাকেসিস্, পাল্সেটিলা, সালফার ৬ ৩০।

ঋতু দীর্ঘস্থায়ী হলে অ্যাকোন, ইগ্নে, নাক্সভম্ বা সাল্ফার।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. ঠাণ্ডা লাগা, রাত জাগা, অনিয়ম, নেশা পান প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

2. প্রোটিন জাতীয় খাদ্য খেতে হবে—মাছ, দুধ, ছানা, মাংস, ডিম, সয়াবিন, কাজুবাদাম প্রভৃতি।

3. ভিটামিন যুক্ত শাকসবজি খেতে হবে। যেমন টম্যাটো, বীট, গাজর, পালং ভিজানো ছোলা প্রভৃতি।

4. স্রাব কম বা ফোঁটা ফোঁটা হবার জন্য ব্যথা প্রভৃতি হলে গরম সেঁক (তলপেটে) উপকারী। বেশি স্রাব হলে ঠাণ্ডা জল বা বরফ লাগালে উপকার হয়।

বাধক বেদনা (Dysmenorrhoea)

কারণ —রজঃস্রাবের জন্য গোলমাল, ডিম্বাশয়ের নানারোগ, জরায়ুর রোগ প্রভৃতি কারণে এই ব্যথা হতে দেখা যায়। যখন ঋতু হয়, তখন তলপেটে কোমরে খুব ব্যথা হয়।

1. বস্তিগহ্বরে অবস্থিত সব যন্ত্রাদিতে রক্তাধিক্য হয় কিন্তু ঠিকমতো ঋতু পরিষ্কার না হলে এরূপ ব্যথা হয়।

2. জরায়ুর পেশীর স্বাভাবিক ও প্রবল সংকোচন এবং প্রসারণের জন্য এরূপ হতে পারে।

3 ডিম্বাশয়ের রোগের জন্য হতে পারে।

4. জরায়ুর ব্যাধির জন্য হতে পারে।

5 জরায়ুর অপরিণতির জন্য হতে পারে।

লক্ষণ —1 মাসিক পরিমাণে খুব কম হয়। অল্প অল্প ঋতু হয় ও তার সঙ্গে জরায়ু ও তলপেটে ব্যথা হয়।

2. মাথা ধরা ও মাথা ঘোরা থাকে।

3. দুর্বলতা থাকে—কখনো বা জ্বর ও বেশি দুর্বলতা হতে দেখা যায়।

4. আলস্য, কর্মে অনাসক্তি দেখা দেয়।

5 অগ্নিমান্দ্য, বদহজম প্রভৃতি অনেক সময় দেখা যায়।

6. বমি বা বমনেচ্ছা থাকতে পারে।

চিকিৎসা

কাল রক্তনিঃসরণ বা শ্বেত প্রদর, শিরঃপীড়া, পেট ফাঁপা প্রভৃতি লক্ষণে, ককিউলাস ৩, ৬।

কলোফাইলাম ৩—তলপেটে সূচ বেঁধার মত বেদনা, প্রচুর স্রাব ও প্রদর হলে এটি দিতে হয়।

ক্যামোমিলা ৬—প্রসব বেদনার মত অসহ্য বেদনা, শীতবোধ হয়।

পালসেটিলা ৬—দারুণ বেদনা, শীতবোধ, তন্দ্রাভাব, মুখে বেদনা।

স্থূলাঙ্গীদের পক্ষে গ্র্যাফাইটিস ৬। কোষ্ঠকাঠিন্য, বমির ইচ্ছা, কাল কাল রক্তস্রাব, কোমরে বা পিঠে ব্যথা, বার বার মূত্রত্যাগ ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০।

শূলবেদনা, বমির ইচ্ছা, শিরঃরোগ, হাত পা ঠাণ্ডা বা মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব ৬। পাকস্থলী ও জরায়ুতে আক্ষেপযুক্ত বেদনা এবং ঝিল্লীযুক্ত রক্তস্রাব লক্ষণে, ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x, ৬x বিচূর্ণ (ঈষদুষ্ণ জলের সঙ্গে দশ মিনিট পরপর) ব্যবস্থা।

আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা

1. হালকা পুষ্টিকর খাদ্য ও ভাল আবহাওয়া অবশ্য প্রয়োজন।
2. অনিয়ম, অত্যাচার, নেশা সেবন প্রভৃতি নিষিদ্ধ।
3. বিশ্রামে খুব উপকার হয়।
4. পেটে গরম সেঁক দিলে উপকার হয়।

প্রদর ও শ্বেত প্রদর

(Leucorrhoea)

কারণ —1. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব বা উপযুক্ত পরিবেশের অভাব একটি প্রধান কারণ।

2. জনন যন্ত্রে বীজাণুর দূষণ থেকে এটি হতে পারে। মনিলিয়াল বা ট্রিপানোস বীজাণু এর কারণ হতে পারে।

3. গনোরিয়া বা সিফিলিস্ থেকেও পরে এটি হতে পারে।

4. যোনি বা জরায়ুর প্রাচীন প্রদাহ থেকে হয়।

5. বার বার গর্ভপাত থেকেও পরে হতে পারে।

লক্ষণ—1. জরায়ু থেকে অনিয়মিত ভাবে সাদা স্রাব বের হতে থাকে।

2. কখনো বা ঋতু বন্ধ হবার পর সাদা স্রাব শুরু হয় ও তা চলতেই থাকে।

3. মাঝে-মাঝে তার সঙ্গে লালচে স্রাব দুচার ফোঁটা বের হতে পারে।

4 Infection থাকলে, তার জন্যে যোনি চুলকাতে পারে।

5. হজমের গোলমাল, অম্ল প্রভৃতি থাকতে পারে।

6. মাথা ধরা, মাথাঘোরা, মাথা ব্যথা থাকে।

7. কখনো উদরাময়, কখনো বা কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

8. শরীর খুব রোগা বা কৃশ হয়। অনেক সময় আবার রোগী স্থুলাঙ্গী হয়।

জটিল উপসর্গ

বেশিদিন ধরে এটি চলতে থাকলে, তাতে শরীর দুর্বল হবে। জরায়ুর প্রদাহ বেশিদিন চললে, তা থেকে জরায়ুর টিউমার হবার সম্ভাবনা থাকে।

রোগ নির্ণয়

জরায়ু থেকে নির্গত স্রাব অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে, কি কারণে রোগটি হচ্ছে তা সহজভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

চিকিৎসা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০ (দুধের প্রদর) জরায়ুতে জ্বালা চুলকানি ও বেদনা। বালিকাদের ও গণ্ডমালা ধাতু-গ্রস্ত স্ত্রীলোকদের প্রদরে এটা বিশেষ উপযোগী।

পাল্‌সেটিলা ৬—সব প্রকার প্রদরেই এটা উপকারী। সাদা বর্ণের ঘনস্রাব। ঋতুর পরে এই স্রাবের বৃদ্ধি (এতে কখনো বেদনা থাকে। আবার কখনও থাকে না)। স্রাব অনুত্তেজক বা স্নিগ্ধ।

সিপিয়া ৬, ২০০—প্রসব বেদনার মত বেদনা। কোষ্ঠকাঠিনা, ঈষৎ হলুদ সবুজ রঙের বা জল দুধের মত স্রাব নিঃসরণ। পুঁজের মতো স্রাব, ক্ষীণাঙ্গী, বায়ু প্রধান ও শ্যামাঙ্গী স্ত্রীলোকদের পক্ষে এটা বিশেষ উপযোগী।

অ্যাসিড-নাইট্রিক ৬—বিবিধ পীড়ায় ভুগে বা উপদংশ পীড়ার পরে বা অতিমাত্রায় পারদ খাওয়ার পর রোগ হলে এই ঔষধ উপকারী। প্রথম ধোঁয়াটে অথচ গাঢ় স্রাব হয়ে পাঁচ-ছয় দিন পরে পাতলা জলের বা মাংসধোয়া জলের মতো দুর্গন্ধ স্রাব লক্ষণে এটা প্রযোজ্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. নিয়মিত ভালভাবে স্নান করা ও যোনি প্রভৃতি ধৌত করা কর্তব্য।
2. পুষ্টিকর, সহজপ্রাচ্য খাদ্যাদি খেতে হবে।
3. অনিয়ম প্রভৃতি চলবে না। দেহ ঠিক রাখার সব বিধি পালন করতে হবে।

অতিরজঃ (Metrorrhagia)

কারণ—এটি জরায়ু ও স্ত্রী-জননতন্ত্রের একটি প্রধান রোগ ও নানা কারণে এটি হতে দেখা যায়। প্রধান প্রধান কারণগুলি হলো—

1. জরায়ু বা যোনির গাত্রে টিউমার হওয়া।
2. জরায়ু গ্রীবায় ক্যানসার বা ঐ জাতীয় রোগ।
3. ডিম্ব কোষ ও ডিম্বনালীর প্রদাহ।
4. জরায়ুর স্থানচ্যুতি।
5. প্রথম রজঃস্রাবে বিলম্ব।
6. হর্মোনের ক্রিয়ার গোলমাল বা হর্মোন নিঃসরণ না হওয়া।

লক্ষণ—1. মাসিক বা ঋতুর সময় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে ঋতুস্রাব হয়।

2. কখনো ঋতু বন্ধ থাকে বেশি দিন—তারপর ঋতু হয় ও বেশি হয়।
3. কখনো বা কালচে্ কালচে পদার্থ স্রাবে বের হয়।
4. আলস্য, গা-ভাঙ্গা, হাই তোলা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা।

5. পেটে, পিঠে, কোমরে ব্যথা প্রভৃতি হতে পারে।
6. কখনো খিদে কম হয় বা অরুচি হয়।
7. পেটের গোলমাল, অম্ল, অজীর্ণ উদারময় প্রভৃতি হতে পারে।
8. বেশি শীত বোধ হয়—হাত-পা ঠাণ্ডা হয়।
9. মুখ ফ্যাকাশে, চোখ কোটরগত হয়, নাড়ি এবং দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে থাকে।
10. মারাত্মক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে—এটি এ রোগের একটি প্রধান কুলক্ষণ।
11 কানে অনেক সময় কম শুনতে পারে।
12. কখনো বা মূর্চ্ছা হয় বা ঐ ধরনের ভাবও হতে পারে।
13. রোগিণী কখনো খুব দুর্বল ও কৃশ হয়—কখনো বা রোগিণী স্থূলকায় হয়।

মারাত্মক উপসর্গ

কখনো বা বেশি রক্তপাত বার বার হবার জন্য রোগিণী দুর্বল হয় ও তা থেকে লো প্রেসার হতে পারে। ব্রেনের এনিমিয়া, মূর্চ্ছা প্রভৃতি হতে পারে।

অনেক সময় এ থেকে শ্রবণশক্তি হ্রাস ইত্যাদি অন্য নানা কুলক্ষণ হতে পারে।

চিকিৎসা

নির্দিষ্ট সময়ের আগে রজঃস্রাব হলে এবং হাত-পা ঠাণ্ডা লক্ষণে (বিশেষতঃ বেশী জল ঘাঁটা অঙ্গের কাজ তাদের পক্ষে), ক্যালকে কার্ব ৬।

কোষ্ঠকাঠিন্য, রক্তাল্পতা, প্রচুর রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণে, নেট্রাম মিউর ১২x চূর্ণ।

বমি বা বমির ইচ্ছাসহ অধিক পরিমাণে উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্তস্রাব হলে —ইপিকাক ৬।

নির্দিষ্ট সময়ের আগে ঋতুস্রাব। বেশি পরিমাণ (চাপ চাপ) রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণে (বিশেষতঃ স্থূলাঙ্গীদের পক্ষে), স্যাবাইনা ৩। আলকাতরার মত প্রচুর রক্তস্রাবে ক্রোকাস স্যাটাইভা —৩।

প্রচুর পরিমাণে কাল কাল রক্তস্রাব এবং বয়সের কালে প্রচুর রক্তস্রাব—ক্যালকেরিয়া, ল্যাকেসিস, অষ্টিলেগো ৩।

রাত্রির বেলা বারে বারে মূত্রত্যাগ পুনঃপুনঃ মূত্রবেগ, অত্যন্ত কাম উত্তেজনার সঙ্গে প্রচুর ও বড় চাপ চাপ রক্তস্রাব লক্ষণে, মিউরেক্স ৩।

ঠিক সময়ের কয়েক দিন আগে ও ঐ দিনের মধ্যে ঋতু বন্ধ না হওয়া, অধিক রক্ত ভাঙতে থাকা, শরীর দুর্বল প্রভৃতি লক্ষণে, চায়না ৩।

বেশি দিন ধরে প্রচুর রক্তস্রাব হলে—সিকেলি কর ৬, ৩০ প্রযোজ্য।

হ্যামামেলিস ϴ দশগুণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ঐ ন্যাকড়া যোনির মধ্যে রাখলে উপকার হয়।

এছাড়া লক্ষণ ভেদে অন্যান্য কিছু কিছু ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. ভাল ঔষধ ও টনিক অবশ্যই দিতে হবে, যাতে দৈহিক বল সৃষ্টি হয়।
2. হালকা ও পুষ্টিকর খাদ্যাদি দিতে হবে।
3. অত্যাচার, নেশাসেবন প্রভৃতি চলবে না।
4. প্রয়োজনে প্রোটিন জাতীয় ঔষধ খাওয়াতে হবে। যে কোনও একটি—

(a) Protinex—2 চামচ করে রোজ 2-3 বার।
(b) Hydroprotein—2 চামচ করে রোজ 2-3 বার।
(c) Protein Hydrolysate—2 চামচ করে রোজ 2-3 বার।
(d) Protinules—2 চামচ করে রোজ 2-3 বার।

5. সব সময় বিশ্রাম চাই, শোক, দুঃখ, চিন্তা প্রভৃতি ত্যাগ করতে হবে।
6. পেটে যাতে আঘাত না লাগে তা দেখতে হবে। ভারী বস্তু তোলা উচিত নয়। বেশি শ্রম করা উচিত নয়।

থেমে থেমে ফোটা ফোটা রক্ত
(Oligomenorrhoea)

কারণ—আগে বাধক পর্যায়ে ঋতুস্রাবের ব্যথা ও তার ফলে সৃষ্ট নানা লক্ষণের মধ্যে অল্প অল্প রক্তপাতের কথা কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

যাদের ঋতুর সময় ব্যথা হয় বা ডিসমেনোরিয়া থাকে, তাদেরও অলিগোমেনোরিয়া থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কিন্তু সব সময় এই রোগ হলেই যে ব্যথা থাকবে তার কোন কারণ নেই। নানা কারণে এই রোগ হতে পারে। তার মধ্যে প্রধান কারণ গুলি হলো—

1. জরায়ু বা ডিম্বকোষের অপরিণতি জন্মগত ভাবে হবার জন্য স্রাব হয়। তার ফলে নির্দিষ্ট সময়ে স্রাব হয় না। জরায়ুর চারটি Phase ঠিক মতো হয় না। তার ফলে ঋতুতে ব্যথা হয়।

সুস্থ স্বাভাবিক Phase না হবার জন্য পূর্ণ স্রাব 4-5 দিনে যা হবার কথা, তা না হয়ে, তাতে বিলম্ব হয় এবং তার ফলে অনেকদিন ধরে স্রাব ও ফোটা ফোটা করে স্রাব হতেই থাকে।

2. দেহে হর্মোনের অভাব হলে, স্রাব আপনা থেকেই কম হয় ও তার ফলে স্রাব যে সময় ধরে হয়, তখন ফোটা ফোটা হয়। কিন্তু এতে ঋতু কালের সময় অবশ্য 4-5 দিন বা 6-7 দিনের বেশি হয় না।

3. ডিম্বকোষের প্রদাহ হলে অথবা ডিম্বকোষের জন্য কোনও রোগ হলে তার ফলে দেখা যায় যে, নির্দিষ্ট সময় ধরে তা থেকে ইষ্ট্রোন ও প্রোজেসট্রোন নিঃসরণ হয় না। তার ফলে, যে চক্র পূর্ণ ঋতুচক্রের নিয়ন্ত্রণ করে, তা ঠিক মতো থাকে না। তার ফলে জরায়ুর ক্রিয়ার চক্রও ঠিক মতো থাকে না। এই কারণে ঋতুর সময় দীর্ঘ হতে পারে বা ঠিক মতো হতে পারে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটা ফোঁটা থেমে থেমে স্রাব বা অলিগোমেনোরিয়া হয়ে থাকে।

4. দেহে রক্তশূন্যতা, অপুষ্টি প্রভৃতি এর জন্য দায়ী হতে পারে। তাহলে অবশ্য স্রাবের সময়ও Cycle বা চক্র ঠিক থাকবে, কিন্তু ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা স্রাব হতে থাকবে।

5. গনোরিয়া, সিফিলিস্ প্রভৃতি রোগ বীজাণুর জন্য জরায়ু, তার ঝিল্লী বা মেমব্রেন, ডিম্বনালী, ওভারী প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। তাই এই সব রোগের রোগীদের অনেক সময় ঠিক চক্র অনুযায়ী ঋতু হয় না। তাদের ঋতু অনেকদিন ধরে চলতে পারে আবার তা ঠিক চক্র অনুযায়ীও হতে পারে। সেই সঙ্গে তাদের জরায়ু থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে অনেকদিন ধরে।

6. অনেক সময় (অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রে) নারী গর্ভবতী হবার পরও ঋতুচক্রে তার ঋতু ঠিকমতো চলে না—তবে মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা স্রাব হতে পারে। এটি হর্মোনের গোলমালের জন্য হতে পারে। কিম্বা গর্ভকালে ভ্রূণ বা Placenta-তে আঘাতের জন্য হতে পারে।

তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এটি রোগ নয় বটে, তবে একটি নির্দিষ্ট অবস্থায় তা হওয়া সম্ভব।

লক্ষণ—1. জরায়ু থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তপাত হতে থাকে ঋতুর সময়।

2. কখনো এটি ঠিক ঋতুচক্র অনুসারে চলে—আবার কখনো তা উল্টোপাল্টা হয়।

3. কখনো এটি স্বাভাবিক ভাবে হয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়—আবার কখনো বা অল্পদিন স্থায়ী হয়।

4. রোগীর দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে—আবার তা না হতেও পারে।

5. কখনো কখনো রোগী কৃশ ও দুর্বল হতে পারে। তখন দুর্বলতা জনিত লক্ষণাদি দেখা দিতে পারে। আবার কখনো রোগী ততটা দুর্বল হয় না।

6. কখনো কখনো গনোরিয়া প্রভৃতি রোগ থাকলে, তার অন্যান্য লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

7. যদি গর্ভকালে এমন হয়, তার জন্য পৃথক লক্ষণাদি প্রকাশ পেতে থাকে।

জটিল উপসর্গ

কথনো কথনো এটি থেকে পরে জটিল রোগ হতে পারে। যেমন এ থেকে জরায়ুর প্রদাহ, ডিম্বাশয়—ডিম্বনালীর প্রদাহ, জরায়ুর ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। এই সব লক্ষণ যাতে না হয়, তার জন্য আগে থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা ও চিকিৎসা করা কর্তব্য।

চিকিৎসা

মাঝে মাঝে থেমে থেমে উজ্জ্বল রক্তস্রাব হতে থাকলে স্যাবাইনা ৩x প্রচুর উপকারী।

কালচে ভাবের রক্ত স্রাব বা বেদনা থাকার লক্ষণে, হ্যামামেলিস ৩x।

যদি আগে কোনও আঘাতের ইতিহাস থাকে তাহলে আর্ণিকা ৩x, ৩০।

গর্ভপাত বা প্রসবের কিছুদিন পরে যদি এই ধরণের রক্তপাত হয় তাহলে সিকেলি কর ৩, ৩০।

কালচে ডেলা ডেলা রক্ত। প্রচণ্ড ব্যথা বা বেদনাতে ক্যামোমিলা ১২, ৩০।

টকটকে লাল রক্ত, তলপেটে প্রসব ব্যথার মত বেদনা থাকলে ফিকাস্ রিলিজিওসা ১x।

ঋতুবন্ধ (বা মেনোপজ) হয়ে যাবার পর মাঝে মাঝে জরায়ু থেকে হঠাৎ রক্তপাত হতে থাকলে থ্ল্যাস্পি বার্সা প্যাষ্টোরিস— মাদার বা ৩x।

পুরোনো রোগ, অনেকদিন ধরে সারছে না, মাঝে মাঝে ফিরে আসছে, সাল্ফার ৩০ বা সিপিয়া ৩০ বা প্রয়োজনে (মোটা রোগিণীদের) ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০।

ঘাড়ে কাপড় রাখতে পারে না লক্ষণে দিতে হবে ল্যাকেসিস্ ৬, ৩০।

বেদনা বেশি থাকলে সিমিসিফিউগা ৩x অথবা ম্যাগ্ মিউর ৩x।

পচন বা গ্যাংগ্রিন্ ভাব থাকলে আর্সেনিক ৬ বা কার্বোভেজ ৬, ৩০, বা সিকেলি কর ৩, ৩০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. স্রাব কম হতে থাকলে সে সময় পেটে সেঁক দিতে হবে।
2. স্রাব বেশি হতে থাকলে বরফ দিতে হবে।
3. রোগিণী দুর্বল হলে তার চিকিৎসা কর্তব্য।

মেট্রোরেজিয়া। (Metrorrhagia)

কারণ—ঋতুচক্রের দুই ঋতুর মাঝখানে হঠাৎ জরায়ু থেকে বেশি রক্তপাত হওয়াকে মেট্রোরেজিয়া বলে।

এখন এটি ব্যাখ্যা করা যাক। প্রতি 28 দিন অন্তর জরায়ু থেকে ঋতু শোণিত নির্গত হয়। চারটি Phase-এর পর আসে Destructive Phase এবং এই সময় ঋতু শোণিত বের হয়। তারপর আবার প্রথম থেকে জরায়ুর গঠন শুরু হয়।

তখন এর মাঝে অর্থাৎ ঋতু 4-5 দিন ধরে চলার পর যখন ঋতু শুরু হতে 23-24 দিন দেরী থাকে, তখন হঠাৎ ঋতু বন্ধের 10—12 দিন পরে আবার হঠাৎ জরায়ু থেকে প্রচুর রক্তপাত হওয়াকে বলে মেট্রোরেজিয়া রোগ।

এটি হবার কারণ এক নয়, একাধিক। তবে এটি যে একটি জটিল ব্যাধি এবং এর জন্য উপযুক্ত ভাল চিকিৎসা করা প্রয়োজন, তা অবশ্য সর্বজন স্বীকৃত কথা।

1. আমরা জানি, জরায়ুর চারটি স্তরের যে cycle চলে তা নিয়ন্ত্রণ করে ডিম্বাশয়ের হর্মোনগুলি এবং তার প্রধান নিয়ন্ত্রক হর্মোন এণ্টিরিয়ার পিটুইটারী ও এড্রেন্যাল গ্রন্থির হর্মোন। এখন যদি হর্মোনগুলি ঠিক মতো নিঃসৃত না হয়, বা তাদের নিঃসরণের গোলমাল হয় অর্থাৎ Oestrone হর্মোন নিঃসরণ হবার সময় Graffian follicle-এ Progestrone হর্মোন ঠিকমতো তৈরী না হয়, বা তা কার্য না করে, তা হলে এটি হতে পারে।

আবার দেহে Oestrone হর্মোন বেশি সৃষ্টি হলে তার জন্য এটি হতে পারে।

2. এণ্টিরিয়ার পিটুইটারীর দুটি প্রধান হর্মোনের মধ্যে Prolan A কাজ করে Primordial Follicle-এর ওপর Oestrone সৃষ্টির এবং ক্রিয়ার জন্যে এবং Prolan B কাজ করে Graffian Follicle এবং এপিথিলিযাম সৃষ্টির ও ক্রিয়ার জন্য।

এখন যদি দেহে Prolan A বেশি নিঃসরণ হয ও Prolan B কম নিঃসরণ হয় তাহলে এই ভাবে Metrorrhagia হতে পারে।

3. ঠিক এইভাবে Adrenal cortex-এর মধ্যে যদি বেশি হর্মোন সৃষ্টির গোলমাল হয়—তবে তার জন্য অবশ্য এইভাবে Metrorrhagia রোগ হতে পারে।

4. যদি জরায়ুতে কোনও পূর্ব প্রসবের জন্য, গর্ভফুলের টুকরো অথবা গর্ভপাতের পর গর্ভফুলের টুকরো আটকে থাকে, তা হলে সাময়িকভাবে হলেও পরে সকর্মক হতে পারে। তখন তার জন্যে এভাবে Metrorrhagia হতে পারে।

5 অনেক সময় জরায়ুতে চাপ লাগা, কোন ভাবে তলপেটে ধাক্কা লাগা প্রভৃতি নানা কারণেও এইভাবে Metrorrhagia হতে পারে।

6. যদি সব দিকে স্বাভাবিক দেখা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এইভাবে Metrorrhagia হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, রোগীণীর কোন রকম পূর্বতন রোগের জন্য জরায়ুর কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। তার ফলে জরায়ু দুর্বল বা কর্মহীন হবার জন্য ঠিকমতো Development বা তার কাজ হচ্ছে না। এই কারণে Metrorrhagia হতে পারে।

লক্ষণ—1. জরায়ু থেকে ঋতু শোণিত বেশি পরিমাণে নির্গত হয়।

2. প্রতিমাসে একাধিকবার বেশি রক্তপাত হবার জন্য, রোগিণী দুর্বল, রক্তশূন্য হয়ে পড়ে।

3. মাঝে মাঝে মাথাঘোরা, মাথাব্যথা হতে থাকে।

4. রোগিণী কখনো কৃশ হয়—কখনো বা বেশি স্থূল হতে পারে।

5. পেটের নানা গোলমাল দেখা দিতে পারে এর সঙ্গে সঙ্গে।

6. রক্তচাপ কমে যেতে পারে।

7. কখনো পা ফোলে এবং শরীর ফ্যাকাশে হয়।

8. কখনো উদরাময় হয়, কখনো বা কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্ল প্রভৃতি হতে দেখা যায়।

9. কখনো গনোরিয়াদি থাকলে তার লক্ষণ দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

কি কারণে এটি হচ্ছে, তা সব সময় বের করা কর্তব্য। এর জন্য রোগিণীর ইতিহাস জানা অত্যাবশ্যক। জরায়ুর কারণে, হর্মোনের কারণে বা ফুলের টুকরো আটকে থাকা, আঘাত লাগা বা গনোরিয়াদি রোগের ইতিহাস পাওয়া যাবে। সেই অনুযায়ী চিকিৎসার সুবিধা হয়।

জটিল উপসর্গ

1. প্রেসার খুব কমে গেলে তার জন্য মাথা ঘোরা, অজ্ঞানও হতে পারে রোগীণী॥

2. কখনো বা Brain Fag হতে পারে এবং জীবনের আশংকা দেখা দিতে পারে।

3. কখনো বুক ধড়ফড় করা, কাজে অনিচ্ছা, প্রবল বিরক্তি, এমন কি হার্টফেল পর্যন্ত হতে পারে দীর্ঘদিন রোগে ভুগলে।

চিকিৎসা

বেদনার সঙ্গে উজ্জ্বল পরিমাণ রক্তস্রাব—স্যাবাইনা ৩x। বেদনাহীন কৃষ্ণবর্ণ রক্তস্রাবে—হ্যামামেলিস ৩x।

আঘাত জনিত রোগে আর্ণিকা—৩x। রক্তস্রাবে বা প্রসবান্তিক স্রাবে—সিকেলি ৩। অতিরিক্ত টকটকে লাল রং, তলপেটে বেদনা—ফিকাস-রিলিজিওসা ১x।

কৃষ্ণবর্ণ ডেলা ডেলা রক্ত ভাঙ্গা সহ প্রচণ্ড বেদনায়—ক্যামো ১২।

রজঃ নিবৃত্তি হওয়ার পরও দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচুর পরিমাণ রক্তস্রাব হতে থাকলে—

থ্ল্যাস্পি বার্সা প্যাষ্টোরিস—৩, ৩x, । পুরাতন পীড়ায়—সালফার ৩০। ক্যালকে কার্ব ৩০ বা সিপিয়া ৩০।

আর্জেন্ট-নাইট্রিক ৬, হায়োসায়ামাস ৩, ল্যাকেসিস ৬, অতিরজঃ ও বাধক ইত্যাদি।

ব্যথা খুব বেশি থাকলে সিমিসিফিউগা ৩x বা ম্যাগ মিউর ৬, ৩০।

জরায়ু ঝুলে আসছে ভাবে মিউরেক্স পারপিউরিয়া ৬ এবং পুরোনো রোগে অরাম্ মেট্ ৬।

পচন ভাব থাকলে ক্রিয়োজোট ৬ বা আর্সেনিক ৬ বা সিকেলি ৩, ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. হালকা ও পুষ্টিকর খাদ্য রোগিণীকে খেতে দিতে হবে নিয়মিত ভাবে।
2. বেশি রক্তপাত হতে থাকলে পেটে বরফ ঠাণ্ডা জল দিলে তাতে উপকার হয়।
3. রোগীর উদরাময় বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকলে তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা করা কর্তব্য।
4. সব সময় স্বাস্থ্যবিধি পালনের দিকে নজর রাখা কর্তব্য—অনিয়ম প্রভৃতি বর্জনীয়।

এপিমেনোরিয়া (Epimenorrhoea)

কারণ—একটি ঋতু শুরু হবার পর, দীর্ঘ সময় বা অতিরিক্ত সময় ধরে চলার নাম এপিমেনোরিয়া। এই রোগ অনেক সময় অন্য রোগের সঙ্গে নির্ণয়ে ভুল হয়। এপিমেনোরিয়া ও মেনোরেজিয়া এক বলে মনে হতে পারে—কিন্তু দুটির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। মেনোরেজিয়াতে রক্তপাত বেশি হয়—কিন্তু এপিমেনোরিয়াতে রক্তপাত স্বাভাবিক হয়—কিন্তু বেশি সময় ধরে ঋতু চলতে থাকে।

1. জরায়ুর Destructive Phase 4-5 দিন ধরে চলে বলে ঐ সময় রক্তপাত হয়। কিন্তু হর্মোনের ক্রিয়ার গোলমাল ঐ সময় বৃদ্ধি পেয়ে 7-8 দিন বা 8-10 দিন বা তারও বেশিদিন ধরে চলতে থাকে।

2. ওভারীর নিঃসৃত হর্মোন দুটি ঠিক সময় মত চক্রবৎ কাজ করে না। যদি ইস্ট্রোন নিঃসরণ কম হয় বা কম সময় ধরে হয়, তাহলে তার ফলে কাজ খুব ধীরে ধীরে চলে। এই কারণে তখন Destructive Phase এর সময় বৃদ্ধি পায়। তার ফলে 7 8 দিন কিম্বা 10-12 দিন ধরে ঋতু চলতে থাকে। অতি ধীরে ধীরে ফোটা ফোটা করে স্রাব হতে হতে ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

3. অনেক সময় মেনোরেজিয়ার মতো এতেও Blood pressure বৃদ্ধির ইতিহাস থাকে। তার ফলে ধীরে ধীরে জরায়ুর প্রেসার কমে এবং ঋতু বেশি দিন ধরে চলতে থাকে।

4. অনেক সময় জরায়ুতে Infection হবার জন্যেও বেশি সময় ধরে ঋতু হতে থাকে। প্রথমে তা ধীরে ধীরে শুরু হয়—তারপর তা ধীরে ধীরে কমে এবং তার ফলে বেশি সময় ধরে চলে।

মনিলিয়াল, ট্রাইকোমোনা, সিফিলিস্, গনোরিয়া প্রভৃতি রোগের Infection থাকা সম্ভব।

5. ডিম্বাশয়ের Hypertrophy-এর কারণেও অনেক সময় এটি হয়।

6. জরায়ুর দুর্বলতার জন্য তার কাজ ঠিকমতো ভাবে হয় না এবং এই কারণে এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ —1. ঋতু ঠিক সময় মতো প্রায়ই ক্ষেত্রেই শুরু হয়ে থাকে। তবে তা সাধারণতঃ অল্প অল্প পরিমাণে বেশি দিন ধরে হতে থাকে। তার ফলে 8—10 দিন এমন কি 10—12 দিন পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়।

2. বেশিদিন ধরে ঋতু চলার জন্য ঋতুর মাঝে বিশ্রামের সময় খুব কম হয়ে যায়। ঋতু বন্ধ খুব কম সময় মাত্র থাকে এদের ক্ষেত্রে।

3. বেশি সময় ধরে রক্তপাত হবার জন্য রক্তপাতের মোট পরিমাণ বেশি হয়। তার জন্য রোগিণীর রক্তশূন্যতা, দুর্বলতা প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়।

4. চেহারা ফ্যাকাশে হয়, হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়, নাড়ী দুর্বল, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, অল্প কাজ করে হাঁপিয়ে ওঠে এবং ভারী কাজ করতে পারে না।

5. মেজাজ খিটখিটে হয় ও তার ফলে গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দিতে পারে না।

6. অনেক সময় মানসিক অবসাদ আসে। অনেক সময় মানসিক ব্যর্থতা বা হতাশার ভাব তার মনে বাসা বাঁধে।

7. পেটে আঘাত বা চাপ সহ্য করতে পারে না, কাজ কর্মে বিরক্ত বোধ জন্মায়।

8. কখনো কখনো হজমের গোলমাল, উদরাময়, কখনো বা কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

9. কখনো কখনো বদহজম থেকে অম্ল হয়।

জটিল উপসর্গ

মেনোরেজিয়ার মতো এই ধরনের জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। লো প্রেসার, দুর্বলতা, রক্তহীনতা, পা ফোলা, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান, ব্রেণফ্যাগ প্রভৃতি হতে পারে।

চিকিৎসা

জরায়ুতে জ্বালা, চুলকানি ও বেদনার ভাব থাকলে দিতে হবে ক্যালকেরিয়া কার্ব (দুধের মত স্রাব)।

রক্তস্রাব দীর্ঘ দিন স্থায়ী এবং তার সঙ্গে যদি জরায়ু ঝুলে পড়া ভাব, হেলোনিয়াস মাদার পাঁচ ফোঁটা করে দু-তিন বার।

রক্তের মত লাল স্রাব, ব্যথা—ডান থেকে বাঁ দিকে বিস্তৃত হয়—লাইকোপোডিয়াম ৩০, ২০০।

সকালে ঘুম থেকে উঠে স্রাব বৃদ্ধি—কার্বোভেজ ৬।

জরায়ু নেমে আসা ভাব—পিঠ, কোমরে প্রবল ব্যথা, হাঁটতে কষ্ট—ইস্কিউলাস ৬, ৩০।

ক্রিমিজনিত কারণে রক্তস্রাব দীর্ঘস্থায়ী হলে, সিনা ৩০, ২০০।

পচন ভাব থাকলে—ক্রিয়োজোট ৬ বা আর্সেনিক ৬ উপকার দেয়।

বায়োকেমিক ক্যালকেরিয়া ফস 3x, 30x, বহু সন্তানবতীদের অনেক ভাল ফল দেয়।

পুঁজমর স্রাব থাকলে, ক্যালি ফস্ 3x—30x উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাল্কা হলুদ রঙের স্রাব হলে ফেরাম রিজ্যাক্টম্ 12x, 30x ভাল ফল দেয়। এর সঙ্গে হিস্টিরিয়া ভাব থাকবে বা স্নায়ুর দুর্বলতায় ভেলেরিয়ানা—মাদার।

বেদনা, রক্ত উজ্জ্বল ভাব ও দীর্ঘদিন চলতে থাকা—স্যাবাইনা 3x, ৩০।

বেদনাহীন কাল্চে স্রাব—হ্যামামেলিস্ 3x।

টাট্কা লাল রক্ত, প্রসব ব্যথার মতো ব্যথা—ফিকাস রিলিজিওসা 1x।

এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো থ্ল্যাস্পি বার্সা প্যাষ্টোরিস মাদার—3x উপকারী। ৩ ফোঁটা করে জলসহ রোজ ৩ বার খেতে হবে—কয়েকদিন।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. বেশি রক্তপাত হতে থাকলে পা উঁচু দিকে করে শোয়ানো ও পেটে ঠাণ্ডা প্রয়োগ উপকারী।
2. স্বাস্থ্য বিধি পালন করতে হবে। অনিয়ম, নেশাসেবন বন্ধ রাখা কর্তব্য।
3. হাল্কা পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত ভাবে খেতে দিতে হবে।

হিস্টিরিয়া

কারণ—হিস্টিরিয়া বা মাঝে মাঝে হঠাৎ মূর্চ্ছা অনেক নারীর হতে দেখা যায়। অনেক সময় দেখা যায় যৌন ক্ষুধার অতৃপ্তি এর কারণ হয়ে থাকে। তাই তার জন্য চিকিৎসা একান্ত প্রয়োজন।

পুরুষের প্রতি সুপ্ত আকর্ষণ এবং তা তৃপ্ত না হবার জন্য এটি হলে, একে যৌন ব্যাধি পর্যায়ে ফেলা যায়।

তাছাড়া দীর্ঘদিন রোগে ভোগা, অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা, বেশি রক্তপাত প্রভৃতি কারণও থাকে অনেক সময়।

এর প্রধান কারণ হলো—

1 যৌন অতৃপ্তি বা যৌন তৃপ্তির অভাব।

2. একাধিক পুরুষে আসক্তি বা তাদের অপ্রাপ্তির জন্য মনে দুঃখ ইত্যাদি।

3. মানসিক আঘাত, শোক, দুঃখ, চিন্তা প্রভৃতি।

4. রক্তশূন্যতা, অপুষ্টি।

5. লো ব্লাড্ প্রেসার।

6 দীর্ঘদিন নানা রোগে ভোগা।

7. বেশি রক্তপাত, মেনোরেজিয়া প্রভৃতি কারণ হতে পারে।

লক্ষণ—1. রোগিণী কাজ করতে করতে হঠাৎ কাজ কর্ম বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকে। তার মাথা ঘুরতে থাকে। তারপর হঠাৎ ফিট হয়ে যায়।

2. রোগিণীর জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পায় না। অজ্ঞান হলেও সে কথাবার্তা শুনতে বা অনুভব করতে পারে।

3. দাঁত কপাটি লেগে যায় ও চোয়াল সংবন্ধ হয়ে যেতে পারে।

4 অনেক সময় রোগিণী হাত পা ছুঁড়তে থাকে।

5. নাড়ির স্পন্দন দ্রুত হয়ে থাকে এবং তার জন্য কষ্ট অনুভব করে।

6. শ্বাস-প্রশ্বাস জোরে পড়তে থাকে। অনেক সময় জোরে শ্বাস নিতে নিতে রোগিণী হঠাৎ খিঁচিয়ে ওঠে (Convulsion)।

7. কখনো বা রোগিণী পূর্ণ অজ্ঞান হতে পারে। কিন্তু সেটা হিস্টিরিয়া না হয়ে অজ্ঞানতা বা Syncope এর পর্যায়ে পড়ে।

8. রোগিণীর ঋতুস্রাব প্রায় ক্ষেত্রেই বেশি হয় যৌনতার জন্য অর্থাৎ তার মেনোরেজিয়া থাকে।

9. প্রেসার কম থাকলে, তার জন্য রোগিণীর আচ্ছন্ন ভাব হয় এবং সহজে তা কাটতে চায় না।

চিকিৎসা

মূর্চ্ছার সময়—ক্যাম্ফার বা মস্কাস θ, অথবা স্মেলিং সল্ট নাকের নিকট ধরলে বা মস্কাস ৩ খেলে রোগীর শীঘ্র শীঘ্র জ্ঞানলাভ হয়।

সব সময় বিষন্ন, দাম্ভিক সকলকেই ছোট বা হেয় জ্ঞান, অস্থিরতা এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী অতিরিক্ত পরিমাণে রক্তস্রাব, অথবা সম্পূর্ণ রজঃ রোধ হয়ে গর্ভাশয়ে রক্ত সঞ্চয়জনিত হিস্টিরিয়া—প্ল্যাটিনা ৬ বা ৩০ ব্যবস্থা।

যে সব স্ত্রীরা শোক দুঃখাদি সকলের নিকট প্রকাশ করে, যাদের সম্ভোগ অত্যন্ত প্রবল (কামোন্মাদ) তাদের পক্ষে প্ল্যাটিনা বিশেষ উপযোগী। পেট থেকে গলা পর্যন্ত একটা গোলার মতো পদার্থ উঠছে, এইরকম অনুভব, সেই সঙ্গে শ্বাসরোধ, ঢোক গিলতে অসমর্থ, আক্ষেপ বা খেঁচুনি, মাথার উপরে উত্তপ্ত, ছলছল চোখ, এইসব লক্ষণে ইগ্নেসিয়া ৬ বা ৩০ উপযোগী। গলায় বা তলপেটে বেদনা, বেশি পরিমাণে রক্তস্রাব, স্বরভঙ্গ, বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণে—কষ্টিকাম ৬ প্রযোজ্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সব সময় রোগিণীকে হাসিখুশি এবং আনন্দময় একটা পরিবেশের মধ্যে রাখতে হবে।

2. যাতে তার মনে শোক, দুঃখ, কষ্ট প্রভৃতি না জাগে, তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

3. শরীরের সুস্থতা ও সবলতার জন্য প্রোটিনযুক্ত খাদ্য খেতে দিতে হবে। যেমন ডিম, ছানা, মাছ, মাংস, সয়াবিন প্রভৃতি, সঙ্গে সঙ্গে হজমের ঔষধ দিতে হবে।

4. দুশ্চিন্তা বা জটিল বিষয়ে মনোযোগ থেকে রোগিণীকে বিরত রাখতে হবে।

5. রোজ দু বেলা ফাঁকা বাতাসে বেড়ানো উপকারী।

6. মন প্রফুল্ল রাখার জন্য আনন্দপূর্ণ বই পড়া বা ভাল সঙ্গ উপকারী।

7. স্বাস্থ্য বিধি ঠিকমতো পালন করা কর্তব্য।

গর্ভপাত (Abortion)

নারীর গর্ভসঞ্চারের পর ভ্রূণটি জরায়ুতে 280 দিন অর্থাৎ 9 মাস 10 দিন ধরে গঠিত হয় এবং তারপর শিশুর জন্ম হয়ে থাকে।

কিন্তু ঠিক পূর্ণভাবে ভ্রূণ গঠিত না হয়ে, তার আগেই যদি তা গর্ভ থেকে নির্গত হয়ে যায়, অর্থাৎ তা মারা যায়, তাকে বলে গর্ভপাত।

গর্ভপাত দুই ধরনের হয়—

1. আপনা থেকেই গর্ভপাত।

2. জোর করে গর্ভপাত ঘটানো।

জোর করে গর্ভপাত ঘটানো সাধারণতঃ হয় সন্তান ভীতির জন্য। প্রসূতির দেহ দুর্বল হলে বা অন্য কারণে। যেমন—

1. প্রসূতির দেহ দুর্বল হলে সন্তান ধারণ করলে তার জীবন বিপন্ন হবে।

2. প্রসূতির অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা ও তার জন্য তার জীবন বিপন্ন হবার আশংকা।

3. প্রসূতির হার্টের রোগ ও হার্টফেল হবার ভয়।

4. প্রসূতির Eclampsia রোগ থাকে।

5. প্রসূতির পাগলামি বা মানসিক রোগ থাকা।

6. প্রসূতির বিভিন্ন ভেনারেল রোগ থাকা।

7 অতিরিক্ত সন্তান না চাওয়া।

এটি হয়ে থাকে নানা কারণে। তারমধ্যে প্রধান কতকগুলি কারণ বলা হচ্ছে—

1. জননতন্ত্রাদির ত্রুটি এবং জননতন্ত্র সন্তানটিকে পূর্ণভাবে দেহে ধারণ করতে পারে না।

2. হর্মোনজনিত ত্রুটি এবং হর্মোনের অভাবের জন্য পূর্ণ সময় অর্থাৎ 280 দিন প্রসূতি সন্তানকে গর্ভে ধারণ করতে পারে না।

3. জরায়ুর গঠন ঠিকমতো না হওয়া।

4. দেহের রক্তশূন্যতা ও পূর্ণ সময় ধারণে অক্ষমতা।

5. অপুষ্টি জনিত কারণে সন্তান ধারণে অক্ষমতা।

6. Eclampsia রোগ ও তার জন্য সন্তান ধারণ করার অক্ষমতা।

7. গনোরিয়া প্রভৃতি রোগ থাকা।

চিকিৎসা

গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস গর্ভস্রাব আশঙ্কায় (বেদনা বোধ বা বেদনা প্রকাশ পাওয়া মাত্র) স্যাবাইনা ৩x।

গর্ভাবস্থায় চতুর্থ বা পরবর্তী মাসে গর্ভপাতের আশংকায়। অর্থাৎ বেদনাবোধ বা রক্ত দেখা দিলেই—সিকেলি ৩।

পড়ে যাওয়া, ভারী জিনিস তোলা কিংবা আঘাতাদি কারণে গর্ভপাত হলে তার জন্য—আর্ণিকা মণ্ট ৩ থেকে ৩০।

ক্রোধ, মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতিতে এবং প্রবল ব্যথার ভাব থাকলে—ক্যামোমিলা ৬, ৩০।

থামচান বা শূলবেদনা লক্ষণে—ভাইবার্ণম ওপি ৩x।

গর্ভপাত হবার পর চিকিৎসা—

গর্ভপাতের পর যাতে গর্ভ থেকে ভ্রূণ ও ফুল ও জল নিঃশেষে বের হয়। উপযুক্ত ধাত্রী দ্বারা ব্যবস্থা করা উচিত। এ বিষয়ে প্রয়োজনে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

তা নাহলে সেপটিক বা সূতিকা হয়ে প্রসূতির প্রাণ পর্যন্ত বিনষ্ট হতে পারে। ফুল পড়তে বিলম্ব হতে পারে। প্রচুর রক্ত বের হলে ও অত্যধিক দূর্বল হলে চায়না ৩ দিতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. স্বাস্থ্যকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস উপকারী।

2. সমুদ্রতীরে বা পার্বত্য অঞ্চলে 2-4 মাস চেঞ্জে থাকলে উপকার হয়।

3. মানসিক কষ্ট থাকলে তা দূর করা কর্তব্য।

4. দৈহিক ও মানসিক প্রফুল্লতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখা কর্তব্য।

হঠাৎ গর্ভপাতের আশংকা দেখা দিলে —1. রোগীকে পা একটু উপরের দিকে ও মাথা একটু নিচের দিকে Slanting ভাবে শোয়ানো ভালো।

2. যদি দেখা যায় গর্ভপাত অবশ্যম্ভাবী—তা হলে ভাল চিকিৎসককে দিয়ে ভালভাবে গর্ভপাত করিয়ে নিতে হবে। Dilate ও কিউরেট করতে হবে প্রয়োজন হলে। যেন Incomplete না হয়, তা দেখতে হবে।

এ ছাড়া রোগিণীর স্বাস্থ্যবিধি পালন, পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ প্রভৃতি একান্তভাবে প্রয়োজন।

গোপন ঋতু স্রাব (Cryptomenorrhoea)

অনেক সময় রোগীর ঋতুস্রাব হয়—কিন্তু তা এত গোপনে হয় যে তা ঠিক করা যায় না। তার নাম দেওয়া হয়েছে Crypt. menorrhoea রোগ।

কারণ —1. জন্মগত কারণ —অনেক সময় নানা রকম Membrane দ্বারা জরায়ু ও যোনি মুখ আবৃত থাকার জন্য ঋতু ঠিক দেখা যায় না। তখন তা এই রোগ বলে মনে করা হয়। নানা রকমে এটি হতে পারে—।

(a) সতীচ্ছদ একেবারে ছিদ্রশূন্য হওয়া। তার ফলে ঠিক মতো ঋতুস্রাব বের হতে পারে না।

(b) একটি মেমব্রেণ থাকে যোনির ভেতরে সতীচ্ছদ বা Hymen-এর উপরে অনেক সময়।

(c) একটি মেমব্রেণ জরায়ু মুখকে আটকে রাখে।

2. দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, অপুষ্টি প্রভৃতির জন্য ঠিকমতো রজঃস্রাব হয় না। সামান্য হয়, যা বোঝা যায় না।

3. নানা রকম অপারেশন, বা আঘাতের জন্য জরায়ু মুখ আটকে যায়। তার ফলে ঋতু বাইরে বের হয় না।

লক্ষণ —রক্ত ভেতরে জমা হতে পারে এবং তার জন্য নানা রকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তার ফলে ঋতুস্রাব বাইরে বের হয় না।

কখনো দেখা যায় রোগিণী একটি তরুণী বালিকা (15—18 বছর বয়স) এবং তার সব রকম সেকেণ্ডারী যৌন চরিত্র বর্ধিত হয়েছে ঠিকমতো—কিন্তু তার ঋতু হচ্ছে না।

রোগিণীর Complain হবে ঠিকমতো প্রসাবের চেয়ে বেশি প্রস্রাব হচ্ছে, মাঝে মাঝে ঋতুস্রাব ঠিকমতো হচ্ছে না বা একেবারেই হচ্ছে না— দু এক ফোঁটা মাত্র হচ্ছে।

কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পায়খানা ত্যাগে ব্যথা হচ্ছে।

কখনো সামান্য জ্বর আসতে পারে।

যোনিদ্বার পরীক্ষা করলে বা জরায়ু পরীক্ষা করলে রোগ নির্ণয় ঠিক করা যায়। একটি নীলাভ মেমব্রেণ দেখা যাবে সতীচ্ছদ রূপে, পূর্ণ আকৃতির – ছিদ্র নাই। অর্থাৎ P. V. (Per Vagina) পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, তার ভেতরে অথবা জরায়ু মুখে মেমব্রেণ বর্তমান।

চিকিৎসা

এটি একটি সাধারণ রোগ নয়। এটি জরায়ুর জন্মগত গঠনের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্কযুক্ত বলা যায়।

যদি সতীচ্ছদে একেবারে ছিদ্র না থাকে তা হলে চিকিৎসক সার্জন দ্বারা অনেক সময় সামান্য অপারেশন করা প্রয়োজন হতে পারে।

কিন্তু সতীচ্ছদে ছিদ্র সামান্য থাকে কিন্তু অন্য নানা কারণে ঋতুস্রাব অতি কম হয় বা এত কম হয় যে তা বোঝা যায় না। তার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করতেই হবে।

পাল্সেটিলা ৬, ৩০ এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এতে ঋতুস্রাব অনেকটা পরিষ্কার হতে পারে।

যদি অতিরিক্ত দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতার জন্য এই রোগ হয় তা হলে দিতে হবে চায়না ৩, ৬। অন্য ঔষধ হলো ফেরাম ফস 3x, 6x এবং ক্যালকেরিয়া ফস্ 3x, 6x একত্রে রোজ দুই—চার বার।

জন্মগতভাবে ঋতু কম হয় এবং সেই সঙ্গে ব্যথা থাকলে, তা হলে দিতে হবে বোরাক্স ৬, কোনিয়াম ৬, হ্যামামেলিস্ ৬, থুজা মাদার, ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০, লক্ষণ ভেদে।

স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য ঋতুস্রাব কম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার ভাব থাকলে কলোসিন্থ ৬, ক্যামোমিলা ৬, সিমিসিফিউগা ৬, ৩০, কফিয়া ৬, ৩০, সিকেলি ৩, জেলসিমিয়াম ৬, ৩০, হ্যামামেলিস ৬, ৩০ অথবা জ্যান্থক্স ৩, ৬। লক্ষণ দেখে এগুলি দিতে হবে।

ব্যথা বা জরায়ুতে বেদনা মাঝে মাঝে হয়, কখনো থাকে না লক্ষণে ভাইবার্ণাম ওপি, আর্ণিকা, আর্সেনিক, ক্যামোমিলা, ইগ্নেসিয়া, নাক্স বা সালফার।

বন্ধ্যাত্ব (Infertility)

বন্ধ্যাত্ব বলতে বোঝায়, বিয়ের পর সম্পূর্ণ এক বছর কেটে গেলে স্বামী-স্ত্রী দুজনে সন্তানের জন্য উদগ্রীব হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন সন্তান না হওয়া।

আবার অনেকে বলেন যে, যদি নারীর সন্তান ধারণ একেবারে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলে তা বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ। কিন্তু যদি চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহায্যে নারী সন্তান লাভ করতে পারে তা হলে তা ঠিক প্রকৃত বন্ধ্যাত্ব নয়।

যা থেকে বন্ধ্যাত্বকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. প্রাথমিক বন্ধ্যাত্ব —অর্থাৎ বিয়ের পর থেকে কোনও সন্তান লাভ একেবারে না করা।

2. সাময়িক বন্ধ্যাত্ব—অর্থাৎ বিয়ের পর সন্তান একটি হঠাৎ হয়ে গেলে তারপর চিরদিনের মতো আর সন্তান হলো না। তাদের কিন্তু প্রথম অবস্থায় বন্ধ্যাত্ব না হলেও পরবর্তী কালে ঠিক বন্ধ্যাত্ব বলা যায়।

বিজ্ঞানীরা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, বিয়ের পর বা আগে নারী-পুরুষ মিলিত হলে শতকরা 90টি ক্ষেত্রে সন্তান হয়—10টি ক্ষেত্র হয় না। এটির মধ্যে আবার চিকিৎসাদির পর 10টি অনুর্বর নারীর 6-7টি আরোগ্য করা যায়।

কারণ —বিভিন্ন কারণে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে। তা না হলে সন্তান সৃষ্টি হয় না। যেমন—

1. টেস্টিস্ অবশ্য সুস্থ শুক্রকীট সৃষ্টি করবে।
2. ওভারী অবশ্য সুস্থ Ovum সৃষ্টি করবে।
3. শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর ঠিক মতো মিলন হবে।

উপরের তিনটি Factor-এর কোনও একটির অভাব হলে, ঠিক মতো সন্তান সৃষ্টি হবে না।

এখন দেখতে হবে, ঠিক কি কি কারণের জন্য ঠিকমতো সন্তান সৃষ্টি হয় না।

ফিজিওলজিক্যাল কারণ —কখনো কখনো স্বাভাবিক নিয়মেই নারীর সন্তান ধারণ সম্ভব হয় না। যেমন—

(a) ডিম্বকোষে ডিম্ব উৎপাদনের বয়স না হলে।
(b) নারীর বেশি বয়সে মেনোপজ হয়ে গেলে।
(c) নারী গর্ভবতী থাকলে নতুন সন্তান হবে না।
(d) কখনো কখনো নারীর দুগ্ধ আসার মতো বয়স হলে তার জন্য সাময়িকভাবে নারী সন্তানবতী হয় না।

প্যাথলজিক্যাল কারণ—(a) পুরুষের শুক্রকীটের ক্রোমোজোম ঠিকমতো xy বা xx ভাবে না থাকা—অর্থাৎ সন্তান ধারণের উপযুক্ত ক্রোমোজোম সৃষ্টি না হওয়া।

(b) নানা কারণে ডিম্বকোষে পূর্ণ সন্তান সৃষ্টির মতো ডিম্ব সৃষ্টি না হওয়া।

(c) নানা কারণে (যেমন গনোরিয়াদি জনিত Block) শুক্রকীট ও ডিম্বের মিলন ঠিকমতো না হওয়া।

(d) বিভিন্ন রোগের জন্য ঠিকমতো ভাবে সন্তান সৃষ্টির ক্ষমতা লুপ্ত হওয়া।

পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক ভাবে বন্ধ্যাত্বের কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে।

পুরুষের জন্য

1. ডায়াবেটিস্ রোগ হলে বা তার জন্য যৌন ক্ষমতা কমে গেলে। এটি বেশি বয়সে হয়।

2. এন্ডোক্রিন গ্রন্থির জন্য—থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ কম হলে, পিটুইটারীর কাজ কম হলে, এবং পুরুষ বেশি মোটা বা ফ্যাটি হয়ে গেলে এই অবস্থা হতে পারে। এটি ভালভাবে চিকিৎসককে লক্ষ্য করতে হবে।

3. **মানসিক অবস্থা** —পুরুষের সঙ্গে নারীর মনের মিল না হওয়া, নারীর যৌন জীবনে বীতরাগ সৃষ্টি হওয়া, অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ ছিল কিন্তু তাকে বিবাহ করতে পারেনি বলে মনে দুঃখ থাকা ইত্যাদি। এর Rate খুব কম। যৌন মিলন না করলে অবশ্য সন্তান না হতে পারে। তবে বিরক্তি সহকারেও মিলন করলে সন্তান হবার সম্ভাবনা পূর্ণ থাকে।

4. জেনিট্যাল কারণ—এটি নানা প্রকার হতে পারে—

(a) টেস্টিস ঠিক মত গঠিত না হওয়া।

(b) দীর্ঘদিন কালাজ্বর, ম্যালেরিয়াতে ভোগা, টাইফয়েড, বসন্ত রোগ প্রভৃতিতে ভোগা।

(c) দিনরাত গরমে কাজ করার জন্য হতে পারে।

(d) যৌনাঙ্গের রোগ—গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি।

(e) জন্মগতভাবে বীর্যে শুক্রকীট না থাকা।

(f) একশিরা, হাইড্রোসিল, ফাইলেরিয়া প্রভৃতিতে ভোগা।

(g) যৌন মিলনের ভুল প্রথা বা ঠিকমতো বীর্য যোনিতে প্রবিষ্ট না হওয়া, এটি খুব কম হয়।

নারীর অক্ষমতার জন্য বা ভুলের জন্য

1 নারীর অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা, দৈহিক অপুষ্টি, প্রভৃতির জন্য সন্তান ধারণে অক্ষমতা আসা স্বাভাবিক।

2. হর্মোন জনিত বাধা—পুরুষের মতো নারীরও হর্মোনের অভাব, অতিরিক্ত দেহ মোটা, ঋতু না হওয়া, বাধক প্রভৃতি।

3. মানসিক কারণ —আঘাত, শোক, পুরুষের প্রতি বিরক্তি, সন্তান ভীতি প্রভৃতি।

4. **জেনিট্যাল কারণ** —পেলভিসে বিভিন্ন অরগ্যান পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কেন এটি হচ্ছে। তা হলেই জেনিট্যাল কারণ কি হতে পারে, তা বোঝা যাবে। বিভিন্ন কারণে তা হতে পারে—

(a) যোনির মধ্যে —যোনির জন্মগত অপরিণতি, যোনি ক্রিয়াশীল না থাকা প্রভৃতি।

(b) সারভিক্সের জন্য —সারভিক্স ঠিকমতো থাকে না বা রোগগ্রস্ত থাকে। কিম্বা এটি উচ্চে থাকে ও তার জন্য যৌন-ক্রিয়াতে ব্যাঘাত ঘটে।

(c) জরায়ুগত কারণ —জরায়ুর কাজের গোলমাল, তার গঠন ঠিক মতো না হওয়া। তার সন্তান ধারণে অক্ষমতা থাকা। তার সঙ্গে যোনিনালীর সম্পর্ক না থাকা।

(d) ডিম্বনালীর জন্য —নালীতে Obstruction তার জন্য বাধা প্রভৃতি।

(e) গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগ।

(f) Appendicitis, Ascietes প্রভৃতি রোগে।

(g) ওভারীর কাজ ঠিক না হওয়া। Oophritis রোগ। ওভারীর টিউমার।

বন্ধ্যাত্বের চার্ট

পুরুষদের জন্য—শতকরা 25 ভাগ।

নারীর জন্য—

1. Vagina এর জন্য শতকরা 5 ভাগ।
2. Cervix-এর জন্য শতকরা 20 ভাগ।
3. জরায়ু-এর জন্য শতকরা 15 ভাগ।
4. ডিম্বনালীর জন্য শতকরা 10 ভাগ।
5. ডিম্বকোষের জন্য শতকরা 5 ভাগ।
6. হর্মোনের জন্য শতকরা 1 ভাগ।
7. বিভিন্ন রোগের জন্য শতকরা 65 ভাগ।
8. অজানা কারণে শতকরা 3½ ভাগ।

এই সব নানা কারণে বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে।

বন্ধ্যাত্বের পর্যবেক্ষণ বা রোগ নির্ণয়

বন্ধ্যাত্বের কারণ এখন পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তা একটি জটিল ও দুরূহ বিষয়। কখনো বা দেখা যায়, প্রাথমিক অবস্থার থেকেই বন্ধ্যাত্ব। এখন দেখতে হবে সেটি কি কারণে হচ্ছে।

কখনো প্রাথমিক অবস্থা থেকেই এটি হয়। কখনো বা দু একটি সন্তান জন্ম নেয়—তারপর এটি হয়। এজন্য পরীক্ষা করতে হবে "নাভাবে।

ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা

স্বামীর পরীক্ষা —1. স্বামীকে পরীক্ষা করতে গেলে তার ইতিহাস ভালভাবে নিতে হবে। তার যৌনতন্ত্র ঠিক আছে কিনা তা দেখতে হবে।

2. স্বামীর Cell নিউক্লিয়াসে xy ক্রোমোজোম ঠিকমতো আছে কিনা দেখতে হবে।

3. তার বীর্যে শুক্রকীট আছে কিনা দেখতে হবে।

4. যৌনাঙ্গের সব অঙ্গ দেখতে হবে।

স্ত্রীর ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা —1 বয়স এবং পেশা। যদি বয়স 35-এর বেশি হয় এবং কর্মশীল না হয়, তাহলে বন্ধ্যাত্ব হতে পারে।

2. লিউকোরিয়া, জরায়ু বা যোনির গোলমাল জনিত নানা রোগ থেকে বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে।

3. মাসিক বা ঋতু ঠিক মতো হচ্ছে কিনা এবং তার কখনো Amenorrhoea রোগ ছিল কিনা তা দেখা কর্তব্য।

4. বিবাহের ইতিহাস—বিবাহের তারিখ, বিবাহের প্রতি ইচ্ছা ছিল কিনা।

5. অতীত ইতিহাস

(a) গনোরিয়া, সিফিলিস, ট্রাইকোমোনা প্রভৃতি।

(b) যক্ষ্মা বা টিউবারকিউলোসিস।

(c) এ্যাপেনডিসাইটিস রোগ।

(d) ডায়াবেটিস রোগ।

(e) যোনিতে অপারেশন হয়েছিল কিনা।

(f) ফাইলেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, ডিপথিরিয়া, ম্যালেরিয়াতে দীর্ঘদিন ভোগা, বসন্ত প্রভৃতি হয়েছিল কিনা।

(g) অপুষ্টি ও রক্তশূন্যতা ইত্যাদি।

চিকিৎসা

কোনিয়াম—৩, ৬। বন্ধ্যাত্বের উৎকৃষ্ট ঔষধ (ডিম্বকোষের ক্ষীণতার জন্য বন্ধ্যাত্ব ঘটলে)।

বোরাক্স—৬। তীব্র শ্বেতপ্রদর সংযুক্ত বন্ধ্যাত্ব।

হেলোনিয়াস ৩,৬—সঙ্গমে বীতস্পৃহা বা সঙ্গম শক্তির লোপ, জরায়ুর স্থানচ্যুতি, প্রদর, জরায়ু গ্রীবায় ক্ষত বা প্রচুর রজঃস্রাব, বন্ধ্যাত্ব।

আয়োডিন ৩—(স্তনের দুর্বলতার লক্ষণে) সিপিয়া ৩০, ফসফরাস ৩, অরাম ৩০, নেট্রাম মিউর ৩০, প্রভৃতি ঔষধ কখনও কখনও দরকার হতে পারে।

যদি পুরুষের দোষে সন্তানাদি না হয়, তবে পুরুষের পক্ষে কোনিয়াম ৩ বা আয়োডিন ৬ খেলে উপকার হয়। শুক্রের দোষেও সন্তানাদি হয় না অনেক সময়।

অমিতাচার, অতিরিক্ত নেশা সেবন প্রভৃতির জন্য হলে নাক্স ভমিকা ৩, ৬, ৩০ উপকারী।

যোনিতে টিউমার বা অর্বুদ হলে কার্বোভেজ ৩০ উপকারী। কার্বোভেজ ৬, ৩০, আর্সেনিক ৬, ৩০, লাইকো ৩০, ২০০ প্রভৃতিও এই লক্ষণে ভাল কাজ দেয়।

জরায়ু উল্টে যাওয়া (Retroversion)

যদি নানা কারণে জরায়ু তার ঠিকমতো অবস্থানের জায়গায় না থেকে অন্যভাবে অবস্থান করে, তাকে বলা হয় জরায়ুর Retroversion. এটি বেঁকে সামান্য পেছনে যায় বা কখনো অনেক বেশি পেছনে যায়। কখনো Rectum-কে ঠেলে দিয়ে পেছনে যায় এবং তার উপর অবস্থান করে।

তার সঙ্গে সঙ্গে Cervix-এর অবস্থানও স্বাভাবিক না হয়ে অস্বাভাবিক হয়। সামনের ব্লাডারটি বেশি ফুলে ওঠে মূত্র সঞ্চিত অবস্থায়।

বেশি Retroversion হলে প্রচণ্ড চাপ পড়ে Rectum-এর উপর।

এই Retroversion অবশ্য সব সময়ই যে বেশি বয়সে হবে বা কয়েকটি সন্তান জন্মের পর হবে তার কোনও নিয়ম নেই।

কখনো কখনো কুমারী মেয়েদের মধ্যেও এই রোগ দেখা যায়।

তবে তাদের বেলায় জরায়ুর অংশ সাধারণতঃ যোনির মধ্যে ঝুলে পড়ে না বা Prolapse হয় না।

তাদের ক্ষেত্রে হলেও এটি হয় কম পরিমাণে—অর্থাৎ সামান্য পেছনে সরে যায় এটি—বেশি হলেই তখন নানা রকমের কুলক্ষণ দেখা দেয়।

আবার এমনও দেখা গেছে, জন্মের পর থেকেই এটি পেছনের দিকে ঠেলে আছে। তাদের এটির ফলে খুব খারাপ লক্ষণ দেখা না দিতেও পারে।

তবে যদি খুব খারাপ লক্ষণ দেখা দেয়, তাহলে অবশ্য তখন অপারেশন ছাড়া অন্য চিকিৎসার দ্বারা রোগ আরোগ্য করা সম্ভব হয় না।

এখন এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় জরায়ু থাকে সামনের দিকে বেঁকে। তা ঠিক পিউবিসের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে হেলে অবস্থান করে থাকে। এটি স্বভাবিক অবস্থা।

জরায়ুর বিভিন্ন লিগামেন্ট, পেশী প্রভৃতি তাকে নির্দিষ্ট স্থানে আটকে রাখে।

কিন্তু তা যদি না হয় অর্থাৎ জরায়ু যদি তার নিজস্ব স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে সোজা হয়ে থাকে বা পেছনে হেলে যায়, তা হলে তার বিচ্যুতি ঘটে।

স্বাভাবিক কারণে এটি হয় না। একটি বা দুটি প্রসব হবার পর সন্তান ধারণের জন্য জরায়ু খুব বড় হয়। তারপর আবার তা ছোট হয়। এই যে কম বেশি আকৃতি তার হয়—এজন্য তা অনেক ঢিলা হয়ে যায়।

জরায়ুর সঙ্গে তার পেশী, লিগামেন্ট প্রভৃতি প্রায়ই বিরাট বৃদ্ধি পায়—পরে ছোট হওয়া প্রভৃতি কারণে ঢিলা হয়ে যায়। এই অবস্থায় যদি কোনও কারণে চাপ পড়ে বা ধাক্কা লাগে বা কোন কারণে ব্লাডার, খাদ্যনালী প্রভৃতি ভেতরের যন্ত্রগুলি থেকে চাপ পড়ে তাহলে তা কিছুটা পেছনে চলে যেতে বাধ্য হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায়, বাচ্চা না হওয়া সত্ত্বেও শতকরা 9 থেকে 11 ভাগ মেয়েদের জরায়ু একটু পেছনে বেঁকে থাকে। কিন্তু যাদের বাচ্চা হয়ে গেছে দেখা যায় তাদের মধ্যে শতকরা 20 থেকে 30 ভাগ মেয়েদের জরায়ুর Retroversion হয়েছে। এটি একটি অতি সাধারণ ঘটনা।

যদি এর ফলে কোনও কষ্ট ইত্যাদি না হয়, তাহলে এটা ধরাই পড়ে না, কিন্তু যদি কোনও কারণে এই বিষয় নিয়ে কষ্ট ভোগ করতে হয়, তখন এটা প্রকাশ পায়। তার ফলে চিকিৎসককে দেখানো বা এক্স-রে করা হয়। তখন জানা যায় যে, ঐ মহিলার রেট্রোভারশন হয়েছে।

শতকরা 5 থেকে 20 ভাগ কেস তাই ধরা পড়ে, বাকিরা ঐ অবস্থা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়।

পরে যখন Menopause হয়ে যায়, জরায়ু শীর্ণ হয়ে যায়—তখন এ নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন জাগে না তাদের মনে, বিভিন্ন পরিমাণে এটা হয়।

1. স্বাভাবিক জরায়ুর অবস্থা।
2. প্রথম ডিগ্রীর বা সামান্য রেট্রোভারশন।
3. দ্বিতীয় ডিগ্রীর বা বেশি রেট্রোভারশন।
4. তৃতীয় ডিগ্রী হলে একেবারে পাউচ অব ডগলাস বা রেক্টো-ইউটেরাইন পাউচের উপর ঝুলে অবস্থান করে থাকে। তার ফলে এটি থেকে নানা কষ্ট হতে থাকে। তখন এটি ধরা পড়ে।

কারণ—1 জন্মগত—কারও কারও ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভ্রূণ অবস্থায় জরায়ু গঠনের সময় থেকেই এটি শুরু হয়। তার ফলে জরায়ু গঠিত হয় ঠিক রেট্রোভারশন অবস্থায়। এদের জরায়ু অবশ্য প্রায়ই প্রথম ডিগ্রির অবস্থায় পড়ে এবং তা ধরা পড়ে না।

মাঝে মাঝে জন্মগতভাবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ডিগ্রীর রেট্রোভারশন যে না হয়, তা নয়। তখন বিবাহের পর তাদের কষ্ট অনুভব হলে তা ধরা পড়ে।

2. পরবর্তীকালে (Acquired)—(a) প্রসবের সময় চাপের জন্য এটি হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে—এদের জরায়ু প্রথম ও দ্বিতীয় এই অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

(b) জরায়ুর Prolapse হলে বা যোনি পথে জরায়ু নিচে নেমে এলে তার জন্যও এটি হয়। সব সময় Prolapse হলে তার অবশ্যই রেট্রোভারশন হতে বাধ্য।

(c) জরায়ুর প্রদাহ হলে এটি হয়।

(d) জরায়ুর টিউমার হলে, তার ফলে এটি হয়।

তবে একটি কথা হলো দ্বিতীয় অবস্থাটির মধ্যে প্রসবের সময় চাপের জন্য Prolapse হয় শতকরা 60 ভাগ ক্ষেত্রে, কি আরও বেশি ক্ষেত্রে।

ক্লিনিক্যাল বিভাগ

ক্লিনিক্যাল ভাবে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। তা হলো—

1. Mobile বা জরায়ু নড়াচড়া করে।
2. Fixed বা স্থির থাকে।
3. Complicated বা জটিল এদের Prolapse হয় ও নানা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। কখনও বা এর সঙ্গে টিউমার, ক্যানসার প্রভৃতি থাকে।

লক্ষণ —1. পিঠে বাথা এর একটি প্রধান লক্ষণ।

2. মাসিকের গোলমাল হতে থাকে।
3. লিউকোরিয়া বা শ্বেত প্রদর থাকে বেশির ভাগ সময়।
4. কখনো বা Prolapse দেখা দেয়।
5. উর্বরতা নষ্ট হতে পারে এবং তার সন্তান ধারণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

মানসিক কারণ —নারীরা যখন শোনে যে তাদের জরায়ু উল্টে গেছে, তারা অত্যন্ত ভীত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার ফলে মানসিক কারণে বেশি রক্তপাত, শ্বেতস্রাব প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়।

পরীক্ষায় যা দেখা যায়

বাইম্যানুয়্যাল ভাবে জরায়ু পরীক্ষা করলে যা যা দেখা যাবে, তা বলা হচ্ছে। তা হলো—

1. সারভিক্স সামনের দিকে ঝুঁকে, তা থেকে পিছনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে থাকে।
2. কতটা পেছনে সরে গেছে তা পরীক্ষা করলে বুঝতে পারা যায়।
3. কখনো এটি স্থির বা Fixed হয়, কখনো বা একটু সামনে পেছনে নড়াচড়া করে তাও বোঝা যায়।
4. কখনো বা Prolapse হয় তা ঠিক করে বুঝতে পারা যায়।
5. জরায়ুতে টিউমার প্রভৃতি হলে তা আকারে বৃদ্ধি পায়।

রোগ নির্ণয় (Diagnosis)

1. Rectum দিয়ে Bimanual পরীক্ষা করলে তার সামনের শক্ত Mass অনুভূত হয়।
2. জরায়ুর পেছন দিকে Fibroid বোঝা যায়।
3. ডগলাস পাউচে ডিম্বকোষ অনুভব করা যেতে পারে।
4. Prolapse থাকলেই, এটি আছে বলে ধরে নিতে হয়।

চিকিৎসা

সবচেয়ে আগে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সত্যি জরায়ুর স্থানচ্যুতি কিছুটা হয়েছে কিনা।

এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ-ঔষধ হলো সিপিয়া ৬, ৩০ বা ২০০।

অরাম মিউর ন্যাট 3x অন্য একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। প্রতিদিন দুই মাত্রা করে সাতদিন দিলে খুব ভাল হয়।

বায়োকমিক মতে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ ১২x একটি খুব ভাল ঔষধ।

অন্যান্য উপকারী ঔষধ হলো বেলেডোনা ৩০, সিমিসিফিউগা ১x, ফেরাম আয়োড্‌ 3x, সিকেলি কর ৬, কষ্টিকাম্‌ ৩০, স্ট্যানাম্‌ ৬, ফ্রাক্সিনাস্‌ মাদার।

যদি এই সঙ্গে শ্বেতস্রাব থাকে এবং জরায়ুতে জ্বালা থাকে তাহলে, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩০ ২০০।

অল্প রক্তস্রাব এবং তার সঙ্গে শ্বেতস্রাব থাকলে পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০।

প্রসব ব্যথার মত ভীষণ ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, জলের মত দুর্গন্ধ স্রাব থাকলে, সিপিয়া ৬, ৩০।

উপদংশ প্রভৃতি রোগের ইতিহাস থাকলে ও শ্বেতস্রাব থাকলে, অ্যাসিড্‌ নাইট্রিক ৬।

হলুদে রঙের স্রাব ও তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধ ভাব থাকলে, ক্রিয়োজোট, ৬, ৩০।

গরম ভাবের শ্বেত প্রদর সহ হলে বোরাক্স ৬ ভাল ফল দেয়। বোভিষ্টা ১২ এই লক্ষণে শুভ ফল দেয়।

জরায়ু নেমে আসা (Prolapse)

এটি একটি রোগ, যা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই একটি বা একাধিক সন্তানের জন্মের জন্য হয়। জরায়ুতে টিউমার হলেও এই রোগ হতে পারে। তার নানা কারণ আছে।

এতে জরায়ুতে Cervix প্রায় সবটা নিচে যোনির মধ্যে ঝুলে পড়ে।

বাইম্যানুয়াল পরীক্ষাতে একটি আঙ্গুল প্রবিষ্ট করালে এটি বোঝা যায়।

কারণ —1. জন্মগত কারণে হতে পারে। তাহলে অবশ্য প্রথম যৌবন আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে।

2. অনেক সন্তান ধারণ এবং তার জন্য বিভিন্ন অংশ ঢিলে হয়ে যায়। তার ফলে জরায়ুর লিগামেন্টগুলি ঢিলে হয়ে যায় এবং তার অংশ যোনিতে নেমে আসে।

3. সন্তান ধারণ ছাড়া জরায়ুতে টিউমার, জরায়ুর ক্যানসার প্রভৃতি কারণেও হতে পারে।

4. জরায়ুর স্থানচ্যুতি বা রেট্রোভারশন হলে তার জন্যও এটি নেমে আসতে পারে। কখনো বা আমাশয়, উদরাময় প্রভৃতি নানা রোগের জন্য এটি হতে পারে।

5. কখনো বা ব্লাডার নিচের দিকে নেমে আসে বলে, তার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর অংশ নিচে নেমে আসে। একে বলা হয় Cystocele.

6. কখনো বা Rectum-টি নিচের দিকে নেমে আসে বলে তার সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুর অংশ নিচের দিকে নেমে আসতে পারে। তাকে বলা হয় Rectucele.

বিভিন্ন ডিগ্রী

যেমন রেট্রোভারশনের নানা ডিগ্রী আছে, তেমনি, Prolapse-এরও নানা ডিগ্রী আছে।

1 প্রথম ডিগ্রী—সামান্য নেমে আসা বড় জোর ½ ইঞ্চি।

2. দ্বিতীয় ডিগ্রী—বেশি নেমে আসা প্রায় 1 ইঞ্চি।

3. তৃতীয় ডিগ্রী—অনেক নেমে আসা প্রায় 2 ইঞ্চি বা তারও বেশি।

অনেক সময় যোনির প্রায় সবটা জুড়ে এটি অবস্থান করে। এটি খুব খারাপ অবস্থা।

বিভিন্ন খারাপ উপসর্গ (Complication)

1. এটি নিচে নেমে আসার জন্য যৌন মিলনের বাধার সৃষ্টি হয়।
2. স্থানিক ব্যথা—কোমরে, পিঠে ব্যথা।
3. বেশি হলে ও প্রদাহ থাকলে জ্বর হতে পারে।
4. বেশি বের হয়ে এলে, প্রস্রাব-পায়খানা প্রভৃতি বন্ধ হতে পারে।
5. Pelvic Cavity-র মধ্যে সেপটিক্ হতে পারে।
6. কখনো কখনো ক্যানসার হতে পারে যোনিতে।

চিকিৎসা

জরায়ু নেমে আসা ভাবে প্রথমে দিতে হবে সিপিয়া ১২x বা ৩, ৬, ৩০।

অথবা মিউর ন্যাট্ ৩x চূর্ণ বা ক্যাল্কেরিয়া ফস ১২x ভাল ফল দেয়।

জরায়ুর মধ্যে বায়ুসহ ভয় বা জলসহ ভয় মনে হলে লাইকোপোডিয়াম ৩০, কোনিয়াম ৩, ৬ ভাল ঔষধ।

জরায়ু প্রদাহভাবে, বেলেডোনা ৩x—৩০।

প্রবল ব্যথা, অল্প স্রাব লক্ষণে, সিপিয়া ৬—৩০।

গাঢ়, হরিদ্রাভ রক্তস্রাব এবং জরায়ু বা যোনিতে ক্ষত লক্ষণে, হাইড্র্যাস্টিস ৩x—৩০।

ঋতু অল্প, শুক্নো দেহত্বক, কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে, গ্র্যাফাইটিস ৩x—৩০।

শ্বেতস্রাব, জ্বালা, চুলকানি, ব্যথা লক্ষণে, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩x, ২০০।

দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব, বাইরে ফোলা ভাব, জ্বালা, যন্ত্রণা থাকলে, ক্রিয়োজোট ৬. ৩০।

অনিয়মিত ঋতুস্রাব লক্ষণে, কোনিয়াম ১—৩০ বা ইগ্নেসিয়া ৬, ৩০ বা নেট্রাম মিউর ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

নানা রোগে ভোগা এবং উপদংশ প্রভৃতির ইতিহাস থাকলে, নাইট্রিক এ্যা সি. ৬, ৩০।

বায়োকেমিক ক্যাল্‌কেরিয়া ফস, ১২x ভাল ঔষধ।

জরায়ুর দুর্বলতায় ক্যাল্‌কেরিয়া ক্লোর ৬x, ১২x ভাল ঔষধ।

পেরিনিয়াম ঢিলে হওয়া। (Relaxed Perinium)

পেরিনিয়ামের পেশীগুলি এ ক্ষেত্রে ঢিলে হয় ও তার ফলে ভেতরের যন্ত্রাদি নিচে নেমে আসে। অনেক সময় Perineal Tear-এর জন্যও এটি হয়।

কারণ —1. এক বা একাধিক সন্তান জন্মের জন্য এই অবস্থা হতে পারে।

2. অনেক সময় মেনোপজ বা ঋতু বন্ধের পর জরায়ু শুকিয়ে যাবার জন্য এটি হয়।

3. কোনও বড় অপারেশন করার পর হতে পারে।

4. পেটের রোগ, আমাশয়, অর্শ, প্রভৃতির জন্য বেশি চাপ পড়া বা কোঁথ দেবার জন্য এটা হয়।

চিকিৎসা

পেরিনিয়াম ঢিলে হবার জন্য প্রধান কারণ হলো মাংসপেশীর দুর্বলতা। এর জন্য ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ ৬x ভাল। ক্যাল্‌কেরিয়া ক্লোর, ১২x জরায়ুর দুর্বলতার জন্য। চায়না ৬, ৩০ দেহের দুর্বলতার জন্য। সিপিয়া, ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া, গ্র্যাফাইটিস্‌ উপকারী।

জরায়ুর মধ্যে বায়ুসঞ্চয় বা জলসঞ্চয় প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রোমাইন ৩, ৬, বেলেডোনা ৬x, অ্যাসিড্‌ ফস্‌ ৩, লাইকোপোডিয়াম ৩০।

পেশীর দুর্বলতার জন্য বায়োকেমিক ফেরাম্‌ ফস্‌ ৬x, ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ ৬x, নেট্রাম ফস্‌ ৬x প্রতিটি একত্রে মিশিয়ে রোজ ২।৩ বার পনেরো দিন বা একমাস সেবন করলে খুব ভাল ফল দেয়।

জরায়ুর দুর্বলতা দেখা দিলে ক্যাল্‌কেরিয়া ক্লোর ৩x, ৬x, ১২x খুব ভাল ঔষধ।

মোটা রোগিণীদের পক্ষে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩, ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

প্রয়োজনে লক্ষণ অনুযায়ী সাল্‌ফার ৩০, সিপিয়া ৩০, আর্জেণ্ট নাইট্রিক-৬, ৩০, হায়োসায়ামাস, ৬ ফল দেয়।

গায়ে বা গলায় কাপড় রাখতে পারে না—ল্যাকেসিস্‌ ৬, ৩০।

জরায়ুর প্রদাহ (Uterine Inflammation)

এটি একটি খারাপ রোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি উপযুক্ত চিকিৎসা অবলম্বন করা না যায়, তা হলে এটি থেকে আরও জটিল রোগ সৃষ্টি হতে পারে। তাই সব সময় দ্রুত রোগ নির্ণয় করা ও ভালভাবে তার চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিভিন্ন কারণে এটি হয়—

এটি যে বিবাহের পরে হবে তারও কোন মানে নেই। নানা কারণে বিবাহের আগেও হতে পারে। তবে দেখা যায় যে শতকরা 85টি ঘটনা ঘটে বিবাহের পরে বা সন্তান জন্মের পর।

কারণ—1. জরায়ুতে নানা রকমের বীজাণু দূষণ থেকে এটি হতে পারে। যেমন মনিলিয়্যাল ইনফেকশন, ট্রাইকোমোনা জাতীয় ইনফেকশন।

2. B. Coli রোগে অনেকদিন ভুগলে, অনেক সময় প্রস্রাবনালী নির্গত বীজাণু যোনিপথে প্রবেশ করে তার জন্য প্রদাহ হতে পারে।

3. গনোরিয়া, সিফিলিস্ প্রভৃতি রোগ থাকে।

4. প্রসবের পর ঠিকমতো যত্ন না নেবার জন্য, জরায়ু গাত্রে ফুল পড়ে যাবার পর যে ঘা থাকে ঐ ঘায়ের মধ্যে বীজাণু প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

5 গর্ভপাতের পর Incomplete হলে অথবা Complete হলেও তা থেকে হতে পারে।

6, Curett অপারেশন ঠিক মতো করতে না পারার ফলে, নানা জাতীয় বীজাণু জরায়ুকে আক্রমণ করে, তার ফলে হতে পারে।

7. দেখা গেছে অন্যান্য নানা অপারেশনের পরও এটি হতে পারে।

8. ক্যাথিটার প্রয়োগের সময়, তাতে বীজাণু থাকলে তার মাধ্যমেও হতে পারে।

9. কখনও কখনও কারণ জানা যায় না, এমন ঘটনাও অনেক দেখা যায়।

10. জরায়ুতে টিউমার প্রভৃতি হলে তার জন্যও হতে পারে।

11. ঋতুর সময় নোংরা কাপড় ব্যবহারের জন্যও এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. জরায়ু ও যোনিতে ব্যথা দেখা যায়।

2. অনেক সময় জ্বালা ও ব্যথা হয়, অনেক সময় এই সঙ্গে বেশি রক্তপাত হতে থাকে।

3. জরায়ুর নিচের অংশে যোনিতে চুলকানির ভাব দেখা দিতে পারে।

4. জরায়ু থেকে ঋতুর পর, অনেক সময় শ্বেতস্রাব নির্গত হতে দেখা যায়।

5. দুটি ঋতুর মাঝের ব্যবধান কমতে পারে।

6. ঋতু 7—8 দিন বা 10—12 দিন ধরেও চলতে পারে ও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে পারে।

7. ঋতুস্রাবে দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে।

8. ঋতুস্রাব স্বাভাবিক বর্ণের না হয়ে, তার সঙ্গে কালো কালো জমাট রক্তের টুকরো বের হতে পারে, এমনও দেখা গেছে।

9. কখনো বা জ্বর, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, মাথা ধরা, কর্মে অনাসক্তি হয়।

10. কখনো বা দীর্ঘ দিন চলতে থাকলে, এটি থেকে জরায়ুতে Septic হয়ে ফ্যালোপিয়ান নালী ও ডিম্বাশয় প্রভৃতি আক্রান্ত হতে পারে।

11. কখনো বা ডিম্ববাহী নালীর প্রদাহ হয়—যাকে বলা হয় Salpingitis. এটি খারাপ রোগ।

12. কখনো বা ডিম্বাশয়ের ক্রিয়াতে গোলমাল হয়।

13. বেশিদিন ভুগলে বন্ধ্যাত্ব হওয়াও বিচিত্র নয়।

14 টিউমার বা ক্যানসার প্রভৃতি হলে প্রসব ব্যথার মতো বেদনা দেখা দেবে। এ বিষয়ে পরে বলা হবে।

15. দীর্ঘদিন ভুগলে Septic of Organs হতে পারে এবং জীবন সংশয় হতে পারে।

সব সময় রোগ নির্ণয় করা এবং প্রথম থেকেই ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

চিকিৎসা.

স্যাবাইনা ৩—পরিষ্কার চাপ চাপ বা প্রচুর জলীয় রক্তস্রাব।

বেলেডোনা ৩x—প্রকৃত জরায়ুর প্রদাহে ডাক্তারকে কেবল বেলেডোনার উপর নির্ভর করতে হয়। জরায়ু প্রদেশে জরায়ু জ্বালা, চাপবোধ, সকালবেলা উপসর্গাদি বাড়ে—এরকম লক্ষণে বেল বিশেষ উপযোগী।

সিপিয়া ১২—প্রদর বেদনার মত ব্যথা, অল্প পরিমাণে রজঃস্রাব, প্রসবদ্বারে চুলকানি।

হ্যাইড্রাস্টিস্ ৩x, ৩০—জরায়ু গ্রীবা বা জরায়ু মুখ ও যোনিপথে ক্ষত, গাঢ় পীত রঙ প্রদরস্রাব।

অরাম মেট ৩০, অরাম মিউর-ন্যাট ৩, বিচূর্ণ, পাল্স্ ৬, মিউরেক্স ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, সিমিসিফিউগা, ৬, সালফার ৩০, লক্ষণানুসারে ব্যবহৃত হয়।

কোন্ কোন্ অবস্থায় বা লক্ষণে কি কি ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে তা ধীরভাবে বিচার করে প্রয়োগ করতে হবে।

এ বিষয়ে গ্রন্থের শেষে হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দেখে নিতে হবে।

ডিম্বনালীর প্রদাহ (Salpingitis)

ডিম্বনালীতে কোনও রকম বীজাণুর Infection থেকে যদি প্রদাহ হয় তাকে বলা হয় ডিম্বনালীর প্রদাহ বা স্যালপিনজাইটিস (Salpingitis) রোগ।

কারণ—1. গণোকক্কাস জাতীয় বীজাণুর Infection যোনি ও জরায়ু পার হয়ে ডিম্ববাহী নালীকে আক্রমণ করতে পারে।

2. Pyogenic বীজাণু আক্রমণ করতে পারে। Streptococcus, Staphylococcus প্রভৃতি।

3. B. Coli বীজাণুর আক্রমণ হতে পারে।

4. টিউমার, Fibroid প্রভৃতি থেকে হতে পারে।

5. কোনও অপারেশনের পর হতে পারে।

6. Tubercular—এই রোগের থেকে তার Secondary Infection হতে পারে।

লক্ষণ—1. টিউবটি মোটা হয়, ফুলে যায়। তাতে ব্যথা, জ্বালা, যন্ত্রণা প্রভৃতি হতে পারে।

2. জরায়ু থেকে ঋতুর পর শ্বেতস্রাব বা শ্বেতপ্রদর দেখা দিতে পারে।

3. কখনো জ্বর হয়, কখনো হয় না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেশিদিন ভুগলে জ্বর দেখা দেয়।

4. ঋতু স্বাভাবিক অবস্থার থেকে বেশি হতে পারে।

5. কখনো বা ঋতু কম হয়, পেটে বেশি ব্যথা হতে দেখা যায়।

6. কোমরে, তলপেটে, পিঠে ব্যথা হতে পারে।

7. মাথা ধরা, মাথাঘোরা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা প্রভৃতি লক্ষণ থাকতে পারে।

8. ঋতুস্রাবে দুর্গন্ধ দেখা দিতে পারে।

9. ঋতু বেশিদিন, 7—8 থেকে 9—10 দিন স্থায়ী হতে পারে।

10. দুটি ঋতুর মাঝের সময়ে আবার হয়। আবার ঋতু দেখা দিতে পারে।

11. ঋতুর রক্তের সঙ্গে কালো কালো Clot থাকতে পারে।

12. কখনো কখনো ফোঁটা ফোঁটা ভাবে স্রাব অনেকদিন ধরে চলতে থাকে।

13. কখনো বেশিদিন চললে, Septic, প্রবল জ্বর, বিকার হতে পারে।

14. তলপেটে, অন্যান্য যন্ত্রাদিতে Septic হতে পারে।

15. ডিম্বনালী আক্রান্ত হতে পারে।

16. অন্যান্য Pelvic যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয়ে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় প্রদাহ লক্ষণ দেখা দিলে ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x, বা ১২x ভাল ঔষধ।

ঠাণ্ডা লেগে রোগ বৃদ্ধি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x থেকে ৩০।

হুল ফোটানোর মত ব্যথা, স্বল্প মূত্র, তৃষ্ণা লক্ষণে, এপিস্ ৬, ৩০।

ডান দিকের প্রদাহ হলেও এই ঔষধ খুব ভাল ফল দেয়।

বাঁ দিকে প্রদাহ বেশী হলে এবং বাঁ দিকে ব্যথা, গায়ে কাপড় রাখতে পারে না প্রভৃতিতে ল্যাকেসিস্ ৬, ৩০।

সূচ ফোটানোর মত ব্যথা থাকলে, বেলেডোনা ৩x থেকে ৩০ দিতে হবে।

ঋতুস্রাব খুব কম, ব্যথা বেদনা প্রভৃতিতে পাল্সেটিলা ৬, ৩০।

পুঁজ বা পচনশীল অবস্থা মনে হলে নাইট্রিক এসিড ৬, ৩০। আর্সেনিক ৬, ৩০। কার্বোভেজ ৬, ৩০। সিকেলি ৩, ৩০ বা ক্রিয়োজোট ৬, ৩০।

প্রবল ব্যথা লক্ষণে, সিমিসিফিউগা ৩x বা ম্যাগ্ মিউর ৬, ৩০।

পুরাতন রোগে অরাম মেট ৬, ৩০, হেলোনিয়াস ৬, ৩০, মার্ক সল ৬, আয়োড ৬, হাইড্রোকোটাইল ১x প্রভৃতি প্রয়োজন হয়।

সারভাইটিস। (Cervitis)

এটি হলো Cervix-এর প্রদাহ। নানা বীজাণুর থেকে এটি হয়। জরায়ুর প্রদাহও একই প্রকার। কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি জরায়ুর প্রদাহ দেখে বোঝা যাবে।

অনেক সময় ঠিকমতো পূর্ণ চিকিৎসা না হলে এটি একটি Chronic রোগ হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্যও ভালভাবে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

ডিম্বাশয়ের প্রদাহ

নানা ধরণের বীজাণু ডিম্ববাহী নালী দিয়ে সোজা গিয়ে ডিম্বাশয়কে আক্রমণ করতে পারে। তাছাড়া Pelvic ক্যাভিটির বা পেটের অন্যান্য যন্ত্রাদির ইনফেকশন থেকেও এখানে রোগ সঞ্চারিত হতে পারে। নানা কারণে এটি হয়।

লক্ষণ—1. গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি বীজাণু ডিম্বনালী পেরিয়ে এসে ডিম্বাশয় বা Ovary-কে যদি আক্রমণ করে, তাহলে এটি হতে পারে।

2. অনেক সময় B. Coli জাতীয় বীজাণু থেকেও এটি আক্রান্ত হয়।

3. যক্ষ্মা রোগের Secondary আক্রমণ থেকেও এটি আক্রান্ত হতে পারে :

4. অনেক সময় ঋতুকালে নোংরা কাপড়-চোপড় প্রভৃতির ব্যবহার করার ফলে Staphylo, Strepto প্রভৃতি নানা বীজাণু জরায়ু, ডিম্বনালী ও ডিম্বকোষ পর্যন্ত আক্রমণ করে। তখন এই রোগ হয়।

5. মূত্রস্থলি (ব্লাডার) পেরিটোনিয়াম, অন্ত্র, লিভার প্রভৃতি নানা স্থানে বীজাণু দূষণ, ফোঁড়া প্রভৃতি থেকেও এটি আক্রান্ত হতে পারে। তবে তা খুব কম।

লক্ষণ — 1. পেটে প্রচণ্ড ব্যথা-বেদনা, কোমরে ব্যথা, পিঠে ব্যথা প্রভৃতি হতে পারে।

2. অনেক সময় সারা দেহে প্রবল ব্যথা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও দেখা যায়।

3. কখনো বা জ্বরের প্রবলতার জন্য বমি বমি, প্রলাপ, মূর্চ্ছা প্রভৃতিও হতে পারে।

4. ডিম্বাশয় আকারে বেড়ে যায়। বাইম্যানুয়াল পরীক্ষা করলে তা বোঝা যায়।

5. কখনো মাথা ধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি হয়।

6. কখনো ঋতুস্রাব বেড়ে যায়।

7. কখনো আবার ঋতুস্রাব কমে যায়। ঋতুস্রাব একেবারেই বন্ধও হতে পারে। কিন্তু তাতে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পায়। বাধক ব্যথার মতো অবস্থা হয়।

8. কখনো সাদা স্রাব ঋতুর পর চলতে থাকে।

9 কখনো ফোঁটা ফোঁটা স্রাব অনেকদিন ধরে চলতে থাকে। এবং রোগী কষ্ট পায়।

10. কখনো স্রাব বন্ধ হওয়ার 8—10 দিন পরেই আবার স্রাব হয়।

11. কখনো ঋতুস্রাবে দুর্গন্ধ দেখা দিয়ে থাকে।

12. কখনো বা ঋতুস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে কালো টুকরো রক্তের Clot দেখা যায়।

13. বেশি বৃদ্ধি হলে, রোগীর প্রবল জ্বর, ব্যথা-কষ্ট প্রভৃতি হয় ও অবস্থা জটিল হয়।

14. যক্ষ্মা থাকলে বা তার Secondary কারণে হলে তার লক্ষণাদি দেখা দেয়।

15. বেশিদিন ভুগলে বন্ধ্যাত্ব আসতে পারে।

16. বেশিদিন ভুগলে Septic of Pelvic Crgans হতে পারে।

চিকিৎসা

পরিষ্কার, লাল, চাপ চাপ প্রচুর রক্তস্রাবে, স্যাবাইনা ৩, ৬।

প্রদাহ, জ্বালা, ব্যথা প্রভৃতি, চাপবোধ, সকালে রোগবৃদ্ধি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩x—৩০।

প্রবল ব্যথা, অল্প রক্তস্রাব প্রভৃতি লক্ষণে, সিপিয়া ১২. ৩০।

গাঢ় পীত স্রাব, জরায়ু গ্রীবা ফোলা প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠ ঔষধ হাইড্রাস্টিস্ ৩x থেকে ৬, ৩০।

পুরানো রোগে লক্ষণ অনুযায়ী বিচার করে সালফার ৩০।

স্রাব কম হতে থাকলে, পালসেটিলা ৬, বা ৩০ দিতে হবে।

বেদনা, কৃষ্ণবর্ণ বা কালচে রক্তস্রাব হতে থাকলে. হ্যামামেলিস ৩x।

আঘাতজনিত হলে আর্ণিকা ৩x—৩০।

ডেলা ডেলা কালচে রক্তস্রাব হতে থাকলে ও ব্যথা থাকলে, ক্যামোমিলা ১২, ৩০।

প্রয়োজন মতো লক্ষণ বিচার করে দিতে হবে অরাম মেট ৩০, অরাম মিউর ৩ চূর্ণ, মিউরেক্স ৬, ৩০, সিমিসিফিউগা ৬, ৩০ প্রভৃতি ঔষধ।

যোনির প্রদাহ (Vaginitis)

এটি ও একটি Infection জনিত রোগ। হতে পারে নানা কারণে। তার জন্য অবশ্য চিকিৎসা করতেই হবে।

কারণ —1. ঋতুর সময় নোংরা কাপড় প্রভৃতি ব্যবহার করার জন্য নানা বীজাণুর Infection হয়।

2. গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি রোগের জন্য এরকম হতে পারে।

3. জরায়ু বা ডিম্বনালীর প্রদাহ থেকে এটি পরে হতে পারে।

4. জরায়ু বা ডিম্বনালীর Tubercular Infection থেকে হয়।

5. যোনিতে মনিলিয়্যাল বা ট্রাইকোমোনা প্রভৃতির বীজাণুর জন্য হতে পারে।

লক্ষণ —1. যোনি ফুলে উঠতে পারে ও যোনি গাত্র খুব চুলকাতে পারে।

2. কখনো বা যোনিতে ক্ষত বা ঘায়ের মত হতেও দেখা যায়।

3. কখনো বা যোনিতে আলসার হতে দেখা যায়।

4 কখনো বা সামান্য জ্বর হতে পারে।

5. পেটে ব্যথা ও কোমরে ব্যথা প্রভৃতি হতে পারে।

6. মাথা ধরা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা প্রভৃতি কখনো কখনো হতে পারে।

7. ঋতুর গোলমাল হতে পারে নানা ভাবে। ঋতু পরিমাণে বেশি, দীর্ঘস্থায়ী, ফোটা ফোটা প্রভৃতি হতে পারে।

8. যোনিতে ব্যথা হতে পারে।

9. যোনিতে কখনো পুঁজ জমতে পারে।

10. কখনো বা ঋতুর সঙ্গে কালচে Clot-এর মত টুকরো বের হতে পারে।

11. অনেক সময় ঋতু বন্ধ হলে, হলুদ ধরণের স্রাব ও তারপর শ্বেত স্রাব বের হতে থাকে।

12. কখনো বা রোগী খিটখিটে হয় ও কাজকর্মে তার বিরক্তি আসে।

13. রক্তশূন্যতা প্রভৃতিও আসতে পারে দীর্ঘদিন ধরে রোগে ভুগতে ভুগতে।

চিকিৎসা

ঠাণ্ডা লেগে প্রদাহ হলে অ্যাকোনাইট ৩x ও তারপর মার্কিউরিয়াস ৩ উপকারী। প্রমেহ জনিত হলে সিপিয়া ১২ ও আঘাত জনিত হলে আর্ণিকা। প্রস্রাবের যন্ত্রণা প্রাবল্যে ক্যান্থারিস ৩x—৬। আক্রমণ অবস্থায় বিশ্রাম দরকার।

পুরাতন যোনির প্রদাহ— যোনির মধ্যে শ্লেষ্মা নিঃসারক-ঝিল্লীতে নীলাভ লাল বর্ণ, লেকানি উদ্গম, যোনির শৈথিল্য ও যোনি থেকে প্রচুর সাদা, হলদে লাল প্রভৃতি বর্ণের পুঁজ বের হওয়া পুরাতন রোগের প্রধান লক্ষণ।

মার্কিউরিয়াস, ৩, সিপিয়া ২x বিচূর্ণ—ডাক্তার মুঁসোর মতে এই দুটি রোগের প্রধান ঔষধ।

বোরাক্স ২x বিচূর্ণ—প্রচুর পরিমাণ পুঁজ বের হওয়ার জন্য।

নাইট্রিক এ্যাসিড ৬—পুঁজ, জ্বালা ও ক্ষত বা ফুস্কুড় অথবা পারদ দোষ থাকলে।

নেট্রাম সাল্ফ—১২x, পুরাতন রোগে, ঠাণ্ডায় বাড়ে।

ট্রাইকোমোনা ইনফেকশন (Tricomona Infection)

ট্রাইকোমোনা হলো এক জাতের বীজাণু যারা জাতিতে হলো Parasite শ্রেণীর। এরা Vagina-কে আক্রমণ করে এবং সেখানে বাস করে। তার ফলে যোনিতে নানা ধরণের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

এরা হলো পাতার মত আকৃতির Protozoa এবং তাদের দেহে Flagella বা শুঁড় আছে। ফ্ল্যাজেলাগুলি দেহের নরম অংশ অ টকে থাকে।

দেহের নিচের দিকে এবং সারা দেহ জুড়ে একটি লম্বা ধরণের বস্তু এদের দেহে থাকে। এদের নড়াচড়া করতে সাহায্য করে ঐ ফ্ল্যাজেলাগুলির সরু লেজটি। এরা নড়াচড়া করতে পারে বলেই যোনিতে চুলকানির সৃষ্টি করে।

যোনিতে যতো রকম Infection হয়, তার মধ্যে শতকরা 20 ভাগই হলো এই। ট্রাইকোমোনা জাতীয় বীজাণু অর্থাৎ এই বীজাণুগুলি বাইরের দিক থেকে অনেক বেশি মাত্রায় যোনিকে আক্রমণ করে।

কিন্তু একমাত্র যোনি ছাড়া ভেতরের দিকে বেশি দূর গিয়ে এরা খুব কাজ করতে সক্ষম হয় না।

কারণ —1. নোংরা কাপড় প্রভৃতি ঋতুর সময় ব্যবহার করা।

2. পুরুষের Urogenital অংশে এই বীজাণু থাকতে পারে এবং পুরুষদের দেহে খুব বেশি কাজ না করলেও, তারা যখন যোনিতে সঞ্চারিত হয়, তখন খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে। যোনিতে এরা ভালভাবে কাজ করার সুযোগ পায় এবং এদের ক্রিয়াপদ্ধতি ভালভাবে প্রকাশিত হয়।

3. অনেকের মতে নারীর Rectum-এ এরা প্রথমে আক্রমণ করতে পারে এবং সেখান থেকে পরে Vagina-কে আক্রমণ করে, তবে সে বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এতে বেশি Infection কেন হয়, সে কারণ আজও অজানা রয়ে গেছে।

এদের আক্রমণের জন্য Vaginitis হয়. ইউরেথ্রাইটিস্ সিস্টাইটিস্, বার্থলীন গ্রন্থির প্রদাহ এবং পায়ুর প্রদাহ প্রভৃতি হতে দেখা যায়। তারপর এরা জরায়ুকে আক্রমণ করে এবং তার Cervix-এ প্রদাহ হয় তার বেশি ভেতরে অবশ্য এরা যেতে পারে না।

লক্ষণ —1 গায়ে রস পড়তে থাকে Vagina থেকে।

2 Vulva-তে চুলকানি দেখা দেয়।

3 ঘন ঘন প্রস্রাব হতে দেখা যায়।

4. শ্বেত প্রদর জাতীয় স্রাবও হতে দেখা গেছে। আমি নিজে কতকগুলি রোগী দেখেছি, যারা বলে যে, তারা হলো শ্বেত প্রদর বা লিউকোমিয়ার রোগী। কিন্তু পরে চিকিৎসা করতে গিয়ে গিয়ে দেখেছি, তারা ট্রাইকোমোনো ইনফেকশনের রোগী।

5 যোনি ফুলে যায়, মোটা হয়ে লাল হয়ে যায়, ব্যথাও হতে পারে কম-বেশি।

6. ছোট ছোট লাল প্যাপিলা দেখা যায় এবং ভীষণ রকম চুলকানি হতে পারে। তা থেকে সামান্য রক্তপাত হতে পারে, সেইগুলিতে চাপ লাগলে।

7. যোনি থেকে যে কষ নির্গত হতে থাকে, তা সবুজাভ-হলুদ রঙের হয়। তাতে দুর্গন্ধ হয় এবং ফেনা ধরণের হয়ে থাকে।

8. সারভিক্স লালচে হয়।

9. ইরোশন কখনো হয়—কখনো হয় না (সারভিক্সের)

পরীক্ষা —সব সময় যদি ক্লিনিক্যাল লক্ষণ দেখে রোগ বুঝতে না পারা যায়, তা হলে তার জন্য অন্য পরীক্ষা প্রয়োজন হয়ে থাকে।

যোনি থেকে যে কষ বের হয়, তা নিয়ে পরীক্ষা করলে ট্রাইকোমানা বীজাণু (Parasite) পাওয়া যায়। Antibiotic ঔষধ দিয়ে ঐ বীজাণুদের ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কমানো যায় - কিন্তু এই প্যারাসাইট ধ্বংস হয় না।

চিকিৎসা

এলোপ্যাথিক মতে এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো মেট্রোনিডাজোল জাতীয় ঔষধ। এতে রোগ কমলেও প্রতিক্রিয়া প্রবল হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০ —জ্বালা, চুলকানি, ব্যথা, শ্বেতস্রাব প্রভৃতিতে।

সাদা স্রাব, ঋতুস্রাব কম প্রভৃতি হলে পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০।

প্রবল ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য দুর্গন্ধ স্রাব লক্ষণে—সিপিয়া ৬, ৩০, ২০০।

উপদংশ, ব্যথা, জ্বালা, মাংস ধোয়ার মত স্রাব লক্ষণে, অ্যাসিড্ নাইট্রিক ৬ ৩০।

দুর্গন্ধ স্রাব, জরায়ুর বাইরে ক্ষত, ফোলা প্রভৃতিতে, ক্রিয়োজোট ৬, ৩০।

স্রাব জ্বালাকর, সবুজ, দুর্গন্ধ ক্ষতকর, কাম উন্মাদ লক্ষণে, বোভিস্টা ১২।

প্রচুর শ্বেতস্রাব, জ্বালাকর প্রস্রাব, পিঠে ব্যথা বা আড়ষ্ট ভাবে, গ্র্যাফাইটিস্ ৩০ ২০০।

পুরোনো রোগ, শ্বেতস্রাবে সাল্ফার, ২০০।

বায়োকেমিক মতে ক্যালি মিউর ৬x, ১২x খুব ভাল ঔষধ।

ডিম্বের শ্বেত অংশের মত শ্বেত প্রদর দেখা গেলে, ক্যাল্কেরিয়া ফস্ ৬x, ১২x শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মাথা গরম উপরোক্ত স্রাব লক্ষণে, ক্যালি ফস্ ৬x, ১২x।

রোগিণী লবণ ভালবাসে—নেট্রাম মিউর ১২x, ৩০x। ক্যালি সালফ্ ৬x, ১২x ভাল ফল দেয়।

মনিলিয়াল ইনফেকশন (Monilial Infection)

কারণ—এই রোগের বীজাণু এক ধরণের ফাঙ্গাস্ জাতীয় বস্তু—যা Yeast গ্রুপের মধ্যে পড়ে। যদি যোনি বেশি Acidic হয়, তা হলে এরা জন্মাতে পারে—তা না হলে পারে না।

সাধারণতঃ যখন নারী গর্ভধারণ করে তখন এরা বেশি জন্মায়। শতকরা প্রায় 40 ভাগ নারীর এটি অবশ্য হতে দেখা গেছে।

এই জাতীয় বীজাণু Antibiotics-এ ধ্বংস হয় না। যারা ঐ সব ঔষধ বেশি ব্যবহার করে, তাদের বরং এই রোগ বেশি হবার সম্ভাবনা থাকে।

এই ধরনের Infection বগলে, নখের খাঁজে, পায়ের বা নিতম্বের খাঁজে প্রচুর ছড়াতে দেখা যায়।

লক্ষণ—1. যোনি থেকে প্রচুর রস ক্ষরণ হতে থাকে। ঘন দধির মতো সাদা সাদা রস ক্ষরণ হয়।

2. যোনিতে প্রচণ্ড চুলকানি হয়ে থাকে।

3. যোনি লাল হয়ে উঠে। যোনির কষ নিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে, তার ফলে রোগটি ধরা পড়ে।

রোগ নির্ণয়

1. স্রাবের রস ও চুলকানি বেশি হলে, এই রোগ বলে সন্দেহ হয়।
2. অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে, তাতে সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব হয়।

জটিল উপসর্গ

এ রোগ মারাত্মক নয়—তাই জটিল উপসর্গ প্রথমে ততটা দেখা যায় না। তবে যদি চিকিৎসা না হয়, তা হলে এ থেকে যোনি, জরায়ু প্রভৃতি আক্রান্ত হয়ে নানা জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

চিকিৎসা

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০—(দুধের মতো স্রাব) জরায়ুতে জ্বালা, চুলকানি ও ব্যথা। বালিকাদের ও গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্ত স্ত্রী লোকদের প্রদরে এটা বিশেষ উপযোগী।

পালসেটিলা ৬—সব রকম প্রদরেই এতে উপকার হয়। সাদা রঙের ঘন স্রাব, ঋতুর পর এই স্রাবের বৃদ্ধি (এতে কখনও ব্যথা থাকে)। উপরোক্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে একটা বিশেষ উপকারী ঔষধ।

সিপিয়া ৬,—২০০ প্রসব ব্যথার মতো ব্যথা, পুঁজের মতো স্রাব বের হয়। এটা কালো মেয়েদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অ্যাসিড নাইট্রিক ৬—বিবিধ অশুভ লক্ষণ মাথায় পাওযা যায় এই রোগ হলে। এই ঔষধ উপকারী।

পাঁচ ছয় দিন পরে পাতলা বা মাংস ধোয়া জলের মতো স্রাব হয়। দুর্গন্ধ স্রাব লক্ষণে এই ঔষধ প্রযোজ্য।

জরায়ু গ্রীবায় ইরোশন (Cervical Erosion)

জরায়ু গ্রীবা বা Cervix-এর যে অংশ যোনির মধ্যে থাকে, সেখানে বাইরের একটির চারপাশের কিছুটা অংশ লাল হয়ে ওঠে এবং সামান্য ব্যথা হতে পারে বা নাও হতে পারে, তবে এটা ঠিক Ulcer হয় না—কেবল মাত্র Malignant হলে আলসার হতে পারে।

সারভিক্সের Stratified Squamous, এপিথিলিয়াম, কলামনার এপিথিলিয়ামে পরিবর্তিত হবার জন্য হয়ে থাকে।

শ্রেণী বিভাগ

1. জন্মগত—যাদের জন্মের পর থেকে মায়ের শরীরে Oestrogen বেশি থাকে, তাদের জরায়ু গ্রীবার Cell-গুলি স্ট্রাটিফায়েড না হয়ে কলামনার হয়। তারপর ধীরে ধীরে এটি সেরে যায়। তারপর আবার অনেক সময় যৌবন আগমনে দেহে Oestrone সঞ্চারিত হয়। সে সময়ও ঠিক একই ভাবে এই অবস্থা সাময়িক ভাবে দেখা দেয়।

2. পরবর্তীকালে (Acquired)—এটি পরে সন্তান জন্মের জন্যে বা অন্য

কারণে ক্রনিক Cervitis হলে, তার জন্য হতে পারে। এর আবার নানা প্রকার ভেদে দেখা যায়। যেমন—

(a) জরায়ু গ্রীবা স্বাভাবিক বা Plain থাকে। একে বলে Simple Flat Type.

(b) কখনো বা সেখানে ছোট ছোট প্যাপিলা দেখা দেয় এই ইরোশনের সঙ্গে সঙ্গে। তাকে বলা হয় Papillary Type of Erosion.

(c) কখনো কখনো দ্রুত বাইরের দিকে Squamous এপিথিলিয়াম জন্মায় এবং তার জন্য হতে পারে। স্থানিক ভাবে কিছু কিছু Follicle দেখা দেয়। একে বলে Follicular Type এটি পরবর্ত্তীকালে হয়ে থাকে—প্রাথমিক অবস্থায় হয় না।

(d) গনোরিয়া, সিফিলিস প্রভৃতি থেকে হতে পারে।

(e) যোনির প্রদাহ থেকে।

(f) B. Coli Infection থেকে।

(g) মনিলিয়্যাল বা ট্রাইকোমোনা জাতীয় ইনফেকশন থেকে।

(h) অনেক সময় টিউবারকিউলোসিসের সেকেন্ডারী Infection জনিত কারণে হতে পাবে।

লক্ষণ —1 জরায়ু গ্রীবার থেকে ক্রমাগত কষ বের হতে থাকে বা Discharge হতে থাকে।

2. মেট্রোরেজিয়া —অর্থাৎ দুটি ঋতুর মাঝের সময়ে হঠাৎ ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়তে থাকে।

3. পিঠে ব্যথা হতে পারে। সামান্য ইরোশান হলে তা হয় না। বেশি হলে হয়।

4. প্রস্রাব ঘন ঘন হয়—কিন্তু কেন তা হচ্ছে বোঝা যায় না। অনেক সময় Diabetes বলে ভুল হতে পাবে।

5. অবিরাম স্বাস্থ্যের দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে পারে। কাজে অনিচ্ছা, মাথা ঘোরা প্রভৃতি হতে পারে।

6. অনেক সময় সঙ্গে Cervitis থাকলে জ্বরও অল্প অল্প হতে পারে।

7. অনেক সময় সন্তান ধারণে অক্ষমতা আসতে পারে।

8. কখনো বা শ্বেতস্রাব কিছু কিছু হতে পারে।

9. মানসিক দুশ্চিন্তার জন্য অন্য রকম উপসর্গ এসে দেখা দিতে পারে।

10. কখনো রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করলে তা শতকরা 50—80 ভাগ দেখা যায় (স্বাভাবিক 90—95)।

11. বাইম্যানুয়্যাল পরীক্ষা করলে Oss-এর দুটি ঠোঁটের পাশে সাদা কষ দেখা যায়। Speculum দ্বারা দেখলে কখনো লাল সারভিক্স দেখা যায়—কখনো বা প্যাপিলা বা ফলিকল দেখা যায়।

12. এ থেকে জরায়ু, যোনি, ইউরেথ্রা প্রভৃতি নানা অংশে বীজাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে।

চিকিৎসা

স্যাবাইনা ৩— পরিষ্কার, লাল, চাপ-চাপ বা প্রচুর জলীয় রক্তস্রাব বের হয়।

বেলেডোনা ৩— প্রকৃত বায়ু প্রদাহে কেবল বেলেডোনার উপর নির্ভর করা যায়। জরায়ু প্রদেশে জ্বালা ও চাপ বোধ, সকাল বেলা উপসর্গাদির বৃদ্ধি—যেন উদরের যন্ত্রাদি যোনিপথে বের হয়ে পড়বে।

এ রকম লক্ষণে বেল বিশেষ উপযোগী।

সিপিয়া ১২—প্রবল বেদনার মতো ব্যথা, অল্প পরিমাণে রক্তঃস্রাব, প্রসবদ্বারে চুলকানি।

হাইড্রাস্টিস ৩x, ৩০—জরায়ু বা জরায়ু মুখ ও যোনিপথে ক্ষত। পরে পীতবর্ণ প্রদর স্রাব।

অরাম মেট ৩০ অরাম-মিউর-ন্যাট, ৩, বিচূর্ণ, পালস ৬, মিউরেক্স ৬, ল্যাকেসিস্ ৬, সিমিসিফিউগা ৬, সালফার ৩০, লক্ষণানুসারে আবশ্যক হয়।

পেলভিসের যন্ত্রাদিতে যক্ষ্মা বীজাণুর আক্রমণ

(Pelvic Tuberculosis)

কারণ —যক্ষ্মা রোগের বীজাণু বা Microbacterium Tuberculosis বা ককস্ ব্যাসিলাস্ থেকে Secondary Infection জরায়ু, যোনি, ডিম্বনালী প্রভৃতি Pelvic Organs-কে আক্রমণ করতে পারে। এটি Secondary Infection, ঐ বীজাণু রক্ত বা লিম্ফ দ্বারা সঞ্চারিত হয়ে Pelvic যন্ত্রাদিতে আক্রমণ করে। যৌন Infection যতো হয়, তার মধ্যে শতকরা 1—2 ভাগ এই জাতীয় ইনফেকশন।

বিভিন্নতা —এই রোগে বীজাণু, যে কোনও অংশে আক্রমণ করে পৃথক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—

1. যোনিকে আক্রমণ করে ভ্যাজাইনাইটিস সৃষ্টি করে।
2. ডিম্বনালীকে আক্রমণ করে স্যালপিনজাইটিস্ সৃষ্টি করে।
3. সারভিক্সকে আক্রমণ করে সার্ভিসাইটিস সৃষ্টি করে।
4. জরায়ুকে আক্রমণ করে জরায়ু প্রদাহ সৃষ্টি করে।
5. ডিম্বাশয়কে আক্রমণ করে ওভারাইটিস সৃষ্টি করে।

লক্ষণ —1. যে অংশে আক্রমণ করে, ঐ অংশে ব্যথা, জ্বালা, প্রদাহ প্রভৃতি হয়।

2. ঐ অংশ মোটা হয়, ফুলে ওঠে, লাল হয়।
3. ঐ অংশে ছোট ছোট ফুস্কুড়িও হয়ে থাকে।
4. কোমরে ও পিঠে ব্যথা হতে পারে।
5. রোজ বিকালে সামান্য জ্বরও হতে দেখা যায়।
6. শরীর দিনের পর দিন দুর্বল হতে থাকে।

7 রক্ত শূন্যতা, শীর্ণতা প্রভৃতি দেখা যায়।

8. ঋতু স্রাবের নানা গোলমাল হয়। কখনো বেশি ঋতু, কখনো বা অল্প ঋতু, কখনো বা অনিয়মিত ঋতু হয়। কখনো বা বেশি দিন ধরে ফোটা ফোটা রক্ত পড়ে।

9. প্রায়ই শ্বেতস্রাব হতে দেখা যায়।

10 অনেক সময় এর ফলে সন্তান ধারণে অক্ষম হতেও দেখা যায়।

পরীক্ষাদি —1 রক্ত পরীক্ষা করতে হবে (E S R) তাহলে Sedimentation Rate বেশি দেখা যাবে।

2 বুকের Skiagraphy বা X-Ray করতে হবে।

3 থুথু পরীক্ষা করতে হবে।

চিকিৎসা

ব্যাসিলিনাম বা টিউবার্কিউলিনাম ৩০, ২০০—যক্ষ্মারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

এই ঔষধ প্রয়োগের কয়েকটি প্রধান লক্ষণ—সব রকম কাশি প্রথমে শুকনো পরে তরল।

প্রচুর পরিমাণে তরল প্রকার শ্লেষ্মা বের হয়। সহজেই সর্দি হয়। রোগ আক্রমণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

রোগীর যন্ত্রাদি লক্ষণের নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং রোগীর ফুসফুসের আগের ভাগ (বিশেষতঃ বাঁ ফুসফুসে) গুটিকা সঞ্চার করে।

ক্যালকেরিয়া ফস ১২x বিচূর্ণ, ৩০।—রক্তহীনতা, রাত্রিতে প্রচুর ঘাম ও তার সঙ্গে হস্তপদাদি ঠাণ্ডা, অল্প জ্বরসহ উদরাময়, গলা শুকিয়ে ওঠা, স্বরভাঙ্গা। টিউবার্কিউলিনামের পর ক্যালকে-ফস্ ভাল কাজ করে।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০। অম্ল উদ্গার, তেল, ঘি, বা মিষ্টিদ্রব্য ভোজনের পর রাত্রিতে কাশি বাড়ে। কাশতে কাশতে কঠিন হলুদ ও সবুজ পুঁজ শ্লেষ্মা বের হয়। বুকে স্পর্শ করলে ব্যথা থাকে।

বার্থলিন গ্রন্থি প্রদাহ (Abcess)

এটি হলো একটি রোগ, যাতে বার্থলিন গ্রন্থি একটি বা দুটি ফুলে উঠে, তাতে প্রদাহ হয়। অনেক সময় তাতে পুঁজ হয় এবং ব্যথা হতে পারে।

কারণ —1. নানা Pyogenic বীজাণুর আক্রমণে এটি হয়—যেমন Staphylo, Strepto প্রভৃতি কক্কাস।

2 B. Coli বীজাণুর থেকে আক্রমণ হতে পারে।

3. গনোরিয়া থেকে গনোকক্কাস জাতীয় বীজাণুর আক্রমণে এটি হতে পারে।

4. যোনির প্রদাহ থেকে পরে এটি হতে পারে।

লক্ষণ—1. গ্রন্থিতে ব্যথা হয় এবং সেটি ফুলে ওঠে, কখনো বা ব্যথা খুব বেশি হয়।

2. কখনো বা ঐ অংশে ফোঁড়ার মতো হয় ও পুঁজ সঞ্চয় হতে পারে।

3. অল্প অল্প জ্বর—98 থেকে 101 ডিগ্রী তাপ হতে পারে।

4. কুঁচকি ফুলে উঠতে পারে।

5. হাঁটা, চলা প্রভৃতি করতে কষ্ট হয় অনেক সময়।

6. নিশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায়।

7. Labia Minora-র ভেতরের দিকেও ঐ একই সঙ্গে Infection হতে পারে।

8. কখনো কখনো এটি পেকে যায় এবং পুঁজ বের হয়ে যায়। ঐ স্থানে তখন গর্ত হয়ে যায়। রোগ ঠিকমতো চিকিৎসা না করলে, তা থেকে Septic হয়ে অনেক কঠিন ও নানা জটিল উপসর্গ প্রভৃতি দেখা দেয় অনেক সময়। তাই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বাঞ্ছনীয়।

চিকিৎসা

জরায়ু প্রদাহ অবস্থায় গ্রন্থি স্ফীত থাকলে বেলেডোনা ৩x। যে সব নারীর পোষণ ক্রিয়া ভাল হয় না অথবা যারা মোটা এবং যাদের সহজেই ঘাম হয়, তাদের পক্ষে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৬, ৩০ উপযোগী।

যারা নতুন এই রোগে আক্রান্ত হয়, তাদের পক্ষে কয়েক মাস যাবৎ মধ্যে মধ্যে ক্যাল্কেরিয়া ব্যবস্থা করলে উপকার হয়। জ্বর ছেড়ে যাবার পর গ্রন্থিগুলি স্ফীত থাকলে, ফাইটোল্যাক্কা ৩, ৩০ ব্যবহার হয়। পুঁজ উৎপত্তি হলে হিপার সালফার ৬ এবং পুঁজ বের হয়ে যাবার পর সিলিকা ৬ দিতে হয়। ক্যালেন্ডুলা (১ ভাগ + জল ৮ ভাগ) জল দিয়ে লাগাবার ব্যবস্থা করতে হয়।

পুরানো রোগে ব্যাসিলিনাম ৩০, আর্সেনিক আয়োড ৩—৩০, কেলি-আয়োড ৩x—৩০, ব্যারাইটা কার্ব ৬ প্রভৃতি ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

যৌন মিলনে ব্যথা ও যোনি সংকোচ (Vaginismus)

কারণ—সাধারণতঃ প্রথম মিলনের সময় ভয়, সংকোচ প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ হয়ে থাকে। তার ফলে বিভিন্ন পেশী ও Pelvic Floor আপনা থেকেই সংকুচিত হয়। যোনির ছিদ্র ছোট থাকলে মিলনে ব্যথা প্রভৃতি কারণেও এটি হতে পারে।

1. মানসিক কারণে ভয়, লজ্জা, সংকোচ প্রভৃতি প্রাথমিক কারণ বলা যায়।

1. অনেক সময় Hymen-এর মাঝে ছিদ্র ছোট থাকে ফলে মিলনে কষ্ট হয়।

চিকিৎসা

সাধারণতঃ এই রোগ মানসিক। তাই এর জন্য ঔষধ কম প্রয়োজন হয়।

তবে প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু কিছু ঔষধ প্রয়োজন হয়।

যৌন মিলনে আঘাত, ব্যথা প্রভৃতিতে দিতে হবে ফেরাম্ ফস্ ৩x বা ৬x।

যৌন মিলনে আঘাত এবং প্রবল ব্যথা লক্ষণে আর্ণিকা ৩x থেকে ৩০।

যৌন মিলনে ব্যথা ও রক্তপাত লক্ষণে দিতে হবে সিপিয়া ৩—৩০।

যৌন মিলনের আগে এবং পরে স্বল্প রক্তপাত বা স্বল্প ঋতু—পালসেটিলা ৬, ৩০।

এতে কাজ না হলে সালফার ৬—৩০।

মানসিক যৌন মিলনে ভীতি লক্ষণে দিতে হবে ক্যালি ফস্ ৩x, ৬x।

মোটা নারীদের পক্ষে দিতে হবে ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৬, ৩০।

এ ছাড়া অন্য লক্ষণ অনুযায়ী সিপিয়া ব্যবস্থা করতে হবে।

রেপার্টরী দ্রষ্টব্য।

বহির্জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি (Pruritus Vulva)

এটি হলো এক ধরণের রোগ যাতে বহির্জননেন্দ্রিয় নানা কারণে চুলকাতে থাকে। সব সময় কি কারণে তা হয়, তা জেনে নিয়ে ভাব চিকিৎসা করতে হবে।

কারণ—1. ট্রাইকোমোনা ইনফেকশন জনিত।

2. মনিলিয়্যাল বীজাণুর ইনফেকশন জনিত।

3. গনোরিয়া বীজাণুর ইনফেকশন জনিত।

4. সিফিলিস বীজাণুর ইনফেকশন জনিত।

5. কনট্রাসেপটিভ (বার্থ কন্ট্রোলের) ব্যবস্থা জনিত।

6. অপরিষ্কার থাকার জন্য স্থানিক কারণে হতে পারে।

7. চুলকানি, পাঁচড়া, একজিমা প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

8. পায়ু থেকে—সূতা ক্রিমি (Thtead Worm) বা এমিবা থেকে।

9. ভিটামিনের অভাবের জন্য (B Complex-এর)

10. এলার্জির জন্য হতে পারে।

11. ডাইবেটিস রোগ বা Glycosuria থাকলে।

12. মানসিক কারণে ও দাম্পত্য কারণে।

চিকিৎসা

সালফার ৩০—জ্বালাকর অবস্থা, অসহ্য চুলকানি, ফুস্কুড়ি, অর্শ।

ডলিকস ৬—ফোলা বা ফুস্কুড়ি নেই অথচ অসহ্য চুলকানি, রাত্রির বেলা বাড়ে। ন্যাবা, সাদা মল, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ বাড়ে।

আর্সেনিক ৩০—জলভরা ফুস্কুড়ি ও পচনাক্রান্ত লক্ষণে।

ক্যালাডিয়াম ৬, মার্কিউরিয়াস, ৬, নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, লাইকো ১২, কার্বো ভেজ ৩০, নেট্রাম মিউর ৩০, নাক্স-ভমিকা ৬, সিপিয়া ১২, পেট্রোলিয়াম ৬, বোরাক্স ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে।

যোনির বাইরে আলসার (Vulval Ulcer)

যোনির বাইরে বা Vulva-তে Ulcer নানা কারণে দেখা যায়। প্রধান কারণ কি কি তা দেখতে হবে।

কারণ—এটি কারণ হিসাবে, দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—

1. সেপটিক আলসার

(a) পেরিনিয়্যাল Tear প্রভৃতি থেকে।
(b) চুলকানির জন্য Ulcer.
(c) নানা বীজাণুর জন্য।

2. ভেনারেল আলসার—গনোরিয়া প্রভৃতি।

চিকিৎসা

যোনির অর্বুদ—কার্বো অ্যানি ৩—৩০, কার্বোভেজ ৬—৩০, আর্সেনিক ৬, ক্রিয়োজোট ৬।

যোনি থেকে বায়ু বের হওয়া—ব্রোমিয়াম ৩x—৩০, লাইকোপোডিয়াম ৩০—২০০। অ্যাসিড ফস ৬—৩০, বেল, নাক্স।

যোনিতে কোষাচ্ছাদিত (Cystic) অর্বুদ হলে—ব্যারাইটা কার্ব ৬, সাইলিসিয়া ৩০, সিপিয়া ৬, সালফার ৩০, ক্যাল্কে কার্ব ৬ বা ক্যাল্কে ফ্লোর ১২x, অরাম, আয়োড, ক্যাল্কে আয়োড, ল্যাকে, হাইড্রোকোটাইল প্রভৃতি উপযোগী।

যোনির অর্বুদ হতে রক্তস্রাব—ক্যাক্টাস ক্যাক্টাস ৩x (অসহ্য ব্যথা)।

আর্ণিকা ৩—আঘাত, সঙ্গমের জন্য স্রাব। পালস্ ৩—স্রাব অনেক সময় পরিবর্তনশীল হয়।

ফস্ফো, ল্যাকেসিস, ৬, ক্রিয়োজোট ৬। যোনির পচন—আর্স ৬, বেল ৩, ল্যাকেসিস ৬। যোনিতে কাঠিন্য—বেল ৩, কোনিয়াম ৬।

যোনির নালী ঘা—সালফার ৩০, ক্যাল্কে কার্ব ৬, লাইকো ৩০, সিলিকা ৬, হিপার ৬, অরাম ৬, থুজা ৩০, সিপিয়া ৩০, ল্যাকেসিস ৬।

জননতন্ত্রে টিউমার রোগ

জননতন্ত্রে টিউমার রোগ দেহের অন্য সব অংশের টিউমার রোগের মত দুটি ভাগে বিভক্ত। তা হলো—

1. বিনাইন (Benign) টিউমার যা অনেক নিরাপদ।
2. ম্যালিগন্যাণ্ট (Malignant) টিউমার যা অনেক বিপজ্জনক।

এখন দেখতে হবে বিনাইন টিউমার কত রকমের হয়। এটি নানা রকমের হয়, এটি নানা রকমের হতে পারে। অতি ক্ষুদ্র একটি আলপিনের মাথার মতো আকৃতির থেকে শুরু করে এটি বৃহৎ পেয়ারার মতো বা আরও বড় হতে পারে। অবশ্য অবস্থান অনুযায়ী ও সময় ভেদে তা ছোট-বড় হয়।

এদের নানা প্রকার আছে। তা হলো তাদের অবস্থান অনুযায়ী। যেমন—

1. কারো কেবল Mucous কোটের টিউমার।
2. কারো কেবল Submucous কোটের টিউমার।
3. কারো কেবল Muscular কোটের টিউমার।
4. কারো বাইরের দিকে Subserous কোটের টিউমার।

তা ছাড়াও বিভিন্ন অংশের আক্রমণ অনুযায়ী ভেদ হয়। ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমারও জননতন্ত্রের সর্বত্র হতে দেখা যায়। কখনো তারা কেবলমাত্র জরায়ু আক্রমণ করে। কখনো ডিম্বনালী, কখনো ডিম্বাশয় নালী অংশে ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার বা ক্যানসার (Carcinoma) হতে দেখা যায়। আমরা আরও অনেক টিউমার সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করবো।

জরায়ুর ফাইব্রোমা বা ফাইব্রয়েড (Uterine Fibroid)

উপরের দুটি নামেই রোগটি আখ্যাত হয়ে থাকে। কিন্তু আসলে আক্রমণের ও চরিত্রের দিক থেকে উপরের দুটি নামই বিজ্ঞানসম্মত নয়। বরং একে বলা উচিত Fibro Myoma—তার কারণ হলো, তারা ফ্লাইবাস টিসু ও সামবুনীর মাসকুলার দুই জাতের টিসুর মিলনে গঠিত হয়, তার মধ্যে পেশীর টিসুই প্রধান। তারপর তার ফ্লাইব্রোসিসের জন্য তার সঙ্গে ফ্লাইব্রাস টিসু জড়িত হয়ে পড়ে।

সাধারণতঃ 15—20 বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের এটি হতে দেখা যায় না। সাধারণতঃ 30 থেকে 45 বছর বয়সের নারীদের এটি বেশী হতে দেখা যায়।

আবার অনেক সময় মেনোপজ হয়ে গেলে, দেখা যায় যে, টিউমারটি ছোট হয়ে যায়। তার কারণ হলো জরায়ুর আকৃতি কমে আসে। তখন পেশী সংকুচিত হয়ে যায় দ্রুত। ছোট টিউমার থাকলে, আপনি শুকিয়ে ছোট হয়ে আসে। তখন তাদের আর চিকিৎসার দরকার হয় না।

এই জাতীয় টিউমার নারীদের মধ্যে প্রচুর দেখা যায়। এটি বেশি বড় হলে তা

ধরা পড়ে ও চিকিৎসা হয়। ছোট হলে তা ধরা যায় না। বয়সকালে আপনি কমে যায়। তবে দেখা গেছে শতকরা প্রায় 2·8 ভাগ থেকে 2·5 ভাগ নারীর এটি থাকে।

স্থান—এটি জরায়ুর নানা স্থানে হতে পারে। যেমন—

1. জরায়ুর বাইরের দিকে।

2. জরায়ুর ভেতরের দিকে।

3. জরায়ুর নাড়ীতে অথবা সারভিক্সে। তবে সারভিক্সে এটি কম হয়—নাড়ীতে হয় বেশী।

শ্রেণী বিভাগ —1. জরায়ুর দেওয়ালে এটি ছোট আকারে গঠিত হতে পারে। পেশীর স্তর ও ভেতরের স্তর-এর সঙ্গে জড়িত হতে পারে।

2. সাব সেরাস (Subserous)—জরায়ুর যতটা অংশ পেরিটোনিয়াম বা Serous কোট দিয়ে আবৃত থাকে সেই অংশে এটি থাকে। এটি জরায়ুর বাইরের গায়ে তখন দেখা যায়।

3. সাবমিউকাস। (Submucous)—এটি পেশীর উপর থেকে Submucous কোটে হয় ও জরায়ুর ঠিক ভেতর দিকে এটি প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ সব সময় জরায়ুতে একাধিক হতে দেখা যায়। হবার কারণ যে কি তা আজও আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি।

চেহারা—(Appearance)—1. এরা এক সঙ্গে একাধিক হয়। কোনটা ছোট হয়—আবার কোনটা বড় হয়। কখনো কয়েকটা ছোট মত হয়। কখনও বা 2—3 টি খুব বেড়ে যেতে পারে।

2. আবার এরা একটি আলপিনের মাথা থেকে একটি বিরাট আপেলের আকৃতির মত হতে পারে।

3. এটি সাধারণতঃ গোল আকৃতির হয়।

4. এরা বেশি শক্ত হয়। জরায়ু গাত্র নরম—কিন্তু এরা তার থেকেও অনেক শক্ত হয়। কখনো নরম Fibroid-এ দেখা যায় (খুব কম)।

5. কেটে পরীক্ষা করলে, ফ্যাকাশে সাদা দেখায়। ওদের চারপাশে গোলাপী হয়। কখনো নরম Fibroid-ও দেখা যায় কেন্দ্রস্থলে একেবারে সাদা হয়।

6. কেটে পরীক্ষা করলে ফ্যাকাশে সাদা দেখায় এদের। একটা Capsule টিউমারটিকে Lining দিয়ে এর টিস্যু থেকে পৃথক করে রাখে, তবে তা জরায়ুর টিস্যুর মতো হয় ও সঙ্গে আটকে থাকে।

7. টিউমার যদি ক্যাপসুল সমেত সম্পূর্ণ কেটে বাদ দেওয়া যায়, জরায়ু গাত্রে তার শিকড় থাকে না।

8. P. V পরীক্ষা করলে এদের অস্তিত্ব বোঝা যায়—যদি এরা আকারে একটু বড় হয়।

জনন যন্ত্রের অবস্থা—1. জরায়ু দেহের গঠন বেশি হলে তার সঙ্গে জরায়ুর আকৃতি বড় হয়। অনেক সময় ঋতু বন্ধ হয় ও তার ফলে এই টিউমারকে অনেকে গর্ভ বলে ভুল করতে পারে।

2. ওভারী—ওভারীতে Cyst হতে পারে। জরায়ুতে চাপ পড়লে ঋতু প্রভৃতি বন্ধ হতে পারে।

ওভারী আকারে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কেন তা জানা যায় না।

3. ডিম্বনালী —ডিম্বনালীতে Inflammation হতে পারে এর জন্য। তবে তা মাত্র 15 ভাগ ক্ষেত্রে হয়। ডিম্বনালীতে ছোট Fibroid দেখা দিতে পারে অনেক ক্ষেত্রে।

4. মূত্রনালী —এতে ব্যথা বাড়তে পারে। তার ফলে এটি থেকে মূত্র নিঃসরণ কম হতে পারে।

5. Rectum—এতে ব্যথা বাড়তে পারে এবং তার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য বা পায়খানা বন্ধ হতে পারে।

6. এর সঙ্গে সঙ্গে জননতন্ত্রের স্থানে ক্যানসার বা টিউমার হতে পারে। অবশ্য তা পৃথক রোগ বলে মনে হয়।

7. অন্যান্য লক্ষণ —জননতন্ত্রের বৃদ্ধি, জরায়ুর, নেমে আসা, প্রল্যাপ্স, জরায়ু ঢিলে হওয়া, ঋতু বন্ধ, ঋতু, কম, ঋতুতে বিলম্ব ইত্যাদি অন্য নানা প্রকার লক্ষণ এতে দেখা যায়। তবে এর কারণ হলো, ঐ টিউমারগুলি।

সেকেণ্ডারী পরিবর্তন —1. এই টিউমার বড় হলে তার জন্য Hyaline Degentration হতে পারে। ধীরে ধীরে তা নরম হতে পারে।

2. Cystic—অনেক সময় এ থেকে বড় বড় Cyst হয়ে ভেতরটা আটকে দিতে পারে।

3. Fatty—অনেক সময় এত বেশি ফ্যাট জমে যায় যে জরায়ু এবং অন্য Pelvic যন্ত্রাদির ক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে।

4. Calcification—অনেক সময় ক্যালসিয়াম কমে শক্ত হয়ে যায়। সাধারণতঃ ঋতু বন্ধের সময় তা হয়।

5. Red Degentration—এটি বেশি হলে ক্রমে ক্রমে রক্ত বেশি পরিমাণে ঐ অংশে যেতে থাকে। ধীরে ধীরে Tumour কমে এসে স্বাভাবিক হতে থাকে।

6. Necrosis হতে পারে এবং তার ফলে রক্ত প্রবাহ বন্ধ বা আটকে যেতে পারে অনেক সময়।

7. Infection অনেক সময় হয়। তার ফলে আরও নানা রকম রোগ দেখা দেয়।

8. Malignant পরিবর্তন কখনো বা এ থেকে পরিবর্তন হয়, তার ফলে নানা রকম কঠিন রোগ বা ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।

9. Atrophic—কখনো বা গুটি শুকিয়ে ছোট হয়। তাকে বলে Atrophic.

10. রক্ত প্রবাহের পরিবর্তন—কখনো কখনো Odema-র লিম্ফ প্রবাহে বাধা, রক্ত প্রবাহে বাধা হয়। অবশ্য অসুখ বড় হলে।

লক্ষণ—1. অনবরত সাদা স্রাব হতে থাকে।

2. ঋতু বার বার বেশী হতে থাকে।

3. ঋতু বন্ধ হয় বা সেখানে বেশি ব্যথা হয়।

4. সাদা স্রাব বের হয় যোনি থেকে।

5. পেটে চাপ দিলে বা P. V. পরীক্ষাতে পেটে Mass দেখা যায়।

6. যৌন ক্ষমতা বা প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হতে পারে।

7. রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে।

8. এ থেকে পুঁজ, ঘা, ফোঁড়া, ইনফেকশন, বড় টিউমার, ক্যানসার প্রভৃতি হতে পারে।

9 কখনো কখনো ঠিক মতো চিকিৎসা না হলে, নানা জটিল অবস্থার জন্য মৃত্যু হতে পারে। মৃত্যুর কারণ—

(a) বেশি রক্তপাত হলে।

(b) বেশি এনিমিয়া হলে।

(c) বেশি ঋতু হলে।

(b) পেরিটোনাইটিস বা উদরী হলে।

(e) সারকোমা হলে।

চিকিৎসা

ক্যাল্কেরিয়া আয়োড ৩x বিচূর্ণ (এক গ্রেন মাত্রায় দিনে চারবার) সব প্রকার অর্বুদের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতে উপকার না হলে—ল্যাকেসিস ৩০, কার্সিনোসিন ২০০, ম্রিল, সাইলিসিয়া ৬x চূর্ণ, সিকেলি ২x, হাইড্র্যাস্টিনাম ২x বিচূর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ ভেদে।

জরায়ুর ক্যান্সার (Uterine cancer)—জরায়ু অর্বুদ হয়েছে মনে করলেই থুজা—৩, ৬। কিন্তু রোগ হয়েছে বুঝলে—হাইড্র্যাস্টিস θ ও ধাবন বাহ্য প্রয়োগ। অরাম মিউর ন্যাট ৩x সপ্তাহে বা পক্ষান্তে খেলে ভাল হয়।

কার্সিনোমা ৩০, ২০০ প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হলে θ হ্যামামেলিস উপকারী।

আর্সেনিক আয়োড ৬—জরায়ুতে দূষিত অর্বুদ (Cancer) রোগের প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য।

থুজা—দূষিত অর্বুদের আঙ্গুরের মত আকৃতি এবং আর্স-আয়োডে কাজ না হলে থুজা উপকারী।

জরায়ুর পলিপ (Uterine Polyp)

এ গুলি হলো বোঁটা বা Paduncle যুক্ত ছোট ছোট Cyst—এগুলি জরায়ুর ভেতরে—বাইরে, Cervix-এ হতে পারে।

শ্রেণী বিভাগ

এদের চার ধরণের শ্রেণী-বিভাগ করা যায—এদের চরিত্র এবং আকৃতি প্রকৃতি অনুযায়ী।
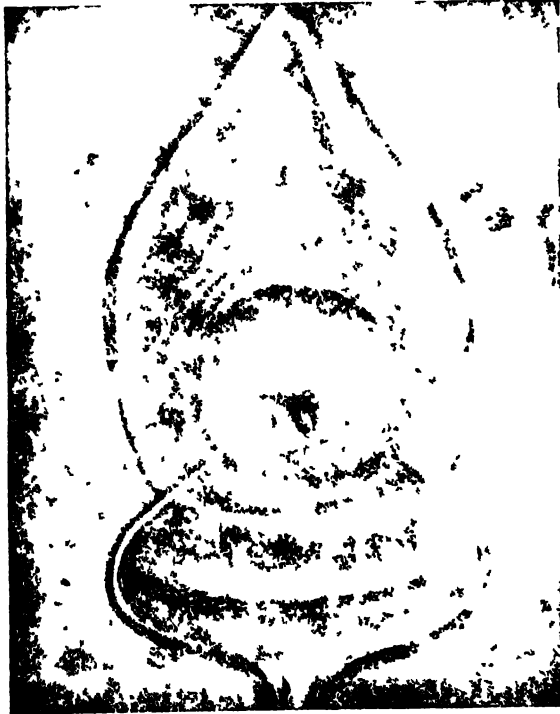
1. Mucous—যা কেবলমাত্র মিউকাস মেমব্রেণ বা মিউকাস কোট থেকে ওঠে ও তাকে আটকে রাখে জরায়ুর ভেতরে।

2. Fibroid—এটি আগে বর্ণিত ফাইব্রয়েড ধরণের অর্থাৎ পেশী প্রভৃতি থেকে ওঠে। ফাইব্রয়েডের সঙ্গে বোঁটা থাকে এবং নিচে ঝুলে যাবে।

3. Placental—জরায়ুর ভেতরে যদি প্রসব অথবা গর্ভপাতের পর প্ল্যাসেণ্টার টুকরো আটকে থাকে, তবে এরা তা থেকে সৃষ্ট হয়। অবশ্য এদের বোঁটা থাকে'না।
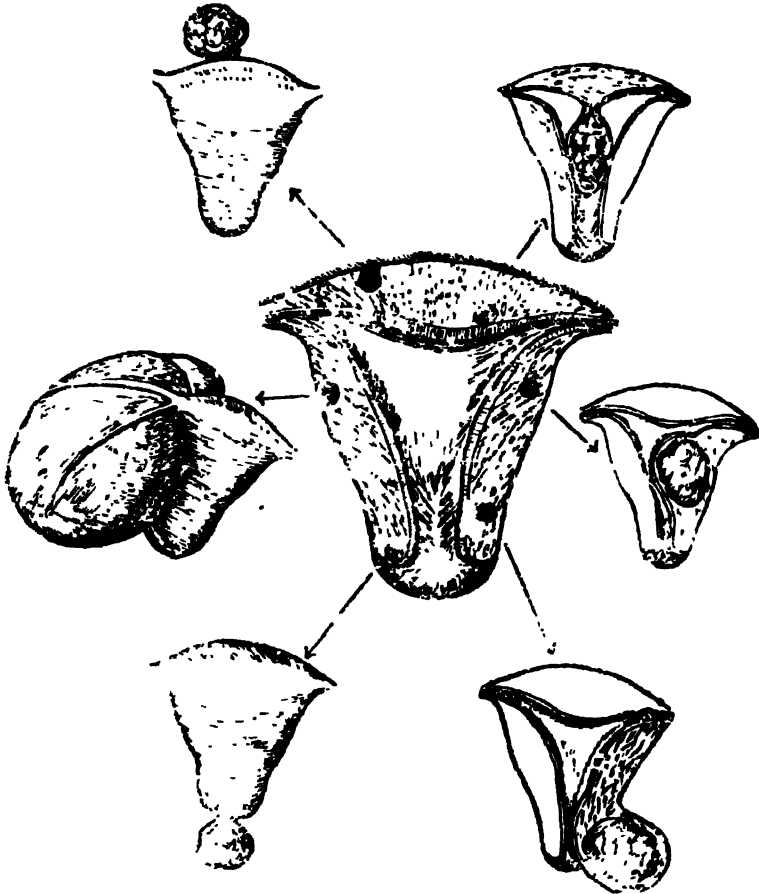
4. Malignant—অনেক সময় এগুলি ছোট ছোট পলিপ রূপে দেখা দিলেও ম্যালিগন্যাণ্ট বলে বোঝা যায়। এরা Sarcoma এবং ক্যানসার (Carcinoma) দুই ভাবেরই হতে পারে। এদের প্রত্যেক বিষয় আলোচনা করা হচ্ছে।

5. Mucous Polyp—এরা সাধারণতঃ Cervix-এর এণ্ডোমেট্রিয়াম অর্থাৎ

মিউকাস কোট থেকে বেশি জন্মায়। যদি দেহে হর্মোন বেশি নিঃসৃত হয়, তাহলে এদের বৃদ্ধি দ্রুত হয়।

চরিত্র —1. এরা আকারে ছোট হয়—একটি মটর দানার মত আকৃতি হয়।

2. এদের বোঁটা থাকে প্রায়ই। .বোঁটা সরু হয়।

3. সাধারণতঃ একাধিক বা অনেকগুলি হয়।

4. রং গাঢ লাল বা রক্ত এদেব মধ্যে থাকে।

5. নরম এবং পিচ্ছিল হয়।

Fibroid Polyp

এরা সব মিউকাস ও পেশীব স্তরেব ফাইব্রয়েড থেকে ওঠে। টিউমারেব ক্যাপসুল মিউকাসে এসে ফেটে যায় তখন তা থেকে অর্থাৎ ক্যাপসুল থেকে বোঁটাযুক্ত এক অথবা একাধিক পলিপ বের হয়। অবশ্য এদের আকৃতি মিউকাস মেমব্রেণের মতই হয়। Fibroid-এব সঙ্গে এরা বোঁটা দ্বারা আটকানো থাকে।

চরিত্র - 1. আকাবে এবা অনেকটা বড হয়। অনেক সময় একাধিক হয়ে জরায়ু বা Cervix থেকে উঠে যোনিনালিতে আটকে যায়।

2. সাধারণতঃ একটা—কখনো একাধিক হয়।

3. এটি বেশি লম্বা বোঁটা দ্বারা Cervix থেকে যোনির মধ্যে অনেকটা ঝুলে পড়তে পাবে।

4. ফিকে সাদা রংয়েব হয় এবং তাতে দাগ দাগ বা Patch থাকে।

5. বেশ শক্ত হয় এগুলি।

6. এদের একটি Capsule থাকে, তাব বাইরে থাকে এদের বোঁটা যার দ্বারা এরা জরায়ুতে বা Fibroid-এ আটকে থাকে।

7. পলিপ বড় হলে, তাতে ক্যানসার হতে পারে এবং তা থেকে Infection ছড়াতে পারে।

Placental Polyp

গর্ভফুলের টুকরো জরায়ুতে আটকে থাকলে, তার আগায় তৈরী হয়ে থাকে।

চরিত্র —1. এরা আকৃতিতে একটি মটর দানার বা সুপারীর মত হয়।

2. সব সময় জরায়ুর গহ্বরে থাকে।

3 সংখ্যায় একটি হয়।

5. গাঢ় রক্তের মত লাল রঙের হয়।

5. শক্ত হলেও টিপলে বেঁকে যায়।

6. এদের কোন রকম ক্যাপসুল থাকে না।

Malignant Polyp

অনেক সময় পলিপ Malignant হয়। এরা হয় Sarcoma ও Carcinoma দুই ধরণের।

Sarcoma হলে আঙ্গুলের মতো থোকা থোকা হয়। কারসিনোমা হলে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এই সব পলিপ।

চরিত্র—1. আকারে ছোট-বড় নানা রকম হয়। মটর দানার মত, আবার আকারে বড় হতে পারে, আবার ফেটে বিরাটও হতে পারে।

2. সাধারণতঃ একটি হয়। তবে পা থেকে সারকোমা বা কারসিনোমা হয়ে নানা ভাবে বেড়ে যায়।

3. রং—সারকোমা হলে তা ফেটে সাদা হয় আর কারসিনোমা হলে ধূসর বা ছাই রঙের হয়।

4. সারকোমা হলে একটি থেকে বিভিন্ন বোঁটা বের হয়। কার্সিনোমা হলে একটিই আকারে দ্রুত বেড়ে ওঠে।

5. একটু চাপ পড়লেই তা থেকে রক্ত বের হয়।

6. গঠন—সারকোমা টিসু বা কার্সিনোমা টিসু এর মধ্যে থাকে।

লক্ষণ—1. সাধারণতঃ নারীদের গর্ভবতী হওরার সময় এগুলি বেশি হয়। কখনো বা ঋতু বন্ধ বা মেনোপজ হবার পর হয়। বয়স বেশি হলে হয়, তবে সারকোমা শিশুদের মধ্যেও হতে দেখা গেছে।

2. প্রায়ই Metrorrhagia হয় অর্থাৎ দুটি ঋতুর মধ্যে রক্তপাত হতে দেখা যায়।

3. কখনো বা ঋতুতে রক্ত বেশি হয়।

4. কখনো কখনো বৃদ্ধি বেশি হবার জন্য, রক্তপাত (ঋতু) বন্ধ হয়ে যায়।

5. যদি মেনোপজের পরে হয়—তবে ঐ সময় দীর্ঘ দিন ধরে জরায়ু থেকে রক্তপাত হয়।

6. কখনো বা নিচে নেমে এসে কষ্টদায়ক উপসর্গ সৃষ্টি করে।

7. প্রস্রাব পায়খানায় বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

8. রোগীর এনিমিয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। রোগীকে Speculum দ্বারা পরীক্ষা করতে হয়। এটি একটি নালীর মত, দুই দিকে খোলা থাকে। এর এক দিক কিছু সরু—অন্য দিক মোটা। মোটা দিক ফ্যানেলের মতো থাকে, এ বিষয়ে আগে বলা হয়েছে।

সরু দিকটা যোনিতে বা যোনিনালীতে প্রবেশ করানো হয়। মোটা দিকে আলোক দিয়ে ভেতরের অবস্থা দেখা যায়।

কথনো চাপ দিয়ে এটি প্রবেশ করাতে নেই। যোনিতে ভেসলিন আঙুলে করে ভাল ভাবে ভেতরে প্রয়োগ করতে হয়। তারপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে সেটি আলগা করে নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে প্রয়োগ করানো হয়।

এর দ্বারা দেখলে যোনির উপরিভাগে অবস্থিত সার্ভাইক্যাল কার্সিনোমা বা সারকোমা দেখা যায়। সব রকম পলিপ এতে দেখা যায়। যোনির মধ্যে সারভিক্স থেকে নেমে ঝুলে পড়ে।

যদি জরায়ু গর্ভে হয়, তাহলে জরায়ু গহ্বরে সাউন্ড নামক সরু কাঠির মতো যন্ত্র প্রয়োগ করিয়ে তার দ্বারা বোঝা যায়, প্রয়োজন হলে রোগীকে অজ্ঞান করে পরীক্ষা করা দরকার।

চিকিৎসা

রুটা θ দুধের সঙ্গে এক মাত্রা খাওয়া ভাল।

আর্সেনিক আয়োড ৬—জরায়ুতে দূষিত অর্বুদ (Cancer) রোগের প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য।

থুজা—দূষিত অর্বুদের অংকুরাবস্থার পর এবং আর্স-আয়োডে উপকার না হলে। উপদংশ রোগে থুজা উপকারী।

ক্যাল্কেরিয়া-আয়োড ৩x বিচূর্ণ—এক গ্রেন মাত্রায় প্রতিদিন চারবার সব প্রকার অর্বুদেই উৎকৃষ্ট। এতে উপকার না হলে—ল্যাকেসিস ৩০, কার্সিনোসিন ২০০, সাইলিসিয়া ৬x চূর্ণ, সিকেলি ২x, থ্ল্যাস্পি ২x। এই রোগে প্রধান ঔষধ।

জরায়ুর দূষিত অর্বুদ বা ক্যান্সার—(Uterine Cancer) রোগের প্রথম অবস্থায় হাইড্রাষ্টিস θ খেলে ও লাগালে আরাম মিউর বা ন্যাট ৩x (সপ্তাহে বা পক্ষান্তে) সেবন খুব ভাল হয়।

কার্সিনোসিন ৩০, ২০০ প্রয়োগ করাও যেতে পারে।

এণ্ডোমেট্রিওসিস (Endometriosis)

এটি একটি বিশেষ ধরণের রোগ এবং তাতে জননযন্ত্রের বিভিন্ন অংশে—জরায়ু, যোনি, ডিম্বনালী, ডিম্বাশয় প্রভৃতিতে Mucous টিসু বা Endometrium জাতীয় টিসু অল্প অল্প জমা হতে থাকে।

কারণ—সঠিক কারণ কি আজও তা জানা যায়নি। তবে কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা হয়। যেমন দেরীতে বিবাহ, বন্ধ্যাত্ব, কোনও অপারেশন, ইনফ্লামেশনের জন্য ট্রমা প্রভৃতি।

হর্মোনের নিঃসরণে নানা গোলমালও অনেক সময় এর অন্যতম কারণ মনে হয়।

বিভিন্ন স্থানে।—1. জরায়ুতে, জরায়ুর বাইরে বা ভেতরে দুই স্থানেই দেখা যায়।

বাইরে হলে সেখানে বাইরের গায়ে ছোট ছোট Mucous টিস্যু ভেতরে একটি প্যাচ মতো গঠন করে।

ভেতরের দিক হলে, তাকে দেখা যায় মিউকাস মেমব্রেণের উপর কোনও স্থানে এই ভাবে ছোট ছোট মিউকাস অংশ জমে প্যাচ তৈরী করছে। কখনো কখনো এর সঙ্গে এর Fibroid দেখা যায়—আবার কখনো তা থাকে না। কখনো হর্মোনের পার্থক্য দেখা যায়, এবং জরায়ুর ঐ সব ভেতরের অংশের প্যাচ থেকে বেশি ঋতু বের হয়।

2. ওভারী—ওভারীতে হলে, তারা বাইরের দিকে ছোট ছোট চকলেট রংয়ের Cyst গঠন করে। এই সব Cyst অনেকগুলি ছোট ছোট Mucous-এর পেশী দ্বারা গঠিত হয়।

এদের আকার দেড় থেকে দুই ইঞ্চি মতো দেখা যায় ওভারীতে।

3. ডিম্বনালী—ডিম্বনালীর বাইরের দিকে কখনো এসব Mucous এণ্ডোমেট্রিওসিস দেখা যায় তবে এখানে বাইরের সংখ্যা কম হয়।

4. পেলভিক পেরিটোনিয়ামে কখনো কখনো এই ধরণের হতে দেখা যায়।

5. সারভিক্স, যোনি এবং যোনিনালী প্রভৃতি নানা অংশে এই রকম হতে দেখা যায়

6. প্রসবের দ্বার বা ইউরেথ্রাতেও কখনো এই ধরণের হতে দেখা যায়।

7. জরায়ুর বিভিন্ন লিগামেণ্টেও কখনো এই ধরণের হতে দেখা গেছে। রাউণ্ড লিগামেণ্ট, ওভারিয়ান লিগামেণ্ট প্রভৃতিতে হয়।

লক্ষণ—সাধারণতঃ 30-40 বছরের মেয়েরা বিবাহ না করলে বা তারা বিবাহ করে বন্ধ্যা হলে তাদের মধ্যে এটি হতে দেখা যায়।

1 ঋতু কম হয় এবং ঋতুর সময় ব্যথা হতে থাকে (ডিসমেনোরিয়া)

2. মেনোরেজিয়া ও মেট্রোরেজিয়া হতে পারে কোনও কোনও সময়। ঋতুতে বেশি রক্তপাত হয় বা ঋতুর মাঝে রক্তপাত হয়।

3. পিঠে ব্যথা হতে পারে।

4. রক্তপ্রস্রাব অনেক সময় হয়।

5. ঋতুর সময় পায়ুতে ব্যথা বা রক্তপাত প্রভৃতিও হতে পারে।

6. বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়।

7. প্রচুর ঘাম হতে পারে। এজন্যও অন্য কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। জরায়ুর বাইরে Cervix-এ হলে Speculum দ্বারা দেখা যায়।

8. কখনো কখনো এর থেকে Malignant হলে তার ফল খারাপ হতে পারে।

চিকিৎসা

স্যাবাইনা ৩—পরিষ্কার, লাল, চাপ চাপ রক্তস্রাব।

বেলেডোনা ৩x —প্রকৃত জরায়ু-রোগে। জরায়ু প্রদেশে জ্বালাভাব, ও চাপবোধ, সকাল বেলা রোগ বাড়ে, এরকম লক্ষণে—বেল বিশেষ উপকারী।

হাইড্র্যাস্টিস ৩x, ৩০—জরায়ু গ্রীবা বা জরায়ু মুখ ও যোনিপথে ক্ষত, গাঢ় পীতবর্ণ প্রদর স্রাব।

অরাম মেট ৩০, পালস ৬, মিউরেক্স ৬, সালফার ৩০, ল্যাকেসিস ৬, লক্ষণানুসারে আবশ্যক হয়।

সিপিয়া ১২—প্রস্রব ব্যথার মতো ব্যথা, অল্প অল্প রক্তস্রাব, বা চুলকানি হয়।

এ ছাড়া প্রয়োজনবোধে লক্ষণ মিলিয়ে অন্যান্য ঔষধ দিতে হবে।

অন্যান্য বিনাইন টিউমার

উপরের বিনাইন টিউমার ছাড়াও অন্য কিছু কিছু বিনাইন টিউমার দেখা যায় রোগীর জননযন্ত্রের মাঝে। তাদের বিষয় বিস্তারিত এবারে আলোচনা করা হচ্ছে—

যোনিতে Cyst

যোনিতে নানা ধরণের বিনাইন টিউমার হতে পারে। যেমন ফাইব্রোমা, ফাইব্রোমায়োমা, Condyloma acuminate প্রভৃতি। তাছাড়া ছোট ছোট সিস্ট অথবা মিউকাস গ্রোথ দেখা যায়। স্থানিক অপারেশন প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বার্থলিন Cyst

বার্থলিন গ্রন্থিতে অথবা তার Duct-এ দেখা দিতে পারে অনেক সময়। এতে গ্রন্থি ফুলে ওঠে বা তার থেকে ছোট ছোট সিস্ট হতে দেখা যায়। ব্যথা হয়, হাঁটতে কষ্ট হয়, অনেক সময় 2 ইঞ্চির মত বড় Cyst হয়।

অনেক সময় এতে পুঁজ জমে Abcess সৃষ্টি করে থাকে।

চিকিৎসা

ঠাণ্ডা লেগে প্রদাহ হলে প্রথমে অ্যাকোনাইট ৩x ও তারপর মার্কিউরিয়াস ৬ উপকারী।

প্রমেহ জনিত হলে সিপিয়া ১২ ও আঘাত জনিত হলে আর্ণিকা ৩। প্রস্রাবের যন্ত্রণা প্রাবল্যে ক্যান্থারিস ৩x—৬। আক্রমণ অবস্থায় বিশ্রাম দরকার।

পুরানো যোনি প্রদাহ—যোনির মাঝখানে শ্লেষ্মা নিঃসারক-ঝিল্লীতে নীলাভ লালবর্ণ চুলকানি উদ্গম, যোনির শৈথিল্য ও যোনি থেকে প্রচুর সাদা, হলদে প্রভৃতি নানা রকম পুঁজ বের হওয়াকে পুরানো প্রদাহের লক্ষণ বলে।

মার্কিউরিয়াস ৩, সিপিয়া ২x বিচূর্ণ—এই দুটি পুরানোর পক্ষে প্রধান ঔষধ।

বোরাক্স ২x বিচূর্ণ—প্রচুর পরিমাণে পুঁজ বের হয় লক্ষণে। নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ পুঁজ জ্বালা ক্ষত ও ফুস্কুড়ির দোষ হলে।

Labia-তে টিউমার

Labia Majora-তে Hydradenoma নামে বিনাইন টিউমার হতে পারে। অনেক সময় কার্সিনোমা বলে মনে হয়—তবে তা ঠিক নয়।

অপারেশন দ্বারা একে সহজে আরোগ্য করা হয়।

তাছাড়া যোনির আশেপাশেও Lipoma, প্যাপিলোমা (Papilloma) প্রভৃতি ধরনের টিউমার হতে পারে। এগুলি অপারেশনে ভাল হয়।

———

অষ্টম অধ্যায়

জননতন্ত্রের নানা ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার

(Malignant Tumours of Genital Tract)

জননযন্ত্রের ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার প্রধানতঃ হয় সারকোমা ও কার্সিনোমা—যদিও কার্সিনোমাই বেশি ক্ষেত্রে দেখা যায়।

জরায়ু, ফেলোপিয়ান টিউব, ডিম্বাশয়, ব্রড লিগামেণ্ট প্রভৃতি সব অংশেই এই ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার হতে দেখা গেছে।

সারভিক্সের কার্সিনোমা

(Carcinoma of the Cervix)

জরায়ুতে যত রকম ম্যালিগন্যাণ্ট গ্রোথ দেখা যায়, তার মধ্যে শতকরা 65 ভাগ কিম্বা তার চেয়েও বেশী সারভিক্সের ক্যানসার বলে জানা যায়।

তবে বর্তমানে ভারতের রোগিণীদের মধ্যে দেখা গেছে যে, 50 ভাগ সারভিক্সের ক্যানসার, 35 ভাগ জরায়ুর দেহের ক্যানসার ও বাকি সারকোমা।

সারকোমার চেয়ে ক্যানসার এত বেশি হয় বলেই যদি জরায়ুতে Malignant গ্রোথ হয়, তাহলে তা ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তার কারণ হলো, আজ পর্যন্ত কার্সিনোমা একেবারে সেরে যাবার মতো চিকিৎসা নেই। এ নিয়ে রিসার্চ চলছে। তবে অপারেশন ও রেডিয়াম চিকিৎসার দ্বারা সাময়িকভাবে কিছু দিন সুস্থ করা যায় এইটুকু যা সুবিধা।

প্রকারভেদ—

1. সারভিক্সের ভেতরে হতে পারে।
2. সারভিক্সের বাইরে হতে পারে।

সারভিক্সের বাইরে হলে P. V. পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায়। ভেতরে হলে, তা ভেতরের পরীক্ষা দ্বারা দেখতে হয়।

এদের বিভিন্ন ধরনের দেখা যায়—

1. দ্রুত বর্ধমান ফুলকপির মতো আকৃতির।
2. দ্রুত বৃদ্ধি ও তাতে আলসার।
3. রক্তে চ্যাপটা Mass, যা দ্রুত বেড়ে চলে।
4. শক্ত Node এর মতো—বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে এটি বেশি হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটি অংশ তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলে (Biopsy) Cancer টিসু দেখা যায়।

বৃদ্ধি—এটি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। একদিক দিয়ে মাসিক বৃদ্ধি—অন্যদিক দিয়ে

Lymph নানা দিকে বিভিন্ন স্থানে পৃথক Node সৃষ্টি করতে পারে, যদি দ্রুত চিকিৎসা না হয়।

রক্তের মাধ্যমে এটি ফুসফুস, লিভার, প্লীহা, কিডনী, ঘাড়, ব্রেষ্ট পর্যন্ত ছড়াতে পারে।

বিভিন্ন স্টেজে বৃদ্ধি

প্রথম স্টেজ—ক্যানসারটি কেবলমাত্র Cervix-এ সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয় স্টেজ—ক্যানসারটি Cervix পেরিয়ে বের হয়ে আসে এবং যোনির মধ্যে তা ধীরে ধীরে ঢুকে পড়তে থাকে।

তৃতীয় স্টেজ—যোনি দিয়ে অনেকটা নেমে আসে।

চতুর্থ স্টেজ—সম্পূর্ণ যোনি, ব্লাডার ও রেকটাম প্রভৃতি অংশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

লক্ষণ—1. (প্রাথমিক) সাধারণতঃ 35 থেকে 40 বছরের নারীদের মধ্যে এটি বেশি হয়। 40—60 বছরেও দেখা যায়।

2. যৌন মিলনে প্রচুর রক্তপাত হতে পারে।

3. মাঝে মাঝে দুটি ঋতুর মধ্যে রক্তপাত হয়। মেনোপজ হয়ে যাবাব পর হলে ঐ অবস্থায় আবার হঠাৎ ঋতু বন্ধ দেখা যায়।

4. যোনি থেকে জলের মত স্রাব বের হয়।

5. কখনো বেদনা থাকে, কখনো বা থাকে না।

6. বাইম্যানুয়াল পরীক্ষা করলে তখন এটি দেখা যায় ও বোঝা যায়। Biopsy করে তার দ্বারা অথবা কোন Vaginal Smear পরীক্ষা করলে রোগ ধরা পড়ে।

রোগ বেশি বৃদ্ধি হলে লক্ষণ

1. এই অবস্থায় রোগীর এনিমিয়া হয়।

2. প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে যোনি দিয়ে।

3. যোনির স্রাব বের হয় ও তাতে বিশ্রী গন্ধ হয়।

4. কোমর, পিঠ প্রভৃতি অংশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়।

5. প্রস্রাব বন্ধ বা কম হয়। ফিসচুলা, রক্তস্রাব প্রভৃতি হতে পারে। অনেক সময় যোনির ভিতরে রক্ত জমে। তাকে বলে Haematocele

6. পাতলা পায়খানা, টিটেনাস, রেকটামে ফিসচুলা প্রভৃতি দেখা দেয়।

7. বিভিন্ন গ্রন্থিবৃদ্ধি, (Inguinal) প্রভৃতি।

8. ক্রমশঃ বৃদ্ধি, পেটে ব্যথা বৃদ্ধি, পায়খানা বন্ধ লক্ষণও দেখা দেয়।

চিকিৎসা

জরায়ুতে দূষিত অর্বুদ ও ক্যানসার (Uterine Cancer)—জরায়ুতে অর্বুদ হয়েছে মনে হলেই থুজা ৩—৬ দেওয়া দরকার।

আর্সেনিক আয়োডে ৬—জরায়ুতে দূষিত অর্বুদ (Cancer) রোগের প্রথম অবস্থায় দেওয়া কর্তব্য।

থুজা—দূষিত হলে অর্বুদের অঙ্কুরাবস্থার পর এবং তা আর্স-আয়োডে উপকার না বুঝলে ও উপদংশ জনিত অর্বুদে থুজা উপকারী।

রুটা θ—দুধের শর্করার সঙ্গে এক মাত্রা পক্ষান্তে খেলে ভাল হয়। এপিথিস্টেরিনাম ৩০ (বেশি রক্তস্রাব) এবং ক্যাল্কে ফ্লুয়োর ১২x প্রভৃতি ঔষধ এ সময় দরকার লাগে।

ক্যাল্কেরিয়া আয়োড ৩x বিচূর্ণ (একগ্রেন মাত্রায় দিনে চারবার) সবপ্রকার অর্বুদেই উৎকৃষ্ট। এতে উপকার না হলে ল্যাকেসিস ৩০, কার্সিনোসিন ২০০, সাইলিসিয়া ৬x চূর্ণ, সিকেলি ২x, থ্যাস্পি ২x লক্ষণ অনুযায়ী প্রযোজ্য।

জরায়ুর সারকোমা।

সারকোমা যদিও ম্যালিন্যাণ্ট টিউমার হয়, তাহলেও এটি বেশি হয় না সংখ্যায়। কানেকটিভ টিসু পেশীর অথবা Vasular Tissue থেকে ওঠে। জরায়ুতে এটি হয় বেশির ভাগ, তা সত্ত্বেও সারকোমা থেকে এটি কম হয়ে থাকে।

কারণ—Fibromyoma তে, জরায়ুতে Sarcomatous পরিবর্তন হয়।

সারভিক্সে এটি বেশি সংখ্যায় হয়ে থাকে।

তাছাড়া সারভিক্সে পলিপ হয়—বা অনেকটা সারকোমা থাকবে। এরা থোকা থোকা হয় এবং সংখ্যায় অনেক বেশি হয়।

চোখে দেখতে গেলে এদের দেখা যায় নানা ধরনের। তাদের নানা Type হিসাবে হয়। তবে পেশীর সঙ্গে যুক্ত Myoma বেশি থাকে।

অণুবীক্ষণে একটি সারকোমা কেটে দেখলে, ওদের মধ্যে Spindle এর মতো বস্তু দেখা যায়।

সাধারণতঃ এরা নরম হয়। টিপলে নরম বুঝতে পারা যায়। এদের প্রায়ই দেখা যায় আঙ্গুরের থোকা মতো হয়। একটির সঙ্গে একটি যুক্ত বলে এই রকম দেখা যায়।

এরা বেশি করে Pelvis-এর মধ্যে ছড়ায়। এর বেশী দূরে যাবার ঘটনা কম হয়।

এরা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও কার্সিনোমার মত বৃদ্ধি হয় না বা অপারেশন করে কেটে বাদ দিলে আবার ফিরে হবার আশঙ্কা থাকে না।

বয়স—যে কোনও বয়সে এটি হতে দেখা যায়। তবে বেশী বয়সে নারীর এটি হতে দেখা যায়। কুমারী বা বিবাহিতা সকলেরই এটি হতে দেখা যায়। তবে সধবাদের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে, একথা ঠিক।

লক্ষণ—I. প্রথম দিকে লক্ষণ সামান্য থাকে বা থাকে না।

2. পরবর্তীকালে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পেটের আকার বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

3. পরবর্তীকালে ঋতু বন্ধ হতে পারে।

4. কখনো প্রথম অবস্থায় কিছু বেশী রক্তপাত ঘটতে পারে—তবে পরবর্তীকালে তা থাকে না।

5, পরবর্তীকালে দুর্বলতা, জ্বর প্রভৃতি দেখা যায়।

6. পরবর্তীকালে কোমরে ব্যথা, পেটে ব্যথা প্রভৃতি দেখা যায়।

7. স্পেকুলাম দিয়ে পরীক্ষা করলে সারকোমা দেখা যায়। তা না হলে জরায়ুর ভেতরটা পরীক্ষা করতে হবে।

8. কখনো বা জরায়ু বেঁকে পেটের দিকে ঠেলে যেতে পারে এর জন্য।

9. বেশি বৃদ্ধি পেলে ঋতু বন্ধ হতে পারে পরবর্তীকালে।

চিকিৎসা

জরায়ুর সারকোমা যদিও ক্যানসারের মত ভয়াবহ নয়, তবু দ্রুত চিকিৎসা না করলে অপারেশন প্রয়োজন হতে পারে।

জরায়ুতে সারকোমা হয়েছে সন্দেহ হলে, সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে থুজা ৩ বা ৬।

নিশ্চয় এই রোগ হয়েছে সন্দেহ হলে দিতে হবে হাইড্রাস্টিস মাদার সেবন। এর সঙ্গে বাহ্য প্রয়োগ ভাল ফল দেয়।

অরাম মিউর ন্যাট ৩x,—সপ্তাহে বা পক্ষান্তে সেবন করালে খুব ভাল ফল দেয়।

ল্যাকেসিস্ ৬, ৩০—যে সব মহিলা গায়ে বা গলায় কাপড় রাখতে চায় না।

ক্যাল্কেরিয়া আয়োড ৩x চূর্ণ এক গ্রেণ করে দিনে চারবার খুব ভাল ঔষধ।

কার্সিনোসিন ২০০ প্রয়োজন মত ভাল ফল দেয়।

সাইলিসিয়া ৬x, সিকেলি ২x, থ্ল্যাম্পি বার্সা মাদার থেকে ৩x, হাইড্রাস্টিস ২x, ৩x প্রভৃতিতে ভাল ফল দেয়।

আর্সেনিক আয়োড ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

রুটা মাদার ভাল ঔষধ।

বেশি রক্তপাত হলে এপিথিস্টোরিনাম ৩০, ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর (বায়োকেমিক) ১২x, ৩x, প্রভৃতি ভাল ফল দেয়।

ন্যাজা ৩০ অনেক সময় ভাল দেয়।

ডিম্বনালীর কার্সিনোমা

(Carcinoma of the Fallopian Tube)

ডিম্বনালীর ক্যানসার দুই ধরণের হতে পারে। 1, প্রাইমারী, 2. সেকেন্ডারী। প্রাইমারী হলো, যেখানে শুধু মাত্র ডিম্বনালীতে এটি হয়। সেকেন্ডারী হলো

যেখানে ডিম্বনালীতে হয় না, হয় জরায়ু বা অন্যত্র। পরবর্তীকালে ডিম্বনালীতে এটি হয়। তবে যে ধরনেরই হোক না কেন, তা থেকে কষ্ট একই রকম হয় এবং লক্ষণও একই রকম হয়।

সাধারণতঃ টিউবের মাঝে এক-তৃতীয়াংশ বা বাইরের পাশে এক-তৃতীয়াংশ আক্রান্ত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একদিকের যোনিনালী আক্রান্ত হয়।

খালি চোখে দেখা চেহারা —যদি খালি চোখে টিউবটি দেখা যায়, তাহলে দৈর্ঘ্য বেশী দেখা যাবে এবং তার ফোলা ভাবও বেশী দেখা যাবে। কখনো কখনো এটি গাটভাব যুক্ত হয়।

ছড়ানো—এটি ছড়ায় সাধারণতঃ লিম্ফ-প্রবাহ অথবা রক্তের মাঝ দিয়ে। লিম্ফ প্রবাহ দিয়ে আক্রমণের জন্য অন্য লিম্ফ গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হতে পারে। কিন্তু রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে সারাদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ—সাধারণতঃ বয়স্কা নারীরা আক্রান্ত হয়। 50—60 বছর বয়সের নারীরা আক্রান্ত হয় বেশী।

প্রথম অবস্থায় তেমন কোনও কঠিন লক্ষণাদি দেখা যায় না তাদের। কখনো কখনো খুব বেশী বেদনা বা ব্যথা হয়।

মাঝে মাঝে প্রচুর রক্ত বা কষ বের হতে থাকে।

প্রথম অবস্থায় লক্ষণ দেখে বোঝা কঠিন। তারপর যখন খুব বৃদ্ধি হয় এবং Mass গঠিত হয় তখন পেট পরীক্ষা করলে এটি বোঝা যায়।

প্রাথমিক ভাবে, যোনি আক্রান্ত হবার পর মাঝে মাঝে ঋতুতে দুর্গন্ধ প্রভৃতি দেখা যায়। ব্যথা মাঝে মাঝে হয় এবং তা প্রবল হতে থাকে।

এই অবস্থায় পেট পরীক্ষা করলে Mass পাওয়া যায়, তা আগেই বলা হয়েছে।

চিকিৎসা

ন্যাজা ৬—এই রোগের সব থেকে দরকারী ঔষধ।

ডিম্বকোষের শূলেই এটা বিশেষ উপযোগী। বক্ষদেশ ভারী ও বুক ধড়ফড় করা, একমাত্র এই লক্ষণ দুটির উপর নির্ভর করে ন্যাজা প্রয়োগে অনেকে নীরোগ হয়েছেন।

শূলবেদনায় আক্রমণ অবস্থায় জিঙ্কাম ভ্যালেরিয়ানা ৩x চূর্ণ ব্যবস্থা করে ডাক্তারদের এটা অনেক সময় কাজে লেগেছে।

কলোফাইলাম, সিমিসিফিউগা, কোনিয়াম, ল্যাকেসিস, ম্যাগ ফস, অষ্টিলেগো প্রভৃতিও লক্ষণানুসারে ব্যবহার হয়।

বেদনা স্নায়বিক কিংবা প্রমেহজনিত তা সঠিক নির্ণয় করতে না পারলে, হ্যামামেলিস ২x, কলোসিন্থ ৬ বা ম্যাগ ফস ৩x, ১২x বিচূর্ণ (গরম জলে খেতে হবে)।

ল্যাকেসিস ৬—৩০ বিশেষ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

যোনির কার্সিনোমা (Carcinoma of Vagina)

এটি খুব বিরল রোগ এবং শতকরা 2—1 ভাগ নারীর এটি হয়।

এটি যোনিকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে তার নিচের অংশের কার্সিনোমা হয়। এটি প্রাথমিক খুব কম হয় – এটি হতে পারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেকেন্ডারী রূপে। এটি জরায়ুর কার্সিনোমা থেকে পরে যোনিতে হয়।

যোনির ভেতরে ও বাইরে এটি হয়। অনেক সময় হয় অন্যান্য কোন কারণে।

খালি চোখে—খালি চোখে এদের দুরকম দেখা যাবে। তা হলো—

1. আলসারেটিভ ধরনের। এতে কার্সিনোমার টিস্যুর উপরে বড় আলসার থাকে।

2. ঠিক ফুলকপির ধরনের—এটি খুব বেশী ধরনের বৃদ্ধি হয়—Caluliflower ধরনের হয়।

স্থান—যোনিনালীর উপরে এক-তৃতীয়াংশ বা নিচের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে হয়। যোনির পিছনের Wall-এ এটি প্রায়ই হতে দেখা যায়।

শ্রেণী বিভাগ —ক্লিনিক্যাল ভাবে একে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে—

1. কেবলমাত্র যোনির প্রাচীরে হয়।
2. সাব-ভ্যাজাইন্যাল টিস্যু এতে আক্রান্ত হয়।
3. কার্সিনোমা Pelvic wall-কেও আক্রান্ত করে।
4. অতিরিক্ত বিস্তৃতিশীল—এটি Rectum এবং Bladder-কে পর্যন্ত আক্রমণ করে থাকে।

কারণ —অনেকে বলেন রিং ধরনের পেশারী বেশী ব্যবহার করলে এটি হয়। অবশ্য এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই।

বিস্তৃতি—স্থানিকভাবে তা বিস্তৃতি লাভ করে রেকটাম, ব্লাডার, ইউরেথ্রা এবং লিম্ফ নালী দিয়ে Internal, External এবং Inguinal গ্রন্থিগুলিতে।

রক্তের মাধ্যমে তারা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।

লক্ষণ —1. বয়স 40 থেকে 60 বছরের মধ্যে বেশী হয়।

2. গর্ভ হয়েছে এমন মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশী হয়।
3. যৌন-মিলনে রক্ত বেঃ হতে থাকে নালী থেকে—এইটে প্রধান লক্ষণ।
4. অনেক সময় সাদা স্রাব হয়।
5. যোনি থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে।
6. টিউমার দেখা দেয় এবং তা দ্রুত বাড়তে থাকে।
7. যোনি পরীক্ষা করলে অনেক সময় এর সঙ্গে সঙ্গে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারও দেখা দেয়।

চিকিৎসা

যোনির অর্বুদ—কার্বো-অ্যানি ৩—৩০, কার্বোভেজ ৬—৩০, আর্সেনিক ৬, ক্রিয়োজোট ৬।

যোনি থেকে বায়ু নিঃসরণ—ব্রোমিয়াম ৫—৩০, লাইকোপোডিয়াম ৩০—২০০, অ্যাসিড ফস ৬—৩০, বেল, নাক্স।

যোনির কোষাচ্ছাদিত (Cystic) অর্বুদ হলে—ব্যারাইটা কার্ব ৬, সাইলিসিয়া ৩০, সিপিয়া ৬, সালফার ৩০, ক্যাল্কে কার্ব ৬x বা ১২x, অরাম আয়োড, ক্যাল্কে আয়োড, ল্যাকে, প্রভৃতি উপযোগী।

যোনির অর্বুদ থেকে রক্তস্রাব—কক্কাস ক্যাক্টাস ৩x—অসহ্য ব্যথা হলে।

আর্ণিকা ৩—আঘাতের বা সঙ্গমের জন্য হলে।

পালস্ ৩—স্রাব নিয়ত পরিবর্তনশীল হলে। ল্যাকেসিস ৬, ফস্ফো ৬, ক্রিয়োজোট ৬।

যোনির পচন—আর্স ৬, বেল ৩, ল্যাকেসিস ৬।

যোনির নালী ঘা—সালফার ৩০, ক্যাল্কে কার্ব ৬, লাইকো ৩০, সিলিকা ৬, হিপার ৬, অরাম ৬, থুজা ৩০, সিপিয়া ৩০, ল্যাকেসিস ৬।

যোনির বাইরের অংশ ভালভা-তে কার্সিনোমা
(Carcinoma of the Vulva)

কারণ—1. অন্য অঙ্গের আক্রমণ থেকে।

2. হঠাৎ যোনি বা Labia প্রভৃতিতে আক্রমণ হয়। তার কারণ জানা যায়নি।

3. সিফিলিস প্রভৃতি থেকে হয়।

সংক্রমণের স্থান—1. Labia Majora-তে সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রে আক্রমণ হয়।

2. Labia Minora কখনো কখনো আক্রান্ত হয়।

3. কখনো বার্থলিন গ্রন্থিও আক্রান্ত হয়।

4. Clitoris-ও কখনো কখনো আক্রান্ত হয়।

শ্রেণী বিভাগ—1. প্রাইমারী Squamous Cell-এ ক্যানসার কখনো দেখা যায় না।

2. বার্থলিন গ্রন্থির Adenocarcinoma কখনো হয়।

3. মেল্যানোমা খুব কম হয়।

4. সেকেন্ডারী—জরায়ু বা যোনির ভেতর থেকে এটি হতে পারে। মনে রাখতে হবে, ক্যানসার টিসু দ্রুত বৃদ্ধি হয়।

বিস্তৃতি—1. বাইরে থেকে বিস্তার লাভ করে যোনি, ইউরেথ্রা, জরায়ু প্রভৃতি অংশে।

2. লিম্ফ নালীতে ইংগুইন্যাল নানা গ্রন্থিতে।

3. যোনি, ক্লিটরিস, নালী, জরায়ু প্রভৃতি।

4. রক্তের মাধ্যমে সারা দেহের প্রতিটি প্রধান প্রধান টিস্যুতেই এটি বেশি বিস্তৃতি লাভ করে।

স্তর বিভাগ—1. প্রথম স্তরে—টিউমার কেবল ভালভাবে থাকে।

2. দ্বিতীয় স্তরে—এটি বড় হয় এবং আশে পাশে বিস্তৃতির চেষ্টা করে।

3. তৃতীয় স্তরে—যোনি, ইউরেথ্রা প্রভৃতি আক্রান্ত হয়।

4. চতুর্থ স্তরে—ব্লাডার, রেকটাম, জরায়ু উত্তেজিত হয়ে আক্রমণের অবস্থা দেখা যায়।

লক্ষণ—1. 60—70 বছর বয়সে বেশী হয়ে থাকে। 40—50 বছরে কিছু কম হয়।

2. ব্যথা ও ক্ষত প্রভৃতি ও ক্যানসার দেখা দেয় নির্দিষ্ট কয়েক স্থানে।

3. কখনো দুর্গন্ধ স্রাব বা রক্তপাত হয়।

4. পরে এটি শক্ত ক্যানসার হয়ে দাঁড়ায়।

5. দেহের আরও নানা যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয়।

6. ইংগুইন্যাল যন্ত্রাদি আক্রান্ত হয়।

7. Biopsy করে পরীক্ষা করলে স্পষ্টভাবে রোগ ধরা পড়ে।

8. কখনো বা শক্ত Nodule আকারে দেখা যায়। কখনো ফুলকপির মতো আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা

এই রোগের সব থেকে উৎকৃষ্ট ঔষধ হলো ল্যাকেসিস ৩০, কার্সিনোমা ২০০, সাইলিসিয়া ৬x চূর্ণ, সিকেলি ২x, হাইড্র্যাস্টিনাম ২x বিচূর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী প্রযোজ্য।

আর্সেনিক-আয়োড—৬—জরায়ুতে অর্বুদ (Cancer) রোগের প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য।

থুজা—দূষিত অর্বুদের অঙ্কুর অবস্থার পর এবং আর্স-আয়োডে উপকার না হলে ও উপদংশ জনিত অর্বুদে থুজা উপকারী।

জরায়ুর দূষিত অর্বুদ বা ক্যানসার (Uterine Cancer)—জরায়ুতে অর্বুদ হয়েছে সন্দেহ হলেই—থুজা ৩—৬, কিন্তু রোগ নিশ্চয়ই হয়েছে বুঝলে—হাইড্র্যাস্টিস খেতে এবং তা লাগাতে হবে। কার্সিনোসিন ৩০—২০০ প্রয়োগ করাও যেতে পারে। প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হলে—হ্যামামেলিস θ লাগালে উপকার হয়।

রুটা দুগ্ধশর্করার সঙ্গে এক মাত্রা খাওয়ানো ভাল। এপিথিয়েন্টোরিনাম ৩০ বেশী রক্তস্রাবে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ওভারীয়ান সিস্ট ও টিউমার
(Overian Cyst and Tumour)

নারীর ওভারীতে জরায়ুর মতো দু ধরনের টিউমার হতে দেখা যায়। তা হলো—

1. বিনাইন টিউমার (Benign Overian Tumour)।
2. ম্যালিগন্যাণ্ট (Malignant Overian Tumour)

শ্রেণী বিভাগ—যোনিতে Swelling গুলিকে মোট নিচের পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। তা হলো—

1. বিনাইন সোয়েলিং

(a) সিস্টিক (Cystic)

(i) Neoplasm ছাড়া সিস্টিক ওভারী, ফলিকিউলার সিস্ট, বাইল্যাটারেল লিউটিন সিস্ট, কর্পাস লিউটিয়াম সিস্ট, Seterocystic ওভারী প্রভৃতি।

(ii) বিনাইন নিওপ্লাজম।

(a) সিউডোনিউক্লিয়ার সিস্ট এডিনোমা।

(b) সেরাস সিস্ট এডিনোমা।

(c) ডারময়েড সিস্ট।

(d) এণ্ডোমেট্রিয়াল সিস্ট। এরাই মিলিতভাবে ওভারীতে নিওপ্লাজমের শতকরা 95 ভাগ হয়।

(e) Solid—ফাইব্রোমা, এক ধরনের নিওপ্লাজমের টিউমার।

2. ম্যালিগন্যাণ্ট সোয়েলিং—

(a) **সিস্টিক**—সিউডোমিউসিনাস বা প্যাপিলিফেরাস সিস্ট—এডিনোকার্সিনোমা, ম্যালিগন্যাণ্ট ডারময়েড সিস্ট।

(b) Solid—(i) প্রাইমারী কার্সিনোমা।
(ii) সেকেণ্ডারী কার্সিনোমা।
(iii) টেরাটোমা।
(iv) সারকোমা।

3. দুর্লভ জাতীয় বিশেষ টিউমার

(a) গ্রানুলোজা সেল টিউমার থেকে। Theca সেল টিউমার এবং লিউটিয়াল সেল টিউমার প্রভৃতি জাতের টিউমার হলো Feminizing টিউমার।

(b) Masculizing টিউমার হলো Lipoid Cell-এর টিউমার এবং Arrhenoblastoma প্রভৃতি।

(c) **শ্রেণীহীন**—Dysgerminoma ব্রেনারের টিউমার (Brenner's Tumour) প্রভৃতি।

(d) টিউমার যাতে ফাইব্রয়েডের ক্রিয়া বর্তমান—যেমন ওভারীর স্ট্রমা (Stromma)।

অন্য ধরনের শ্রেণী বিভাগ

Histological ভাবে টিউমারকে আবার সম্পূর্ণ পৃথক এক ধরনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। তাদের ভাগ হলো, কোন্ স্থান থেকে উঠেছে এবং তাতে কি ধরনের টিস্যু আছে ঠিক সেই অনুযায়ী।

I. **সেরাস সিস্টোমা**

(a) সেরাস বিনাইন সিস্ট এডিনোমা।

(b) সেরাস সিস্ট এডিনোমা—যেখানে এপিথিয়্যাল সেলগুলি প্রচুর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কোনরকম ধ্বংসাত্মক বৃদ্ধি থাকে না।

(c) সেরাস সিস্ট এডিনোকার্সিনোমা।

2. **মিউসিনাস সিস্টোমা**

(a) মিউসিনাস সিস্ট এডিনোমা।

(b) মিউসিনাস সিস্ট এডিনোমা এবং তার সঙ্গে সামান্য ধরনের ম্যালিগন্যান্সি।

(c) মিউসিনাস সিস্ট এডিনোকার্সিনোমা।

3. **এন্ডোমেট্রিয়েড টিউমার**

(a) এন্ডোমেট্রিয়েড বিনাইন সিস্ট।

(b) এন্ডোমেট্রিয়েড টিউমার সামান্য ম্যালিগন্যান্সি সহ।

(c) এন্ডোমেট্রোয়েড এডিনোকার্সিনোমা।

4. **মেজোনেফ্রিক টিউমার**

(a) মেজোনেফ্রিক বিনাইন টিউমার

(b) মেজোনেফ্রিক টিউমার সামান্য ম্যালিগন্যান্সি সহ।

(c) মেজোনেফ্রিক সিস্ট এডিনোকার্সিনোমা।

5. শ্রেণীবিহীন কার্সিনোমা—যাদের কোনও নিশ্চিত একটি শ্রেণীতে ফেলা যায় না।

স্তর অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ

প্রথম স্তর—1. বৃদ্ধি কেবল ওভারীতে সীমাবদ্ধ থাকে।

(a) বৃদ্ধি কেবল ওভারীতে সীমাবদ্ধ থাকে, উদরী বা Asicites থাকে না। এদের মধ্যে কারও Capsule ফেটে যায়, কারও ফাটে না।

(b) দুটি ওভারীতে বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ হয়। উদরী থাকে না। এদের Capsule ফেটে যেতে পারে, কখনো ফাটে না।

দ্বিতীয় স্তর—বৃদ্ধি বা Growth কেবল একটি বা দুটিতেই সীমাবদ্ধ থাকে বটে, তবে তা থেকে পেলভিসের দিকে Extension হতে দেখা যায়।

(a) জরায়ু, টিউব বা অন্য ওভারীতে ছড়ায়।

(b) পেলভিসের অন্যান্য টিস্যুতে ছড়ায়।

তৃতীয় স্তর —একটি বা দুটি ওভারী থেকে অনেক বেশী দূর পর্যন্ত Infection প্রভৃতি ছড়ায়—এতে নানা ভীতিজনক অবস্থা দেখা দিতে পারে।

চতুর্থ স্তর —একটি বা দুটি ওভারীতে গ্রোথ বৃদ্ধি পায় এবং তার জন্য স্পষ্ট মেটাস্টেসিস দেখা দিতে পারে। এটি অনেক সময় রীতিমত শংকাজনক অবস্থায় পৌঁছায়।

সেরাস সিস্ট এডিনোমা

(Serous Cyst Adenoma)

এরা হলো Cystic বিনাইন টিউমার এবং এদের থেকে Adenomatous এবং প্যাপিলার দু জাতের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। অবশ্য এটাও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হতে দেখা যায়।

উৎপত্তি—ওভারীর Surface Epithelium থেকে নিচের দিকে Growth হবার জন্য এটি হয়ে থাকে। এরা প্রায়ই একদিকে হয়। Unilateral—তবে শতকরা 30 ভাগ ক্ষেত্রে দুদিকে হতে পারে অর্থাৎ Bilateral হতেও দেখা যায়।

আকৃতি —এরা কম-বেশি ছোট বড় আকৃতির হয়। এরা হয় গোল আকৃতির। এরা Smooth বা মসৃণ হয়। কখনো বা Cyst থেকে ছোট ছোট আঁচিল বের হয়।

গঠন—নীলাভ রং এবং তার সঙ্গে সাদা ফেনাও কখনো কখনো থাকতে দেখা যায়।

রং—নীলচে বা সাদা রঙের হয়।

বোঁটা—(Peduncle)—এদের ছোট বোঁটা থাকতে দেখা যায়—কখনো বা থাকে না।

ভেতরের খণ্ড —যদি এটি কেটে ফেলা হয় ও চিরে দেখা যায়, তাহলে এর মধ্যে দেখা যায় সাধারণ হলদে বা চকলেট রঙের Fluid.

অনুবীক্ষণের চেহারা—যদি এটি অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখা যায়, তাহলে এদের মধ্যে একটি স্তরে লম্বা লম্বা Mucous Cell দেখা যায়। তাছাড়া এদের মধ্যে পরস্পরের পৃথক হবার মতো Connective টিসুর Septum থাকে।

উপসর্গ—1. বোঁটা পেকে যেতে পারে (Torsion)।

2. ফেটে যেতে পারে (Rupture)।

3. সেকেন্ডারী Infection হতে পারে, বিভিন্ন যন্ত্রে।

4. সিউডোমিউসিন বা তরল পদার্থ বের হয়ে পাশের অন্য যন্ত্রে ছড়াতে পারে।

5. ম্যালিগন্যাণ্ট হতে পারে—Adenocarcinoma হতে পারে শতকরা 100 ভাগ ক্ষেত্রে।

সাধারণ কতকগুলি প্রধান জাতের ওভারীর টিউমার সম্পর্কে এখন আলোচনা করা হচ্ছে।

সিউডোমিউসিনাস সিস্ট এডিনোমা।

এরা সিস্টিক বিনাইন Neoplastic টিউমার এবং এতে Adenomatous বৃদ্ধি হয়। এটি বিনাইন জাতির মধ্যে বেশি পরিমাণে হতে পারে।

উৎপত্তি —1. সাধারণভাবে ওভারী থেকে বের হয়ে থাকে।

2. কখনো বা টিউমার-এর গা থেকে বের হয়। Brenner's টিউমার থেকেও এটি বের হয়।

সাধারণতঃ একদিকে উৎপত্তি হয়—কখনো দুই দিকেও এটি হয়।

আকৃতি —একদিকে হোক বা দুদিকেই হোক, এদের আকৃতি পৃথক পৃথক হয়। কখনো ছোট সুপারীর মতো হয়, কখনো বা বিরাট বড় হয়ে পেটের যন্ত্রগুলিতে চাপ সৃষ্টি করে। কিছুটা Cystic কিছুটা Solid হয়।

গঠন —Cystic বা Solid এবং প্যাপিলা যুক্ত হয়। এদের বোঁটা থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে।

ভেতরের পদার্থ—একটি কেটে পরীক্ষা করলে তার ভেতরে জালের মতো পদার্থ বের হয়—তাতে Serum, Albumin এবং Globulin জাতীয় পদার্থ থাকে।

অনুবীক্ষণের চেহারা —1. Cystic Cavity থাকে এবং তাতে মাত্র কয়েকটি স্তরে কেবল মাত্র কলামনার এপিথিলিয়্যাল সেল থাকে।

2. প্যাপিলা ও কানেকটিভ টিসু কোষ থাকে ও তাতে এপিথিলিয়ামের আবরণ থাকে।

3. Connective টিসুর স্ট্রোমা থাকে।

4. যদি প্রকৃত Malignant হয়, তাহলে এপিথিলিয়ামে বহু Layer থাকে।

উপসর্গ —1. উদরী বা Ascites Peritonitis হতে পারে Papillary বৃদ্ধির জন্য, বিনাইন জাতীয় টিউমার হলেও এক্ষেত্রে তা হবে।

2. ফেটে গিয়ে চারদিকে বিস্তৃত হতে পারে, Papilla-গুলি সহজে ফেটে যায়।

3 শতকরা প্রায় 25 ভাগ ক্ষেত্রে Malignant হতে পারে।

ডরময়েড সিস্ট (Dermoid Cyst) ওভারীর Cystic বিনাইন জাতের Teratoma-কে Dermoid Cyst বলে। যে কোন বয়সে এটি হয়। তা ছাড়া সন্তান জন্ম চলাকালে বেশির ভাগ নারীর ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়।

উৎপত্তি —নানা জাতের Cell এদের বৃদ্ধি পায়। Apiblastic, Mesoblastic এবং Hypoblastic নানা ধরনের Cell বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে, দ্রুত এরা বৃদ্ধি পেতে পারে।

আকৃতি —শতকরা 20 ভাগ ক্ষেত্রে মাত্র দু'দিকে হয়—বাকি ক্ষেত্রে একদিকে হয়। মাঝারী আকৃতির এটি হয়। এরা গোল হতে পারে কোন কোন সময়।

এরা সাদাটে হয় এবং ভেতরে সাদা পদার্থ আছে মনে হয়। এরা একেবারে Cystic গঠন যুক্ত ও শক্ত হয়।

বোঁটা —এদের লম্বা বোঁটা থাকে।

ভেতরের পদার্থ —ভেতরে থাকে অস্পষ্ট তরল পদার্থ এবং চুলের মতো পদার্থ, দাঁত দাঁত পদার্থ প্রভৃতি থাকতে দেখা যায়।

অনুবীক্ষণে চেহারা —অনুবীক্ষণের মাঝ দিয়ে দেখলে তিনটি প্রাথমিক Embryonic স্তর দেখা যায়। Cyst-এর বাকি অংশে Granulated টিস্যু থাকে।

উপসর্গ—1. এগুলি অনেক সময় পেটের সঙ্গে নাড়ির Adhesion হলে তা থেকে রোগ বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি লাভ হয়—অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রে তা হয়।

2. প্রায়ই বোঁটাটি পাক খেয়ে বা Torsion হয়ে থাকে।

3. প্রসবে বাধাব সৃষ্টি কবতে পারে।

4. বৃদ্ধি বা নালীর ম্যালিগন্যান্সি মাত্র শতকরা 8 ভাগ ক্ষেত্রে Epithelioma বা Sarcoma হতে দেখা যায়।

টেরাটোমা (Teratoma)— Embryo তিনটি স্তরের Cell-গুলি জরায়ুতে আটকে গিয়ে দুই ধরনের টিউমার সৃষ্টি করে। প্রথম প্রকার হলো Dermoid Cyst—যাদের কথা আগে বলা হয়েছে। তারা বিনাইন টিউমার, দ্বিতীয় প্রকার হলো Malignant—তাদের নামই বলা হয়ে থাকে টেরাটোমা বা Solid Teratoma.

এরা দ্রুত বৃদ্ধি পায়—ওভারী বড় হয়ে ওঠে—এদের বর্ণ সাদা হয়।

দেখতে কখনো গোল হয়—কখনো ডিম্বাকৃতি। ভেতরের দিকে দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

ওভারীতে Sarcoma প্রায় হয় না—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় কার্সিনোমা (Malignant) হলে।

ওভারীর সিস্ট ও টিউমারগুলির উপসর্গ —ওভারীর সিস্ট টিউমার থেকে নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়—

1. বোঁটা পাক খেতে পারে যদি বোঁটা থাকে।

2. চার পাশের টিস্যুতে Adhesion হতে পারে ও তার জন্য ছড়াতে পারে এটি :

3. কখনো ফেটে যায় বা Rupture হয় এবং তার ফলে চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে যায়।

4. Infections হতে পারে এবং তার ফলে পুঁজ জমা হতে দেখা যায়।

5. Ascites বা উদরী হতেও পারে কখনো কখনো।

6. Malignant হতে পারে ও তলপেটে চাপ সৃষ্টি হতে পারে ও নানা ধরনের অবস্থা হয়—Malignant জাতের টিউমার থেকে এটি হয়।

বিনাইন টিউমারের লক্ষণ —1. 20 থেকে 40 বছরের মধ্যে হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে।

2. পেট ধীরে ধীরে ফুলে ও বেড়ে উঠতে থাকে।

3. কখনো কখনো পেটে বা তলপেটে ব্যথা দেখা দেয়।

4. চাপ পড়ার জন্য নানা লক্ষণ দেখা যায়, প্রস্রাব বন্ধ, পা ফুলে ওঠা, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি।

5. মাসিকের ঋতুর গোলমাল দেখা দেয়। রক্তপাত বৃদ্ধি, রক্তপাত কম ও ব্যথা, ঋতুহীনতা, মেনোপজের হঠাৎ রক্তপাত শুরু প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

6. শরীরে চর্মরোগ হতে পারে ও পেট বিরাট বৃদ্ধি পেতে পারে।

7. Torsion বা ফেটে যাওয়া। Infection প্রভৃতি কারণে নানাভাবে পেটে কষ্ট ও প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে।

8. পেট টিপে টিপে পরীক্ষা করলে টিউমার বোঝা যায়।

9. বাইম্যানুয়্যাল পরীক্ষা দ্বারাও এটি ভালভাবে বুঝতে পারা যায়।

10. X-Ray দ্বারাও এটি ধরা যায়।

ম্যালিগন্যাণ্ট ওভারীয়ান টিউমারের লক্ষণ। —1. সাধারণতঃ 40 থেকে 60 বছরের মধ্যে এটি বেশি হতে দেখা যায়।

2. প্রথম অবস্থায় লক্ষণ বিশেষ থাকে না।

3. তারপর ক্রমে পেটের আকার বৃদ্ধি, ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, শরীরের দুর্বলতা হয়। কখনো বা পেটের একদিকে ফোলে না—অন্যদিকে ফুলে ওঠে।

4. পায়খানা বন্ধ হবার ঘটনা প্রায়ই হয়।

5. রক্তশূন্যতা বেশি হয়ে হাত পা ফুলে ওঠে।

6. গ্রন্থির (লিম্ফ) বৃদ্ধি, ব্যথা প্রভৃতি দেখা যায়।

7. বেড়ে গেলে Abdomen পরীক্ষা করলে বোঝা যায়।

8. Bimanual পরীক্ষায় পেটে একটি Mass অনুভব করা যায়।

9. ঋতু প্রায়ই বন্ধ বা কমে যায়।

10. এর সঙ্গে বুকের ক্যানসার বা অন্য অঙ্গের ক্যানসার অনেক সময় দেখা দেয়।

বিনাইন টিউমারের চিকিৎসা —জরায়ুতে ব্যথা—সিমিসিফিউগা ৩x এবং ম্যাগ্নেসিয়া মিউর ৬।

জরায়ুর স্ফীতি—বহু সন্তানবতী (বিশেষতঃ বৃদ্ধা) স্ত্রীলোকদের জরায়ু স্ফীত হলে, অরাম মিউর ৬x বিচূর্ণ বা সিপিয়া ৬।

জরায়ুতে রক্ত সঞ্চয়—বেল ৩, স্যাবাইনা ৩x, ভিরেট্রাম ভির ২x, জিলিয়াম ডিগ ৬—৩০।

জরায়ু নির্গমন—সিপিয়া—৬ অল্প জ্বর হলে।

মিউরেক্স পারপিউরা ৬—বেশী জ্বর হলে।

ক্যাল্কে কার্ব ৩০—পুরানো রোগে বেশী স্রাব হলে।

অরাম মেট—পুরানো রোগে জরায়ু কঠিন (Indurated)।

হেলোনিয়াস ৬—দুর্বলতাসহ বন্ধ্যাত্ব ও প্রদর। মার্কসল ৬, হাইড্রোকোটাইল ১x।

জরায়ুর পচন (Gangrene)—আর্সেনিক ৬, কার্বো-ভেজ ৬—৩০, সিকেলি কর ৩০, বা ক্রিয়োজোট ৬।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমারের চিকিৎসা—ক্যাল্কে কার্ব বা আয়োড ৩x বিচূর্ণ (এক গ্রেন দিনে চারবার খেতে হবে)। এতে উপকার না হলে—কার্সিনোসিন ২০০, সাইলিসিয়া ৬x বিচূর্ণ, সিকেলি ২x প্রভৃতি প্রযোজ্য।

জরায়ুর দূষিত অর্বুদ বা ক্যান্সার (Uterine Cancer)—জরায়ুতে অর্বুদ হয়েছে সন্দেহ হলে থুজা ৩, ৬। কিন্তু রোগ নিশ্চয় হয়েছে বুঝলে—হাইড্রাষ্টিস ৬ খাওয়া এবং লাগানো উচিত।

অরাম-মিউর ন্যাট-৩x (সপ্তাহে বা পক্ষান্তে) খাওয়া উচিত।

আর্সেনিক আয়োড ৬—জরায়ুতে দূষিত অর্বুদ (Cancer) রোগের প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য :

থুজা—দূষিত অর্বুদের অংকুর অবস্থার পর এবং আর্স আয়োডে উপকার না হলে ও উপদংশ জনিত অর্বুদে থুজা উপকারী।

রুটা দুধ শর্করাসহ এক মাত্রা পক্ষান্তে খাওয়া উচিত।

ব্রেনার্স টিউমার (Brenner's Tumour)—এটি এক ধরনের Fibroma-র মত বিনাইন ধরনের ওভারীর টিউমার, এপিথিলিয়্যাল সেলগুলিতে ব্যথা হয় ও তার সঙ্গে Fibrous স্ট্রোমা হয়।

এ থেকে প্রায়ই Malignant হয় না। অপারেশনের দ্বারা টিউমারটি কেটে বাদ দিলেই ভাল হয়, কখনো ওভারী বাদ দিতে হয়।

ব্রড লিগামেন্টের টিউমার—ব্রড লিগামেন্টের টিউমার ও সিস্ট যা বিনাইন ধরণের হয়।

কখনো বা Fibroma, Lipoma প্রভৃতি হয়। এখানে Malignant কম হয় অবশ্য অন্যত্র তা হলে, তা থেকে Secondary Infection হতে পারে।

চিকিৎসা

এই রোগগুলির চিকিৎসা জরায়ুতে টিউমারের বিভিন্ন লক্ষণের মত একই। জরায়ুর টিউমার চিকিৎসা দ্রষ্টব্য।

নবম অধ্যায়

বুকের বিভিন্ন রোগ ও চিকিৎসা

বুকের বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে বুকের বিভিন্ন যন্ত্রাদি ও শ্বাসযন্ত্র, রক্তসংবহন তন্ত্র প্রভৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করতে হলে এই লেখকের রচিত এ্যানাটমি শিক্ষা ও ফিজিওলজি শিক্ষা বইদুটি দ্রষ্টব্য।

বুকের হাড়গুলি

পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের বারো খানা Thoracic ভার্টিব্রার সঙ্গে লম্বা পাতলা দুদিকে 12 খানা করে মোট 24 খানা পাঁজরার হাড় বা Rib যুক্ত থাকে। এর মধ্যে
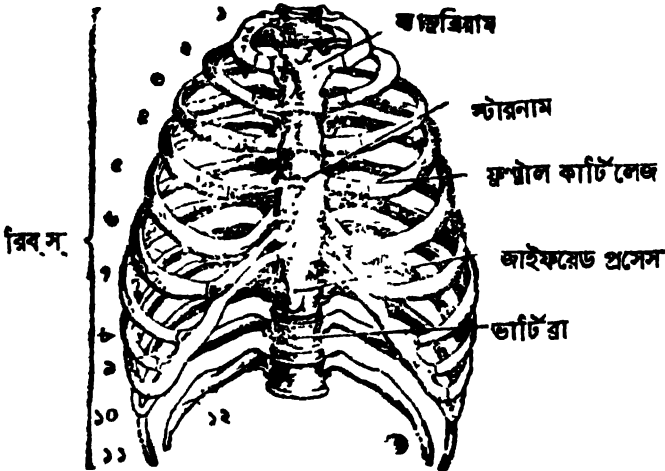
7 জোড়া Rib চ্যাপ্টা Sternum-এর সঙ্গে সামনের দিকে যুক্ত থাকে। বাকি 3 জোড়া একত্রে কার্টিলেজ দিয়ে Sternum-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে। বাকি 2 জোড়া সামনে যুক্ত থাকে না—কেবল পেছন দিকেই Vertebra-এর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

এদের বলা হয় ভাসমান Rib বা ফ্লোটিং Rib. এই পাঁজরার Rib-গুলো Sternum

একটি রিব্
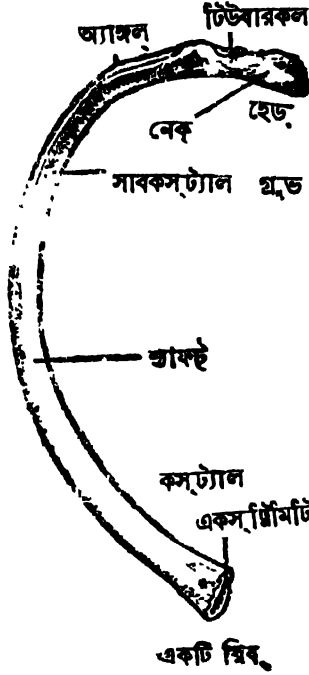
এবং ভার্টিব্রা মিলে একটি গহ্বর সৃষ্টি করে—তাকে বলা হয় বুকের গহ্বর।

বক্ষ গহ্বরের যন্ত্রাদি

বক্ষ গহ্বরের নিচে বা Floor-এ থাকে ডায়াফ্রাম পেশী যা এ.কে উদর থেকে পৃথক করে। বক্ষগহ্বরে কতকগুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্র অবস্থিত।

1. দুটি ফুসফুস বা Lungs.
2. একটি শ্বাসনালী বা Trachea.
3. শ্বাসনালী দুটি দুভাগ হয়ে দুটি ফুসফুসে প্রবেশ করে—যাদের বলা হয় ব্রঙ্কাই।
4. খাদ্যনালীর উপরের অংশ (Oesophagus)।
5. হৃৎপিণ্ড বা (Heart)।

ফুসফুসদ্বয় (Lungs)

বক্ষ পঞ্জরের মধ্যে দুদিকে দুটি ফুসফুস থাকে। ডানদিকের ফুসফুসের তিনটি অংশ বা তিনটি Lobe থাকে। বাঁদিকে থাকে দুটি Lobe ডানদিকে থাকে—

(1) উপরের লোক।

(2) মধ্য লোব।

(3) নিম্ন লোব।

বামদিকে (1) উপরের লোব।

(2) নিচের লোব। ডানদিকেব মধ্য লো:বর ফিসার পেছন দিকে থাকে।
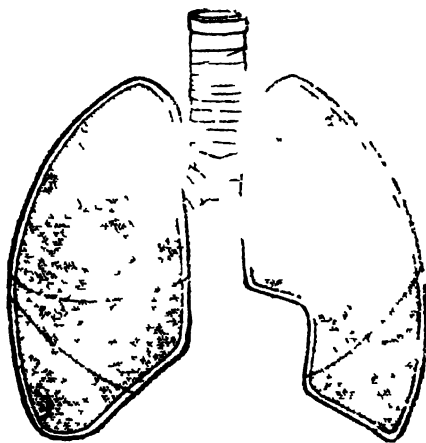
বা-দিকে হৃৎপিন্ড অবস্থান কবে। তাই বা-দিকে ফুসফুসে হৃৎপিণ্ডের থাবাব উপযোগী খাজ থাকে। বা-দিকে ফুসফুসেব খাজে হৃৎপিণ্ডেব বেশিবভাগ অংশ অবস্থান কবে।
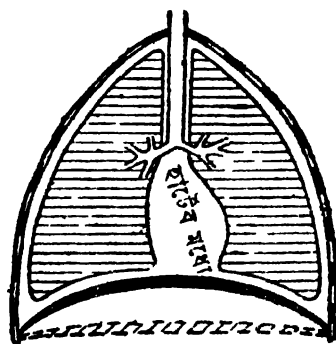
ফুসফুসেব কাজ হলো বক্তকে পবিস্রুত কবা। তাই হৃৎপিন্ড থেকে অশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসের ধমনী বা Pulmonary Artery দিয়ে ফুসফুসের ভেতরে প্রবেশ করে।

সেখান থেকে নানা ভাগে ভাগ হয়ে তা ফুসফুসের ছোট ছোট Lobule-এ প্রবেশ করে।

অক্সিজেনবাহী বিশুদ্ধ বাতাস Trachea ও Bronchi থেকে ছোট ছোট Alveoli-তে বিভক্ত হয়ে এই অশুদ্ধ রক্তের সঙ্গে Diffusion (, ণন) প্রক্রিয়া দ্বারা গ্যাস বিনিময় করে অর্থাৎ অক্সিজেন রক্তে যোগ করে ও কার্বন ডাং ক্সাইড রক্ত

ট্রেকিয়া ও ব্রঙ্কাই
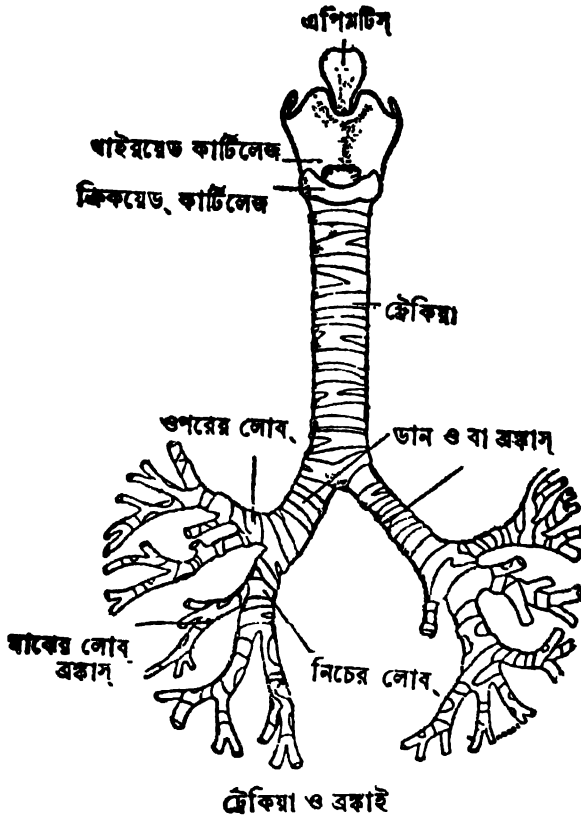
বর্জন করে। এই প্রক্রিয়াব দ্বারা অক্সিজেন মিলিত হয় ও রক্ত শুদ্ধ হয়। রক্তের অসার অংশ বা কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এইভাবে শরীরের সব Artery শুদ্ধ রক্ত বহন করে ; Vein অশুদ্ধ রক্ত বহন করে নিয়ে যায়। কিন্তু ফুসফুসের বিভিন্ন Lobules-এর মধ্যে থেকে Pulmonary Vein শুদ্ধ রক্ত ফেরৎ নিয়ে যায়। কিভাবে বাতাস আসে ও রক্ত কত সূক্ষ্মভাবে তার মধ্যে বিশুদ্ধ হয় তা আশ্চর্যজনক একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক মতে Diffusion

(ভিবিউশন) বলে। ফুসফুসের উপর একটি পাতলা আবরণ থাকে। তাকে বলে Pleura (প্লুরা)। এই আবরণে Inflammation বা প্রদাহ হলে এই রোগকে বলে Pleurisy (প্লুরিসি)।

শ্বাসনালী ও তার অংশ বিভাগ (Trachea and Bronchi)

শ্বাসনালী হলো একটি ফাঁপা নালী। তার ভেতরের অংশ ঝিল্লী বা Mucous-membrane দিয়ে আবৃত থাকে।

কণ্ঠনালী বা স্বরযন্ত্র (Larynx) পরে নিয়ে একটি শ্বাসনালীর আকার ধারণ করে। এই শ্বাসনালীর পেছনে থাকে খাদ্যনালী বা Oesophagous.

শ্বাসনালী দুটিভাগে বিভক্ত হয়ে দুটি ফুসফুসে প্রবেশ করে। তাদের নাম হলো Bronchi। ফুসফুসে প্রবেশ করে Bronchi আবার Bronchioles-এ বিভক্ত হয়। তারপর তা বিভক্ত হয়ে ফুসফুসে ছোট ছোট বায়ু গহ্বর Alveoli-তে, প্রবেশ করে আবার ফিরে আসে।
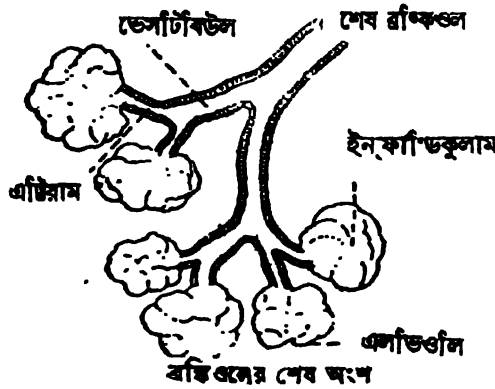
এইসব Alveoli-র সঙ্গে আবার Pulmonary Artery ও Veins-এর অতি সূক্ষ্ম ক্যাপিলারীগুলির সম্পর্ক থাকে।

অন্ননালী কিন্তু বক্ষেই শেষ হয় না, এটি তারপর Diaphragm ভেদ করে পাকস্থলিতে গিয়ে শেষ হয়।

বুকের ভেতর সব প্রধান যন্ত্রগুলির বিষয়ে বলা হলো। এবার বলা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড ও তার রক্তবাহী নালীগুলির কথা।

হৃৎপিণ্ড বা (Heart)

হৃৎপিণ্ড বা হৃদয় হলো শরীরের সমস্ত রক্তের মূল ধারক যন্ত্র। এটি বাঁ-দিকে বেশি ঝুঁকে থাকে। বাঁ ফুসফুসের গর্তে এর বেশীর ভাগ অংশ থাকে। ডানদিকে

সামান্য মাত্র। একটি মানুষের হাত মুষ্টিবদ্ধ করলে তা যত বড় হয়—এর আকার প্রায় তার সমান হয়।

তার বাইরে থাকে একটি আবরণ, তাকে বলে Pericardium। সাধারণতঃ আমাদের দেশে পুরুষদের 5-6 লিটার রক্ত থাকে, আব নারীদের থাকে 5-5½ লিটার রক্ত। এই রক্ত ধারণ করবার ক্ষমতা হৃৎপিণ্ডের থাকে।

হৃৎপিণ্ড সারা শরীরে পাম্প করে রক্ত প্রেরণ করে। আবার সারা শরীরের রক্ত আসে হৃৎপিণ্ডে।
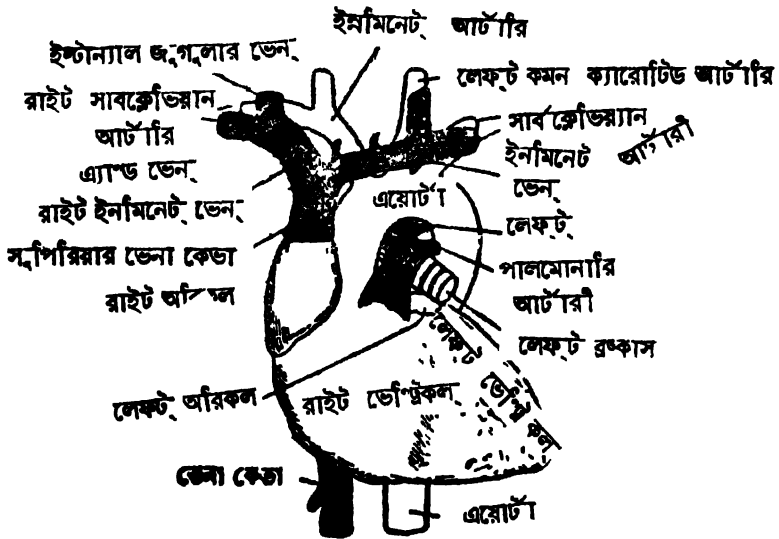
সে সব বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে—তাকেই বলা হয় রক্তের পরিবহণ বা Circulation of blood। হৃৎপিণ্ড মোট চারটি অংশে বিভক্ত। উপরের প্রকোষ্ঠগুলি থেকে রক্ত নিচে নামতে পারে। কিন্তু ওখানে Valve থাকে বলে রক্ত উপরে উঠতে পারে না। চারটি অংশ হলো—

1. দক্ষিণ অলিন্দ (Right Atrium)।
2. দক্ষিণ নিলয় (Right Ventricle)।
3. বাম অলিন্দ (Left Atrium)।
4. বাম নিলয় (Left Ventricle)।

হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে প্রধান রক্তবাহী নালীগুলির যোগ আছে। তাহলো—

1. প্রধান ধমনী (Aorta)।
2. প্রধান দুটি শিরা (Superior and Interior Vena Cava)।
3. ফুসফুসের প্রধান ধমনী (Pulmonary Artery)।

4, ফুসফুসের প্রধান শিরা (Pulmonary Veins)।

এসব বিরাট ধমনী ও শিরা হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করে। তারপর তা সারা শরীরে বিভক্ত হয়ে যায়।

রক্তের পরিবহণ (Circulation of blood)

হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে দেহের রক্ত বহা নালীদের কি সম্পর্ক ও কিভাবে রক্ত সঞ্চালনের কাজ হয়ে থাকে একটি সম্পূর্ণভাবে জানা যায় রক্তের পরিবহণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে।

বাম নিলয় (Left Ventricle)

এর থেকে শুদ্ধ রক্ত অর্ধ গোলাকার Aorta বা প্রধান ধমনী দিয়ে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে প্রধান দুটি শিরার মাধ্যমে ও Superior Vena Cava-এর মাধ্যমে অশুদ্ধ রক্ত শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ অলিন্দে (Right Atrium)—দক্ষিণ অলিন্দ থেকে দক্ষিণ নিলয়ে (Righ Ventricle) আসে। সেখান থেকে তা পাম্প হয়ে পরিষ্কার হবার জন্য যায়—Pulmonary Artery—এর মাধ্যমে ফুসফুসে। সেখান থেকে তা পরিষ্কার হয়ে Pulmonary Vein দিয়ে নেমে আসে বাম অলিন্দে (Left Atrium)। তা থেকে Valve মাধ্যমে তা Left Ventricle-এ নেমে আসে—আবার তা Aorta দিয়ে সারা শরীরে পরিবাহিত হয়।

এইভাবে চক্রাকারে বেরিয়ে হৃৎপিণ্ড থেকে বেরিয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে ও আবার ফিরে আসে।

এই চক্র হলো বাম নিলয়—ধমনী শিরা—ডান অলিন্দ—ডান নিলয়—ফুসফুস ও ধমনী—ফুসফুস—ফুসফুস শিরা—বাম অলিন্দ—বাম নিলয়।

দুটি অলিন্দ যখন সংকুচিত হয় তখন রক্ত নিলয়ে নেমে আসে। সেই সময়ে এক ধরনের শব্দ হয়। আবার যখন রক্ত সঞ্চারিত হয়, তখন অন্য ধরনের শব্দ শোনা যায়। এই দুটি শব্দ আমরা হৃৎপিণ্ডে স্টেথিসকোপ বসিয়ে শুনতে পাই।

তাহলো লাব্‌ডাব্‌—লাব্‌ডাব্‌।

নাড়ীর গতি (Pulse rate)

হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনুযায়ী আমরা যে কোন বড় ধমনীতে চাপ দিয়ে নাড়ীর মাধ্যমে হার্টের অবস্থা জানতে পারি। সুস্থ শরীরে হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে 72-80 বার। চাপ দিয়ে রক্ত সারা দেহে পাঠায়। তাই আমরা দেখি Pulse Rate 72-80 বার শৈশবে গতি বেশি থাকে—বৃদ্ধ বয়সে কম হয়।

জন্ম সময়ে নাড়ীর গতি—130—140 বার।

কৈশোরে নাড়ীর গতি—100—120 বার

যৌবনে নাড়ীর গতি—72—80 বার।

বার্ধক্য নাড়ীর গতি—60—72 বার।

শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন রোগ

গলকক্ষ বা ফ্যারিংক্স, স্বরযন্ত্র বা ল্যারিংক্স, ট্রেকিয়া, ব্রংকাই, ফুসফুস, প্লুরা, ইত্যাদির বিভিন্ন রোগ ব্যাধি এই পর্যায়ের অসুখের মধ্যে পড়ে। এছাড়া হার্টের অনেক রোগও এর মধ্যে পড়ে।

সর্দি ও ফ্যারিঞ্জাইটিস (Coryza and Pharyngitis)

কারণ— নানা ধরনের জীবাণুর আক্রমণ থেকে সর্দি প্রভৃতি হয় ও তা থেকে গলা আক্রান্ত হয়। একে বলে ফ্যারিঞ্জাইটিস রোগ।

শ্বাসনালী, গলকক্ষ, ও মাথার বিভিন্ন Sinus-এ রোগ জীবাণুর আক্রমণ থেকে সর্দি হয়। তার সঙ্গে থাকে ঠাণ্ডা লাগা, অনিয়ম, জলে ভেজা, পেট গরম হওয়া প্রভৃতি গৌণ কারণ। সাধারণতঃ কয়েক ধরনের Virus আক্রমণ করে রোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কয়েক জাতের বীজাণু—স্ট্রেপটো, স্ট্যাফাইলো কক্কাস প্রভৃতিও আক্রমণ করতে পারে গলকক্ষকে ও শ্বাসতন্ত্রকে।

লক্ষণ—1 গা-হাত পা ব্যথা, শরীরে ক্লান্তি, হাই ওঠা, মাথা ধরা, ও মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা, উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাস, তালু সুড় সুড় করা, বার বার হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া প্রভৃতি নানা উপসর্গ দেখা দেয়।

2. অল্প অল্প শীত বোধ, নাড়ি দ্রুত ও চঞ্চল হয়।

3. শুকনো কাশি বা কাশির সঙ্গে সামান্য কফ বের হতে পারে।

4. নাক দিয়ে জল পড়া, মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে জল পড়া প্রভৃতি হতে পারে।

5 মাথায় Sinus, বুক, বায়ুনালী প্রভৃতিতে সর্দি জমতে পারে। গলা ব্যথা কখনও খুব বৃদ্ধি পায়।

এ রোগ তত মারাত্মক নয়। তবে কখনও কখনও এ থেকে নানা জটিল উপসর্গের সৃষ্টি হতে পারে।

6. এর প্রথম দিকে বা মাঝের দিকে জ্বর হতে পারে। জ্বর বেশি হয় না। 99—101 ডিগ্রী জ্বর হয়। তবে জটিল উপসর্গ দেখা গেলে, তা থেকে বেশি জ্বর হতে পারে।

জটিল উপসর্গ (Complication)

1. এটি পরে ক্রনিক ফ্যারিঞ্জাইটিসে পরিণত হতে পারে।

2. এ থেকে ল্যারিঞ্জাইটিস, টনসিলাইটিস হতে পারে পরবর্তীকালে।

3 এ থেকে ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোমোনিয়া প্রভৃতি হবার আশংকাও থাকে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

রাত্রিতে শোবার আগে গরম জলে পা দুটি ধুয়ে ফেলা ও চেটোতে গরম সরষের তেল মালিশ করা বেশ উপকারী। মিছরীর সরবৎ আদা ও গোলমরিচ পিপুল দিয়ে একসঙ্গে ফুটিয়ে খেলে ভাল ফল দেয়। এটি গরম চায়ের মত পান করতে হয়। তুলসী পাতার রস মধু মিশিয়ে রোজ 2-3 বার খেলে ফল দেয়।

আজকাল অনেকে Vick Inhaler নাক দিয়ে শুঁকে ও Vicks Vaporub নাক মাথা ও বুকে মালিশ করে ভাল ফল পেয়েছেন।

পুরানো সর্দি (Chronic Catarrh)

কারণ—শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাবে, বারবার সর্দির আক্রমণ, নানাভাবে ধুলো বা নানা রকম উগ্র পদার্থের প্রবেশ—এসব নানা কারণে সর্দি পুরানো আকার ধারণ করে। বারবার সর্দি হয়—কখনও, পাতলা কখনও গাঢ়।

লক্ষণ—নাকের শৈষ্মিক ঝিল্লীর (Mucous Membrane)—এর প্রদাহ এ রোগের কারণ।

এতে একটি বা দুটি নাকের ছিদ্র বন্ধ হযে যায়। গলার মধ্যে সর্বদা সর্দি ও তা উঠিয়ে ফেলার জন্য রোগী ঘন ঘন খাঁকারি দেয়। মাঝে মাঝে মাথা ধরা দেখা দেয়। অনেক সময় কানে কম শোনে ও স্নায়ুশূল দেখা দেওয়া সম্ভব।

অনেক সময় নাক থেকে দুর্গন্ধময় স্রাব বের হতে থাকে। মাঝে মাঝে নাক শুকনো থাকে ও মামড়ি পড়ে। ঘ্রাণশক্তি অনেকটা কমে যায়।

এই রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে ভাল চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করানো উচিত।

জটিল উপসর্গ

দীর্ঘ দিন এ রোগে ভুগতে থাকলে এ থেকে ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিয়েকটাসিস এমন কি আরও নানা কঠিন রোগ হতে পারে। তাই এ রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে এমন কি আরও নানা কঠিন রোগ হতে পারে। তাই এ রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা করা অবশ্য কর্তব্য। এ থেকে শহরে ক্ষয় বা যক্ষ্মার আক্রমণও হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. মাঝে মাঝে সর্দি কাশি। সর্দি কাশি কিছুতেই যেন সারতে চায় না।

2. কাশি বা থুথু অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করলে, কি রোগ বীজাণুর আক্রমণে এ রোগ হয়েছে তা বোঝা যায়।

সর্বপ্রকার সর্দির চিকিৎসা

পীড়ার প্রথমাবস্থায় শীতবোধ হলে ও নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরলে, স্পিরিট-

ক্যাম্ফার ৫-৬ ফোঁটা অল্প পরিমাণ চিনি দিয়ে আধঘণ্টা অন্তর পাঁচ-ছয় বার খেতে হবে। ঠাণ্ডা লাগার জন্য সর্দির সঙ্গে জ্বরের প্রথম অবস্থায়, গা খস্‌খসে, তৃষ্ণা, বারবার হাঁচি প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন ৩x মহৌষধ। এতে উপকার না হলে (বিশেষতঃ সর্দি বসে যাবার উপক্রম হলে ও শুকনো কাশি থাকলে) ব্রাইয়োনিয়া—৩, ৩০।

নাক দিয়ে জল পড়া ও জ্বালা করে এই সব লক্ষণে, আর্সেনিক ৬।

বর্ষাকালে সর্দির পক্ষে ডালকামারা ৩ বিশেষ উপকারী। উপদংশ জনিত সর্দিতে অরাম ৩। শিরঃপীড়া, তন্দ্রাভাব, শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণে (বিশেষতঃ গরমকালে) সর্দিতে—জেলসিমিয়াম ৩। গাঢ় পীতাভ গয়ের উঠলে এবং কোনও দ্রব্যের ঘ্রাণ বা আস্বাদন না পেলে, পালস্ ৬, ৩০। সর্দি খুব বসে গেলে গলায় ঘড় ঘড় শব্দ ও বেদনা বোধ হলে, ল্যাকেসিস ৬, ইপিকাক, ৬, ফস্ফোরাস ৬। নাক সম্পূর্ণ বুজে গেলে (বিশেষতঃ রাত্রির বেলা ও নবজাত শিশুদের), রাত্রির বেলা সর্দি শুকনো, দিনের বেলা সর্দি ঝরে, গাঢ় সর্দি ও মাথা ভার লক্ষণে, নাক্স ভমিকা ৩। হলুদ রঙের পুঁজের মত গাঢ় শ্লেষ্মা, গলা বা গলায় বীচি ওঠা লক্ষণে, মার্কসল ৬। বার বার প্রবল হাঁচি, অধিক পরিমাণে নাক দিয়ে জল পড়া লক্ষণে, কেলি বাইক্রোম ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করলে, প্রাতঃস্নান রোগীর পক্ষে উপকারী। রোগীর পক্ষে ফলের রস উপকারী। টক খাওয়া উচিত নয়।

টনসিলের প্রদাহ বা টনসিলাইটিস্

কারণ—হাঁ করলে দেখা যাবে তালুর মূলে দুদিকে দুটি বাদামের মত আকৃতির গ্রন্থি আছে তাদের বলা হয় টনসিল (Tonsil)। তার প্রদাহ হলে, এই রোগ হয়।

লক্ষণ—দুটি টনসিল লালবর্ণ বা উত্তপ্ত ও স্ফীত হলে তাকে বলে তালুমূলে প্রদাহ বা Tonsilitis। এর প্রদাহ চলতে থাকলে, তার সঙ্গে জ্বর, মাথা ধরা, শ্বাস কষ্ট, গিলতে কষ্ট, মুখ দিয়ে থুথু ওঠা, শরীরে ব্যথা, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়। ভাল চিকিৎসককে দিয়ে না দেখালে এ রোগ মারাত্মক হয়ে ওঠে। অনেক সময় এটি এত বৃদ্ধি পায়, যে গিলবার ক্ষমতাও থাকে না।

এ রোগের সঙ্গে ডিপথিরিয়ার বিরাট পার্থক্য আছে। অনেকে রোগ সঠিক চিনতে পারে না। ডিপথিরিয়ার রোগীর গলায় সাদা পর্দা পড়ে। রোগীকে হাঁ করিয়ে টর্চ দ্বারা দেখলে বোঝা যায়। টনসিলাইটিসেও পর্দা পড়তে পারে।

ডিপথিরিয়ার পর্দা সহজে তোলা যায় না—টনসিলাইটিসের পর্দা তোলা সম্ভব এবং জ্বর বেশি হয়।

রোগ নির্ণয়—1. সাদা পর্দা থাকে না।

2. ভালভাবে গলা পরীক্ষা করলে টনসিলের বৃদ্ধি দেখা যায়।

জটিল উপসর্গ —নানা জটিল উপসর্গ এ থেকে দেখা দিতে পারে—**ব্রঙ্কাইটিস,** ট্রেকাইটিস, ফ্যারিঞ্জাইটিস, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি।

চিকিৎসা —(তরুণ অবস্থায়)—ডান দিকের জিহ্বার উপর লাল ও স্ফীত হলে, বেলেডোনা ৩x, এটা ব্যর্থ হলে মার্কিউরিয়াস ৩, গলা, মাড়ি ও জিহ্বা ফোলা, থুথু ফেলা, গিলতে কষ্ট, দুর্গন্ধ, শ্বাস-প্রশ্বাস, মুখের মধ্যে ফুস্কুড়ি, এইসব লক্ষণে, মার্ক-বিন-আয়োড ৩x। পুঁজ হবার উপক্রমে হিপার সালফার।

বাঁ দিকে আরম্ভ হয়ে ডানদিকে বিস্তৃত হলে, লাইকোপোডিয়াম ১২—৩০।

তালুমূল বাড়লে, ক্যাল্‌কে আয়োড ৩x বিচূর্ণ।

পুরানো অবস্থায় ব্যারাইটা কার্ব ৬ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ ফুলে থাকলে।

ব্যারাইট মিউর ৬ বা মার্ক আয়োড ৬ গিলতে কষ্ট, এবং গিলবার সময় যেন কি আটকে যাচ্ছে অনুভব হয়।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস ৩x বিচূর্ণ—অধিক ফোলা, প্রস্রাবে দুর্গন্ধও কৃষ্ণবর্ণ তালুমূল দীর্ঘ হওয়া।

ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬ —রাত্রিবেলা হাত-পা ঠাণ্ডা বা চটচটে ঘাম হওয়া। এপিস ৩, ফাইটো ৩x, সিলিকা ৬, ইগ্নেসিয়া ৬, কেলি আয়োড ৩x, থুজা, ৩০ ব্যাসিলিনাম ৩০, (বংশে যক্ষ্মা রোগ থাকলে) মার্কভাই—৩ (পুঁজ নিঃসরণের জন্য সালফার ৩০ রোগ পুনঃ পুনঃ হলে, ব্যারাইটা আয়োড ৬ (গ্রন্থি শক্ত), ল্যাকেসিস ২০০ ও সোরিনাম ৩০ লক্ষণানুসারে প্রযোজ্য।

সালফার ৩০, ক্যাল্‌কেকার্ব, ৩০, থুজা ৩০, ক্যাল্‌কে-ফস ৩x, আয়োড ৬x টিউবার্কুলিনাম ২০০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

গরম জল দিয়ে কুলকুচি করা ভাল। গরম জলে লবণ দিয়ে বা মিশিয়ে গরম জল দিয়ে Gurgle করা ভাল। ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়। গলায় সেঁক উপকারী। তরল লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য খাওয়া উচিত।

স্বর যন্ত্র প্রদাহ (Laringitis)

কারণ —কয়েক ধরনের বীজাণু স্বরযন্ত্রে বা Larynx-এ আক্রমণ করলে এ রোগ হয়। স্বরযন্ত্রের শৈল্মিক ঝিল্লী স্ফীত হয়, চটচটে শ্লেষ্মা বের হতে থাকে।

গলা কুটকুট করা, গলায় জ্বালা বোধ প্রভৃতির কারণও এই বীজাণুর আক্রমণ। শিশু ও বৃদ্ধদের বেশি হয়।

ঠাণ্ডা লাগা, বৃষ্টিতে ভেজা, বেশি চিৎকার, বক্তৃতা বা গান করা, ঠাণ্ডা জায়গায় বাস, গলায় ধূলিকণা বা ধোঁয়া বেশি প্রবেশ করা, হঠাৎ ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়। Staphylo ও Pneumococcus—এর প্রধান কারণ।

লক্ষণ —সর্দি, জ্বর, কাশি, গলায় ব্যথা, গলা খুসখুস করা বা কুটকুট করা, সাঁই সাঁই শব্দ, অনেক সময় কঠিন কাশি প্রভৃতি হলো এ রোগের প্রধান কারণ। অনেক সময় জ্বরের মধ্যে ক্ষুধামান্দ্য, গা বমি বমিভাব, ঘন ঘন কাশি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. গলায় খুব বেশী ব্যথা করে। স্বরযন্ত্র একেবারে ভগ্ন। প্রবল জ্বর প্রভৃতি হতে পারে ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে। জ্বর 102—103 ডিগ্রী অবধি উঠতে পারে।

2. বেশিদিন ভুগলে ট্রেকিয়া, ব্রঙ্কাই, ফুসফুস আক্রান্ত হয় ও ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি হয়।

3. অনেক সময় ঠিকমত চিকিৎসা না করলে, এ রোগে প্লুরিসি বা যক্ষ্মা প্রভৃতি হতে পারে।

4. অনেক সময় মাঝে মাঝে অল্প চিকিৎসা হয়ে বন্ধ হয়ে গেলে, এ থেকে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিয়েকটাসিস প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. শিশু ও বৃদ্ধদের বেশি হয়। স্বরযন্ত্রের বা তার শাখা-প্রশাখার ক্ষুদ্র ঝিল্লী প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। স্বরভঙ্গ, মাথা ধরা, জ্বর, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ হয়।

2. ঘন ঘন কাশি বা পায়ে ব্যথা।

3. গলায় টাটানি বা ব্যথা দেখা যায়।

চিকিৎসা

এই রোগের প্রথম অবস্থায়—অ্যাকোনা, স্পঞ্জিয়া, অ্যান্টিম টার্ট।

পূর্ণ বিকাশ অবস্থায় ব্রোমিয়াম, আয়োড, স্পঞ্জিয়া, কেলি বাই, হিপার-সালফার।

অ্যাকোনাইট 3x—খকখকে কষ্টকর কাশি (ঠান্ডা শুকনো বাতাস লাগা) জ্বর, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, গলায় বেদনা, দম আটকে যাওয়ার মত লক্ষণ।

প্রবল জ্বর, রোগীর গায়ে হাত দিলে যেন হাত পুড়ে যায়, কুকুর ডাকার মত কাশি, মুখ-মণ্ডল থমথমে বা লালবর্ণ, চোখের-তারা বড়, কুঞ্চিত বা আবৃত আছে, ঘাম, গলায় টাটানি প্রভৃতি লক্ষণে, **বেলেডোনা** 3।

বায়ুনালীর ঊর্ধ্বাংশ আক্রান্ত হওয়ার শিশু নিজের গলা আঁকড়ে ধরে। এই সব লক্ষণে, ব্রোমিয়াম 3x।

শুকনো কুকুর ডাকার মত কাশি, স্বরভাঙ্গা, গলার মধ্যে যেন কিছু আটকে রয়েছে এই রকম বোধ, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট, রাত্রি বেশি হওয়ার আগে রোগের বৃদ্ধি এইসব লক্ষণে, স্পঞ্জিয়া 3x বা আয়োডিয়াম 3।

গাঢ় চট-চটে সুতোর মতো হলুদ রঙের শ্লেষ্মা-নিঃসরণ এই সব লক্ষণে, কেলি বাই ৩x—৬।

স্বরভঙ্গের উৎকৃষ্ট ঔষধ, ফস্ফোরাস ৩।

স্বরভঙ্গ ও তার সঙ্গে বুকে ব্যথা, কষ্টিকাম ৬।

খুব দুর্বলতা, সান্নিপাতিক জ্বর, প্রবল পিপাসা ও সর্বাঙ্গে জ্বালা এইসব লক্ষণে, আর্সেনিক ৩x—৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. গরম জলের তাপ উপকারী। গরম জলে কাপড় সেঁক উপকারী।
2. গরম জল, গরম দুধ খাওয়া ভাল।
3. জ্বর অবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য ভাল। খুব হালকা খাদ্য বা ঝোল ভাত উপকারী।
4. ধূমপান বা টক খাওয়া ক্ষতিকর।

ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis)

কারণ—শিশু ও বৃদ্ধেরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। শ্বাসনালী ও শাখা-প্রশাখার ক্ষুদ্র ঝিল্লী (Mucous Membrane) আক্রান্ত হওয়াই এই রোগের প্রধান কারণ।

Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus প্রভৃতি বীজাণুর আক্রমণের ফলে সাধারণতঃ এই রোগ হয়। বেশিক্ষণ ভিজে কাপড়ে থাকা, জলে ভেজা, বৃষ্টিতে ভেজা, ঠাণ্ডায় শোয়া, ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে বেশি হয়।

লক্ষণ—প্রথমে মাথা ধরা, শরীরে আলস্য বোধ, জ্বর ভাব, বুকের মধ্যে অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভব করা, শ্বাস কষ্ট প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। তারপর দুটি অবস্থায় রোগ আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

1. **প্রথম অবস্থা**—শুকনো কাশি, শ্বাসনালীতে ব্যথা, নিশ্বাস নিতে কষ্ট। প্রথমে পাতলা শ্লেষ্মাভাব, পরে হলুদ রঙের শ্লেষ্মা।

জিহ্বা লেপাবৃত, সামান্য জ্বর, প্রভৃতি দেখা দেয়।

2. **দ্বিতীয় অবস্থা**—অতিশয় শ্বাসকষ্ট, গলা ঘড় ঘড় করা, জ্বর (101—103 ডিগ্রী) আঠাল চটচটে শীতল ঘাম, দুটি গাল পাণ্ডু বা নীলবর্ণ, শুকনো খসখসে জিহ্বা, হাত পা ঠাণ্ডা, মূত্র কম পরিমাণে হয়। ব্রঙ্কাইটিস থেকে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হতে পারে। শিশু ও বৃদ্ধদের এই রোগ প্রায়ই ক্রমশঃ মারাত্মক হয়। অনেক সময়ে এই রোগে মারাও যায়।

অনেক সময় এটি পুরানো হয়ে দাঁড়ায়। নিয়ত কাশি, ব্রঙ্কাসের প্রদাহ, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ। অনেক সময় এটি হাঁপানিতে দাঁড়ায়।

জটিল উপসর্গ

1. ব্রঙ্কিয়াল এ্যাজমা বা হাঁপানি প্রভৃতি অতি কঠিন রোগ হতে পারে।

2. ব্রঙ্কিয়েকটাসিস্ হতে পারে।
3. ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে।
4. ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1 বুকে সাঁই সাঁই শব্দ।
2. স্টেথিসকোপ দিয়ে রোগ নির্ণয় করা যায়।
3 জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে বুকের লক্ষণাদি দেখতে হবে।
4. অনেক সময় নিউমোনিয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই এরকম লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা

তরুণ প্রদাহে—অ্যাকোনাইট, অ্যান্টিম-টার্ট, ইপিকাক, ব্রাইয়োনিয়া, ফস্ফোরাস।

পুরানো প্রদাহে—অ্যান্টিম টার্ট (সরল শ্লেষ্মা) কেলি বাই, (গাঢ় রজ্জুর মত কফ) মার্ক (পুঁজের মত কফ) ও অ্যামন কার্ব (প্রতিদিন কাশি এবং স্বরযন্ত্রের মধ্যে যেন চুল আটকে আছে এইরকম বোধ) কার্বো ভেজ বা আর্সেনিক ও অস্বাভাবিক দুর্বল অবস্থায় সাইলিসিয়া, ফস্ফো, সাল্ফ, ক্যাক্টাস অনেক সময় ব্যবহার হয়।

বেশি কফ উঠলে ক্রিয়োজোট θ (খানিকটা গরম জলে তিন চার ফোঁটা ঢেলে ঘ্রাণ নিলে কফ ওঠা বন্ধ হয় এবং তার দুর্গন্ধ কমে যায়)।

শিশুর রোগে (বেশি শ্লেষ্মা হলে) অ্যান্টিম-টার্ট। আক্ষেপিক কাশিতে ইপিকাক। সরল কাশিতে পালসেটিলা, অ্যাকোনাইট, ফস্ফোরাস, ব্রাইয়োনিয়া।

বুক ও গলা খসখস করে ও কপালে ও রগে বেদনা করে এই লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x এর ব্যবহার খুব ভাল।

শুকনো ঘুসঘুসে কাশি, জ্বর, শিরঃপীড়া, চোখ মুখ লাল রং, রোগী আলো বা শব্দ সহ্য করতে পারে না এই লক্ষণে, বেলেডোনা ৬।

কাশতে কাশতে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, কাঁটা কাঁটা শেলষ্মা বের হয়, সাঁই সাঁই শব্দ, কোমরে, পিঠে ব্যথা, এই সব কারণে, অ্যান্টিম-টার্ট।

স্বরনালী ও বক্ষস্থল প্রদাহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বঃনালী আক্রমণ হয়ে আক্রান্ত হয়। শুকনো কাশি, কাশলে বুকে লাগে, এবং কাশতে কাশতে আঠার মত চটচটে সাদা অপরিষ্কার শ্লেষ্মা-স্রাব, জিভে হলুদ-রঙের ময়লা প্রলেপ, ক্ষুধামান্দ্য এই সব লক্ষণে, কেলি-ব্রাইক্রম ৬—১২।

কাশি (Cough)

কারণ—কাশি বা Cough একটি রোগ নয়। এটি একটি লক্ষণ মাত্র। মুখগহ্বর

থেকে ফুসফুস পর্যন্ত শ্বাসনালী ও ফুসফুসের যে কোনও রকম রোগ হলে তা থেকে কাশি হয়।

কাশি প্রধানতঃ দুরকমের হয়।

1. তরল কাশি থেকে গয়ের উঠতে থাকে।

2. শুকনো কাশি থেকে গয়ের উঠতে চায় না। নানারোগে কাশির নানা রকম লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন—

(a) সর্দি জ্বরে বা সর্দিতে সামান্য কাশি হতে পারে।

(b) শিশুদের হুপিং কাশি হলে, আপনা থেকেই দীর্ঘ সময় ধরে কাশি হয় ও তা পরে ক্রনিক হতে পারে।

(c) ফ্যারিঞ্জাইটিস রোগে মাঝে মাঝে খুক খুক করে কাশি হয় ও পরে ক্রমিক হতে পারে। এতে ঘড় ঘড় শব্দ হয়।

(d) ব্রঙ্কাইটিস হলে জ্বর ও সঙ্গে কাশি থাকতে পারে। এতে নিঃশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হতে পারে। এটিও ক্রনিক হতে পারে।

(e) যক্ষ্মারোগে জ্বর ও সর্দির পরে বেদনা ও কাশি হয়। কফের সঙ্গে বেশি রক্ত পড়তে পারে যদি সেই অবস্থা শুরু হয়। অনেক সময় উজ্জ্বল লাল রক্ত পড়ে। রক্ত পড়া কমে এলে কাশি ও তার সঙ্গে গয়ের বের হতে পারে।

(f) হাঁপানিতে যে কাশি হয়, তা রাতে বেশী হতে পারে। সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা যায়।

(g) নিউমোনিয়াতে ইষ্টক চূর্ণ রঙাবিশিষ্ট সামান্য মিষ্টিযুক্ত কফ বর্তমান থাকে।

(h) হামজ্বরের সঙ্গে শুকনো ঘুসঘুসে এক ধরনের কাশি দেখা যায়।

(i) স্বরযন্ত্র প্রদাহ (ল্যারিংগ্লাইটিস) রোগে মাঝে মাঝে কাশি হতে থাকে তাতে গয়ের থাকে প্রায়ই।

(j) গলায় আলজিভের বৃদ্ধি বা টনসিলের বৃদ্ধি।

চিকিৎসা

অ্যাকোনাইট ৩x, ৬ শুকনো ও কঠিন তরুণ কাশি এবং তার সঙ্গে অস্থিরতা, মাথাধরা, তৃষ্ণা, গলা শুকনো ও জ্বালা হয়। অল্প প্রস্রাব, কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয়। চিৎ হয়ে শুলে কাশি বাড়ে, কাৎ হয়ে শুলে এবং জল পানে বা ধূমপানে কাশি বাড়ে। বিশেষতঃ মধ্য রাত্রে কাশি বাড়ে।

ইপিকাক ৩x—অবিরত হাঁচি, বুকে সর্দি জমে যায়, কিন্তু কাশলেও ওঠে না। সাঁই সাঁই শব্দ, প্রবল কাশি, অতিরিক্ত পরিমাণে শ্লেষ্মা জমে ঘড় ঘড় শব্দ হয়। কাশবার সময় নাভিতে ব্যথা হয়।

সিনা ৩x—শুকনো কাশি, কখনো কখনো শেলমা বের হয়, নাকে জ্বালা, কাশির জন্য শুয়ে থাকতে পারে না, উঠে বসতে হয়।

সিপিয়া 30—দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত ঘাম, শ্লেষ্মা তুলতে না পারার জন্য গিলে ফেলা, বুকে শ্লেষ্মা জমে থাকার জন্য কাশি।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব 6—রাত্রে শুকনো কাশি, রাত্রে বা দিনের বেলা শ্লেষ্মাসহ কাশি, পুঁজের মত গয়ের এবং তা জলে ডুবে যায়।

ল্যাকেসিস 6—ঘুম ভাঙলে কাশির বৃদ্ধি হয়। অনেকক্ষণ কাশবার পর গয়ের ওঠে।

টন্সিল বৃদ্ধি বা টন্সিলাইটিসেও কাশি থাকে। বক্ষাবরক ঝিল্লীপ্রদাহ বা প্লুরিসিতেও এক ধরনের কাশি দেখা দিতে পারে। হৃদপিণ্ডের অক্ষমতাজনিত ফুসফুসে বেশি রক্ত সঞ্চয়ের জন্যও কাশি হতে পারে। এমনি নানা কারণে কাশি হয়। এইসব পীড়ার একটি উপসর্গ হলো কাশি। কাশি চিকিৎসা করে সেরে না গেলে, কি কারণে হচ্ছে এবং প্রকৃত রোগ কি তা দেখা অবশ্য প্রয়োজন।

জটিল উপসর্গ

কাশি থেকে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই সব সময় যাতে সুচিকিৎসা হয় সেদিকে নজর রাখা কর্তব্য।

তাছাড়া কাশি কেন হচ্ছে তা বুঝতে না পারলে, পরবর্তী রোগ লক্ষণ প্রকাশ পেলে তা অনেক সময় জটিল উপসর্গ বলে মনে হয়।

শিশুদের কাশি না সারলে তা থেকে ব্রঙ্কাইটিস, ট্রেকাইটিস, নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে।

বড়দের কাশি না কমলে তা থেকেও উপরের রোগগুলি দেখা দিতে পারে—বড়দের ক্ষেত্রে এ থেকে প্লুরিসি, হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে রোগ অতি ভয়াবহ করে তুলতে পারে।

তাই সবসময় কাশির উপযুক্ত চিকিৎসা করা কর্তব্য ও দ্রুত যাতে রোগ আরোগ্য হয় এ বিষয়ে যত্ন নেওয়া কর্তব্য।

পুরানো কাশি (Chronic Cough)

লক্ষণ —1. কাশি শুকনো বা কঠিন হলে তার সঙ্গে অস্থিরতা, মাথাঘোরা, মাথাব্যথা প্রভৃতি দেখা দেয়।

2. মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে থাকে।

3. গলা শুকনো হয় ও তৃষ্ণা পেতে থাকে।

4. অনেক সময় গলা জ্বালা করতে দেখা যায়।

5. প্রস্রাব কমে যায় ও গাঢ় রং হতে পারে।

6. অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। শিশুদের অনেক সময় উদরাময় হতে পারে।

7. চিৎ হয়ে শুলে কাশি বাড়ে। জলপান বা মধু পান করতে সময় লাগে।

8. অনেক সময় কাশতে কাশতে বুকে ব্যথা হয়।

9 অনেক সময় কাশতে কাশতে মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে, তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। যক্ষ্মার কাশির লক্ষণ পৃথক হয়।

10. অনেক সময় সর্দি, মাথা ধরা, কাশি প্রভৃতি একত্রে দেখা যায়।

11. অনেক সময় পুরানো সর্দির সঙ্গে কাশি চলতে থাকে।

12. অনেক সময় কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে আসে। শিশুদের এটি হয়।

13. বিভিন্ন রোগের জন্য কাশিতে বিভিন্ন মাত্রার জ্বর থাকতে পারে। আবার কখনও জ্বর থাকে না।

14 শ্বাসনালীতে নানারোগের জন্য সাঁই সাঁই, ঘড় ঘড় বা নানা শব্দ হতে পারে।

15. স্টেথিসস্কোপ দ্বারা Auscultation-এ বুকের রঙ্কাসে নানা রোগের জন্য নানা রকম শব্দ পাওয়া যায়। তা থেকে রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়। সাধারণ সর্দি-কাশিতে শব্দ নাও হয়ে থাকতে পারে।

চিকিৎসা

ঠান্ডা লাগানোর জন্য শুকনো কাশি, গলা সুড়সুড় করা, শ্বাস কষ্ট, কাশবার সময়ে বুকে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন ৬। শুকনো কাশি, কোষ্ঠকাঠিন্য, কাশবার সময় বুকে অসহ্য ব্যথা, সকালে ও সন্ধ্যাবেলা ঠান্ডা বাতাস অথবা হঠাৎ গরম বা ঠান্ডা লেগে রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রাইয়ো ৩, ৩০। শুকনো কাশি, কাশবার আগে স্বরনালীতে সুড়সুড়ুনি বা সাঁই সাঁই শব্দ অথবা ঘড় ঘড় শব্দ হওয়া, বমনেচ্ছা বা শ্লেষ্মার সঙ্গে বমি প্রভৃতি হলে, ইপিকাক ৩x, ৬। ক্রিমিজনিত শুকনো কাশিতে, সিনা ৩x, পুরানো কাশির পক্ষে, সালফার ৩০ বিশেষ উপযোগী। রাতে নিদ্রাকালে শুকনো কাশিতে ক্যাল্‌কে কার্ব ৩০। রাতে শোয়ার পর বা পানাহারের পর রোগের বৃদ্ধিতে হায়োসায়ামাস ৬। নাক বা গলা দিয়ে সুড়সুড় করে অনবরত শুকনো কাশি হলে সাঙ্গুইনেরিয়া-নাইট্রিকাম ৬।

ঘুম ভাঙ্গার পরই যদি কাশি বাড়ে তাহলে ল্যাকেসিস ৬। সরল কাশি, চটচটে সুতোর মতো শ্লেষ্মা পড়ার প্রভৃতি লক্ষণে, কেলি-বাই ৬।

অনবরত শুকনো কাশি ও হুপিং কাশির মত আক্ষেপ লক্ষণে, ষ্টিক্টা ৬।

হুপিং কাশির মতো, কাশির পর বমি বা বমির ইচ্ছা লক্ষণে, ড্রসেরা ৩x।

বর্ষাকালে কাশির পক্ষে মার্কিউরিয়াস ৬, রাসটক্স ৬ বা ডালকামারা ৬।

দাঁত উঠবার সময় শিশুদের কাশির পক্ষে, ক্যামোমিলা ৬। সরল কাশি, শ্লেষ্মা

বমি, দিনরাত্রি তৃষ্ণা, গলা ঘড় ঘড় করা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যান্টিম টার্ট ৩, ৩০। যকৃৎ-দুষ্ট কাশি, বুকের ডানদিকের ও ডান কাঁধের ব্যথা প্রভৃতি হলে, চেলিডোনিয়াম ৩০।

রাতে শুকনো কাশি, এবং দিনে সরল কাশি। সকালবেলা মুখে তিতো আস্বাদ বা লবণবোধ করলে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রে (শোবার সময়) রোগ বৃদ্ধি এবং উঠে বসলে রোগের উপশম প্রভৃতি লক্ষণে—পালসেটিলা ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1 অবরুদ্ধ ভিজে বাতাস, জনাকীর্ণ স্থানের বাতাস প্রভৃতি ত্যাগ করতে হবে। মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ উপকারী।

2. সকালের বায়ু সেবন এবং শীতল বাতাসে ভ্রমণে খুব উপকার হয়ে থাকে।

3. লঘু ও পুষ্টিকর খাদ্য উপকারী।

4. টক, ঝাল মশলা বর্জনীয়।

5 ভাত, রুটি, পাউরুটি, হর্লিক্স, [illegible] কচি মাংস, পেঁপের শাক, কাঁচা মূলা প্রভৃতি উপকারী।

6 তুলসী পাতার রস, ছোট এলাচ, হরিতকী, খই, মধু, বাসক পাতার রস প্রভৃতি উপকারী।

7. সর্বদা রোদে ঘোরা, ঠান্ডা লাগানো, অনিয়ম, অনিদ্রা, টক খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি বর্জনীয়।

গলাভাঙ্গা বা স্বর যন্ত্র প্রদাহ (Hoarseness of Voice)

কারণ —1. গলার স্বরযন্ত্রে (Larynx) বীজাণু প্রভৃতি দ্বারা ইনফেকশন হলে ও তার জন্য স্বরযন্ত্রে প্রদাহ হলে তার জন্যে এরূপ অবস্থা হতে পারে।

2. ঠান্ডা লাগা, সর্দি, অনিয়ম, জলে ভেজা প্রভৃতি কারণে এরকম হতে পারে।

3. হিস্টিরিয়া রোগের জন্য হতে পারে।

4 বেশি গান গাওয়া বেশি বক্তৃতা করা, বেশি চীৎকার করা, বেশি কাঁদা প্রভৃতিতে হতে পারে।

5 [illegible]

6. ফ্যারিংজাইটিস, টনসিলাইটিস, ডিপথিরিয়া ও ক্রনিক শ্বাসযন্ত্রের রোগ থেকে হতে পারে।

7. গলায় ক্যানসার থেকেও এরকম হতে পারে।

8. অনেক সময় জন্মগতভাবে এরকম হতে পারে।

লক্ষণ—1. গলায় ভয়ঙ্কর টাটানি হতে পারে।

2. স্বর ঠিক মতো বের হয় না।

3. কাশি, বুকে জ্বালা, দুর্গন্ধময় শ্লেষ্মা প্রভৃতি মাঝে মাঝে হয়।
4. অনেক সময় ভোরে বা সন্ধ্যায় এই রোগটি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।
5. ব্রঙ্কাইটিস ও শ্বাসকষ্ট থাকতে পারে।
6. অনেক সময় ঘড় ঘড় শব্দ হয়।
7. মাথা ধরা, মাথা ব্যথা থাকতে পারে।
8. অনেক সময় বুকে ব্যথা থাকে না।
9. কোষ্ঠকাঠিন্য কোনও কোনও সময়ে দেখা যায়।
10. কখনো বা মুখমণ্ডল নীলবর্ণ এবং সাথে জ্বরও থাকে।

জটিল উপসর্গ

অনেক সময় এটি অন্যান্য রোগের প্রাথমিক লক্ষণ রূপে দেখা দেয়। তবে কোনও রোগের থেকে এই সঙ্গে গলায় ব্যথা, গলা জ্বালা, গলাতে কোনও টিউমার দেখা দিলে তা থেকে গলায় ক্যানসার হতে পারে—তাই সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

অনেক সময়ে শরীরের দুর্বলতার জন্য বা স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য জন্মগত স্বরভাঙ্গা থাকতে পারে।

চিকিৎসা

(1) শুধু স্বরভাঙ্গা রোগে—ফাইটোল্যাক্কা (সম্পূর্ণভাবে গলা বসে গেলে বা পুরাতন স্বরভঙ্গে)। হিপার সালফার—গলা সাঁই সাঁই বা হাঁস ফাঁস করা লক্ষণে। ফস্ফোরাস—স্বরযন্ত্রের পক্ষাঘাত। কার্বোভেজ—পুরাতন পীড়ায়।

(2) স্বরভাঙ্গার সঙ্গে মাথায় বা বুকে সর্দি—অ্যাকোনাইট, ব্রাইয়োনিয়া, মার্কিউরিয়াস, কষ্টিকাম, স্পঞ্জিয়া, ফস্ফোরাস, ডালকামারা।

(3) বক্তা ও গায়কদের অত্যধিক স্বরযন্ত্র চালনা করা, স্বরভঙ্গে—আর্ণিকা, কষ্টিকাম, ফাইটো, বেল, কেলিবাই, ব্যারাইটা কার্ব।

সর্দিজনিত গলা ভাঙ্গায়—কষ্টিকাম ৬, উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্বরযন্ত্রের মাংসপেশীর পক্ষাঘাতজনিত স্বরভঙ্গে—অকজ্যালিক এ্যাসিড ৩, ফস্ফোরাস ৩ বা সাইলিসিয়া ৬।

গলাভাঙ্গা বা সামান্য রকমের স্বরভঙ্গে কষ্টিকাম ৬ (গলা শুকনো, গলায় টাটানি, কষ্টে শ্লেষ্মা নিঃসরণ, গায়ক বা বক্তাদের গলাভাঙ্গা)। ম্যাঙ্গেনাম ৬ (পুরাতন স্বরভঙ্গ, শ্লেষ্মা সরল হয় না)। কার্বোভেজ ৬ (কাশি বুকের ভেতর জ্বালা, দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা নিঃসরণ, ফুসফুস থেকে রক্ত ওঠা, কথা বললে বা সন্ধ্যাবেলায় অথবা খাওয়ার পর স্বরভাঙ্গা বাড়ে)। কেলিবাই ৬x বিচূর্ণ, ৩০ (ঘঙঘঙে কাশি, হলুদ চটচটে, দড় বা রজ্জুবৎ প্রচুর বফ ওঠে। সন্ধ্যাবেলা গায়ের কাপড় খুললে স্বরভঙ্গ বাড়ে)—হিপার সালফার ৬—২০০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. উগ্র প্রদাহের জন্য কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখা কর্তব্য।
2. চা ও লবণ মিশিয়ে Gargle করলে ভাল।
3 চা, পিপুল, লবঙ্গ মুখ দিয়ে চুষলে সাময়িক উপকার হয়।
4. মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ, ব্যায়াম, শীতল জলে স্নান করা উপকারী।
5. পুষ্টিকর খাদ্য, মাংসের হালকা ঝোল উপকারী।

নিউমোনিয়া বা ফুসফুসের প্রদাহ
(Pneumonia)

কারণ —নানা ধরণের বীজাণু যার মধ্যে প্রথমতঃ নিউমোকক্কাস (Pneumococcus) নামে Diplococcus, ফুসফুস ও তার বায়ুকোষের গর্তগুলিকে আক্রমণ করার জন্য এ রোগ হয়। ফুসফুস বা Lungs অর্থাৎ (Pneumones) আক্রান্ত হয় বলে এর নাম নিউমোনিয়া রোগ।

2 জ্বর, সর্দিজ্বর, ব্রংকাইটিস, কাশি. ফ্যারিংজাইটিস প্রভৃতিতে ভোগা এর অন্যতম কারণ। দীর্ঘদিন ভুগতে ভুগতে শেষে নিউমোনিয়াতে দাঁড়ায়। কখনো বা ব্রংকাস থেকে হঠাৎ শিশুদের ফুসফুস আক্রমণ করে।

3. ফুসফুসের দুর্বলতা, ফুসফুসের উপরে জোর, হঠাৎ আঘাত থেকে হতে পারে এ রোগ।

4. ঋতু পরিবর্তন ও শারীরিক দুর্বলতা থেকে হতে পারে।

5. হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা, অতিরিক্ত মদ্যপান, অনিয়ম, রাতজাগা, প্রভৃতি কারণেও অনেক সময় হতে পারে।

6 বাড়ীতে বা পাশাপাশি কোথাও নিউমোনিয়া থাকলে তার থেকে Infection হতে পারে।

প্রকারভেদ —নিউমোনিয়া দু ধরনের হতে পারে। তা হলো—

1. ব্রংকোনিউমোনিয়া (Broncho-Pneumonia)—এতে শ্বাসনালী (Bronchus) এবং ফুসফুসের প্রধান নালীগুলি আক্রান্ত হয়ে থাকে।

2. ।লোবার নিউমোনিয়া। (Lober Pneumonia)—এতে ফুসফুসের বায়ু কোষের অংশগুলি আক্রান্ত হয়। অনেক সময় এ থেকে ফুসফুসের আবরণ বা Pleura-ও আক্রান্ত হয়। এটিকেই অনেকে আসল নিউমোনিয়া রোগ বলে। ফুসফুসের লোবের সব Air sac বা Alveoli গুলি আক্রান্ত হয় বলে একে লোবার নিউমোনিয়া রোগ বলে। পুরো একটি Lobe বা খণ্ড বা একটি বা দুটি ফুসফুস পুরো আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ —ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াতে সাধারণতঃ শিশুরা এই রোগে বেশি আক্রান্ত হয়। অবশ্য বড়রাও আক্রান্ত হতে পারে। এতে ব্রংকাইটিস প্রথমে হয়, তারপর তা থেকে ফুসফুসের Bronchioles আক্রান্ত হয়ে নিউমোনিয়া হয়।

এতে প্রথমে শ্বাসনালীতে প্রদাহ হতে দেখা যায়। পরে তা ধীরে ধীরে সরু Bronchiole গুলি এবং ফুসফুসের বায়ুকোষগুলি আক্রমণ করে।

1. এতে আচমকা কম্প দিয়ে জ্বর আসে। জ্বর ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। জ্বর 102—104 ডিগ্রী পর্যন্ত হয়। জ্বর কমেও ধীর গতিতে।

2. নাড়ীর গতি দ্রুত হয়।

3. ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ও শ্বাসকষ্ট হতে দেখা যায়।

4. শুকনো কাশি হয়। মাঝে মাঝে ফেনাময় সাদা পুঁজের মত গয়ের বের হয়।

5. নাড়ী ও শ্বাসের গতির Ratio প্রায়ই খুব বেশি পরিবর্তিত হয় না। হলেও তা সামান্য।

6. এই রোগের রোগী 12—18 দিন ভোগে তারপর ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করে। রোগ বেশি হলে ভোগার সময় অনির্দিষ্টও হতে পারে এবং রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

7. সাধারণতঃ চিকিৎসা হলে জটিল উপসর্গ প্রভৃতি দেখা দেয় না এতে।

লোবার নিউমোনিয়া

1. এতে হঠাৎ কম্প দিয়ে জ্বর এসে থাকে। জ্বর প্রবল হয়ে থাকে অনেক সময়।

2. 24 ঘণ্টার সাধারণ 104—105 ডিগ্রী পর্যন্ত উঠতে পারে।

3. বুকেও ব্যথা অনেক সময় হতে পারে—যা প্রায়ই ব্রংকোনিউমোনিয়ায় থাকে না।

4. জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রলাপ, মোহাবস্থা প্রভৃতি নানা কুলক্ষণ দেখা যায়।

5. নাড়ি পূর্ণ হয় ও নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে 120—180 বার হতে পারে।

6. শ্বাসকষ্ট হয় এই রোগে।

7. শ্বাসের গতিও বৃদ্ধি পায়। তবে নাড়ী ও শ্বাসের গতির Ratio প্রায়ই ঠিক থাকে না। শ্বাস মিনিটে প্রায় 30-35 বার হতে থাকে।

8. আক্রান্ত হলে বুকে প্রবল ব্যথা হয়, শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শুকনো কাশি প্রভৃতি দেখা যায়। গায়ে চটচটে আঠার মত ঘাম দেখা যায়। কখনো বা ইঁটের চূর্ণের মতো গুঁড়ো থাকে। 3-4 দিন রোগে ভোগার পরে গায়ে এক রকমের লালচে আভা যুক্ত হয়।

9. 8—9 দিন জ্বরে ভোগার পর হঠাৎ জ্বর কমে আসে ও তখন Crisis দেখা দেয়। তখন জ্বর 95—96 ডিগ্রী অবধি দেখা যায়।

10. জ্বর বৃদ্ধির সময় অনেক সময়ই মাথা ধরা, অস্থিরতা, বিকার, মোহ প্রভৃতি হতে পারে।

11. অনেক সময় Cyanosis দেখা দিতে থাকে।

12. প্রস্রাবের পরিমাণ কম হয়। প্রস্রাব ঘন হয় বা গাঢ় হলুদ হয়। কখনো বা তা লালচে হয়।

13. জিহ্বা সাধারণতঃ লেপাবৃত হয়।

লোবার নিউমোনিয়ার তিনটি অবস্থা

লোবার নিউমোনিয়া সাধারণতঃ তিনটি অবস্থার মাঝ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে প্রতিটি অংশের বিভাগ অনুযায়ী বর্ণনা করা হচ্ছে।

1. Stage of Hyperaemia—

এই অবস্থায় ফুসফুসের রক্তাধিক্য এবং ফুসফুস স্ফীত হয়ে ওঠে। এই অবস্থা প্রায় 3—4 দিন স্থায়ী হয়। এই অবস্থায় প্রাথমিক জ্বর লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন জ্বর, শ্বাসকষ্ট, ব্যথা, নাড়ীর গতিবৃদ্ধি প্রভৃতি।

2 Stage of Hepatization—এই অবস্থায় ফুসফুসের বায়ুকোষগুলি চটচটে আঠার মতো ঘন রসে পূর্ণ হয়। ফুসফুসে বায়ু থাকে না। ফুসফুস কঠিন আকার ধারণ করে। এটি অনেকটা লিভারের মতো হয়ে যায় ও এই অবস্থা 5—7 দিন স্থায়ী হয়। এই অবস্থা খুব খারাপ অবস্থা—যদি আগে থেকে চিকিৎসা না হয় তাহলে বিপদ আসতে পারে।

3. Stage of Grey Hepatization—এই অবস্থায় ফুসফুসের কঠিন ভাব কোমল হয়। ফুসফুসে সঞ্চিত চটচটে রস তরল হয়ে কাশির সঙ্গে বেরিয়ে আসে। ফুসফুস ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে। এই অবস্থা 7 দিন থেকে 10 দিন স্থায়ী হয়।

ফুসফুস পরীক্ষা

1 দর্শন (Inspection)—এই রোগে ফুসফুসের নিম্নাংশ আক্রান্ত হয় বলে অনাক্রান্ত উপরের অংশ উঁচু ও নিচের অংশ নিচু দেখা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসে উপরের অংশ ওঠানামা করে—নিচের অংশ তা করে না।

2. স্পর্শন (Palpation)—রোগীর বুকে হাত দিয়ে তাকে 999 গুণতে (নাইন নাইনটি নাইন) বললে আক্রান্ত অংশে অনাক্রান্ত অংশের চেয়ে বেশি স্পন্দন হাতে অনুভব হবে। একে বলে Vocal Fremitus.

3. পারকাশন (Parcussion)—বুকে পাঁজরার দুটি হাড়ের মাঝে, বাঁ হাতের আঙুল রেখে ডান হাতের আঙুল দিয়ে আঘাত করে বুকে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় ফাঁপা শব্দ পাওয়া যাবে না। শক্ত কাঠ ঠুকলে যেমন হয়, তেমনি শব্দ পাওয়া যাবে।

4. স্টেথিসকোপ দ্বারা শ্রবণ (Auscultation)—রোগের প্রথম অবস্থায় চুলে চুল ঘষার মতো সামান্য শব্দ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় সাঁ সাঁ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। তৃতীয় অবস্থায় শব্দ কমে আসতে পারে। Bronchial Breath Sound পাওয়া যায়।

জটিল উপসর্গ

1. ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায় জটিল উপসর্গ খুব বেশি থাকে না। তবে শিশুদের এ থেকে পরে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। তবে চিকিৎসা ঠিকমতো না হলে মৃত্যুও হতে পারে। তাই সব সময় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য।

2. লোবার নিউমোনিয়াতে বুকে ব্যথা, প্রচন্ড জ্বর, প্রলাপ, মোহ, আচ্ছন্ন-ভাব, অজ্ঞানতা প্রভৃতি দেখা যায়। অবশ্য চিকিৎসা হলে কমে যায়। কিন্তু তা না হলে, এটি অবশ্য জটিল রোগে পরিণত হয়।

3. এটি থেকে পরে যক্ষ্মা, প্লুরিসি প্রভৃতি রোগ জন্মাতে পারে—যদি চিকিৎসা না হয়। আগেকার দিনে যখন বর্তমানের মত চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল না তখন এরকম হবার আশংকা থাকত। বর্তমানে রোগ সহজে আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা।

রোগ আরম্ভ হলে প্রথমে—অ্যাকোন ও পরে ফসফরাস প্রয়োগ করলে রোগের তরুণ অবস্থায় প্রায়ই অন্য ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

এই রোগে ফুসফুস ও ব্রেণ্ট আক্রান্ত হলে ব্রাইয়ো. ফস।

এই রোগ সহ বায়ুনলীভুজ আক্রান্ত হলে—অ্যান্টিম টার্ট, ফসফরাস।

এই রোগ ছাড়া অন্যান্য উপসর্গ—চেলিডো. (যকৃৎ দোষে)। আর্স বা নাইট্রিক অ্যাসিড (বৃদ্ধ বা ক্ষীণকায় ব্যক্তিদের পক্ষে)।

ফেরাম ফস (অপ্রবল জ্বরে বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে)। আয়োড (গণ্ডমালা রোগীদের পক্ষে)।

সালফার (দীর্ঘদিন ভুগলে)। রাস বা আর্স কিংবা ব্যাপটি (সান্নিপাতিক লক্ষণে)।

আর্ণিকা (আঘাত বা অতিরিক্ত পরিশ্রম জনিত রোগে)।

অ্যাকোনাইট ৩x, ৬—পীড়ার প্রথম অবস্থায় জ্বর ভাব, অত্যন্ত গ্লানি, অস্থিরতা, মাঝখানে বেদনা অথবা বুকের ভেতর বেদনা, অল্প কাশি। অপরাহ্নে জ্বালা।

ফসফরাস ৬, ৩০—অবিরত কষ্ট, বক্ষস্থলে খুব যন্ত্রণা, হলুদ বা সবুজ রঙের রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মাস্রাব। দ্রুত নাড়ী, চুলে চুলে ঘর্ষণের মতো ফুসফুসের শব্দ। শিশুদের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হতে পারে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে জ্বর অবস্থায় হালকা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দিতে হবে। হরলিক্স, দুধ-সাগু, মিষ্টি ফলের রস, আপেল, বিস্কুট, পাউরুটি টোস্ট, হাইড্রোপ্রোটিন সুপ বা Protinex প্রভৃতি খেতে দিতে হবে।

2. ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়। বুকে ফ্লানেল জড়িয়ে রাখা ভাল।

3. বুকে কর্পূর ও সরষের তেল মিশিয়ে মালিশ করলে ভাল হয়।
4. জ্বর বেশি হলে, মাথা ধোয়ানো, মাথায় বরফের ব্যাগ প্রয়োগ করতে হবে।
5. রোগীকে ভাল আলো-বাতাস যুক্ত ঘরে পূর্ণ বিশ্রামে রাখা কর্তব্য।
6. জ্বর ছেড়ে গেলে মাছের হালকা ঝোল ও সরু চালের ভাত পথ্য।

প্লুরিসি (Pleurisy)

কারণ—ফুসফুস বা শ্বাসযন্ত্র বুকের দুধারে দুটি থাকে।

এই দুটি ফুসফুসের উপরে দুটি আবরণ থাকে—তাদের বলে Pleura (প্লুরা)। এর দুটি স্তর—বাইরের স্তর বা (Parieatal) প্লুরা এবং ভেতরের স্তর বা Visceral প্লুরা। এই দুটি স্তরের মধ্যে নানা কারণে Infection থেকে জল জমে থাকে। কখনো বা জল জমে না—শুধু Infection থেকে প্রদাহ হয়। এই রোগকে প্লুরিসি রোগ বলা হয়।

প্লুরা দুটি আবরণের মধ্যে অতি সামান্য তরল পদার্থ নির্গমন ঘটে, তার ফলে প্লুরার আবরণকে স্পন্দন রাখে। যদি এই আবরণের মধ্যে Infection-এর জন্য বেশি জল নির্গত হয়, জল জমে, তা হলে তা প্লুরিসি। আবার তা না হয়ে Infection এর জন্যে নিঃসরণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তার ফলে প্লুরিসি শুকনো, খস্‌খসে হয়ে যায়। এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসে তীব্র ও তীক্ষ্ম ব্যথা হয়।

তাই প্লুরিসি রোগকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. প্লুরার দুটি আবরণের মধ্যে শুষ্ক অবস্থার প্রদাহ বা ড্রাই প্লুরিসি।
2. প্লুরার দুটি আবরণের মধ্যে জল জমে, তাকে বলে Wet প্লুরিসি বা প্লুরিসি উইথ এফুশন।

প্রধান কারণ হলো—

1. বীজাণু—যক্ষ্মা বীজাণু বা Tubercle bacillus বা কক্‌স ব্যাসিলাস।
2 নিউমোকক্কাস, স্ট্রেপটোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস প্রভৃতি বীজাণু। যক্ষ্মা জনিত প্লুরিসিতে সব সময় জল জমে।
3. ক্যানসার প্রভৃতি কারণেও হতে পারে।

লক্ষণ—প্লুরিসি কোন্ ধরনের তার উপরে তার লক্ষণ নির্ভর করে।

1. উত্তাপ, তৃষ্ণা, জ্বর, বুকে সামান্য ব্যথা।
2. বুকে Parcussion করে জল পাওয়া গেলে, তাহলো Wet প্লুরিসির লক্ষণ।
3. বুকে সুঁচ ফোটার মত ব্যথা, জ্বালা, বেদনা, ড্রাই প্লুরিসির লক্ষণ।
4. নড়লে চড়লে বেদনা বৃদ্ধি পায়, শুকনো খস্‌খসে কাশি, জিহ্বা হলুদ বর্ণ।
5 মুখে তিক্ত আস্বাদ, খাদ্যে অনিচ্ছা, বমি বমি ভাব।

6. কোষ্ঠকাঠিন্য। ড্রাই প্লুরিসির লক্ষণ।

7. জ্বর প্রায় সব সময়ই থাকে। কখনো যক্ষ্মার Focus থাকলে বিকালে বা সন্ধ্যায় জ্বর আসে, ভোরে জ্বর ছেড়ে যায়। অন্য কারণে হলে মাঝে মাঝেই হঠাৎ বেশি জ্বর হয়।

জটিল উপসর্গ

যদি যক্ষ্মা বীজাণুর Focus থেকে হয়, তা হলে পরে তা বুকের যক্ষ্মা রোগ হতে পারে। কখনো বা এটি ক্যানসার রোগ হতে পারে।

স্টেথিসস্কোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা (Auscultation)

ড্রাই প্লুরিসি রোগে স্টেথিসকোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা করলে একপ্রকার খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ওয়েট প্লুরিসি হলে স্টেথিসকোপে নিশ্বাসের শব্দ কম পাওয়া যায়। প্লুরার মধ্যে যতটা অংশে জল জমে, সেইসব অংশে কোন শব্দ পাওয়া যায় না। তাকে বলা হয় Dull Area—এটি হল ওয়েট প্লুরিসির নির্দিষ্ট লক্ষণ। দু ধরণের প্লুরিসির বুক পরীক্ষা যাই হোক না কেন, প্লুরিসির লক্ষণ দেখলে চিকিৎসা এক ধরণের হবে। তবে কিছুটা পার্থক্য আছে তা পরে বলা হচ্ছে সেটি হলো কারণগত বিষয়।

বুকে টোকা দিয়ে পরীক্ষা (Parcussion)

দুটি পাঁজরার দুই হাড়ের মাঝে বাঁ হাতের আঙ্গুল রেখে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে আঘাত করে পারকাশন বা ঠোকা দিয়ে বুক পরীক্ষা করা হয়। Wet প্লুরিসি হলে এতে বেশ ভালভাবে লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়—টোকা দিলে ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ হয়। প্লুরার যতটা অংশ Wet প্লুরিসির দ্বারা আক্রান্ত থাকে, ততটা অংশে পারকাশন করতে হয়।

বুকের X-Ray করা অবশ্য কর্তব্য। এতে রোগ ধরা পড়ে—Auscultation এ Wet প্লুরিসিতে কোন শব্দ পাওয়া যায় না—Dry হলে খস্‌খস্‌ শব্দ পাওয়া যায়।

তবে X-Ray দ্বারা নির্দিষ্ট ভাবে রোগ বোঝা যায়।

চিকিৎসা

অ্যাকোনাইট-৩। উত্তাপ, তৃষ্ণা, কম্প ও বাত জনিত বুকে ব্যথা। প্রথম অবস্থায় তিন-চার বার খেলে উপকার পাওয়া যায়।

অ্যাকোনাইটের পরই ব্রাইয়োনিয়া আবশ্যক হয়।

ব্রাইয়োনিয়া-৩—৩x। বুকে জ্বালা বা হুলের মতো ব্যথা কিংবা চিড়িকমারার মতো ব্যথা। একটু নড়লে বা শ্বাস গ্রহণ করলে ব্যথা বাড়ে, শুকনো কাশি, হলদে জিহ্বা, তিতো আস্বাদ ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে।

এপিস ৬, ৩০—শ্বাসকষ্ট, রোগী মনে মনে ভাবে সে যেন আর শ্বাস গ্রহণ করতে পারবে না। ঘন ঘন কষ্টকর শ্বাস-প্রশ্বাস, বাঁ পাশে শ্‌লে বাড়ে। ব্‌কের বাঁ দিকে স্‌চের মতো যন্ত্রণা করে এইসব লক্ষণে।

ক্যান্থারিস ৬, ৩০—শ্বাসযন্ত্র দ্‌র্বল ও শ্‌কনো মনে হয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে বা কথা বলতে ভয় পায়। ফুসফুস ব্রেষ্টের মধ্যে রসক্ষরণ, শ্‌কনো কাশি প্রভৃতি হলে।

কার্বোভেজ ৬, ৩০—ফুসফুসে ব্রেষ্টের মধ্যে ক্ষরিত রস প্‌জে পরিণত হবার আশংকা, রোগী দ্‌র্বল ও অবসন্ন, প্‌রানো ব্রংকাইটিসের পরিণতি, প্‌রাতন প্ল্‌রিসির সঙ্গে হাঁপানি। ব্‌কে আগ্‌নের মতো জ্বালা।

কেলিবাই ৬, ৩০—চটচটে গয়ের, তা ফেলতে গেলে লম্বা হয়ে ম্‌খ থেকে ঝুলতে থাকে, মনে হয় টানলে যেন স্‌তোর মতো লম্বা হবে। ব্‌ক সেঁটে ধরে।

কেলিমিউর ৬, ২০০—চটচটে গয়ের সহজে ফেলা যায় না, ম্‌খে লেগে থাকে। পাঁজরায় ব্যথা, শ্বাসকষ্ট।

আন্‌ষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সর্বদা আলো বাতাস য্‌ক্ত ঘরে রোগীকে প্‌র্ণ বিশ্রাম দেওয়া কর্তব্য।
2. রাত্রি জাগরণ, অধিক পরিশ্রম, অনিয়ম প্রভৃতি বর্জনীয়।
3. ঠাণ্ডা লাগানো ঠাণ্ডা জায়গায় বসা নিষেধ।
4. প্‌ষ্টিকর হালকা খাদ্য. দ্‌ধ, ডিমের পোচ ছানা, মাছ বা মাংসের জ্‌স, Protinex খেতে হবে।
5. টক খাওয়া বারণ।
6. সব সময় ব্‌ক ঢেকে রাখা কর্তব্য।

হাঁপানি (Asthma)

কারণ—1. ফ্‌সফ্‌সের বায়্‌বাহী নালীগ্‌লি ক্ষ্‌দ্র ক্ষ্‌দ্র পেশীর দ্বারা ঢাকা থাকে। ঐ পেশীগ্‌লির আক্ষেপ হলে সমস্ত বায়্‌নালী সংকুচিত হয়ে থাকে, তার ফলে শ্বাস চলাচলে বাধার স্‌ষ্টি হয়ে থাকে ও শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়।

2. অনেক সময় রক্তে Eosinophil ব্‌দ্ধির জন্য হাঁপানি রোগ এসে দেখা দেয়—যদিও Eosinophil ব্‌দ্ধি একটি লক্ষণ মাত্র, তব্‌ও ইয়োসিনোফিলিয়া হলে তার জন্যেও অনেকের হাঁপানি রোগ হতে পারে।

3 অনেকের মতে বংশগত কারণে এই রোগ হতে দেখা যায় অনেক সময়। এরকম হবেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বাবা, মা বা পিতৃ-মাতৃদের হাঁপানি থাকলে বংশের মধ্যে কার এটি হবে তা নির্দিষ্ট করে কিছ্‌ বলা যায় না। অনেক সময় শিশ্‌দের এটি জন্মগত হয়।

4. হৃদপিণ্ডের দুর্বলতার জন্য ফুসফুসে বেশি রক্ত সঞ্চয়ের জন্য Cardiac Asthma রোগ হতে দেখা যায় অনেক সময়।

5. অনেক সময় অতি দুর্বলতা ও নিঃশ্বাসের বায়ুতে উপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের অভাবের জন্য এই রোগ হয়।

6. পুরানো ব্রংকাইটিস রোগে ভোগার ফলে হাঁপানি হতে পারে। তাকে বলে ব্রংকিয়াল এ্যাজমা রোগ।

7. অনেক সময় Allergy রোগে ভোগার জন্য হাঁপানি হয়—তাকে বলে এলার্জী এ্যাজমা রোগ।

8. ফুসফুসের দুর্বলতা ও কর্মক্ষমতা কমে যাবার জন্য এটি হতে পারে অনেক সময়। ফুসফুসের যত Air sac আছে তারা সকলে পূর্ণভাবে কাজ করে না। তার ফলে হাঁপানি হয়ে থাকে।

যদিও হাঁপানির সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি, তবুও নানা কারণে এটি হতে পারে, তা সঠিকভাবে বোঝা ও জানা যাব। সেই অনুযায়ী লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করতে হবে।

শ্বাসকষ্ট মানেই হাঁপানি রোগ নয়। অনেক সময় সাময়িকভাবে শ্বাসকষ্ট হলে, তা সেরে যাবে। কিন্তু প্রকৃত হাঁপানি হলে তা সারে না। তাতে হৃদপিণ্ডে ব্যথা, রক্তের Eosinophil বৃদ্ধি প্রভৃতি হয়।

এসব লক্ষণ দেখে প্রকৃত হাঁপানি রোগ চেনা যায়।

লক্ষণ —1. যদিও ব্রংকিয়াল এ্যাজমা হয় অথবা পালমোনারি ইয়োসিনোফিলিয়া হয়, দুটি ক্ষেত্রেই মোটামুটি রোগ লক্ষণ প্রায় একই ধরনের প্রকাশ পায়। কার্ডিয়্যাক এ্যাজমা হলে, তার লক্ষণাদির সঙ্গে বুকের লক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

এ রোগে সাধারণতঃ হঠাৎ শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পায়। গলায় কষ্ট হয় ও গলা সাঁই সাঁই করতে থাকে।

2. অনেক সময় বুকে সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় শব্দ হতে থাকে। তবে তা পুরানো রোগে বেশি হয়।

3. বুকে চাপবোধ অনেক সময় হতে থাকে। মনে হয় যেন দমবন্ধ হয়ে আসছে।

4. অনেক সময় শুলে ভাল লাগে না। শুলে কষ্ট, উঠে বসলে আরামবোধ।

5. প্রায়ই রোগী আরাম পাবার জন্য কাঁধ দুটো উঁচু করে বালিশে ঠেস দিয়ে হেঁট হয়ে বসে থাকতে চায়। ঝুঁকে থাকলে অনেকটা আরামবোধ হয়।

6. অনেক সময় কিছুটা কাজ করা বা শ্রম করার পর এটি বৃদ্ধি পায়। কখনো বা রাত্রির শেষে রোগ বৃদ্ধি পায়।

7. কখনো বা পেটে বায়ু জমলে বুকে চাপ বেশি পড়ে ও কষ্ট বেশি হয়।

কাশতে কাশতে বহু কষ্টে শ্লেষ্মা উঠে গেলে হাঁপানীর টান অনেকটা কমে যায়।

8. কখনো দিনের মধ্যে কোনও সময় একবার বা দুবার টান বৃদ্ধি হয়। কখনো অনেক সময় ধরে স্থায়ী হয়। যতো রোগ পুরানো হয়, তখন স্থায়িত্বও বার বার বেড়ে যায়।

9. টানের সঙ্গে সঙ্গে পেটে প্রায়ই বায়ু সঞ্চয় একটি অশুভ সংকেত। এভাবে সঞ্চয় হতে থাকলে কষ্ট পাবার আশংকা বেশি হয়। তাই পেট যাতে না ফাঁপে এজন্য ঔষধাদি খাওয়া ও পেট পারিষ্কারের দিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

10. অনেক সময় টান বৃদ্ধির সময় মাথা ধরা, বমির ভাব ও অন্যান্য নানা কষ্ট দেখা যায়।

11. প্রায়ই এই রোগের সঙ্গে অজীর্ণ রোগও থাকতে দেখা যায়।

12. অনেক সময় এর সঙ্গে বাতরোগও থাকে।

13. কখনো কখনো কাশি তরল হয়ে যায়, কষ্টও বেশিক্ষণ থাকে না। তা না হলে গয়ের বেশি আঠালো বা শক্ত হলে কষ্ট বেশি হয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয়

1. X-Ray দ্বারা পরীক্ষা করলে, ফুসফুসের Alveol-গুলি জলীয় পদার্থে পূর্ণ দেখা যায়। পার্শ্বদেশ থেকে Pigoen Chest-এর মতো Deformity দেখা যায়।

2. প্রথম দিকে ব্রঙ্কাইটিস (ক্রনিক) এবং হাঁপানি চেনা কষ্টকর হয়। তবে Eosinophil গণনা করে এটি বোঝা যায়।

3. বুকের কতটা ক্ষমতা তা দেখার জন্য Pulmonary Function Test করা এবং বাতাসের প্রবেশ ও পরিত্যাগের পরিমাণের পার্থক্য দেখে রোগ ধরা পড়ে। সাধারণ ফুসফুসের যে Capacity তার চেয়ে এতে Capacity কমে যায়।

4. সাধারণ ঔষধে প্রথম অবস্থায় রোগ কমে না—কিন্তু Broncho Dilator ঔষধে কমে—এটি এই রোগের একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ বলা যায়।

উপসর্গ

যদিও এই রোগ একেবারে সারানো কঠিন—তবে ঠিকমতো চিকিৎসা করলে, প্রথম অবস্থায় সারানো সম্ভব হয়। কখনো বা পরবর্তী অবস্থাতেও চিকিৎসা করলে মোটামুটি সুস্থ থাকে।

ঋতু অনুযায়ী রোগ কম বেশি হয়। শীতকালে কষ্ট বৃদ্ধি পায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। তবে এ রোগে মৃত্যু ভয় থাকে না। কখনো বা পরবর্তী অবস্থাতে চিকিৎসা করলে সুস্থ হয়ে যায়।

চিকিৎসা

রোগ আক্রমণকালে—অ্যাকোন ন্যাপ বা অ্যাকোন র‍্যাডিক্স ৬, ইপিকাক, কুপ্রাম, লোবেলিয়া, অ্যাসিড হাইড্রো, সেনেগা ৩ (প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা) নেট্রাম সাল্ফ, অ্যামিল নাইট্রেট θ (ঘ্রাণ নেওয়া)।

চামড়ার রোগ বসে গিয়ে হাঁপানি হলে—জিঙ্কাম, সালফ, গ্রাফাইটিস।

পুরানো হাঁপানি রোগে—আর্স, কেলি-হাইড্রো, নাক্স-ভম, সালফ, আর্জ-নাই, কাকিউলাস।

শিশুদের রোগে – ইপিকাক, স্যাম্বুকাস, জেলস।

কার্বোভেজ ৬—২০০—হাঁপানিতে শ্লেষ্মা তরল ও সরল থাকলে কার্বোভেজ সর্বাধিক উপযোগী। প্রথমে প্রচুর শ্লেষ্মা স্রাব, ক্রমে শ্লেষ্মা গাঢ় চটচটে ও পূঁজের মত হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে প্রায়ই হিস হিস বা সাঁই সাঁই শব্দ থাকে না। তবে নতুন সর্দি হলেই সাঁই সাঁই শব্দ বাড়ে।

রোগী উঠে বসে ও হাঁপাতে থাকে, দমবন্ধ ভাব, খুব বাতাস চায় এই সব লক্ষণে।

অ্যাসিড হাইড্রো—৩x। এটা তরুণ হাঁপানীতে কার্যকরী। সাঁই সাঁই শব্দ যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস. শ্বাসক্রিয়া যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

হাঁপানির সময় মনে হয় গলনালী সংকুচিত হয়েছে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. যখন চাপ বেশি হয়। তখন পুরানো ধুতুরার পাতা পুড়িয়ে তার গন্ধ শোঁকালে উপকার হয়।

2. ফটকিরি চূর্ণ সামান্য জিহ্বার আগায় রাখলে, তাতে সুফল দেয়।

3. তার্পিন তেল, গন্ধক ও লবণ জ্বলে ফেলে তার গন্ধ নিলে উপকার হয়।

4. রোগীর ঘরে যেন বাতাস চলাচল করে।

5. ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়।

6. অবগাহন স্নান, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, পুষ্টি কর খাদ্য খাওয়া প্রভৃতি দরকারী।

যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)

কারণ —1 এক ধরনের বীজাণু হলো এই রোগের মূল কারণ—যাকে বলে Kock's Bacillus (কক্স ব্যাসিলস্) বা Tubercle Bacillus. সাধারণতঃ শ্বাসপথ দিয়ে এই বীজাণু দেহে প্রবেশ করে।

এই বীজাণু দেহে প্রবেশ করেই রোগ সৃষ্টি করতে পারে না। যদি দেহের প্রতিরোধ শক্তি কমে যায়, তা হলেই রোগ হয়।

সুস্থ ব্যক্তির শরীরে এই বীজাণু প্রবেশ করে এক ধরণের গুটিকা বা Tubercle তৈরী করে। তাই ইহাকে Tuberculosis রোগ বলা হয়। এই গুটিকা পরে ক্ষতে পরিণত হয়—তাকে বলে Caseation and Cavitation বা ক্ষত ও গর্ত।

শরীরের যে কোনও স্থানে একটি গুটিকা সৃষ্টি হতে পারে, তবে ক্ষয় রোগগ্রস্ত রোগীদের ফুসফুস আক্রান্ত হয়।

হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে রোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হলে তাকে বলে Acute Miliary Tuberculosis। অন্ত্র বা Intestine-এ গুটিকা রোগীর সংখ্যাও কম নয়—তাদের বলা হয় Intestinal Tuberculosis রোগ।

এই প্রাথমিক কারণ বা বীজাণু ছাড়াও কতকগুলি গৌণ Factor আছে যার জন্যে সহজে লোকের দেহে বীজাণু প্রবেশ করে রোগ ঘটাতে পারে। তা হলো—

2. অপুষ্টি ও উপযুক্ত ভিটামিনযুক্ত খাদ্য ঠিকমতো ও প্রচুর না খাওয়া।

3. ক্ষীণ জীবনীশক্তি ও নানা রোগে ভোগা।

4. সর্বদা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস। অন্ধকার আবদ্ধ, স্যাঁৎসেঁতে ঘরে বাস করা।

5. ঘন লোকবসতিপূর্ণ বড় শহরে বাস।

6. অতিরিক্ত ধোঁয়া বা ধুলোর মধ্যে সারাদিন কাজ করা—তা হলো—পেশাগত কারণ। মিলে বা ফ্যাক্টরীতে কাজ, স্যাকরার কাজ, কৃষকদের ধুলোতে অবিরাম কাজ প্রভৃতি।

ইতিহাস—আগেকার দিনে আমাদের দেশে যেমন মহামারী রোগ ছিল ম্যালেরিয়া, তেমনি আজকাল তা অনেকটা নির্মূল হলেও টি বি বর্তমানে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। 1955-58 খৃষ্টাব্দের পরীক্ষায় জানা গেছে যে, দেশের মোট জনসাধারণের প্রতি হাজারে 18 থেকে 20 জন লোক এই রোগে ভুগছে। তার মধ্যে আবার এক চতুর্থাংশ এমন অবস্থায় আছে যে, তারা রোগ ছড়াতে পারে। ভারতে 50 লক্ষ লোক রোগ ছড়াতে পারে, এমন অবস্থায় এ রোগে ভুগছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সাত লক্ষ রোগীর মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ রোগী এমন রোগ ছড়াবার মত ভুগছে।

বর্তমান [illegible] ভুগছে। [illegible] তার থেকে সংখ্যা কম নয়। লোকের সংখ্যা বেশি ছিল তখন।

আগেকার দিনে ধারণা ছিল যে, বৃদ্ধদের এ রোগ হয়। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সবার মধ্যেই এ রোগ হতে দেখা যায়।*

অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ রোগের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। আমাদের প্রাচীন-কালে এর নাম ছিল ক্ষয়রোগ। এতে শরীর খারাপ হয়ে ক্ষয় হতে থাকে বলে এই নাম

দেওয়া হয়েছিল। 1882 খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ডাঃ রবার্ট কক্ আবিষ্কার করেন যে এক ধরনের ব্যাসিলি থেকে এই রোগ হয়।

এর প্রধান লক্ষণ হলো কাশি। শুকনো বা গয়ের ওঠা কাশি, মাঝে মাঝে জ্বর, অবসাদ, ওজন কমে যাওয়া, রোজ বিকালের দিকে অল্প অল্প জ্বর, পরে রোগ বাড়লে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। কোনও রোগীর কাশি 15-20 দিন বা বারবার ঔষধ খেয়ে না সারলে তার বুক এক্সরে করে দেখা কর্তব্য।

সামান্য টি. বি কিংবা মিনি টি. বি. হলো এক ধরনের প্লুরিসি। এতে ফুসফুস আক্রান্ত হয় না বটে, তবে প্লুরা আক্রান্ত হয় ব্যাসিলাসের দ্বারা। প্লুরাতে জল ও পূঁজ জমতেও পারে—তাকে বলে Empyema রোগ।

শিশুদের পক্ষে আরও একটি মারাত্মক রোগ হলো টি বি. মেনিনজাইটিস রোগ। এতে শিশুদের মস্তিষ্কের ঝিল্লী এই বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, ঘাড়ে ব্যথা এমন কি জ্ঞান লোপ পর্যন্ত হয়। আগে প্রচুর শিশু মারা যেত—এখন বিভিন্ন এণ্টিবায়োটিক ঔষধ বের হওয়াতে এখন তা হয় না।

তাছাড়া হাড়ের মধ্যে বাসা বাঁধে বোন টি. বি —

আন্ত্রিক টি. বি, নারীদের জননযন্ত্রের টি বি. প্রভৃতি নানা প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। তবে এসব হয় প্রায়ই Secondary আক্রমণ থেকে।

জল, দুধ, খাদ্য প্রভৃতির মাঝ দিয়ে বীজাণু দেহে প্রবেশ করে। কাটা চর্ম দিয়েও বীজাণু প্রবেশ করে। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, যে কোনও সময়ে এই রোগ বা এর দ্বারা সৃষ্ট Secondary রোগের আক্রমণ হতে পারে।

এর একমাত্র প্রতিষেধক হলো B. C. G. টিকা। শিশুদের এটি দেওয়া হয়। একটু বয়স বাড়লে Skin Test দ্বারা চর্ম পরীক্ষা করে এটি দিতে হয়।

রোগ প্রতিরোধের উপায়

1. স্বাস্থ্যের সাধারণত উন্নতি (বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে)
2. B. C. G. টিকা অবশ্যই গ্রহণ করা কর্তব্য। অথবা টিউবারকুলিনাম ২00 সেব্য।
3. দুধের মধ্যে দিয়ে বীজাণু রোগ ছড়ায় তাই দুধের বিশুদ্ধ করণ প্রয়োজন।
4. যক্ষ্মা রোগীকে সাবধানে পৃথক ঘরে Antiseptic ভাবে রাখা কর্তব্য। যক্ষ্মা রোগীর সংস্রব থেকে দূরে থাকা সব সময় কর্তব্য।
5. যক্ষ্মা রোগীর দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।
6. অবিলম্বে X-Ray পদ্ধতির দ্বারা রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

যক্ষ্মার শ্রেণীবিভাগ

ক্ষয়রোগে স্থানিক প্রদাহ হয়। স্থানীয় Lymphatic Vessels ও Lymph nodes-এ প্রদাহ হয়। পরে সেখান থেকে বীজাণু রক্তে গিয়ে মেশে। রক্ত

থেকে বীজাণুরা বিভিন্ন যন্ত্রে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে রোগ সৃষ্টি করতে পারে। আবার কখনো কখনো এর উল্টো হয়। Primary Infection চাপা থাকে। Secondary, Tertiary Stage-এ অন্য যন্ত্রাদিতে আক্রমণ হয়, পরে Generalised Infection হয়ে রোগ দেখা যায়।

Generalised Tuberculosis দু প্রকারের হয়—

1. যখন এক বা একাধিক যন্ত্র একই সময়ে গুটিকা দোষে যুক্ত হয়, সেই অবস্থা নাম Acute Milliary Type—শিশুদের মধ্যে বেশি হতে দেখা যায়।

2. যখন প্রত্যেকটি স্থানে অনেকগুলি Tubercle-এর সমষ্টি দেখা যায়, এগুলির বিভিন্ন যন্ত্রে অবস্থিত হতে পারে, অথবা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারে। তখন সৃষ্টি হয় Generalised Massive Tuberculosis রোগ।

Acute Milliary ধরনের রোগ নানা প্রকারের হতে পারে—

1. Typhoidal Type—সূচনায় এতে কোনরকম লক্ষণ থাকে না। কেবল দুর্বলতা, দৈহিক ওজন হ্রাস ও জ্বর। Toxaemia বেশি হয়। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়ে থাকে। সময়ে সময়ে প্লীহা বড় হয়ে থাকে। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা থাকে না, ও ব্যথাবিহীন হয় (Asthenic) এবং ঐ অবস্থায় Typhoid Stage-এর অবস্থা হয়ে রোগী মারা যায়। এক্ষেত্রে যা কিছু হয় সব কিছু অন্ত্রে—ফুসফুস আক্রমণের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

2. Pulmonary Type—এতে জ্বরের সঙ্গে ফুসফুস আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ সব দেখা যায়। যেমন শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, কাশি—এইসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগেব বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

3. Maningeal Type—এতে মেনিনজাইটিসের বিভিন্ন লক্ষণ শিশুদের মধ্যে প্রকাশিত হয় দ্রুত চিকিৎসা না হলে, এতে মৃত্যু অবধি হয়। এর পরিণতি ৩ সপ্তাহের মধ্যে হয়ে থাকে।

যক্ষ্মা রোগের বীজাণুর Secondary, Tertiary আক্রমণ দেহের নানা স্থানে ঘটতে পারে এবং এই সব লক্ষণ দেখা দেয়—

1. ফুসফুস ও প্লুরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়।
2. অন্ত্র বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এবং পেরিটোনিয়াম আক্রান্ত হতে পারে।
3. স্বরযন্ত্র, স্বরনালী, ট্রেকিয়া, ব্রংকাস প্রভৃতিতে আক্রমণ হতে পারে।
4. লিম্‌ফ গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হতে পারে—শিশু ও কিশোরদের বেশি হয়।
5. অস্থি, অস্থিসন্ধি প্রভৃতি আক্রান্ত হয়। হাড়ে ব্যথা, অস্থিতে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।
6. মস্তিষ্ক ও মেনিনজিস আক্রান্ত হয়—শিশুদের বেশি হয়।
7. চর্ম আক্রমণ করে Tubercular Sore সৃষ্টি করতে পারে।
8. চক্ষু আক্রমণ করতে পারে।

9. কিডনী আক্রমণ করে Tubercular নেফ্রাইটিস রোগ সৃষ্টি হতে পারে।
10. নারীর জননেন্দ্রিয় ও জননতন্ত্র আক্রমণ করে।
11 অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থি আক্রমণ করতে পারে।

ফুসফুসের যক্ষ্মা বা ক্ষয় রোগ

(Pulmonary Tuberculosis)

কারণ —এই রোগের কারণ সম্পর্কে আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

লক্ষণ—এ রোগ ধীরে ধীরে শুরু হয়। Infection—এর সময় 2-1 মাস থেকে 2-1 বছর পর্যন্ত হতে পারে।

1. প্রথমে ধীরে ধীরে ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা দেখা দেয়। খাদ্য ঠিকমতো খেলেও শরীরের দুর্বলতা হয় ও রোগ হতে থাকে।

2 সামান্য কারণেই ঠান্ডা লাগে, সর্দি, কাশি, জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

3 কখনো তার সঙ্গে প্লুরিসি হয় এবং তার জন্যে বুকে ব্যথা হতে পারে বা জল জমতে পারে।

4. পুষ্টিকর খাদ্যাদি ঠিক মতো খেলে কিছু কিছু কমতে দেখা যায়।

5. রোগীর ঠান্ডা প্রতিরোধ করার শক্তি থাকে না বা একেবারে কমে যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসা করেও রোগ না সারলে অবশ্য বুকের X-Ray করা কর্তব্য।

6 প্রতিদিন বিকালের দিকে একটু একটু জ্বর হয়—যাকে বলে Evening rise of Temperature—সকালে জ্বর থাকে না।

7. রোগীকে আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ মনে হলেও, রোগী ক্রমশঃ দুর্বল ও ক্ষীণ হতে থাকে।

8 স্টেথিসকোপ দিয়ে বুক পরীক্ষা করলে অনেক সময় খস্ খস্ শব্দ পাওয়া যায়। কখনো বা তা পাওয়া যায় না।

9. X-Ray দ্বারা বুক পরীক্ষা করলে (Skiagraphy) যক্ষ্মার অস্তিত্ব জানা যায়। যতদিন শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে ততদিন প্রবল হয় না। ধীরে ধীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে লক্ষণাদি প্রবল ভাবে দেখা যায়।

জ্বরের প্রকৃতি —জ্বর সাধারণতঃ বিকালে বা সন্ধ্যায় 99-100 ডিগ্রী হয়ে থাকে। ভোরের দিকে বা রাত্রে প্রবল ঘাম হয়—যাকে বলে Night Sweating. তার ফলে জ্বর ছেড়ে যায়। সকালে জ্বর থাকে না।

10. কাশি—কাশি চলতেই থাকে। কাশির ঔষধ খেয়ে চিকিৎসা করলেও তা সারতে চায় না। মাঝে মাঝে গয়ের ওঠে, কখনো বা শুকনো কাশি হয়।

অনেক সময় কাশি রোগ বৃদ্ধি পেলে, ফুসফুসে Cavity দেখা দিলে, কাশিতে রক্ত উঠতে থাকে তখন তাকে বলে Haemoptysis.। তবে একটা কথা—কাশিতে

রক্ত না উঠলেই রোগ হয়নি —এটা ঠিক কথা নয়। আবার কাশিতে রক্ত দেখলেই যে এই রোগ তা বলা যায় না। এ রোগ ছাড়াও অন্য নানা কারণে কাশিতে রক্ত উঠতে পারে।

X-Ray দ্বারা পরীক্ষা করে বুকে Cavity দেখা গেলে তখন নিশ্চিতভাবে রোগ প্রমাণ হয়। থুথু বা Sputum অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে তাতে বীজাণু পেলে Cavity Open বলে বোঝা যায় —অর্থাৎ ঐ রোগী রোগ ছড়াতে পারে। তা না হলে এটি Closed Type —অর্থাৎ রোগ থাকলেও রোগী রোগ ছড়াবে না, বুঝতে হবে।

11 অনেক সময় রোগে অনেক দিন ভোগার পর চিকিৎসা শুরু করলে তার মধ্যে দুর্বলতা ও রক্তশূন্যতা প্রবল হয়। ফলে পা ফোলে এবং রোগী কাজকর্ম বা নড়াচড়া করতে পারে না।

রোগ নির্ণয়

1 অজানা কারণে কাশি 3-4 সপ্তাহ বা তার বেশি চললেও ঔষধে সারছে না।

2। কাশির সঙ্গে রক্ত বের হয়।

3. বুকে ব্যথা ও জ্বর রোজ বিকালে বাড়ে এবং রাতে কমে।

4. বিনা কারণে দুর্বলতা, অবসাদ, ক্লান্তি, খেলেও ওজন কমে যাওয়া, অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা।

এইসব লক্ষণ দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে X-Ray দ্বারা রোগী পরীক্ষা করা কর্তব্য ও থুথু, কফ প্রভৃতি অনুবীক্ষণে দেখানো কর্তব্য। তাহলে সঠিক রোগ নির্ণয় করা যায়।

জটিল উপসর্গ

1 এই সঙ্গে সঙ্গে প্লুরিসি হয়। কখনো প্লুরাতে বেশি জল জমে—কখনো বা ড্রাই প্লুরিসি হয়।

2. আপনা থেকেই বীজাণুর আক্রমণে প্লুরা সামান্য ফুটো হয় তাতে বাতাস প্রবেশ করে নিউমোথোরাক্স হয় ও ফুসফুস কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়।

3. প্লুরাতে পুঁজ হয় বা Empyema হয়।

4. টিউবারকিউলার ল্যারিঞ্জাইটিস।

5. আন্ত্রিক যক্ষ্মা রোগ।

6 পায়ুতে ফিশ্চুলা বা ভগন্দর হয় (টিউবারকিউলার)।

7 দেহের বিভিন্ন স্থানে সেকেণ্ডারী ধরনের আক্রমণ হয় ও তার ফলে নানারকম নানা স্থানে Tubercle দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা।

এ রোগের সব অবস্থাতেই, ব্যাসিলিনাম, টিউবারকিউলিনাম ২০০ প্রধান ঔষধ। এ রোগের অবস্থানুসারে সপ্তাহে বা পক্ষান্তে এর এক মাত্রা খাওয়া উচিত। সহজেই সর্দি কাশির আক্রমণ, শরীরের দ্রুত শীর্ণতা, রোগ লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা প্রভৃতি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত দুর্বলতা, দ্রুত নাড়ী, জ্বর, ঘাম, শীর্ণতা, উদরাময় প্রবণতা প্রভৃতি লক্ষণে, আর্স-আয়োড ৩০, ২০০।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য, রাত্রিতে কাশির জন্য ব্যথায় উঠে বসা, প্রভৃতি লক্ষণে ব্রাইয়োনিয়া—৬।

হলুদ ও সবুজ বর্ণের গয়ের নিঃসরণ, গয়ের জলে নিক্ষেপ করলে ডুবে যাওয়া—ঘাম, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যাল্কে কার্ব ৩।

কাশি, বমি বা বমিভাব, কৃষ্ণবর্ণ বা কৃষ্ণাভ বা চাপ চাপ রক্তস্রাব লক্ষণে, হ্যামামেলিস ϴ। শ্বাসকষ্ট, উজ্জ্বল লাল বর্ণ রক্ত নিঃসরণ প্রভৃতি হলে ইপিকাক ৩x।

ক্যাল্কেরিয়া ফস খেলে রোগীর অসুখ পুরো না সারলেও রোগ কমে যায়। এটা পুষ্টিসাধন ও শক্তি সঞ্চারে সাহায্য করে।

থুথুর সঙ্গে রক্ত ওঠা, রক্তাল্পতা, অল্প পরিশ্রমে মুখ লাল হয়ে ওঠা প্রভৃতি হলে, আয়োডিয়াম ৩, ৬।

রোগ পুরানো হলে সালফার খেলে ভাল ফল পাওয়া যায়। রোগের যে কোন অবস্থাতেই (বিশেষতঃ শেষ অবস্থার উদরাময়ে) আর্সেনিক ৬, ৩০ উপযোগী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে পৃথক ঘরে রাখা কর্তব্য। সঙ্গে সঙ্গে Antiseptic ব্যবস্থাদি নিতে হবে। সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

2. লঘু পুষ্টিকর খাদ্য, দুধ, ছানা, ডিমের পোচ বা হাফ বয়েল, হালকা ঝোল, মাংস, জ্যান্ত মাছের ঝোল প্রভৃতি খেতে দিতে হবে।

3. Hydroprotein বা Protinex দিতে হবে।

4. নির্মল বাতাস সেবন উপকারী। খট্‌খটে আলো-হাওয়াযুক্ত ঘরে রাখা কর্তব্য।

পালমোনারী অ্যাবসেস
(Pulmonary Abcess)

কারণ—1. অনেক সময় নিউমোনিয়া রোগ ঠিক সময়মতো চিকিৎসা না হলে তা থেকে Suppurative নিউমোনিয়া হয়ে থাকে। তা থেকে পরে পুঁজ ও

ক্যাভিটির মধ্যে Infection প্রভৃতি হয়ে এ রোগ সৃষ্টি করে। Staphylo pyogens এবং Strepto pyogens প্রভৃতি Infection থেকে এরকম হতে পারে।

2 নিউমোনিয়ার সময় নাক, মুখ দিয়ে সেপটিক বীজাণু ফুসফুসে প্রবেশ করার জন্য হতে পারে।

3. মুখ ও নাকের ভেতরের Sepsis বা ঘা, ক্ষত প্রভৃতি থেকে পরে ফুসফুস আক্রান্ত হতে পারে।

লক্ষণ—1. বুকে ব্যথা, কষ্ট, নিঃশ্বাসে কষ্ট বৃদ্ধি প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

2. কাশি, প্রচুর থুথু ও কাশ—কখনো গন্ধযুক্ত বা সামান্য রক্তযুক্ত গয়ের বের হতে পারে।

3. বার বার জ্বর হতে পারে।

4. Neutrophil, লিউকোসাইট প্রচুর বৃদ্ধি পায় রক্তে।

5 বুকের Wall—এ ব্যথা দেখা দিতে পারে।

6. জ্বরের সঙ্গে মাথাধরা, বমি বমি ভাব, বমি, গা জ্বালা, অরুচি প্রভৃতি থাকতে পারে।

7. শরীর দুর্বল থাকতে পারে—ওজন কমে যেতে থাকে।

8 চিকিৎসা না হলে Abcess ফেটে যেতে পারে। তখন কাশির সঙ্গে পুঁজ রক্ত উঠতে পারে।

9. অনেক সময় রক্ত পুঁজ বের হতে থাকে তারপর ধীরে ধীরে জ্বর কমে যেতে থাকে।

10. স্টেথিসকোপে ফুসফুসের Crepitation শোনা যেতে পারে।

উপসর্গ

অনেক সময় ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে Pleurisy হয়ে থাকে। এবং ভয়ংকর জ্বর, আচ্ছন্ন বা Coma প্রভৃতি হয়ে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

2. এ থেকে Lung Abcess হতে পারে।

3. এ থেকে Cerebral Abcess হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. রোগ লক্ষণ থেকে বোঝা যায়।

2. কাশি বা গয়ের পরীক্ষায় Pus cell ও বিভিন্ন কক্কাস প্রভৃতি পাওয়া যেতে পারে। Tubercle বা কক্‌স্‌ ব্যাসিলাস পাওয়া যায় না।

3. X-Ray পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়।

শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক

যক্ষ্মারোগের বিভিন্ন ধরণ, লক্ষণ এবং বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সবকিছুর জন্য চিকিৎসা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

বিভিন্ন অবস্থা এবং বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী পৃথক পৃথক চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব চিন্তা করে অনুসরণ করতে হবে।

যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো ব্যাসিলিনাম, টিউবারকিউলিনাম ৩০ বা ২০০। এই রোগের সর্ব অবস্থাতে এটি একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ তাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রতিরোধ ছাড়াও এটি রোগের প্রথম অবস্থায় একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পূর্ণ বিশ্রাম।

2. জ্বর অবস্থায় তরল পুষ্টিকর পথ্য। জ্বর ছাড়লে স্বাভাবিক মাছের ও তরকারীর ঝোল ও ভাত খেতে দিতে হবে।

এলার্জিক রাইনাইটিস —(Allergic Rhinitis)

কারণ —এতে ইনফেকশনজনিত এলার্জি থেকে নাকের মধ্যে Congestion হয় এবং তার ফলে জলীয় পদার্থ নাক দিয়ে বের হয়ে থাকে। কখনো এটি মাঝে মাঝে হতেই থাকে। কখনো বা ঋতু অনুযায়ী বা Seasonal হয়।

নাকের Mucosa-র উপরে 1 নং ধরনের Antigen Antibody-র রিঅ্যাকশনের ফলে এটি হয়। এই Antigen-গুলি ঘাস, ফুল, গাছপালা প্রভৃতি থেকে ক্রমে মানুষের দেহে আশ্রয় নেয়। এক ধরণের ঘাসের Antigen থেকে Hay Fever নামে ঋতুগত এলার্জিক রাইনাইটিস হয় এবং জ্বর হয়।

তাছাড়া বাড়ীর ধুলো, মৃত পশুর দেহে সৃষ্ট ফাঙ্গাস প্রভৃতির ইনফেকশন থেকেও এলার্জিক রাইনাইটিস হতে পারে।

লক্ষণ —1. হঠাৎ হাঁচি শুরু হয় ও মাথায় ভারবোধ হয়। নাকের মধ্যে সুড়সুড় করে।

2. নাক দিয়ে জল পড়ে এবং নাকে ব্যথা হয়। নিশ্বাস নাক দিয়ে নিতে কষ্ট হয় ফলে মুখ দিয়ে নিতে হয়।

3. কখনো কখনো চোখ দিয়ে জল পড়ে ও কনজাংটিভাইটিসও হতে পারে।

4. অনেক সময় এই সঙ্গে জ্বরও হতে পারে। মাথাধরা, মাথায় ভারবোধ প্রভৃতি থাকে।

রোগ নির্ণয়

1. ঠান্ডা লাগা, শীতবোধ, বেশি জ্বর, প্রভৃতি এতে হয় না।

5. কক্কাস ইনফেকশন থেকে হলে অনেক দ্রুত রোগ বেড়ে ওঠে।

3 Seasonal ধরনের রোগ—বর্ষা বা গ্রীষ্মকালে বেশি হয়। কখনো হেমন্ত-কালে ধান কাটার সময় হয়।

4. হালকা ঠান্ডা পড়তে পড়তেই রোগ সেরে যায়। সর্দি পেকে ওঠা বা দীর্ঘস্থায়ী হবার লক্ষণ এতে থাকে না।

প্রতিষেধক —1. ফসল কাটার সময় গ্রামের দিকে গেলে বা গ্রামে থাকলে, সাবধানে দরজা জানলা বন্ধ করে থাকলে ও রৌদ্রে না ঘুরলে ও ঠান্ডা না লাগালে রোগ হবার আশংকা কম থাকে।

২ ঐ সময় অল্প Nuxvom 6 ঔষধ রোজ ব্যবহার করলে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

চিকিৎসা

শীতবোধ হলে ও নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরলে, স্পিরিট ক্যাম্ফার ৫-৬ ফোঁটা অল্প পরিমাণে ছয় বার খেতে হবে। ঠান্ডা লেগে সর্দি হয় এই রোগের প্রথম অবস্থায়, গা খসখসে, তৃষ্ণা, বার বার হাঁচির সঙ্গে সর্দি প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোন ৩x খুব ভাল ঔষধ। এতে উপকার না হলে বিশেষভাবে সর্দি বসে যাবার উপক্রম হলে, শুকনো কাশি থাকলে, ব্রাইয়োনিয়া ৩, ৩০।

নাক দিয়ে জল পড়া বা জ্বালা করে সর্দি বাড়লে, আর্সেনিক ৬।

বর্ষাকালে সর্দির পক্ষে ডালকামারা ৩ বিশেষ উপকারী। উপদংশ জনিত সর্দিতে অরাম ৩।

শিরঃপীড়া, তন্দ্রাভাব, শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণ হলে বিশেষতঃ গরমকালের সর্দিতে, জেলসিমিয়াম ৩।

গাঢ় হলুদ রঙের উঠলে এবং দ্রব্যের ঘ্রাণ বা আস্বাদ না পেলে, পালস্‌ ৬, ৩০।

সর্দি খুব বসে গেলে এবং গলায় ঘড়ঘড় শব্দ থাকলে, অ্যান্টিম টার্ট ৬।

সর্দি, শ্বাসকষ্ট, বুকে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে, ইপিকাক ৬, ল্যাকেসিস ৬, ফস্ফোরাস ৬।

নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া বিশেষতঃ রাত্রির বেলা ও নবজাত শিশুদের :—

রাত্রির বেলা সর্দি শুকনো দিনের বেলা ঝরে, গাঢ় সর্দি ও মাথাভার লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৩।

বারবার প্রবল হাঁচি, বেশি পরিমাণে নাক দিয়ে জল পড়া লক্ষণে, অ্যালিয়াম-সেপা ৬।

জলে ভিজে ঠান্ডা লাগার জন্য সর্দিতে নেট্রাম সালফ ১২x, ৩০।

এলার্জিক এলভিওলাইটিস (Allergic Alveolitis)

কারণ—নানা ধরনের ধূলোবালি নাকের মধ্যে দিয়ে ব্রঙ্কাস ও ফুসফুসের Alveoli-তে গেলে তার ফলে এই রোগ হয়। তার ফলে ঐ সমস্ত অংশের wall গুলিতে জল জমে বা তরল পদার্থ জমে। তাছাড়া Polymorph, Lymphocyte ইত্যাদিও জমতে পারে। ভালভাবে স্টেথিসস্কোপ দিয়ে শুনলে তাতে সামান্য Crepitation শোনা যায়। X-Ray পরীক্ষাতে ফুসফুসে Diffused ছায়া দেখা যায়। Antigen প্রবেশ করে এটি হয় এবং যদি তা চলতে থাকে ও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তাহলে প্রবল Respiratory Damage সৃষ্টি করতে পারে।

ফুসফুসে প্রচুর Organic Dust প্রবেশ করার ফলেই এরকম অবস্থা হয়ে থাকে।

অনেক সময় এটি থেকে পরে আবার অন্য বীজাণুদের Infection হবে রোগ বৃদ্ধি হয় ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

লক্ষণ—1. প্রায়ই জ্বর হয়। কখনো অল্প অল্প হয়–কখনো হঠাৎ বেশি হয়। Allergic, Alveolitis, Acute বা ক্রনিক দু ধরনের হতে পারে।

2. বুকে খসখস বা ঘড়ঘড় শব্দ হতে পারে।

3. Cyanosis দেখা দিতে পারে।

4 হাঁপানির ভাব দেখা দিতে পারে।

5. বুকে ব্যথা ও জ্বর বেশি হতে পারে যদি ঐ সঙ্গে অন্য বীজাণুর Infection হয়।

চিকিৎসা

তরুণ এলার্জিতে এপিস, আর্টিকা ইউরেন্স, ক্লোর‍্যাম ২x বিচূর্ণ।

পুরোনো রোগে—চিনিনাম-সাল্ফ (পুনঃ পুনঃ রোগাক্রমণ লক্ষণে), আর্স, এপিস, সালফ, ক্লোর‍্যাম ২x বিচূর্ণ।

পাকা গয়ের পেটের গোলযোগের দরুণ—অ্যান্টিমক্রুড, নাক্স-ভম, পালস্।

ঠাণ্ডা লেগে হলে—অ্যাকোন (শীতকালের বায়ু লাগার জন্য)।

অন্যাদি উপসর্গের জন্য অ্যাকোন (জ্বর লক্ষণে), ক্লোর‍্যালাম ২x বিচূর্ণ (বিছানার গরমে এলার্জি প্রকাশ পেলে), ব্রাইয়ো হঠাৎ এলার্জি হলে)।

ইগ্নেসিয়া ৬ বা অ্যানাকার্ডিয়াম ৩০ মানসিক অবসন্নতা জনিত রোগে।

কফিয়া ৩০ অনিদ্রাসহ রোগে। ব্রাইয়োনিয়া ৬ বা রাস টক্স ৩০ কিংবা সিমিসিফিউগা ৩০। (বাত রোগীদের পক্ষে) ইপিকাক বা আর্সেনিক হাঁপানি রোগীদের পক্ষে।

পালসেটিলা ৩০, হাইড্রাস্টিস ৩x জরায়ু গোলযোগ জনিত পীড়ায়।

বাত রোগীদের পক্ষে কলচিকাম ৩০।

অ্যাকোনাইট ৩x জ্বর, পিপাসা ও লালবর্ণের চুলকানির প্রকাশ পেলে।

আর্টিকা ইউরেন্স ৩x—পীড়াগুলির প্রান্ত ভাগ লালবর্ণ ও মধ্যভাগ শ্বেতবর্ণ, জ্বালাকর বা হুলফোটানোর মত বেদনা অথবা অত্যন্ত কুটকুট করা বা সুড়সুড় মত করা, ফুলে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পূর্ণ বিশ্রাম।
2 জ্বর অবস্থায় তরল পথ্যাদি।
3 জ্বর ছাড়লে মাছের ও তরকারীর পাতলা ঝোল ও ভাত দিতে হবে।

ল্যারিংক্সের পক্ষাঘাত (Laryngeal Paralysis)

কারণ —ল্যারিংক্সের প্যারালিসিস্ দু ধরনের হতে পারে—

1. Organic বা যন্ত্রটির প্যারালিসিস্।
2. Functional বা যন্ত্রটির কাজের গোলমাল।

অর্গ্যানিক প্যারালিসিস্ নিম্নোক্ত কারণ গুলির জন্য হতে পারে—

1 ব্রেনস্টেমের কোনও অংশের কার্যের গোলমাল বা Lesion হবার জন্য।
2. ভেগাস্ নার্ভের টক্সিক ইনফেকশন জনিত Lesion হবার জন্য।
3. ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের ক্রিয়ায় গোলমাল—টিউমার, এনিউরিজম্ প্রভৃতির জন্য। ফাংসান্যাল প্যারালিসিস্, হিস্টিরিয়া রোগ প্রভৃতির জন্য হয়ে থাকে।

লক্ষণ —কণ্ঠস্বর কর্কশ বা বিকৃত হয়ে থাকে। যদি একটি Vocal Cord আক্রান্ত হয় তাহলে কর্কশতা কম হয়—দুদিক আক্রান্ত হলে তা বেশি হয়।

2. অর্গ্যানিক প্যারালিসিস্ হলে কাশি হয়ে থাকে। গ্লটিসকে কর্ডগুলি বন্ধ করতে পারে না বলে এইরকম কাশি হয়। কাশির সঙ্গে কিন্তু গয়ের বা থুথু ওঠে না; হিস্টিরিয়ার জন্য পক্ষাঘাত হলে কাশি হয় না।

3. ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস এবং শ্বাসকষ্ট মাঝে মাঝে হতে দেখা যায়।

4. এই ধরনের ল্যারিংক্সের প্যারালিসিস্ সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা জানার জন্য Laryngoscopy করার প্রয়োজন হয়।

এই লক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য ছোটখাট উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন দমবন্ধ ভাব, কথাবার্তা বলতে অনিচ্ছা, গলায় মাঝে মাঝে ব্যথার ভাব ইত্যাদি।

চিকিৎসা

দেহের বিভিন্ন অংশের সহিত পক্ষাঘাত জড়িত থাকলে তার জন্য প্লাম্বাম ৬, ৩০ বা ফসফরাস ৬, ৩০ দিতে হবে।

বয়স্কদের জন্য ব্যারাইটা কার্ব, মার্ক কর, ককিউলাস্, কোনিয়াম প্রতিটি ৬, ৩০ বা ২০০ লক্ষণ ভেদে।

ল্যারিংক্সের পক্ষাঘাত লক্ষণে বিশেষ করে ঝিল্লী প্রদাহে জেলসিমিয়াম ৬, ৩০ বা কোনিয়াম ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

ট্যারেন্টুলা ৬, ৩০—সব ধরনের পক্ষাঘাতের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

স্ট্রিক্‌নিয়া ফস্‌ফোরিকাম্‌—২x, ৩x, ৬x সব ধরনের পক্ষাঘাতে অপূর্ব ফল দেয়।

মস্তিষ্কে রক্তজমা এবং পক্ষাঘাতে বেলেডোনা ৩, ৬।

অচেতন ভাব, নিদ্রা, মুখ কাল্‌চে ভাব থাকলে ওপিয়াম ৩, ৬।

শ্বাসনালী, পক্ষাঘাত এবং দুর্বলতায়, কষ্টিকাম্‌ ৩, ৬, ৩০।

স্পর্শ করলে বোধ হয় না লক্ষণ থাকলে—ককিউলাস ৩, ৬।

শুক্রক্ষয়, ধ্বজভঙ্গ ও পক্ষাঘাতে ফস্‌ফরাস ৩, ৬, ৩০ বা ২০০।

হাম, বসন্ত প্রভৃতি বসে গিয়ে তার পর পক্ষাঘাতে— সাল্‌ফার ৬, ৩০, ২০০।

বুকে আঘাত লাগার ইতিহাস থাকলে আর্ণিকা মণ্ট ৬, ৩০ বা ২০০।

স্নায়ুমণ্ডলের পীড়া থেকে পক্ষাঘাত হলে মার্ক সল্‌ ৬, ৩০ বা ২০০।

বায়োকেমিক ঔষধ ক্যালি ফস্‌ ৩x, ৬x, ১২x বা ৩০x।

ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ ৬x– ৩০x ভাল ফল দেয়।

ল্যারিংক্সে বাধা

(Laryngeal Obstruction)

কারণ —ল্যারিংক্সের পথে বাধা বা Obstruction নানা কারণে হতে পারে—

1 ইন্‌ফ্লামেশনের জন্য বা এলার্জির জন্য Oedema।

2. ল্যারিংক্সের পেশীতে spasm প্রভৃতি।

4 অন্যান্য পদার্থ বা রোগীর বমির পদার্থ ল্যারিংক্সে প্রবেশ করে।

5 দুদিকের ভোক্যাল কর্ডের প্যারালিসিস্‌।

6 দুটি কর্ডের Fixation দেখা দেয় রিউম্যাটিজম, আরথ্রাইটিস প্রভৃতি রোগ হলে।

7 শিশুদের ডিপথিরিয়া রোগ হলে ল্যারিংক্সে বাধা বড়দের থেকেও শিশুদের বেশি হয়—তার কারণ হলো, ওদের Glottis-এর ছিদ্র ক্ষুদ্র হয়ে থাকে।

লক্ষণ —এটি নির্ভর করে Glottis পূর্ণভাবে বাধার দ্বারা বন্ধ হওয়া বা আংশিক বন্ধ হবার বা আংশিক বন্ধ না হবার ওপরে।

হঠাৎ কোনও বস্তু বা Foreign body ভেতরে প্রবেশ করে যদি বাধার সৃষ্টি করে তাহলে প্রচণ্ড দম বন্ধ ভাব বা এসফিক্সিয়া দেখা দেয়।

রোগী শ্বাস নেবার জন্য প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করে কিন্তু তাতে ব্যর্থ হতে পারে। তার ফলে Cyanosis হতে পারে অনেক সময়। যদি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিকার করা

না যায় তাহলে রোগী জ্ঞান হারাতে পাবে এবং মৃত্যু অবধি হতে পারে। 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হবার অশংকা।

যদি পূর্ণ বাধা না হয়ে আংশিক হয়, তাহলেও দমবন্ধ ভাব, কাশি, Cyanosis প্রভৃতি হয়। এক্ষেত্রেও যে কোনও সময় হঠাৎ পূর্ণ Paralysis হয়ে রোগীব মৃত্যুর আশংকা থাকে।

ডিপথিবিয়া রোগে গলার মধ্যে পর্দা পড়ে যায় এবং তাব জন্য প্রথমে আংশিক ও পরে পূর্ণভাবে বাধার সৃষ্টি হয়ে রোগীর মৃত্যুব আশংকা দেখা যায়। শিশুদের হুপিং কাশির জন্যও হতে পারে।

চিকিৎসা

ডিপথিরিয়া রোগের জন্য ল্যারিংক্স রুধ হলে—

ডিপথেরিনাম ৩০—২০০ প্রতি দু ঘণ্টা অন্তর এবং পরে মার্ক সায়েনেটাস ৬, ৩০ প্রতি ঘণ্টায়। ফাইটোল্যাক্কা মাদার পাঁচ ফোঁটা এক পাউণ্ড জলে গুলে তা দিয়ে বার বার মুখ ধোয়ান ভাল। পচনশীল ভাবে মার্ক বিন্ আয়োড ১x উপকারী।

এরিকনেসিয়া মাদার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ—

ক্যালি মিউর ৬—ঢোঁক গিলতে কষ্ট ও বাধা।

জ্বালাভাব ও লালাস্রাব—আর্সেনিক ৬, ৩০।

ক্যালি মিউর ৩x, ৬x, ১২x শ্রেষ্ঠ বায়োকেমিক ঔষধ।

স্বরযন্ত্র প্রদাহে, কষ্টকর কাশি, দম আটকে আসা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x।

বেলেডোনা ৩, ৬ প্রবল জ্বর, কাশি, গলা ব্যথা, ল্যারিংক্সে বাধা, গলা টাটানি প্রভৃতি।

স্পঞ্জিয়া ৩x বা আয়োডিন ৬—শুক্‌নো কঠিন কাশি, শব্দ, সাঁই সাঁই শব্দসহ কাশি, শ্বাস গ্রহণে কষ্ট, গলায় কিছু আটকে থাকার মত ভাব।

গাঢ় চট্‌চটে হল্‌দে গয়েব সহ কাশি, ক্যালি বাই ৩x, ৩, ৬।

গলা ভাঙা, ঘড় ঘড়ে কাশি ঠাণ্ডা বাতাসে রোগ বাড়ে, গরমে কমে—হিপার সালফার ৬, ৩০।

স্বরভঙ্গ, বুকে ব্যথা, ল্যারিংক্সে বাধা ভাব প্রভৃতিতে কষ্টিকাম ৬, ৫০।

দুর্বলতা, জ্বর, প্রবল পিপাসা, সর্বাঙ্গে জ্বালাভাব থাকলে আর্সেনিক ৩x, ৬, ৩০।

পুরোনো স্বরযন্ত্র প্রদাহ থাকলে আর্জেন্টাম মেট ৬x, ৬, ৩০।

অতিরিক্ত চীৎকার, গান প্রভৃতির ইতিহাসে দ্রুত ফলপ্রদ আর্ণিকা ৩, ৬, ৩০।

বয়স্ক বা বৃদ্ধদের অ্যালিউমেন ৬, ৩০।

ব্রংকাসের মধ্যে বাধা
(Bronchial Obstruction)

কারণ —নানা কারণে এটি হতে পারে বলে আজ অবধি দেখা গেছে। যেমন—

1. টিউমার বা ব্রঙ্কিয়্যাল কার্সিনোমা বা Adenoma প্রভৃতি।

2. ট্রেকিও ব্রঙ্কিয়্যাল লিম্‌ফ গ্রন্থির বৃদ্ধি যা অনেক সময় Tuberculosis থেকে হতে পারে।

3. বাইরের বস্তুর প্রবেশ।

4 ব্রংকাসের মধ্যে রক্তের Clot ও Mucous জমে তাতে বাধা হতে পারে।

5 ঠিকমতো Expectoration না হবার জন্য ব্রংকাসের মধ্যে কফ জমে।

6. খুব কম ক্ষেত্রে অন্য কারণেও হতে পারে। যেমন এওর্টার Aneurism, বাঁ দিকের এট্রিয়ামের অতি বৃদ্ধি, পেরিকার্ডিয়ামের Effusion প্রভৃতির জন্য।

ফলাফল—যখন বাধার জন্য ব্রংকাসের ছিদ্র সরু হয়ে যায়, তা অল্প হলে খুব ভয় থাকে না. কিন্তু তা বেশি হলে তা থেকে Pulmonary Collapse আংশিকভাবে হতে পারে। এজন্য অনেক সময় নিউমোনিয়া হলে ও ঠিকমত চিকিৎসা না হলে তা থেকে পরে ব্রংকাসের কার্সিনোমা হতে পারে। কখনো Infection অল্প মাত্রায় হয়—কখনো বেশী হয়, তা Pulmonary Suppuration বা Empyema পর্যন্ত হতে পারে।

ব্রংকাসের বাধা তাই সব সময় ফুসফুসের ফাঁকে কিছু না কিছু বাধার সৃষ্টি করে।

লক্ষণ—1. টিউমার—যদি ব্রংকাসের বাধা ব্রঙ্কিয়াল কার্সিনোমা হতে হয়, তা হলে তার ফলে Pulmonary-Collapse দ্রুতভাবে হয়। এর সঙ্গে Empyema ও অনেক সময় কম থাকতে পারে। Adenoma-র বৃদ্ধি কার্সিনোমার থেকে অনেক কম, তাই এতে সত্বর ততটা কুলক্ষণ দেখা যায় না।

2. লিম্‌ফ গ্রন্থির বৃদ্ধি থেকে—Tracheobronchial লিম্‌ফ গ্রন্থির বৃদ্ধি থেকে বাধা সৃষ্টি হতে পারে—শিশুদের ক্ষেত্রে এটি কখনো দেখা যায়। এটি থেকেও যদি গ্রন্থি খুব বেশি বৃদ্ধি পায় ও ঠিকমতো চিকিৎসা না হয়, তাহলে Pulmonary Collapse হতে পারে।

3. বাইরের যন্ত্র বা ফরেন বডির প্রবেশ —অনেক সময় বিষম লেগে Foreign body শেষ পর্যন্ত Trachea-তে চলে যায়, যা পরে ব্রংকাসে প্রবেশ করে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়। তবে বড়দের ক্ষেত্রে কদাচিৎ হয়। তারপর সেখানে Infective বীজাণু জমে এবং তা থেকে Suppurative নিউমোনিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। তখন তাপবৃদ্ধি, বুকে ব্যথা, কাশি প্রভৃতি দেখা যায়। X-Ray পরীক্ষা করলে এটি বোঝা যায়। যে কোনও ব্রংকাসে বাধার জন্য এরূপ হয়।

4. ব্র-কাসে রক্ত জমাট বাঁধা। —বিভিন্ন রোগে এরূপ হতে পারে। হাঁপানি, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে ব্রঙ্কাসে রক্ত, Mucous জমে Clot সৃষ্টি করতে পারে। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না করলে পরে Secondary Bacterial Infection হতে পারে :

5. কাশি বের না হবার জন্য —যেসব রোগী খুব দুর্বল অথচ বুকে কাশি জমে, তারা দুর্বলতার জন্য কাশতে পারে না এবং Expectoration ঠিকমতো হয় না। ঐ কাশির বা Mucous ব্রঙ্কাসে জমে বাধার সৃষ্টি করে। তা থেকে পরে Secondary Bacterial Infection হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1. Bronchoscopic পরীক্ষার দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়
2. X-Ray-র দ্বারা রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসা

অ্যান্টিম টার্ট ৬, ৩০—এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ যে কোনও রকম ব্রঙ্কিয়াল বাধা, বুকে সাঁই সাঁই বা ঘড় ঘড় শব্দের এটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ইপিকাক ৬, ৩০, ২০০ - ব্রঙ্কাসে বাধা, বুকে শব্দ, কাশি, বমিভাব লক্ষণে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হাঁপানী ভাব থাকলে ব্লাটা ওরিয়েন্ট্যালিস মাদার ৫ ফোঁটা করে জলে মিশিয়ে রোজ ৩-৪ বার।

এতে কাজ না হলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ ৩x, ৩x খুব ভাল ঔষধ।

বৃদ্ধ ও শিশুদের ক্ষেত্রে দমবন্ধ ও হাঁপানি ভাব থাকলে অ্যামব্রাগ্রিসিয়া ৬, ৩০।

দমবন্ধ ভাব ও হাঁপানি ভাব থাকলে সেনেগা মাদার এবং সাম্বুকাস্ মাদার চার-পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ Alternate খেলে ভাল কাজ হয়।

অনেক সময় ব্যাসিলিনাম ২০০ সপ্তাহে একবার খাওয়ালে ভাল কাজ হয়।

দমবন্ধ ভাব, শয়নে অনিচ্ছা, রাতে রোগবৃদ্ধি, জ্বালাভাব থাকলে, আর্সেনিক ৬ ৩০ ভাল ফল দেয়।

কাশি, দমবন্ধ ভাব—বুকে চাপবোধ লক্ষণে—অ্যামোনিয়াম ৬, ৩০।

পেটে ঊর্ধ্ববায়ু, পেটের গ্যাস এবং তার জন্য কাশি, দমবন্ধ ভাব লক্ষণে, কার্বোভেজ ৩০, ২০০।

প্রথম রাত্রিতে ঘুমোবার পর দমবন্ধ ভাব বৃদ্ধি হলে অ্যারালিয়া রেসিমোসা মাদার রোজ ৩-৪ বার জলসহ খেতে হবে।

বুকের মধ্যে টিউমার (Intrathoracic Tumour)

বুকের টিউমার নানা স্থানে হতে পারে। যেমন ব্রঙ্কাস, ফুসফুস, দুটি ফুসফুসের মাঝের Mediastinum-এর টিউমার প্রভৃতি।

ফুসফুসের বা শ্বাসতন্ত্রের কার্সিনোমা প্রবল ভাবে হয়—আবার স্তন, কিডনী, জরায়ু, ওভারী, টেস্টিস, থাইরয়েড প্রভৃতির ক্যানসার থেকে ফুসফুস প্রভৃতিতে Metastatic Deposit দেখা দিতে পারে।

ব্রঙ্কাসের কার্সিনোমা বা ক্যান্সার
(Bronchial Carcinoma)

ক্যানসার রোগের ক্ষেত্র হিসাবে দেখা গেছে যে ব্রঙ্কাসের কার্সিনোমা, শতকরা 80 ভাগ পুরুষের এটি হয়। নারীদের ক্ষেত্রে এটি কম হয় অনেক। পুরুষের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ব্রঙ্কাসের কার্সিনোমা হতে পারে নারীদের ক্ষেত্রে। এটি আবার 45 থেকে 75 বছরের মধ্যে বেশি হতে দেখা যায়।

ব্রঙ্কাসের ক্যানসার একটি প্রধান কারণ হলো সিগারেট খাওয়া এবং যে যতো বেশি খায়, তার তত বেশি এই রোগ দেখা দেয়।

যারা সিগারেট খায় না, তাদের থেকে শতকরা 30 ভাগ বেশি এই রোগ হয় সিগারেট পায়ীদের ক্ষেত্রে।

গ্রামের লোকের চেয়ে শহরের লোকেরা এ রোগে বেশি মারা যায়—তার কারণ শহরের থেকে গ্রামের বাতাস অনেক বিশুদ্ধ।

ব্রঙ্কাসের এই টিউমার স্কোয়ামাস, বা ওট্ সেল কার্সিনোমা এবং তা কখনো Adenocarcinoma হতে পারে এবং এটি ব্রঙ্কাসের এপিথিলিয়াম বা Mucous Cell থেকে উত্থিত হয়। এটি তারপর ব্রঙ্কাসের Deep স্তরগুলি এবং চারদিকের ফুসফুসের টিস্যুকে আক্রমণ করে থাকে।

কোনও প্রধান ব্রঙ্কাসকে আক্রমণ করলে এটি Infection এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পাল্মোনারী কোল্যাপ্সের সৃষ্টি করে। এমন কি দূরের সরু ব্রঙ্কাসের পর্যন্ত টিউমার সৃষ্টি হয়ে বা ক্রমশঃ বেশি বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর কোল্যাপ্স সৃষ্টি করতে পারে।

এটি টিউমারের Necrosis থেকে কার্সিনোমেটাস্ Lung Abcess পর্যন্ত হতে পারে।

লিম্ফ্যাটিক দিয়ে গিয়ে এই টিউমার Pleural effusion সৃষ্টি করতে পারে। এটি বুকের Wall কে আক্রমণ করে অত্যন্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করতে পারে।

এমন কি Intercostal Nervs এবং Bronchial Plexus—এও উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি Lymph Node আক্রান্ত হবার ফলে Mediastinumকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে সক্ষম হয়। Phrenic, Recurrent Laryngeal Nerves, Sympathetic Trunk, ঊর্ধ্ব মহাশিরা, সুপিরিয়ার ভেনাকাভা, পেরিকার্ডিয়াম,

শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, Oesophagus পর্যন্ত এ থেকে আক্রান্ত হতে পারে এবং ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে।

রক্তের মাধ্যমে আবার যকৃত, হাড়, মস্তিষ্ক, আড্রেন্যাল গ্রন্থি, কিডনী প্রভৃতিতে নানা Metastases ঘটতে পারে।

জটিল উপসর্গ —ফুসফুস থেকে দেহের নানা স্থানে এভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঠিকমতো সার্জিক্যাল চিকিৎসা প্রভৃতি দ্রুত না হলে এক বছরের বা তার কম সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয়ে থাকে।

লক্ষণ —1. প্রথম আক্রমণকালে রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয়। কাশি হলো একটি সাধারণ লক্ষণ। এছাড়া অন্য লক্ষণ বিশেষ বোঝা যায় না।

2. Secondary Infection-এর পরিমাণের উপর গয়েরের চরিত্র নির্ভর করে।

3. তারপর সামান্য রক্ত উঠতে দেখা যায় গয়েরের সঙ্গে।

4. ফুসফুসের কোনও Lobe-Callapse হলে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানির ভাব। আবার অনেক সময় রোগী ক্রনিক ব্রংকাইটিসে আগে থেকে ভুগলে এটি দেরীতে দেখা যায়।

5. অনেক সময় নিউমোনিয়ার লক্ষণ ও প্লুরাতে ব্যথা অনুভব করা যেতে পারে।

6 প্লুরাতে টিউমারের আক্রমণ হলে প্লুরার Effusion দেখা দিয়ে থাকে এবং তার সঙ্গে প্রচুর রক্ত থাকে।

7. অনেক সময় পরবর্তীকালে হাতেও ব্যথা দেখা যায়—তার কারণ Intercostal স্নায়ু এবং Bracheal Plexus আক্রান্ত হয় বলে এটি হয়। অনেক সময় কোনও কোনও Rib নষ্ট হতে পারে এ থেকে।

8. পরবর্তীকালে রোগ বাড়লে, রোগের গতি পরিবর্তন, প্রস্রাবে রক্ত, চর্মে Nodule দেখা দিতে পারে। এছাড়া স্নায়ু আক্রান্ত হয়ে দেহের নানা স্থানের স্নায়বিক অক্ষমতা ও তার জন্য বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে।

বুকের চিহ্ন ও লক্ষণাদি —1. প্রথম অবস্থায় বুকে কোনও লক্ষণ দেখা বা বোঝা যায় না। এটি ব্রংকাইটিস (ক্রনিক) বলে মনে হতে পারে প্রায় ক্ষেত্রেই।

1 ব্রংকাসে বাধার সৃষ্টি হলে তখন Pulmonary Collapse ধরণের লক্ষণাদি দেখা যায়।

3. টিউমার বড় হলে তখন প্লুরার এফ্যুশন দেখা দেয়।

4. প্লুরাতে ছড়িয়ে পড়লে ড্রাই বা এফ্যুশনযুক্ত প্লুরিসি দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

1. এক্স-রে দ্বারা পরীক্ষা করলে বিভিন্ন অবস্থায় ভেদ অনুযায়ী নানা লক্ষণাদি দেখা যায়।

(a) কোন অংশের ঘন, গাঢ় Opacity দেখা দিতে পারে।

(b) ফুসফুসের Opacity-র সঙ্গে সঙ্গে Cavitation দেখা দিতে পারে।

(c) ফুসফুসের বিরাট অংশ বা একটি গোটা ফুসফুস Collapse হলে বিরাট অংশ জুড়ে এটি দেখা যায়।

(d) অনেক সময় প্লুরার Effusion দেখা যায়।

2. ব্রঙ্কোস্কোপি-র দ্বারা শতকরা প্রায় 60 ভাগ ক্ষেত্রে ফুসফুসের টিসু কিছুটা বের করে এনে Histological পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। এর দ্বারা সার্জিক্যাল চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে সুবিধা।

3. মাঝ বয়সী ও বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রেই এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

4. যারা বেশি সিগারেট খায় তাদের—হঠাৎ প্লুরার প্রবল ব্যথা হলে বা সামান্য রক্ত উঠতে থাকলে এ রোগ বলে সন্দেহ করার অবকাশ থাকে। যদি অল্প দিনে আরোগ্য না হয় তাহলে ভালভাবে পরীক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য।

চিকিৎসা।

ক্যান্সার রোগের কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা আজ পর্যন্ত কোনও চিকিৎসাশাস্ত্রেই বের হয়নি। তবে প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে স্থানিক রেডিয়াম রশ্মি প্রয়োগ কোন বড় হাসপাতাল থেকে করালে ভাল ফল দেয়।

ব্রঙ্কাসে বা শ্বাসনালীতে ক্যান্সার হলে কার্সিনোসিন ৩০ বা ২০০ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। পনেরোদিন বা একমাস পরপর সেব্য। এতে বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

ন্যাজা বা কোব্রা ৬. ৩০ একটি ভাল ঔষধ—যদি প্রকৃত ক্যান্সার শুরু হয়।

ল্যাকেসিস ৬, ৩০, ২০০ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ—যদি গায়ে বা ঘাড়ে কাপড় রাখতে না পারে, জ্বালাকর ব্যথা থাকলে আর্সেনিক ৬, ৩০ বা ২০০ শুভ হয়।

রোগের প্রথম অবস্থায় হাইড্র্যাস্টিস ১x থেকে ৩x বা ৬x ভাল ফল দেয়।

মাথা দপ্দপ করা ভাব থাকলে বেলেডোনা ৬, ৩০ বা ২০০ ভাল ফল দেয়।

পা ঠাণ্ডা, মাথা গরম, রাতে শোবার পর রোগ বৃদ্ধি লক্ষণে, সালফার ৩০, ২০০ ভাল ঔষধ।

বুকে দমবন্ধ ভাব, ব্রঙ্কাসে বাধাভাব থাকলে, অ্যান্টিম টার্ট ৬, ৩০।

বমি এবং বমিভাব লক্ষণে দিতে হবে, ইপিকাক ৬, ৩০।

এছাড়া অন্যান্য ঔষধের জন্য ক্যান্সার রোগের ঔষধাবলী দ্রষ্টব্য

ব্রঙ্কাসে রক্ত সঞ্চয়ে বাধা, পুঁজ সঞ্চয় ভাব প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে। এ বিষয়ে মেটেরিয়া মেডিকা দেখতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

2. দ্রুত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ঠিকমতো করাতে হবে অভিজ্ঞ সার্জন দ্বারা।

ব্রংকাসে এডিনোমা
(Bronchial Adenoma)

কারণ —এটি খুব কম হয় এবং কার্সিনোমার চেয়ে কম বয়সে হয়। এটি পুরুষ বা নারীর সমান ভাগে হয়। যদিও এটাকে বিনাইন টিউমার বলা হয়। ম্যালিগন্যান্টের কিছু কিছু লক্ষণ বহন করে। এই কারণে এ থেকেও Metastases হতে পারে। Carcinoid ধরনের ব্রঙ্কিয়্যাল এডিনোমাও দেখা যায়। কি কারণে হয় তা অজানা।

লক্ষণ —1. এটি অনেক বছর ধরে চলে।

2. মাঝে মাঝে collapse দেখা দেয়। তার ফলে ঐ ধরনের সব লক্ষণ দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

ব্রঙ্কোস্কোপি করে Histological পরীক্ষা করলে রোগ ধরা পড়ে।

সেকেন্ডারী ফুসফুসের টিউমার
(Secondary Lungs Tumour)

দেহের যে কোনও অংশের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার থেকে ফুসফুসের সেকেন্ডারী টিউমার হতে পারে। তার ফলে হিমপ্টেসিস হতে পারে এবং টিউমারের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

বুকের স্তনের ক্যানসার, পাকস্থলির ক্যানসার বা ব্রঙ্কাসের ক্যানসার থেকে এরকম হতে পারে। লিম্ফনালী গ্রন্থি প্রভৃতির মাঝ দিয়ে এভাবে নানা ধরনের ক্যানসার থেকে ফুসফুসের সেকেন্ডারী ক্যানসার হতে পারে।

লক্ষণ ও চিকিৎসাদি সব আগের মতোই। তাই পৃথকভাবে তা আলোচনা করা হলো না। তবে এক্ষেত্রে প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী দুই স্থানের চিকিৎসাই করা প্রয়োজন, না হলে রোগীর প্রাণ বাঁচানো খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

মিডিয়াস্টিনামের টিউমার (Tumour of the Mediastinum)

কারণ ও শ্রেণীবিভাগ —কি কারণে টিউমার হয়, তা নির্ণয় করা যায় না। তবে বিনাইন ও ম্যালিগন্যান্ট দু ধরণের টিউমার হতে পারে মিডিয়াস্টিনামে।

1 লিম্ফ গ্রন্থির টিউমার—
   (a) সেকেন্ডারী কার্সিনোমা—ব্রঙ্কাস বা স্তন থেকে।
   (b) রেটিকিউলসিস (Reticulosis)।
   (c) লিমফোসারকোমা।
   (d) লিউকিমিয়া।

2. থাইমাসের টিউমার—
   ম্যালিগন্যান্ট থাইমোমা প্রভৃতি

3. কানেকটিভ টিস্যুর টিউমার
   (a) ফাইব্রোমা (বিনাইন)।
   (b) লাইপোমা („)
   (c) সারকোমা (ম্যালিগন্যান্ট)
4. স্নায়ুর টিউমার – যেমন নিউরোফাইব্রোমা ।
5. বৃদ্ধিজনিত টিউমার (Developmental) এবং সিস্ট—
   (a) টের‍্যাটোমা।
   (b) ডারময়েড সিস্ট।
   (c) ব্রঙ্কোজনিত এবং প্লুরো পেরিকার্ডিয়্যাল সিস্ট।

6. অন্যান্য কারণ থেকে মিডিয়াস্টিন্যাল টিউমার। এয়োর্টার এনিউরিজম বাম অলিন্দের (Atrium) Aneurysmal Dilatation বুকের মধ্যে গয়টার লিম্ফ গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন।

লক্ষণ — বিনাইন টিউমার —এগুলির আকারের প্রভেদ অনুযায়ী লক্ষণের প্রভেদ দেখা যায়। এদের থেকে কঠিন লক্ষণ কম দেখা যায়। অনেক সময় ধরা পড়ে না। বুক X-Ray করতে গিয়ে ছোট বিনাইন টিউমার ধরা পড়ে।

খুব বেশি বড় হলে এটি শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস, ফুসফুসের টিস্যুতে চাপ সৃষ্টি, ট্রেকিয়ার ছিদ্রে চাপ দিয়ে তা ছোট করে দেওয়া প্রভৃতি দেখা দেয়।

বুকের উপর অংশে হলে, তা থেকে সুপিরিয়ার ভেনাকাভাতে চাপ সৃষ্টি হতে পারে।

ম্যালিগন্যান্ট টিউমার —এটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় আকারে এবং দ্রুত চারপাশের বিভিন্ন অংশকে আক্রমণ করে এবং তার ফলে নানা লক্ষণ দেখা যায়। বিভিন্ন অংশ আক্রান্ত হলে বিভিন্ন লক্ষণ দেখা যায়।

1. ট্রেকিয়া আক্রান্ত হলে শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস, কাশি, খসখসে কাশি প্রভৃতি দেখা দেয়।
2. ব্রঙ্কাস আক্রান্ত হলে ফুসফুসের কোল্যাপ্স, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা দেয়।
3. এসোফেগাস আক্রান্ত হলে গিলতে কষ্ট দেখা যায়।
4. ফ্রেনিক নার্ভ আক্রান্ত হলে ডায়াফ্রামের প্যারালিসিস দেখা দিতে পারে।
5. ল্যারিঞ্জিয়্যাল (রেকারেন্ট) স্নায়ুর বাঁ-দিকেরটি আক্রান্ত হলে ভোক্যাল কর্ডের পক্ষাঘাত, কণ্ঠস্বরের বিকৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
6. পেরিকার্ডিয়াম আক্রান্ত হলে পেরিকার্ডিয়ামে এফ্যুশন বা তরল পদার্থ জমে হার্টের ব্যথা প্রভৃতি দেখা যায়।
7. সুপিরিয়ার ভেনাকাভা আক্রান্ত হলে ফোলা (Oedema) মাথা ও গলাতে Cyanosis, হাতের সায়ানোসিস ও আরও নানা লক্ষণ দেখা যায়।

তাই দ্রুত মিডিয়াস্টিনামের ম্যালিগন্যান্ট টিউমার ধরতে পারা যায়।

রোগ নির্ণয় 1. X-Ray পরীক্ষার দ্বারা রোগ ধরা পড়ে।

2. ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হলে তার দ্রুত রোগ বৃদ্ধির জন্য নানা লক্ষণ থেকে রোগ ধরা পড়ে।

3. Mediastinal লিম্ফ গ্রন্থির একটি কেটে Histological পরীক্ষা করলে রোগ ধরা পড়ে।

ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস (Broncheactasis)

কারণ—ব্রঙ্কাসের অতিরিক্ত প্রসারণ বা Dilatation হলে তাকে বলা হয় ব্রঙ্কিয়েকটাসিস। ইহা তিনভাবে হতে পারে—

1. যখন ফুসফুসের কোল্যাপ্স থেকে ছোট ছোট ব্রঙ্কাসগুলিতে বাধা সৃষ্টি হয় এবং সেখানে তরল পদার্থ প্রভৃতি জমে থাকে, তখন সেই স্থানে চাপের ফলে বড় বড় ব্রঙ্কাইগুলির উপর চাপ সৃষ্টি হয়। তার ফলে ঐ গুলির দেওয়ালে চাপ পড়ে Dilatation হয়ে থাকে। প্রসারিত ব্রঙ্কাইগুলিতে Infection ছড়াবার আগে ছোট ছোট ব্রঙ্কাইগুলিকে পরিষ্কার করলে অনেক আরাম পাওয়া যায়। খুব বেশি পালমোনারী ইনফেকশনের জন্য হলে ব্রঙ্কিয়েকটাসিস স্থায়ী হতে পারে।

অনেক সময় প্রসারিত ব্রঙ্কাসের গভীর Layer-গুলি আক্রান্ত হলেও তা স্থায়ী হতে পারে। ফুসফুসের Abcess প্রভৃতিতে এরকম হতে পারে। কখনো যক্ষ্মা, লোবার নিউমোনিয়া প্রভৃতি থেকে এরকম হতে পারে।

2. ব্রঙ্কাসগুলির নির্দিষ্ট স্থান পার হয়ে গভীরতর অংশে পুঁজ জমলে তার জন্য ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস হতে পারে। একটি প্রধান ব্রঙ্কাস এভাবে আবদ্ধ হয়েও—অন্যগুলিতে প্রসারণ ঘটাতে পারে। বাইরের বস্তুর প্রবেশ, যক্ষ্মা, ব্রঙ্কাসের ক্যানসার প্রভৃতি থেকে এরকম হয়।

3. খুব কম ক্ষেত্রে জন্মগত Maldevelopment-এর জন্যও এরকম হতে পারে।

লক্ষণ—1. সরু ব্রঙ্কাসের মধ্যে পুঁজ জমলে, তার জন্যে ক্রনিক কাশি হতে পারে। ভোরে এটি বেশি হয়।

2. গন্ধযুক্ত বা পুঁজযুক্ত গয়ের উঠতে থাকে এর থেকে।

3. ফুসফুসের টিসু বা প্লুরাতে ইনফ্লামেশন হলে জ্বর হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে এরকম হয়। অবসাদ, কাঁপুনি, ঘুম, ঘাম হওয়া, বমি হওয়া, কাশি, থুথু বেশি বের হওয়া প্রভৃতি হয় ঐসব ক্ষেত্রে। নিউট্রোফিল বা শ্বেত কণিকা বৃদ্ধি পায়।

4. ড্রাই প্লুরিসি হলেও জ্বর হয়।

5. অনেক সময় উপসর্গ হিসাবে Empyema দেখা দেয়।

6. যক্ষ্মা বা অন্য কারণে সরু সরু ব্রঙ্কাইটিতে তরল পদার্থ জমলে শরীরের

দুর্বলতা, বমি ভাব, ওজন কমে যাওয়া, রাতে ঘাম প্রভৃতি দেখা যায়। হাত অথবা পা ফুলে উঠতে পারে। কখনো ঘন ঘন কাশি বা গয়ের ওঠা দেখা যায়।

7. সরু ব্রঙ্কাইগুলির মধ্যে Haemoptysis-এর জন্য রক্ত জমলে থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠতে দেখা যায়। যক্ষা বা ক্যানসার প্রভৃতি থেকে এরকম হয়।

রোগ নির্ণয়

1. প্রচুর গয়ের, রক্ত বা তরল পদার্থ সরু ব্রঙ্কাসে জমলে স্টেথিসকোপে সামান্য ক্রিপিটেশন পাওয়া যায়।

2. এক্স-রে পরীক্ষা।—এক্স-রেতে ব্রঙ্কাসের প্রসারণ বোঝা যায় না। তবে ঐ সঙ্গে ফুসফুসের কোল্যাপ্স বা ইনফ্লামেশন থাকলে Radiological পরিবর্তন দেখা যাবেই।

3. ব্রঙ্কোগ্রাফিক পরীক্ষায় সঠিক রোগ নির্ণয় হয়।

4. অনেক সময় ক্রনিক ব্রংকাইটিস থেকে এটি হয় এবং কখনো এর সঙ্গে যক্ষা থাকতে পারে—তা রোগ নির্ণয়ের সময়ে মনে রাখতে হবে। টিউমার হলেও লক্ষণাদির দ্বারা ধরা পড়বে। থুথু পরীক্ষার দ্বারাও রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়।

জটিল উপসর্গ

1. ঠিকমতো রোগ নির্ণয় করতে না পারলে ও চিকিৎসায় দেরী হলে জটিল উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন—এমপাইমা, সেরিব্রাল অ্যাবসেস, Ameloidosis প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

তরুণ প্রদাহে—অ্যাকোনাইট, অ্যান্টিম টার্ট, ইপিকাক, ব্রাইয়োনিয়া, ফস্ফোরাস, ক্যালি বাইক্রোম।

পুরোনো রোগে—অ্যান্টিম টার্ট- (সরল শ্লেষ্মা)। কেলিবাই--কালো রঙের কফ। অথবা পুঁজের মত কফ। অ্যামন কার্ব- (নিয়ত কাশি এবং স্বরযন্ত্রের মধ্যে যেন চুল আটকে আছে এই রকম বোধ)।

কার্বো ভেজ বা আর্সেনিক অস্বাভাবিক দুর্বল।

সাইলিসিয়া, ফস্ফো, সালফ, কাষ্টিকাম, সময় সময় আবশ্যক হয়।

বেশি কফ উঠলে ক্রিয়োজোট খানিকটা ফুটন্ত জলে তিন-চার ফোঁটা ঢেলে ঘ্রাণ নিলে কফ ওঠা বন্ধ হয় এবং তার দুর্গন্ধ বের কম হয়।)

ক্যানসার সন্দেহ হলে—কার্সিনোসিন ৩০, ২০০ পনেরো দিন বা এক মাস পর পর।

জ্বালাকর ব্যথা থাকলে, আর্সেনিক ৬, ৩০, ২০০।

রোগের প্রথম অবস্থায় হাইড্র্যাস্টিস মাদার বা ১x ভাল ফল দেয়।

মাথার দপ্ দপ্ করা ভাব থাকলে, বেলেডোনা ৬, ৩০।

বায়োকেমিক ক্যালি ফস ৬x, ৩০x ভাল ফল দেয়।

ক্যানসার ধরছে সন্দেহ হলে ন্যাজা ৩০ বা স্যাকেনিস ৩০ বা, ... লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগে ভাল ফল দেয়।

এ ছাড়া অন্যান্য উপসর্গ প্রভৃতির জন্য গ্রন্থ শেষে রেপার্টরী মিলিয়ে ঔষধ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এমফাইসিমা পালমোনারী (Enphysema Pulmonary)

কারণ—দেহের যে কোনও অংশে অতিরিক্ত বাতাস জমে তা ফুললে তাকেই এমফাইসিমা বলা যায়। মিডিয়াস্টিনামের কোনও অংশের মধ্যে এরকম বাতাস জমতে পারে। বিশেষ করে কঠিন ব্রঙ্কিয়্যাল এ্যাজমা থেকে ফুসফুসের টিসু আক্রান্ত হলে বুকের দেওয়ালে কোনও Penetrating ক্ষত হলেও চামড়ার নিচে এমফাইসিমা হতে পারে এ থেকে।

1 ফুসফুসের এমফাইসিমা হতে পারে ব্রঙ্কিয়্যাল এ্যাজমা রোগ থেকে।

2. ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস থেকেও এটি হতে পারে।

3. নানা বীজাণুর ইনফেকশন থেকেও এটি হতে পারে এবং তার ফলে Alveolar overdistension হয়ে থাকে।

লক্ষণ—1 শ্বাসকষ্ট হতে থাকে ও তার জন্য শান্তভাবে আসে (Extentional Dyspnoea)।

2. বয়স্ক লোকদের এটি বেশী হয়।

3. ট্রেকিয়ার দৈর্ঘ্য কমে যায়।

4. নিঃশ্বাস নেবার সময় স্টারনোম্যাস্টয়েড পেশীর সংকোচন হয়।

5. ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিসের সঙ্গে মিলিত হলে তার লক্ষণ দেখা যায়—তা না হলে সেগুলি দেখা যায় না।

রোগ নির্ণয়—1. X-Ray করলে ডায়াফ্রাম নিচু ও Flat দেখা যায়। ফুসফুসে Bullae দেখা যায়। ফুসফুসের ফিল্ড অর্ধস্বচ্ছ দেখায়। ফুসফুসের ধমনীর ছায়া অতিরিক্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

2. বাঁ দিকের Cardiac Failure দেখা দিতে পারে।

3. শ্বাসকষ্ট যা হয়, তা ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস থেকেও হাঁপানির ক্ষেত্রে বেশি হয়।

4. অনেক সময় আপনা থেকেই Spontaneous Pneumothorax হয়ে যায়।

5. যক্ষ্মা, ক্যানসার প্রভৃতি থেকে পার্থক্য ধরা যায় X-Ray ও Bacteriological পরীক্ষাদির মাধ্যমে।

জটিল উপসর্গ

1. ফুসফুসের বাতাসের প্রবাহের Failure দেখা যায়।

2. ফুসফুসের Tension বৃদ্ধি পায় এবং ডানদিকের ভেণ্ট্রিকুলার ফেলিওর দেখা দিতে পারে পরবর্তীকালে।

3. ফুসফুসে ছোট ছোট বা বড় Bullae সৃষ্টি হতে পারে।

কাশিজনিত ফুসফুসের রোগ (Occupation lung Diseases)

কারণ — যারা নিয়মিতভাবে কারখানা প্রভৃতিতে কাজ করে তাদের ফুসফুসে Minerals-এর গুঁড়ো প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

যারা অন্য কাজ করে তাদের Organic Dust ফুসফুসে প্রবেশ করেও নানা রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

লক্ষণ —1. শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির ভাব দেখা দিতে পারে।

2. কাশি চলতে থাকলে সহজে সারে না।

3. ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস হয়ে তার লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে পারে।

4 রোগ বৃদ্ধি হলে আঙ্গুলে মোটা ভাব (Clubbing) দেখা দিতে পারে।

5. কয়লাখনির শ্রমিকদের কফ কালচে হতে পারে।

6. পরবর্তী জটিল উপসর্গ হিসাবে Right Ventricle-এর ফেলিওর দেখা দেয়।

7. প্রথম অবস্থায় বুক পরীক্ষা করে কিছু পাওয়া যায় না।

রোগ বৃদ্ধি হলে ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস বা ব্রঙ্কায়েকটাসিসের লক্ষণ দেখা যায়।

এক্স-রে পরীক্ষা —প্রথম অবস্থায় তেমন লক্ষণাদি দেখা যায় না—তবে পরবর্তীকালে টি. বি. ধরনের চিহ্ন দেখা যায়। কখনো বা স্থানের Massive Fibrosis হয় ও তা ধরা পড়ে এক্স-রে পরীক্ষার দ্বারা।

রোগ নির্ণয়

1. রোগীর পেশী থেকে আন্দাজ করা যায়। লক্ষণাদি অবশ্য ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস ধরনের বা হাঁপানির ধরনের মনে হতে পারে।

উপসর্গ

1. অনেক সময় এ থেকে যক্ষ্মা হতে পারে।

2. অনেক সময় এ থেকে ব্রঙ্কাইটিসের ক্যানসার দেখা দিতে পারে।

প্রতিরোধ

1. মুখোস পরে কাজ করা।

2. উপযুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা।

3. রোগের প্রথম অবস্থাতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সর্বদা কর্তব্য।

চিকিৎসা

মাঝে মাঝে দমবন্ধ হওয়া ভাব এবং হাঁপানি ভাবে ব্লাটা ওরিয়েন্ট্যালিস মাদার খুব ভাল ফল দেয়।

বৃদ্ধ এবং শিশুদের রোগে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড্ ৩x উপকারী।

শ্বাসকষ্ট, মৃত্যুভয় প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩x বেশ ভাল ফল দেয়।

বমনেচ্ছা, শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপবোধ, ঘড় ঘড় শব্দ প্রভৃতিতে ইপিকাক ৩x—৬ অথবা অ্যান্টিম টার্ট ৩, ৬।

রাতে রোগ বৃদ্ধি, শয়নে অনিচ্ছা, রক্তস্বল্পতা—আর্সেনিক ৬, ৩০।

কাশবার সময় দম বন্ধ হবার উপক্রম, মুখ নীলবর্ণ ভাব, বুকে চাপবোধ অ্যামোনিয়াম ৬, ৩০।

বমি, বমনেচ্ছা, পেটে যেন কোন কঠিন বস্তু আট্‌কে আছে, বুকে চাপবোধ লোবেলিয়া মাদার বা ৩।

নড়াচড়ায় বৃদ্ধি কোষ্ঠকাঠিন্য, বমনেচ্ছা, মূর্চ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রায়োনিয়া ৬।

নিদ্রাকালে কষ্ট, চর্মরোগ প্রভৃতি বিষয়ের ইতিহাস থাকলে, সাল্‌ফার ৩০, ২০০।

স্বরভঙ্গ, জোরে জোরে শ্বাস, হাঁপানি প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে, ফস্‌ফরাস ৬।

ব্যাসিলিনাম ৩০ বা ২০০ অনেক সময় খুব ভাল ফল দিয়ে থাকে।

সেনেগা মাদার ও স্যাম্বুকাস্ মাদার Alternate করে চার-পাঁচ ফোঁটা করে রোজ কয়েকবার খেলে সুফল দেয়।

বয়স্ক রোগী, ঊর্ধ্ববায়ু লক্ষণে, কার্বো ভেজ ৩০, ২০০।

প্রথম রাত্রির নিদ্রার পর কষ্ট লক্ষণে অ্যাবোলিয়া রেসিমোসা মাদার উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. খোলা বাতাসযুক্ত ঘরে থাকা।
2. উপযুক্ত স্বাস্থ্যপ্রদ সুপথ্য দিতে হবে। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি দিতে হবে।
3. রোগ থাকা অবস্থায় বিশ্রাম। রোগ কমলে পেশা পরিবর্তন করা উচিত।

ফুসফুসের টিসুর জন্য রোগ (Intestitial Lung Diseases)

কারণ—নানা কারণে ফুসফুসের টিসুর রোগ হতে পারে। যেমন—

1. ক্রনিক ফুসফুস ঈডিমা (ফোলা)।
2. এলার্জিক এল্‌ভিওলাইটিস্।
3. এলভিওলাইটিস থেকে ফ্রাইব্রোসিস।
4. ধুলোবালি জমা বা সূক্ষ্ম ছোট ছোট বাইরের বস্তু গিয়ে তার ফলে ফাইব্রোসিস।

5. চিকিৎসার জন্য গভীর এক্স-রে বেশিদিন প্রয়োগের ফলে ফুসফুসের টিস্যুর ক্ষতি।

6. সারকয়েডোসিস (Sarcoidosis) প্রভৃতি।

লক্ষণ—1. ফাইব্রোসিস বেশি মাত্রায় হলে তার জন্য হাঁপানির লক্ষণ প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

2. ঈডিমা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নানা রোগ থেকে এটি হতে পারে। যেমন—ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, ক্যানসার, ব্রঙ্কিয়েক্টাসিস, পেশাগত কারণ প্রভৃতি।

3. সারকয়েডোসিস হলো একটি রোগ যা অনেকটা যক্ষ্মার Folicile-এর মত সৃষ্টি হয় কিন্তু যক্ষ্মা বীজাণু থাকে না দেহে। এর কারণ অজ্ঞাত। কোনও বীজাণু থেকে এটি হয় বলেই প্রকাশ পাওয়া যায় না। অনেক সময় আবার এ থেকে ফাইব্রাস টিস্যু সৃষ্টি বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে নানা লক্ষণ প্রকাশ দেখা দিতে পারে।

(a) লিম্ফ গ্রন্থির বৃদ্ধি হতে পারে।

(b) অনেক সময় শুরুতে জ্বর দেখা দিতে পারে।

(c) অনেক সময় দু'পাশের প্যারোটিড গ্রন্থি প্রভৃতির বৃদ্ধি দেখা দিতে পারে।

(d) অনেক সময় এটি ক্রনিক হয়ে দাঁড়ায় এবং এর ফলে যে সব অংশে এটি হয় তার স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। এর ফলে ফুসফুসের ভল্যুম (Volume) কমে যায়। অনেক সময় দীর্ঘ দিন এতে ভুগতে থাকলে তার ফলে কার্ডিয়াক ফেলিওর দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয় করা যায়। X-Ray-তে যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা দিতে পারে। লিম্ফ গ্রন্থির বৃদ্ধি হয়, কিন্তু থুথুতে বীজাণু থাকে না এ থেকে।

চিকিৎসা

এই রোগের তরুণ অবস্থায় অ্যাসিড হাইড্রো ৩x ভাল কাজ দেয়।

হাঁপানি বা দমবন্ধ ভাব থাকলে ব্লাটা ওরিয়েন্টালিস মাদার বা ৩ উপকারী।

প্রবল কাশি, কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, সামনে ঝুঁকলে কমে—ক্যালি কার্ব ৩০ বা ২০০।

বায়োকেমিক ক্যালি মিউর ৩x—৩০x বা ক্যালি ফস্ ৬x অনেক সময় খুব ভাল ফল দেয়।

রোগের প্রথম অবস্থায়—অ্যাকোন ন্যাপ্ বা অ্যাকোন র্যাডিক্স মাদার, ইপিকাক, কুপ্রাম, লোবেলিয়া, সেনেগা মাদার, নেট্রাম সাল্ফ, অ্যামিল নাইট্রেট মাদার প্রভৃতি ভাল ফল দেয়।

পুরোনো রোগে—আর্সেনিক, ক্যালি হাইড্রো, নাক্স, সাল্ফার, আর্জ নাই, প্লাম্বাম্, ককিউলাস্ প্রভৃতি লক্ষণ মিলিয়ে।

চর্মপীড়া বসে গিয়ে রোগে—জিঙ্কাম, সালফার বা গ্র্যাফাইটিস্।

শিশুদের রোগে—ইপিকাক, স্যাম্বুকাস্, জেল্সিমিয়াম।

দশম অধ্যায়

হার্টের বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা

ভারতের বুকে বর্তমানে হার্টের রোগ বিপুল হারে বেড়ে চলেছে। আগেকার দিনে চিকিৎসকরা একটি কথা বলতেন—তা হলো এই যে হার্টের রোগ হলো ধনীদের রোগ। গরীবদের এ রোগ বেশি হয় না। মধ্যবিত্তদের সামান্য কিছু হয়।

কিন্তু বর্তমানে একথা মোটেই খাটে না। ধনী দরিদ্র সবার একটি অতি সাধারণ অথচ ভয়াবহ রোগ হলো হার্টের রোগ। এটি সংখ্যায় বর্তমানে অনেক বেড়ে গেছে — অথচ এটি একটি মারাত্মক রোগ।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের শহর ও শহরতলী অঞ্চলের একটি অতি সাধারণ রোগ হলো নানা ধরণের হার্টের রোগ। সাধারণতঃ পঞ্চাশ বছর পার হলেই প্রতি দশ জনের মধ্যে প্রায় 7-8 জন লোক বলেন যে, তাঁরা হার্টের রোগে ভুগছেন এবং হার্ট পরীক্ষার জন্য তাঁদের যেতে হয় কার্ডিওলজিস্টদের কাছে।

আরও একটি প্রধান কথা হলো এই যে, প্রতি পাঁচ জন লোকের মধ্যে আক্রান্ত হন একজন নারী। মাত্র পনেরো-কুড়ি বছর আগেও এই রোগ ছিল পনেরোজন আক্রান্ত রোগীর মধ্যে একজন নারী, কিন্তু ধীরে ধীরে নারীদের হার্টের রোগ বেড়ে এই অবস্থায় এসে ঠেকেছে।

নারীরা হার্টের রোগে কম আক্রান্ত হন একথা ঠিক। তার কারণ হলো তাদের দেহে যে এসট্রোন ও প্রজেসট্রোন হর্মোন সৃষ্টি হয়, তা তাদের হার্টকে রক্ষা করে—বিশেষ করে তা করোনারী ধমনীকে রক্ষা করে।

তাই যৌবনে নারীরা হার্টের রোগে বেশি কষ্ট পায় না।

কিন্তু চল্লিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর পার হবার পর দেহে এই হর্মোন সৃষ্টি ও তার ক্রিয়া কমে আসে। তখন এ রোগ অতি সহজেই হতে পারে।

কিন্তু আজকাল তরুণ-তরুণীদের এ-রোগ হচ্ছে। এ বিষয়ে তাই গবেষণা চলছে।

বিশেষজ্ঞরা একথা বলেন যে, নারীরা বার্থ কণ্ট্রোল ঔষধ ও ট্যাবলেট খাবার ফলেই তাদের হার্টের রোগের প্রবণতা বাড়ছে। ইহা নারীদের দেহের হর্মোনের ক্রিয়াকে বন্ধ করে গর্ভ ধারণ বন্ধ করে। তাদের পিলগুলির কাজ হলো হর্মোনের কাজকে নিউট্রালাইজ করা। তখন দেখা যায় হার্টের রোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তাছাড়া এর ফলে রক্তের Cholesterol (কোলেসটেরল) বৃদ্ধি পায় এবং এ কারণে হার্টের ট্রাবল দেখা দেয়—এটি হার্ট ট্রাবলের একটি প্রধান কারণ।

আমরা জানি হার্ট হলো দেহের সমস্ত রক্তকে পাম্প করে সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়া এবং অশুদ্ধ রক্তকে গ্রহণ করে ফুসফুসে পাঠিয়ে দেবার যন্ত্র। এটি চারটি কক্ষে বিভক্ত। এই হার্টকে আবার রক্ত সরবরাহ করে ধমনী ও শিরা।

এখন হার্টের নানা রকমের রোগ হয়, তার মধ্যে প্রধান হলো, তিন ধরনের রোগ :

1. জন্মগত বা Congenital হার্টের রোগ।
2. রিউম্যাটিক জ্বর প্রভৃতি কারণে হার্টের রোগ।
3. করোনারী ধমনীর জন্যে হার্টের রোগ।

জন্মগত হার্টের গোলমাল যাদের হয়—তাদের দেহে হার্টের গঠন শুরু হওয়া থেকেই তাদের গোলমাল হয়ে থাকে। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ যখন তিন মাসের থাকে, তখন তাদের হার্টের গঠনের মধ্যে গোলমাল থাকে। এসব শিশু জন্ম নেবার পরও তাদের হার্টের গোলমাল থেকেই যায় এবং হার্টের রোগ চলতে থাকে। প্রথম অবস্থায় এদের রোগ ধরা পড়লে কেবল তখনই চিকিৎসা চলে।

বয়স বেশি বৃদ্ধি পেলে এদের হার্টের রোগ সারার সম্ভাবনা থাকে খুব কম। তাদের হার্টের গঠনের গোলমাল নানা প্রকার হতে পারে। যেমন—

1. হার্টের দুটো সেপটামের মধ্যে ফুটো।
2. পালমোনারী ভাল্ব বা ফুসফুসে রক্ত যাবার ধমনীর মুখের ভাল্বে রক্ত প্রবাহে বাধা বা Obstruction।
3. এয়োর্টা বাম ভেন্ট্রিকল্ থেকে না উঠে দুটি থেকেই আংশিকভাবে ওঠা।
4. এয়োর্টার ভাল্বের গঠন ঠিক না হবার জন্য। রক্তে কিছু অংশ ফিরে আসা বা এয়োর্টিক রিগারজিটেশন।

এসব গোলমালের জন্য ঔষধাদি দিয়ে যদি চিকিৎসা করা যায়—তাহলে রোগ হবার সুযোগ থাকে না। কারণ এসব কেস মেডিক্যাল কেস নয়। এগুলি পুরোপুরি স্যার্জিক্যাল কেস।

জন্মগত রোগের আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রোগ হলো ব্লু বেবি বা নীল শিশু। এদের দেহে বিশুদ্ধ বা অক্সিজেনেটেড্ রক্ত তেমন থাকে না। তাতে কার্বন-ডাই অক্সাইড (Co_2) কিছু থাকে, তার ফলে রক্ত নীলাভ দেখায়।

তাই এদের বলা হয় ব্লু বেবি। এদের হার্টের জন্মগত গোলমাল থাকে। যেমন—ভেনট্রিকল-এর সেপটামে গর্ত অথবা পালমোনারী ভাল্ব বা এয়োর্টিক ভাল্বের রক্ত প্রবাহে Obstruction প্রভৃতি।

রিউম্যাটিক হার্ট হয় রিউম্যাটিক ফিভার থেকে। এই জ্বরে গাঁটে ব্যথা হয়। কিন্তু হার্টের ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। তাছাড়াও এলার্জি, সেপটিক টনসিল প্রভৃতি কারণেও এটি হতে পারে একথা স্বীকার্য। কখনো কখনো মাইট্রাল ভাল্বের গোলমাল হয়—যার ফলে মাইট্রাল স্টেনোসিস হয়। এক্ষেত্রে অপারেশন প্রয়োজন হয় এবং তাতে এ রোগ সারে। রিউম্যাটিক ফিভারও চিকিৎসা করলে সারে এবং তার ফলে হার্টের রোগও কমে আসে।

যদি মাইট্রাল ভাল্বের গোলমাল একাধিক কারণ মিলে হয়, তাহলে তাকে বলে মাইট্রাল ইমপিডেন্স রোগ। এক্ষেত্রেও সার্জারীর দ্বারা মাইট্রাল ভাল্ব পাল্টে

ফেলতে হয়। কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকের বিধানগুলি ঠিকমতো মেনে না চললে অপারেশন ব্যর্থ হতে পারে।

আজকাল ভারতে বিদেশ থেকে কৃত্রিম ভাল্‌ব আনা হয় এবং এদেশের সার্জনরা অপারেশন করে কৃত্রিম ভাল্‌ব যুক্ত করতে পারেন। ভারতে এই ধরনের যন্ত্র বের করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। একে বলে Demand Pace Maker।

করোনারী ধমনীর জন্য হার্টের রোগ পঞ্চাশ বছর পার হবার পর এটি সাধারণ রোগ। কিন্তু আজকাল অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তার অনেক আগেও এই রোগ আক্রমণ করতে পারে। এমন কি কুড়ি-বাইশ বছর বয়সেও আক্রমণ করার ইতিহাস পাওয়া যায়। এই রোগে রক্তে একটি জমাট বাঁধায় প্রবণতা দেখা যায়। তার ফলে হার্টের পেশীতে রক্ত সরবরাহ করে যে করোনারী ধমনী ও শিরা তাতে রক্ত জমাট বেঁধে যায় ও তার ফলে বাধার সৃষ্টি হয়।

তখন রক্ত সরবরাহ ও পুষ্টির অভাবে হার্টের পেশীগুলি হয় দুর্বল বা মৃত। তাদের ক্ষমতা কমে যায় –কিছু কিছু পেশীর টিসু দুর্বল বা মৃত হয়। তাদের ক্ষমতাও কমে যায়। হার্টের পেশীগুলি All or None Law মেনে চলে। তাই কতকগুলি বেশি টিসু মৃত হলে সব টিসুর ক্রিয়াই বন্ধ হয়ে হার্টকে বন্ধ করে দেয় বা হার্ট ফেলিওর হয়ে থাকে।

হার্টের বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, নানা কারণে এই রোগ শুরু হতে পারে। যেমন—

1. দ্রুত জীবনযাত্রার প্রবাহ।
2. সর্বদা নানা প্রকার দুর্ভাবনা ও উত্তেজনার মাঝ দিয়ে কাটানো।
3. খাদ্যের গোলমাল ও তাতে বেশি চর্বি থাকা—যা ঠিক মতো বায়িত হয় না।
4. শরীর মোটা হওয়া।
5. ব্যায়ামের অভাব।
6. অতিরিক্ত শারীরিক চাপ বা মানসিক অবদমন।
7. ডায়াবেটিস্ রোগে ভোগা।
8 রক্তের উচ্চচাপ ও ভ্যাসো কন্‌স্ট্রিকশন (Vaso Constriction)।

এতে হঠাৎ বুকের মাঝামাঝি স্থানে প্রচণ্ড ব্যথা ও দমবন্ধ হবার ভাব দেখা যায়। ব্যথা হয় বেশির ভাগ বাঁ দিকে, কখনো কখনো মাঝে বা ডান দিকে। এই থেকে ব্যথা বাঁ কাঁধ, বাঁ হাত বা বাহুতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় চোয়ালে বা পিঠে ব্যথা দেখা যায়।

বেশি কাজ করলে ব্যথা বৃদ্ধি পায়। বিশ্রাম নিলে ব্যথা কমে আসতে থাকে। কিন্তু যদি আধ ঘণ্টার বেশি ব্যথা থেকেই যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ঘাম হয় এবং শরীর ঠাণ্ডা হয় বা Collapse-এর ভাব আসে তাহলে বুঝতে হবে যে, নিশ্চয়ই লোকটির কঠিন হার্টের আক্রমণ হয়েছে। দমবন্ধ হওয়া, মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, অতিরিক্ত অস্থিরতা, জ্ঞানলোপ প্রভৃতি ভাবও বুকের এই ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

বর্তমানের চিকিৎসার পদ্ধতি অনুযায়ী রোগীকে ভাল স্পেশালিস্ট চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করালে রোগ অনায়াসে আরোগ্য হবার আশা থাকে। চিকিৎসকেরা সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম করেন এবং তাতে রোগ ধরা পড়লে ভাল চিকিৎসা শুরু করেন।

চিকিৎসকের বিধান পূর্ণ না মেনে চললে কিন্তু বিপদ হয়। কারণ সাধারণ চিকিৎসক প্রথম অবস্থায় এই ব্যথাকে পেটের বা পাকস্থলির ব্যথা বলে ভুল করতে পারেন। তাই এইরকম ব্যথা হলেই সঙ্গে সঙ্গে হার্ট স্পেশালিস্ট বা কার্ডিওলজিস্টের দ্বারা চিকিৎসা করানো উচিত। সময় মত চিকিৎসা না হলে তার ফলে বিপদ বেশী হতে পারে।

আর এক ধরনের রোগ হলো উচ্চ রক্ত চাপ বা হাই ব্লাডপ্রেসার। এটি অনেক সময় বংশগত রোগ—তবে তা ছাড়াও এ রোগ হতে পারে। অতিরিক্ত চর্বি জাতীয় খাদ্য খাওয়া, ব্যায়াম না করা, অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা, নেফ্রাইটিস, প্রভৃতি, ও হৃদযন্ত্রের রোগ থেকে এ রোগ হবার প্রবণতা দেখা যায়। ডায়াবেটিস রোগীদের এটি হতে পারে।

এটি প্রায়ই বন্ধ করা যায় লবণ খাওয়া বন্ধ করে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে মানসিক বিশ্রাম, সামান্য সিডেটিভ বা প্রেসার কমাবার ঔষধ দিলে এবং পায়খানা পরিষ্কার রাখলে।

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে এসব রোগীকে নিয়মিত হালকা জোলাপ দিতে হবে। খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঠিকমতো মেনে চলতে হবে। চিকিৎসকেরা বলেন এসব না মানলে এ থেকে হার্টের অন্য রোগ, মাথার সেরিব্রাল স্ট্রোক প্রভৃতি রোগ হতে পারে। অনেক সময় এ থেকে দেহের আংশিক পক্ষাঘাত বা প্যারালিসিস বা শেষ পর্যন্ত তা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

করোনারী ধমনীর জন্য হার্ট আক্রান্ত হলে তার প্রধান লক্ষণ হলো দমবন্ধ ভাব। আর প্রেসার বেশি হবার জন্য সেরিব্র্যাল স্ট্রোক হলে তার প্রধান লক্ষণ হলো মাথাধরা, মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণগুলি।

অনেক সময় আবার কিছু না ঘটে, হঠাৎ রোগী মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে যায় অথবা তাদের দেহের আংশিক পক্ষাঘাত হয়। অনেক সময় আবার নাক দিয়ে রক্ত পড়ে, তা শুভ চিহ্ন—কারণ তাতে ব্রেনের কাজ কমে এবং রোগী কিছু রক্তপাত হবার পর সুস্থবোধ করে।

এইসব রোগীকে অক্সিজেন দিতে হবে, তাদের গলা ও শ্বাসনালী পরিষ্কার রাখা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাতে হবে। অনেক সময় এইসব রোগীর ব্রেনের চাপ কমাতে চেষ্টা করার জন্য লাম্বার পাংচার করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা হচ্ছে।

চিকিৎসকের মতে হার্টের রোগীদের ধূমপান নিষেধ। তার কারণ হলো ধূমপানের ফলে নিকোটিন দেহে কাজ করে। এই নিকোটিন রক্তনালীকে সংকুচিত (Constrict) করে—যা হার্টের করোনারী বা উচ্চ ব্লাড প্রেসার সব রোগীর পক্ষেই ক্ষতিকর।

তাছাড়া ধূমপানে রক্তের কোলেস্টেরল বেড়ে যায় এবং তার ফলে কখনো করোনারী ধমনীর স্প্যাজম বা তীব্র সংকোচন ঘটে থাকে।

যাদের প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর বুকে ব্যথা হয় এবং বিশ্রাম নিলে তা সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়, তাদের বলা হয় Angina pectoris রোগ। তাদের কখনও খুব বেশি শ্রম করা উচিত নয়। ব্যথা বেশি হলে জিহ্বার তলে একটি Trinitrite ট্যাবলেট রাখলে কমে যায়।

আর এক ধরনের কঠিন রোগ হল স্ট্রোক—অ্যাডাম সিণ্ড্রোম। তাতে হঠাৎ হার্টের কাজ বন্ধ হয়ে যায় ও হার্টফেল করে। এর মূলে কিন্তু থাকে করোনারী ধমনীর রোগ। এর ফলে হার্টের পেশীর সরবরাহকারী স্নায়ু অবেজো হয়ে যায় এবং তার ফলে হার্ট বন্ধ হয়ে যায় বা হার্টের Failure ঘটে।

এই রোগে বা হঠাৎ হার্ট যে কোন কারণে ফেল করলে, সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম হার্ট বা ডিম্যাণ্ড পেস মেকার (Demand Pace Maker) বসিয়ে আজকাল বিশেষজ্ঞরা চিকিৎসা করেন। সার্জিক্যাল অপারেশন করে এটি বসানো হয়। যতক্ষণ হার্ট নিজের ক্ষমতায় কাজ করে ততক্ষণ এটি কাজ করে না—আবার যখন তা হয় না তখন এটি কাজ করে হার্টের পরিবর্তে এবং রোগী ঠিক মতো জীবিত থাকে। এর ফলে অনেক মূল্যবান জীবন রক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু এই যন্ত্রটি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাজ করে—তারপর অর্থাৎ কয়েক বছর পর পাল্টে ফেলতে হয়। তবে আজীবন কর্মক্ষম Pace Maker তৈরীর চেষ্টা বিদেশে বিশেষজ্ঞরা করে চলেছেন। এই কৃত্রিম হার্টের ফলে অনেক মূল্যবান জীবন রক্ষা পাচ্ছে।

বর্তমান সমীক্ষা অনুযায়ী হার্টের রোগীদের মধ্যে শতকরা 50টি হলো করোনারী রোগ, 12টি হাইপ্রেসার, 15টি রিউম্যাটিক হার্টের রোগ, 10টি ফুসফুসজনিত হার্টের রোগ, 3টি জন্মগত রোগী এবং 10 অন্যান্য হার্টের রোগী।

হার্ট আক্রান্ত যাতে না হয়, এজন্য বিশেষজ্ঞরা যে সব সতর্কবাণী করেছেন, তা অবশ্য মেনে চলা কর্তব্য—

1. ধূমপান যথাসম্ভব না করা।
2. অতিরিক্ত উত্তেজনা বা মানসিক উত্তেজনা এড়িয়ে যাওয়া।
3. অতিরিক্ত দৈহিক শ্রম বর্জন করা।
4. যে সব খাদ্যে প্রচুর অকেজো চর্বি থাকে সেগুলি বর্জন করা। যেমন—পশুর চর্বি বা মাংসের চর্বি, ভেজিটেবল তেল বা ডালডা, কাঁচা মাখন যাতে প্রায়ই ভেজাল থাকে, প্রভৃতি। এসব অকেজো চর্বি দেহে সঞ্চিত হয়ে থাকে ও তা হার্টে সঞ্চিত হয়ে তাকে অকেজো করে তুলতে পারে। হার্টের কার্যকরী ক্ষমতা এবং কোলেস্টেরলের পরিমাণ রক্তে বাড়িয়ে দেয়।
5. নিয়মিত হাল্কা ব্যায়ামের অভ্যাস রাখা খুব ভাল, যেমন—হাঁটা, চলা

সামান্য ওঠানামা করা প্রভৃতি। তবে বেশি বয়সে কষ্টসাধ্য ব্যায়াম করা উচিত নয়—তাতে ক্ষতি হতে পারে।

হার্টের বিভিন্ন প্রধান কোষগুলি সম্পর্কে এবং রক্তবাহী নালীগুলির রোগ সম্পর্কে এবারে আলোচনা করা হচ্ছে।

হৃদশূল (Angina Pectoris)

কারণ —এটি একটি যন্ত্রণাদায়ক রোগ। সব সময় রোগের লক্ষণ থাকে না। যখন এরা কাজকর্ম বেশী করে এবং দেহ খুব শ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন রোগ বৃদ্ধি হয়। হৃদপিণ্ডে ভীষণ ব্যথা হয় এবং বাঁ কাঁধে, বাঁ বাহুতে এমন কি বাঁ দিকের নাকের ডগা পর্যন্ত রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এই আক্রমণ ও ব্যথা আধ মিনিট স্থায়ী হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে কমে যায়।

কাজকর্ম করলে হার্টের রোগ যখন বেড়ে যায় তখনই এই ব্যথা হতে পারে। অনেক সময় প্রাচীন রোগীদের ক্রোধ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি কারণে বা মানসিক যে কোনও উত্তেজনার জন্য প্রেসার বৃদ্ধি পেলে এই রোগ হতে পারে। অনিয়ম, শ্রম, বেশি মানসিক উত্তেজনা প্রভৃতি গৌণ কারণ।

লক্ষণ —1 বুকের বাঁ দিকে হঠাৎ প্রচণ্ড ব্যথা হয়। কখন যে ব্যথা হয় তা জানা যায় না। তবে সুস্থ শরীরে বিশ্রাম নেবার সময় বা শুয়ে থাকার সময় ব্যথা প্রায়ই হয় না। এটি হয় কাজের সময় বা বেশি শ্রমে।

2. বুকের বাঁ দিক থেকে বাঁ কাধ, বাঁ পিঠ, বাঁ বাহুতে প্রায়ই ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে এটিকে পাকস্থলির ব্যথা বলে ভুল করে—কিন্তু পরে প্রকৃত কারণ বোঝা যায়।

3 ব্যথা শুরু হলে রোগী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়।

4. অনেক সময় বাঁ দিকের মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব, ভীষণ অসহ্য ভাব বা অস্থিরতা প্রভৃতি দেখা দেয় ব্যথা হবার সময়।

5 অনেক সময় করোনারী আর্টারীর সাময়িক কর্মহীনতার জন্য এটি হয়। তবে সেটা উপযুক্ত চিকিৎসক নির্ধারণ করেন।

6 অনেক সময় রোগী প্রচণ্ড ব্যথায় ভীষণভাবে ছটফট করতে থাকে।

জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময় এ থেকে ব্যথা বৃদ্ধি পায় এবং তা থেকে করোনারী আর্টারীর জন্য স্ট্রোক প্রভৃতি হতে পারে। অনেক সময় রোগ বৃদ্ধির ফলে এইভাবে হার্ট স্ট্রোক বা থ্রম্বোসিসে রোগী মারা যায়।

2. অনেক সময় হার্টের গতি উল্টোপাল্টা হয়ে যেতে পারে এবং তার জন্য নানা জটিল অবস্থা হতে দেখা যায়।

3. রোগ পুরানো হলে রোগী খুব কষ্ট পায় ব্যথার জন্য ও তখন দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরে তা থেকে আরও নানা লক্ষণ দেখা যায় ও জীবন সংশয় হয়।

চিকিৎসা

পীড়িত অবস্থায়—আর্স, ডিজিট্যালিস, অরাম।

ক্ষীণ ও ভীষণ গতি বিশিষ্ট নাড়ী, দুর্বলতা, তার সঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও মৃত্যুভয়—মুখমণ্ডল মলিন, চোখ বড় বড় হলে—আর্সেনিক ৬, ৩০।

রক্ত প্রধান লোকদের তরুণ হৃদশূলে শ্বাসরোধ হবার উপক্রম অবস্থা হলে—অ্যাকোনাইট ৩, ৩০।

বুক ধড়ফড়ানি, (গলার মধ্যে বেশি অনুভূতি) নাড়ী পূর্ণ, রাত্রিতে অনিদ্রা ও অস্থিরতা প্রভৃতি হলে—বেলেডোনা ৩।

হৃদপিণ্ডের দুর্বলতার সঙ্গে পাকাশয়িক গোলমালে—আর্স-আয়োড ৩x সকাল বিকাল খাওয়ার পর দুই গ্রেণ করে (বিনা জল) খেতে হবে।

অধিক পরিমাণে বারবার হৃদ-স্পন্দন, মূর্চ্ছাবেশ, অতিশয় ব্যাকুলতা ও নাড়ী ক্ষীণ লক্ষণে—অ্যাসিড হাইড্রো ৩।

হৃদপিণ্ডের আক্ষেপ মনে হয় যেন কেউ সাঁড়াশি দ্বারা হৃদপিণ্ড চেপে ধরে আছে লক্ষণে—ক্যাক্টাস ১x।

পাকস্থলীর ক্রিয়া বৈষম্যর জন্য হৃদশূলে—নাক্সভমিকা ৩x, ৩০। অত্যধিক দুর্বলতা, দ্রুত নাড়ী, হৃদস্পন্দন ও শ্বাসকষ্ট লক্ষণে—ক্র্যাটিগাস θ (৫ থেকে ১০ ফোঁটা মাত্রায়) ব্যবস্থা। নাড়ী অনিয়মিত, মৃদু, কম্পনশীল, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে আসে এইরকম লক্ষণে ডিজিটেলিস ৩০।

পাঁচ গ্রেণ মাত্রায় ম্যাগ ফস ৩x গরম জলের সঙ্গে খেলে আশানুযায়ী ফল পাবেন।

ডিজিটেলিস, গ্লোনইন, ল্যাকেসিস, স্পাইজি, ট্যাবেকাম প্রভৃতি ঔষধও লক্ষণানুসারে আবশ্যক হতে পারে।

এছাড়াও বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে। লক্ষণ বিচার করে এইসব ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

গ্রন্থের শেষে হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দেখে প্রয়োজন মত ঐ সব ঔষধ দিতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. মাঝে মাঝে জলসহ ব্র্যাণ্ডি খেলে তাতে উপকার হয়।
2. হৃদপিণ্ডে গরম পুলটিস দিলে সাময়িক উপকার হয়।

3. বুকে Belladonna Liniment বা Belladonna Plaster প্রয়োগে সাময়িক উপকার হয়।

4. হাতে পায়ে গরম সেঁক উপকারী।

5. লঘু পুষ্টিকর খাদ্য—দুধ, ছানা, মাছ, ফল এবং শাকশব্জী, পটল, সজনের ডাঁটা, বেগুন, উচ্ছে উপকারী। বিভিন্ন মিষ্টি ফল খাওয়া ভাল।

6. গুরুপাক খাদ্যদ্রব্য ও মশলাদি খাওয়া নিষেধ।

7. কঠিন পরিশ্রম প্রভৃতি বর্জনীয়।

করোনারী ও সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস

(Coronary and Cerebral Thrombosis)

কারণ—থ্রম্বোসিস কথাটার অর্থ হলো রক্ত জমাট বাঁধা। হৃদপিণ্ডের ধমনীর রক্ত জমাট হওয়া হলো করোনারী থ্রম্বোসিস। মস্তিষ্কের সরু সরু শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার নাম হলো সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস্। দুটি রোগই হলো মারাত্মক। রক্তের যে গুণের জন্যে তা শিরা বা জালিকার মধ্যে জমাট বাঁধে না, তার অভাব হলেই এই রোগ হয়। তাছাড়া রক্তের গতিবেগ কম হলেও এরূপ হয়ে থাকে।

হার্টের করোনারী শিরা বা ধমনীর মধ্যে চর্বি জমে অথবা এইসব শিরা বা ধমনীর স্নায়ুর কাজের অভাবে দুর্বলতা বা কর্মহীনতা।

তাছাড়া রক্তের মধ্যেকার কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে গেলেও অনেক সময় এই ধরনের অবস্থা আসতে পারে। রক্তের পরিমাণ বেড়ে গেলেও অনেক সময় এই ধরনের অবস্থা হয়। আবার শিরা ও ধমনীর Vaso Constriction বা সংকোচন বেড়ে গেলেও তার ফলে রক্তচলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন—প্রেসার বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস রোগ প্রভৃতি।

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস রোগ প্রায়ই হয় হাই প্রেসার বা উচ্চ রক্তচাপের ফলে। এর কারণ হলো প্রধানতঃ দুটি—

1. রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হাইপ্রেসার।

2 রক্তবাহী নালীর সংকোচন বা Vaso-Constriction। এই দুটি কারণে প্রধানতঃ সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস হয়ে থাকে। আবার রক্তচাপ কম হলে ব্রেনের মধ্যে ঠিক মতো রক্ত পৌঁছায় না। তার ফলে হয় Cerebral Anaemia রোগ।

লক্ষণ- মারাত্মক লক্ষণ হিসাবে দুটি রোগই প্রায় সমান ভয়াবহ বলা চলে। সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস রোগে অবশ্য রোগীর জ্ঞান থাকে না। কাজেই কষ্ট তাদের সহ্য করতে হয় না। করোনারী থ্রম্বোসিসের রোগীর প্রথম দিকে জ্ঞান থাকে। পরে অজ্ঞান হতে পারে। তাই প্রথম অবস্থায় বুকের ব্যাথায় কিছু কষ্ট সহ্য করতে হবে।

প্রথম দু একবার আক্রমণ অনেক সময় মৃদু হয়। তখন রোগীর প্রায়ই বেঁচে যাবার সম্ভাবনা থাকে

অনেক সময় তা নাও হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী আক্রমণ আবার হলে রোগীর বাঁচা কন্টকর হয়।

থ্রম্বোসিসের কয়েকটি লক্ষণ হলো—

1. সাধারণতঃ প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বয়সে এটি হতে দেখা যায়। তবে মধ্য বয়সেও তা হয়।

2 হাই-ব্লাডপ্রেসার দুটি রোগেরই মূলে থাকে। তবে তা সেরিব্রাল কেসে থাকবেই।

3. করোনারীতে অতর্কিতে তীব্রভাবে বুকের যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়।

4. বুক ভার হয়, মুখ নীলাভ হয়, রোগীর জীবন সংকটপূর্ণ হয়। অনেক সময় বুকে পাষাণ ভার অনুভূত হয়ে থাকে।

5. ঘাম, প্রবল শ্বাসকষ্ট, হাত-পা ঠাণ্ডা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

6. প্রবল তৃষ্ণা, মাথাঘোরা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

7. করোনারীতে অজ্ঞান হয় বিলম্বে, সেরিব্রালে তা হয় আকস্মিকভাবে। সেরিব্রালে মাথাঘোরা ও মাথাঘুরে হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া প্রধান লক্ষণ। অনেক সময় আগে থেকে মাথার যন্ত্রণা, কাঁধে বা ঘাড়ে যন্ত্রণা থাকা এ রোগে স্বাভাবিক।

8. করোনারীতে প্রচুর বমি হয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেরিব্রালে তা হয় না।

9. সেরিব্রালে পক্ষাঘাত দেখা দেয়—করোনারীতে তা দেখা দেয় না।

10. সেরিব্রালে রোগীর জ্ঞান ফিরলে বাঁচার সুযোগ থাকে—করোনারীতে তা সব সময় বলা যায় না।

চিকিৎসা

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে—ল্যাকেসিস, বলথ্রপস-ল্যান্সিওলেটাস (Balthrops lanceolatus) প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

করোনারী থ্রম্বোসিসে—ক্যাক্টাস-গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাস (Cactus Grandi Florus), ল্যাট্রোডেক্টাস ম্যাক্টান্স (Latrodectus Mactans) ল্যাকেসিস, ওপিয়াম এইসব ঔষধ প্রযোজ্য।

ক্যাল্কে আর্স ৬x কিচূর্ণও এই রোগের একটি প্রধান ঔষধ। এপিস ৩, ক্যালি-মিউর ৩, প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হয়।

সেরিব্রাল থ্রম্বোসিসে বাইয়োকেমিক ক্যালি ফস্ ৩x, ৬x, ১২x, ৩০x একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হৃদয়ের রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো ক্র্যাটিগাস্ (Cratœgus) মাদার। সব

ধরনের হার্টের রোগ, হৃদ শূলে, কার্ডিয়াক্ থ্রম্বোসিসের প্রথম অবস্থা থেকে যে কোন অবস্থায় এটি একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতায় আর্স আয়োড ৩x একটি বিশেষ উপকারী ঔষধ। ক্যাল্কেরিয়া ফস ২x বা ৩x বা কেলি আয়োড মাদার মাঝে মাঝে ভাল ফল দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. লঘু পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম প্রয়োজন।
2. রোগীকে অযথা বিরক্ত করা উচিত নয়।
3. সব সময় শুশ্রূষা অতি আবশ্যক।
4. প্রস্রাব ঠিকমতো না হলে, প্রয়োজনে ক্যাথিটারের সাহায্যে প্রস্রাব করানো আবশ্যক।

আকস্মিক লেফ্ট ভেন্ট্রিকুলার ফেলিওর
(Acute Left Ventricular Failure)

কারণ—এই রোগ কঠিন রোগ। এতে হঠাৎ হার্টের বাম নিলয় বা Left Ventricle কর্মহীনতা প্রকাশ করে। হার্টের বাম নিলয়ই রক্তকে পাম্প করে সারা দেহে পাঠিয়ে দেয়। সাধারণতঃ একটু বেশি বয়সে এই রোগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। এটি খুব কঠিন রোগ।

রক্তে Cholesterol বৃদ্ধির জন্য এটি হতে পারে। হার্টের স্নায়ুর দুর্বলতার জন্যও এটি হতে পারে।

হার্টের টিস্যুর দুর্বলতা প্রভৃতির জন্য এটি হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রথম অবস্থায় যখন হার্টের দুর্বলতা প্রকাশ পায়—তখন কার্ডিওগ্রাফি করলেই রোগ ধরা পড়ে।

অনেক সময় দীর্ঘ সময় ধরে অ্যানাস্থেসিয়া চললে, তার জন্য রোগীর বাঁ দিকের নিলয়ের Failure দেখা দেওয়া সম্ভব। আবার অনেক সময় Angina রোগ পুরানো হলেও পরে এটি হবার সম্ভাবনা থাকে। অনেক সময় Cardiac Asthma থেকে হঠাৎ এভাবে হার্ট ফেল করে।

কার্ডিয়াক এ্যাজমা সম্পর্কে হাঁপানি পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। হার্টের দুর্বলতার জন্যেও ফুসফুসে বেশি রস জমে ও তার ফলে হাঁপানি দেখা দেয়। পরে তা থেকে হার্টের পেশী দুর্বল হয়ে Acute Left Ventricular Failure দেখা দিয়ে থাকে।

চিকিৎসা

ক্র্যাটিগাস θ —এই রোগে এই ঔষধ সব থেকে উপকারী ও উৎকৃষ্ট।

এটি প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করে দুই-তিন বার খেলে উপকার হয়। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি বা নিস্পন্দভাবে। শ্বাসকষ্ট, নাড়ীর অনিয়মিত গতি, আঙ্গুলের শিথিলতা রক্তহীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। এটার দ্বারা কাজ না হলে আইবেরিস θ প্রতি মাত্রায় ২/৩ বার ২/৩ ফোঁটা প্রতিদিন তিন বার খেলে উপকার হবে। বিশেষতঃ সামান্য পরিশ্রমে প্রত্যহ তিনবার খাওয়ানো উচিত। হাসলে কাঁদলে যদি প্রবল স্পন্দন হয় কিংবা যকৃতের দোষ থাকে, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত লাল এবং যন্ত্র, হস্তপদের অবসন্নতা ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস সামান্য উত্তেজনাতেই হৃদকম্প—মনে হয় যেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া লোপ পাওয়ার মত প্রভৃতি লক্ষণে অ্যাকোনাইট ৬। হৃৎপিণ্ডে বেদনার জন্য বক্ষস্থলে ব্যথা, মুখমণ্ডল আরক্ত ও শিরঃ পীড়া লক্ষণে— বেলেডোনা ৩, ৩০।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া কখনো দ্রুত কখনো বা ধীর, নড়লে বা শুলে মনে হয় যেন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কিছু বিলোপ ঘটবে— এইসব লক্ষণে, ডিজিটেলিস ৩, ৩০।

অলিন্দের ফিব্রিলেশন ও ফ্লাটার

(Atrial Fibrilation and Flutter)

কারণ—এটি কঠিন রোগ। এতে হার্টের অলিন্দ বা Atrium-টি দপ্ দপ্ করতে পারে বা কম্পমান হতে থাকে। স্টেথিসকোপ দিয়ে Auscultation-এ রোগ ধরা পড়ে। হার্টের রোগ বেড়ে যায়, তবে তার অলিন্দ দুর্বল হয়ে পড়ে। স্টেথিসকোপ দিয়ে শুনলে পট্ পট্ দপ্ দপ্ শব্দ আসে জোরে জোরে ও অলিন্দের দেওয়ালের পেশীগুলি যেন কাঁপতে থাকে। নানা অজানা কারণে হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার জন্য এটি হয়।

লক্ষণ—1. হার্টের দুর্বলতা ও রোগীর হার্ট বেশি দপ্ দপ্ করতে থাকে।

2 হার্টের পেশী দুর্বল হয়।

3. হার্টের গতি বেড়ে যায়, তবে তার শক্তি কমে যায়।

4. অনেক সময় কার্ডিয়াক এ্যাজমা থেকেও এই রোগ হতে পারে।

5. কখনো বা পুরানো হার্টের রোগে ভুগে ভুগে এই রোগ জন্ম নেয়। তার জন্য আলোচনা করা হচ্ছে।

চিকিৎসা

অরাম—হৃদস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডে ও বক্ষগহ্বরেও দ্রুত শোণিত সঞ্চালন, উৎকণ্ঠা, ক্ষীণ বা দ্রুতনাড়ী।

আর্ণিকা—অত্যধিক পরিশ্রম (যথা দৌড়ঝাঁপ, দড়িটানা প্রভৃতি) লক্ষণে।

অ্যাকোনাইট—মৃদু প্রকৃতির হৃদরোগ (বিশেষতঃ বাহুর অসাড়তা সহ মূর্চ্ছা) হাতের আঙ্গুলের ব্যথা (ঝন ঝন করে)।

অ্যাসিড অক্স্যালিক—হৃৎপিণ্ডের ব্যথা (সূচের মতো বেদনা), অসাড়তা।

অ্যাসাফিটিডা—হৃৎপিণ্ডে চাপ বোধ, উদ্গার উঠলে বেদনার হ্রাস।

অ্যাসিড ফস—হস্তমৈথুন জনিত হৃদকম্পন।

কেলি কার্ব—ক্ষীণ অনিয়মিত বা বিরামশীল হৃদকম্পন, বুক থেকে কাঁধ পর্যন্ত সূঁচের মতো ব্যথা।

ক্যানাবিস ইন্ডিকা—হৃৎপিণ্ড থেকে ফোঁটা ফোঁটা কি যেন পড়ছে, এই রকম অনুভব হবে।

ক্যাক্টাস—হৃৎপিণ্ডের সংরোধ (একটি লোহার বেড়ী হৃৎপিণ্ডকে যেন দৃঢ়ভাবে নিষ্পিষ্ট করছে বা ওর স্বাভাবিক গতি রোধ করছে) এইরকম অনুভূতি।

পুষ্টির অভাবে হার্ট বন্ধ হওয়া
(Congestive Heart Failure)

কারণ—এটিও একটি কঠিন রোগ। হার্টের পুষ্টির অভাব, এনিমিয়া রোগ প্রভৃতি নানা কারণে এই রোগ হতে পারে। অনেক সময় যাদের হার্ট দুর্বল তারা উত্তেজিত হলে বা ভিড়ের মধ্যে গেলে তাদের এই অবস্থা হতে দেখা যায়।

লক্ষণ—1. বুকে ব্যথা ও কষ্ট মাঝে মাঝে হয়।

2. কখনো হঠাৎ ছোটখাট অসুখ হয়, তাতেই রোগী খুব অসুস্থ ও দুর্বল মনে করে।

3. হার্টের গতি হয় দ্রুত (Rate বেশি) তবে হার্ট-এর স্পন্দন করার ক্ষমতা কমে যায়।

4. হার্টের পেশীর Tonicity কমে যায়—ফলে হার্টের Tone কমে যায়।

5. কখনো ব্যথা হয় হার্ট ফেল করার মত, কখনো তা না হলেও হার্ট ফেল করে।

চিকিৎসা

ক্র্যাটিগাস θ—এই রোগের একটি ভাল ঔষধ। প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা করে খাওয়া ভাল। বিশেষতঃ হৃৎপিণ্ডের দ্রুতগতি বা হৃদস্পন্দন ভাব।

শ্বাস-কষ্ট, নাড়ীর অনিয়মিত গতি, অঙ্গুলের, শিথিলতা, রক্তহীনতা, মানসিক বিষণ্ণতা প্রভৃতি লক্ষণে—এই ঔষধটি বিশেষ উপকারী।

মনে হয় হৃৎপিণ্ড যেন নড়ছে বা চাপ দিচ্ছে বা চেপে ধরে আছে। হৃৎপিণ্ড যেন প্রবল বেগে লাফাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড সব সময় ধক ধক করে নড়তে থাকে। বাঁদিকে শুলে,

বিচরণে, রাত্রির বেলা ঋতুর সময় অথবা সামান্য পরিশ্রমে বাড়ে, পেট ডাকার পর হৃদস্পন্দন আরম্ভ হলে—অনেক পুরানো রোগে রোগীর মৃত্যু ভয়ে বিষণ্ণভাব, সহজেই ভয় পাওয়া লক্ষণে—ক্যাক্টাস ৩x। হৃদকম্পে, রোগীর ঘুম ভেঙ্গে যায়, তীব্র যন্ত্রণা ও ধীর গতি সম্পন্ন নাড়ী লক্ষণে—ক্যানাবিস ইন্ডিকা ৩। সময় সময় শ্বাসবোধ হয়ে মূর্চ্ছাবেশ, ক্ষীণ ও দুর্বল নাড়ী, বাঁ পাশে সূচ ফোটানোর মতো ব্যথা, বার বার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ, হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া পরিবর্তনশীল (কখনও দ্রুত কখনও বা মৃদু) প্রভৃতি লক্ষণে—ল্যাকেসিস ৩০।

বেশি আনন্দের পর হৃদকম্পনে—কফিয়া ৩০। ভয় জনিত হৃদকম্পনে—ওপিয়াম। অজীর্ণতা জনিত হৃদকম্পনে—নাক্স-ভম ৩। পুরুষের পক্ষে) (স্ত্রীর পক্ষে) পালসেটিলা—৬।

প্যারক্সিজন্যাল টেকিকারডিয়া
(Paroxysmal Tachycardia)

কারণ—নাম জানা বা অজানা কারণে এটি হয়। কখনো বা হার্টের দুর্বলতা, কখনো স্নায়ুর দুর্বলতা, কখনো পেশীর দুর্বলতা, কখনো ভাল্বের দুর্বলতা দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ—1 হার্টের গতি Irregular হয়। কখনো বেশি জোরে কখনো বা কম জোরে চলে।

তবে সব মিলিয়ে হার্টের Rate স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়—অর্থাৎ 72-এর বেশি (প্রতি মিনিটে) হয়।

চিকিৎসা

হৃৎপিন্ডের দ্রুতগতি ভাব থাকলে এবং তার সঙ্গে নাড়ি অনিয়মিত হলে ক্র্যাটিগাস মাদার পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ রোজ তিন-চার বার দিতে হবে।

এটি ব্যর্থ হলে এবং হাত পা অবসন্ন হলে দিতে হবে স্ট্রোফ্যান্থাস ৬, ৩০।

নড়লে বা শুলে মনে হয় হার্ট বন্ধ হতে পারে, মানসিক উত্তেজনা প্রসূত হলে ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬, ৩০। বুক ধড়ফড় করা থাকলে ক্যাক্টাস ৩x। পুরুষদের নাক্স ৬, ৩০ ও মেয়েদের পালসেটিলা ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

ব্রেডিকারডিয়া (Badycardia)

কারণ—নানা ধরনের কারণে এটি হতে পারে। এটি সাধারণতঃ হার্টের দুর্বলতা, হার্টের স্নায়ু, পেশী প্রভৃতির দুর্বলতা বা হার্টের পেশীতে রক্ত চলাচলের অভাব

(করোনারী প্রভৃতি) ইত্যাদি নানা কারণে এটি হতে পারে। অনেক সময় Digitalis জাতীয় ঔষধ বেশি খেলে হয়।

লক্ষণ—হার্টের Rate Irregular হয়, কখনো কম, কখনো বেশি হয়—তার সঙ্গে সঙ্গে তার মোট Rate কমে যায়। হার্টের Rate 66-65 হয়ে যায় এবং Irregular ভাবে চলতে থাকে।

তার সঙ্গে দুর্বলতা, মাথাঘোরা, চোখ-মুখ ফ্যাকাশে, কপালে ঠাণ্ডা ঘাম প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

চিকিৎসা

সব অবস্থায় এই রোগে হার্টকে কর্মক্ষম করার জন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ রোজ তিন বার করে।

হৃদকম্প, ধীর নাড়ি লক্ষণে খুব ভাল কাজ দেয় ওপিয়াম বা ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা ৩, ৬ বা ৩০।

ধীর অনিয়মিত নাড়ি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩, ৬ বা ৩০।

স্নায়বিক দুর্বলতা ও বার বার মূত্রত্যাগ লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৬, ৩০।

বয়স্কদের দুর্বলতা হেতু হৃদস্পন্দন বা হৃদকম্পন থাকলে অরাম মেট ৩x—৩০।

হৃদয়ে ব্যথা থাকলে, স্পাইজেলিয়া ৩, ৬।

বাত ও ধূমপান হেতু অসুস্থতায় ক্যাল্মিয়া ল্যাটি ৩। বায়োকেমিক ক্যাল্কেরিয়া ফস্ ১২x ভাল ঔষধ।

সন্ন্যাস রোগ (Apoplexy)

কারণ মস্তিষ্কের কোনও বিশেষ স্থানের রক্তবাহী নালীর রোগের ফলে ঐ স্থানের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার বৈষম্য হয় ও সেটাই হলো সন্ন্যাস রোগের উৎপত্তির কারণ। তবে একই কারণে মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বৈষম্য হয় না। এর কারণ হলো প্রধানতঃ তিনটি—

1. মস্তিষ্কের কোনও একটি স্থানের একটি রক্তবাহী নালীর সূক্ষ্ম ধমনী বা শিরা (Capillary) ছিন্ন হয়ে রক্তক্ষরণ হয় (Cerebral Haemorrhage)। যাদের ব্লাড প্রেসার বেশি তাদের এরকম হয়।

2 কোনও একটি সূক্ষ্ম শিরা বা ধমনীর ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে রক্ত সঞ্চালন রোধ হয়। (Cerebral Thrombosis)।

3. রক্তের মধ্যে প্রবহমান কোন জমাট রক্তের টুকরো বা শরীরের কোনও রোগগ্রস্থ তন্তু, রক্ত প্রবাহের দ্বারা ব্রেনে যায়, সেখানে সূক্ষ্ম শিরা বা ধমনীতে গিয়ে রক্ত নালীকে অবরুদ্ধ করে (Cerebral Embolism)। হৃৎপিণ্ডের রোগ থেকে এরকম হতে দেখা যায়।

লক্ষণ —কখনো ধীরে ধীরে, কখনো হঠাৎ লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগী হঠাৎ পড়ে যায় ও তার ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও সঞ্চালন শক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক লোপ পায়। কিন্তু রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস বা রক্ত চলাচল বন্ধ হয় না। নাড়ীর গতি দ্রুত, ক্ষীণ বা মৃদু হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসে অনেক সময় ঘড় ঘড় শব্দ হয়। চোখের তারা বিস্তৃত হয়। সর্বাঙ্গে বা অর্ধাঙ্গে খিঁচুনি দেখা যায়।

কখনও কখনও রোগী অজ্ঞান হবার আগে একবার বমি বা বমনেচ্ছা, মাথা ব্যথা, মূর্চ্ছা ভাব, মাথার ব্যথায় যন্ত্রণা ও কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। মূত্র কম হয়। চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দেয় ও শরীর অস্থির হয়।

এক প্রকার সন্ন্যাসে অর্ধাংশে পক্ষাঘাত (Paralysis) হয়ে থাকে, মাথায় ভার বোধ, মূর্চ্ছাভাব ও নাক দিয়ে রক্তস্রাব হতে পারে। তন্দ্রাবেশে কণ্ঠের ভেতরে এক ধরনের শব্দ অনুভব হয়। নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ হয়। দেহে অবশ ভাব হয়।

জটিল উপসর্গ

যে কোনও কারণে এই রোগ হোক বা না হোক, ব্রেনের সরু সরু শিরা ছিঁড়ে গেলে তার ফলে রোগী অজ্ঞান হতে পারে। জ্ঞান ফিরলে ধীরে ধীরে কখনো আরোগ্যের দিকে যায়—কখনো রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হয়। কখনো বা দেহের আংশিক প্যারালিসিস হয়ে রোগী অসাড় হয়ে পড়ে।

চিকিৎসা

অঙ্কুর অবস্থায়—নাক্স ভম ৩x, অ্যাকোন ৩, বেলেডোনা ৩০।

মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে —অ্যাকোন ৩, বেলেডোনা ৩০, ওপিয়াম ৩ ও ৩০।

পরিণাম অবস্থায় পক্ষাঘাতাদির উপসর্গে—অ্যাকোন ১x, বেল ৬, ফস্ফো ৩, কক্কিউলাস ৬, রাসটক্স ৩০ প্রভৃতি।

লবোসিরেসাস ১x—সন্ন্যাস রোগের একটি প্রধান ঔষধ। বিশেষতঃ যদি হঠাৎ আক্রমণ হয়।

অ্যাকোনাইট ১x—পূর্ণ, দ্রুত ও সচল নাড়ী, পাযের চামড়া শুকনো ও গরম, জিহ্বার পক্ষাঘাতের জন্য কথায় জড়তা।

মৃত্যু আসন্ন রোগীকে ২০০ প্রয়োগ করাতে আরোগ্য হয়েছিলেন।

আর্ণিকা ৬—বৃদ্ধ জাতকের মাথায় রক্তসঞ্চয়, আঘাত বা পচনক্রম রোগ।

বেলেডোনা ৬—চৈতন্য লোপ, বাকরোধ, মুখ আরক্ত ও স্ফীত, মূত্ররোগ বা অসাড়ে মূত্রত্যাগ, নাড়ী পূর্ণ ও উল্লম্ফনশীল।

ব্যারাইটা কার্ব ৬—বাচ্চাদের রোগ, জিহ্বায় আক্রমণ জনিত দক্ষিণ অঙ্গের পক্ষাঘাত।

হায়োসায়ামাস ৩x, ৬—অসাড়ে মূত্র ত্যাগের লক্ষণে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগী অজ্ঞান হয়ে দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকলে তার দেহে যাতে শয্যাক্ষত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

2. ঈষৎ গরম জলে লবণ মিশিয়ে স্নান করানো উচিত।

3 ইলেকট্রিসিটি রোগীকে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করা উচিত।

4. মূর্চ্ছা যাবার সঙ্গে সঙ্গে উঁচু বালিশে মাথাটা রেখে রোগীকে শুইয়ে দিতে হবে।

5 মাথায় বরফ প্রয়োগ ও পায়ে গরম সেঁক উপকারী।

6. মুক্ত আলো বাতাস যুক্ত ঘরে রোগীকে রাখা ভাল।

7. রোগী খেতে না পারলে খাবার Tube নাক দিয়ে ঢুকিয়ে তার মধ্য দিয়ে খাদ্য খাওয়াতে হবে। একে বলে নেজ্যাল ফিডিং।

8. প্রস্রাব না হলে ক্যাথিটার দিয়ে প্রস্রাব করানো উচিত।

9. জ্ঞান ফিরে এলে হালকা পুষ্টিদায়ক খাদ্য দিতে হবে।

10. রোগী সুস্থ হলেও হালকা খাদ্য খেতে দিতে হবে—যতদিন প্রেসার না কমে আসে ডিম, মাংস প্রভৃতি খাদ্য ও মশলাদি বর্জ্জনীয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

রক্ত সঞ্চালনের উৎকট অক্ষমতা

(Inefficient circulation)

এনজাইনা পেকটোরিস জনিত হঠাৎ শ্বাসরোধকারী ব্যথা, হৃদয়ের পেশীর স্থানিক মৃত্যু ; উদ্দীপনা সঞ্চালনে বাধা বা প্রদাহ অথবা ডিপথিরিয়া জাতীয় রোগের পরিণতি হিসাবে অথবা হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু, হঠাৎ সাময়িক হৃদযন্ত্রের স্পন্দন বৃদ্ধি ; অলিন্দের মাংসপেশীর স্বতন্ত্র বা অনিয়মিত স্পন্দন, ফুসফুস-ধমনীর বিরাট চাঞ্চল্য অবস্থা অথবা হৃৎ-কলার মধ্যে দ্রুত বক্তে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হবার জন্য।

প্রান্তিক রক্ত সঞ্চালনের অক্ষমতা

(Inefficient Peripheral Circulation)

প্রবহমান রক্ত স্রোতের বেশী পরিমাণ ঘাটতি হওয়ার দরুণ প্রান্তিক রক্ত সঞ্চালনের অক্ষমতা বা শক হয়। শিরাবাহিত রক্ত হৃদযন্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণে না পৌঁছানোর ফলে হৃদযন্ত্রের রক্ত ক্ষেপণেরও ব্যাঘাত হয়। ফলে সর্ব শরীরে কলার অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং পরিপূরক ব্যবস্থাগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই অক্ষমতাকে ব্যাধি বা শল্য প্রয়োগ জনিত স্নায়ু ঘটিত কারণে বিভক্ত করা হয়—কিন্তু ফল সব ক্ষেত্রেই অনুরূপ। স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে কেন্দ্রীয় রক্ত সংবহন সংস্থার নানা বিড়ম্বনা ও একই রকমের শক হওয়া সম্ভব।

অস্ত্র প্রয়োগের অনুরূপ শক নিম্নলিখিত কারণে ঘটে—

রক্তপাত যে কোনও দেহযন্ত্রে বিশেষতঃ পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষত, দুর্ঘটনা, অস্থানিক গর্ভ ধারণ প্রভৃতি কারণ-জনিত আঘাত বা পড়ার জন্য অথবা প্রচুর জলীয় পদার্থ নিষ্কাশনের ফলে প্রবাহমান রক্তের পরিমাণ কমে যায়। দীর্ঘস্থায়ী অস্ত্রোপচার এবং শরীরের অস্ত্রে যন্ত্রের অত্যাধিক ঘাটাঘাটির ফলে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দে । দিতে পারে।

ব্যাধিজনিত শক—শরীরের জলীয়পদার্থ ও বিদ্যুৎবাহী লবণের অভাব, সঞ্চারণ-শীল রক্তের পরিমাণে ঘাটতি পড়া সাধারণতঃ উদরাময়, বমি, অতিরিক্ত ঘাম, মধুমেহ বা এডিসনের রোগের সঙ্গে দেখা যায়।

স্নায়ুজনিত শক—স্পষ্টতঃ কোন কারণে দেখা যায় না। তবে উদরাভ্যন্তরস্থ বা প্রান্তিক ক্ষুদ্র প্রণালীর স্ফীতির ফলে সেখানে অধিক রক্ত জমে এবং সঞ্চারণশীল রক্তের পরিমাণ কমে যায়। সঠিক কার্যপ্রণালী বোঝা যায় না—তবে পেটের সোলার স্নায়ু-জালিকার আঘাত, অস্ত্রক্ষতের ফলে কম্প্লিকেশন, মাথায়

আঘাত অগ্ন্যাশয়ের উৎকট প্রদাহ বা অতিরিক্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে স্নায়ুজনিত শকের সৃষ্টি হতে পারে।

হিস্টামিন বা এ্যালার্জিজনিত বা ঔষধ ক্রিয়া ও ইনজেকশন জনিত শকও এই পর্যায়ে পড়ে। রক্তের ব্যাপন ক্ষমতা কমে যায় ও রক্তবহণ তন্ত্রের শিথিলতা বাড়ে।

রোগীর অসহায় ও অশান্ত অবস্থা ঘটে ও চরম দৌর্বল্য দেখা যায়। শরীর বিবর্ণ, ঠাণ্ডা ও ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ে নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয়ে আসে রক্তপ্রেষ ও প্রস্রাব কমে যায়।

চিকিৎসা

হঠাৎ হার্টের ব্লক বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ বা দম বন্ধ ভাব লক্ষণে ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাচ ফোঁটা করে রোজ তিন-চার বার জলসহ।

অবসন্নতা, স্নায়বিক কম্পন, স্নায়বিক দুর্বলতা প্রভৃতিতে ক্যালি ফস্ ৩x থেকে ২০০x দিতে হবে।

সন্ন্যাস ধরনের রোগ, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ও শক লক্ষণে, লরোসিরেসাস ১x ভাল ঔষধ।

আঘাতজনিত শক হলে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে আর্ণিকা মণ্ট ৩, ৬ বা ৩০ চার বার।

চৈতন্যলোপ, বাকরোধ প্রভৃতি লক্ষণে এবং মাথা দপ্ দপ্ করা লক্ষণে, বেলেডোনা ৬, ৩০।

অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ লক্ষণে বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের রোগ লক্ষণে, হায়োসায়ামাস ৩x, ৬।

বৃদ্ধদের জন্য ব্যারাইটা কার্ব ৬, ৩০।

ঝিমিয়ে আসা ভাব, হাত পা ঠাণ্ডা প্রভৃতি লক্ষণে বা মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ সন্দেহে ওপিয়াম ৩, ৩০, অ্যাকোন ৩, ৬ বা বেলেডোনা ৩০ লক্ষণ বিচার করে দিতে হবে।

এছাড়া অন্যান্য লক্ষণ বিচার করে ঔষধের জন্য রেপার্টরী দ্রষ্টব্য।

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ (Cardiac Block)

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে বিশেষ প্রচেষ্টায় তা পুনরুজ্জীবিত করা যায় কিন্তু পাঁচ মিনিটের অধিককাল পার হয়ে গেল মস্তিষ্কের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে স্থায়ী বৈকল্য ঘটে যায়।

প্রাথমিক বিধান হিসাবে হৃদযন্ত্রের উপরিভাগে এবং বক্ষপিঞ্জরের বিশিষ্ট স্তরে স্তরে মালিশ ও মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও নিঃস্করণে সাহায্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

প্রধান কারণগুলির মধ্যে -অজ্ঞানকারী ঔষধ প্রয়োগ, শল্য চিকিৎসা, বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রকরণ, হৃদরোগের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার উদ্দীপনা সঞ্চারে বাধা, ঔষধের বিশেষ প্রতিক্রিয়া উল্লেখযোগ্য।

হৃদযন্ত্র ঘটিত কারণে নিলয়ের সিসটোল জনিত সঙ্কোচনের অভাব বা নিলয় পেশীর অনৈক্য স্বতন্ত্র সংকোচনের ফলে হয়। নাড়ীর বা হৃদযন্ত্রের স্পন্দন থেমে যায় এবং স্টেথিসকোপ সহযোগে হৃদঘাত শব্দ শোনা যায় না।

অস্ত্রোপচার টেবিলে হলে খোলাখুলি হৃদযন্ত্রে মালিশ করা যায় কিন্তু বাইরে বা রোগীর বাড়ীতে হলে বক্ষপিঞ্জরে আঘাত ও প্রেষণ প্রক্রিয়ার সুফল লাভ হতে পারে।

হঠাৎ মৃত্যু

মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হলে 10 সেকেণ্ডের মধ্যে রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে।

হৃদযন্ত্রের যেসব রোগে হঠাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে সেগুলি হলো—নিলয়ের ক্রিয়া বন্ধ ও অনৈক্যবিশিষ্ট স্বতন্ত্র সংকোচক অবস্থার জন্য, হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর রক্তশূন্যতাজনিত স্থানিক মৃত্যু—অথবা সাংঘাতিক মহাধমনীর সংকোচন।

মহাধমনীর বিচ্ছেদকারীর স্ফীতির বিস্ফোরণ অথবা হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যুর পরিণামে বিস্ফোরণ জনিত হৃদযন্ত্রের কলার মধ্যে রক্ত জমার ফলে হৃদযন্ত্র পিষ্ট হয়ে যায়।

ফুসফুস ধমনীর বিরাট স্ফীতি ও তজ্জনিত বড় রকমের ভাসমান টুকরোর অবরোধ ও মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ।

যে কোনও কারণ ঘটিত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।

সংজ্ঞাহীনতা

মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হবার ফলে ক্ষণিক সংজ্ঞাহীনতাই (সীনকোপী) সাধারণতঃ হৃদরোগের পরিণতি। প্রান্তিক রক্তবাহী তন্ত্রের স্ফীতি বা রক্ত প্রবাহ গতির শক্তির ক্ষয়ই সচরাচর এর কারণ।

চিকিৎসা

ক্যাফেইন ১x—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হবার আশঙ্কা লক্ষণে।

ক্যাক্টাস—ভীতি জনিত হৃদকম্পনে (সামনের দিকে নত হলে বৃদ্ধি) শ্বাসকষ্ট, হৃৎপিণ্ডের থেকে বুক পর্যন্ত ব্যথা বাড়ে।

গ্লোনয়িন—হৃৎপিণ্ড দপ দপ করা বা ধড় ফড় করা, কষ্টসাধ্য শ্বাসক্রিয়া।

চায়না বা অ্যাসিড ফস—ভেদ বা রস রক্তক্ষয় জনিত হৃদস্পন্দন।

ট্যাবেকাম—ধূমপান জনিত হৃদকম্পন, শ্বাস গ্রহণে স্পন্দন বাড়ে, বুক যেন সেঁটে ধরে আছে এরকম মনে হয়।

বেলেডোনা—রোগী হৃৎপিণ্ডে জলের মতো বুক বুক শব্দ অনুভব করবে।

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস—আক্ষেপযুক্ত স্নায়বিক হৃদকম্পন।

মস্কাস—স্নায়বীয় হৃদস্পন্দন ও ক্ষীণ নাড়ী।

লরোসিরেসাস—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অনিয়মিত ও মৃদু নাড়ী। শিশুর নীলরোগ, মুখমণ্ডল নীলবর্ণ, খাবি খাওয়ার ভাব।

নেট্রাম-মিউর—হৃৎপিণ্ড ও নাড়ীর স্পন্দন অবিরাম বা অনিয়মিত (বিশেষতঃ বাঁপাশে শুলে)।

অ্যাকোনাইট—অত্যধিক পরিশ্রম (যথা—দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি প্রভৃতি)। বাঁ আঙ্গুলগুলোর অসাড়তা। আঙ্গুলগুলোর বেদনা।

অ্যাসিড ফস—হস্তমৈথুন জনিত হৃদকম্পন প্রভৃতি।

আর্ণিকা—অত্যধিক পরিশ্রম (দৌড় বা লাফালাফি প্রভৃতি) জনিত হৃদস্পন্দন।

কেলি কার্ব—ক্ষীণ, অনিয়মিত বা বিরামশীল, হৃদস্পন্দন, বুক থেকে কাঁধ পর্যন্ত সূঁচের মতো ব্যথা।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা—হৃৎপিণ্ড থেকে ফোঁটা ফোঁটা কিছু পড়ছে এইরকম অনুভব করা।

ক্যাফেইন ১x—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত রাখবার আশঙ্কা লক্ষণে।

গ্লোনয়িন—হৃৎপিণ্ড দপদপ বা ধড়ফড় করা কষ্টসাধ্য শ্বাসক্রিয়া।

লিলিয়াম টিগ—হৃৎপিণ্ডে যেন দুটি প্রস্তরখণ্ড সাঁড়াশি দ্বারা নিষ্পিষ্ট হচ্ছে এবং বিকীর্ণ হয়ে যাবে এইরকম অনুভব করছে। হৃৎপিণ্ড যেন দৃঢ়ভাবে অকুঞ্চিত এবং পরেই শিথিলভাব এইরকম মনে হচ্ছে।

স্পাইজিলিয়া—সকালে বিছানা থেকে উঠে বসলে হৃদস্পন্দন হয়। স্পন্দন শব্দ রোগীর শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে।

অরাম মেট—হৃদস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডের ও বুকের ভেতরে শোণিত অস্ত্র সঞ্চালন করে।

রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত জনিত সংজ্ঞাহীনতা (মূর্চ্ছা)
(Naso Vagal Shock)

প্রবল উত্তেজনা, ভয়, বিরক্তি বা ভীষণ দুর্ঘটনার দৃশ্যে মনোবিকার জনিত মূর্চ্ছাই সচরাচর দেখা যায়। সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করলে গুরু মস্তিষ্ক দুর্বল হয় এবং নিস্তেজনার জন্য দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা ক্ষুধার পীড়ন প্রভৃতি থেকে অব্যাহতি দেয় ও ক্ষণিক মূর্চ্ছা জন্মায়। বদ্ধ গুমোট পরিবেশ বা হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তনজনিত রক্তচাপ হ্রাস এর কারণ হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী পীড়াজনিত দৌর্বল্য, Ganglion অবরোধকারী ঔষধ, রক্তপ্রেষ নিরাময়ার্থে সিমপ্যাথেটিক নার্ভচ্ছেদন প্রভৃতি এবং অনুভূতিশীল লোকের ক্যারোটিড সাইন্যাস চাপ, মূর্চ্ছা সৃষ্টি করতে পারে।

দুর্বলতা, মাথাভার, বমিভাব, উপর পেট খালিভাব ও অপ্রসন্নতার অনুভূতি অথবা কেবলমাত্র চোখে ধোঁয়া দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সচরাচর স্পষ্ট কারণে এবং কখনও অজ্ঞাত কারণে কয়েক মিনিট মূর্চ্ছাও থাকে।

কিন্তু বেশি সময় পর্যন্ত এই সংজ্ঞাহীনতা স্থায়ী হতে পারে—রোগী বিবর্ণ ঠাণ্ডা ও শিথিল হয়ে যায়। রক্তপ্রেষ কমে যায় ও নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুততর হয়। কখনও নাড়ী শ্লথ গতি হয়ে পড়ে। ফলে হৃদযন্ত্র ও মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংজ্ঞা ফিরে আসে। এই রোগে প্রায় সংজ্ঞাহীনতার এবং সচেতনার উপসর্গ প্রকাশ পায়। মৃগী রোগে রোগী নীলাভ বা শক্ত হয়ে যায়।

মূর্চ্ছারোগী প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মূর্চ্ছাগ্রস্ত হয় কিন্তু মৃগী ঘুমন্ত অবস্থায় হতে পারে।

মাথা নিচু করে শুইয়ে, মুক্ত ঠাণ্ডা হাওয়া, ঠাণ্ডা পানীয়, উত্তেজক গন্ধ শোকানোর ফলে উপশম হয়।

উত্তেজক পদার্থ সর্বদা বর্জনীয়।

হৃদযন্ত্রের ছন্দভঙ্গ (Arythmia)

উত্তরা মহাশিরা ও অলিন্দের সংযোগ স্থলে অবস্থিত গুটিকায় প্রথম উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়ে সাইনাস ছন্দে সমগ্র হৃদযন্ত্রে উদ্দীপনা নিয়মিত তালে ছড়িয়ে দেয় এবং সেই অনুযায়ী একটি স্থায়ী ছন্দ সৃষ্টি হয়। গুটিকাটি সাধারণতঃ করোনারী ধমনীর দক্ষিণ শাখা থেকে রক্ত সরবরাহ পায়। ছন্দ দ্রুতকারী সিমপ্যাথেটিক ও মন্থরকারী ভেগাস নার্ভের ভূমিকাও অসামান্য।

সাইনাস খণ্ডে মিনিটে 70টি উদ্দীপনা ঘটে—উদ্দীপনা অলিন্দে পরিব্যাপ্ত হয়ে অলিন্দ নিলয়ের সন্ধিস্থলে, নোডের উদ্দীপনা সঞ্চার করে। এটি উক্ত সন্ধিস্থলে অলিন্দ প্রাচীরের ডানদিকে অবস্থিত এবং (অটোমেটিক) স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের দ্বারাও প্রভাবান্বিত এবং তার প্রভাবে মিনিটে 60 বার স্পন্দন হওয়া উচিত। কিন্তু সাইনো এট্রিয়াল নোডের প্রভাবে এর নিজস্ব স্পন্দন বাধাপ্রাপ্ত হয় ও আরও কম সংখ্যায় উদ্দীপনা হীন—এর গুচ্ছ কোষের মাধ্যমে অগ্রসর হয় এবং দক্ষিণ বাম নিলয়ে পৌছায়। প্রতিটি শাখা হৃদযন্ত্রের অন্তর্বর্তী কলাবরণের নীচে প্রাচীর গাত্রে থাকে এবং নিলয়ের অন্তর্বর্তী আবরণ কলার নিচে পুরকিঞ্জি তন্তুর জালিকায় বিভক্ত হয়ে যায়। নিলয় মাংস পেশীগুলির অন্তর্বর্তী কলাবরণ থেকে হৃদ্ধরা কলার দিকে উদ্দীপনাজনিত সংকোচন প্রবর্তিত করে।

হৃদঘাত ছন্দের ব্যতিক্রম নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার ঘটা সম্ভব—

1. সাইনাস ছন্দ —বিলম্বিত বা দ্রুতস্পন্দন, সাইনাস বন্ধ হওয়া এবং পর্যায় ক্রমিক ছন্দ ভঙ্গ।

2. অস্থানিক উদ্দীপনা ও ছন্দ সঞ্চার অলিন্দ, নোড্ বা নিলয়ের।

3. স্পন্দন বৃদ্ধি—অলিন্দের পর্যায়ক্রমিক স্পন্দন বৃদ্ধি অলিন্দের বিক্ষিপ্ত বা একক সংকোচন, নিলয়ের একক বা বিক্ষিপ্ত পেশী সংকোচন।

4. উদ্দীপনা প্রবাহে বাধা।

সাইনাস ছন্দ —সাইনাস উদ্ভূত স্পন্দন সংখ্যার মন্থরতা. সাইনো অলিন্দ নোডে মিনিটে 60টি উদ্দীপনা জন্মায়। ভেগাস নার্ভের অক্ষমতার জন্য সুস্থ শরীরেও স্পন্দন সংখ্যা কমে যায়। উপসর্গ প্রায় থাকে না এবং হৃদযন্ত্রের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের নক্সা অপরিবর্তিত থাকে। ব্যায়াম চর্চাকারীদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। অসুস্থতা —সংক্রামক মন্দ ব্যাধির উপশম কালে করোটির মধ্যস্থ চাপ বৃদ্ধির ফলে ন্যাবা, মিক্সিডিমা অথবা ভেসোভেগাস আক্রমণ দেখা যায়।

হৃদযন্ত্রের বাধা জনিত মন্থর গতিতে শিরা বা ধমনীর ও হৃদঘাত শব্দের সামঞ্জস্য থাকে না এবং সাইনাস ঘটিত হলে আবেগ, পরিশ্রম বা নাইট্রাইট ও এট্রোপিন প্রয়োগের ক্রিয়া বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব। হৃদযন্ত্রের বিদ্যুৎ তরঙ্গ দিয়া রোগ নির্ণয় নিশ্চিত হয়।

সাইনাসজনিত হৃদযন্ত্রের গতির বৃদ্ধি

সাধারণ হৃদঘাত মিনিটে 50 থেকে 90 বার হয়।

ভেগাস নার্ভের ক্রিয়া কম হবার বা সিম্প্যাথেটিক নার্ভের ক্রিয়া বৃদ্ধির ফলে সাইনো অলিন্দ নোডের ছন্দ দ্রুত হয় এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বেড়ে যায়। অবশ্য মানসিক উদ্বেগ, বদ হজম বা পরিশ্রমজনিত ত্বরান্বিত গতির মধ্যে প্রভেদ খুব কম থাকে।

হৃদযন্ত্রের নানা ব্যাধি ও মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যুজনিত হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীকে বিশ্রাম বঞ্চিত করে অবস্থার আরও অবনতি ঘটায়। থাইরয়েড বিষক্রিয়া, ধমনীর শিরার সংবৃত্ত স্ফীতি, বেরিবেরি বা ফুসফুসের ব্যাধিজনিত হৃদরোগে সংক্রামক ঘটিত রোগে বিশেষতঃ হৃদযন্ত্রের ওপর প্রভাব ঘটলে অথবা বেশি চা, কফি, তামাক ব্যবহার করলে অথবা এট্রোপিন না অ্যাডরিন্যাল জাতীয় ঔষধের প্রভাবে ও অবস্থায় অবনতি ঘটে। মানসিক বিপর্যয় বা দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধির কবল থেকে মুক্তির পর এই উপসর্গ দেখা যায়।

এর দরুণ বেশি কিছু উপসর্গ দেখা যায় না কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে বুক ধড়ফড়ানি দেখা যায়।

চিকিৎসা

হঠাৎ মানসিক বিকার ও ভয়জনিত মূর্চ্ছায় অ্যাকোনাইট ৩x ওপিয়াম ৩০।
রোগী নিশ্চেষ্টভাবে পড়ে থাকলে, নাক্স ভম ৩০ বা অ্যামন. কার্ব ৬, ৩০।
দুর্বলতা, অস্থিরতা ও জ্বালায়, আর্সেনিক ৩x, ৬x।
মন্দ মূর্চ্ছায়, মস্কাস ৩, ৬।
হিস্টিরিয়া জনিত ভাবে, ইগ্নেসিয়া ৩x, ৬x।
সারা শরীর শীতল, হাতে পায়ে ঘাম—ভিরেট্রাম ভির ৩x, ৬x।
হৃদপিণ্ডের রোগ থাকলে ল্যাটিজাস মাদার ও ডিজিট্যালিস ৬, ৩০।

পেটে গোলমাল ও বায়ুসঞ্চারে নাক্স ৩০, পাল্‌স্‌ ৩০, চায়না ৬।
লিভারের কষ্ট থাকলে চেলিডোনিয়াম মাদার।

অস্থানিক হৃদঘাত

সাইনাস ও অলিন্দের সংযোগস্থলের নোড্‌ ছাড়াও অন্যত্র উদ্দীপক সক্রিয় হতে পারে—যথা অলিন্দ নিলয়ের সংযোগস্থলের নোড্‌ নিলয় মাংসপেশী বা অলিন্দে সুরু হতে পারে, যার ফলে স্বাভাবিক হৃদঘাতের অন্তর্বর্তীকালে আরও একটি অতিরিক্ত হৃদঘাত জন্মায়। অতিরিক্ত হৃদঘাত হবার পর ডায়াসটোলের কাজ শুরু হয় এবং সেই নিষ্ক্রিয় পর্যায়ে উদ্দীপনা গ্রহণের ক্ষমতা না থাকায় ডায়াসটোলের সময় বিলম্বিত হয়। কিন্তু অতিরিক্ত হৃদঘাত সিসটোলের পর মুহূর্তে হলে সিসটোলের দ্বৈত বিধান ঘটে। এটাকে মধ্যবর্তী হৃদঘাত (INTERPCLATED BEAT) বলা হয়। এর মধ্যে নিলয়ের মধ্যে উদ্ভূত উদ্দীপনা সচরাচর দেখা যায়। কিন্তু হৃদঘাতের বিক্ষিপ্ত ভঙ্গির জন্য অতিরিক্ত উদ্দীপনাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। এই অস্থানিক উদ্দীপনা যে কোনও সময়ে এবং যে কোনও ছন্দে বা বিক্ষিপ্তভাবে ঘটতে পারে।

অতিরিক্ত সিস্টোল —হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াচক্রের আরম্ভ হবার আগেই অসম্পূর্ণ হৃদক্ষত হৃদযন্ত্রের যে কোনও স্থান থেকে উদ্ভূত হতে পারে যদিও সত্যিকারের ঘটনা হলো অন্তর্বর্তী একটি অতিরিক্ত ক্ষত দেখা যায়। স্ত্রী লোকের চেয়ে বৃদ্ধ ও পুরুষের মধ্যে বেশী দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

রোগ লক্ষণ সাধারণতঃ কিছুই থাকে না। সংবেদনশীল লোকের একটি হৃৎক্ষত বা একটি সজোরে হৃদঘাত বোঝা গেলে বুকে ধড়ফড় করে ওঠে। একটি সামান্য ঘাত বা বহুক্ষণ পরে একটি সজোরে ঘাত কবজির নাড়ীতে পাওয়া, কিন্তু নিলয়ের পূর্ণ হবার আগে নাড়ীতে অনুভূত হয় না, তবে স্টেথিসকোপে শোনা যেতে পারে। নাড়ীর দ্বিত্যাহ্নিকঘাত অনুভব করা যায় না—কিন্তু স্টেথিসকোপে শোনা শব্দের অর্ধেক সংখ্যক নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়।

চিকিৎসা

ধমনীর রোগজনিত গোলমালের জন্য এটি হতে পারে। হৃদযন্ত্রের গোলমাল হলে তার ঔষধ হৃদরোগ অধ্যায়ে আগেই বলা হয়েছে।

পীড়া হয়েছে সন্দেহ হলেই ফস্ফোরাস ৩ দেওয়া কর্তব্য। ফস্ফোরাস বিফল হলে—ভ্যানাডিয়াম ৬—১২ ব্যবস্থা।

শ্বাসকষ্ট থাকলে—অরাম ৬x উপকারী ঔষধ। পচনের অবস্থা হলে—সিকেলি ৩ উৎকৃষ্ট ঔষধ। ফেরাম ফস ২x বা ল্যাকেসিস ৬।

প্রাম্বাম ৬ পরীক্ষণীয় ঔষধ।

আপনা থেকে রোগ হলে লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে ফস্ফোরাস ৩, ব্যারাইটা কার্ব ৬, কিউপ্রাম মেট ৬, অ্যাড্রিন্যালিন ৩, লাইকোপোডিয়াম ১২, ৩০ বা ২০০।

আঘাতজনিত কারণে রোগ হলে দিতে হবে আর্ণিকা ৩, ৬ বা ৩০ অথবা অ্যাকোনাইট ৩x, ৬x, ৩০। ব্যারাইটা কার্ব ৩x ভাল কাজ দেয়।

যদি হার্টের দুর্বলতা থাকে তাহলে দিতে হবে ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ দু-তিন বার। আর্স আয়োড্ ৩x একটি ভাল ঔষধ।

কেলি আয়োড মাদার বা ক্যাল্কেরিয়া ফস্ ৩x ভাল কাজ দেয়।

এই রোগ একটি জটিল এবং ভয়াবহ রোগ—তাই সবসময় সুচিকিৎসকের দ্বারা ভালভাবে চিকিৎসা করানো অবশ্য প্রয়োজন।

হার্টের রোগ গ্রন্থশেষে রেপার্টরী অংশে বিস্তৃত দেওয়া হয়েছে—সেটি দ্রষ্টব্য।

সাইনো অরিকুলার 'এস'-এ অবরোধ

কারণ ও লক্ষণ—প্রথম পর্যায়ে সাইনো অবরোধ হতে পারে। পরে দ্বিতীয় পর্যায় আংশিক অবরোধ। তৃতীয় পর্যায়ে সম্পূর্ণ অবরোধ। অলিন্দ থেকে উদ্দীপনা নিলয়ের পৌঁছাতে পারে না।

করোনারী ধমনীর কাঠির জন্যও এটি হতে পারে। ডিজিট্যালিস বেশি খাওয়া। বাত জ্বর, ডিপথিরিয়া, সিফিলিস বীজাণু প্রভৃতি থেকে হতে পারে। অনেক সময় Bundle of His-এর জন্য বিকৃত থাকে।

চিকিৎসা

বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে। তার জন্য রেপার্টরী দ্রষ্টব্য।

হার্টের গোলমাল হলে ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ রোজ তিন-চার বার সেবন করতে হবে।

মহাধমনীর পীড়ায় ফস্ফোরাস ৩, ৬। বিফল হলে ভ্যানাডিয়াম ৬, ১২।

পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টিরিওসাস পি. ডি. এ ধমনী ছিদ্রের অনবলুপ্তি — ফুসফুস সক্রিয় হয়ে ওঠার আগে ভ্রূণ অবস্থায় ফুসফুস ধমনীর বেশিরভাগ রক্ত ডাক্টাস আর্টিরিওসাস দিয়ে বাম সাবক্লেভিয়াস ধমনীর সংযোগের কাছে মহাধমনীতে প্রবেশ করে। স্বাভাবিক সুস্থ শিশুর জন্মের পর ঐ ডাকটাস বন্ধ হয়ে যায় এবং ফুসফুস ধমনী দিয়ে রক্ত ফুসফুসে প্রবাহিত হয়। কোনও অজ্ঞাত কারণে ডাকটাস বন্ধ না হলে ফুসফুস ধমনীর চেয়ে মহাধমনীর রক্তপ্রেসার আধিক্য হেতু পরিস্রুত ও অপরিস্রুত রক্ত অনবরত মিশে যায়। ঐ রক্তের সংমিশ্রণের অনুপাত ডাক্টাস-এর আয়তনের উপর নির্ভরশীল। প্রায় পঞ্চাশ ভাগ অপরিস্রুত রক্ত মিশে যাওয়ার ফলে হৃদয়ের ক্রিয়া

বেড়ে যায়। স্ত্রী এবং শিশুদের এই রোগ বেড়ে যায় ও দেখা যায় এবং এর সঙ্গে অন্যান্য সহজাত বিকলাঙ্গ দেখা যেতে পারে।

রোগ লক্ষণ—অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত কোনও রোগ লক্ষণ না থাকতেও পারে। কিন্তু ঐ অঙ্গহানি সবশেষে পরিস্ফুট হয়ে থাকে, রোগীর শরীরের স্বাভাবিক শক্তি ব্যাহত হতে পারে।

রোগের প্রথম অবস্থায় খুব কষ্ট হয় না—কিন্তু তার বেশি হলে সামান্য পরিশ্রমে অস্বাভাবিক শ্বাসকষ্ট এবং পরে হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। অবিচ্ছিন্ন মর্মর ধ্বনির সিসটোলের মাত্রা বৃদ্ধি শোনা যায় এবং স্টার্নামের কাছে বামদিকের দ্বিতীয় পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থ জায়গায় আরও স্পষ্ট শোনা যায়—সচরাচর এর সঙ্গে অনুভবযোগ্য কম্পন স্থির থাকে।

এক্স রশ্মির ছবিতে ফুসফুস ধমনীর আকার বৃদ্ধি দেখা যায় কিন্তু হৃযন্ত্রের আয়তনের বৃদ্ধি দেখা যায় না। কিন্তু অস্বাভাবিক স্পন্দন প্রধান ধমনী ফুসফুসে দেখা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ স্বাভাবিক থাকে। কোনও অস্বাভাবিক নক্শা দেখা গেলে অন্য কোনও সংযোগী হৃদরোগের কথা চিন্তা করতে হবে।

চিকিৎসা

পূর্বে হৃদরোগের বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী বিস্তৃত চিকিৎসা বর্ণনা করা হয়েছে। সেটি দেখতে হবে।

এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী অন্যান্য চিকিৎসার জন্য গ্রন্থের শেষ অংশ হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দ্রষ্টব্য।

কোআর্কটেশন (মহাধমনীর সংকীর্ণতা)

বামদিকে সাবক্লেভিয়ান ধমনীর সংযোগস্থলে (যেখানে ডাকটাস সংযুক্ত থাকে মহাধমনীর সহজাত সংকীর্ণতা।

সচরাচর পুরুষের মধ্যে দেখা যায়।

রোগ লক্ষণ—সংকীর্ণতার আয়তনের উপর নির্ভরশীল। কম হলে কোনও উপসর্গই দেখা যায় না নচেৎ রক্তপ্রেষ বৃদ্ধির ফলে উপরের অংশের মাথাধরা, মাথাঘোরা দেখা যায় এবং পায়ের রক্ত সঞ্চালনের অপ্রাচুর্য ঘটিত দুর্বলতা বা যন্ত্রণা হতে পারে। ঊর্ধ্বাঙ্গের ও নিম্নাঙ্গের ও রক্তপ্রেষ লক্ষণীয়। প্রভেদ, গলায় ধমনীর দৃশ্যমান স্পন্দন দেখা যায় এবং পায়ের ধমনীর ক্ষীণ স্পন্দন নাড়ীঘাতের উপরে ঘটে। হৃদযন্ত্রের ভিত্তির গোড়ায় সিসটোল জনিত মর্মর ধ্বনি শোনা যায়। পারিপার্শ্বিক পরিপূরক রক্ত সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে পারে। বিশেষতঃ রোগীকে সামনে ঝুঁকিয়ে নিয়ে দাঁড় করালে বগলে বা অংশ ফলকের (স্ক্যাপুলা) অস্থির উপরে বক্রতা যুক্ত ধমনী দেখা

যায় ও তার উপরে মর্মর ধ্বনি শোনা যায়। অতিকায় পঞ্জরাস্থি মধ্যস্থ ধমনীর বিকৃত মহাধমনীর সংঘাতে পঞ্জরাস্থি মধ্যস্থ বিদ্যুৎ তরঙ্গের নিলয় ক্রিয়া বৃদ্ধি লক্ষণ রঞ্জনরশ্মি চিত্রে ধরা পড়ে।

চিকিৎসা

বামপাশে বেদনা, নাড়ি দ্রুত হলে, অ্যাকোনাইট ৩।

হার্ট রেট দ্রুত হলে, ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬।

হার্ট রেট ধীর হলে, একোনাইট—৬, ৩০।

হৃদবৃদ্ধি, শোথ, হার্টে ব্যথা—ক্যাক্টাস ১x।

প্রসারণ বেশি হলে, ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর ৩x—১২x।

যারা বেশি শ্রমের কাজ করে তাদের জন্য—আর্ণিকা ৩, ৬, ৩০।

যে কোনও অবস্থায় অর্জুন মাদার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলা হয়।

বুক ধড়ফড় করা লক্ষণে, ক্র্যাটিগাস মাদার।

আর্সেনিক ও স্পাইজেলিয়া লক্ষণ অনুসারে প্রয়োজন হয়।

অলিন্দ মধ্যস্থ প্রাচীরের বৈকল্য

দুই অলিন্দের মধ্যস্থ কোরামেন ও ভাল্বের ছিদ্র পূরণের অভাবে খোলা থেকে যায়—অয়অন ছোট হলে কোনও উপসর্গ ঘটে না) স্বাভাবিক অবস্থায়—ভাল্বের মত একটি পাতলা পর্দা দুই অলিন্দের রক্ত মিশতে দেয় না কিন্তু বড় হলে বাম অলিন্দের রক্তপ্রেরণ দক্ষিণ অলিন্দ থেকে বেশি হওয়ার বাম অলিন্দ থেকে দক্ষিণ অলিন্দে ঢুকে পড়ে। ফলে দক্ষিণ দিকের হৃদযন্ত্র বড় হয় এবং ফুসফুসের ধমনী ও তার প্রধান শাখা-গুলি ফুলে ওঠে কিন্তু রক্তপ্রবাহ যখন সেখানে অতিরিক্ত মাত্রার পায় তখন আবার উল্টো প্রবাহ শুরু হয়।

রোগ লক্ষণ—উল্টো প্রবাহ শুরু হবার পূর্বে কোনও রোগ উপসর্গ দেখা যায় না। শ্বাসকষ্ট, নীলাভ এবং পরে হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা ঘটে। রোগীকে পরীক্ষা করবার ফল বিশেষ সন্তোষজনক হয় না। স্টার্নামের বামদিকে সিস্টোল বা ডায়াসটোল সময়ের মর্মর ধ্বনি ও ফুসফুস ধমনীর দ্বিতীয় শব্দের দিধাবিভাজন শোনা যেতে পারে।

এক্স রশ্মিতে ফুসফুসের ধমনীতে ও তার প্রধান শাখা সমূহের বৃদ্ধি ও তার স্পন্দনকে কেন্দ্রীয় নৃত্য (Hilar dance) হিসাবে দেখা যায়। দক্ষিণ নিলয়ের বৃদ্ধি এক্স রশ্মি ও বিদ্যুৎ তরঙ্গের নক্শায় দেখা যাবে। দক্ষিণ গুচ্ছ কোষে অবরোধ খুব অস্বাভাবিক এবং মাইট্রাল সংকোচনও থাকতে পারে (লুটেম বেকারের ছিদ্র)।

চিকিৎসা

হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা ভাব, বাঁ দিকে ব্যথা এবং ভারবোধ লক্ষণে, সিমিসিফিউগা ৩x রাসটক্স ৬, ক্র্যাটিগাস মাদার প্রধান ঔষধ।

হৃদস্পন্দন এবং দ্রুত রক্ত প্রবাহে অরাম ৩—৩০।

বেশি শ্রম করার জন্য হার্টের কষ্ট হলে আর্ণিকা ৩, ৬, বা ৩০।

দ্রুত হার্ট রেট হলে. ডিজিট্যালিস ৬, ৩০।

ধীরে হার্ট রেট হলে, অ্যাকোনাইট ৬, ৩০।

হৃৎপিণ্ডে চাপ, ঢেঁকুর উঠলে কমে—অ্যাসাফিটিডা ৬, ৩০।

দুর্বলতা এবং হৃদস্পন্দনে—কেলি কার্ব ৬, ৩০।

হৃদপিণ্ডে প্রবল চাপ বাধে—ক্যাক্টাস্ ৩, ৬, ৩০।

শ্বাসকষ্ট থাকলে—ক্যাল্মিয়া ৬, ৩০।

গ্লোনায়িন্, চায়না, গ্রিণ্ডেলিয়া, নেট্রাম মিউর, মস্কাস্, লিলিয়াম টিগ্, স্পাইজেলিয়া প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে।

নিলয় মধ্যস্থ প্রাচীরের বৈকল্য

বাম নিলয়ের মধ্যস্থ রক্তপ্রেষ বেশি থাকার দরুণ রক্ত প্রবাহ দক্ষিণ নিলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়।

সাধারণতঃ কোনও বিশিষ্ট লক্ষণ থাকে না। স্টার্নামের বামদিকে চতুর্থ পঞ্জরাস্থির মধ্যস্থানে সিসটোল জনিত কর্কশ মর্মর ধ্বনি ও কম্পন পাওয়া যায়। পরে ফুসফুস ধমনীর রক্ত প্রেষাধিকা ঘটে দক্ষিণ নিলয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রবাহের গতি বিপরীত হয় ও রক্ত জমা জনিত হৃদযন্ত্রের বিকলতা শুরু হয়।

হৃদযন্ত্রের বিশেষ বেশি রোগ জনিত কারণে বৃদ্ধি না ঘটলে সাধারণতঃ একস্ রশ্মি ও বিদ্যুৎ তরঙ্গের নক্শা অপরিবর্তিত থাকে।

চিকিৎসা

নিলয়ের দুর্বলতার জন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ ৩—৪ বার।

ব্যথা ও আক্ষেপ থাকলে, ম্যাগ্ ফস্ ৩x বা ৬x।

ক্ষীণ নাড়ি হলে, মস্কাস্ ৩, ৬।

হৃদস্পন্দন দ্রুত হলে, ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬।

হৃদস্পন্দন ক্ষীণ হলে, অ্যাকোনাইট, ৩, ৬।

ধূমপানজনিত পুরোনো রোগে, ট্যাবেকাম ৩, ৬, ৩০।

এছাড়া গ্রিণ্ডেলিয়া, গ্লোনয়িন, ক্যাল্মিয়া, ক্যাক্টাস, ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা প্রভৃতি লক্ষণ ভেদে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

মহাধমনীর সংকোচন

মহাধমনীর কপাটিকা দ্বিধা বিভক্ত হয়েও কার্যকরী থাকতে পারে, জীবনে কোনও উপসর্গ সৃষ্টি করতে না পারে। রক্ত লেপনের সময় সামান্য ক্লিক শব্দ হওয়া সম্ভব

এবং এর জন্য কপাটিকার ক্যালসিয়াম যুক্ত সংকোচন হওয়া সম্ভব। মহাধমনীর সংকীর্ণতা বা অন্যান্য বিকলাঙ্গ সূচক ব্যাধি হতে পারে।

মহাধমনীর সংকোচন, প্রধানতঃ কপাটিকা জনিত দ্বিপাত্রিক কপাটিকার প্রান্তভাগ জুড়ে যাবার ফলে এই বিপর্যয় ঘটে। রক্তের সামান্য Regurgitation সম্ভব। মধ্য বয়সের পর কপাটিকায় ক্যালসিয়াম সংকোচ ঘটে। সহজাত বা আহৃত যথা বাত ব্যাধি জনিত মহামারীর ব্যাধি প্রকৃত সমান। সংকোচন জনিত বাম নিলয়ের ব্যর্থতার সক্ষম প্রকাশ পেলে অস্ত্রোপচার করে কপাটিকায় সংযুক্ত মোচন বা কৃত্রিম কপাটিকা সংযোজন করা কর্তব্য। স্মরণ রাখা কর্তব্য বিশেষ বাধা সত্ত্বেও অনেক শিশুর বাম নিলয়ের অকর্মণ্যতার প্রকাশ পেলে অস্ত্রোপ্রচার করে কপাটিকার সংযুক্তি মোচন বা কৃত্রিম কপাটিকা সংযোজন করা কর্তব্য। স্মরণ রাখা কর্তব্য বিশেষ বাধা সত্ত্বেও অনেক সময় নিলয়ের অকর্মণ্যতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কপাটিকার নীচে কদাচিৎ তন্তু জনিত সংকোচন দেখা দিতে পারে। সংকোচনের জায়গায় পরে সম্প্রসারণ ও রক্তক্ষেপণের ক্লিক শব্দ সাধারণতঃ থাকে না—এ্যাঙ্গিও কার্ডিওগ্রাফ রঞ্জন রশ্মি অভেদ্য রক্ত ইনজেকশনের সাহায্যে রোগ নির্ণয় সম্ভব।

ফুসফুস ধমনীর সংকোচন

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সংকোচন কপাটিকা সমুদ্ভুত। স্ত্রী পুরুষে সমান ভাগে হয়। বাধা সামান্য হলে দক্ষিণ নিলয়ের রক্তপ্রেষ সামান্যই বাড়ে কিন্তু বেশী হলে দক্ষিণ নিলয়ের চাপ 150 মিঃ মিটার পারদ বা তার চেয়েও বেশী বাড়ে। হৃদযন্ত্রের রক্তক্ষেপণের মাত্রা কমে যায় এবং ফুসফুসে ধমনীর রক্ত কমে যায়। রক্তপ্রেষ বৃদ্ধিজনিত দক্ষিণ নিলয়ের বৃদ্ধি জন্মায় এবং তার ফলে দক্ষিণ অলিন্দ বেড়ে যায়। দক্ষিণ নিলয়ের সংকোচন কার্যের ব্যাতিক্রম রক্ত সঞ্চালনের বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং দক্ষিণ অলিন্দ যথোপযুক্ত সংকোচন করতে পারে না।

রোগ লক্ষণ—সংকোচনের মাত্রা অনুযায়ী রোগ লক্ষণের তীব্রতার তারতম্য হয়। দক্ষিণ অলিন্দের রক্তপ্রেস 70 মিটার পারদ পর্যন্ত বিশেষ কোনও উপসর্গ দেখা যায় না—না হলে সামান্য পরিশ্রমের ফলে শ্বাসকষ্ট, বুকে এ্যানজাইনার মত তীব্র যন্ত্রণা বা সংজ্ঞাহীনতা দেখা দিতে পারে। ফুসফুস ধমনীর উপর সিস্টোল জনিত রক্তের উচ্ছ্বাসের মর্মর ধ্বনি, কখনও প্রারম্ভে একটি ক্লিক শব্দের ফুসফুস ধমনীর দ্বিতীয় শব্দ বিলম্বিত ও মৃদুভাব শোনা যায়। রোগ খুব সাংঘাতিক হলে জগুলার শিরায় স্পন্দন সহ দক্ষিণ অলিন্দে ঘোড়ার পায়ের শব্দের মত শব্দ শোনা যায়। হৃদ রোগের রক্ত সঞ্চালন কম হলে প্রান্তিক নীলাভ দেখা যায়। ফোরামেন ওভালে ছিদ্র থেকে গেলে দক্ষিণ থেকে বাম নিলয়ের রক্ত সংমিশ্রণ জনিত কেন্দ্রীয় নীলাভ দেখা যায়।

একস্ রশ্মির সাহায্যে সংকোচনের পরের অংশে ফুসফুসে রক্তবাহী তন্ত্রের দাগ দেখা যায়।

হৃদযন্ত্রের বিদ্যুৎ তরঙ্গের নকশায় নিলম্বর বাধি বা স্বাভাবিকতা দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়

দক্ষিণ নিলয়ের রক্ত:প্রব বৃদ্ধির সঙ্গে ফোরামেন ওভোল ছিদ্র ৬৮ .. থাকলে তার মধ্যদিয়ে বিপরীত মুখী রক্ত সংমিশ্রণের ফলে অলিন্দের মধ্যস্থ প্রাচীরের অসম্পূর্ণতা ও ফুসফুস ধমনীর সঙ্কোচনের মত উপসর্গও (ফ্যালটেরটেট্রালজি) দেখা যায়।

[ফ্যালটের চারটি চিহ্ন—সহজাত হৃদ রোগীর যৌবনে যে চারটি চিহ্ন দেখা যায়—ফুসফুস ধমনীর সংকোচন, অলিন্দ মধ্যস্থ প্রাচীরের অসম্পূর্ণতা, দক্ষিণ নিলয়ের অতি বৃদ্ধি এবং মহাধমনীর দক্ষিণ দিকে অবস্থান।

চিকিৎসা

মহাধমনীর যে কোন রোগে ফসফোরাস ৩, ৬। এটি বিফল হলে ভ্যানাডিয়াম ৬, ১২।

শ্বাসকষ্ট থাকলে অরাম ৬x থেকে ৩০।

প্লাম্বাম ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

পচন অবস্থা ভাব দেখা দিলে সিকেলি ৩, ল্যাকেসিস্ ৬, ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x ভাল ফল দেয়।

আঘাতজনিত হলে তার জন্য আর্ণিকা ৩, ৬ বা অ্যাকোনাইট ৩x ব্যবহার্য।

ক্র্যাটিগাস মাদার সব অবস্থায় খুব ভাল ফল দিতে পারে।

ব্যারাইটা কার্ব ৩x ভাল ফল দিতে পারে।

কেলি অয়োড্ মাদার ও ক্যাল্কেরিয়া ফস ৩x ভাল ঔষধ—লক্ষণ অনুযায়ী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন এবং ভারী কোনও কাজকর্ম করা উচিত নয়।
2. হাল্কা, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া সব সময় প্রয়োজন হয়।
3. মানসিক উত্তেজনা সবসময় বর্জন করা কর্তব্য।
4. অর্জুন ছাল চূর্ণ খেলে সব সময় হার্টের রোগে ভাল ফল দেয়।

স্বাভাবিক হৃদযন্ত্রের বিরল ব্যতিক্রম

ফুসফুস ধমনীর কপাটিকায় অক্রমার ফলে বিঘ্ন, এবস্টাইনের ব্যাধি—ত্রিপত্রী কপাটিকার বিকৃত জনিত বিপত্তি ইত্যাদি।

হৃদযন্ত্রের দক্ষিণ ও বাম অলিন্দে রক্তের সরাসরি যোগাযোগ থাকে না কিন্তু সহজাত কারণে কয়েকটি বৈকল্য ঘটে।

অলিন্দ মধ্যস্থ প্রাচীরের অসম্পূর্ণতা

ছোটখাটো ধরনের ফোরামেন ওভালের অবলুপ্তি জনিত ছিদ্র বিশেষ মারাত্মক ব্যা ার নয়, যেহেতু একটি পাতলা পর্দা কপাটিকায় কাজ করে দেয়। কিন্তু যদি এই টি এক ধরনের সেটা সচরাচর স্ত্রী লোকের মধ্যে দেখা যায়। সেটা বিশেষ কষ্টদায়ক অবস্থা হতে পারে। বাম অলিন্দের মধ্যে রক্তপ্রেষ বেশি হলে রক্ত বামদিক থেকে ধাবিত হয়—ফলে, হৃদযন্ত্রের দক্ষিণ দিকে ফুসফুস ধমনী ও তার প্রধান শাখা সমূহের অতিবৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু পরে দক্ষিণ দিকে রক্ত জমার জন্য রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি হয়ে স্রোত বিপরীত দিকে ধাবিত হয় এবং সেই সময়ে রোগ লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে, শ্বাসকষ্ট, নীলাভ ও হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা জন্মায়। ষ্টার্নামের বামদিকে মর্মর ধ্বনি শোনা যেতে পারে।

কোটেন্ট ডাক্টাস আর্টিরিওসাস পি. ডি. এ

(ডাক্টাস আর্টিরিওসাস অনবলুপ্তি)

রক্ত সংমিশ্রণের খুব বেশি গোলযোগ না হলে উপসর্গ দেখা যায় না। কিন্তু বেশি হলে শ্বাসকষ্ট, ব্রঙ্কাইটিস, বুক ধড়ফড়ানি প্রভৃতি দেখা যায়। মহাধমনীর কপাটিকার ব্যর্থতার জন্য নাড়ী চুপসে যাওয়া, হৃদযন্ত্রের শীর্ষ কোণের মাত্রাতিরিক্ত ঘা, বাম দিকের প্রথম বা দ্বিতীয় পঞ্জরাস্থি মধ্যে নিয়ত মর্মর ধ্বনি অথবা কার্যকারণে দুই মাইট্র্যাল অঞ্চলে ডায়াসটোল জনিত মর্মর ধ্বনি বিদ্যুৎ তরঙ্গের নিশানের আধিক্যের প্রভাব ও ফুস ফুস ধমনীর রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি এবং সময়ে সময়ে শুরুতে দক্ষিণ নিলয়ের বৃদ্ধি দেখা যায়। এ্যাঞ্জিওকার্ডিয়োগ্রাফি, হৃদযন্ত্রের ক্যাথিটার নলের অনুভূতি প্রভৃতির দ্বারা রোগ নির্ণয় প্রমাণিত হয়। হৃদযন্ত্রের অন্তরাবরণে সংক্রমণ সম্ভাবনা ও খুব শিশু বয়সে হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা জনিত কারণে মৃত্যু হতে পারে।

ফুসফুস ধমনীর ছিদ্রের অভাব

(ATRESIA)

ফুসফুস, ধমনীর সংকোচন বা পি, ডি, এর মতো উপসর্গ দেখা যায়। সহযোগী রক্তবাহী তন্ত্রের পরিপূরক কার্য চলে।

ত্রিপত্র কপাটিকার উন্মোচনের অভাব

দক্ষিণ নিলয় ক্ষুদ্র ও নামমাত্র থাকে। শিরায় অপরিস্রুত রক্ত অলিন্দ প্রাচীরের মাঝ দিয়ে হৃদযন্ত্রের বামদিকে পৌঁছায়।

জন্মাবধি এইসব শিশুরা নীলাভ থাকে। বিদ্যুৎ তরঙ্গের নকশায় রোগ নির্ণয় সম্ভব হতে পারে।

ফুসফুসের ধমনীর রক্ত প্রেষাধিক্য ও নীলাভ
(আইসেন মেনজার উপসর্গাবলী)

নিলয়ের মধ্যে উন্মুক্ত ছিদ্র দিয়ে রক্তের গতি পরিবর্তনের ফলে নীলাভ দেখা যায় কিন্তু যদি ডাফটাস আর্টারিওয়াসের অনবলুপ্তির ফলে হয় তবে নীলাভ নিম্নাঙ্গে থাকে। শ্বাসকষ্ট, ব্যথা, সংজ্ঞাহীনতা, মুখে রক্ত ওঠা, ফুসফুসে রক্ত জমা ও সংক্রামণ প্রভৃতি দেখা যায়।

হৃদযন্ত্রের স্থানিক রক্তহীনতাজনিত ব্যাধি

হৃদযন্ত্রের আপন কার্যক্ষমতার জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করোনারী ধমনী থেকে আসে। কিন্তু এই সরবরাহ ব্যাহত হলে—হৃদযন্ত্রের ব্যথা (এ্যানজাইনা পেকটোরিস) অথবা মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু। হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা ও নানা ধরনের হৃদঘাত যন্ত্রের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

এজন্য রক্তহীনতাজনিত উপসর্গহীন তন্তু প্রকরণ বহুক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব। হৃদরোগ ঘটিত ব্যথা— হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীতে স্থায়ী ক্ষতি না থাকা সত্বেও ক্ষণস্থায়ী শ্বাসরোধকারী তীব্র যন্ত্রণাকারী এ্যানজাইনা অনুভূত হয়। করোনারী ধমনীর তঞ্চন জনিত ব্যথা আরও দীর্ঘস্থায়ী হয় ও হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যুর চিহ্ন বহন করে।

করোনারীর ধমনীর রক্ত তঞ্চন সর্বক্ষেত্রে থাকে না এবং ঐ ধমনীর কোনও কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া বা তঞ্চন জনিত পুরু পর্দার মধ্যে রক্তপাত হওয়াও কারণ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। করোনারী ধমনীর রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হলেই হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু সব সময়ই করোনারী সরবরাহে বাধা জনিত হয়। যন্ত্রণা অনুভূত কালে বিদ্যুৎ তরঙ্গে ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তন দেখা যেতে পারে এবং উৎকট যন্ত্রণায় স্থানিক মৃত্যুর চিহ্নও দেখা যেতে পারে।

হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু, আক্রান্ত করোনারী ধমনীর সহযোগী রক্তসঞ্চালন ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

প্রধান করোনারী ধমনীর কার্য ব্যাহত হলে পারিপার্শ্বিক রক্তবাহী তন্ত্রের আকৃতি গত বৃদ্ধি রক্ত সঞ্চালন স্বাভাবিক রাখার সহায়ক হয়। এ্যানজাইনা পেকটোরিস দীর্ঘস্থায়ী হলে হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু ঘটতে পারে—এমন বিশ্বাস করার কারণ আছে।

সম্ভবতঃ বিকার ক্রিয়ার পরিণতি জনিত অবাঞ্ছিত পদার্থের স্থানীয় সঞ্চয়ের জন্যই হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু ঘটে।

করোনারী ব্যাধি ছাড়া অন্যান্য ব্যাধিগুলির মধ্যে—

মহাধমনীর কপাটিকার ব্যাধিতে রক্তস্রোতের পুনরুদগীরণের ফলে বাম নিলয়ের ক্রিয়াবৃদ্ধি ও করোনারী ধমনীর সংকোচনের ফলে রক্ত সঞ্চালন কমে যায় এবং ঐ

সঙ্কোচনের ফলে মহাধমনীর ডায়াসটোল জনিত চাপ হ্রাস এবং করোনারী ধমনীর রক্ত সঞ্চালন কমে যায়।

সিফিলিস জনিত মহাধমনীর প্রদাহ হতে করোনারী ধমনীর রক্তস্রোত প্রবাহ ছিদ্রগুলি বাধা প্রাপ্ত হতে পারে।

ভীষণ রক্তাল্পতার অক্সিজেন বহনকারী ক্ষমতা কমে যায় এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধিতে ডায়াসটোলের সংক্ষেপের জন্য করোনারী সঞ্চালন ব্যাহত হয়।

রোগ লক্ষণ—স্টার্নামের নীচে বা সমস্ত বুকের উপর যন্ত্রণা অনুভব হয়। ব্যথা, চাপ, তীব্রতা বা পিষে ফেলার মতো মনে হয়। কিন্তু কোন সময়ে তীব্র যন্ত্রণার বদলে অস্বস্তিকর চাপ ধরার পরিস্থিতিও দেখা যায়। ছুরি মারা বা কেটে ফেলার মত হয় না—কিন্তু বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গী আছে। যন্ত্রণা অন্যত্র পরিবাহিত না হতে পারে। অথবা বাম বাহুতে আঙ্গুল পর্যন্ত—কখনও দক্ষিণে বা উপরের বাহুতে পরিবাহিত হতে পারে। হাতটি মাংসপেশীর সংকোচন জনিত মোড়া অবস্থায় বা বক্ষ সংকোচন জনিত অবস্থায় বিবর্ণ দেখায়। গলা, ঘাড়, কাঁধ বা পিঠে ব্যথাও পরিব্যাপ্ত হতে পারে।

এ্যানজাইনা পেকটোরিস —পরিশ্রমের পরিমাণগত সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যথায় রোগী স্থির থাকতে পারে এবং যন্ত্রণা শুরুর কয়েক মিনিট পর আপনি উপশম হয়। খাবার পর ঠান্ডা লাগানোর ফলে মানসিক উদ্বেগে ব্যথা হতে পারে। ট্রাইনাইট্রিন—গ্লিসারিন ট্রাইনাইট্রেট জাতীয় ঔষধে করোনারী ধমনী সম্প্রসারণ করায় সত্বর নিরাময় হয়।

পরিশ্রমান্তে বা পর পর অনেকগুলির হৃদযন্ত্রের বিদ্যুৎ তরঙ্গে নক্শা গ্রহণের ফলে কিছু পরিবর্তন দেখা সম্ভব হলেও সাধারণ এক্স রশ্মি বা বিদ্যুৎ তরঙ্গের নক্শার পরিবর্তন দেখা যায় না এবং সতর্কভাবে রোগ ইতিহাস শূন্য বা নাইট্রাইটের দ্রুত প্রভাবের কার্য লক্ষ্য করে রোগ নির্ণয় করতে হয়।

চিকিৎসা

ক্ষীণ ও বিষম গতিবিশিষ্ট নাড়ি, দুর্বলতা, মৃত্যুভয়- আর্সেনিক ৬, ৩০।

তরুণ অবস্থায় হার্টের ব্যথায়, অ্যাকোনাইট ৩, ৬, ৩০।

বুক ধড়ফড়ানি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩, ৬।

হৃৎপিন্ডের দুর্বলতায়, আর্স আয়োড ৩x।

হৃদস্পন্দন, মূর্চ্ছাবেশ, ক্ষীণ নাড়ি লক্ষণে—অ্যাসিড্ হাইড্রো—৩, ৬।

হৃৎপিন্ডের আক্ষেপ, হার্টে চাপ লক্ষণে দিতে হবে—ক্যাক্টাস্ ১x।

পাকস্থলির ক্রিয়াবৈষম্য লক্ষণে, নাজা ভামিকা ৩x থেকে ৩০।

হার্টের দুর্বলতা লক্ষণে, ক্র্যাটিগাস মাদার দ্রুত ফল দেয়।

নাড়ি অনিয়মিত, মৃদু এবং কম্পনশীল লক্ষণে, সিমিসিফিউগা ৩০ বা ২০০।

বুকে ব্যথা লক্ষণ ও আক্ষেপ লক্ষণে, ম্যাগ্ফস্ ৩x জলসহ সেব্য।

ডিজিট্যালিস্ দ্রুত হার্ট স্পন্দনে।

গ্লোনায়িন্ ৩, ৩০, ল্যাকেসিস্, স্পাইজিলিয়া, ট্যাবেকাম প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ অনুসারে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু
(Myocardial Infection)

করোনারীর রোগে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত করে রোগ সৃষ্টি করে। পরিশ্রম, মানসিক উদ্বেগ এর সঙ্গে এর সম্পর্ক কম—ঘুমের মধ্যেও হতে পারে। পুরুষের মধ্যে এটা বেশী হয়। মোটা বেঁটে লোকের মধ্যে দেখা গেলেও আকৃতিগত বৈচিত্র্য কোনও বড় কথা নয়।

করোনারী ধমনীর তঞ্চন বা অন্য কোনও ব্যাধি জড়িত থাকে বটে কিন্তু এদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছাড়াও এই ব্যাধি দেখা যায়।

রক্তে কোলেসটেরল ও রক্তপ্রেষ বৃদ্ধির সঙ্গে এর সম্পর্ক যুক্তিপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও পিত্তস্থলির ব্যাধির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে বলে অনেকে মনে করেন।

রোগ লক্ষণ—যন্ত্রণাই প্রধান উপসর্গ। কোনও কোনও রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং যন্ত্রণার আগমন ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু এই বেদনা হঠাৎ হতে পারে।

মৃদু আঘাত সামলে ওঠা ও ব্যথা নিবারণ করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু ব্যথার সঙ্গে শক ও হৃদযন্ত্রের উৎকট সাংঘাতিক ক্রিয়া বন্ধ জনিত মৃত্যুও সম্ভব। বেদনাহীন ব্যাধি প্রায় অসম্ভব এবং যেসব ক্ষেত্রে রোগী হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যু ঘটার পূর্বে সংজ্ঞাহীন বা শকগ্রস্থ হয় তারা হয়ত তীব্র যন্ত্রণা বুঝতে পারে না।

শক্—ক্ষতি সামান্য হলে সামান্য উপসর্গ দেখা যায় নতুবা প্রচুর ঘাম, হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং রোগীর চেহারায় অসহায় ভাব ফুটে ওঠে, বমি হতে পারে। ভীষণ দুর্বলতার সঙ্গে সংজ্ঞাহীনতা ভাব ফুটে উঠলেও কিন্তু সংজ্ঞা হারায় না। রোগীর রক্তবাহী প্রান্তিক কৌশিক জালিকার সংকোচনের জন্য হাত পা সাদা হয়। নাড়ীর গতি বৃদ্ধি ও ক্ষীণতা অনুভবের বাইরে চলে যায়। রক্তপ্রেষ কমে যায় ও সিসটোলিক এবং ডায়াসটোলিক রক্তপ্রেষ খুব কমে যায়।

নীলাভ দেখা যায়। এই অবস্থা বিশেষ ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। শক কাটিয়ে উঠলে রোগী আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে ওঠে। নাড়ী ও রক্তচাপের উন্নতি দেখা যায় এবং বাম নিলয়ের বিকলতারও উন্নতি ঘটে।

হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাম নিলয়ের উৎকট ব্যর্থতা দেখা যায়। হৃদকম্প্রঘটিত

হাঁপানির শ্বাসকষ্ট এবং ফুসফুসে জলস্ফীতি ও ব্যথা থাকে। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হলে রক্ত জমা জনিত কারণে হৃদযন্ত্রে ব্যর্থতা দেখা যায়।

চিকিৎসা

হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার জন্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ঔষধ দিতে হবে লক্ষণ অনুযায়ী।

হৃদস্পন্দন, হৃৎপিণ্ডে ও বক্ষগহ্বরে দ্রুত রক্তপ্রবাহ। ক্ষীণ নাড়ি লক্ষণে—অরাম ৬, ৩০।

হৃৎপিণ্ডের ব্যর্থতায় সব সময় ক্র্যাটিগ্যাস্ মাদার পরীক্ষা করতেই হবে। পাঁচ ফোঁটা জলসহ দিনে তিন চার বার।

অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য হলে—আর্ণিকা ৩, ৬, ৩০।

হার্ট রেট বৃদ্ধির লক্ষণে—ডিজিট্যালিস্ ৬, ৩০।

হার্ট রেট কম হলে—অ্যাকোনাইট ৬, ৩০।

স্নায়বীয় হৃদয় দুর্বলতা ও ক্ষীণ নাড়ি—ক্যাক্টাস্ মাদার ৩।

হৃৎপিণ্ডে চাপবোধ ও উদ্গার লক্ষণে—অ্যাসোফিটিডা ৩, ৬।

হৃৎপিণ্ডে বেদনা থাকলে—অ্যাসিড্ অক্জ্যালিক্ ৬, ৩০।

বুক ও কাঁধে ব্যথা, ঠিক যেন সুচ ফোটার মত, ক্ষীণ অনিয়মিত হৃদস্পন্দন লক্ষণে—কেলি কার্ব ৬, ৩০—রোগীর চেহারা একটু মোটা হয়।

হৃৎপিণ্ড থেকে যখন ফোঁটা ফোঁটা কিছু পড়ছে এই ধরণের অনুভব হলে—ক্যানাবিস্ ইন্ডিকা ৩, ৬, ৩০।

একটি লোহার বেড়ি যেন হার্টকে চেপে ধরে তবে কাজ করছে এমনি অনুভবে—ক্যাক্টাস্ মাদার বা ৩।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এই রকম লক্ষণে, ক্যাফেইন ১x।

হৃদস্পন্দন খুব বেশি—সামনে ঝুঁকলে আরও বেশি, বুকে ব্যথা, শ্বাস কষ্ট লক্ষণে—ব্যাপ্টিসিয়া ৩, ৬, ৩০।

হার্ট দপ্দপ্ করা, ধড়ফড় করা, শ্বাস কষ্ট, দম বন্ধ ভাব—গ্লোনইন ৩, ৬, ৩০।

বেশি ধূমপানের জন্য বা জর্দা সেবনের জন্য হার্টের রোগে—ট্যাবেকাম ৩, ৬, ৩০।

হৃৎপিণ্ড ও দম বন্ধ ভাবে (রাতে বৃদ্ধি)—গ্রিণ্ডেলিয়া মাদার বা ৩, ৬।

বেশি রক্ত বা রস নিঃসরণের পর হলে—চায়না, অ্যাসিড্ ফস্। এছাড়া নেট্রাম মিউর, ম্যাগ্ফস্, লিলিয়াম টিগ্ প্রভৃতি প্রয়োজন হতে পারে।

ব্যাধিটি মারাত্মক—আকস্মিক বা বিলম্বে মৃত্যু হয়। বয়স বেশী হলে অথবা চিকিৎসায় উন্নতি দেখা না গেলে অবস্থা খারাপ বুঝতে হবে। সামান্য আক্রমণে সেরে যাবার পর আংশিক পঙ্গুতা সহ বেঁচে থাকা সম্ভব।

করোনারী ধমনীর উৎকট অপ্রাচুর্য

করোনারী ধমনীর অবরোধ ব্যতীত অন্য কারণে হৃদযন্ত্রে করোনারী বাহিত রক্ত সরবরাহ অপ্রাচুর্য অথবা প্রয়োজনানুগ সংবহনে অক্ষমতা।

নানা ধরনের করোনারী ধমনীর কাঠিন্য থাকে তবে সাধারণতঃ করোনারীর পূর্ণ অবরোধ ঘটে না। হৃদযন্ত্রের অন্তরস্থ কলায় বা তার সঙ্গে মাংসপেশীর খণ্ডে খণ্ডে ক্ষয় দেখা যায় কিন্তু উপরের দিকে বা হৃদ্‌বরা কলায় দেখা যায় না।

রক্তক্ষয় জনিত বা অন্য কারণে শক বা রক্তে প্রেসারের অবগতি, উৎকট হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি বিষক্রিয়ার ফলে শ্বাসকষ্টেও ফুসফুসের উৎকট সাংঘাতিক ব্যাধি হয়।

নানা কারণে হৃদযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন অভাব জনিত সকল উপসর্গ ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা হয়। শক, হৃদযন্ত্রের বিকলতা জন্মায় বা রক্তে শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি দেখা যায়; কিন্তু কারণ ঘটিত ব্যাধির চিহ্ন পাওয়া যায়।

হৃদযন্ত্রে বিদ্যুৎ তরঙ্গের নিলয়ের নির্দেশক এস-টি সংস্থায় নিম্নগামী অবস্থাটি তরঙ্গের সমতল জাতীয় বা উলটানো অতরল নকশা আক্রমণে কিছুদিন পরপর পর্যন্ত দেখা যায়—কিন্তু কিউ তরঙ্গ স্বাভাবিক থাকে।

চিকিৎসা

ক্যাক্টাস্ গ্র্যান্ডিফ্লোরাস্ (Cactus granditlorou.) শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ল্যাট্রোডেক্টাস্ ম্যাক্ট্যান্স্ (Lactrodectus mactans) একটি বিশেষ ঔষধ। মাদার দু থেকে চার ফোঁটা জলসহ সেব্য।

গায়ে কাপড় রাখতে ভাল লাগে না লক্ষণে—ল্যাকেসিস্ ৩, ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

রোগীর ঝিমুনিভাব, ঘুম ঘুম ভাব থাকলে ওপিয়াম ৩, ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

ক্যাল্কেরিয়া আর্স—এই রোগে মাঝে মাঝে খুব ভাল ফল দেয়।

এপিস্ মেল ৩—প্রয়োজনে লক্ষণ অনুযায়ী ভাল ফল দেয়।

কেলি মিউর ৩—প্রয়োজনে শুভ ফল দেয়।

ক্র্যাটিগাস্ মাদার—পাঁচ ফোঁটা করে দিনে তিন-চারবার প্রয়োজনে দিতেই হবে

ফুসফুসের রোগজনিত হৃদরোগ
(Pulmonary cardiac diseases)

বেশি ধূমপান করা, ধোঁয়া, ধুলো প্রভৃতিতে থাকা প্রভৃতি কারণে সহরের বাসিন্দাদের এ রোগ হয়। এদের কারণ, পুরানো ক্রনিক ব্রংকাইটিস থাকে। ফুসফুসের মধ্যে বায়ুস্ফীতি (Emphysema), বায়ু প্রবেশে বিঘ্ন প্রভৃতির জন্য ফুসফুসের সূক্ষ্ম কৈশিক তন্ত্রের বিকলতা হয়। কাঠিন্য জন্মায়। ফুসফুসে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। রক্তে অক্সিজেন অভাব হয় তার ফলে প্রান্তিক রক্তবাহী তন্ত্রের কার্যে ব্যাঘাত হয়। অক্সিজেনের অভাবে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

এর পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে রক্ত বৃদ্ধি পায়।

ফুসফুসের পুরানো প্রদাহ জনিত রোগ দেখা যায়। রোগী পান্ডুর ও নীলাভ হয়। নখগুলি বেঁকে যায়। ব্রঙ্কিয়েক্টিস ও ব্রঙ্কিয়েকটাসিস প্রভৃতি হয়। X-Ray করলে ডান অলিন্দ বেশি ফোলা দেখা যায়।

চিকিৎসা

হার্টের রোগে—ক্যাটিগাস্ মাদার।

ফুসফুসে ঘড় ঘড় শব্দ, নিশ্বাসে বাধা প্রভৃতি ও বমিভাব লক্ষণে—ইপিকাক ৩, ৬, ৩০।

ফুসফুসের রোগে—অ্যান্টিম্ টার্ট ৩, ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

কাশি, বুকে ব্যথা, দ্রুত নাড়ি লক্ষণে, ফস্ফোরাস্ ৬, ৩০।

পুরোনো বুকের রোগ থাকলে—হিপার সালফার ৬, ৩০।

রক্ত ওঠা, কাশি—অ্যাকালিফা ইন্ডিকা ৩, ৬।

কাল্চে চাপ চাপ রক্ত ওঠা—হ্যামামেলিস ১x।

বুকে পুঁজ সঞ্চয় লক্ষণে—লাইকোপোডিয়াম ৩০।

বায়োকেমিক ফেরাম্ ফস্ ৬x, ১২x এবং কেলি মিউর ১২x, ৩০x শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সিফিলিস জনিত হৃদরোগ

(Syphilitic Heart Disease)

সংক্রান্ত সিফিলিস রোগ সাধারণতঃ হৃদযন্ত্রের বা রক্তবাহী তন্ত্রকে আক্রমণ করে না। অন্ততঃ এ রোগে পুরুষেরা বেশী হৃদরোগে আক্রান্ত হয়। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অনুপাত 30%। কিন্তু মহাধমনীর আক্রমণে 10%। রোগে সংক্রমণের 3 থেকে 10 বৎসর পরে হৃদযন্ত্রে বা রক্তবাহী তন্ত্রে রোগ অনুপ্রবেশ করে—মেহনতী লোকের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব বেশী। বর্তমানে উপযুক্ত চিকিৎসা ব্যবস্থায় সিফিলিস প্রাথমিক স্তরে নিরাময় সম্ভব হবার দরুন এ রোগের প্রাদুর্ভাব কমে গেছে। স্নায়ুতন্ত্রের সিফিলিস আক্রমণের ক্ষেত্রে শতকরা ৭০ ভাগ রোগী হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারে।

মহাধমনীর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল, হৃদযন্ত্রের মাংসপেশী বা মাঝারী ধরনের ধমনীর আক্রান্ত হতে পারে।

আরোহী মহাধমনীর প্রদাহের সূত্রপাতের ফলে সীমিত সীমায় যুক্ত ধমনীতে বা ধমনীর উপধমনীর চতুর্দিকে রক্তশূন্যতা দেখা যায় ও কোষ বিনষ্ট হয় এবং স্থিতিস্থাপক কলার বদলে তন্তুকলার উদ্ভব হয়। অন্তাবরণ কলায় প্রদাহ হয়ে ক্ষয় বা ঘা অথবা দীর্ঘচ্ছেদী ক্ষতচিহ্ন জন্মানো ; এই রোগের বিশেষত্ব। অন্যত্র হায়ালিন কোষ বৃদ্ধির ফলে ধমনী পুরু হয়, তঞ্চন ঘটে বা ক্যালসিয়াম জন্মায়। এইভাবে মহাধমনীর গায়ে পুরু ও পাতলা অংশ হয়। রক্তের চাপে পাতলা অংশের স্থানিক স্ফীতি (Aneurysm)

দেখা দেয়। থলির মত স্ফীতি দেখা যায়। এবং তার মধ্যে আংশিক জমাট বাধা স্তর সৃষ্টি হয়। স্ফীতির আঘাতে পারিপার্শ্বিক শরীর যন্ত্রে চাপ পড়ে ও ক্ষয় হয়ে হাড়ের ক্ষয় এক্স রশ্মিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে— স্ফীতি একাধিক হওয়া সম্ভব। আরোহী মহাধমনীর কপাটিকা পর্যন্ত এই ক্ষত বিস্তৃত হলে কপাটিকা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। কপাটিকায় যুক্ত অগ্রভাগ এই যোগ্যতাহীনতা আরও বাড়িয়ে তোলে। ভালব সাইনাস ও তৎসান্নিহিত স্থানে আক্রমণ প্রসারিত হলে করোনারী ধমনীর মুখে প্রদাহ প্রসারিত হয়ে আংশিকভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়— হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীতে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় এবং তন্তু জাতীয় কলার সৃষ্টি হয়—অবশ্য এটা সিফিলিস জনিত হৃদযন্ত্রের মাংস· পেশীর প্রদাহ নয়। হৃদযন্ত্রের গামা জাতীয় রোগ সাধারণতঃ দেখা যায় না।

রোগ লক্ষণ—বয়স সীমা 40 থেকে 55। মহাধমনীর ব্যর্থতা—বাতজনিত রোগের অনুরূপ।

বুকে ব্যথা—এ্যানজাইনার ব্যথার মত। হঠাৎ মৃত্যুও সম্ভব।

মহাধমনীর প্রদাহ —মহাধমনীর সিস্টোলিক মর্মর ধ্বনি ও দ্বিতীয় শব্দের আধিক্য এবং আরোহী অংশের প্রসারতা (এক্স রশ্মিতে যাহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়) রোগ নির্ণয়ের সহায়ক।

মহাধমনীর স্থানিক স্ফীতি (এ্যানুরিজম)—সিফিলিস রোগ আদিতে হয়। স্থানিক বৈশিষ্ট্যজনিত নানারকম উপসর্গ দেখা যায়। আশেপাশে শরীর যন্ত্রে চাপজনিত বেদনা ও বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ অনেকটা সাইনাসের অর্বুদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চিকিৎসা

বিভিন্ন লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসার বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে।

মহাধমনীর রোগ হয়েছে সন্দেহ হলে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে ফস্ফোরাস্ ৩, ৬।

এটি বিফল হলে দিতে হবে ভ্যানাডিয়াম ৬, ১২। শ্বাসকষ্ট থাকলে অরাম ৬x, ৩।

পচন অবস্থা মনে হলে, সিকেলি কর ৩, ৬।

ফেরাম ফস্ ৩x ভাল ঔষধ।

গায়ে কাপড় রাখতে অনিচ্ছা লক্ষণে দিতে হবে, ল্যাকেসিস ৬, ৩০।

প্রয়োজনে এই অবস্থায় প্লাম্বাম্ ৬।

আঘাত জনিত কারণে এই রোগ হলে, আর্ণিকা ৩, ৬, ৩০। দীর্ঘদিন পূর্বে হলে আর্ণিকা ২০০।

অ্যাকোনাইট্ ৩x থেকে ৩০ একটি ভাল ঔষধ আঘাতজনিত রোগে।

হার্টের অর্বুদ লক্ষণে, ব্যারাইটাকার্ব ৩x।

হার্টের দুর্বলতা লক্ষণে সব সময় দিতে হবে ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ তিন থেকে চার বার।

আর্স আয়োড্ ৩x খাবার পর খেতে হবে। এতে ভাল কাজ হয়।

কেলি আয়োড্ মাদার এবং ক্যাল্কেরিয় ফস্ ৩x প্রয়োজনে ভাল কাজ দেয়।

কপাটিকার দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি

কারণ—নির্বিশেষে প্রকৃতিগত বৈষম্য না থাকার দরুন এগুলিকে একসঙ্গে কপাটিকার ব্যাধির অন্তর্গত করা হয়। কপাটিকার ব্যর্থতা জনিত উপসর্গের চিকিৎসারও প্রকারভেদ খুবই কম।

বাতজনিত হৃদযন্ত্রের আস্তরণের প্রদাহ প্রধানত দায়ী। পর্যায়ক্রমে মাইট্রাল কপাটিকা এবং কখনো ত্রিপত্র কপাটিকা আক্রান্ত হয়। ফুসফুস ধমনীর কপাটিকাই বিশেষতঃ সহজাত ব্যাধির ফল। উপসংক্রমণ প্রভাবে রোগগ্রস্থ কপাটিকার অবস্থা আরও শোচনীয় হয়।

আঘাতজনিত কপাটিকার বিস্ফোরণও ঘটে। আকৃতিগত পরিবর্তন না থাকা সত্ত্বেও কপাটিকায় আবরণগত অভাব দেখা যায়—যেমন মাইট্রাল কপাটিকার অসম্পূর্ণতা বা ফুসফুস ধমনীর রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি জনিত বৃত্তের সম্প্রসারণ।

মাইট্রাল কপাটিকার ব্যাধি —সাধারণতঃ বাত জ্বরের পরিমাণ বশতঃ এই রোগের সূচনা। খুব মৃদু আক্রমণে বিশেষ কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। কিন্তু আক্রমণের তীব্রতা অনুসারে মারাত্মক উপসর্গ, শ্বাসকষ্টের ও হৃদযন্ত্রের অসাফল্য হেতু মৃত্যুও ঘটতে পারে। প্রাথমিক স্তরে কপাটিকায় অসাফল্য দেখা যায় কিন্তু পরে মাইট্রাল ছিদ্রেরও বিশেষ সংকোচন ঘটে। একান্ত মাইট্রাল কপাটিকার অসাফল্য খুব কম ক্ষেত্রে দেখা যায়।

ব্যাধি তত্ত্ব—বাত জ্বর জনিত হৃদযন্ত্রের অন্তরাবরণের প্রদাহ—পরে সেখানে তন্তু জাতীয় কলার আবির্ভাবের ফলে ভালবের কপাটিকায় বিকৃতি ঘটে এবং তার বন্ধনী রজ্জু কোষ (Cardiac Tendinae) ও তজ্জনিত মাইট্রাল ছিদ্রের সংকোচন ঘটে। কপাটিকাগুলির সংযোজন, কঠিনীকরণে ও ক্যালসিয়াম জমানোর ফলে মাইট্রাল ছিদ্র ছোট হতে হতে একেবারে একফালি বোতাম ঘরের মত সংকীর্ণ ছিদ্র হয়। বন্ধনী রজ্জুর সংকোচনের ফলে ফানেলের (Funnel) মত আকৃতি হয়ে ছিদ্র আরও সংকুচিত হয়।

মাইট্রাল অসাফল্য—নিলয়ের সিসটোলি সঙ্কোচনের ফলে বাম অলিন্দে রক্ত জমার ফলে আকৃতি বৃদ্ধি হয় এবং ডায়াসটোলের সময় বাম নিলয়ে রক্ত সঞ্চয় ঘটে কিন্তু অসাফল্য জমাবার আগে পর্যন্ত মহাধমনীতে রক্তক্ষেপণের কোনও তারতম্য হয় না।

রোগ লক্ষণ— বাম নিলয়ে অতিরিক্ত রক্ত ক্ষেপণের যতদিন সামর্থ্য থাকে ততদিন কোনও উপসর্গ দেখা যায় না। একান্তভাবে এই ব্যাধির আক্রমণ সাধারণতঃ দেখা যায় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্কোচনজনিত উপসর্গের মতই এর উপসর্গাবলী দেখা যায়।

মাইট্রাল অসাফল্যের জন্য বিশেষ কোনও উপসর্গ দেখা যায় না কিন্তু এই রোগ নিয়ে দীর্ঘ জীবন (60—70) লাভ করা সম্ভব। মধ্যে মধ্যে সিসটোল ঘাতের জন্য বুক ধড়ফড় করে কিন্তু দুর্বলতা বা ক্লান্তিবোধ থাকলেও শ্বাসকষ্ট বড় একটা দেখা যায় না অন্যান্য অন্তর্নিহিত রোগের কারণে মৃত্যু ঘটা সম্ভব। কপাটিকায় রজ্জু কণ্ধনী ছিঁড়ে যাবার ফলে উৎকট অসাফল্য দ্রুত হৃদযন্ত্রের অসাফল্য আনে।

নাড়ীর গতি স্বাভাবিক থেকে দ্রুতি হতে পারে এমনি জলাঘাত (Water hammer) জাতীয় হতে পারে। খুব বেশি রক্ত প্রত্যুৎগমন হলে হৃদযন্ত্র শীর্ণ কোণে প্রবল আঘাত হানে এবং তা অনুভব করা যায়।

স্টেথিসকোপে বিশেষতঃ হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণে প্রথম হৃদঘাতের অব্যবহিত পরেই সিসটোলের মর্মর ধ্বনি কানের দিকে প্রবাহিত হয়ে যায়। বেশি জোরে হলে হাতের তালুতে এর কম্পনের অনুভূতি পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হৃদঘাত শব্দ মর্মর ধ্বনির মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যায়। নিলয়ের মাত্রাধিক্য রক্ত পূরণের দরুন তৃতীয় হৃদঘাত পূরণের শব্দ পাওয়া যায় না। অতিরিক্ত সিসটোলের পরিণামে অলিন্দের তন্তু জাতীয় সঙ্কোচন সম্ভব।

এক্স-রে রশ্মি পরীক্ষা —সরাসরি দর্শনে অলিন্দের অতিবৃদ্ধি এবং নিলয়ের সিসটোল সময় পূর্ণ হবার ফলে অতিকায় হওয়া দ্রষ্টব্য। বেরিয়াম খাওয়ালে এই সময় গ্রাসনালীর পিছনে সরে যাওয়া প্রায়ই দেখা যায়। এছাড়া বাম নিলয়ের কিছুটা বৃদ্ধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

রক্ত ইনজেকশন করার পর এক্স রশ্মির মাধ্যমে বেশ ভালভাবে এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা সম্ভব।

বিদ্যুৎ তরঙ্গের নকশার ছন্দ ভঙ্গ ও সামান্য বাম নিলয়ের অতিবৃদ্ধি ধরা পড়ে।

জটিলতা —জীবাণু সংক্রমণ জনিত অন্তরঙ্গ হৃদযন্ত্রাবরণ কলার প্রদাহ ঘটা সম্ভব তবে মাইট্রাল সংকোচনের মত জমাট রক্ত উৎক্ষেপণ বিরল।

রোগ লক্ষণ —কেবলমাত্র সিসটোলের শুরুতে নয়, সারা সিসটোল পরিব্যাপ্ত ডায়াসটোল ঘাত অবলোপকারী মর্মর ধ্বনি, অতি প্রবল হৃদযন্ত্র শীর্ণ কোণের ঘাত এক্স রশ্মিতে উল্লেখিত বিশেষতঃ সংক্রামণ জনিত হৃদযন্ত্রের অন্তাবরক কলা প্রদাহে হঠাৎ কপাটিকা রজ্জু ছিঁড়ে যাবার ফলে সর্বব্যাপী মর্মর ধ্বনি রোগ নির্ণায়ক। নিলয় মধ্যস্থ 'প্রাচীরের অসম্পূর্ণতা সংক্রামণ জনিত হৃদরোগ, মহাধমনীর সঙ্কোচন প্রভৃতি এবং নির্দোষ সিসটোলের মর্মর ধ্বনি ভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে।

চিকিৎসা

হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত থাকলে এবং হার্টে প্রবল চাপবোধে লিলিয়াম টিগ্ মাদার বা ৩, ৬।

সকালে রোগ বৃদ্ধি এবং হৃদকম্প লক্ষণে স্পাইজিলিয়া ৩ খুব ভাল ফল দেয়।

অনিয়মিত হার্ট, মৃদু নাড়ি—লরোসিরেসাস, ৩, ৬, ভাল ফল দেয়। শিশুদের মুখ নীল লক্ষণেও এটি ভাল ফল দেয়।

স্নায়বিক দুর্বলতা এবং হৃদকম্পতে ও ক্ষীণ নাড়িতে ভাল ফল দেয়—কক্কাস মাদার, ৩, ৬, ৩০।

সব ধরনের ক্ষেত্রে অপূর্ব ফল দেয় ক্র্যাটিগাস মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ তিন-চার বার।

হার্ট রেট দ্রুত হলে, ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬, ৩০।

হার্ট রেট অতি ধীর হলে, অ্যাকোনাইট ৩, ৬।

হার্টের দুর্বলতায়, গ্রিণ্ডেলিয়া মাদার ৩, ৬।

ক্যাক্টাস্ মাদার একটি ভাল ঔষধ।

এছাড়া অন্যান্য ঔষধের জন্য লক্ষণ অনুযায়ী গ্রন্থের শেষ অংশে রিপোর্টরী দ্রষ্টব্য।

মাইট্র্যাল সংকোচন

মাইট্র্যাল ছিদ্রের ব্যাস স্বাভাবিক ৪·5 সেঃ মিঃ। 2·5 সেঃ মিঃ তে নেমে আসলে তবেই উপসর্গ দেখা যায়। অবশ্য এর আগে উপসর্গ দেখা দিতে পারে কিন্তু 2·5 সেঃ মিঃ হলে রোগী শয্যাগত হয়ে পড়ে। দক্ষিণ অলিন্দ থেকে নিলয়ে রক্ত প্রবেশ করতে না পারার দরুন অলিন্দে রক্ত জমা হয়—ফুসফুস ধমনীতে রক্তপ্রেস বড়ে—ফুসফুস ধমনীর শাখা-প্রশাখাও কৈশিক জালিকার মধ্যে সেই রক্তের প্রেসের প্রভাব পড়ে এবং ফুসফুসের কোষগুলির ক্ষতি সাধন করে। জলস্ফীতি ঘটে। দক্ষিণ নিলয়ের কার্যভার বেড়ে যায়, অতিরিক্ত কাজ সামলাতে দক্ষিণ অলিন্দ ও নিলয়ের অতিবৃদ্ধি ঘটে। বাম অলিন্দ চলে। বাম অলিন্দে অসাফল্য হলে বামদিকের নিলয়ের ব্যর্থতা আসে। ফুসফুসের রক্ত সঞ্চালনের বাধার জন্য রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি ও রক্তজমা জনিত দক্ষিণ নিলয়ে ব্যর্থতা জন্মায়।

রোগ লক্ষণ—কিন্তু রোগীর কোনও রোগ লক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে আবার অনেকে রক্ত জমা হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতায় মারা পড়ে।

শ্বাসকষ্ট—প্রথম সামান্য পরিশ্রমে, এবং পরে বিশ্রামের সময় অথবা নিদ্রার মধ্যে বা হঠাৎ ইহার আবির্ভাব ঘটে। ফুসফুসের জমাট টুকরো উৎক্ষেপণ বা জলস্ফীতির দরুন কফ ও রক্ত ওঠা. ফেনাযুক্ত কফ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। দক্ষিণ নিলয়ের ব্যর্থতার জন্য শোথ, যকৃৎ বৃদ্ধি, উদরী প্রভৃতি দেখা যায়। ফুসফুসে

বড় রকমের টুকরো উৎক্ষেপণের ফলে মুখে বেশি রক্ত উঠতে পারে। ফুসফুসে রক্ত জনিত অল্প রক্ত ওঠা সম্ভব। বুকে ব্যথা সাধারণতঃ থাকে না অথবা ভয় অনুভূত হয়। হৃদযন্ত্রের আকার বড় হয়ে গেলে অস্বস্তি হয়। হঠাৎ বুকে ব্যথা টুকরো উৎক্ষেপণের লক্ষণ। করোনারী ধমনীর বিফলতা জনিত হতে পারে। প্রাণান্তকর ক্রমাগত শুকনো কাশি ও স্বরভঙ্গ দেখা দিতে পারে। ক্রমবর্ধমান বাম অলিন্দের চাপে রেকারেণ্ট ল্যারিঞ্জিয়্যাল নার্ভের উপর চাপ পড়ে আংশিক পক্ষাঘাত হবার ফলে এবং খাদ্য গ্রহণে কষ্ট হয়। কদাচিৎ বাম অলিন্দের চাপে কশেরুকা ক্ষয়প্রাপ্তির জন্য দুই অংশ ফলকের মধ্যে যন্ত্রণা অনুভূত হতে পারে।

বাধার মধ্য দিয়ে রক্ত অনুপ্রেরণের ফলে হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণে ডায়াসটোলের মর্মর ধ্বনি শোনা বিশেষ অর্থবহ। বাম দিকে বক্ষ পিঞ্জরের উপর এবং পঞ্জরাস্থির মধ্যে দক্ষিণ নিলয়ের হৃদঘাতজনিত স্পন্দন দেখা যায় এবং আরও বামদিকের হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণে আঘাত জনিত স্পন্দন দেখা যায়। সেটি সিসটোলের সময় তীক্ষ্ন ও সুস্পষ্ট হয় এবং কম্পন অনুভূত হতে পারে। দক্ষিণ নিলয়ের অতিবৃদ্ধির ফলে স্টার্নামের পাশে তীক্ষ্ন স্পন্দন ফুসফুসের ধমনীর রক্ত প্রেষাধিক্য সূচিত করে এবং তার উপর দ্বিতীয় হৃদঘাত অনুভব করা যায়।

স্টেথিসকোপে বুকের সর্বত্র শব্দ তীক্ষ্ন ও জোরালো এবং হৃদযন্ত্রের শীর্ণকোণে সব থেকে তীব্র ধ্বনি শোনা যায়। দ্বিতীয় হৃদঘাত শ্বাস ধমনীর তীব্র হয় এবং তার পরবর্তী কপাটিকা বন্ধের শব্দ হয়—ধমনীর রক্ত প্রেষাধিক্য থাকলে আরও জোরালো হয় এবং ঠিক পরেই কপাটিকা উন্মোচনের শব্দ শোনা যেতে পারে, ক্যালসিয়াম জমে গেলে এই শব্দ অপেক্ষাকৃত মৃদু হয়। কপাটিকা উন্মোচনের পর নিচু নিম্ন গ্রামের ডায়াসটোলের মধ্যে মর্মর শব্দ শোনা যেতে পারে। এর স্থায়ী কাল কম কিন্তু পুরো ডায়াস্টোলের ফলে প্রচুর বিলম্বিত হতে পারে। হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণে রোগীকে সামান্য বাম কাতে শুইয়ে এই মর্মর ধ্বনি ভালভাবে শোনা যেতে পারে। ডায়াসটোল জনিত মর্মর ধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামের মর্মর ধ্বনির সঙ্গে মিশে যায়।

উচ্চগ্রামের মর্মর ধ্বনি সিসটোলের পূর্বে বা অলিন্দে সিসটোলের এবং পরিশ্রমের ফলে আরও স্পষ্ট হয়ে আসে। শ্বাস ধমনীর রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি হয় না এবং কপাটিকা উন্মোচনের চিহ্নই একমাত্র থাকে। রক্তপ্রেষ এবং নাড়ীর বেগ প্রায়ই কম হয়—দক্ষিণ নিলয়ে অসামানাতা ঘটলে শিরায় রক্তপ্রেষ বৃদ্ধি ঘটে।

অলিন্দের তন্তুজনিত পরিবর্তন ও অতিরিক্ত স্পন্দন, হৃদঘাতের ছন্দের পরিবর্তন। অস্বাভাবিক ছন্দ, বুক ধড়ফড়ানি, শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি দুর্বলতা বা রক্ত জমা জনিত হৃদযন্ত্রের অসাফল্য নাড়ির গতিবেগ বৃদ্ধি জনিত অবস্থায় অবনতি সূচিত করে—কিন্তু হৃদযন্ত্রের উদ্দীপক সঞ্চারক ব্যবস্থায় বাধা থাকলে নাড়ীর গতি মন্থর হয়ে যায়।

প্রান্তিক নীলাভ, চপেটাঘাতের মত হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণের হৃদঘাত স্টার্নামের নীচে বা বামদিকে বা পেটের উপর পাওয়া যায়। ডায়াসটোলের কম্পন অনুভব করা ও ডায়াসটোলের মর্মর ধ্বনি, প্রথম হৃদঘাতের জোরালো শব্দ একস্ রশ্মিতে বাম অলিন্দের বৃদ্ধি, হৃদযন্ত্রের বিদ্যুৎ তরঙ্গের দক্ষিণ নিলয়ের বৃদ্ধি এইগুলি সমষ্টিগত-ভাবে বা অধিকাংশ রোগ নির্ণয়ের সহায়ক।

চিকিৎসা

নির্দিষ্ট কোনও ঔষধ নেই। লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন। সিমিসি-ফিউগা ৩০—দমবন্ধভাবে খুব ভাল ঔষধ।

বিষম নাড়ী, ক্ষীণ দুর্বলতা প্রভৃতিতে এবং জ্বালা—আর্সেনিক ৬, ৩০।

বুকে ব্যথা শুরু হলে এবং হার্ট রেট কম হলে, অ্যাকোন ন্যাপ ৩, ৬, ৩০।

হার্টের দুর্বলতায় ক্র্যাটিগাস মাদার পাঁচ ফোঁটা করে রোজ তিন বার।

বুকে প্রবল চাপবোধ, ক্যাক্টাস্ ৩x।

সিমিসিফিউগা ৩০ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হার্ট রেট বেশি থাকলে, ডিজিট্যালিস্ ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

বেলেডোনা ৬, ৩০, আর্স আয়োড্ ৬, ৩০।

এসিড্ হাইড্রো ৩, ৬, ক্যাক্টাস্ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ ভেদে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে।

এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে লেখা হয়েছে গ্রন্থশেষে রেপার্টরী অংশে।

মহাধমনীর সংকোচন

মহাধমনীর ছিদ্রের অন্তত সিকিভাগ বা তারও কম হয়ে গেলেও মহাধমনীর সংকোচনের প্রভাবে উপসর্গ দেখা দেয়। রক্তের প্রক্ষেপণ পরিমাণ ও করোনারীর রক্ত প্রবাহ কমে যায়। বাম নিলয় বৃদ্ধি পেয়ে অসাফল্য দেখা যায়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাতজ্বরের অথবা অন্যান্য অসুখের সম্ভাব্যবহার দেখা যায়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে মহাধমনীর সংকোচন ও ক্যালসিয়াম জন্মানোর লক্ষণ দেখা দেয়। এর সঙ্গে সাধারণতঃ একটি দ্বিপত্রিক কপাটিকা সংযুক্ত ব্যাধির লক্ষণ থাকে।

রোগ লক্ষণ—বাম নিলয় যতদিন ক্ষতিপূরণে সমর্থ থাকে ততদিন অল্প স্বল্প সংকোচনের কোনও উপসর্গ দেখা যায় না কিন্তু বাম নিলয়ের ক্রমশঃ অতিবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং অস্বাভাবিক জমা রক্ত পরিচালনে অসমর্থ হলে রক্ত উদ্গীরণের ও বাম নিলয়ের অসাফল্যের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এছাড়া সংজ্ঞাহীনতা, মাথা-ঘোরা, হঠাৎ অচেতনা হয়ে যাওয়া ও বুকে এ্যানজাইনার ব্যথা, হৃদযন্ত্রের উদ্দীপক

প্রেরণে বাধা ও হঠাৎ মৃত্যু দেখা যায়। মস্তিষ্কে অথবা হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর রক্ত হীনতাই এর কারণ বলে মনে হয়।

রোগ চিহ্ন—নিলয়ের অতিবৃদ্ধি জনিত হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণের প্রবল হৃদঘাত এবং সেই জায়গার উপর কম্পনের অনুভূতি সাধারণতঃ গলার দিকে প্রবাহিত হয়। রোগীকে সামনের দিকে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অবস্থায় ঝুঁকিয়ে ডায়াসটোলের মর্মর ধ্বনির শব্দ শোনা যায়।

সিসটোলের কর্কশ মর্মর ধ্বনি স্টার্নামের ডানদিকের উপর থেকে গলার ক্যারোটিড ধমনীর নিচে সম্প্রসারিত হয় এবং মহাধমনীর হৃদঘাত শব্দ অস্পষ্ট বা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মহাধমনীর অথবা ডায়াসটোলের ধ্বনি প্রায় থাকে বটে তার জন্য মহাধমনীর অসাফল্য বোঝায় না ও নাড়ীর গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

সিসটোলের রক্তপ্রেস নেমে যায় এবং ডায়াসটোলের সঙ্গে—এর পার্থক্য কমে আসে। বাম নিলয়ের অতিবৃদ্ধি ও বিস্তার এবং মহাধমনীতে ক্যালসিয়াম জমা বা বিদ্যুৎ তরঙ্গের নকশায় এবং এক্স রশ্মিতে ধরা যায়।

চিকিৎসা

চিকিৎসা পদ্ধতি হার্টের অন্যান্য রোগের মত আগে বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ চিকিৎসার জন্য গ্রন্থশেষে—রেপার্টরী দ্রষ্টব্য।

মহাধমনীর অসাফল্য—এ রোগের বিশেষ কারণের মধ্যে অধিকাংশ বাতজ্বরের এবং মহাধমনীর প্রদাহের ফল হয়। কদাচিৎ আঘাতে বা সংক্রমণ জনিত হৃদযন্ত্রের অন্তরাবরণ কলায় প্রদাহের পরিণতি হিসাবে দেখা যায়। রক্তচাপের বৃদ্ধি বা মহাধমনীর রক্ত তঞ্চনের উপপাদ্য হিসাবে কার্যকরী অসাফল্য দেখা যায়।

রোগ লক্ষণ—বাম নিলয়ের ক্ষমতা বলে ডায়াসটোলের রক্ত উদ্‌গীরণের ক্ষতি পূর্ণ ব্যবস্থা প্রায়ই সম্ভব হতে পারে এবং বহু বৎসর যাবত রোগী সুস্থ থাকতে পারে কিন্তু এই ক্ষমতা চিরকাল থাকে না এবং বাম নিলয়ের অসাফল্য জনিত ক্রমবর্ধমান শ্বাসকষ্ট—অল্প পরিশ্রমের পরেই দেখা দেয় ও ক্রমে বিশ্রামের মধ্যে ও পর্যায়ক্রমে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়—এটা বেড়ে গেলে রোগীর পক্ষে শুয়ে থাকা সম্ভব হয় না এবং রোগী সামনে ঝুঁকে বসে থাকতে (Orthopnoea) বাধ্য হয়। রক্তজমা জনিত হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার শেষ পরিণাম।

রোগ চিহ্ন—1 রোগীকে বসিয়ে বা দাঁড় করিয়ে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অবস্থায় দম বন্ধ করে পরীক্ষা করা সহজ—ফুঁ দেবার উচ্চ গ্রামের মর্মর ধ্বনি—দ্বিতীয় হৃদঘাত শব্দের অব্যবহিত পরে সুরু হয় এবং ডায়াসটোলের প্রথম পর্যায়ে শোনা যায়—এর সঙ্গে ফুঁ দেবার মত সিসটোলের মর্মর ধ্বনি প্রায়ই সংযুক্ত থাকে। মর্মর ধ্বনি স্টার্নামের বামদিকে ভাল শোনা যায়।

2. বাম নিলয় অতিবৃদ্ধির দরুণ, হৃদযন্ত্রের শীর্ণ কোণ নীচে বামদিকে সরে যায় এবং ঘাত খুব প্রচণ্ড বোধ হয়।

3. ডায়াসটোলের রক্তপ্রেষ কমে যায় এবং সিস্টোলের সঙ্গে পার্থক্য কমে আসে। মহাধমনীর একান্ত প্রান্তিক অসাফল্যের দরুণ লক্ষণগুলি।

4. জলাঘাত জাতীয় (Water Hammar) বা চুপসে যাওয়া নাড়ীঘাত পাওয়া যায় যাতে পরীক্ষারত আঙ্গুল হঠাৎ ধাক্কা দিলে নাড়ী আবার চুপসে যায়। ক্যারোটিড প্রভৃতি ধমনীর স্পন্দন বেশী হয়ে ওঠে।

5. প্রান্তিক কৌণিক রক্ত জালিকার স্ফীতির উপাঙ্গের রক্তিমাভা ও গরমভাব থাকে এবং নখের নীচে কৌশিক জালিকার স্পন্দন দেখা যায়।

6. এক্স রশ্মির দ্বারা বাম অলিন্দের অতিবৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ তরঙ্গের দ্বারা এক সরেতে সেই চিহ্ন দেখা যায়।

চিকিৎসা

হার্টের সব রকম রোগের ক্ষেত্রে দিতে হবে ক্যাটিগাস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ রোজ তিন থেকে চার বার।

ধমনীর সন্দেহে ফস্ফেরাস ৩, ৬ সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে। এতে কাজ না হলে ভ্যানাডিয়াম্ ৬, ১২ দিতে হবে। শ্বাসকষ্ট ভাব থাকলে, অরম মেট ৬x, ৩ বা ১২ দিতে হবে।

ফেরাম ফস ৩x, ৬x বা ১২x একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

দ্রুত নাড়ির শ্রেষ্ঠ ঔষধ—লক্ষণ অনুযায়ী অরাম মেট—৩—৩০, আর্সেনিক ৬—৩০, অ্যান্টিম টার্ট ৬, ৩০, ওপিয়াম ৬, ৩০, কল্চিকাম ৬, ৩০ ক্রোটেলাস্ মাদার, ৩ গ্লোনয়িন ৬, ৩০, ফস্ফোরাস্ ৩, ৩০ সিকেলি কর ৬, ৩০ প্রভৃতি।

ত্রিপত্র কপাটিকার ব্যাধি

এই ব্যাধি বিরল সহজাত। কিছু অংশ বাতজ্বরের বা সাংঘাতিক মাইট্রাল সংকোচন বা মহাধমনীর কপাটিকার ব্যাধির সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। সংযোগী ব্যাধির প্রবাহে ত্রিপত্র কপাটিকার ব্যাধির সম লক্ষণগুলি সংযুক্ত হতে পারে। এর কার্যকারিতার ফলে দক্ষিণ নিলয়ের [illegible] ও হৃদযন্ত্রে বিস্ফোরণ সম্ভব।

রোগ নির্ণয় লক্ষণ

নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে স্পন্দনের [illegible] মর্মর ধ্বনি স্টার্নামের নিচের দিকে প্রকট হয়।

জুগুলার শিরার স্পন্দন বৃদ্ধি। যকৃতের আয়তন বৃদ্ধি জনক স্পন্দন। দক্ষিণ নিলয়ের ফুসফুসে রক্ত নির্গমন বা মাইট্রাল সংকোচন রক্ষা কবচ হিসাবে শ্বাসকষ্ট কম করে এবং সমনে ঝুঁকে শ্বাস গ্রহণের কষ্টবর প্রমাণ থাকে না।

সংকোচন বেশি হলে অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন হতে পারে।

হৃদ্ধরা কলার ব্যাধি

হৃদ্ধরা কলার প্রদাহ উৎকট অথবা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। প্রাথ. * ভাবে অন্য কোনও রোগের সহকারী হিসাবে দেখা যায়। উৎকট রোগে এই প্রদাহ শুষ্ক বা তন্তু বিশিষ্ট বা তরল হতে পারে। দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ (1) সংকোচনযুক্ত (2) পারিপার্শ্বিক দেহ যন্ত্রে আঁকোনো অবস্থা অথবা কখনও বা (3) পুরাতন তরল পদার্থ সমন্বিত হতে পারে।

হৃদ্ধরা কলার উৎকট প্রদাহ

বাতজ্বর, যক্ষ্মা, হৃদযন্ত্রের মাংস পেশীর স্থানিক মৃত্যু, পুঁজ জনিত সংক্রামণ, ইউরিমিয়া, ক্যানসার, জাতীয় ব্যাধি আঘাত, বিনা কারণে জল জমা সহ, কোলাজেন, ঘটিত সংযোগ কলার ব্যাধি, অস্ত্রোপচার প্রভৃতি কারণে উৎকট প্রদাহ ঘটে।

ব্যাধিতত্ত্ব—প্রদাহ রীতি অনুসারে জলীয় রক্ত বা পুঁজকে পদার্থ হৃদ্ধরা কলার দুই স্তরের মধ্যে জমা। জলীয় রক্ত বা পুঁজজনক রোগের প্রায় একই পরিণতি তন্তু জাতীয় কলা জন্মানো। এই তন্তু সংকোচনের ফলে দুটি পর্দা সংবদ্ধ হয়ে এই অতিরিক্ত মাত্রার ফলে হৃদযন্ত্রকে পিষে ফেলে। জলীয় পদার্থের উৎক্ষেপণে 100 মি. লিটার থেকে 2 লিটার পর্যন্ত তরল পদার্থ জমতে পারে। এই তরল পদার্থ খর খোয়া জলের মত রঙ কিন্তু প্রোটিন জাতীয় জিনিষের আধিক্য থাকলে একটু ঘোলা দেখায়। রক্তজমা ক্যানসার জাতীয় রোগের ইঙ্গিত বহন করে পুঁজযুক্ত উৎক্ষেপণের সাধারণতঃ পুঁজ জনক জীবাণুর সংক্রামণের ফল এবং পরিমাণ খুব কম।

রোগ লক্ষণ—আনুষাঙ্গিক রোগ লক্ষণই প্রকট হয় এবং উৎক্ষেপণে থাকা না থাকাও তার পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

সাধারণতঃ ফুসফুসের আবরণ পর্যন্ত রোগ বিস্তৃত না হলে ব্যথা থাকে না—কিন্তু সংক্রামণ জনিত, হৃদযন্ত্রের মাংসপেশীর স্থানিক মৃত্যুতে ক্যানসার জাতীয় ব্যাধি বা ইউরিমিয়া জাতীয় রোগে ব্যথা, স্বাভাবিক উৎক্ষেপণ খুব বেশী হলে বুক চাপ ধরার মত ব্যথা করে।

ঘর্ষণ শব্দ—হৃদ্ধরা কলার মধ্যে ঘর্ষণ শব্দ সমস্ত হৃদযন্ত্রের উপর অথবা সাধারণত স্থানিকভাবে স্টার্নামের বাম দিকে শোনা যায়। শ্বাসবন্ধ করে শুনলে হৃদঘাতের সঙ্গে এই শব্দ সামঞ্জস্য থাকে এবং বাহ্যিক আঁচড়ের মত শব্দ শোনা যায়। এর স্থিতিকালের স্থিরতা থাকে না। নিঃশ্বাস টানার ফলে উপরিস্থিত ফুসফুসাবরণের উপর চাপ পড়ে, ঘর্ষণ শব্দ বেড়ে যেতে পারে।

উৎক্ষেপণ—জলীয় পদার্থের পরিমাণ 500 মিঃ লিটার কম হলে, পরীক্ষায় ধরা পড়ে। সমস্ত হৃদযন্ত্রের উপরের বধির ঠোকা শব্দ বেড়ে যায় এবং যদি হৃদযন্ত্রের শীর্ণ

কোণের অস্তিত্ব অনুভব করা সম্ভব হয়, তবে এই বধির শব্দ তবে বাইরেও প্রকট হয়। হৃদঘাতের অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। উৎক্ষেপণের পরিমাণ বেশি হওয়ার ফলে এবং অংশ ফলকের নিচে ফুসফুস চিপসে যাওয়ার ফলে বাতাস ঘটিত (শ্বাস-প্রশ্বাসের স্থিতিকালের সমতা বা প্রশ্বাসের স্থিতিকালের বৃদ্ধিবৃত্ত) শব্দ শোনা যায়।

হৃদযন্ত্রের পেষণ (Tamparade)

জলীয় পদার্থ উৎক্ষেপণের পরিমাণ অতিবৃদ্ধি হলে বা জলীয় পদার্থ শুকিয়ে যাবার পর অথবা তন্তুজ জন্য প্রদাহের পরিমাণ হৃদযন্ত্রে পিণ্ড হয়ে ডায়াসটোলের সময় হৃদযন্ত্রের রক্তপূর্তির বিঘ্ন ঘটে সুতরাং প্রতিটি হৃদঘাতের উৎক্ষিপ্ত রক্তের পরিমাণ কমে যায়। হৃদঘাত দ্রুততর হয়। রক্তপ্রেষ কমে যায়। শিরায় রক্তপ্রেষ কমে যায় এবং যার জন্য শক জনিত উপসর্গের আবির্ভাব ঘটে।

পালসাস প্যারাডক্সাস

শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে ফুসফুসে রক্ত তন্ত্রে রক্ত সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং হৃদযন্ত্রের বাম দিকে খুব কম রক্ত প্রবেশ করে সুতরাং নিশ্বাস গ্রহণের সময় নাড়ীর রক্ত সঞ্চয় কমে যায় ও নাড়ীঘাত কোমল হয়।

এক্স রশ্মির পরীক্ষায় বিরাট জলীয় পদার্থ জমে যাবার ফলে হৃদযন্ত্রের আকার ন্যাসপাতির আকারে খুব বেড়ে যায় এবং এর প্রান্তিক সীমারেখার রক্ত প্রবাহ জনিত স্পন্দন কমে যায়—ধারাবাহিক ছবিতে এই ছবির আকারের তারতম্য ঘটে।

হৃদযন্ত্রের ধারাবাহিক বিদ্যুৎ তরঙ্গরেখায় এস টি ও-টি তরঙ্গের বিকৃতি দেখা যায়।

চিকিৎসা

এ রোগের কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত ও বর্ধিত হলে. ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬।

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বার হলে. অ্যাকোনাইট ৩, ৬।

শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ও হৃৎপিণ্ডে ব্যথা লক্ষণে. ক্যাক্টাস্ ১২, ৩x।

হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ ও পেশীসমূহ শিথিল লক্ষণে, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ৩x, ১২x।

বেশি ব্যায়ামের জন্য হার্টের দুর্বলতা লক্ষণে, আর্নিকা ৬, ৩০।

ক্র্যাটিগাস্ মাদার পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অর্জুন মাদার পাঁচ ফোঁটা করে জলসহ রোজ তিন-চার বার একটি ভাল ঔষধ।

আর্সেনিক ৬ এবং স্পাইজেলিয়া ৬ প্রয়োজন অনুযায়ী ভাল ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

হার্টে ব্যথা ও দমবন্ধ অবস্থায় বুকে চাপ প্রয়োগ এবং কৃত্রিম শ্বাস ব্যবস্থা প্রয়োজন।

হাল্কা খাদ্য বা পানীয় দিতে হবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হাড় বা অস্থির বিভিন্ন ব্যাধি

হাড়ের আকৃতি

হাড় বা Bone যে কোন ধরনেরই হোক না কেন, তা হলো দেহের সবচেয়ে শক্ত Connective Tissue। যেমন একটা প্রতিমা তৈরী করতে গেলে আগে চাই বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি দিয়ে কাঠামো তেমনি দেহের কাঠামো হলো এই হাড়। এই হাড় দেহকে ধরে রাখে। আর এর সন্ধি বা Joint-গুলি পরিচালনা করে থাকে।

হাড় চার রকমের হয় যেমন—

ফাইব্রো কার্টিলেজ

হায়ালিন উপাস্থি

(1) Long bone বা লম্বা হাড়। যেমন হলো Radius, Ulna, Tibia, Femur Humerus প্রভৃতি।

(2) Flat bone বা চ্যাপটা হাড়। যেমন—মাথা, বুক, প্রভৃতি অস্থি।

(3) Short bone—যেমন হাতের, পায়ের ছোট ছোট সব হাড়গুলি।

(4) Irregular bone—যেমন শিরদাঁড়ার হাড়। লম্বা হাড়গুলি লম্বা হলেও তার দুটি প্রান্ত বা End হয় চ্যাপ্টা।

এদের প্রান্তে থাকে কিছু উপাস্থি বা গঠনের কাজে বা Ossification-এ সাহায্য করে।

হাড়ের আকৃতি—হাড় বা bone যে ধরনের হোক না কেন তাদের আকৃতির মধ্যে এমন ধরনের জিনিস দেখা যায়। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে প্রতিটি হাড়ের মধ্যে যা দেখা যায় তা হলো—

(1) একটি কেন্দ্রীয় Canal যার নাম হলো Haversion Canal।

(2) তাকে ঘিরে রাখার জন্য ও চারদিকে বিস্তৃত Lamellae বা হাড়ে পুষ্টি দান করে থাকে।

(3) Lacunae—যাতে অস্থির উপাদান থাকে ও হাড় শক্ত করে থাকে।

(4) Canaliculi—এগুলি বড় Haversion Canal-এর চার পাশে থাকে। এরাও দুটি উপাদান বহনের কাজ করে। এদের মাধ্যমে একটি Canal-এর চার পাশে যুক্ত থাকে। Haversion Canal এবং এই সব Canaliculi ঠিক লম্বালম্বি ভাবে হাড়ের মাঝ দিয়ে চলে যায়। এদের মধ্যে দিয়ে সরু ধমনী, শিরা ও স্নায়ুর তন্তুগুলি এগিয়ে যায়।

Periosteum হলো হাড়ের উপরের কঠিন শক্ত আবরণ। এতে Calcuim বেশি থাকে। যদি কোন Operation-এর সময় হাড়ের সব অংশ বাদ যায় ও Periosteum ঠিক থাকে, তা হলে তা থেকে নতুন হাড় সৃষ্টি হয়।

হাড়ের উপাদান

হাড়ের উপাদান হলো প্রধানতঃ চারটি—

(1) Periosteum।

(2) শক্ত বা Compact টিসু।

(3) স্পঞ্জ আকৃতির Spongy টিসু।

(4) মজ্জা বা Bone Marrow।

এর মধ্যে শতকরা 50 ভাগ হলো জল। বাকী 50 ভাগ হলো—

(1) ক্যালসিয়াম কার্বনেট।

(2) ক্যালসিয়াম ফসফেট।

(3) জৈব পদার্থ যেমন জিলেটিন প্রভৃতি।

হাড়ের রোগ

হাড়ের বিভিন্ন প্রকার রোগ সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করছি। তারপর অস্থি মজ্জার রোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

ফোঁপরা হাড ; (Osteoporosia)

স্থানিক বা সাধারণ ব্যাপকভাবে হাড় ফোঁপড়া হয়ে যায়।

স্থানিক ফোঁপরা

প্রদাহ বা অর্বুদ জনিত। পরিশ্রম ও ব্যায়ামের ফলে অস্থি প্রজননকারী অস্থি ও ব্লাস্ট কোষগুলি উদ্দীপিত হয় কিন্তু নিশ্চল অবস্থায় বা সল্পিন্ট দিয়ে অনড় করে রাখার ফলে অস্থি প্রজনন ব্যাহত হয়। ক্যালসিয়াম কমে যায় ও অস্থি ফোঁপড়া হয়ে যায়। প্রদাহ ব্যথা বা দীর্ঘ সময় শয্যাশায়ী থাকলে ঐ অবস্থ জন্মায়। পথ্যে পরিপূরক ক্যালসিয়াম বা সুষম খাদ্য এ অবস্থায় নিবারণ করতে পারে না।

ব্যাপক ফোঁপরা

বার্ধ্যক্যে নানা রকম ব্যাধির সংস্পর্শে এই ব্যাধি দেখা যায়। যৌন সুলভ কারণ হীন ফোঁপড়া হওয়ার কথা সর্বজনগ্রাহ্য নয়।

কারণগুলির মধ্যে—

অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির বৈকল্য।

1. জননতন্ত্রের স্বল্পতা (হাইপোগোনাডিজম)।

2. উপবৃক্ক মজ্জা রস সঞ্চালনের আধিক্য (হাইপার এ্যাডিরিনো কর্টি-ক্যালিজাম)

(a) স্বাভাবিক—কুসিংয়ের উপসর্গাবলী।

(b) ঔষধ প্রয়োগ জনিত—কার্টিকোস্ প্রয়োগের ফলে।

(c) একোমেগ্যালি—পিটুইটারীর গ্রন্থির অগ্রভাগের বিপর্যয় জনিত ব্যাধি।

(d) থাইরয়েড বিষক্রিয়া।

(3) বিপাক বৈকল্য।

(a) স্কার্ভি।

(b) ক্যালসিয়ামের অভাব।

(c) প্রোটিনের অভাব।

(d) অতিরিক্ত মদ্যপান।

4. কারণ বিহীন।

(a) যৌবন সুলভ।

(b) গর্ভাবস্থা।

(c) ঋতুবন্ধের পর।

(d) বার্ধক্য জনিত।

5. সহজাত।

অসম্পূর্ণ গ্রন্থি অস্থি প্রজনন (অস্টি ও জেনোসিস ইমপারফেক্ট)।

6. অনড় অবস্থায় থাকা।

7. অভিকর্ষ শূন্যতা।

বার্ধক্য জনিত হাড় ফোঁপড়া হওয়ায় হর্মোনের প্রয়োগের ফলে উপসর্গগুলির নিরসন ঘটে। বৃদ্ধদের প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম দিলে তা অনেকাংশে শরীরে থেকে যায় কিন্তু সাধারণ সুস্থ লোককে প্রদত্ত ক্যালসিয়াম প্রায় সবটাই নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে তাদের ক্যালসিয়াম পরিমাণ কম ছিল বা অন্ত্র থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ক্যালসিয়াম অধগ্রহণের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল বা প্রস্রাবের সঙ্গে বেশি পরিমাণ নির্গত হয়ে যাচ্ছিল।

রোগ লক্ষণ—কিছু না থাকতেও পারে। উপসর্গবিহীন হাড় ভাঙ্গা দেখা যায়। আবার তীব্র যন্ত্রণায় রোগী কাতর হয়ে উঠতে পারে। পিঠের থেকে কোমরের যন্ত্রণা বা পাশের যন্ত্রণা নেমে যায়। নড়াচড়া, কাশি বা মলের বেগ দিলে যন্ত্রণা বাড়ে, মেরুদণ্ড নুইয়ে ধনুকের মত হয়ে যায়, সেজন্য রোগীকে খর্বাকৃতি দেখায়। তাছাড়া কশেরুকার চাপ পড়ার ফলে চ্যাপ্টা ত্রিকোণাকার হয়ে যায় এ বিষয়ে নানাভাবে এক্স রশ্মির পরীক্ষা করে সঠিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। নানা রকম বিশ্লেষণ করে এবং পরীক্ষা করেও রক্তের রাসায়নিক সংযোগের কোনও পার্থক্য দেখা যায় না।

চিকিৎসা

এলোপ্যাথিক মতে এ রোগের কোনও চিকিৎসা আজ অবধি সঠিক বের হয়নি।

তবে সাময়িক চিকিৎসা করা হয়।

হোমিওপ্যাথিক মতে প্রাথমিক অবস্থায় এর ভাল ঔষধ হলো, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩, ৬, ৩০।

বায়োকেমিক মতে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ ৩x, ৬x এবং ৩০x ভাল ফল দেয়।

এর সঙ্গে ফেরাম্‌ ফস্‌ ৬, ১২x, ৩০x প্রয়োগ করলে ভাল ফল দেয়।

যদি হাড়ের গাঁটে ব্যথা ও বাত প্রভৃতি দেখা যায় তা হলে, সিম্‌ফাইটাম্‌ ৩, ৬, ৩০ ভাল ফল দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্‌ ৩x, ৬x মাঝে মাঝে দিতে হবে।

এছাড়া প্রয়োজনমত অন্য ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে।

তার জন্য হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দেখে ব্যবস্থা করতে হবে।

অস্টিওম্যালেসিয়া

(হাড় ক্রমাগত নরম হয়ে যায়, বেঁকে বা ভেঙ্গে যায়)

এইসব রোগকে প্রাপ্ত বয়স্কদের রিকেট বলা যায়। পুষ্টি বা পরিবেশের নানা ধরনের বিপর্যয় এর কারণ। রোগটি খুব বিরল। স্ত্রী লোকের বার বার গর্ভধারণ অস্বাস্থ্যকর জায়গায় বসবাস করা, সুষম খাদ্যের অভাব এবং গৃহবন্দী হিসাবে থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে এই রোগ প্রকট হয়ে ওঠে। তবে প্রথম অবস্থায় সঠিক চিকিৎসা হলে এ রোগ নিবারণ হওয়া অসম্ভব নয়।

ব্যাধিতত্ত্ব

রক্তে রিকেটের মত পরিবর্তন দেখা যায়। হাড়ের ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে নরম অস্থি গজায়। সারা শরীরের কংকালে এই অবস্থা ঘটে কিন্তু মেরু-দন্ড শ্রেণী ও নিম্ন উপাঙ্গের প্রভাব দেখা যায়।

রোগ ও লক্ষণ

প্রথম সন্তান ধারণের সময় এ রোগ দেখা যায় এবং প্রসবান্তে উপশম হয়ে যায়— কিন্তু পরে প্রতিবার গর্ভধারণের সময় এ রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে। ত্রিকোণাস্থি কোমরের কশেরুকার নিম্নাংশ, শ্রেণী বা নিম্ন উপাঙ্গে কন্‌কনানি থাকে তীব্র যন্ত্রণা অনুভূত হতে পারে।

পঞ্জরাস্থিতে দারুণ ব্যথা হতে পারে এবং হাড়ে চাপ দিলে ব্যথা অনুভূত হয়। হাড়ের হঠাৎ সম্প্রসারণ। [মালাইচাকীর ওখানে ঠুকে দিলে (Knee Jerk)] খুব বেশী দেখা যায়। কখনও আপনা থেকেই ভেঙ্গে যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়

উপসর্গের পূর্ণ বিকাশের পর রোগ নির্ণয় করা—এই লক্ষণগুলি বাতব্যাধি বা হাড় ফোঁপড়ার অনুরূপ। এক্স রশ্মিতে হাড় সমগ্র ভাবে পাতলা দেখায় এবং দুদিকে প্রতি সম অংশে ভাঙ্গা দেখা যায়। ভাঙ্গাগুলি ধমনীর অতিক্রম স্থানে (লুজারের গাঁট —Milkman's Syndrome) দেখা যায়।

অংশ ফলকের প্রান্ত সীমায়, শ্রেণী চক্রের সম্মুখভাবে এবং কখনও বা উর্ধ্বস্থিত হাড় সাধারণতঃ ভাঙ্গা দেখা যায়।

চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় রোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো মোটা লোকদের পক্ষে, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব—৩, ৬, ৩০। রোগা ও শীর্ণ দেহের রোগীর পক্ষে, ক্যাল্‌কেরিয়া ফস—৩x, ৬x শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হাড়ে ব্যথা থাকলে, সিমিসিফিউগা ৩x অথবা আর্সেনিক ৩x শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তবে তার সঙ্গে অবশ্য ক্যাল্‌কেরিয়া দিতেই হবে।

সর্দি, নাক বা ঠোঁটের ধারে ফুস্কুড়ি বা বাতভাব থাকলে, রাস টক্স ৩, ৬।

মৃদু জ্বর থাকলে, জেলসিমিয়াম ১x।

হাড়ে ব্যথা খুব বেশি থাকলে, ইউপেটোরিয়াম পার্ফ ১x, ৩x,।

রক্তস্রাব লক্ষণ থাকলে এবং গায়ে কাপড় রাখতে অনিচ্ছা থাকলে, ল্যাকেসিস ৬, ৩০। ক্রোটেলাস ৩, ৬ এই অবস্থায় ভাল ফল দেয়।

আঘাতের ইতিহাস থাকলে, আর্ণিকা ৩০—হাড় ভাঙা ধরনের ইতিহাসে সিম্‌ফাইটাম্ ৩০।

দ্বিতীয় পর্যায় রিকেট ও ম্যালাসিয়া ।

দুই কারণে শরীরের ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটতে পারে।

1. ক্যালসিয়াম আত্তীকরণের অভাব

অন্ত্রের মধ্যে স্নেহ পদার্থ দ্রবণীয় খাদ্যপ্রাণ ডি আত্তীকরণের অভাবে ক্যালসিয়ামের স্বাভাবিক অনুপ্রবেশ ব্যাহত হয় এবং অন্ত্রের মধ্যে পড়ে থাকা স্নেহ পদার্থ জনিত এসিড ক্যালসিয়াম সহযোগে অদ্রবণীয় সাবানের সৃষ্টি করে এবং ক্যালসিয়াম আহরণ আরও ব্যাহত করে। শৈশবে (সিলিয়াক ব্যাধি) এর দরুন রিকেট এবং প্রাপ্ত বয়স্ক দ্বিতীয় পর্যায়ে অষ্টিওম্যালাসিয়া হয়। ক্যালসিয়াম ও খাদ্যপ্রাণ ডি খাওয়ালে দুষ্প্রাচ্য স্নেহ পদার্থ ঘটিত এ্যাসিড ক্যালসিয়াম অনুপ্রবেশের বাধা হবে না। অবশ্য অন্যান্য ব্যবস্থা প্রয়োজন।

2. বৃক্কের ক্ষতি—

বৃক্কের ক্ষতি জনিত ইউরিমিয়া এবং বৃক্ক ও মূত্রবাহী নলের নানা বৈকল্যের জন্য শিশুদের বৃক্ক জনিত রিকেট এবং প্রাপ্ত বয়স্কের অস্টিওম্যালাসিয়া দেখা যায়। খাদ্যপ্রাণ ডির ক্যালসিয়াম আহরণ ও অস্থিসংগঠনের বাধা সৃষ্টি করে এবং প্রস্রাবে প্রচুর ক্যালসিয়াম নির্গত করে এ রোগ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে খাদ্যপ্রাণ ডি'র (50 000 একক) সহযোগে ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট (5 গ্রাম রোজ 5 বার) প্রয়োগ করতে হয়। ফলে দেহ হতে নির্গত ক্যালসিয়ামের অভাব পূরণ করা যায় ও তা বের হওয়া বন্ধ হয়।

বিকলাঙ্গ হাড়োৎপত্তি (প্যাগেটের ব্যাধি)

পরিণত বয়সে 50 উর্ধ্বে নারী পুরুষের এরোগ দেখা যায়। হর্মোন জনিত কারণ মনে করার বিশেষ যুক্তি নেই। অস্থি সংযোগ Osteollastic ও বিয়োজন Osteollastic ক্রিয়া একই সঙ্গে অনিয়মিতভাবে দেখা যায় সুতরাং এক্স রশ্মির পরীক্ষায় হাড়ের অতিবৃদ্ধি বা ফোঁপড়া ভাব একই সঙ্গে স্থানে স্থানে দেখা যায়। শ্রেণী করোটি বহু মূলাস্থি, কশেরুকা উর্বাস্থি, জঙ্ঘাস্থি (টিবিয়া) ও অন্যত্র দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানের মধ্যবর্তী জায়গায় স্বাভাবিক অস্থি দেখা যায়।

রোগ নিদান —অজ্ঞতা।

(রোগ লক্ষণ – কোনও লক্ষণ প্রকাশ পেতেও পারে এবং একান্ত আকস্মিকভাবে এক্স রশ্মি পরীক্ষায় ধরা পড়ে। অথবা তীব্র যন্ত্রণা ও আক্রান্ত স্থানে ব্যথা ও রক্তবাহী কৈশিক তন্ত্রের আধিক্যবশতঃ তাপমাত্রাধিক্য দেখা যায়। করোটিতে হলে মাথার যন্ত্রণা ও শ্রবণ শক্তি কমে যাওয়া দেখা যায় কিন্তু দৃষ্টি শক্তির ব্যাঘাত ঘটে না। আক্রমণ মাত্রাতিরিক্ত না হলে অন্যান্য অস্থিতে রোগসঞ্চার জনিত বিকলাঙ্গ সচরাচর দেখা যায় না। সামান্য আঘাত বা বিনা আঘাতে পা ভাঙতে পারে এবং ভগ্নাস্থির সামান্য সংযোজন হয়। বিরলক্ষেত্রে অস্থিজনিত সারকোমা বিলম্বে দেখা যায়।

কখনও কখনও ব্যাধি ও রক্ত সঞ্চার এত ব্যাপক ও বেশী মাত্রায় হয় যে ধমনী ও শিরায় সংযোগ ঘটে যায়। হৃদযন্ত্রের রক্ত উৎক্ষেপণ বেড়ে যায় এবং শেষে হৃদযন্ত্রের অসাফল্য দেখা যায়।

রক্তের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া

রক্তরসের ক্যালসিয়াম ও ফস্ফেরাস সংশ্লেষণ স্বাভাবিক থাকে কিন্তু নড়াচড়া বন্ধ করে দিলে আবার বেড়ে যায়।

রক্তরসের ক্ষার জাতীয় ফসফেট নিরূপণ করে নতুন হাড় সংগঠন ক্রিয়া বোঝা যায় এবং আর্মস্ট্রং এককে প্রতি 100 মিঃ লিটারের স্বাভাবিক 3—12 এককের স্থান 100 একক পর্যন্ত বাড়তে পারে।

চিকিৎসা

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লোর—৩x, ৬x, ৩০x এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এতে হাড় বৃদ্ধি কমে যায় এবং উৎকট হাড়বৃদ্ধি প্রশমিত হয়।

ক্যালি হাইড্রো ১x চূর্ণ থেকে ৩, ৬, ৩০ উপদংশ জনিত হাড়ের রোগে ভাল ফল দেয়।

হাড়ের মধ্যে ব্যথা লক্ষণে, রডোডেনড্রন ৩০, ২০০ ভাল ফল দেয়।

পেশী ও বন্ধনীতে ব্যথা এবং নড়াচড়াতে কমলে, রাস টক্স ৬, ৩০, ২০০।

নড়াচড়াতে ব্যথা বৃদ্ধি হলে, ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০।

আঘাত লাগার ইতিহাস থাকলে—আর্ণিকা ৬, ৩০।

আঘাত লেগে হাড় ভাঙা—এমন ইতিহাস থাকলে, সিম্ফাইটাম্ ৩০, ২০০।

প্রদাহযুক্ত বাত ধরণের ক্ষেত্রে—গল্থেরিয়া মাদার।

ছোট ছোট সন্ধির বাত ও হাড়বৃদ্ধিতে—লেডাম্ ৬, ৩০।

প্রমেহ বা উপদংশ জনিত ইতিহাস থাকলে, ফাইটোল্যাক্কা ৩, ৬, ৩০।

থেঁতলে যাবার মত হাড়ে ব্যথা ও জ্বর, মার্কসল ৬, ৩০।

নেট্রাম সালফ্ ১২x, ৩০x, নেট্রাম মিউর ১২x, ৩০x, ক্যালি মিউর ১২x, ৩০x লক্ষণ ভেদে ভাল ঔষধ।

বহু অস্থির তন্তুময় ব্যাধি

(Polyostotic Fibrous Dyspepsia)

এটি হাড়ে বা হাড়ের অংশ বিশেষে বেশী হয়। কিন্তু একাধিক অস্থিতে এই ব্যাধি কম দেখা যায়। বংশগত কিছু প্রমাণ না থাকলেও অসুখ সম্ভবতঃ সহজাত। সাধারণতঃ একদিকে একটি উপর একটি হয়। রোগ তীব্র হলে গায়ের চামড়ায় কালো দাগ, বালিকাদের যৌন অকাল পক্বতা (এ্যালব্রাইটের উপসর্গাবলী) দেখা যায়।

রোগ নিদান—কারণ অজ্ঞাত। বালিকারা বালকদের দ্বিগুণ আক্রান্ত হয়। যে

কোনও অস্থিতে হতে পারে এবং বিশেষ ব্যাপক রোগেও কিছু অস্থি স্বাভাবিক থাকতে পারে। অস্থির কোনও বিশেষ নির্বাচিত স্থানে হয় না।

ব্যাধিতত্ত্ব—অস্থির মধ্যে কিছু কিছু হাড়ের কোটরের মধ্যে আলগা তন্তুকলা ভর্তি হয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে রক্তপাত বা ক্ষয় জনিত বড় বড় সীফ্‌ট ও তরুণাস্থির দ্বীপ থাকে এক্‌স রশ্মিতে সীফ্‌ট পূর্ণ ছাড়া দেখা যায়। হাড়ের বাহিরের অংশ ক্ষয় হয় ও ফেঁপে ওঠে বা ভেঙ্গে যায়।

রোগ লক্ষণ—কিছু উপসর্গ থাকে না। এক্‌স রশ্মিতে আকস্মিক সাক্ষাৎ মেলে। শিশু বা বৃদ্ধের উপাঙ্গ বেঁকে ধনুকের মত হওয়া বা হাড়-ভাঙ্গা, উপাঙ্গ, মুখে বা পৃষ্ঠাস্থিতে স্থানীয় স্ফীতি বা হাড়ের জন্য রোগ আসে। যন্ত্রণা প্রায় থাকে না। হাড়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বিশেষতঃ শৈশবে দেখা যায় কিন্তু হাড় বেঁকে যাওয়ার ফলে আকৃতি খর্বকায় দেখায় আবার প্রাপ্ত বয়স্কদের হাড়ের প্রান্তভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রোগীর দৈর্ঘ্য বাড়ে না। মুখের হাড়ে ব্যাধি হলে মুখের প্রতিসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়। নাসারন্ধ্রে বাধা জন্মাতে পারে বা চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারে।

গায়ের চামড়া ফিকে হলুদ বা গাঢ় পিঙ্গল বর্ণের ছাপ দেখা যায়। ছোপগুলি প্রতিসাম্য বিহীন ও আক্রান্ত স্থান ছাড়া অন্যত্র থাকতে পারে। কিছু সংখ্যক রোগীর বিশেষ করে বালিকাদের মধ্যে যৌন অকালপক্কতা দেখা যায়। সহযোগী পিটুইটারী ব্যাধির প্রকোপ বা বা প্যারাথাইরয়েডের অতিসক্রিয়তার ফলে এক্রোমেগালী, পুরুষের স্ত্রীসুলভ স্তন বা মধুমেহ দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়—রক্তে ক্ষারযুক্ত ফসফেটের সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। সাধারণতঃ এক্‌স রশ্মির ছায়া দেখে টুকরো পরীক্ষা করে অর্বুদ বা প্যারাথাইরয়েডের ক্রিয়াধিক্য প্রভৃতি থেকে পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়।

চিকিৎসা

সাধারণ বাত ভাব এবং অস্থিবৃদ্ধি লক্ষণে শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লোর ৬x, ১২x, ৩০x।

মেদ ও প্রমেহ প্রভৃতি লক্ষণ বা বংশগত ধারা থাকলে, ফাইটোল্যাক্কা ৩, ৬, ৩০।

প্রদাহযুক্ত থাকলে, গল্‌থেরিয়া মাদার।

পিটুইটারী গ্রন্থির অতি কাজের ফলে, হেক্‌লা লাভা ৩, ৬।

এতে কাজ পূর্ণ না হলে ফস্ফোরাস্‌ ৩, ৬, ৩০ বা ২০০।

থাইরয়েড্‌ গ্রন্থির অতি ক্রিয়া হলে গলায় গ্রন্থি বৃদ্ধিও দেখা যাবে। এতে আয়োডিয়াম ৩x, ৬x বা আর্স আয়োড্‌ ৩০, ২০০ বা ক্যাল্‌কেরিয়া আয়োড্‌ ৩০, বা ব্যারাইটা আয়োড্‌ ৩০ ভাল কাজ দেয়। আয়োডিয়াম মাদার বাহ্যিক প্রয়োগও ভাল ফল দেয়।

প্রয়োজনে অস্ত্র চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হয় অনেক সময়।

শৈশবে অস্থি পরিধির অতি বৃদ্ধি
(ক্যাফির ব্যাধি)

এক মাসের কম বয়স্কদের বিশেষতঃ পুরুষেরা বা শিশুর কংকালাস্থি ও তার সংলগ্ন কলার শক্ত বেদনাযুক্ত স্ফীতি হঠাৎ মুখমণ্ডল, বক্ষপিঞ্জর বা উপাঙ্গে অজ্ঞাত কারণে বিরল ক্ষেত্রে দেখা যায়।

স্থানীয় উত্তাপ বৃদ্ধি বা লসিকাগ্রন্থির স্ফীতি থাকে না। অংশফলকে প্রতিসম স্থানে ছাড়া অন্যত্র এক্স রশ্মি সহযোগে রোগ নির্ণয় সম্ভাবনা থাকে না। বিবর্ণ ও ঘ্যানঘেনে হয় শিশুরা। জ্বর ও ফুসফুসের রোগের প্রদাহ চিহ্ন দেখা যায়। আক্রান্ত অংশের চালনা যন্ত্রণাদায়ক হয় বলে অচল ও পক্ষাঘাতগ্রস্থ মনে হয়। পল্লব, ঝুলে পড়ে। রক্তের শ্বেত কণিকা বৃদ্ধি ঘটে না কিন্তু লাল কণার পতনক্রম ও ক্ষার জাতীয় ফসফেটেজ বেড়ে যায়। রক্তের প্লেটলেট গণনা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেড়ে যেতে পারে।

রোগ লক্ষণ—অঙ্গুলি ও মেরুদণ্ডের হাড় ছাড়া কংকালের (প্রাণী ও করোটি-সমেত) প্রায় সকল অস্থিতে ব্যাধি লক্ষণ প্রকাশ পায়। নীচের চোয়ালে সব ক্ষেত্রে সব কণ্ঠাস্থি বস্তি ও অন্তপ্রকোষ্ঠাস্থি (রেডিয়াম বা আস্না) অধিকাংশ ক্ষেত্রে কণ্ঠাস্থি অস্থির আবরণ কলার (পেরিঅস্টিয়াম) ও তার নিম্নে (Subperiosteum) একদিকে বা সংগ্রভাবে। অস্থির মধ্যভাগে (ডায়াফিসিস) উপর রশ্মির স্ফীতি ছাড়া দেখা যায়। ছায়া মসৃণ বা উঁচু দেখায় কিন্তু কাটার মত দেখায় না।

ছায়া ক্রমশঃ ঘন হতে থাকে পরে বহিরাংশের ঘন ঘন ছায়া মিশিয়ে যায়। দু এক মিঃ হাডগুলি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করে।

স্কার্ভি, রিকেট, অস্টিওমাইয়েলাইটিস অস্থিতে অর্বুদ বা খাদ্যপ্রাণ 'এ' আধিক্য জনিত ব্যাধি থেকে পৃথকীকরণ আবশ্যক।

মাতৃগর্ভেও এই রোগ উৎপন্ন হতে পারে তবে তার জন্য প্রসবে বাধা হয় না।

চিকিৎসা

পিটুইটারী গ্রন্থির অধিক বৃদ্ধির ফলে এই রোগ হতে পারে। তার জন্যে শ্রেষ্ঠ ঔষধ হেকলা লাভা ৩ ৬, অথবা ফসফরাস ৬, ৩০, ২০০।

ক্যালসিয়ামের অভাবে এই রোগ হয়। তার জন্য ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩, ৬, অথবা ক্যালকেরিয়া ফ্লোর ৩x, ৬x প্রয়োজন হয়।

থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি বেশি ও গলগণ্ড ভাব থাকলে আয়োডিয়াম, ৬, ৩০।

পাকাশয় ও হার্টের রোগ ও হাড়ে ব্যথা থাকলে তার জন্য, কলচিকাম ৩, ৬।

প্রস্রাবে লালবর্ণ তলানি এবং অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ থাকলে, লাইকোপোডিয়াম ৩০।

গাঁটে ব্যথা ও দুর্গন্ধ প্রস্রাব লক্ষণ থাকলে, বেনজোয়িক অ্যাসিড ৩, ৬।

শৈশবে প্রথম অবস্থায় ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x অথবা পরপর নেট্রাম সাল্ফ্ ৬x, ১২x ভাল ফল দেয়।

সন্ধিবাত ব্যাধি
(রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস)

প্রান্তিক প্রতিসম একাধিক সন্ধি আবরণের প্রদাহ জনিত সন্ধি ধ্বংসকারী ব্যাধি। ভরবাহী জায়গায় ও কখনও কণ্ডরায় (Tendon) প্রায়ই অনুভব করা যায়। (কন্ডরা বা পেশীরজ্জু—Tendon) অন্যান্য ব্যাধি সংযুক্ত থাকার দরুণ একে বাত ব্যাধি বলা হয়।

বিশেষতঃ স্ত্রী লোকের মধ্যে অজ্ঞাত কারণে এই ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। অবশ্য বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ কমে যায় সব বয়সে পাওয়া গেলেও 15—20 বয়সে এর প্রকোপ বেশী এবং 75 বৎসর বয়সোর্ধ্বে ও দেখা যায়। ঋতু ভেদে এর প্রভাব স্বীকৃত হয়নি এবং পরিবেশের বা বংশগতির প্রভাবও অস্পষ্ট। জাতিগত, ভাবে কোনও জাতিই এই ব্যাধিমুক্ত নয়। যদিও বংশ গতির প্রভাব পরিবেশের চেয়েও বেশি বলে স্বীকৃত হয়েছে। মাইকোপ্লাজমা বা ডিপথেরয়েড জীবাণু পৃথকীকরণ—সম্ভব হলেও সংক্রমণজনিত কারণে মতবাদ প্রমাণিত হয় নি। শরীরের প্রতিরোধ প্রথার গোলযোগে ভিত্তি আছে বলে মনে করা যেতে পারে।

ব্যাধিতত্ত্ব

অস্থি সন্ধির আবরণের প্রদাহ, সন্ধি মধ্যে কভার আবরণে বা বায়সার উপর হতে লিমফোসাইট এবং প্লাজমা কোষ, প্রদাহ জনিত স্থানে জট পাকিয়ে থাকে এবং তার নিচে কোমলাস্থির মধ্যে ধ্বংসলীলা ক্ষেত্রে প্রসারিত করে। অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেলেও এর নিম্নস্থ তরল পদার্থের অভিস্রবণ সামঞ্জস্য ব্যর্থ হয়ে সন্ধির মধ্যে জল জমে।

সন্ধি মধ্যস্থ আবরণ সাইনোভিয়াল মেমব্রেণ পুরু হয়ে কোমলাস্থির উপর আসন সৃষ্টি করে। রোগ আরও বেড়ে গেলেও সন্ধির হাড়গুলো ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ভারবাহী সন্ধিতে ফোঁপড়া অস্থি প্রান্ত চুপসে যেতে পারে এবং সন্ধির পারিপার্শ্বিক নরম কলা হওয়ার ফলে সন্ধি ঢিলা, দুর্বল ও বিকৃত হয়। সমস্ত রোগীর সিকি ভাগের অংশে গাত্র চর্মের নীচে গুটি অনুভব করা যায়। এগুলি সাধারণতঃ ভারবাহী অংশে, জংঘাস্থি বা অংশ ফলকের বক্রাকৃতি বিশিষ্ট অংশে বা হাড়ের পেছন দিক দিয়ে পাওয়া যায়। কণ্ডরার আবরণে গুটি দেখা যায়। হাতের চেটোয় বা গোড়ালির উপর এর প্রাদুর্ভাব বেশি। গুটিগুলির কেন্দ্রে তন্তুজনক ক্ষয় তার চারিদিক ঘিরে এপিথিলয়েড কোষ থাকে এবং বাইরের স্তরে লিমফোসাইট ও প্লাজমা কোষ থাকে।

বাতজনিত সন্ধির প্রদাহের একটা বিশেষতঃ ধমনীর প্রদাহ। ক্ষুদ্র ধমনীর অন্তবর্তী

আবরণ কলার অতিবৃদ্ধির ফলে ধমনী ছিদ্র বন্ধ হয়ে স্থানিক রক্তশূন্যতা দেখা যায়। বড় ধমনীর শাখা গাত্রের ক্ষয় পলি আর্টেরাইটিস নোডোসার মত দেখায়।

রোগ লক্ষণ —সব কটি লক্ষণ সর্বদা পরিস্ফুট হয় না এবং সময়ে সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপশম ঘটে। শুরুতে বহুপ্রান্তিক প্রতিসম সন্ধিতে খুব মৃদু ব্যথা ও প্রদাহ জন্মায়। যথাক্রমে হাতের আঙ্গুলের শলাকায়, অগ্রভাগের সন্ধিতে, হাতের আঙ্গুল মূল শলাকা (মেটাটারসাল) ও পায়ের আঙ্গুলের সন্ধিতে হয়। পরে অনিয়মিত ভাবে নতুন নতুন বড় বড় সন্ধিতে বাত ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। গোড়ালি, হাঁটু, কনুই, কাঁধ, এবং বস্তির জোড়গুলি আক্রান্ত হয়। করোটি বা চোয়ালের জোড় সামান্যভাবে আক্রান্ত হতে পারে। বুকের কশেরুকার জোড়গুলি মুক্ত থাকে, তবে করোটি ও করোটিধারী কশেরুকার জোড়া, মুখের অস্থি ও গলার কশেরুকার সন্ধি বাদ যায় না।

ক্রিকয়েড ও এ্যারিটিনয়েড জোড় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় মধ্যস্থ জোড়ের আক্রমণ শোনা গেছে। কন্ডুবায় আবরণ, মাংসপেশী রজ্জু প্রদাহ বিশেষভাবে হাতকে জোড়ের সঙ্গে দেখা যায়। সন্ধি প্রদাহের সঙ্গে সন্ধি আবরণের স্ফীতি ও সন্ধির মধ্যে জল জমা, মাংসপেশী রজ্জু ও ভাঁজ আবরণ কলার স্ফীতি ও বৃদ্ধি দেখা যায়।

সকালে যন্ত্রণা বৃদ্ধি, সন্ধি নড়াচড়ার যন্ত্রণাজনিত কষ্ট, রাত্রে যন্ত্রণা, নিদ্রায় ব্যাঘাত। মাংসপেশী শক্ত টান হয়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে স্ফীতিজনিত আঙ্গুল স্থূলাকার হয়ে যাওয়া। অসুখ দীর্ঘস্থায়ী হলে মাংসপেশীগুলি শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। উৎকট অবস্থায় এবং শুরুতে অল্প জ্বর, নাড়ীঘাত বৃদ্ধি, রক্তে এ্যালবুমিন কমা এবং গ্লোবিউলিন ও ফ্রাইব্রিনোজেন বেড়ে যাওয়া দেখা যায়। আরও বেশি দেরী হলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুঁকড়ে যায় এবং শুরুতে কোঁকড়ানো নিবারণ বা সংশোধন করা সম্ভব হলেও পরে সঙ্কোচন চিরস্থায়ী হয়ে অস্থি সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে যায়। এক্স রশ্মি পরীক্ষায় হাতের দু প্রান্তে ধাতব ক্যালসিয়াম ঘাটতি দেখায়। পরে কোমলাস্থি আক্রান্ত হয়, সন্ধি স্থানের সংকোচনে অস্থি প্রান্তের ক্ষয় দেখা যায়। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে রোগী চিরতরে পঙ্গু ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। শেষের দিকে যে সব অস্থি সন্ধিতে নড়ার ক্ষমতা থাকে সেখানে অস্থির ও সন্ধির প্রদাহ (Osteoarthritis) দেখা যায়। যন্ত্রণা ও মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাবার ফলে, তন্তুকলা জন্মাবার ফলে বা অস্থি সংযুক্ত হয়ে সন্ধি অনড় হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয়

সাধারণভাবে উপসর্গ ভিত্তিক রোগ নির্ণয় দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু অস্বাভাবিক ভাবে রোগ উৎপত্তি ঘটলে সংশয় জাগা স্বাভাবিক।

1. বাতজনিত জ্বর (Rheumatic Fever)।
2. গনোরিয়া জনিত বহু অস্থি ও সন্ধির ব্যাধি।

3. **রাইটারের উপসর্গাবলী** (Reiter's Syndrome)—মূত্রনালীতে উৎকট প্রদাহ, চোখ ওঠা, (Conjunctivitis) এবং অস্থি সন্ধির প্রদাহ এক সঙ্গে দেখা যায়। এটি আরোগ্য সম্ভাবনা ব্যাধি। দূরারোগ্য হলে দীর্ঘ দিন পরে বাত ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

4. **পূঁজযুক্ত উৎকট অস্থি প্রদাহ**—প্রায়ই একটি সন্ধিতে হয়, উৎকট প্রদাহে সাংঘাতিক যন্ত্রণা থাকে এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাপক জীবাণু সংক্রমক ও তজ্জনিত জ্বর থাকে।

5. **গাউট**—প্রথম আক্রমণ পায়ের অঙ্গুলী ও অঙ্গুলীমূলে শলাকা অস্থিতে। আক্রমণ আকস্মিক ও যন্ত্রণা তীব্র হয়। কিন্তু উপশম যোগ্য। রক্তে ইউরিক এ্যাসিড বেড়ে যায়। কলর্টিসিন প্রয়োগে আসু উপশম দেখা যায়।

6. **যক্ষ্মাঘটিত সন্ধি প্রদাহ**—উপশম মৃদু। খুব সাধারণতঃ একটি সন্ধি কখনও বা একাধিক সন্ধি আক্রান্ত হয়। কিন্তু সংখায় বেশি হলে যক্ষ্মা হতে পারে। শিশুদের বেশি হয়, কশেরুকায় আক্রমণ খুব বেশী হয়। কখনও বা যক্ষ্মা জীবাণু উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।

7. **অস্থি সন্ধির প্রদাহ** (Osteoarthritis)—বড় বড় সন্ধিতে হয়। হাঁটু, জংঘা, মেরুদণ্ড প্রভৃতি অক্রান্ত হয়। ঋতু বন্ধের পর স্ত্রী লোকদের আঙ্গুলে বাতজনিত ব্যাধি হতে পাবে। হেবারডেনের গুটি আঙ্গুলের শেষ সন্ধিতে দেখা যায়। প্রথমে এগুলি বেদনাদায়ক, পরে ব্যথা হয়। কিন্তু স্ফীতি থাকে ও অঙ্গুলকে বীভৎস করে। কোনরকম সাধারণ উপসর্গ (জ্বর ইত্যাদি) থাকে না এবং লাল রক্ত কণিকার পতন ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকে।

8. সোরিয়াটিক সন্ধি প্রদাহ (Psoriatic Arhritis) সোরিয়াসিস্ ব্যাধিতে।

বাত ব্যাধি থেকে ভিন্ন প্রকারের ক্ষয়জনিত সন্ধি ঘটতে পারে। প্রান্তিক অঙ্গুলীর সন্ধিগুলি আক্রান্ত হয় এবং নখগুলি মোটা হয়ে দুমড়ে যায় ও ভঙ্গুর হয়, গাত্র চর্মের নিচের গুটিগুলি থাকে না।

কখনও বা মেরুদণ্ড এবং বস্তির সন্ধিগুলি আক্রান্ত হয়। সংবেদনশীলকৃত মেদ দেহ কোষে পরীক্ষার ফল নঞর্থক।

চিকিৎসা

অবসাদ, অস্থিরতা, সূঁচ ফোটানোর মত ব্যথা, জোরে চেপে ধরলে ব্যথা কমে যায় লক্ষণে, চায়না ৩, ৬, ৩০।

ঠাণ্ডা লাগলে বাড়ে, জ্বালাবোধ, অ্যাকোনাইট ৩, ৬, ৩০।

অসহ্য ব্যথায়, কফিয়া ৩, ৬, ৩০।

টেনে ধরা বা ছিঁড়ে ফেলার মত ব্যথা, রাতে বৃদ্ধি, বাতাসে উপশম লক্ষণে, পালসেটিলা ৬, ৩০।

রোগী সহজে রেগে ওঠে, রাতে বৃদ্ধি ও শুতে পারে না, প্রবল ব্যথায় ক্যামোমিলা ৬, ৩০।

অসাড়তা, দুর্বলতা, কম্পন ব্যথা—ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x, ১২x, ৩০x।

হাড়ে ব্যথা, সন্ধিবাত, সন্ধি ফোলা, স্পর্শ করলে বা গরমে বৃদ্ধি, কেলি আয়োড ৩, ৬, ৩০।

হাড়ে ব্যথা, রোগী বেশী ঠাণ্ডা বা গরম সহ্য করতে পারে না, সন্ধি প্রদাহ, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ—মার্কিউরিয়াস ৬, ৩০, ২০০।

হাড়ে ব্যথা, সঞ্চরণশীল ব্যথা, পেটের গোলমাল লক্ষণে, কেলি বাইক্রোম ৬, ৩০, ২০০।

বাঁ দিক থেকে আরম্ভ হয়ে ডান দিকে ব্যথা, আঙুলের আগা অসাড় ভাবে, কলচিকাম ৩, ৬, ৩০, ২০০।

চাপ দিলে ব্যথা বৃদ্ধি অরাম—৬, ৩০।

সন্ধিতে অসাড় ভাব, অঙ্গুষ্ঠে ব্যথা—অ্যানাকার্ডিয়াম ৬, ৩০।

ভেজা বাতাসে ব্যথা বৃদ্ধিতে—ডালকামরা ৬, ৩০।

যক্ষ্মা রোগীদের বাতে—আর্স আয়োড ৬, ৩০, ২০০।

কোমরে বাত, বাঁ অঙ্গে, জলে ভিজলে বা স্যাঁতসেতে ঘরে শুলে বৃদ্ধি, নড়লে আরামবোধ, রাসটক্স ৩০, ২০০।

গরমে বৃদ্ধি, নড়লে বৃদ্ধি—ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০।

খামচানো বা চেপে ধরার মত ব্যথায়—প্ল্যাটিনা ৬, ৩০।

ঘাড়ে বাত—ল্যাক্‌ন্যান্থিস্ মাদার, ৩, ৬।

ঘর্ষণের মত ব্যথা লেগেই আছে—র‍্যানানকিউলাস ৩, ৬।

জল বেশি ঘেঁটে বাত—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৬, ৩০।

কটি স্নায়ু বাতে—কলোসিন্থ ৩, ৬, ৩০।

জ্বালাকর ব্যথায়—আর্সেনিক ৬, ৩০।

তরুণ বাত, সন্ধি ফোলা—আয়োডিয়াম ৩, ৬, ৩০।

উপদংশাদির ইতিহাসে—ফাইটোল্যাক্কা ৬, ৩০।

এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী লাইকোপোডিয়াম, আর্জেন্ট নাই, ক্যাল্‌মিয়া, লেডাম, কিউপ্রাম, সিপিয়া, ল্যাকেসিস, টেলিউরিয়াম, প্লাম্বাম্, কার্বো ভেজ, আর্ণিকা, বেলেডোনা, ফস্ফোরাস প্রভৃতি প্রযোজ্য।

মাংসপেশীর ব্যাধি

মাইয়োপ্যাথি —পেশীর পুষ্টির অভাব (Musculai Dystiophy) নার্ভের কোনও ক্ষতি ছাড়া পেশী ক্ষয় জনিত সহজাত ব্যাধি। পেশীর ক্ষয় ও দুর্বলতার প্রতিসম। পেশীতে স্ফীতি দেখা যায় না এবং অনেকদিন পর্যন্ত কণ্ডুরায় উদ্দীপিত পরাবর্ত বজায় থাকে। সংবেদন নষ্ট হয় না। এই ব্যাধির প্রকারভেদ আছে। তিনটি প্রধান রূপ আছে।

অলীক বৃদ্ধি ধরনের—সিউকোহাইপারট্রফিক বংশগতভিত্তিক ব্যাধি পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়। জন্মের তিন বৎসরের মধ্যে প্রথমে শ্রেণী চক্র নিম্নাঙ্গে শুরু হয় এবং পরে স্কন্ধের পেশীতে বিস্তার লাভ করে। প্রায় 80 শতাংশ রোগীর প্রথমে পায়ের ডিম, কোয়াড্রিসেপ্‌সে, গ্লুটিয়াল পেশীতে, ডেলটয়েড ও ইনফ্রাসপিনেটাস পেশীতে অলীক বৃদ্ধি দেখা যায়। সংকোচনে প্রায় দেখা যায়—ব্যাধিগ্রস্থ পেশী স্বাভাবিকের চেয়ে বৃহদায়তনের ও শক্ত ধরনের ও দুর্বল হয়।

দুর্বলতায় ওঠার জন্য—শিশু ওঠার প্রচেষ্টায় প্রথমে ঘুরে উপুড় হয় পরে দুই হাতে ভর করে ওঠার এবং তার জন্য তার চলন থপথপে মত হয়। পনের বৎসর সময় খাদ্যের অভাব জনিত বা শ্বসনতন্ত্রের সংক্রমণ ঘটিত কারণে মৃত্যু ঘটে।

প্রত্যঙ্গ চক্র ধরনের—(লিমংগাউল টাইপ)—মুভিনাইল স্ক্যাপুলো (হিউমেরাল টাইপ) বংশগতভিত্তিক ব্যাধি। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে দেখা যায়। 20—30 বৎসর বয়সে হয়।

স্কন্ধ বা শ্রেণীচক্রে শুরু হয় পরে উভয় দিকে প্রসারিত হয়। এই সম্প্রসারণ মন্থর গতিতেও হতে পারে। এবং মধ্যে থেমে থাকতে পারে। কিন্তু 20 বৎসরের মধ্যে রোগী অকর্মণ্য হয়ে পড়ে।

3. **মুখমণ্ডল**—অংশফলক প্রগণ্ড ধরনের (ফেসিয় স্ক্যাপুলো হিউমেরাল টাইপল্যান ডুজি ডিজেরিন টাইপ) বংশগতভিত্তিক। বহু শিশু স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে আক্রান্ত হয়। যে কোনও বয়সে শুরু হয়। প্রথমে মুখ মণ্ডলে এবং পরে স্কন্ধ দেশে প্রকাশ পায়। বহু বৎসর পরে পেশী চক্রের পেশীগুলি আক্রান্ত হতে পারে। রোগ খুব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং রোগী দীর্ঘ দিন বেচে থাকতে পারে।

রোগ নির্ণয়

সহজাত ব্যাধি থেকে উপজাত ব্যাধির পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। কারণ উপজাত ব্যাধি চিকিৎসাযোগ্য এবং কখনো-বা আরোগ্য হয়ে যায়। নিচের চেষ্টার নার্ভতন্ত্রের ব্যাধি ভ্রান্তি ঘটাতে পারে। বৈদ্যুতিক মাইয়োগ্রাফি ও পেশীর টুকরো পরীক্ষায় বা রক্ত রস পরীক্ষার দ্বারা ব্যাধি নির্ণয় সম্ভব।

উপজাত মাইয়োপ্যাথি একা বা অন্য রোগের সংযোগে দেখা যায়। সেন্টার নার্ভ তন্ত্রের ব্যাধির সঙ্গে স্ফীতি ও পেশী ক্ষয় রূপে দেখা যায়।

চিকিৎসা

সিমিসিফিউগা ৩x, ৩, ৬ এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ম্যাক্রোটিন ৩x, বিচূর্ণ এই রোগে খুব ভাল কাজ দেয়।

ডানদিকের ব্যথায় স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৬ ৩০ একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বাঁ দিকের ব্যথায় স্পাইজেলিয়া ৬, ৩০।

পিঠের পেশীর প্রবল ব্যথায়, ব্রায়োনিয়া ৩, ৬, ৩০, ২০০ খুব ভাল।

কোমর থেকে উরু থেকে পা পর্যন্ত ব্যথা, প্রবল বেদনা, অসাড়ভাব, সামান্য নড়াচড়ায় কমে লক্ষণে, রাসটক্স ৬, ৩০, ২০০।

পেট, পিঠ, ও কাঁধের পেশীর ব্যথায় কলচিকাম ৩, ৬, ৩০, ২০০।

দু পাশের পেশীর ব্যথায় র‍্যানানকিউলাস ৩x, ৩, ৬, ৩০।

জেলসিমিয়াম ৩x, ৩, ৬, ৩০ ভাল ঔষধ।

লক্ষণ অনুযায়ী ম্যাক্রোটিন ৩x, ডালকামরা ৩, ৬, কষ্টিকাম ৬, ৩০ প্রভৃতি দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। বেপার্টবীও দ্রষ্টব্য।

সাংঘাতিক পেশীর দুর্বলতা
(মাইয়েসথেনিয়া গ্রেভিস)

কয়েক শ্রেণীর পেশীর অস্বাভাবিক দুর্বলতাবশতঃ বেশী অকর্মণ্য হয়ে যায়।

রোগ নিদান—রোগের কারণ জানা যায় না কিন্তু থাইমাস গ্রন্থির সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। 15 শতাংশ ক্ষেত্রে থাইমাস ঘটিত অর্বুদ পাওয়া যায় এবং অন্য সব ক্ষেত্রে বীজ কেন্দ্রে অনেক বেশী থাকে। থাইরয়েড বিষক্রিয়া অনেক সময় দেখা যায় সাধারণতঃ পেশী বা নার্ভের সংযোগস্থলে উদ্দীপনা প্রেরণে ব্যাঘাত ঘটে।

রোগ লক্ষণ —বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 20—30 বৎসরে এই রোগ হয়। রোগ লক্ষণ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হয়। অত্যধিক কায়িক বা মানসিক উদ্বেগ সংক্রমণ এবং গর্ভাবস্থায় পুনরাক্রম ঘটতে পারে। সহজে পেশীর ক্লান্তি, অত্যন্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলায় এর প্রভাব বেশী হয়। প্রথমে মধ্যে মধ্যে চোখের উপর পাতা ঝুলে পড়া বা যুগ্ম দৃষ্টি, চর্বন গলাধঃকরণ করা, কথা বলা বা হাত পা নড়াবার দুর্বলতা দেখা যায়। কাঁধের চারদিকের পেশী প্রথমে আক্রান্ত হয় বলে ঐ অঞ্চলের কাজ যেমন চুল আঁচড়ানো প্রভৃতি—দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। শ্বসন প্রণালী বেশী আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। কারণ কাশির কোন ঔষধ দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় শ্বাসনালী থেকে বিজাতীয় পদার্থ নিষ্কাশন সম্ভব হয় না। কেন্দ্রীয় নার্ভসংস্থা অটুট থাকে নিওস্ট্যামিন

1·5 মিঃ গ্রাম ইনজেকশন এড্রোকোনিয়াম (টেনসিলন) সমান কার্যকর। এমন চ. প্রদ ভাবে তৎক্ষণাৎ ফলদায়ক বলে রোগ নির্ণয়ের সহায়ক। এড্রোকোনিয়াম প্রথম ি য়ার মধ্যে 2 মিঃ গ্রাম ইনজেকশন করে যদি সঙ্কোচন, ঘাম প্রভৃতি উপসর্গ দেখা ন. দেয় তবে আধ মিনিট অপেক্ষা করে 2 মিঃ গ্রাম শ্বসনতন্ত্রের গলাধঃকরণে—এর প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়

হিষ্টিরিয়া, ডিসেমিনেটেড স্কেরোসিস, সুষুম্না ঘটিত বেষ্টিত নার্ভতন্ত্রের ব্যাধি। পলিমায়োমাইটিস, ক্যানসার ঘটিত পেশীর ব্যাধি ও মাসকুলার ডিসট্রফি প্রভৃতির সঙ্গে মিল হতে পারে।

চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় (জ্বর থাকলে) অ্যাকোনাইট ৩, ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সিমিসিফিউগা ৩x থেকে ৬ অথবা ম্যাক্রোটিন্ ৩x উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ডানদিকের পেশীর ব্যথায় ভাল ঔষধ হলো, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৬ এবং বাঁ দিকের জন্য, স্পাইজেলিয়া ৬।

পিঠের পেশীর জন্য, ব্রায়োনিয়া ৩, ৩০।

কোমর ও পায়ের জন্য, রাসটক্স ৬, ৩০, ২০০।

পার্শ্ব দিকের জন্য র‍্যানানকিউলাস ৩x, ৬।

ঘাড়ের জন্য ল্যাক্‌ন্যান্থিস ৩, ৬০ উৎকৃষ্ট।

বেলেডোনা মাদার, ৩x ভাল কাজ দেয়।

ঘাড় বা দেহের ডানদিকে ভাল কাজ দেয়, চেলিডোনিয়াম ৩x, ৩০।

ব্যথার জন্য ম্যাগ ফস্ ৩x বা ৬x গরম জলসহ খেলে খুব ভাল ফল দেয়। দীর্ঘদিন খেলে এতে রোগ আরোগ্য হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

(1) আক্রান্ত স্থানে গরম কাপড় বা ফ্লানেল জড়িয়ে রাখা উচিত।
(2) রোগীর শয্যাদ্রব্য রোদে গরম করে রোজ ব্যবহার করা ভাল।
(3) ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়।
(4) কর্পূর মিশ্রিত গরম সরষের তেল মালিশ করলে ভাল হয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ (Diabetes)

কারণ—বহুমূত্র সাধারণতঃ দু ধরনের হয়। প্রথম প্রকারের হলো কিডনীর কর্মশক্তির অভাবের জন্য বহুমূত্র রোগ। এতে মূত্রের সংখ্যা পরিমাণে বাড়ে। বার বার মূত্র হয়—কিন্তু তাতে Glucose বা Sugar থাকে না। একে বলা হয় Diabetes Insipidus রোগ।

আর অন্য এক ধরনের বহুমূত্র বা মূত্রমেহ রোগ হলো শরীরের শর্করা জাতীয় খাদ্য হজম হয়ে যায় Glucose-এ পরিণত হয় বা দেহে পূর্ণ Absorb হয়ে দেহের কাজে না লেগে তার বিরাট অংশ রক্তে ভাসমান থাকে। ফলে Blood Sugar level বেড়ে যায়।

তখন রক্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে Glucose থাকলে তা প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয় না। তাকে বলে কিড্‌নীর Renal threshold বা শেষ সীমা। তার বেশী চিনি রক্তে জমলে কিডনী তা ছেঁকে দেহ থেকে বের করে দেয়। তখন প্রস্রাবের সঙ্গে গ্লুকোজ বের হয়ে যেতে থাকে।

এই রোগকে বলে Diabetes Mellitus বা মধুমেহ রোগ।

দেহের রক্তে চিনি বা শর্করা জাতীয় বস্তু থাকে—কিন্তু মূত্রে তা থাকে না। দেহের Glucose এইভাবে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে দেহ ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায়। খাদ্য খেয়ে হজম করে যে Glucose সৃষ্ট হলো তা যদি সব বেরিয়ে যায়—তাহলে দেহ ধীরে ধীরে দুর্বল হতে বাধ্য।

তাছাড়া মূত্রের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific Gravity) হলো 1040—1020 পর্যন্ত। কিন্তু এ রোগ হলে তা 1030—1050 হয়। এমন কি কোনও কোনও স্থলে তা ঘন হয় 1060—1070 পর্যন্ত হতে পারে। তাই একটি জটিল ও চিন্তার মত রোগ তাতে সন্দেহ নেই।

রক্তের মধ্যে প্রবাহ মান Glucose প্রচুর বৃদ্ধি পায়। গ্লুকোজ ঠিক মতো দেহে শোষিত হয়ে বিপাকের কাজে (Metabolism-এ) লাগে না।

আগেই বলা হয়েছে Pancreas বা অগ্ন্যাশয়ে যেমন এমন ধরনের টিস্যু থেকে Pancreatic Juice সৃষ্টি হয় তা নিঃসৃত হয়ে হজমের কাজে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি তাতে আবার অন্য ধরনের টিস্যু বা Cell Islets of Langerhans থাকে—Insulin নামে রস নিঃসরণ করে। এই রস কিন্তু কোনও নালী দিয়ে যায় না। এটি প্রত্যক্ষভাবে রক্তে মিশে যায়—কারণ এই Cell Islets-গুলি আসলে Endocrine Metabolism এবং এই রসের ক্রিয়ার ফলেই Gluose শরীরে ঠিকমতো শোষিত হয়ে থাকে।

এই Cell-গুলির কর্মক্ষমতার অভাব হলে Insulin ঠিকমত নিঃসৃত হয় না। তার ফলেই রক্তের Glucose বৃদ্ধি পায়। Glucose প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়। তার মধুমেহ রোগ হয়।

সাধারণতঃ মধ্যবয়সী, অলস, মেদ প্রধান ও রোগী লোকদের এই রোগ বেশী হয়। উচ্চ মধ্যবিত্তদের বা ধনীর ঘরের দৈহিক শ্রম করে না যারা, তাদের মধ্যেই এ রোগ বেশী হয়।

বেশীর ভাগ দেখা যায় বংশগতভাবে এ রোগ হয়। মাতা পিতার এ রোগ থাকলে সন্তানদের মধ্যে হবার সম্ভাবনা থাকে।

ইতিহাস—ডায়াবেটিস রোগ যে অতি প্রাচীন, তা বোঝা যায় এই থেকে যে প্রাচীন আয়ুর্বেদ পণ্ডিত সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থে অবিকল এই রোগে লক্ষণযুক্ত রোগীর কথা বলা হয়েছে। সুশ্রুত একে বলেছেন বহুমূত্র রোগ। চরক তার গ্রন্থে একে মধুমেহ রোগ বলে বর্ণনা করেছেন। ঘন ঘন বা বার বার প্রস্রাব হয় বলে এবং প্রস্রাবে চিনি বা Glucose বের হয় বলে এই ধরনের নাম দেওরা হয়েছিল।

প্রাচীন ইউনানি বা হেকিমী গ্রন্থে এই রোগের বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁরা বলেছেন এটি বিলাসী লোকদের কর্ম বিমুখতার ফল এবং তারা বাদশা বেগম সকলকেই রোজ কিছু হালকা ব্যায়াম করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

বিগত সুদীর্ঘকাল ধরে ভারতে এটি হলেও বৃটিশ আমলে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ শাসনের ছায়াতলে নিশ্চিন্ত বাস করে এক শ্রেণীর জমিদার, বিলাসীবাবু, জোতদার প্রভৃতি নানা রকম আয়েসী লোকেদের মধ্যে ইহার পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পায়। খাদ্য মূল্য সস্তা ছিল।

এইসব লোকেরা বেশী শ্রম করতো না, ঘরে বসে প্রচুর উপার্জন করতো। খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে আরাম করে তাদের দিন কাটতো। দৈহিক শ্রমের কোন বালাই ছিল না। খাওয়া, ঘুম, সামান্য কাজকর্ম দেখাশুনা, বুলবুলি বা পায়রার লড়াই দেখা, কারণে অকারণে ভোজ দেওয়া বা ভোজ খাওয়া প্রভৃতি তাদের কাজ ছিল। ফলে বিরাট সংখ্যার লোক এই রোগে আক্রান্ত হতে থাকে।

বর্তমানেও বংশগতভাবে বসে বসে ব্যবসা করা আর তাই সঞ্চয়ে যাদের পেশা নেশা তাদের মধ্যে এ রোগের পরিমাণ প্রচণ্ড হারে বেড়ে উঠেছে।

যে সব রোগীরা জানে, তাদের ডায়াবেটিস রোগ হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি লোকের তা থাকে অজানা ; প্রতি চার জন এই রোগীর একজন জানে তার রোগের কথা—বাকী তিনজন জানে না। তাদের হয়তো রোগ অল্প অল্প সুরু হয়েছে বা হচ্ছে।

আগেকার দিনে ধারণা ছিল যে এটি প্রধানতঃ শহর অঞ্চলের রোগ ; কিন্তু ধীরে ধীরে জানা যাচ্ছে—গ্রাম অঞ্চলেও এই রোগ প্রচুর। গ্রাম অঞ্চলে যে ধরনের ডায়াবেটিস হয় তাকে বলা হয় অপুষ্টির জন্য বা শর্করা বেশি খাওয়া ও প্রোটিন একেবারে না খাওয়ার জন্য ডায়াবেটিস।

ভারতের পূর্বাঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় দুই থেকে তিন ভাগ জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ ঐ রোগে ভুগছে। ইনসুলিন আবিষ্কারের পর চিকিৎসকরা ভেবেছিলেন যে এই রোগ সহজে সারানো যাবে এবং এটি মারাত্মক নয়। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে দেখা গেল যে কেবল রোগীর রক্তের চিনি কমিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয় এবং তাতে রোগ সারে না। এই রোগ হচ্ছে চিনি কমিয়ে রাখলেও রোগীর দেহের ধমনীর জালিকাগুলি সংকোচনের দিকে যেতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত নানা রোগের সৃষ্টি হবে—যা থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুও হতে পারে।

ডায়াবেটিস এমনই একটি রোগ যা দেহের সব যন্ত্রকে আক্রমণ করে। তাই এর থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে চিকিৎসককে রোগ নির্ণয়ের সময়ে ভাল করে দেখে শুনে সাবধানে পরীক্ষা কবা উচিত, আর দেখা উচিত লোকটার ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা। যেমন একজন লোক চোখের রোগে ভুগছে। একজন হয়তো কিডনী বা হার্টের রোগে। এদের যে কোনও রোগের মূলে থাকতে পারে ডায়াবেটিস। তাই তাদের রক্ত বা প্রস্রাব পরীক্ষা করা কর্তব্য।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা ডায়াবেটিস রোগকে একটি বিশেষ জটিল রোগ বলেন। কারণ এই যে, এই রোগকে সম্পূর্ণ সারানো যায় না।

ডায়াবেটিস হলো এক হিসাবে বংশগত রোগ। তবে বংশের একজনের এটি থাকলে যে তার সন্তানদের সকলেরই এটি হবে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। তা সত্ত্বেও এটি ভয়াবহ রোগ—কারণ একজনের তিনটি সন্তান হলে তাদের প্রত্যেকের যদি এটি হয়, তাহলে খুব উদ্বেগের কথা বোধহয় এই ভাবেই রোগ বাড়তে বাড়তে আজ এত সংখ্যায় এই ধরনের রোগীর অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে এদেশে। সেইজন্য আজকাল যে বংশে ডায়াবেটিস রোগ আছে, তাদের সঙ্গে বিয়ে থা দেবার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া কর্তব্য। একটি নারীর মধ্যে ডায়াবেটিস রোগের মূল লুকিয়ে আছে কিনা জানা যায় তার প্রথম সন্তান দেখে। যদি একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় খুব বড় হয় এবং $4\frac{1}{2}$—5 কিলো ওজন হয় (8--10) পাউণ্ড তাহলে তার জন্যে আনন্দিত হবার কোন কারণ নেই। কারণ এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঐ নারীর দেহে ডায়াবেটিসের মূল লুপ্তভাবে লুকিয়ে আছে। দেহের অতিরিক্ত চিনি জমে না বা প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয় না এদের। তা সন্তানকে বেশি পরিবর্ধিত করে তোলে—যার ফলে এই অবস্থা।

এই রোগের মূল কয়েকটি প্রধান লক্ষণ যা দেখা দেয়, তা হলো হঠাৎ দেহে একাধিক ফোঁড়ার আবির্ভাব। হঠাৎ বিনা কারণে ওজন কমে যাওয়া, দৃষ্টি শক্তি কম হয়ে যাওয়া, দেহের বিভিন্ন স্থানে ব্যথা হওয়া, প্রচুর পিপাসা, প্রচুর ক্ষুধা ও ঘন ঘন প্রস্রাব হতে থাকে।

বড় ডাক্তারেরা বলেন যে কেবলমাত্র প্রস্রাব পরীক্ষা করে রোগ ধরা সম্ভব নাও হতে পারে। এর জন্যে রক্ত পরীক্ষা করা কর্তব্য।

তবে পূর্ণ খাবার 2—3 ঘণ্টা পরে প্রস্রাব সংগ্রহ করে পরীক্ষা করলে হয়তো রোগ ধরা পড়ার সুযোগ পেতে পারে। যে সব অঞ্চলে রক্ত পরীক্ষা করার সুযোগ নেই সেখানে প্রথমেই এটি হয়। তা না পাওয়া গেলে এবং রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তখন অবশ্য রক্ত পরীক্ষা করা কর্তব্য।

ডায়াবেটিস রোগের হর্মোন জনিত কারণ এবং অন্যান্য বিষয়ে—এর আগে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

ডায়াবেটিস রোগীদের তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। দেখা গেছে যে 15 বছর বয়সে বা তার আগের এবং 40 বছরের রোগীদের চিকিৎসা সহজে করা যায়। খুব অল্প হলে ইনসুলিন বা ঐ জাতীয় রাস্টিনন, ডায়াবিনেজ প্রভৃতি ব্যবহারে সারে। চল্লিশের কাছাকাছি হলে তাও খুব কঠিন নয়। তারা চিকিৎসায় অনেকটা সুস্থ থাকে। কিন্তু 40—50 এর মধ্যে মধ্যকার বয়সের ক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসা করা কঠিন। তার কারণ হলো, এদের কখনো মুখে ঔষধ সেবনে কাজ হয় না। আবার ইনসুলিন ইনজেকশন দিলে তারা সাময়িক ভাল থাকে। কিন্তু তার পরে তাদের রোগ লক্ষণ ক্রমেই চলতে থাকে। তাই এদের পক্ষে কোনটা বেশি ভাল, তা পরীক্ষা করে চিকিৎসা করতে হবে।

এদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও কখনও মাঝে মাঝে ইনজেকশান বা ঔষধ ব্যবস্থা করতে বলেন। কিন্তু তাতে পরবর্তী কঠিন রোগগুলি আবির্ভাবের আশংকা দূর হয় না। এই রোগ থেকে গ্যাংগ্রিন, নেফ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, প্রেসার বৃদ্ধি রোগীর জীবন বিপন্ন করে দিতে পারে।

আজ পর্যন্ত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, মাঝে মাঝে ইনসুলিন দেওয়া হয়। ওষুধ খাইয়ে সাময়িক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এ রোগের নিশ্চিত আরোগ্য বের হয়নি। যতদিন রোগী বেঁচে থাকবে ততদিন ঔষধ চালাতে হবেই।

এরকম করা উচিত—কারণ তা না করলে বিপজ্জনক অবস্থা আসতে পারে। নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করে যেতে হবে, ঔষধ খেতে হবে। তাই এক কথায় বলা যায় যে, এই রোগ একটি দুরারোগ্য ও জটিল অবস্থা আনয়নকারী ভয়াবহ রোগ।

লক্ষণ—রোগ ধীরে ধীরে শুরু হয়। তখন ঘন ঘন প্রস্রাব, ঘন ঘন পিপাসা হতে থাকে। প্রস্রাবে Glucose থাকলে তা Benedicts Solution সহ Test Tube-এ ফোটালে তার নীল রং হলুদ বা লাল হয়ে যায়। তখন বোঝা যায় যে এই রোগ হয়েছে।

প্রচণ্ড ক্ষুধা হয়। রোগীর পেশী ধীরে ধীরে শীর্ণ হতে থাকে। শরীর দুর্বল, শীর্ণ হতে থাকে। কিছু খেলে তা দেহের কাজে না লেগে সব দেহ থেকে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

দেহের চামড়া খসখসে হয়ে যায়। চুল শুকনো ও পাতলা হয়ে যায়। নখ সহজে ভেঙে যায়। ঠোঁট শুকনো, দাঁত ক্ষয়ভূত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। রোগী বিমর্ষ

হয়। অনেক সময় গ্যাংগ্রিন উপসর্গ দেখা দেয়, ফোঁড়া বা চুলকানিও হয়। রক্তে Acetone বেশী হয়ে রোগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। তাকে বলে Diabetic Coma অবস্থা। তাতেও অনেক রোগীর মৃত্যু হয়।

মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। অনেক সময়ে তৃষ্ণা বাড়ে। কখনো বা ভীষণ জ্বালা করে, রক্তের মধ্যে Glucose বৃদ্ধি পেলে।

অনেক সময়ে এথেকে প্রেসার বাড়ে। কখনো Vaso Constriction বৃদ্ধি পাবার জন্য কার্ডিয়াক (করোনারী) বা সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস হতে পারে।

কখনো বা নিয়মিত দেহ ক্ষয় পাবার জন্য বেশি বয়সে যক্ষ্মা রোগ হতে পারে। দেহে কোনও কাটা ঘা থাকলে তা সহজে শুকাতে চায় না।

রোগ নির্ণয়

1. বার বার প্রস্রাব। দেহ ক্ষীণ হতে থাকে, দুর্বলতা বোধ হতে থাকে।

2. প্রস্রাব পরীক্ষা করলে Sugar পাওয়া যায়।

3. প্রস্রাবে Glucose না পাওয়া গেলে Blood Sugar level বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় রক্ত পরীক্ষা করলে।

4. গা জ্বালা, প্রস্রাব বার বার হলেও ঘন হওয়া প্রভৃতি প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের লক্ষণ।

উপসর্গ (Complication)

ডায়াবেটিস থেকে নানা প্রকার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই সব সময় এদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। রোগের থেকেও এই সব উপসর্গের জন্য রোগী মারা যায়। এইসব উপসর্গ যাতে না দেখা দেয় সেদিকে সাবধান থাকা কর্তব্য ও উপসর্গ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

1. ডায়াবেটিক কোমা বা ডায়াবেটিস জনিত সংজ্ঞাহীনতা রোগ থেকে এটি সাংঘাতিক অবস্থা হতে পারে।

2. ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি—এটি চক্ষুর রেটিনার একটি রোগ—এ থেকে অক্ষিগোলকের মধ্যে রক্তপাত এমনকি চক্ষু অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

3. ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি—(কিডনীর রোগ)—এ রোগে প্রস্রাব বন্ধ বা কিডনী Damage হয়ে রোগীর জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে।

4. ডায়া নিউরোপ্যাথি—নার্ভের রোগ নিউরাইটিস ধরনের।

5. Vaso-constriction—এর জন্য হার্টের রোগ, করোনারী থ্রম্বোসিস, প্রেসার বৃদ্ধি, স্ট্রোক, সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, ধমনীর রোগ প্রভৃতি হতে পারে।

5. বিভিন্ন বীজাণুর আক্রমণ থেকে গ্যাংগ্রিন হতে পারে। পায়ের গোড়ালীতে এটি শুরু হয়ে হাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায় গ্যাংগ্রিনে। এতে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়।

7. দীর্ঘদিন ডায়াবেটিসে ভোগার জন্য যক্ষ্মা বা টি. বি. রোগ হবার আশংকা দেখা যায়।

8 ডায়াবেটিস্ অবস্থায় কার্বাঙ্কল, ফোঁড়া প্রভৃতি হতে পারে এবং এই অবস্থায় এসব হলে শুকোতে চায় না। ফলে তা জটিল আকার ধারণ করে।

9. লিঙ্গ ও যোনিতে ছত্রাক জাতীয় বীজাণুর আক্রমণ হতে পারে।

10. যৌনক্ষমতা কমে যায় এবং এটি কমতে বাধ্য।

ডায়াবেটিস ইন্‌সিপিডাস

এতে প্রস্রাব বার বার হয়। তবে তাতে চিনি বা Glucose থাকে না।

ডায়াবেটিসের খাদ্য তালিকা

এই রোগে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্য বর্জন করা কর্তব্য। চিনি, আলু, চিড়া, মুড়ি, গুড়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বর্জন করতে হবে।

এই রোগের শ্রেষ্ঠ খাদ্য হলো প্রোটিন জাতীয় খাদ্য, সামান্য ফল ও খুব কম কার্বোহাইড্রেট।

সাধারণ খাদ্য হবে—প্রোটিন 150 থেকে 200 গ্রাম।

ফ্যাট 50 গ্রাম।

কার্বোহাইড্রেট 10 থেকে 150 গ্রাম।

ভাত অতি সামান্য বা বর্জনীয়। সুজির রুটি বা আটার রুটি ভাতের বদলে খেলে ভাল হয়। ছানা, মাছ বা মাংস., ডিমের ঝোল, দুধ-দই প্রভৃতি প্রচুর খেতে হবে। তেল বা ঘি না খেয়ে মাখন খাওয়া ভাল। তরকারীর মধ্যে শাক, শশা, পটল, উচ্ছে, ঢ্যাড়স, চিচিঙ্গা, ফুলকপি, পালং অন্যান্য শাক টমাটো প্রভৃতি খেতে হবে। মুলো, রাঙ্গা আলু, কচু প্রভৃতি খাদ্য বর্জনীয়। ফলের রসের মধ্যে নারকেল, ফুটি বা তরমুজ, আপেল সিদ্ধ প্রভৃতি খাওয়া উপকারী।

এগুলি হিসাব করে রোগীর জন্য প্রায় 3000 ক্যালরি সমন্বিত একটি পৃথক খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। সবসময় এই খাদ্য তালিকা অনুসরণ করতে হবে।

এখানে সম্পূর্ণ দুটি খাদ্য তালিকা দেওয়া হলো—প্রথমটি আমিষ জাতীয়, দ্বিতীয়টি নিরামিষ জাতীয়।

১নং খাদ্য তালিকা

সকাল	দুপুর
চা বা দুধ (চিনি বিহীন)—1 কাপ	ভাত—4 আউন্স
পাউরুটি সেঁকা—1 আউন্স	শাক সব্জি—6 আউন্স
মাখন—1/4 আউন্স	মাছ বা হাল্কা রান্না মাংস—4 আউন্স
ডিম—(হাফবয়েল বা পোচ)—1টি বা 2টি	দই—2 আউন্স
	রান্নার জন্য ঘি—1 আউন্স
	রাত্রি
বিকাল	রুটি—2 আউন্স
চা বা দুধ (চিনি বিহীন)—1 কাপ	শাক সব্জি—6 আউন্স
ছানা—২ আউন্স	মাছ—4 আউন্স
ফল—2টি	রান্নার জন্য ঘি বা তেল—1 আউন্স
নারকেল কোরা—1 আউন্স	ছানা—2 আউন্স

যারা মাছ মাংস খান না তাদের এগুলির পরিবর্তে দই দিতে হবে।

২নং খাদ্য তালিকা সম্পূর্ণ নিরামিষভোজীদের জন্য

সকাল	দুপুর
চা বা দুধ (চিনি বিহীন)—1 কাপ	ভাত—4 আউন্স
ছানা—2 আউন্স	শাক সব্জি—7-8 আউন্স
বাদাম বা কাজু—1 আউন্স	ডাল—1 আউন্স
মাখন—1-4 আউন্স	দই—6 „
বিকাল	রান্নার জন্য ঘি—1 আউন্স
	ছানা—2 আউন্স
	রাত্রি
চা বা দুধ (চিনি বিহীন)—1 কাপ	সুজি—2 আউন্স
ছানা—1 আউন্স	শাক-সব্জি—6 „
ফল—2 „	ছানা—1 „
দই—2 „	ডাল—1 „
কাজু বাদাম—1 আউন্স	রান্নার জন্য তেল বা ঘি—1 আউন্স

চা, কফি, কোকো প্রভৃতি খেতে হলে চিনি ব্যবহার না করে স্যাকারিন ব্যবহার করতে হবে। ছানা, দই প্রভৃতির সঙ্গে সামান্য পরিমাণ স্যাকারিন ব্যবহার করা যায়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. উপরের তালিকা অনুযায়ী নিয়মিত খাদ্য খেতে থাকলে রক্তে চিনির পরিমাণ কমে যাবে এবং তখন প্রস্রাবে আর চিনি বের হবে না অবশ্য ঔষধ সব আগের মত খাওয়া উচিত।

2. রক্তে যদি চিনি বেশি জমে তাহলে ডুমুর পাতা বেঁটে ছেঁকে নিয়ে সেই রস খেলে অতিরিক্ত চিনি বেরিয়ে যায় এবং তার ফলে মূত্র পরিষ্কার হয়। তারপর উপযুক্ত খাদ্য খেলে চিনি আর বের হবে না।

3. পিপাসা বেশি পেতে থাকলে জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে খুব ভাল হয়।

4. আমলকির রস বা আমলকি চুষে খাওয়া ভাল। তাতে পিপাসা কম হয়।

5. স্নানের পূর্বে দেহে ভালভাবে সরষের তেল মালিশ করা উপকারী। মৃদু ব্যায়াম, হাঁটা প্রভৃতি উপকারী। মুক্ত বায়ু সেবন করা ভাল।

6. নিয়মিত প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেখা উচিত। মাঝে মাঝে রক্তে শর্করার পরিমাণ পরীক্ষা করতে হবে।

ডায়াবেটিস্ মেলিটাস্ রোগের চিকিৎসা

এই রোগে প্রস্রাবে চিনির ভাগ দ্রুত কমিয়ে দেবার একটি অপূর্ব ঔষধ সিজেনিয়াম জ্যম্বোলিনাম ১x, ৩x, ৬x।

ডায়াবেটিসের সঙ্গে হাত পা জ্বালা লক্ষণ থাকলে—সেফালেন্ড্রা ইন্ডিকা মাদার—৫ থেকে ১০ ফোঁটা জলসহ রোজ দু-তিন বার।

লিভারের কষ্ট, কালো পায়খানা, গেঁটে বাত প্রভৃতি থাকলে, নেট্রাম সাল্ফ ১২x, ৩০x, ২০০x অপূর্ব ঔষধ।

নেট্রাম ফস্ ৬x থেকে ২০০x খুব ভাল ফল দেয়।

স্নায়বিক দুর্বলতা, রাক্ষুসে ক্ষুধা থাকলে, কেলি ফস্ ৬x, ১২x।

ল্যাকটিক অ্যাসিড্ ৩, ৬ একটি ভাল ঔষধ।

সিকেলি কর ৬, ৩০ শর্করা কমায় দেয়।

স্নায়বিক দুর্বলতা, বহুবার মূত্রত্যাগ, মূত্র গ্রন্থিতে ব্যথা, প্রবল পিপাসা, জনন-তন্ত্রের দুর্বলতা—অ্যাসিড্ ফস্ফোরিক ৩x বা ৩।

রাত্রে প্রচুর ঘোলাটে মূত্র, জননযন্ত্রের দুর্বলতা, লক্ষণে, অর্জেন্ট মেটালিকাম্ ৩, ৬, ৩০।

পরিষ্কার ফিকে রঙের মূত্র ও তার সঙ্গে ডিম্বের লালার মত, রোগী শীর্ণ হতে থাকলে—হেলোনিয়াস্ মাদার, ৩, ৬।

মূত্রে শর্করা বেশি, প্রবল পিপাসা, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্রস্রাবকালে জ্বালা, দুর্বলতা লক্ষণে, ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ১x, ৩।

বারবার মূত্রত্যাগের ইচ্ছা, বেগ সম্বরণে অক্ষম, প্রস্রাবে লাল রঙের তলানি লক্ষণে, ক্রিয়োজোট ৬, ১২, ৩০।

বহুমূত্র, চুলকানি, অসাড়ভাব, গরমবোধ—কোডেইনাম ১x, ৩x।

অসাড়ে মূত্রত্যাগ ও তারপর বেদনা লক্ষণে, নেট্রাম মিউর ৩০, ২০০ বা সিলিকা ৩, ৬।

ডায়াবেটিস্ ও শোথ থাকলে আর্সেনিক ৬, ৩০ ক্যান্থারিস্ ৩, রস অ্যারোমেটিক মাদার প্রভৃতি ভাল ফল দেয়।

ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস্ রোগে

স্কুইলা ৩x—বার বার প্রস্রাবে।

ক্যালিকার্ব ৬—রাতে বার বার প্রস্রাবে।

কার্লস বাড্ ৬—জলপানের পরই মূত্রত্যাগ।

নেট্রাম ফস ৬x—অজীর্ণ ও অম্ল সঙ্গে থাকলে।

ইগ্নেসিয়া ৩—স্ত্রীলোকদের বিশেষ ভাল ঔষধ।

কষ্টিকাম ৬—বৃদ্ধদের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অ্যাসিড ফস ৩x, ৩—বার বার প্রচুর জলের মত প্রস্রাব লক্ষণে ও রাতে বৃদ্ধিতে।

এছাড়া আর্সেনিক, অ্যাসিড্ ফস, ৩, নাক্স ৩, ৬, সিনা ৩, ৬, ইউপেটো পার্ফ ৩x, ৩ প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী ভাল ফল দেয়।

থাইরয়েড গ্রন্থির অতিছন্দ

(Hyperthyroidism বা Thyrotoxicosis)

কারণ—1. গলার দুপাশের থাইরয়েড গ্রন্থির অতিবৃদ্ধির নাম হাইপার-থাইরয়েড রোগ বা থাইরোটক্সিকোসিস বা Exolophthalmic Goitre রোগ।

এখন দেহের থাইরয়েড গ্রন্থির অতিবৃদ্ধির জন্য রোগ বা Exolophthalmic Goitre রোগের লক্ষণাদি কি কি তা দেখা যাক।

লক্ষণ—1. গলার থাইরয়েডের গ্রন্থি বৃদ্ধি বেশি হয় তা দুই দিকে বড় হয়ে ফুলে ওঠে।

2. চোখ দুটি বড় বড় দেখায়। চোখের দুটি Eyeball যেন চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে বলে মনে হয়।

3. শরীর দুর্বল বোধ হয় ও কাজ করতে গেলে হাত পা কাঁপতে থাকে।

4. নাড়ীর গতি দ্রুত হয় এবং তার ফলে কোনও কঠিন কাজ বা শ্রমের কাজ করতে কষ্ট হয়।

5. ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় অথচ ওজন হ্রাস হতে থাকে।

6. মেজাজ খিটখিটে হয়, কাজ করতে মন বসে না।

7. মাঝে মাঝে গ্রন্থি বৃদ্ধি বেশি হবার জন্য তা পেকে উঠতে বা Inflammation হতে পারে।

চিকিৎসা

থাইরয়েড গ্রন্থির অতি বৃদ্ধি রোগে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো আয়োডিয়াম ৬, ৩০ বা ২০০ সেবন এবং আয়োডিয়াম মাদার নির্দিষ্ট স্থানে বাইরে থেকে তুলো দ্বারা প্রয়োগ করা।

তাছাড়া অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো, আর্স আয়োড ৩০, ২০০, ক্যাল্কেরিয়া আয়োড ৩০, ২০০, ব্যারাইটা আয়োড্ ৩০।

ল্যাপিস্ অ্যাল্বাম্, কেলি আয়োড্ ৩ ৬, স্পঞ্জিয়া ৩ (পুরানো রোগে) লাইকোপোডিয়াম ১২, ৩০, ২০০ প্রভৃতি ভাল ফল দেয়।

এতে কাজ না হলে প্রয়োজনে অস্ত্র চিকিৎসার দরকার হয়।

তবে অস্ত্র চিকিৎসা না করে হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই ভাল কাজ হয়। প্রয়োজনে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসককে দেখানো কর্তব্য।

গণ্ডমালা (Scrofula)

কারণ—এই রোগ দেখে অনেকে একে গ্রন্থি বৃদ্ধি বলে ভুল করেন। কিন্তু এটি পৃথক রোগ। এই রোগের মুখ্য কারণ হলো যক্ষ্মা বীজাণু বা কক্কাস ব্যাসিলাস। যক্ষ্মা বীজাণু শিশুদের দেহে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়। বগল, গলা কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে বেশি হয়। বগল, গলা, কুঁচকি প্রভৃতি স্থানের Lymph Gland ফুলে যায়।

গণ্ড বা গলার গ্রন্থি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফুলে ওঠে এবং তা বিচিত্র রকম বড় হয় বলে এর নাম গণ্ডমালা। এই রোগের মূল কারণ হল যক্ষ্মা বীজাণু। প্রথম অবস্থায় একে প্লেগ বলেও ভুল করতে পারে। কিন্তু পরে রোগের প্রকৃতি ধরা পড়ে। শিশুদের দেহে যক্ষ্মা বীজাণুর প্রবেশে এটি হয়।

লক্ষণ—1. গলা, বগল, কুঁচকি প্রভৃতি নানা স্থানের গ্রন্থি ফুলে উঠতে থাকে। গ্রন্থি লাল হয় ও টাটানি দেখা দেয়।

2. কখনো বা বুক, পেট, নাক প্রভৃতি স্থানে ক্ষত হয়ে থাকে।

3. রোগীর প্রায়ই বিকেলের দিকেই সামান্য জ্বর হয় ও সকালে জ্বর থাকে না।

4. রোগী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে।

5. অনেক ক্ষেত্রে এই সঙ্গে ফুসফুসে যক্ষ্মাও দেখা দিতে পারে।

6 বহুক্ষেত্রে গ্রন্থিগুলি পেকে ওঠে ও ফেটে যায়। তার ফলে ঐ সব স্থানে ক্ষত হয়। তবে এটি মারাত্মক হয় না।

জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময় এটি হলে সামান্য চিকিৎসায় সেরে গেলেও, পরে বেশি বয়সে বা যৌবনে বুকের (ফুসফুসের) টি. বি রোগ দেখা যেতে পারে। তাই এই রোগের প্রথম অবস্থাতে শিশুদের পূর্ণ চিকিৎসা করা কর্তব্য।

2 অনেক সময় বড় বড় ক্ষত হয় তার জন্য অনেক দিন কষ্ট হতে পারে। প্লেগের সঙ্গে পার্থক্য হলো প্লেগে সব গ্রন্থিতে Bubo হয় ও প্রবল হয়। নিউমোনিয়া প্রভৃতি হলে রোগীর জীবন বিপন্ন হয় —এ রোগে তা হয় না।

চিকিৎসা

ইথিয়প্স অ্যান্ট ১x, ২x, ৩x, ৬x বিচূর্ণ এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ক্যাল্কেরিয়া ফস্ ৬x, ১২x একটি খুব ভাল ঔষধ।

বেলেডোনা ৩, ৬ প্রদাহজনিত গ্রন্থিস্ফীতিতে।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৬, ৩০, শিশুদের জন্য শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মোটা চেহারা, কানের গ্রন্থি ফোলা, কানে পুঁজ প্রভৃতিতে।

বগলের বা কুচকির গ্রন্থি ফোলা প্রভৃতিতে সাল্ফার ৬, ৩০।

গলার গ্রন্থি ফোলা, ব্যথায় আয়োডিয়াম ৩০, ২০০ সেবন ও আয়োডিয়াম মাদার লাগানো।

শরীরের যে কোনও স্থানের গ্রন্থি ফোলা, ব্যথা, টাটানো প্রভৃতিতে লোপিস্ অ্যাল্বা ৬, ৩০।

মার্ক আয়োডেটোস ফ্লেভাম্ ৩x চূর্ণ গলায় গণ্ডমালা ও তালুতে প্রদাহ লক্ষণে।

পুঁজ হবার উপক্রমে সিলিকা ৬, ৩০, ২০০ খুব ভাল ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. কডলিভার অয়েল চা চামচের এক চামচ দুবেলা খাবার পর সেবন করা ভাল।

2 ডিম, দুধ, মাছ বা মাংস এবং ফল প্রভৃতি নিয়মিতভাবে খেতে হবে।

3 গুরুপাক মশলাযুক্ত খাদ্য বর্জনীয়।

4. রোজ কডলিভার অয়েল গায়ে মাখা উপকারী।

মৃগীরোগী (Epilepsy)

কারণ —এটি হলো প্রকৃতপক্ষে একটি স্নায়বিক রোগ। স্নায়ুমণ্ডলী আক্রান্ত হয়ে এই রোগ সৃষ্টি করে। এই ব্যাধিতে লোক সহসা মারা যায় না। তবে মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যায়। পিতৃ বা মাতৃকুলে যদি এই রোগ থাকে তাদের সন্তান-সন্ততির এই রোগ হবার সম্ভাবনা ও আশংকা থাকে।

তাছাড়া আঘাত লাগা, সংক্রামক প্রভৃতি নানা উপদংশ, বংশগত হতে পারে। অতিরিক্ত মদ্যপান বা নেশা সেবন, অমিতাচার, শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা ও অবসন্নতা প্রভৃতি হলো এই রোগের গৌণ কারণ।

লক্ষণ—1. রোগী হঠাৎ চৈতন্য লোপ পেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। রোগ লক্ষণ প্রকাশ হবার আগেই রোগীর মাথা ঘোরে, অস্পষ্ট দৃষ্টি, কান ভোঁ ভোঁ করা, গায়ে ব্যথা, কখনও মাথা ঝিমঝিম করা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়।

2. সারা দেহে আক্ষেপ (Convulsion) বা পেশীর সংকোচন (Muscular twitching) দেখা দেয়।

3. গ্রীবা কাঠিন্য হয়।

4. হাতের আঙ্গুল কুঞ্চিত হয়।

5 মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও পরে রক্তবর্ণ ধারণ করে থাকে।

6. দমবন্ধ হবার ভাব দেখা যায় কখনো কখনো।

7. মাঝে মাঝে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

8 ঠাণ্ডা আঠা আঠা ঘাম বের হতে থাকে।

9. অনেক সময়ে অসাড়ে মলমূত্র বেরিয়ে যায়।

10 জিভে কামড় পড়ে—তার জন্যে আঘাত লাগে।

11. সাধারণতঃ 10—15 মিনিট পরে এইসব জটিল লক্ষণ বা উপসর্গ কমে আসে।

12. মাঝে মাঝে এইসব ভাব বা এপিলেপটিক ফিট্ হতে থাকে।

13. দীর্ঘদিন ভুগতে থাকলে রোগীর পক্ষে পক্ষাঘাত, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. সব সময় রোগীকে ঔষধাদি দিয়ে সুস্থ রাখা ও রোগ যাতে না বাড়ে সেই চেষ্টা করা উচিত। তা না হলে পরে এ থেকে রোগীর হাত বা পায়ের পক্ষাঘাত, মাথার অসাড়তা, দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা দেয় ও রোগী তাতে জীর্ণশীর্ণ হয়।

2 অনেক সময় এ রোগে ভুগতে ভুগতে পরে এর ফলে রোগীর দেহের নানা অংশের আংশিক পক্ষাঘাত দেখা দেয়।

3. অনেকে মাঝে মাঝে হঠাৎ টলে পড়ে ফিট হবার জন্য। তার ফলে রোগীর ব্রেন বা দেহের নানা অংশে আঘাত লাগে এবং তার ফলে জটিল অবস্থা দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

তরুণ রোগে —আর্জেন্টিশিয়াম ৩x, ইগ্নেশিয়া ৬, অ্যাসিড-হাইড্রো, ৩, কেলি ব্রোম, স্ট্র্যামোনিয়াম ৩০, আর্জেন্ট-নাইট্রি ৬, হায়োসায়ামাস ৬ জিঙ্কিয়া ২x।

পুরোনো রোগে —বেল ৩০, কিউপ্রাম ৬ আর্জেন্ট ৬, ক্যাল্কে-কার্ব ৩০, সালফ ৩০, ২০০, কেলি-হাইড্রো ৩০, ইনান্থি ক্রোকেটা ৩x, প্লম্বাম ৩০, জিঙ্কাম ফস ৩x, সিপিয়া ৩০, অ্যাগারিকাস ৬।

ক্রিমিজনিত রোগে —সিনা ২x, স্যান্টোনাইন ১x বিচূর্ণ, ফিলিক্স-মাস ৩x, টিউক্রিয়াম ৮, ইন্ডিগো ৬x।

হস্তমৈথুনজনিত ধাতু দৌর্বল্যবশতঃ রোগীতে —অ্যাসিড ফস ৬, চায়না ৬, ফস্ফোরাস ৬, ফেরাম ৩০ অ্যাসিড-সালফ ৩০।

ভয়জনিত রোগে —(বা নিদ্রায় মূর্চ্ছা ঘটলে) অ্যাকোনাইট ৩, ওপিয়াম ৬।

ইন্যান্থি-ক্রোকেটা—৩x, ৬। বয়স্ক লোকদের তরুণ আক্রমণের প্রথমাবস্থায়, ঋতুর গোলযোগ সহ, ঋতুসম্ভোগকালে আক্রমণ, মাথায় আঘাত লেগে রোগ। মুখ দিয়ে গাঁজলা ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে।

সাইকিউটা—৩, ৬। ভয়াবহ আকুঞ্চন (Contraction) মুখ-বিকৃতি হয়, দাঁতে দাঁত লেগে যায় (বিশেষতঃ শিশুদের ক্ষেত্রে)।

কেলি-সায়েনেটাম —৩। অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাওয়া, প্রচণ্ড খেঁচুনি, তড়কা, দেহ নীল হয়ে যায়, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি লক্ষণে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. লঘু পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।
2. রোজ নিয়মিত হালকা ব্যায়াম, মন প্রফুল্ল রাখা খুব উপকারী।
3. প্রাতঃভ্রমণ এ রোগের পক্ষে খুব উপকারী। রাতের খাবার সন্ধ্যার পর খেয়ে নিতে হবে।
4. গুরুপাক দ্রব্যাদি আহার বর্জনীয়।
5. সাঁতার কাটা, গাড়ী চালানো প্রভৃতি নিষেধ।

হিস্টীরিয়া, মৃগী ও সন্ন্যাসে পার্থক্য

তরুণী নারীদের হিস্টিরিয়া বেশি হয় ও এতে পূর্ণ চৈতন্য লোপ হয় না। এর সঙ্গে যৌন কামনার অবদান জড়িত থাকা সম্ভব।

সন্ন্যাস রোগ মৃগীর মতো আবরাম থাকে না। এটি রীতিমত মারাত্মক ও এতে জীবন সংশয় দেখা যায়। মৃগীতে আক্ষেপ হতে থাকে ও মুখ দিয়ে গাঁজলা ওঠে। এটি মারাত্মক নয় ও রক্ত চাপ বেশি থাকে না এতে। সন্ন্যাসে রক্ত চাপ বেশী হয়ে থাকে।

শোথ (Dropsy)

কারণ—সমস্ত শরীর বা শরীরের কোন কোন অংশে (মুখ, হাত, পায়ে জল সঞ্চয় হয়ে) ফুলে ওঠে। একে শোথ বলে। শরীরের কোন বিশেষ অংশে শোথ হলে তাকে স্থানিক ও সারা দেহে হলে সর্বাঙ্গীণ শোথ বলে।

শোথ প্রায়ই পায়ে শুরু হয়। তারপর তা ধীরে ধীরে দেহের উপরের দিকে ব্যাপ্ত হয়। পুরানো উদরাময়, হৃদপিণ্ডের রোগ, কিডনীর রোগ, রক্তশূন্যতা, বেরিবেরি, যকৃতের সিরোসিস ইত্যাদি কারণে শোথ হয়।

লক্ষণ—স্ফীত স্থান নরম ও তুলতুলে হয়। ঐ স্থানে আঙ্গুল দিয়ে টিপলে আঙ্গুল বসে যায়। হৃদপিণ্ডের অসুখজনিত শোথে প্রথমে পায়ে শোথ হয়। Kidney-র ব্যাধি বা Nephritis জনিত হলে অল্প লালচে প্রস্রাব হয়। নিম্নাংশ ফুলে যায়।

বেশিদিন ভুগলে পেটে জল জমে যায় ও উদরী বা Ascites হয়। এতে শ্বাসকষ্ট, বমনেচ্ছা, উদরাময়, অর্শ, রক্তবমি প্লীহা বৃদ্ধি, পেটের ডানদিকে ব্যথা হয়।

শোথ তিন প্রকারে প্রকাশ পায়—

1. আংশিক। 2. প্রথমে আংশিক পরে সর্বাঙ্গীণ। 3. সর্বাঙ্গীণ।

অনেক সময় বেরিবেরি রোগকে শোথ বলে মনে হয়। কিন্তু তার কারণ ভিন্ন। Vitamin B-এর অভাব। ভেজাল সরষের তেল খেতে লোকে ভয় পায় এজন্য একে বলে Epidemic Dropsy। মাথা ভার, দুর্বলতা, সর্বদা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, খুব বুক ধড়ফড় করা, অস্থিরতা, স্বল্প নিদ্রা, ধীর নাড়ী, কোষ্ঠকাঠিন্য কিন্তু মল কঠিন নয়, অল্প মূত্র, পেটে ভার বোধ, রোগী বার বার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অতিরিক্ত পিপাসা—এসব হলো তরুণ রোগের লক্ষণ।

প্রলাপ, আচ্ছন্ন ভাব, মূর্চ্ছা ইত্যাদিও পরে আসে। মূত্র কম ও লালচে হয়। পরে হুডারাময়া দেখা দেয়।

উপসর্গ সঙ্গে সঙ্গে ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে মূত্রবন্ধ, রক্ত প্রস্রাব, অতিরিক্ত

দুর্বলতা, নানা প্রকার হার্ট-ট্রাবল দেখা দেয়। তার ফলে অনেক সময় রোগীর জীবন সংশয় হতে পারে। তাই ভালভাবে সব সময় চিকিৎসা করানো কর্তব্য। কি কারণে শোথ হচ্ছে তাও নির্ণয় করা একান্ত আবশ্যক।

চিকিৎসা

সর্বাঙ্গীন শোথ —এপিস, আর্সেনিক, ব্রাইয়োনিয়া. অ্যাপোসাইনাম ১, ডিজিটেলিস ৩x, নেট্রাম সালফ ৬x, সালফার ৩০।

সন্ধির শোথ —অ্যাকোন. পালস, আয়োডিয়াম, রাস-টক্স।

মস্তিষ্কের শোথ—হেলিবো, মার্কিউরিয়াস, বেল, এপিস।

বুকে শোথ —ব্রাইয়ো, ডিজিট ১x, ২x, আর্স হেলিবোর।

হৃদপিণ্ডের শোথ —ডিজিটেলিস ১x, ৩x, স্পাইজিলিয়া ৩. আর্সেনিক, ৬ ক্রোটেলাস θ, ক্যাক্টাস ১।

উদরে শোথ —অ্যাপোসাইনাম ১. আর্সেনিক, চায়না. ক্রোটন-টিগ্লিয়াম, এপিস, সালফার।

অণ্ডকোষের শোথ —আয়োডিয়াম, রডোডেন্ড্রন পালসেটিলা, গ্র্যাফাইটিস, সালফার, অ্যাম্পিলপ্সিস ১।

গোড়ালির শোথ —ফেরাম, চায়না, আর্সেনিক।

অ্যাপোসাইনাম ডিকসান -শোথের (বিশেষতঃ যকৃৎ-দুষ্ট উদর শোথের) একটি মহা ঔষধ। ১০-১৫ ফোঁটা মাত্রায় খেতে দিতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. শরীরে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে, সেদিকে সর্বদা নজর রাখা কর্তব্য।

2 রোজ ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করলে ভাল হয়। স্নানের সময় ঘরের দরজা জানলা বন্ধ থাকবে, যেন ঠাণ্ডা না লাগে।

3. খাদ্যের সঙ্গে লবণ খাওয়া উচিত নয়। খেলেও অতি অল্প পরিমাণে খেতে হবে। লবণের পরিবর্তে K-Salt খাওয়া যেতে পারে।

4 পুষ্টিকর লঘু পথ্য মানকচু, বেলপাতা ভিজানো জল, রুটি, মাংসের হালকা ঝোল, সুপ, পাখী ও মুরগীর হালকা মাংস, শিম, পটল, কাঁচ মুলো নালতে শাক, পলতা পাতা, বেতো শাক নিমপাতা, উচ্ছে প্রভৃতি উপকারী। বেশি মশলা প্রভৃতি খাওয়া উচিত নয়।

5 তরল খাদ্য ও পানীয় খেতে হবে।

মূর্চ্ছা (Syncope)

কারণ —মূর্চ্ছাকে একটি রোগ বলা ঠিক নয়। এটি নানা রোগের লক্ষণ। হৃ ের রোগ, সন্ন্যাস, মৃগী প্রভৃতি রোগে মূর্চ্ছা হয়।

আবার অনেক সময় দেহ থেকে প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত, অতিশয় দুর্বলতা, মানসিক আঘাত, প্রচণ্ড গরম লাগা প্রভৃতি কারণে মূর্চ্ছা হয়।

শরীরের বিষাক্ত পদার্থের প্রবেশের ফলেও মূর্চ্ছা হওয়া সম্ভব।

লক্ষণ —1. কোনও রোগে মূর্চ্ছা না হয়ে যদি স্নায়বিক আঘাত, রক্তপাত গরম লাগা, রোদে ঘোরা প্রভৃতি কারণে মূর্চ্ছা যায়, ত হলে মাথা ঘোরা বা মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম ভাব থাকে।

2. এর সঙ্গে থাকে দুর্বলতা, অস্থিরতা, হাত-পায়ে কিছুটা ঠাণ্ডা ভাব, গা বমি বমি, চক্ষুতারার বিস্তৃতি, দাঁতে দাঁত লাগা, প্রভৃতি নানা লক্ষণ দেখা যায়।

3. হৃদপিণ্ড দুর্বল হয়।

4. নাড়ী দ্রুত ও ক্ষীণ হয়। তাতে দেহের দুর্বলতা বোঝা যায়।

5. দ্রুত বিশুদ্ধ বায়ু বা অক্সিজেন না পেলে, অনেক সময় রোগীর জীবনাশংকা দেখা দেয়।

6. অনেক সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ হয়ে থাকে।

উপসর্গ

1. অনেক সময় মূর্চ্ছা সেরিব্রাল বা কার্ডিয়াক থ্রম্বোসিসের লক্ষণ। তখন রোগীর জীবনাশংকা হয়।

2. শোক, দুঃখ প্রভৃতির কারণে হলেও অনেক সময় তা হার্টকে আক্রমণ করে। তাই সাবধান থাকা কর্তব্য।

3. অনেক সময় সেরিব্রাল এনিমিয়া হয় ও তার ফলে জীবনাশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা।

হঠাৎ মানসিক বিকার বা ভয়জনিত মূর্চ্ছা হলে অ্যাকোনাইট ৩x বা ওপিয়াম ৩০। রোগী চুপ পড়ে থাকলে নাক্স-ভমিকা বা অ্যামন কার্ব ৬।

রসরক্তাদি দৈহিক পদার্থের ক্ষয়জনিত পীড়ায় চায়না ।

হিষ্টিরিয়া জনিত—মানসিক উদ্বেগজনিত মূর্চ্ছায় ইগ্নেসিয়া ৩x।

সব শরীর ঠাণ্ডা, হাত ও পা ঠাণ্ডার ফলে মূর্চ্ছায়, ইগ্নেসিয়া ৩x।

দুর্বল বায়ুপ্রবণ ব্যক্তিদের পক্ষে—নাক্স মস্কেটা, সিরামিক ৩০।

হৃদপিণ্ডের পীড়াজনিত মূর্চ্ছায় ডিজি, মস্কাস, ভিরেট্রাম ফলপ্রদ। পেটের দিক থেকে সাবধানতা অবলম্বন দরকার।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

লঘু পুষ্টিকর খাদ্য নিয়মিত খেতে হবে। যদি মানসিক কারণে হয়, তা হলে শোক, দুঃখ প্রভৃতি থেকে মনকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে।

ধনুষ্টংকার (Tetanus)

কারণ Bacillus Tetani নামে এক জাতীয় বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। সাধারণতঃ পথে কোনও দুর্ঘটনা হলে অথবা মরচে পড়া কোন লৌহ আঘাতে রক্তপাত হলে এই রোগ হবার আশংকা। আস্তাবল, গোশালা বা বাগানে কোন ভাবে রক্তপাত হলে, মাছের কাঁটা বিঁধলে, এইসব কারণে এই বীজাণু রক্তের সঙ্গে মিশে।

তারপর এই বীজাণু রক্তের মধ্যে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ বা Toxin সৃষ্টি করে। Toxin সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ও ধনুষ্টংকারের লক্ষণগুলি দেখা দেয়।

লক্ষণ—এই রোগ খুব সাংঘাতিক। তাই সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানো কর্তব্য।

1. দাঁত কপাটি লাগা এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ।

প্রথমেই চোয়াল ধরে যায়। মুখ খুলতে বেশ কষ্ট হয়।

2. গলায় ব্যথা হয়। কিছু গিলতে পারে না।

3. তারপর প্রথমে খিঁচুনি এবং শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। এই খিঁচুনিকে বলে Spasm।

4 তারপর শরীর ধনুকের মতো বেঁকে যায়। কোনও রোগী পিছনের দিকে আবার কোন রোগী সামনের দিকে বেঁকে যায়। তার ফলে পেশী ছিন্ন ও হাড় ভঙ্গ হওয়া সম্ভব।

5. রোগী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। দুটি ভ্রূ কপালে উঠে যায়।

6. অনেক সময় রোগীর দাঁত বের করে দেয়। সারা শরীরে প্রচুর ঘাম হয় ও প্রস্রাব কমে যায়।

7 মেনিনজাইটিস রোগে যেমন প্রথম থেকেই জ্বর থাকে, এতে তা থাকে না। তবে পরিণাম অবস্থায় জ্বর তা খুব বেড়ে যায়। শেষ অবধি প্রচণ্ড জ্বর হয়। এই রোগে রোগীর বোধশক্তি লোপ পায় না। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রচণ্ড যন্ত্রণা ভোগ করে।

জটিল উপসর্গ

1. টিটেনাস রোগের চিকিৎসা খুব ভাল বের হয়েছে—কিন্তু দ্রুত না করলে অনেক সময় রোগীর জীবন আশঙ্কা দেখা দেয়।

2 অনেক সময় রোগ বেড়ে গেলে লাম্বার পাংচার করতে হয় এবং তা না করলে

বেশি চাপের ফলে মাথার ব্রেণের সরু সরু রক্তবাহী জালিকা ছিঁড়ে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়।

3. অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ আক্রমণ ঘটে এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে ভাল চিকিৎসা না হলে মৃত্যু আসন্ন হয়।

সব সময় চোয়াল চেপে থাকা ও কাটার বা ক্ষতের ইতিহাস থাকলে অবিলম্বে এ বিষয়ে চিন্তা ও চিকিৎসা করা কর্তব্য।

চিকিৎসা

ধনুষ্টংকারে প্রবল আক্ষেপ না থাকলে হাইপেরিকাম ৬, ৩০, নাক্সভমিকা ১x, স্ট্রিকনিয়া ৬x চূর্ণ, হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড ৩, ইন্যাল্হি ৩x, আর্ণিকা ৩ এই রোগের প্রধান ঔষধ। মুখ নীল হয়ে যাওয়া লক্ষণে, ইন্যাল্হি ৩x, আক্ষেপকালে শীত ও ঘাম প্রকাশ পেলে—অ্যাকোনাইট র‍্যাডিক্স ২x।

সামান্য চাপে বেদনা বোধ এবং আঘাত লাগা ধনুষ্টংকার রোগে থেমে থেমে আক্ষেপ ও রোগী পেছন দিকে বেঁকে পড়লে, আর্ণিকা ৬।

অভিঘাতিক ধনুষ্টংকারে দুনিয়ার প্রবল আক্ষেপ থাকলে, অ্যাসিড হাইড্রো ৩, ৩০। রোগীর গোটা শরীরের পেশী শক্ত হলে, ফাইজস্টিগমা ৩ প্রযোজ্য। দেহ শক্ত, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, অচৈতন্য, অঙ্গ বিকৃতি, অনেকক্ষণ পর পর আক্ষেপ (স্পর্শ করলে বৃদ্ধি) শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, মুখ লালবর্ণ, মুখ দিয়ে ফেনা বের হয় ও পেছন দিকে বেঁকে পড় লক্ষণে—সাইকিউটা ভিরোসা ৬।

আঘাত লাগলে, ধনুষ্টংকারে চৈতন্য থাকলে এবং শ্বাসরোগ হবার উপক্রম হলে, একবার নরম ও একবার শক্ত হয়ে যাওয়া উপসর্গে—নাক্সভমিকা ৩x।

সব প্রকার তড়কায় এবং সব অবোধ্য আক্ষেপেই ম্যাগনেসিয়া ফস উপযোগী। গরম জলের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ খেতে হয়।

বেলেডোনা, কিউপ্রাম, স্ট্র্যামোনিয়া, ইগ্নেসিয়া, রাসটক্স প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

নিস্তব্ধ আধো অন্ধকার অথচ বেশি বাতাস খেলে এরকম ঘরে রোগীকে রাখা উচিত। বাইরের শব্দ যেন রোগীর কানে না যায়। প্রয়োজন হলে রোগীর কানে তুলো দিতে হবে। রোগীর মেরুদণ্ডের উপর আইসব্যাগ দেওয়া ভালো। তলপেটে পরপর ঠান্ডা ও গরম জলের পটি দিলে অনেক সময় প্রস্রাব হয়ে যায়।

জলাতংক

(Hydrophobia বা Rabies)

কারণ —পাগলা কুকুর বা শিয়ালে দংশন করলে বা কোনও ক্ষতস্থান চাটলে এই রোগ হয়। এদের দাঁতে বা গলায় Rabies virus থাকে। এই ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে ও কিছুদিন পরে এই রোগ হয়। দংশন মাত্রই এই রোগ হয় না।

সাধারণতঃ কামড়াবার 2—. মাস পরে বা আরও . মাস পর্যন্ত এই রোগ দেখা দেয়। কাপড় বা জামার উপর কামড়ালে যদি তা চামড়ায় ক্ষত উৎপন্ন না করে, তাহলে এই রোগ হয় না, কারণ তাতে লালার ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করতে পারে না।

লক্ষণ —সাধারণতঃ কামড়ানোর এক থেকে দু মাস পরে ক্ষতস্থানে সামান্য প্রদাহ হয়। তার পাশের স্থানগুলি চুলকাতে থাকে। ক্রমে চিত্তে অস্থিরতা. খিটখিটে স্বভাব, রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখা প্রভৃত উপসর্গ দেখা দেয়। গলার পেশীগুলি সংকুচিত হয়ে যায়, ঘাড় শক্ত হয় ও উজ্জ্বল আলো অসহ্য বোধ হতে থাকে। নির্জন আলোহীন স্থানে থাকার জন্য দেহে প্রবল বাঁক হয়। কোন তরল দ্রব্য ও জল খেতে কষ্ট হয়। শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। জল বা জলীয় পদার্থ দেখলেই রোগী মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করে। তাই একে বলা হয় জলাতঙ্ক। এ রোগে দেহ ক্রমশঃ দুর্বল হয়। আক্ষেপ, অজ্ঞানতা, ধনুষ্টংকার বা খিঁচুনি প্রভৃতি দেখা দেয় ও রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কখনো বা পাগলের মতো চীৎকার করে, দংশন করতে যায় বা করে। প্রাচীরে মাথা ঠোকে। এই রোগাক্রান্ত লোকের মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের পদার্থ-গুলিতে নানা পরিবর্তন ঘটে।

যদি রোগী কোন লোককে কামড়ায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তারও এই রোগ হতে পারে। পোষা কুকুব কামড়ালেও এই রোগ হতে পারে।

অবশ্য যদি সেটা পাগলা কুকুব হয়। এই রোগে মৃত্যু প্রায় অনিবার্য।

এই জন্য কুকুব বা শিযালে কামড়ালে আগে থেকে সাবধান হয়ে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পরে, দীর্ঘদিন পরে অনেক সময় রোগ হতে পারে, রোগীর জীবন বিপন্ন করতে পারে। তাই সব সময় সাবধান থাকা দরকার।

রোগ নির্ণয় করা কঠিন হয় না। কিন্তু এ রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা বা রোগী ভাল হওয়া প্রায় কল্পনাতীত বিষয়। তাই আগে থেকে সাবধান থাকতে হবে।

যে কুকুর কামড়ায়, তা জলাতঙ্ক রোগগ্রস্থ কিনা দেখা কর্তব্য। ঐ কুকুরটিকে অন্ততঃ একমাস Watch করতে হবে। তাতে তার মৃত্যু না হলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। কিন্তু তা সম্ভব না হলে. অবশ্য প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আর কুকুরটি মারা গেলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে।

চিকিৎসা

কোন জন্তু দংশন করা মাত্র ক্ষতস্থানের উপরে এঁটে বেঁধে দেওয়া উচিত। যাতে রক্ত চলাচল করতে না পারে। ঐ ক্ষতস্থান থেকে কিছুটা রক্ত কার্বোলিক অথবা নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা পুড়িয়ে দিয়ে মাসাধিককাল প্রতিদিন তাপ নেওয়া ও প্রতিদিন দু-তিনবার করে বেশি পরিমাণে গুড় বা মাইলৎ ফল খাওয়া খুব ভাল।

এ ছাড়া কেউ কেউ আবার ঐ সময়ে ন্যাজা ৬×৬ একমাত্রা খাওয়াতে বলেন। প্রথমে হাইড্রোফোবিনাম ৩০ ও ২০০ এক সপ্তাহকাল খাইয়ে ও পরে ছয় মাস বেলেডোনা ৩, ৩০ প্রতিদিম ২ বার করে খেতে দেওয়া হয়।

স্নায়বিক উত্তেজনা ও প্রলাপাধিক্য থাকলে, স্ট্র্যামোনিয়াম ১x ব্যবস্থা হয়। আক্ষেপ ও তড়কার জন্য ডাক্তাররা বলেন ল্যাকেসিস ৬, ৩০ ব্যবস্থা করেন। হায়োসায়েমাস ১x, আর্সেনিক ৬ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে। লাইসিন বা হাইড্রোফোবিনাম এই রোগের একটি প্রধান ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

কনক ধুতরা পাতার ডগা ধুয়ে শুকনো বস্ত্র দিয়ে মুছে রস বের করে, আখের গুড়, খাঁটি গাওয়া ঘি, গরুর কাঁচা দুধ—এই চারটি জিনিষ ১ তোলা করে নিয়ে ভাল করে কুকুর দষ্ট লোককে ভোরে খালিপেটে সেবন করানো বিধেয়।

এটি সেবন করলে রোগীর বেশ মত্ততা জন্মে কিন্তু নিদ্রার পর উন্মত্ত ভাব থাকে না। ঔষধ সেবন করলে মত্ততা জন্মায়। তারপর রোগীকে খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হবে এই প্রণালীতে অনেকে আশাতীত ফল পেয়েছেন বলে জানা যায়।

পক্ষাঘাত (Paralysis)

কারণ —শরীরের কোন অংশে বা অঙ্গের অনুভূতি ও গতিশক্তি রহিত হওয়া বা অবশ হওয়াকে বলে পক্ষাঘাত বা Paralysis। বেশি রক্তের চাপ, উঁচু স্থান থেকে পতন, বীজাণু সংক্রামণ ইত্যাদি কারণে এটি হয়। স্নায়ুমণ্ডলীতে আঘাত লাগা বা কোন স্থানের নার্ভ পুড়ে যাবার জন্য বা ছিঁড়ে যাবার জন্য পক্ষাঘাত হয়ে থাকে।

লক্ষণ ও প্রকারভেদ —পক্ষাঘাত নানা ধরনের হয়। এখানে প্রধান কয়েকটি দেওয়া হলো—

1. সর্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত —সারা দেহে পক্ষাঘাত হয়। দেহে সাড় খুব কম থাকে। অতি শীর্ণ বৃদ্ধদের এটি হয়।

2. অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত।—দেহের নিম্ন অংশে বা অর্ধ অংশে পক্ষাঘাত হয়। মস্তিষ্কের রোগে এটা হয়, সুষুম্না কাণ্ডের রোগেও এটা হয়।

3. মুখমণ্ডলে পক্ষাঘাত — সাধারণতঃ এতে মুখ, নাক, চোখ প্রভৃতি অংশে পক্ষাঘাত হয়। চোখ মুখে সাড়া থাকে না। মস্তিষ্কের রোগ হয়।

4. মেরুমজ্জায় ক্ষয়জনিত পক্ষাঘাত —মেরুদণ্ডের ও সুষুম্নাকাণ্ডের পক্ষাঘাত হয়, ক্ষয়রোগজনিত বা স্নায়বিক রোগজনিত কারণে।

5. শিশু পক্ষাঘাত —Infantile Paralysis—এটি শিশুদের বেশি হয়। এই সব পক্ষাঘাতের সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, খাদ্য গ্রহণে অক্ষমতা, দুর্বলতা, নড়তে চড়তে কষ্ট, আক্রান্ত স্থান থর থর করে কাঁপা প্রভৃতি আরও নানা লক্ষণ দেখা যায়।

জটিল উপসর্গ

অনেক সময় পক্ষাঘাত রোগ প্রথম থেকে ভালভাবে চিকিৎসাদি না করলে ও যথেষ্ট সাবধানতা না নিলে তা কঠিন অবস্থায় পৌঁছাতে পারে। অনেক সময় তা দুরারোগ্য হয়। তাই সব সময় প্রাথমিক অবস্থা থেকেই উপযুক্তভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

যদি স্থানিক বা সামান্য হয়, তা হলে তা থেকে পরে জটিল অবস্থা হতে পারে। বিরাট অংশ আজীবন পক্ষাঘাতগ্রস্থ হতে পারে। অনেক সময় এ থেকে হার্টের স্নায়ুমণ্ডলীর নান অঙ্গের জটিল রোগ হয় ও জীবন সংশয় হয়।

চিকিৎসা

সর্বাঙ্গীন পক্ষাঘাত —প্লাম্বাম (শীর্ণতাসহ পক্ষাঘাতে) ফস্ফো। (অপকর্ষ-জনিত) ব্যারাইটা কার্ব। (অপকর্ষজনিত বৃদ্ধদের রোগে) মার্ক কর, ককিউলাস, কোনিয়াম।

অর্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত —নক্স ভম, ফস্ফো। (কশেরুকামজ্জার রোগে বা আঘাতের জন্য পক্ষাঘাত) আর্ণিকা।

বাঁ অঙ্গের পক্ষাঘাতে—ল্যাকেসিস।

মুখের পক্ষাঘাতে — ব্যারাইটা কার্ব, কষ্টি, বেল, অ্যাকোন।

চোখের পাতায় পক্ষাঘাত হলে—জেলস, স্পাইজি ষ্ট্রামো, বেল।

বিল্লী প্রদাহ সংক্রান্ত পক্ষাঘাত হলে—জেলস, কোনিয়াম।

চিত্রকরদের পক্ষাঘাতে—ওপিয়াম, আয়োড, কুপাম মেট, আর্স, অ্যালুমেন-ষ্ট্যানাম।

কশেরুকা মজ্জার ক্ষয়রোগ জনিত পক্ষাঘাতে - অরাম, আর্স, ফস্ফো, আর্জনাই, অ্যালুমি।

বিভিন্ন স্থানের স্নায়ুর কম্প কাঠিন্যসহ পক্ষাঘাত হলে—সিপিয়া, কেলি-কার্ব, ফস্ফো, সালফার ল্যাথিরাস।

শিশু পক্ষাঘাতে—ফস্ফো, আর্স, ব্যারাইটা, ক্যাল.কে কার্ব।

স্ট্রিকনিয়া, ফস্ফোরিকাম ২x, ৩x—অনেক ক্ষেত্রে উপকার দেয়। এটা একটি উত্তেজক স্নায়ুর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্লাম্বাম ৬ ও ৩০ অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়েছে।

মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে—বেলেডোনা ৩। রক্ত সঞ্চয়কারী মণিবন্ধের পক্ষাঘাতে—প্লাম্বাম ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. নিয়মিত হালকা শারীরিক ব্যায়াম করা বা চেষ্টা করা ভালো তাতে আক্রান্ত স্থান ক্রমশঃ সুস্থ ও সবল হয়।

2. আক্রান্ত স্থানে ম্যাসেজ করলে বা ইলেকট্রিক ম্যাসেজে আড়ষ্টতাভাব কমে আসে।

3 অন্যান্য স্থানে গরম জলের সেঁক দিলে ভাল হয়।

4. বলকারক দ্রব্য মাছ, মাংস বা ডিম, এবং ছানা, দুধ, দই প্রভৃতি খাওয়া উপকারী।

5. ভিটামিনযুক্ত ফল, ছোলা ভেজা, শাকসব্জী প্রভৃতি নিয়মিত খেতে হবে।

সর্দিগর্মি (Sunstroke or Heatstroke)

কারণ—বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে এবং ভারতের নানাস্থানে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। উত্তর ভারতের নানা অংশে এরূপ হতে দেখা যায়। এই উত্তপ্ত বায়ুর প্রবাহকে বলা হয় 'লু'।

এই অতি উত্তপ্ত বাতাস দেহে লাগলে যা গ্রীষ্মকালে দুপুরের রোদে বেশি ঘুরলে তার ফলে এই রোগ দেখা যায়।

এ ছাড়া বাষ্পীয় ইঞ্জিন, ফ্যাক্টরীর ফার্নেস, বড় উনুন প্রভৃতির তাপে গ্রীষ্মকালে বেশিক্ষণ থাকলে বা ঐখানে বেশি সময় ধরে কাজ করলে, তার ফলে এই রোগ হতে দেখা যায়।

এই রোগ সঙ্গে সঙ্গে ভালভাবে চিকিৎসা না করলে খুব খারাপ হয় এবং তার ফলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে অনেক সময়।

সব সময় তাই গরম লাগার ইতিহাস এবং রোগ লক্ষণ দেখলে, দ্রুত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য।

লক্ষণ—1 প্রবল মাথাঘোরা বা মাথাধরা।

2. পেটের উপরের অংশে প্রবল বেদনা।

3. বমি বমি ভাব, হঠাৎ বমি।

4 কখনো বা হিমাঙ্গ অবস্থা (Collapse) অবস্থা দেখা দিতে পারে।
5. অত্যধিক দুর্বলতা ও জ্ঞান হারাতে দেখা যায়—এ থেকে অনেক সময়।
৫. কখনো কখনো শ্বাসকষ্ট হয়।
7. দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা, অস্পষ্ট ভাব।
৪. নাকের গভীর শব্দসহ মূর্চ্ছা।
৯. মূত্ররোগ ও শ্বাসরোধ অবস্থা।
10. কখনো বা আক্ষেপ (Convulsion) দেখা যায়।
11. গায়ের তাপ খুব বৃদ্ধি হতে পারে। এমন কি 107—10৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে।
12. এই অবস্থায় নাড়ীর গতি দ্রুত হয় ও তার সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী লাফাতে থাকে।
13 শরীরে জ্বালা, অস্থিরতা প্রভৃতি নানাভাব দেখা যায়।
14. জিহ্বা, গলা শুকনো, বমি ও জ্ঞানলোপ হয়।
15. চোখের তারা (Pupil) ছোট হয়ে যায়।

উপসর্গ

এ রোগ খুব কঠিন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা না হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে।

হঠাৎ দমবন্ধ, মাথাঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, বমি, প্রবল আক্ষেপ, জ্ঞানলোপ থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু অবধি হতে পারে। গ্রীষ্মকালে তাই এভাবে রোগী জ্ঞান হারালে, তা এই রোগ বলে ধরে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা করা কর্তব্য।

চিকিৎসা

রক্তাভ মুখ, রক্তবর্ণ চোখ, প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও প্রলাপ, অস্থিরতা, জ্বালা ও মূর্চ্ছাভাব লক্ষণে— বেলেডোনা ৩, স্ট্র্যামোনিয়াম ৩।

আক্ষেপ বা খেঁচুনি, প্রচণ্ড মাথা ঘোরা, জ্বালাকর উত্তাপ, মাথার পেছন দিকে প্রচণ্ড ব্যথা, হঠাৎ অচৈতন্য— গ্লোনয়িন ৩ (প্রতি ৫ মিনিট অন্তর প্রযোজ্য)।

ঘন ঘন মূত্র ত্যাগ, মাথা ব্যথা, মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণে জেলস ১x, ৩x প্রতি ঘণ্টায় প্রযোজ্য।

গায়ের তাপ হঠাৎ নিচের দিকে নেমে যায়। শরীর হিম ঠাণ্ডা, প্রচুর ঘাম, ক্ষীণ ও দ্রুত নাড়ী, মূর্চ্ছাভাব ক্যাম্ফার ১x, কার্বোভেজ ৩x, ভিরেট্রাম অ্যাল্বাম ৬।

সময়ে সময়ে অ্যাকোনাইট ৩, ভিরেট্রাম ভির ১x, ৩, ক্যাক্টাস ৩, নেট্রাম মিউর ৬x বিচূর্ণ, নেট্রাম কার্ব ৬, ওপিয়াম ৬ দরকার হতে পারে।

এ ছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী অন্যান্য ঔষধের জন্য গ্রন্থের শেষ অংশে প্রদত্ত হোমিও-প্যাথিক রেপার্টরী দ্রষ্টব্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সব সময় হার্ট, Pulse-এর উপর নজর রাখতে হবে।

2. রোগীকে নিস্তব্ধ শীতল ঘরে বিশ্রাম দিতে হবে যেন তার ঘুম আসে এবং সে ছটফট না করে।

3. পেট যাতে খালি না থাকে, তা সব সময় দেখা উচিত।

4. গরমকালে রোজ কাঁচা আম পুড়িয়ে সরবৎ করে খেলে উপকারী এবং এই রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে না। তাছাড়া উচ্ছে, নিমপাতা, সজনের ডাঁটা, লাউ, পটল পাতা প্রভৃতি খাওয়া খুব ভাল। শিউলী পাতার রস উপকারী।

5 রোগ অবস্থায় তরল পথ্য দিতে হবে। অত্যধিক গরমের সময় সাদা ঢিলে পোষাক পরা উচিত এবং মাথায় ছাতা ব্যবহার কর্তব্য। ঘাম বেশি হলে সামান্য লবণ জল খাওয়া ভাল।

স্নায়ু দৌর্বল্য ও স্নায়ু প্রদাহ

(Nurasthania and Neuritis)

কারণ —স্নায়ুর দুর্বলতা বা স্নায়ু দৌর্বল্য থেকেই পরে স্নায়ুর প্রদাহ রোগ জন্মায় এর কারণ হলো—

1. অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম।

2. অনিয়ম, অমিতাচার।

3. অতিরিক্ত মদ্যপান ও নেশা সেবন।

4. পিতামাতা ও বংশগত কারণ।

5. খাদ্যে ভিটামিন B কমপ্লেক্সের অভাব—বিশেষ করে B_6, B_{12}, C-এর অভাব।

6. দীর্ঘদিন শরীরের শক্তি ক্ষয়কারী রোগে ভোগা।

7. উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস।

8 প্রসবের পর ঠিকমতো নারীর যত্ন না নিয়ে, বিশেষ করে একাধিক প্রসব হলে এবং এভাবে অবহেলা করলে, তা থেকে এ রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. যে কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করার অক্ষমতা।

2. শরীর ও মনের অত্যন্ত অবসাদ।

3. অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথা ব্যথা, মাথা ঝিম ঝিম করা।

4. বুক ধড়ফড় করা ও হার্ট দুর্বল।

5. দৃষ্টি শক্তি ও শ্রবণ শক্তির অত্যধিক ক্ষীণতা।

6. পেট ফাঁপা, অরুচি, অজীর্ণতা, মাঝে মাঝে হঠাৎ উদরাময় পর্যন্ত হতে পারে।

7. হাত-পা ঝিম ঝিম করা ও প্রবল কষ্ট।

8 স্মৃতিশক্তি ক্ষীণতা ও স্মৃতিশক্তি লোপ।

9 রোগ বৃদ্ধি পেলে স্নায়ুর কিছু অংশ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হয়ে থাকে। কখনো পিঠ, কখনো ঘাড়, কখনো কোমর বা পা, কখনো হাত ও তার ফলে আরও নানা লক্ষণ দেখা যায়।

10. আক্রান্ত স্থানের টিসু টিপলে বা ঠাণ্ডা লাগলে, রোগের বৃদ্ধি হতে দেখা যায়।

11. অনেক সময় স্নায়ু নানা রোগে আক্রান্ত হয় ও তার ফলে আরও নানা লক্ষণ দেখা যায়।

12 অনেক সময়ে পক্ষাঘাত অবধি হতে পারে।

জটিল উপসর্গ

1. এ রোগে প্রথম অবস্থা থেকে ঠিকমতো চিকিৎসা না করলে নানা জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। প্রান্ত স্নায়ুতে ব্যথা, নড়াচড়ার অক্ষমতা, দুর্বলতা প্রভৃতি দেখা যায়।

2. পরে এটি চিকিৎসা না করলে, স্নায়বিক পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে।

3 অনেক সময়ে একটি অঙ্গ বা দেহের এক অংশের পক্ষাঘাতও হতে দেখা গেছে। তাই প্রথম থেকেই এ রোগের ভাল চিকিৎসা করা সর্বদা কর্তব্য।

চিকিৎসা

ইগ্নেসিয়া ৬—হাসি, কান্না প্রভৃতি হিষ্টিরিয়া লক্ষণযুক্ত, দুর্বল।

আর্জেন্ট নাইট্রিক ৩০—পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য, উদরাময় বা শ্লেষ্মা লক্ষণে।

অ্যানাকার্ডিয়াম ৩—অধিক রেতঃপাতের জন্য স্মৃতি শক্তির ক্ষীণতা।

পিক্রিক অ্যাসিড ৬—বিষয় কর্মে সতত লিপ্ত থাকার জন্য মস্তিষ্কের শ্রান্তি বোধ, সামান্য পরিশ্রমেই অবসন্নতা ও পিঠের বেদনা।

ল্যাকেসিস ৬—ঘুম ভাঙ্গার পরই নানা রোগের বৃদ্ধি।

প্ল্যাটিনা—কামোন্মাদ জনিত স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য এই ঔষধ প্রযোজ্য।

নাক্স ভম ৩—রোগী মনে করে চললে ফিরলে সে পড়ে যাবে, ক্লান্তি ও দুর্বল বোধ, অবসন্নভাব প্রভৃতি হলে।

কার্বো ভেজ ৩x চূর্ণ—উদরে বায়ু সঞ্চয়ের লক্ষণ হলে।

অ্যাসিড ফস ৬—ঘরে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুলতা।

আর্ণিকা ৩—সহজেই শ্রান্ত হওয়া এবং দেহের সর্বাঙ্গে থ্যাৎলানোর মতো ব্যথা অনুভব করা লক্ষণে।

স্ট্যাফিসেগ্রিয়া ৩০ হস্ত মৈথুন প্রভৃতি কারণে অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়জনিত রোগে এই ঔষধ খুব উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীর সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন।
2. আক্রান্ত স্থান ভালভাবে ম্যাসেজ করালে ভাল হয়।
3. ইলেকট্রিক ম্যাসেজ উপকারী।
4. ভিটামিনযুক্ত পুষ্টিকর হালকা পথ্য উপকারী।

উদ্বেগজনিত অবসন্নতা ও মেলনঙ্কোলিয়া
(Anxiety Neurosis and Melancholia)

কারণ—1. হঠাৎ মনে আঘাত হতে পারে।

2. নানা কারণে মনের মধ্যে রোগের ভয়।

3. শোক, দুঃখ ইত্যাদি।

4. নানা কারণে মনের উপর চাপ ও অবসাদগ্রস্থ ভাব।

লক্ষণ—1 কোনও কিছু ভাল লাগে না, উদ্বেগ, কোনও কাজে মন বসতে চায় না। কর্মহীনতা, নৈরাশ্য।

2. অকারণে ভীতি বা ভয় হতে পাবে।

3. সব সময় মন ভার করে বসে থাকা, শুয়ে থাকা, কথাবার্তা না বলা প্রভৃতি লক্ষণ।

4. অনেক সময়ে সামান্য পাগলামির মতো ভাব দেখা যায়।

5 অনেক সময়ে নিজকে অসহায় মনে হয়।

6 মনে হয় পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই। জীবন বৃথা।

7. মাঝে মাঝে মনে হয় বিরাট শূন্যতার মধ্যে রোগী মিলিয়ে যাচ্ছে- তার চারিদিকে অন্ধকার, জীবনের কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কিছুই নেই।

8. অনেক সময়ে শেষ পর্যন্ত এ রোগী পাগল পর্যন্ত হতে পারে।

চিকিৎসা

সাধারণ মানসিক অবসাদ রোগে শ্রেষ্ঠ ঔষধ ক্যালি ফস ৬x, ১২x, ৩০x। এই ঔষধে বহুবার আমি অপূর্ব ফল পেয়েছি।

এর সঙ্গে লিভারের রোগ থাকলে নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০, পালসেটিলা ৬, ৩০ বা কার্ডুয়াস মেরিনাস ৩, ৬, ৩০।

নারীদের এই সঙ্গে জরায়ু বা ডিম্বকোষের রোগ থাকলে অ্যাকটিয়া রেসিমোসা ১x, ৩x, লিলিয়াম টিগ মাদার, প্লাটিনা ১x, ৭x, ল্যাকসিস ৬, ৩০।

মানসিক উপসর্গ সহ অন্যান্য উপসর্গ লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে অক্‌জ্যালিক অ্যাসিড, নাইট্রোমিউরিয়েটিক্ অ্যাসিড্।

রোগের প্রথম অবস্থায়—ইগ্নেসিয়া, নেট্রাম মিউর প্রভৃতি।

আত্মহত্যা করার ইচ্ছা থাকলে—অরাম।

নিজেকে নিগ্রহ করার ইচ্ছা থাকলে—আর্সেনিক ৩, ৬।

জ্ঞানহীন বা মূর্চ্ছা অবস্থা হলে - হেলিবোরাস্, ওপিয়াম, ভিরেট্রাম্, ব্যাপ্‌টিসিয়া প্রভৃতি ৩, ৬, ১২।

ভয়, দুঃখ প্রবঞ্চনার শোকে, ইগ্নেসিয়া ৬, ৩০।

মেয়েদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্লাটিনা ৬, ৩০ বা ২০০।

এ ছাড়া অন্য কোনও ঔষধ প্রয়োজন হতে পারে। তার জন্য রেপার্টরী অংশ ভালভাবে দেখে ঔষধ দিতে হবে।

মানসিক অবদমন (Depression)

কারণ—নানা মানসিক আবর্তের পর বা অনেক সময় আপনা থেকেই এই রোগ হয়। অনেক সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বা হঠাৎ শোক, দুঃখ পেয়েও হতে পারে।

লক্ষণ—1 সবসময় মনমরা ভাব থাকে। অনেক সময় কোনও বাহ্যিক কারণ থাকে না—তবে সবসময় এই ভাব দেখে বোঝা যায় যে রোগী অসুস্থ।

2. অনেক সময়ে উদ্ভট চিন্তা মনে আসতে পারে।

3. নিদ্রাহীনতা প্রায় দেখা যায়।

4. প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করা ভাল- তা না হলে, রোগীর আত্মহত্যা-প্রবণতা দেখা যায়। তখন অবশ্য অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীকে দেখানো কর্তব্য।

প্রকারভেদ—কোনরকম মানসিক শোক বা মানসিক কারণে হলেও এর প্রকারভেদ আছে।

1. তরুণ রোগ—কোনও ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকে না বা গভীর ভুল ধারণা থাকে না। আত্মহত্যার ইচ্ছা, চিত্তবিভ্রম।

2. সহজ সাধ্য—যা সহজে সারে।

3. পুরোনো রোগ—যা মাঝে মাঝে কমে আবার মাঝে মাঝে বাড়ে। অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকে। নিজেকে খুব হেয় মনে করে। দৃঢ় বদ্ধমূল ভ্রান্ত বিশ্বাস।

মাঝে মাঝে অচেতন অবস্থা হয়। অন্যান্য সব লক্ষণ থাকে।

চিকিৎসা

মানসিক অবসন্নতা, অবদমন ও তার সঙ্গে লিভারের রোগ থাকলে—নাক্স ভম ৬, ৩০, পালসেটিলা ৬, ৩০, কার্ডুয়াস মেরিনাস্ ৬, ৩০।

মানসিক অবদমনের সঙ্গে জরায়ু ও ডিম্বকোষের রোগ থাকলে অ্যাকটিয়া রেসিমোসা ২x, ৩x, লিলিয়াম টিগ্ ৩, ৬, প্ল্যাটিনা ৬, ৩০, ল্যাকেসিস ৩০।

তরুণ রোগে—ইগ্নেসিয়া ৩, ৩০, নেট্রাম মিউর ৩, ৬, ৩০ বিশেষ কাজ দেয়।

আত্মহত্যা করার প্রবল ইচ্ছায়—অরাম মিউর ৬, বা ২০০।

আত্মনিগ্রহ করার প্রবল ইচ্ছা থাকলে, আর্সেনিক ৩, ৬, ৩০।

মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন বা অজ্ঞান হলে—হেলিবোরাস ৩, ওপিয়াম ৩, ৬, ভিরেট্রাম ভির ৬, ৩০, বা ব্যাপটিসিয়া ৩, ৩০ ভাল ফল দেয়। লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে।

স্ত্রীলোকদের খুব ভাল ফল দেয়, প্ল্যাটিনা ৬, ৩০।

বয়স্কা নারী, মেনোপজ, আত্মগরিমা এবং ঔদ্ধত্য, সবাইকে নগণ্য বিবেচনা প্রভৃতি এবং গায়ে কাপড় রাখতে পারে না—ল্যাকেসিস ৬, ৩০ বা ২০০।

এ ছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী বায়োকেমিক ক্যাল্কে ফস ৬x, ১২x বা নেট্রাম মিউর ৬x উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সব সময়ে মনকে সতেজ ও প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে হবে।

2. প্রয়োজনে সাময়িক স্থান পরিবর্তন (Change) উপকারী।

3. স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে। নিয়মিত সময়ে স্নানাহার বেড়ানো ও কাজে মন দিলে ভাল হয়। নানারকম খেলাধুলায় মনকে ব্যাপৃত রাখতে পারলে ভাল।

বাত ব্যাধি (Rheumatism)

কারণ —অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারণ অজানা—দেহের নানা অংশে নানারকম বাত রোগ দেখা যায়—এগুলি বিভিন্ন সন্ধিকে (Joints) আক্রমণ করে।

লক্ষণ —হঠাৎ কোন একটিতে ব্যথা শুরু হয় এবং সেটা শক্ত (Stiff) হয়ে যায়। কখনো সেই সন্ধিটি অকর্মণ্য হয়ে যায় বা Frozen হয়ে যায়।

জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময়ে গাঁট ফুলে, রোগ এত বৃদ্ধি পায় যে তা সহজে সারতে চায় না। তখন রোগের চিকিৎসা করলেও সহজে কাজ হয় না।

2. অনেক সময়ে এ থেকে পরে হাত, পা অকর্মণ্য হয় ও তা নড়াচড়া করা যায় না।

অনেক সময় এ থেকে পরে হাত, পা অকর্মণ্য হয় ও তা নাড়াচাড়া করা যায় না। কখনো বা এ থেকে হাত পায়ের প্যারালিসিস হতে পারে।

চিকিৎসা

প্রবল জ্বর, রোগের শুরু, তরুণ রোগ, জ্বর, পেশীতে ব্যথা, আক্রান্ত স্থান ফোলা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ১x—৬।

নতুন ও পুরাতন বাত সর্বদা গরমভাব, বস্ত্রাদি খুলে ফেলে, দেহ, মাথা ও পায়ের তলা গরম, প্রচুর গন্ধযুক্ত ঘাম, পেটে অম্লভাব—সাল্‌ফার ৩০, ২০০।

নড়াচড়ায় বেদনা বৃদ্ধি, গরমে বৃদ্ধি—ব্রায়োনিয়া ৩, ৬, ১২ বা ৩০।

ঘাড়ে বাত—ল্যাকন্যান্থিস্ ৩, ৬।

শীতে বা আর্দ্র বাতাসে বৃদ্ধি, নড়াচড়ায় ব্যথা কমলে—রাসটক্স ৬, ৩০, ২০০।

আক্রান্ত স্থানে বেদনা, ফোলা, লালবর্ণ, দপ্ দপ করে, মাথা ব্যথা—বেলেডোনা ৩x, ৩, ৬।

বলিষ্ঠ লোকদের তরুণ বাত, সূঁচফোটার মত ব্যথা, রাতে রোগবৃদ্ধি—কলচিকাম ১, ৩, ৬।

আক্রান্ত স্থান অসাড় ও শক্ত বোধ, গাঁটগুলি ফুলে ওঠে, টন টন করে, গরম অসহ্য, মূত্র কম, তৃষ্ণাহীনতা প্রভৃতিতে, এপিস্ ৩x, ৩, ৬, ৩০, ২০০।

প্রমেহ জনিত হাঁটুতে বাত, বেদনা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে বেড়ায়, গাঁটে ব্যথা, শীত, অস্থিরতা, অনিদ্রা, সন্ধি ফোলা লক্ষণে, পালসেটিলা ৩, ৬, ৩০।

বুক ও কোমরে ব্যথা, পিঠ ও পার্শ্বদেশে সূঁচফোটার মত ব্যথা, ফোলা, ঘাড় আড়ষ্ট, জ্বর লক্ষণে, সিমিসিফিউগা ৩, ৬।

কোমরের বাতে ম্যাক্রোটিন ৩, ৬।

ছোট ছোট সন্ধির বাত, রাতে বৃদ্ধিতে অপূর্ব ঔষধ অ্যাক্‌টিয়া স্পাইকেটা ৩, ৬।

এক বা বহু গাঁটে ব্যথা, রক্ত সঞ্চয়, ফোলা, প্রদাহ, দুর্গন্ধ ঘাম, জ্বর, রাতে বৃদ্ধিতে—মার্ক ভাইভাস ৩x বিচূর্ণ।

শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গ ও ডান দিকের বাতে, ভায়োলা ওডোরেটা ৩, ৬।

কোমরে বাত, রুটা ৩, ৬।

বাঁদিকে বাত, নড়াচড়ায় বৃদ্ধি, কষ্টিকাম ৬, ৩০।

পিঠে বাত—ইউপেটো পার্ফ ১x।

আঘাত লাগা থেকে হলে—আর্ণিকা ৬, ৩০, ২০০।

প্রমেহ সংযুক্ত বাত, বর্ষাকালে বৃদ্ধি নেট্রাম সাল্‌ফ্ ১২x, ৩০x।

ভ্রমণশীল বাত এক সন্ধি থেকে অন্য সন্ধিতে, অরাম ৩, ৩০।

বেশি জল ঘাঁটায় জন্য বাত—ফস্ফোরাস ৩, ৬, ৩০।

ডান হাতের বাতে ক্যালমিয়া ৩।

চললে ব্যথা বৃদ্ধি, চাপলে আরাম—অ্যাসিড্ ফর্মিক ৬, ৩০।

ব্যথা নিচ থেকে উপরে উঠলে, লেডাম ৬, ৩০।

বর্ষাকালে রোগবৃদ্ধি—ক্যালকেরিয়া ফস ৬, ৩০।

পুরোনো বাত, সঞ্চরণশীল উপদংশজনিত, কেলি বাই ৩ ও ৩০।

বর্ষার জলে ভিজে বাত, ডালকামরা ৬, ৩০।

বহুমূত্র, রক্তশূন্যতা, ক্ষুদ্র সন্ধিতে বাত, ল্যাক্ এসিড ৩, ৬, ৩০।

ক্ষুদ্র সন্ধিতে বাত, মাথা ব্যথা—কলোফাইলাম ৩, ৬।

প্রদাহযুক্ত বাতে, গলথেরিয়া মাদার পাঁচ ফোঁটা করে। ফেরাম ফস্ ১২x, ৩০x খুব ভাল ঔষধ।

হাঁটু বা কনুইতে বাত, খোঁচামারা ব্যথা, ফোলা থাকে না, আর্জেণ্ট মেটাল ৬, ৩০।

গেঁটেবাত

কারণ—দেহের ছোট ছোট সন্ধি, আঙুল, পায়ের আঙুল বা গোড়ালী, হাতের কব্জি, পায়ের সন্ধি (Joint) প্রভৃতি এই রোগে আক্রান্ত হয়।

বিশেষ বিশেষ খাদ্য থেকে Uric Acid নামক পদার্থের প্রচুর জন্ম হয়। এর কিছুটা প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বটে, তবে বেশ কিছু না বেরিয়ে দেহের সন্ধিতে জমা হয়। ধনী, বিলাসী, অপরিশ্রমী, বিত্তশালী লোকদের এ রোগ বেশি হয়। অনেক সময় পিতামাতা থেকে সন্তানদের এ রোগ হয়।

লক্ষণ—হাত পায়ের ছোট ছোট গ্রন্থি ফোলে, ব্যথা আরম্ভ হয়। এতে জ্বর প্রায় থাকে না। জ্বর হলে তা সামান্য হয়। 99—100 ডিগ্রী। দুই-এক দিন বাদে আর জ্বর আসে না। এই বাত Rheumatic Arthritis মতো হলে এক গাঁট থেকে অন্য গাঁটে ভ্রমণশীল হয়।

প্রস্রাবে প্রায়ই Albumin ও Uric Acid দেখা যায়।

কখনো আক্রমণ হঠাৎ শুরু হয় বা তা Acute ভাবে হয়। কখনো বা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

কখনো বা বংশগত কারণে এটি হয়। আবার কখনো প্রচলিত রোগ চাপা দেবার ফলে এটি হয়।

জটিল উপসর্গ

1. কখনো একটি গাঁটে শুরু হয়ে অন্য গাঁটও সংক্রমণশীল হয়ে এটি রোগীকে একেবারে অকর্মণ্য করে দেয়।

2. কখনো এটি স্থায়ী হয় এবং ঠিকমত প্রাথমিক চিকিৎসা না করলে তা মারাত্মক হয়। তা থেকে রোগী অনড়, অশক্ত হয় এবং স্নায়ুর প্যারালিসিস পর্যন্ত হতে পারে।

চিকিৎসা

আর্টিকা ইউরেন্স —প্রতি মাত্রায় পাঁচ ফোঁটা গরম জলের সঙ্গে প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর খেলে ইউরিক অ্যাসিড ও মূত্ররেণু (Graval) শরীর থেকে অপসারিত হয়ে আশু উপশম হয়।

কল্চিকাম ৩ পাকাশয় বা হৃৎপিণ্ডের দোষযুক্ত রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বেশি মাত্রায় কল্চিকাম খেলে অন্ড লাল, মূত্র প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয়।

অরাম মিউর ৩x—হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা লক্ষণে।

স্যাবাইনা ৩x—বাতসহ জরায়ুর দোষ থাকলে।

পাল্সেটিলা ৬—ভ্রমণশীল বাত (অর্থাৎ এক সন্ধির থেকে অপর সন্ধিতে বাত সঞ্চরণ করে বেড়ায়)।

নেট্রাম-মিউর ৩০—সবসময় শীতবোধ, সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে থাকলে রোগের বৃদ্ধি।

লাইকোপোডিয়াম ১২—প্রস্রাবে লাল বর্ণ তলানি এবং অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি উপসর্গ থাকলে।

আর্ণিকা ৩x—রোগীর ভয় হয় যেন কেউ তার পা মাড়িয়ে ফেলবে।

বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড ৩—হাতের আঙ্গুলের গেঁটে বাত, দুর্গন্ধ প্রস্রাব।

ফেরাম ফস ৩, ৬—প্রথম অবস্থায় ও প্রদাহ লক্ষণে।

নেট্রাম সালফ—৬x, ১২x—নতুন ও পুরানো গ্রন্থিবাত, গন্ধ ঘাম।

পুরোতন সন্ধিবাত
(Arthritis Deformans)

কারণ—এতে প্রধানতঃ পায়ের জানু আক্রান্ত হয়। অনেক সময়ে পুরাতন হলে বাত থেকেই এই লক্ষণ হয়। সন্ধির প্রদাহ থেকে কখনোও আক্রান্ত হয়। অনেক সময়ে এই রোগ বংশগত কারণে হয়।

লক্ষণ--প্রথমে জ্বর সহ সন্ধি ফোলে ও লাল বর্ণ হয়। তারপর তা অনেকটা কমে যায় বলে মনে হয়। তবে তা কমে না। ব্যথা ঠিকই থাকে, জ্বর থাকে না। সন্ধি নাড়লে অনেক সময়ে ক্যাচ ক্যাচ শব্দ হয়। সন্ধির চারপাশ শীর্ণ হয়। কখনো বা রোগী রক্তশূন্য হয়। রোগী ফ্যাকাশে হয়ে যায় এবং তার দেহ ধীরে ধীরে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে।

কখনো এটি এক গাঁট থেকে অন্য গাঁটে হতে পারে। তখন তা জটিল রোগ হয়ে দাঁড়ায়।

উপসর্গ

1. এটি কখনো কঠিন হয়ে রোগীর জীবন দুর্বিষহ করে তোলে।

2. কখনো কখনো এটি ধীরে ধীরে রোগীর হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, কর্মহীনতা, রক্তশূন্যতা প্রভৃতি দেখা দিয়ে রোগ জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

3. কখনো একাধিক সন্ধি আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসা

পালস ৩x, ৬। অ্যাকোন ৩x, ৬। ব্রাইয়ো ৩।

রোগ পুরোনো হলে—গুয়েকাম ৩x, ৬ বা কল্‌চিকাম ৬ (বিশেষতঃ জানুর সন্ধি আক্রান্ত হলে সাল্‌ফার ৩০।

রাসটক্স ৩, ৩০—তরুণ ও পুরাতন উভয় রোগেই ব্যবহার্য। মার্ক, রডো এবং সিলিকা প্রায়ই আবশ্যক হয়।

স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে—পালসেটিলা ৬। এই রোগে স্বল্প রজঃস্রাব বা রজঃ রোধ লক্ষণে।

স্যাবাইনা ৩—প্রচুর রক্তস্রাব হলে।

সিমিসিফিউগা ৩—ব্যথা থাকলে। কলোফাইলাম ১x।

এ ছাড়া আরও নানা ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োজন হতে পারে।

বিশেষ বিবেচনা করে প্রয়োজনে গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দেখে এইসব ঔষধ নির্ণয় করা প্রয়োজন হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

ব্যবস্থা তরুণ সন্ধিবাতের মতোই। তাই পৃথকভাবে তা আলোচনা করা হলো না।

কটিবাত (Lumbago and Sciatica)

কারণ—শরীরে Vitamin B-এর অভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, শীতল অবস্থায় ভিজে ঠান্ডা লাগা, ভারী জিনিস তোলা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

লক্ষণ—এতে আক্রান্ত স্থান ফোলে না, আরক্ত হয় না। কিন্তু কোমরে ভয়ানক যন্ত্রণা করে। অনেক সময়ে বেদনার সঙ্গে জ্বালা থাকে। বেদনা প্রধানতঃ কোমরে হয়।

প্রথমে বেদনা কিছুদিন পরে হয়। কখনো কমে, কখনো বাড়ে। তারপর চিরস্থায়ী হয়।

বর্ষাকালে ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকলে এটি বাড়ে। ভোরবেলা ব্যথা

হয়। কোমর নাড়া যায় না। একটু নাড়চাড়া করলে ব্যথা কিছুটা কমে। অনেক সময়ে এ রোগের ব্যথা, বাতের থেকে অনেক বেশী তীব্র হয়ে থাকে।

অনেক সময়ে বেদনা এত তীব্র হয় যে রোগী নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। উঠে বসলে মনে হয় যেন কোমর ভেঙ্গে পড়ছে।

উপসর্গ

1. কর্মহীন অবস্থা হতে পারে।
2. রোগীর মানসিক অবদমন হতে পারে।
3. কখনো বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে পরিণত হয়।
4. কোষ্ঠকাঠিন্য হয় এবং তা সহজে সারতে চায় না।
5. কখনো রোগী খুব বেশি দুর্বল, শীর্ণ ও রক্তশূন্য হয়। হাত পা ফোলে।

চিকিৎসা

রাসটক্স ৬, ৩০ —এই রোগের প্রধান ঔষধ। বিশেষতঃ ঠান্ডা আর্দ্র বাতাস লেগে কিংবা ভরী জিনিস তুলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। পুরানো কটিবাতে বিশেষ কার্যকরী। পুরানো কটিবাতে আড়ষ্টভাবে থাকলে কিংবা রাত্রে বিশ্রামের সময় বা সকালে উঠে আক্রান্ত অঙ্গ নাড়লে ব্যথা বাড়ে উপসর্গে, রাসটক্স উপযোগী। রাসটক্সে কাজ না হলে বার্বেরিস ভাল্গেরিস প্রযোজ্য।

বার্বেরিস ভাল্যাগরিস ১, ৩—যকৃত ও প্রস্রাবের দোষ থাকলে পাঁজরার নিচে ব্যথা, যকৃতের ব্যথা এবং পিত্তশূল (Gallstone colic) সহ ব্যথা।

অ্যাকোনাইট ৩x --তরুণ কটিবাত বিশেষতঃ ঠান্ডা শুকনো বায়ু লেগে হয়।

আর্নিকা ৩, ৩০—ভারী জিনিস তোলা বা আঘাত লাগার জন্য কটিবাতে অ্যাকোনাইট বা রাসটক্সের পর এটা বিশেষ ফলপ্রদ।

সিমিসিফিউগা ১, ৩x বা ম্যাক্রোটিন ৩x, ৩। পেশীর ব্যথাসহ অস্থিরতা ও অনিদ্রায় এটা ব্যবহার্য।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x – বেদনা ও প্রদাহের প্রথম অবস্থায় ফলপ্রদ।

অ্যান্টিম টার্ট ৩x বিচূর্ণ, ৬—পিঠের ব্যথা, (বিশেষতঃ খাওয়া বা উপবেশনের পর) পিঠের দিকের অস্থি ও কটিবাত ব্যথা, কখনও বা খেঁচুনি, সামান্য নড়লে চড়লে, বমি বা বমন উদ্রেকে কিংবা ঠান্ডা চটচটে ঘাম বের হওয়ার পরে ব্যথা বাড়ে।

ফাইটোল্যাক্কা ৩—তীব্র ব্যথা (বুক প্রদাহের মতো)।

সালফার ৩০, ২০০ পুরোনো রোগে মাঝে মাঝে ব্যবহার্য।

নেট্রাম ফস—কঠিন শয্যায় শুলে কমে যায়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

পূর্ববৎ অন্যান্য বাতের মতোই। তাই পৃথকভাবে বলার কিছুই নেই।

ফাইলেরিয়াসিস্

(Filariasis)

কারণ —প্রতি বছর ভারতের বুকে এই ফাইলেরিয়া রোগ বেড়েই চলেছে, বিজ্ঞানীরা বিশেষ অনুসন্ধান করে একথা বলেছেন। বর্তমান ভারতে প্রায় এক কোটি বাইশ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ রোগকে সম্পূর্ণ সারাবার জন্য প্রকৃত ঔষধ বের হয়নি এবং এই রোগকে দমন করবার জন্য নতুন আবিষ্কারও হচ্ছে খুব কম।

এই রোগটি আজও ডাক্তারদের কাছে ধাঁধার মতো কারণ তাঁরা রোগীকে একেবারে সারাতে পারছেন না।

আমরা আগেই বলেছি যে—উসেরিয়ান বাংক্রাপটি নামে এক জাতীয় পরাশ্রয়ী কীট থেকে মানবদেহে এই রোগ হয়। এখন এই পোকাদের থেকে মানবদেহে তৈরী হয় হাজার হাজার মাইক্রোফাইলেরিয়া। ম্যালেরিয়ার মতো এক জাতের মশা এইসব রোগীকে কামড়ালে এদের রক্ত থেকে ঐ সব বীজাণু মশার শরীরে চলে যায়।

মশা ম্যালেরিয়ার মতো এ রোগেরও বাহক। তবে কিউলেক্স স্ত্রী-জাতীয় মশা হলো ফাইলেরিয়ার বাহক।

মশার দেহে মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তারপর ইনফেকটিভ স্তরে গিয়ে পৌঁছালে ঐ মশা সুস্থ লোককে কামড়ালে বা তার দেহে প্যারাসাইট ছেড়ে দিলেই সুস্থ লোকটিরও ফাইলেরিয়া হতে পারে। ম্যালেরিয়া জীবাণু চামড়ার উপর থেকে ভেতরে যেতে পারে না। কিন্তু ফাইলেরিয়া কীটগুলি চামড়াতে গর্ত করে দেহের ভেতরে প্রবেশ করতে পারে।

প্রথমে এই বীজাণুগুলি মানুষের Lymph প্রবাহে যায় এবং লিম্ফ প্রবাহে ভেসে বেড়াতে পারে। এই পরজীবী কীট দেহে আশ্রয় নিলেও তাদের নতুন মাইক্রোফাইলেরিয়া জন্ম দেবার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। তারপর মাইক্রোফাইলেরিয়াগুলি রক্ত স্রোতে ভেসে বেড়ায়। মশা কামড়ালে আবার তা মশার দেহে প্রবেশ করে। এভাবে একটা চক্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

স্ত্রী জাতীয় কিউলেক্স মশা ছাড়া অন্য কোনভাবে এ রোগ একজন লোক থেকে অন্যের শরীরে সংক্রমিত হতে কখনো পারে না। স্পেশালিস্টদের মতে এ রোগের কীট থেকে যখন রোগ দেখা যায় তখন শীত, জ্বর, কম্পজ্বর জনিত প্রলাপাদির লক্ষণ দেখা দেয়। লিম্ফ গ্রন্থিগুলি ফুলে বা তার ইনফ্লামেশন হয়। তারপর ধীরে ধীরে ঐ সব অঙ্গ দ্রুত ফুলে ওঠে—যাকে বলে এলিফ্যান্টাইটিস বা হাতীর মতো অঙ্গ।

অনেকেই আগে ভাবতেন যে, ফাইলেরিয়া হলেই বোধ হয় পা খুব ফুলে উঠবে ও গোদ হবে। এ ধারণা ঠিক নয়। নারীদের মধ্যে গোদের সংখ্যা বেশি হয়। পুরুষদের শতকরা 5 ভাগ মাত্র ক্ষেত্রে গোদ হয়। বাকী সব ক্ষেত্রেই তাদের যৌনাঙ্গ বা অন্ডকোষ আক্রান্ত হয়। তা দ্রুত ফুলে বিশাল আকার ধারণ করে।

কাইল ইউরিয়া হলো আর এক ধরনের ফাইলেরিয়া। এগুলি ভারতে কম হয়—বিদেশে এই ধরনের রোগ বেশি হয়।

তবে এই রোগ তত ভয়াবহ নয়। এতে বাহ্যিক কোন খারাপ বা ফোলার লক্ষণ দেখা যায় না। এতে লিম্ফ নালী প্রভৃতি আক্রান্ত হবার জন্য প্রস্রাবের সঙ্গে সাদা সাদা কাইল বের হতে থাকে। তার ফলে প্রস্রাব সাদা হয়। কিন্তু তাকে ভয় করার কিছু নেই।

কাইল হলো হজমের পর যেসব ফ্যাট কণিকা লিমফ্নালী দিয়ে বের হয় সেইগুলি। এগুলি বের হলে রেচন তন্ত্রের (Urinary System) কোন ক্ষতি করে না। এগুলি কেবল দেহ থেকে কিছু Fat বের করে দেয়। তবে তা এমন কিছু নয় যে, তাতে দেহের খুব বেশি ক্ষতি হয়।

বর্তমানে ফাইলেরিয়া রোগ সারা ভারতব্যাপী বিরাট প্রসার লাভ করেছে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ রোগের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তবে তা গোদ বলে সকলে জানত। তার মূল কারণ যে পরাশ্রয়ী কীট তা জানা ছিল না। সর্বপ্রথম ডাঃ Wucheieria এই পরাশ্রয়ী কীট আবিষ্কার করেন এবং তাঁর নাম অনুযায়ী এর নামকরণ হয়।

বর্তমানে কেবলমাত্র পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান এবং কাশ্মীরে এ রোগ দেখা যায় না। তাছাড়া সারা ভারতে এটি ব্যাপ্ত।

প্রাচীন ভারতে হিন্দু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকারদের লেখাতে এই রোগের অস্তিত্ব জানা যায়। সুশ্রুত, মাধবাচার্য প্রভৃতি মনীষীদের লেখাতে এই রোগের কথা জানা যায়।

ফাইলেরিয়া রোগ বহুব্যাপক (এপিডেমিক) ভাবে দেখা গেলেও, স্থানিক ব্যাপক (এনডেমিক) ভাবে ভারতের নানা অংশে দেখা গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 10 লক্ষ লোক এই রোগে ভুগছে এবং আরও প্রায় 10 কোটি লোক এই সব Endemic অঞ্চলে বাস করে। তাই তাদেরও যে কোনও সময়ে এই রোগে আক্রান্ত হবার ভয় থাকে।

রোগীদের মধ্যে খুব কম রোগীই হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যায়। এটা সব সময় মনে রাখা কর্তব্য যে, প্রাথমিক অবস্থায় রোগ ধরা পড়লে, নির্মূল করা অসম্ভব নয়। কিন্তু একবার কীটগুলি পূর্ণ রূপ নিলে, পূর্ণ আরোগ্য লাভ করা বর্তমান সময় পর্যন্ত অসম্ভব।

তবে একটা শুভ লক্ষণ এই যে, বেশিরভাগ রোগী হাসপাতালে আসে প্রথম অবস্থায়। তাই এদের অনেকখানি সুস্থ করা যায়।

প্রথমে সকাল দশটা নাগাদ তাদের রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ঐ সময় রক্তে এই মাইক্রোফাইলেরিয়া বীজাণু বেশি সংখ্যায় থাকে বলে জানা যায়। তাদের রক্তে পজিটিভ হলে 10টি এন্টিফাইলেরিয়া Vaccine ইনজেকশন দেওয়া হয় দুদিন বাদ দিয়ে।

বিভিন্ন বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রথম অবস্থায় রোগটি ধরা পড়লে এই Vaccine ভাল ফল দেয় এবং তার ফলে স্থানিক অঞ্চলে Inflammation কমে যায়।

এভাবে কমাবার পর অন্য চিকিৎসা পদ্ধতি চালালে Microfilaria-দের ক্রিয়া করার সুযোগ কম থাকে। তাতে রোগী অনেকটা সুস্থ থাকে ও এতে রোগ ছড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। Microfilaria-এ রোগ ছড়াবার ফলে এদের ধ্বংস করাই রোগ ছড়ানো বন্ধ করার উপায়।

কারণ—Wuchereria Bancrofti নামে এক জাতের সূক্ষ্ম শোণিত ক্রিমি এ রোগের কারণ। এগুলি এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ চোখে খুবই সরু সরু দেখায়। $1\frac{1}{10}$ইঞ্চি লম্বা ও অতি সূক্ষ্ম চওড়া হয়। কিউলেক্স ফ্যাটিগ্যানস এইসব জাতীয় মশা, এই ক্রিমির ছানা (Micaofilaria) বহন করে। মশার কামড় থেকে Microfilaria রক্তে যায়।

এগুলি রক্তের মধ্যে বৃদ্ধি পায়. তার ফলে রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

লক্ষণ—দেহের লসিকাবাহী নালী Lymphatic Channels-এর মধ্যদিয়ে এগুলি দেহে বাহিত হয় ও নানা লিম্ফগ্রন্থিতে আশ্রয় নেয়।

1 প্রথমে শীত ও কম্প দিয়ে জ্বর হয়।
2 তার সঙ্গে পা, অণ্ডকোষের নালিকা গুলি স্ফীত হয়।
3. 2—১ দিন পায় জ্বর ছেড়ে যায়। আবার মাঝে মাঝে হয়।
4. পা এবং অণ্ডকোষ ফুলে যায়।
5. জ্বরের সঙ্গে মাথা ধরা, বমি প্রভৃতি থাকে।
6. এই ফোলা স্থান টিপলে বসে যায়।

চিকিৎসা

লাইকোপোডিয়াম ২০০ বা উচ্চতর শক্তি—দক্ষিণ অঙ্গ আক্রান্ত হলে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকের কোষ বৃদ্ধি বা দক্ষিণ পদ ফুললে, বিকালের দিকে উপসর্গ বৃদ্ধি পেলে।

সাইলিসিয়া ২০০ বা তারও বেশি —পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় রোগের আক্রমণ, কাঁপিয়ে জ্বর, গ্ল্যান্ড ফুলে ওঠা প্রভৃতি উপসর্গ।

নেট্রাম-মিউর ২০০ ও তারও বেশি শক্তি—স্ফীতি, সূর্যোদয়ের সঙ্গে আরম্ভ হয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি, রাত্রে ফোলা কম। অত্যধিক লবণ খাওয়ার স্পৃহা।

হাইড্রোকোটাইল এসিয়াটিকা θ—৬ ।·· এটা ফাইলেরিয়ার একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

সাল্ফার ২০০ বা উচ্চতর শক্তি ফাইলেরিয়া সন্দেহ হলে এবং অন্য কোনও ঔষধের চরিত্রগত লক্ষণ দৃষ্ট না হলে সাল্ফার ২০০ সপ্তাহে ১ মাত্রা বিধি। অবস্থা বুঝে উচ্চতর শক্তি প্রয়োগ করা উচিত। ফাইলেরিয়ার—এটা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

তুলনীয়—ক্যাল্কে-কার্ব, সিনা, কলোসিন্থ, মেডোরিনাম, অ্যানাকার্ডিয়াম—লক্ষণভেদে দিতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

মশক যাতে দংশন করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা উচিত। মশারী ব্যবহার করতে হবে। রোগ হলে জ্বরের সময় লঘু তরল পথ্য ও জ্বর ছাড়লে পুষ্টিকর হালকা পথ্য।

অনিদ্রা (Insomnia)

কারণ—অনিদ্রাকে ঠিক একটা ব্যাধি বলা যায় না। এটি অনেক সময়ে একটি রোগের লক্ষণ মাত্র। আবার অনেক সময়ে অন্য রোগ ছাড়াও অনিদ্রা দেখা দেয়।

বহুমূত্র, পেট ব্যথা, জ্বর, অজীর্ণতা, উদরাময়, অম্ল, মাথা ধরা, সর্দি-কাশি নানা কারণে অনিদ্রা হতে দেখা যায়। তাছাড়া দুশ্চিন্তা, উত্তেজনা, শোক, দুঃখ, আঘাত প্রভৃতি কারণে ও অতিভোজন, উপবাস, অতিরিক্ত চা, কফি পান ইত্যাদি কারণে অনিদ্রা হয়।

মোট কথা, যে কোন কারণে মাথায় রক্ত জমলে অনিদ্রা হয়ে থাকে। প্রেসার বৃদ্ধিতে এটি হয়। আবার অনিদ্রা হলে তার জন্যেও প্রেসার বৃদ্ধি পায়।

লক্ষণ—রাত্রে ভাল ঘুম হয় না। কখনো বা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। হালকা নিদ্রা হয় আবার ভেঙ্গে যায়। ঘুম না হলে নানা চিন্তা মাথায় আসতে থাকে। দূরের শব্দ কানে আসে। শ্রবণ শক্তি প্রখর হয়। কখনো নিদ্রার প্রবল ইচ্ছা থাকে, অথচ নিদ্রা আসে না। মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্নভাব আসে, তবে ঘুম হয় না।

অনেকের সারারাত অনিদ্রায় কেটে যাবার পর ভোরবেলা ঘুম আসে। বেলায় ঘুম ভাঙ্গে, বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা হয় না। ঘুম ভেঙ্গে গেলে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়। কখনো অনিদ্রার মাঝে সামান্য নিদ্রা হয় কিন্তু বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে যায়। গাঢ় ঘুম হতে চায় না। সব সময় নিদ্রা হালকা ধরনের হয়। কখনো বা রোগের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে রোগীকে ঘুমের ঔষধ দিয়ে ঘুম পাড়াতে হয়।

উপসর্গ

1. অনিদ্রা হলে তা থেকে মাথাধরা, মাথাঘোরা, হজমের গোলমাল, উদরাময়, আমাশয়, বমি, বমি ভাব, প্রেসার বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কুলক্ষণ দেখা দিতে পারে।

2. কখনো এটি থেকে আরও নানা রোগ সৃষ্টি করে। মাথায় রক্ত জমার জন্য সাইনাসাইটিস, প্রেসার বৃদ্ধি এমনকি ব্রেনের সেরিব্রাল স্ট্রোক অবধি হতে পারে।

যেসব রোগের জন্য অনিদ্রা হয়, নিদ্রা না হলে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

চিকিৎসা

কফিয়া ৬, ৩০। এই রোগের খুব ভালো ঔষধ বিশেষতঃ যে কোনও কারণে মন উত্তেজিত হলে।

ইগ্নেসিয়া ৬, ৩০।—দুঃখ মনস্তাপ প্রভৃতি কারণে নিদ্রা না হলে ক্রমাগত চমকে ওঠার জন্য ব্যাঘাত।

ক্যামোমিলা ১২।—দন্তোদ্গমকালে শিশুর অনিদ্রা হাই তুলে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, কিন্তু ঘুমোয় না। অনিদ্রা ও অস্থিরতা।

বেলেডোনা ৩০—ক্যামোমিলা বিফল হলে দিতে হবে। অতিরিক্ত চিন্তা হলে অনিদ্রা, তন্দ্রাবেশ, কিন্তু ঘুম হয় না।

ওপিয়াম ৩০। অনিদ্রা, শ্রবণ শক্তি, প্রখরতা, দূরের শব্দ এমন কি ঘড়ির টিকটিক শব্দও তার ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়।

নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০—রাত্রি দুটো-তিনটার সময় ঘুম ভেঙে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রাহীনতা, পরে নিদ্রা হয়। বেশি খাওয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য অনিদ্রা, বেশি নেশা করা বা বদহজমের জন্য অনিদ্রা।

ভিরেট্রাম অ্যাল্ব ৩০। ভয় পেয়ে চমকানোর জন্য ঘুমের ব্যাঘাত জন্মায়।

লাইকোপোডিয়াম ৩০—মধ্যাহ্নভোজের পরই নিদ্রাতুর, নিদ্রা যাবার প্রবল ইচ্ছা। নিদ্রাভঙ্গের পরই ক্লান্তিবোধ। দিনের বেলা ঘুম পায় রাত্রে ঘুম পায় না।

ককিউলাস ৩০—চোখ বন্ধ করলেই ভয়ের স্বপ্ন দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু ঘুম হয় না।

ব্রাইয়োনিয়া ৬, ৩০—বিষয় কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য লেখাপড়া দিনে শেষ করে ঐ বিষয়ের চিন্তার জন্য বা স্বপ্ন দেখার জন্য অনিদ্রা। অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া ৩০।

পালসেটিলা ৬ ৩০—রাত্রির প্রথম ভাগে নিদ্রা।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. লঘু পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা করা উচিত। রাতের আহার একটু হালকা হওয়া ভাল।

2. কি কারণে অনিদ্রা হচ্ছে তা স্থির করে, তার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসা বিধানকরা কর্তব্য।

মাথার যন্ত্রণা বা শিরঃপীড়া
(Headache)

কারণ —মাথার যন্ত্রণাকে স্থানিক রোগ বলে মনে হলেও, তা ঠিক নয়। সারা দেহের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে এর খুব নিকট সম্পর্ক আছে। বিভিন্ন কারণে শিরঃপীড়া হয়। তাই এটি সব সময় রোগ নয় - বিভিন্ন রোগের লক্ষণ বলা যায় একে।

কি কি কারণে মাথা ব্যথা বা যন্ত্রণা হতে পারে, তা বলতে গেলে অজস্র কারণ বেরিয়ে আসে। আমরা কতকগুলি এখানে বর্ণনা করছি—

1. মস্তিষ্কে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয় (Cerebral Congestion)।

2. নাকে সর্দি বেশি হ'লে, এর ফলে মাথার খুলির মধ্যে অবস্থিত বায়ুময় কোষ বা বিভিন্ন Sinus-গুলি আক্রান্ত হয় ও তার ফলে মাথা ধরে।

3. চোখের দৃষ্টিশক্তির গোলমাল হলে, অনেক সময় মাথা ধরে।

4. দাঁত, কান, মাড়ি প্রভৃতি নানা স্থানের প্রদাহে মাথা ধরে।

5. মাথার ভেতরে প্রদাহ, টিউমার, ফোঁড়া প্রভৃতি হলে তার জন্য মাথা ধরে।

6. মাথার স্নায়ু—Trigeminal Netve—প্রভৃতির প্রদাহ হলে তার জন্যে মাথা ধরে।

7. অতিরিক্ত রক্তের চাপ বা High Blood Pressure হলে মাথা ধরে।

8. পাকাশয়ের রোগ, অজীর্ণতা, Gastric বা Peptic Ulcer প্রভৃতি রোগ হলে মাথা ধরে।

9. লিভারের দোষে পুরানো কোষ্ঠবদ্ধতা থেকে মাথা ধরে থাকে।

10. নারীদের জরায়ুর ব্যাধি থেকে মাথা ধরে।

11. মানসিক কারণে (এটি প্রধান কারণ) মাথা ধরে।

লক্ষণ —মাথার প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়। মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করে।

অনেক সময় মাথা দপ দপ করে। কখনো বা বমি হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রায় লেগে থাকে।

অনেক সময় পেটে বায়ু হয়। কখনো করোটির Sinus-এ সর্দি জমে বা ইনফ্লামেশন হয়—তাকে বলে 'সাইনাসাইটিস'।

অনেক সময় দুর্বলতা, মাথাঘোরা, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যায় এই সঙ্গে।

উপসর্গ

1. অনেক সময় সাইনাসাইটিস্ চলতেই থাকে। তার ফলে মাথার যন্ত্রণা প্রবল হয় এবং চলতেই থাকে। তার ফলে আরও নানা দুরবস্থা হতে পারে।

2. কখনো মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, চলতে থাকলে মাথার অন্যান্য রোগ হতে পারে।

3. কখনো বা প্রেসার বৃদ্ধির জন্য হয় ও তার ফলে পরে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস হতে পারে। কখনো শেষে মৃত্যু অবধি হতে পারে।

চিকিৎসা

তরুণ আক্রমণে - নাক্স ভম, বেলেডোনা. ব্রাইয়োনিয়া, গ্লেনয়িন, ককিউলাস (বমি বা বমির উদ্রেকের জন্য মাথার যন্ত্রণা, অম্প জল বা শ্লেষ্মা বমি। ভিরে অ্যাল্ব বমির জন্য শিরঃপীড়াসহ অবসন্নতা ও ঠাণ্ডা ঘামে।

কফিয়া - স্নায়বিক শিরঃপীড়ার সঙ্গে অনিদ্রা। সিমিসিফিউগা—বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে ।।

অ্যাকোনাইট, আইরিস ভার্স—শিরঃপীড়ার সঙ্গে বেশি পরিমাণে পিত্তবমি ইত্যাদি ঔষধ বিবেচ্য।

অ্যামিল নাইট্রেট H সাময়িক উপশম হয়।

পুরনো শিরঃপীড়ায়—সাল্ফার, ক্যাল্কে কার্ব, নেট্রাম মিউর, সিপিয়া, কেলি-বাই, স্যাঙ্গুনেরিয়া, নাক্স ভম, আর্স, কাকউলাস, জিঙ্কাম (স্নায়বিক দুর্বলতা), প্লাম্বাম প্রভৃতি ৬, ৩০ ফলপ্রদ।

অ্যাকোনাইট ৬ ৩০—রক্ত সঞ্চয়ের জন্য মাথার যন্ত্রণা প্রচণ্ড ব্যথা, মনে হয় যেন মাথার ভেতরের সব পদার্থ ঠেলে বের হয়ে আসছে। আধ কপালে মাথা ধরা, সময়ে সময়ে কপালে ও রগে দপ্ দপ্ করা ব্যথা—এমন কি চোখ পর্যন্ত টন টন করে।

বেলেডোনা ৩, ৬, ৩০—মাথা দপদপ করা আলো বা যে কোন প্রকার শব্দ অসহ্য। মুখ লাল হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

ঠাণ্ডা জলে মাথা ধোয়া, ফাঁকা ও আলো-বাতাস যুক্ত ঘরে শয়ন উপকারী। অনেক সময় ঘুম উপকারী। ঘুমের পর কড়া চা বা কফি খেলে কমে যায়।

ব্লাড প্রেসার ও রক্তচাপ

(Blood Pressure)

কারণ - হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত যখন সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে, তখন রক্তের চাপ থাকে স্বাভাবিক Systolic—100-120 ও Diastolic 80-90 মিলিমিটার মারকারি সংক্ষেপে M. M. Hg.

যেমন—B. P. 100—60 M. M. Hg.

যখন হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত জোরে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই প্রেসারকে বলে Systolic ও যখন রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে যায়, তখন যে কম প্রেসার হয় তাকে বলে Diastolic.

সাধারণতঃ 40 বছরের উর্ধ্বে প্রেসার স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বৃদ্ধি পায়, তাই 90+বয়স হলো স্বাভাবিক Systolic প্রেসার।

55 বছরের একজন লোকের স্বাভাবিক Systolic প্রেসার হলো 145 ও Distolic তার চেয়ে 40-55 কম হবে, অর্থাৎ 90 বা 95।

রক্তের চাপ প্রধানতঃ কতকগুলি কারণের উপর নির্ভর করে থাকে। তা হলো—

1 দেহে রক্তের পরিমাণ।

2. শরীরের শিরা ও ধমনীর প্রসারণের শক্তি।

3. হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ শক্তি।

4 ধমনীগুলির বহিরাবরণের প্রতিবন্ধকতা বা Perepheral Resistance।

5 রক্তের তারল্য বা Viscosity।

6. নানা রোগ Diabetes Arteriosclerosis প্রভৃতি। এছাড়া আরও নানা কারণের উপর প্রেসার নির্ভর করে। ভূ-পৃষ্ঠের অনেক উর্ধ্বে উঠলে Pressure সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি পায়। ব্যায়াম করলে প্রেসার বৃদ্ধি পায়। খাদ্য গ্রহণ করলে Systolic Pressure কিছুটা বৃদ্ধি পায়। পরিশ্রমে এটা বাড়ে। মানসিক চিন্তা, শোক, দুঃখ প্রভৃতির জন্য প্রেসার বৃদ্ধি পায়।

গর্ভাবস্থায় প্রেসার বৃদ্ধি পায়। রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয় High Pressure ও স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে, তাকে বলে Low Pressure—এ দুটি রোগ। দুটি পৃথক পৃথক লক্ষণ ও চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে।

উচ্চ রক্তচাপ
(High Blood Pressure)

কারণ—ছোট ছোট ধমনীগুলির মৌলিক পরিবর্তন সাধন এবং তাতে রক্ত চলাচলের নালীগুলির সংকোচন হয়। ফলে রক্তপ্রবাহের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চাপ বেশি হয়। যে যে উপসর্গ এই ব্যাধির পরিপোষক তা হলো—

1 বংশ পরম্পর ক্রমে কোন পরিবারে এর আধিক্য দেখা যায়।

2. দৈহিক গঠন—ওজন খুব বেশি, দেহে মেদ বেশি—এইসব লোকেদের দেহে মেদ বেশি হয়।

অনেক সময় উচ্চ ব্লাড প্রেসারের সঙ্গে সঙ্গে এদের বাত, বহুমূত্র—Diabetes Mellitus প্রভৃতি রোগ হয়। এছাড়া বেঁটে মোটা মেদযুক্ত লোকেদের ব্লাড প্রেসার বেশি হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ফ্যাকাশে, রক্তশূন্যতা লোকদেরও হঠাৎ বেশি প্রেসার (Pressure) দেখা যায়।

3. বয়স—সাধারণতঃ 80-90 বছর বয়সে এর আধিক্য হয়ে থাকে। শতকরা 90 জন লোকের উচ্চ প্রেসার হয়, এই বয়সে।

4. স্ত্রী ও পুরুষ সমভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

5. চিন্তাশীল ও মানবিক উদ্বেগগ্রস্ত লোকদের মধ্যেই চাপাধিক্য রোগ খুব বেশি দেখা যায়।

6. যারা প্রচুর মানসিক কাজ করেন, কিন্তু সেই পরিমাণে দৈহিক পরিশ্রম করেন না, তাদের এই রোগ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শীতবোধ, মাঝে মাঝে মাথাঘোরা ও মাথাব্যাথা প্রাথমিক লক্ষণ। তার সঙ্গে হজম শক্তির গোলমাল, বুক ধড়ফড় করা, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টবোধ, মাথাধরা, মাথার একদিকের ব্যথা, কানে শব্দ, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস প্রভৃতি অন্যান্য লক্ষণ থাকে।

পরিশ্রমে অনাসক্তি, হঠাৎ উত্তেজনা, নাক থেকে রক্তপাত প্রভৃতি লক্ষণও দেখা যায়।

অপরিণত বয়সে উচ্চ Pressure হলে তা সাধারণতঃ Renal বা মূত্রযন্ত্রের কারণে অথবা নারীদের গর্ভধারণ প্রভৃতি কারণে ঘটে থাকে।

অনেক সময় এথেকে আরও জটিল উপসর্গ পরবর্তীকালে দেখা দিতে পারে। তাই সব সময় রোগীর সাবধান থাকা কর্তব্য।

জটিল উপসর্গ

1. অনেক সময় এ থেকে কার্ডিয়াক বা Coronary Thrombosis রোগ হতে পারে। তার ফলে রোগীর জীবন বিপন্ন হয়। অনেক সময় এর ফলে রোগী মারা যেতে পারে।

২. কখনো এ থেকে ব্রেনের মধ্যে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। তার ফলে শেষ পর্যন্ত Cerebral Thrombosis পর্যন্ত হতে পারে। তখন মারাত্মক হয়, প্রাণ সংশয় হয়।

উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা

উচ্চ রক্তচাপে সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রদ ঔষধ হচ্ছে—অ্যাকোনাইট, আর্ণিকা, বেলেডোনা গ্লোনয়িন, ল্যাকেসিস্, নাক্স ভমিকা, ওপিয়াম, ভিরেট্রাম ভির, ফস্ফোরাস—প্রতিটি ৩ থেকে ৩০। লক্ষণ দেখে ঔষধ দিতে হবে।

বায়োকেমিক কেলি ফস ৩x, ৬x, ১২x ঘন ঘন দিলে খুব ভাল ফল হয়।

এছাড়া ধাতুগত বিকৃতির জন্য অন্যান্য ঔষধ আছে, যা গ্রন্থ শেষে রেপার্টরী দেখে দিতে হবে।

তাছাড়া বহু ঔষধ আছে যা রোগীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বিচার করে প্রয়োজন হতে পারে। সর্বদা ব্যবহার্য কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের কথা বলা হচ্ছে—

অ্যাকোনাইট ৩০, ২০০—ভয় পেয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি, মানসিক ও শারীরিক চাঞ্চল্য, মৃত্যুভয়, উচ্চ প্রেসার।

আর্নিকা মণ্ট ৩০, ২০০ ১০০০—সংজ্ঞালোপভাব বা পূর্ণ সংজ্ঞালোপ। রোগীর বিছানা শক্ত মনে হয়। মাথার ধমনী বা শিরা ছিন্ন হয়ে সন্ন্যাস রোগ প্রভৃতিতে॥ অজ্ঞান ভাব হলেও মুখের ফাঁকে বা জিহ্বায় ঔষধের ফোঁটা দিলে কাজ হয়॥

অরাম মেট ৩০, ২০০, ১০০০—সর্বদা বেশি ব্যস্ততার ভাব। জীবনের উপর বিতৃষ্ণা। আত্মহত্যা বা মৃত্যুর চিন্তা। আর্টারিও স্ক্লেরোসিস হৃৎপিণ্ডের বিবৃদ্ধি॥

কেলি ফস্ ৩x, ৬x, ১x প্রয়োজনে পাঁচ দশ মিনিট অন্তর কয়েকবার॥ উচ্চ প্রেসারের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্যারাইটা মিউর ২০০, ১০০০—শারীরিক বেঁটে এবং মানসিকভাবে নির্বোধের মত, অত্যধিক Systolic প্রেসার।

বেলেডোনা ৩০, ২০০, ১০০০—চোখ-মুখ লাল, গরমে বৃদ্ধি, ক্যারোটিড ধমনীর দপ্ দপ্ করা ভাব, নিদারুণ কাল্পনিক ভয়, প্রলাপ সহ রোগ আক্রমণ। রোগী শুতে চায় না। শব্দে কষ্ট বৃদ্ধি।

গ্লোনয়িন ৬, ৩০—অত্যধিক উত্তেজনা এবং ক্রোধপ্রবণ লোক, উত্তেজনা বা গরমে মাথা গরম হয়ে যায়, রোগী নিজের জ্বালা বড় মনে করে এবং মাথা চেপে থাকতে ভালবাসে।

ল্যাকেসিস ৩০ ২০০—রাগী লোকদের মস্তিষ্কের রোগ ও উচ্চ রক্তচাপ অথবা হৃৎপিণ্ডের রোগ, চেপে কাপড়-চোপড় পরতে চায় না, ঘুম হলেই কষ্ট বৃদ্ধি ও রক্তচাপ বৃদ্ধি ভাব।

নাক্স ভমিকা ৩০, ২০০ ১০০০—শরীরের শ্রম কম করে এবং মানসিক শ্রম বেশি করে, অনিয়মিত পান, ভোজন, মদ্যপান, রাত্রি জাগরণ, যৌন অত্যাচার প্রভৃতির প্রাচীন ইতিহাস, স্বভাব উগ্র, হিংসুটে—এই সব লোকের উচ্চ প্রেসারে।

এ ছাড়া মেটিরিয়া মেডিকা এবং রেপার্টরী দেখে রোগীর স্বভাব লক্ষণ প্রভৃতি বিচার করে ঔষধ দিতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সব সময় মানসিক শান্তি বজায় রাখা কর্তব্য। অতিরিক্ত মানসিক চিন্তা, দুর্ভাবনা, প্রভৃতি করা উচিত নয়।

2. খাদ্যাদি প্রধানতঃ অতিরিক্ত ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে মেদবৃদ্ধি হলো এই রোগের অন্যতম কারণ। প্রচুর শর্করা জাতীয় খাদ্য খাওয়া ও চর্বির আধিক্য এবং উচ্চ ক্যালরির খাদ্য খেলে মেদ বৃদ্ধি হয়। তাই খাদ্য এমনভাবে বেছে নিতে হবে যেন 2500 ক্যালরির বেশি তাপশক্তি না হয়। চর্বি জাতীয় খাদ্য বাদ দিতে হবে॥ শর্করা জাতীয় খাদ্য কিছু কম খেতে হবে। প্রোটিন ভাল, তবে তা চর্বিযুক্ত হলে কুফল দেয়॥ মাংস প্রায় চর্বিহীন হয় না। তাই কম দই ছানা প্রভৃতি ভাল খাদ্য॥

3. মদ বা মাদক দ্রব্য ও কড়া কফি প্রভৃতি বর্জন করতে হবে॥

4. ব্যায়াম —নিয়মিত লঘু ব্যায়াম ভাল। পায়ে হাঁটা, মুক্ত হস্তে ব্যায়াম প্রভৃতি ভাল, বেশি উত্তেজক ব্যায়াম ভাল নয়।

5. বিশ্রাম ও সুনিদ্রা অবশ্যই দরকার। কমপক্ষে রাত্রে আট ঘণ্টা নিদ্রা অবশ্যই চাই। দুপুরের খাওয়ার পর ইজিচেয়ারে আধঘণ্টা বিশ্রাম হিতকর।

নিম্ন রক্তচাপ

(Low Blo d Pressure)

কারণ—নিম্ন রক্তচাপ জীবন শক্তির অভাব বলে মনে করতে হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে, রক্তচাপের নির্দিষ্ট সীমার উপরের চাপ যেমন খারাপ, নিচের চাপও তেমন খারাপ।

একজন 45 বছরের লোকের স্বাভাবিক Systolic চাপ হলো 90+45=135 Diastolic 65 কিন্তু যদি ঐ বয়সের লোকের Systolic 90 ও Diastolic হয় 65, তাহলে নিম্ন চাপ হয় ও অতি নিম্ন চাপের ফলে, দেহের সব Artery ও Tissue—তে ও মস্তিষ্কে রক্ত ঠিক মত পৌঁছায় না। এর ফলে কুফল দেখা দেয়।

Collapse, Shock প্রভৃতি কারণে এটি হয়। তাছাড়াও এটি হয় দেহের পুষ্টির অভাব, রক্তশূন্যতা, দীর্ঘদিন রোগে ভোগা প্রভৃতি কারণে।

লক্ষণ—চেহারা ফ্যাকাশে হয়। হঠাৎ খুব ফ্যাকাশে দেখায়। মাংস পেশী ঢিলা হয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্তাধিক্য হয়। মন হয় সন্দিগ্ধ, খুঁতখুঁতে, স্মরণশক্তি কমে যায়, মনমরা ভাব, নিদ্রাহীনতা, মাথাধরা, বুক ধড়ফড় করা, মূর্চ্ছা ভাব, হজম শক্তি কম হওয়া প্রভৃতি কারণ হয়। এতে. শরীরের পুষ্টিকর উপাদানের শোষণ কমে যায় অথবা পুষ্টিকর উপাদানের অভাবে এটি হয়। পরে আরও কুলক্ষণ দেখা দেয়।

অনেক সময় মাথাঘোরা ও মূর্চ্ছা হয়। Cerebral Anaemia হবার জন্যও এটি হতে পারে।

উপসর্গ

এর ফলে অনেক সময় Cerebral Anaemia রোগ হয়। তার ফলে মাথাঘোরা হয় এবং ফলে মূর্চ্ছা ও জীবন বিপন্ন হতে পারে।

চিকিৎসা

অ্যাকোনাইট—৩০, ২০০—নিদারুণ ভয় জনিত মারাত্মক অবসাদ ও নাড়ী লোপ, হাত-পা ঠাণ্ডা এবং ঐ সব অংশে, বিশেষতঃ অঙ্গগুলোতে ঝিঁ ঝিঁ ধরবার মতো অনুভূতি।

চায়না ৩০, ২০০—রক্তশূন্যতা অথবা শরীরের জলীয় অংশের অত্যাধিক হ্রাস প্রাপ্তির জন্য দুর্বলতা, পেটে বায়ুর জন্য, কানের ভিতর নানারকম শব্দ।

অ্যাসিড ফস-৩০, ২০০—শরীরের প্রয়োজনীয় রসাদির আধিক্যের ফলে জ্বরের জন্য দীর্ঘস্থায়ী স্নায়বিক অবসাদ সঙ্গে নিম্নচাপ।

ফেরাম ফস –৩x, ৬x, ১২x—রক্ত অল্পের জন্য দুর্বলতা, রক্তে লোহিত কণিকার অভাব।

অ্যামন কার্ব ৩০, ২০০—মোটা সোটা লোক, অথবা স্ত্রীলোক, সামান্য কারণে মূর্চ্ছা, নিম্ন রক্তচাপ লক্ষণে।

ক্যাল্কেরিয়া ফস ৩x, ৬x, ১২x—দুর্বল রোগীর নিম্ন রক্তচাপ।

চায়না ৫, ৬, ৩০—দুর্বল রোগী এবং রক্ত শূন্যতা থাকলে খুব ভাল।

অবাম মেট ৩, ৩০—নাড়ী, দ্রুত, ক্ষীণ, অসম। ক্র্যাটিগাস মাদার—হার্ট খুব দুর্বল।

ওপিয়াম ৬, ৩০—প্রায় অজ্ঞান, শিবনেত্র বা অজ্ঞান।

ডিজিট্যালিস্ ৬, ৩০—দ্রুত নাড়ি, হার্ট দুর্বল।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1 হালকা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দিতে হবে। যেমন দুধ, দই, ছানা, ডিম, মাছ, হালকা মাংসের ঝোল প্রভৃতি খাওয়া কর্তব্য। সব রোগীকে নিম্ন প্রেসারের উত্তম খাদ্য দিতে হবে। প্রোটিন খাদ্য খেতে দিতে হবে। প্রোটিন খাদ্য খেতে থাকলে Protinex বা Protinules বা Hydroprotein খেতে দিতে হবে।

2 নিম্ন রক্তচাপে খাওয়া বন্ধ কদাচ কর্তব্য নয়।

3 পেটে গোলমাল থাকলে বা হজমের গোলমাল থাকলে তার চিকিৎসা করা খুব দরকার।

4 সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিতভাবে পালন করা কর্তব্য।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার বিভিন্ন রোগ

(Diseases of eye, ear and nose)

চোখ, কান, নাক তিনটি অংশের রোগ Disease of Facial Organs-এর মধ্যে পড়ে। তাই এই তিনটি রোগের কথা এখানে একত্রে বলা হচ্ছে। এসব রোগ Special রোগের মধ্যে পড়ে। এই সবে অনেকে রোগ হতে পারে। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি রোগের কথা এখানে বলা হচ্ছে।

চক্ষু প্রদাহ বা চোখ ওঠা

(Opthalmia)

ইতিহাস —এই রোগ অতি প্রাচীন এবং প্রাচীনকাল থেকেই এটি হয়ে আসছে।

বিজ্ঞানের দিক থেকে লাল চোখ বা রক্তচক্ষু এক ট বিপদের সংকেত বহন করে। যে লাল চোখ দেখাচ্ছে তাকে ভয় পাবার কারণ নেই—যার চোখ লাল তারই বেশি ভয়।

রক্ত চক্ষু দেখানো ঠিক ক্রোধ প্রদর্শন নয়, এটা হলো চক্ষু প্রদাহ বা এক ধরনের চোখের রোগের চিহ্ন।

চোখের রোগে কখনো নিজ চিকিৎসা করার চেষ্টা করা উচিত নয়। তাছাড়া এই রোগ এক ধরনের নয়—নানা ধরনের হতে পারে। তাই কোন্ ধরনের রোগ হয়েছে তা না জেনে চিকিৎসা করতে গেলে বিপদ হতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে নানারকম ঔষধ বা লতা পাতার রস দিয়ে চোখের চিকিৎসার কথা শোনা যায়। কিন্তু তা না করে সব সময় ভাল চিকিৎসককে দেখানো কর্ত্তব্য। চোখ দেহের একটি বিশেষ মূল্যবান অংশ এবং বিশেষভাবে নরম অংশ।

চোখের রোগ যে কোন মুহূর্তে পরবর্তীকালে ভয়াবহ পরিণতি বা অন্ধত্ব পর্যন্ত আনতে পারে।

একটি অতি সাধারণ চোখের প্র হোলো কনজাংটিভাইটিস রোগ। এতে চোখের বাইরের সাদা অংশ ও পাতা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। চোখ লাল হয় মাঝে মাঝে পিচুটি পড়ে, ঘন ঘন অশ্রুপাত হতে থাকে এবং চোখ ফোলে।

এটি বিভিন্ন ধরনের হয়। সাধারণ কক্কাস বা ব্যাসিলাস বীজাণু থেকে যা হয়, তা সাধারণতঃ চোখের লোশন ও মলম ব্যবহারে সেরে যায়।

অন্য এক ধরনের হলো ভাইরাস কনজাংটিভাইটিস রোগ। এটি এক ধরনের ভাইরাস থেকে হয়।

বিগত দিনে এটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হয়েছে এবং পরবর্তীকালে বাংলা দেশের গোলমাল বা যুদ্ধের সময় প্রথম বড় আকারে ভারতের বুকে দেখা দেয় বলে আমাদের চলতি কথায় একে 'জয় বাংলা' রোগ বলে।

ভাইরাস রোগ চিকিৎসায় সারে না - তা নির্দিষ্ট সময় আপনা থেকে কমে যায় তা আমরা আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ পর্যায়ে আলোচনা করেছি। এই চক্ষু রোগও ঠিক সাত দিনে আপনা থেকেই সেরে যায়। চিকিৎসা করলেও ঠিক তেমনি সময়ে সারে। তবে চোখ বেশি রগড়ানো ভাল নয় —তাতে ক্ষতি হয়।

মাঝে মাঝে নির্মল জল বা স্যালাইন জলে 1% বোরিক এসিড লোশন দিয়ে ধুতে হয়। তাতে অন্য বীজাণুরা আক্রমণ করে না। সহজে সেরে যায়। এছাড়া চক্ষুর অন্য ঔষধাবলীও আছে। এইভাবে চললে স্বাভাবিকভাবে 5—7 দিনে সেরে যায়।

অন্য আর এক ধরনের চক্ষুরোগ হলো—ঠাণ্ডা লেগে চোখ ফুলে যাওয়া। একে অনেকে 'জয় বাংলা' বলে ভুল করেন।

তবে এ রোগ মারাত্মক রোগ নয়। লোশন, মলম প্রভৃতি লাগালে সহজে সেরে যায়।

তবে এই রোগ শিশুদের হলে খুব বেশি কষ্ট হয়। তারা যাতে চোখ না রগড়ায় সেদিকে নজর রাখতে হবে। অনেকের ধারণা আছে যে এই রোগী বা অন্য চোখের রোগী তাদের চোখে চোখে তাকালেও তাদেরও এই রোগ হবে। এ ধারণা ভুল।

শিশুদের আর এক ধরনের চোখের রোগ হয় বেশি উদরাময় হলে। এদের অপুষ্টির জন্য চোখের রোগ সহজে সারে না। দিনে দিনে দৃষ্টিশক্তি কমে আসে। এদের অবশ্য ভাল ডাক্তার দেখিয়ে পুষ্টিকর খাদ্য, পেটের রোগের জন্য ঔষধ, পুষ্টিকর ঔষধ বা ভিটামিন ড্রপস দিতে হবে।

যদি স্কুল কলেজ থেকে Infection হয়ে শিশুদের সাধারণ Conjunctivitis রোগ হয়, তাহলে অতি সাবধানে তাদের চিকিৎসা করতে হবে।

বড়দের পক্ষে যা অতি সাধারণ রোগ, তাদের পক্ষে তা ভয়াবহ হতে পারে।

চক্ষু প্রদাহের কারণ —1. চোখে ধূলিকণা, ধোঁয়া, রোদ, ঠাণ্ডা বাতাস, আঘাত লাগা বা বীজাণুর আক্রমণ থেকে এই রোগ হয়।

2. কখনো কখনো বীজাণুর আক্রমণ বা ককাস ব্যাসিলাসের আক্রমণ থেকে এটি হয়।

3. কখনো Virus-এর আক্রমণ থেকেও এটি হয়। তাকে বলে Viral কনজাংটিভাইটিস রোগ।

লক্ষণ—1 চক্ষুর শ্বেত অংশ লালচে হয়।

2. চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে জল পড়তে থাকে।

3. চোখে পিঁচুটি পড়ে প্রায়ই।

4. ঘুমালে চোখ জুড়ে যায় এবং তাতে কুটকুট করে কাঁটা বেঁধার মতো কষ্ট হয়।

5. চোখে আলো একেবারে সহ্য হয় না, চোখে আলো পড়লে চোখ জ্বালা করে। এজন্য চোখে কালো চশমা বা গগ্‌লস পরে থাকলে বেশ আরাম বোধ হয়।

6. মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা জল দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেললে বেশ আরাম বোধ হয়।

7. কখনো দুটি চোখই সমানভাবে আক্রান্ত হয়, কখনো বা একটি বেশি আক্রান্ত হয় অন্যটি কম আক্রান্ত হয়।

8. অনেক সময় রোগ বেশি বাড়লে ব্যথা হয় বা চোখ টন টন করে।

9. অনেক সময় শিশুদের জন্মের সময় মায়ের গনোরিয়া থাকলে তার জন্য তাদের চোখ আক্রান্ত হয়। তাকে বলা হয় Upthalmia Neonotorum রোগ।

জটিল উপসর্গ

শিশুদের চোখ ওঠা থেকে বা প্রদাহ থেকে বেশি কষ্ট হয়। ঐ সঙ্গে চোখে যন্ত্রণা, মাথাধরা, মাথা ব্যথা ও অন্যান্য কষ্ট দেখা দেয়। গনোরিয়া জনিত শিশুদের চক্ষু প্রদাহ হলে তারা অন্ধ পর্যন্ত হতে পারে।

2. অনেক সময় চোখ রগড়ালে তা খুব বৃদ্ধি পায় এবং তা থেকে জটিল লক্ষণাদি দেখা দিতে পারে।

3. অনেক সময় রোগ সারার কিছুদিন বাদে আবার পুনরাক্রমণ হয় ও তখন কষ্ট হয় বেশি।

4. বীজাণু জনিত হলে ও ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, এ থেকে পরে আইরাইটিস ও অন্যান্য রোগ হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

চোখের সাদা অংশ লাল, চোখ দিয়ে জল পড়া ও ভোরবেলা পিঁচুটি পড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। ঠাণ্ডা লেগে হলে চোখে সামান্য গরম সেঁক দিলে কমে যায় ও আরাম বোধ হয়। বীজাণু বা Viral হলে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুলে তাতে বেশি আরাম পাওয়া যায়—গরম তখন চোখে ভাল লাগে না।

চিকিৎসা

ফেরাম ফস ৩x, ৬x—সামান্য রকমের চক্ষু প্রদাহ।

বেলেডোনা ৩x—উজ্জ্বল লালবর্ণ চোখ, অত্যন্ত বেদনা, চোখ ফুলে থাকে, চোখ বা কপালের পাশে দপ দপ করে, উভয় গাল লাল হয়ে যায়, আলো বা সূর্যতাপ সহ্য হয় না।

আর্জেন্ট নাইট্রিকাম—উপদংশ জনিত চোখের রোগ।

অ্যালিউমিনা ৩০—চোখ সব সময় শুকনো (বা অশ্রুহীন) থাকলে।

এপিস-মেল ৩০—অধিক পুঁজস্রাব, আলো অসহ্য, চুলকান, হুল ফুটার মত বেদনা, চোখের পাতার স্ফীতি।

ইউফ্রেসিয়া ৩x—চোখ রক্তবর্ণ, আলো অসহ্য, নাক ও চোখ দিয়ে প্রচুর জল বের হয়। ব্যথা ও হাঁচি। ইউফ্রেসিয়া ' দশ ফোঁটা এক আউন্স জলে মিশিয়ে চোখ ধোয়া উচিত। চোখ উঠার একটি উত্তম ঔষধ।

হিপার সালফার ৬, ৩০—প্রমেহ জনিত চক্ষু প্রদাহ, চোখে স্পর্শকাতরতা। ঠান্ডায় অসহ্য হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড ৬, ২০০—উপদংশের জন্য চোখের রোগ। প্রমেহ জনিত চক্ষু প্রদাহ।

সাল্‌ফার—৩, ৩০—চক্ষু তারার প্রদাহ ও ওর চারপাশে রক্তবর্ণের চাকা চাকা ক্ষত।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1 চোখে ভাল কোম্পানীর গোলাপ জল দিয়ে ও কালো চশমা পরলে আরাম পাওয়া যায়।

2. হলুদ ও কালো পরিষ্কার কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে তা দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ মোছা ভাল।

3. চোখ কখনো রগড়াতে নেই—তা সর্বদা বর্জনীয়।

4. হালকা পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে। টক দ্রব্য বর্জনীয়।

তারামণ্ডল প্রদাহ

(Iritis)

কারণ চক্ষু তারকার চারিদিকের বর্ণবিশিষ্ট মণ্ডলকে বলা হয় তারামণ্ডল বা Iris। এই অংশের প্রদাহ হলে তাকে বলে Iritis রোগ বা তারামণ্ডল প্রদাহ। এটি হতে পারে—

1. বীজাণু বা Virus-এর আক্রমণ থেকে।

2. চোখে আঘাত লাগলে তার ফলে।

3. বাত রোগ অনেক দিন ধরে চললে তা থেকে হতে পারে।

4. পুরোনো সিফিলিস রোগে হতে পারে।

লক্ষণ—1. দৃষ্টিশক্তি কমে যায়।

2. এর সঙ্গে যদি স্নায়ুর সম্পর্ক থাকে তবে এর ফলে চোখে খুব ব্যথা, বেদনাও টাটানি হতে পারে।

কর্ণিয়ার আলসার

(Corneal Ulcer)

কারণ —এই রোগ ভারতের বুকে একটি সাধারণ চক্ষু রোগ। এতে কর্নিয়াতে সামান্য ক্ষত সৃষ্টি হয় কিন্তু খুব যন্ত্রণা ও কষ্ট হয়।

1 ফসল তোলা বা ঝাড়াই করার সময় কৃষকদের চোখে তুষের গুঁড়ো পড়ে এটি হতে পারে।

2. কারখানার শ্রমিকদের চোখে ধাতুর গুঁড়ো পড়ে এটি হতে পারে।

3. ট্রেন জার্নির সময় চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়ে এটি হতে পারে।

লক্ষণ -1. চোখ লাল হয়।

2. চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে জল পড়ে।

3. চোখ বন্ধ করলেও ব্যথা হতে থাকে।

4 মাঝে মাঝে প্রবল মাথা ধরা হয়।

5. সুচিকিৎসায় রোগ সেরে গেলেও চোখের সাদা অংশে দাগ বা Spot থেকেই যায়।

চিকিৎসা

চোখের বাইরের থেকে ভেতরের দিকে ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে অনুভবে—অরাম মেট ৬x থেকে ২০০ পর্যন্ত।

চোখের ভেতর থেকে বাইরের দিকে ব্যথা অনুভব হলে—অ্যাসাফিটিডা ৩, ৬।

চোখ জুড়ে যাওয়া, চোখ থেকে পুঁজের মত বাহির হওয়া, চোখের সামনে যেন সাপ বেড়াচ্ছে অনুভব হলে -আর্জেন্ট নাইট্রিক ৩, ৬, ৩০।

জ্বালাকর অশ্রু গালে পড়লে যেন হেজে যায়—আর্সেনিক অ্যালব ৩, ৬, ৩০।

হঠাৎ দৃষ্টি শক্তির লোপ ভাব—অ্যাকোনাইট ৩, ৬।

চোখের পেশীর সংকোচনে অ্যাগারিকাস্ ৩, ৬।

চোখ থেকে জল পড়া, কর্ কর্ করা, সর্দি থাকলে ও হাঁচিতে—অ্যালিয়াম সেপা ৬, ৩০।

চোখ থেকে জল পড়া, টাটানি ভাবে -ইউপেটো পার্ফ ৩, ৬ বা নেট্রাম মিউর ১২x বিচূর্ণ।

কর্নিয়াতে পিঁচুটি, পাতা জুড়ে যায়, অশ্রুপাত এবং জ্বালাকর প্রদাহে—ইউফ্রেসিয়া ৩, ৬। মাদার জলসহ বাহ্য প্রয়োগ।

নিচের পাতা ফোলা, সূঁচ ফোটার মত ব্যথা, ঠাণ্ডায় কমে - এপিস্ ৬, ৩০।

উপরের পাতা বুজে যায়, চোখ খোলা রাখতে পারে না - কষ্টিকাম্ ৬, ৩০।

ওপর পাতা ফোলা, চটচটে স্রাব লক্ষণে —কেলি কার্ব ৩০, ২০০।

চোখ থেকে পুঁজের মত স্রাব—কেলি সালফ ৬x, ১২x।

চোখ শুকনো, লাল, গরম, জ্বালাকর ব্যথা, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি—ক্লিমেটিস ৩, ৬।

চক্ষু পেশীর স্পন্দন অবসন্নতাভাব, ক্ষীণ দৃষ্টি, মাথা ঘোরা লক্ষণে—জেলস ৩, ৬।

চোখ লাল, ঠাণ্ডা বাতাসে বৃদ্ধি, হলদোভ স্রাব—পালস্‌ ৬, ৩০। অঞ্জনি হলে পালস্‌ ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

কোনও কারণ ছাড়া চোখে খুব যন্ত্রণা—প্রুণাস স্পাইনোসা মাদার রোজ দু-তিনবার।

চোখ কর্‌ কর্‌ করে, ব্যথা সহজে কমে না—ফাইজস্টিগমা ৩ বা ৬।

চোখ লাল, আলো সহ্য করতে পারে না, মাথা ব্যথা, গরমে বৃদ্ধি—বেলেডোনা ৬, ৫০।

চোখের পাতায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি, পাতা বুজে যায়, চোখে চুলকানি চুলকানি ও ব্যথা—বোরাক্স ৩x চূর্ণ।

উত্তপ্ত চক্ষুস্রাব চোখ ফুলে ওঠা—রাসটক্স ৬, ৩০।

সেলাই বা বেশি পড়াশুনা করলে বৃদ্ধি, চোখ লাল, গরম ও বেদনাযুক্ত—রুটা ৩, ৬।

চোখের পাতায় শক্ত মাংসপিণ্ড উচ্চ গুটিকা প্রভৃতিতে—স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৬, ৩০।

চোখে জ্বালা, কর্‌ কর্‌ করা, চোখ ধুলে যন্ত্রণা বৃদ্ধি, চোখে সুঁচ ফোটার মত ব্যথা, সামনে যেন জাল—সালফার ৩০, ২০০।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. চোখে গোলাপ জল দিতে হবে। কালো চশমা পরতে হবে। চোখ রগড়ানো নিষিদ্ধ।

গ্লুকোমা (Glaucoma)

কারণ—এটি এক ধরনের চোখের রোগ। যাতে রোগী সব কিছুতে রামধনুর মত রঙ দেখে। সব কিছু অস্পষ্ট দেখলে বা রামধনুর মত নানা রঙের দেখলেই এ রোগ বলে বোঝা যায়। চোখের তরল পদার্থ বা Aquous বা Vitreous homour কিছুটা গাঢ় হয়ে যায়। তার ফলে আলোকরেখাগুলি বিচ্ছুরিত হয়ে চোখের Retina-র উপর পড়ে এবং সব জিনিসকে রামধনুর মতো রঙের দেখায় ও দৃষ্টি শক্তি অস্বচ্ছ হয়।

প্রথম অবস্থায় ভালভাবে চিকিৎসা করলে এ রোগ সারে—কিন্তু ঠিক মতো

চিকিৎসা না করলে তা সারে না—এবং তা থেকে ঐ চোখে অন্ধত্ব আসতে পারে। প্রধানতঃ কারণগুলি হলো—

1. উচ্চ প্রেসার বা রক্তচাপ।
2 ডায়াবেটিস রোগে ভোগা।
3. পার্নিসিয়াস্ এনিমিয়া থেকে।
4. অপুষ্টিজনিত স্নায়বিক রোগ।
5 উদরাময় বা ক্রনিক আমাশয়ের চিকিৎসা না করা।

লক্ষণ—1 প্রথমে চোখে অস্পষ্ট দেখে ও দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণতা দেখা যায়।

2. তারপর সব কিছু বস্তুই যেন রামধনুর রঙের মতো দেখতে থাকে।

3. ঐ সঙ্গে ডায়াবেটিস, প্রেসার অ্যানিমিয়া, প্রভৃতি নানা রোগ থাকতে পারে।

চিকিৎসা।

এটি একটি জটিল রোগ এবং এ থেকে অন্ধত্ব পর্যন্ত আসা সম্ভব, তাই ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রথম অবস্থায় শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো, অ্যাকোনাইট ৬, ৩০ বা ২০০।

তারপর ভালভাবে লক্ষণ মিলিয়ে নীচের যে কোনও একটি ঔষধ দিতে হবে—

আর্জেণ্ট নাইট্রিক ৬, ৩০ সপ্তাহে তিনবার।

ফস্ফোরাস ৬, ৩০ সপ্তাহে দু তিনবার।

বেলেডোনা ৬ রোজ একবার বা ৩০ সপ্তাহে দু-তিন বার বা ২০০ সপ্তাহে একবার।

অস্মিয়াম ৬, রোজ একবার বা ৩০ সপ্তাহে তিনবার।

স্পাইজেলিয়া ৩, ৬ রোজ একবার বা ৩০ সপ্তাহে তিন চার বার। মাথার বাঁ দিকে ব্যথার লক্ষণ থাকে।

জেলসিমিয়াম ৩, ৬ রোজ একবার বা ৩০ সপ্তাহে তিন-চার বার।

শরীরে অল্প রক্ত হবার জন্য এই রোগ হলে চায়না ৬, ৩০।

অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন, অত্যাচার, রাত জাগা প্রভৃতির ইতিহাসে নাক্স ভম ৩, ৩০ বা ২০০।

নারীদের রক্তঃরোধের ইতিহাস থাকলে অবশ্য দিতে হবে, পাল্সেটিলা ৩, ৬, ৩০।

মাথার ডানদিকে প্রবল ব্যথাসহ রোগে—স্যাঙ্গুইনেরিয়া ৩, ৬, ৩০।

হৃৎপিণ্ডের রোগ থাকলে ক্যাক্টাস্ ৩, ৬, ৩০।

মাথায় রক্তাধিক্য, নাক দিয়ে রক্তস্রাব লক্ষণ থাকলে, ব্রায়োনিয়া ৩০, ২০০।

প্রয়োজনে সাল্ফার ৩০ বা মার্কুরিয়াস ৬, ৩০ দিতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পুষ্টিকর হালকা খাদ্য খেতে হবে।
2. স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা কর্তব্য।

কেরাটোম্যালেসিয়া ও রাতকানা রোগ
(Karatomalatia and Night Blindness)

কারণ —এই রোগের মূলে কারণ হলো অপুষ্টি। তাছাড়া অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে এই রোগ সৃষ্টি হয়।

লক্ষণ —1. চোখে প্রথম অবস্থার প্রদাহ ও সামান্য ঘা-এর মতো হতে শুরু হয়।

2 চোখের বিভিন্ন অংশের এপিথিলিয়ম্ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার ফলে বিভিন্ন অংশের lesion হতে থাকে।

3 চোখ দিয়ে জল পড়া, ব্যথা, স্থানে স্থানে ঘা প্রভৃতি দেখা যায়।

4 তারপর রাতের বেলায় দেখতে পায় না। রাতের বেলা দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পায়। অনেক সময় রোগ বৃদ্ধি পেলে রাতের বেলা দেখতেই পায় না। একে বলা হয় রাতকানা রোগ বা Night Blindness.

5 অনেক সময় রোগ বেশি হলে ও ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে রোগী একেবারে অন্ধ হয়ে যায় তাই প্রথম অবস্থা থেকেই চিকিৎসা করা কর্তব্য।

6. এইসব রোগ ক্ষতিকর —তাই সব সময় দ্রুত চিকিৎসা করা কর্তব্য।

জটিল উপসর্গ

1 চোখের ঘা বা রাতকানা রোগ ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, তা থেকে অন্ধত্ব পর্যন্ত আসা সম্ভব। তাই সযত্নে চিকিৎসা করা উচিত।

চিকিৎসা।

এই রোগ হলে অবশ্যই ঔষধের সঙ্গে কড্ লিভার অয়েল খাওয়াতে হবে। শিশুদের রোজ কয়েক ফোঁটা করে ও বড়দের এক চামচ করে রোজ দু-তিনবার দিলে ভাল ফল হয়।

এ ছাড়া খাঁটি দুধ, মাখন, ডিম, টম্যাটো, ফল, পালং শাক, লেটুস্ পাতা, বিট্, গাজর সিদ্ধ প্রভৃতি ভিটামিন যুক্ত খাদ্য অবশ্য দিতে হবে। টাটকা ইলিশ বা রুই মাছ উপকারী পথ্য।

এই সঙ্গে এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো, ফাইজষ্টিগমা ৩। রোজ নিয়মিত একবার বা দু'বার করে সাত দিন থেকে এক মাস সেব্য।

যকৃতের দোষ থাকলে এবং পেটের গোলমাল থাকলে, নাক্স ভম্ ৩০, ২০০।

হস্তমৈথুন প্রভৃতি অমিতাচার বা দৈহিক অত্যাচারের কারণে রোগ হলে, অ্যাসিড ফস্ফোরিক ৩,-৬ বা ৩০ খুব ভাল ঔষধ।

রক্তশূন্যতা, দৈহিক অপুষ্টি, দুর্বলতা প্রভৃতি থাকলে, চায়না ৬, ৩০।

হেলিবোরাস ৩, ৬, ৩০ বা ২০০ এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গরমে রোগ বৃদ্ধি, মাথা ঘোরা বা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ৬ ৩০।

প্রাচীন রোগে এবং গায়ে কাপড় রাখতে চায় না লক্ষণে, লাইকোপোডিয়াম ৩০, ২০০ এক মাত্রা।

এছাড়া অন্যান্য ঔষধ —(লক্ষণ মিলিয়ে)

হায়োসায়ামাস্ ৬, ৩০ সপ্তাহে তিন-চারবার।

র‍্যানানকিউলাস ৩০ সপ্তাহে দু'বার।

নাইট্রিক এসিড ৩০, ২০০ সপ্তাহে একবার।

ট্যারা রোগ (Squi)

কারণ —এটি অনেকের জন্ম থেকেই হয়, আবার এটি অনেকেই জন্মগতভাবে থাকে না—পরবর্তী কালে এই রোগ হয়। চোখের কোনও পেশী বেশি টান বা ঢিলে থাকলে তার ফলে বাঁকা ভাবে চোখের মণি থাকে। অনেক সময় টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ফলেও এটি হয়।

লক্ষণ —1. চোখের মণি বাঁকাভাবে থাকে।

2. অনেক সময়ে যেদিকে তাকায়, চোখের মণি তা থেকে ভিন্ন দিকে থাকে বলে মনে হয়।

3. অনেক সময় বাল্যকালে চিকিৎসাদি করলে ভাল থাকে। কিন্তু না করলে এটি বৃদ্ধি পেয়ে অন্ধত্ব আসতে পাবে।

4. অনেক সময় বংশগত ভাবেও হতে দেখা যায়।

চিকিৎসা

যে কোনও চোখের ট্যারা দৃষ্টিতে উৎকৃষ্ট ঔষধ, অ্যালুমিনা ৬।

ক্রিমিজনিত কারণে শিশুদের ট্যারা দৃষ্টিতে, সিনা ৩০ বা স্পাইজেলিয়া ৩, ৬।

এছাড়া লক্ষণ মিলিয়ে হায়োসায়ামাস্ ৩ জেল্‌স ৩, সাইক্লামেন ৩ বা স্ট্রামো ৩ উপকারী।

চোখে কালশিরে পড়া

শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর্ণিকা ৩, ৩০ বা ২০০ এবং মাদার জলে মিশিয়ে লাগানো।

দিন কানা

অনেকে প্রখর রোদে বা আলোতে ভাল দেখতে পায় না। কারণ অজানা।

এই রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ বোথ্রপস্ ৬, ৩০। এছাড়া লক্ষণ অনুযায়ী সিলিকা ৩০, ফস্ফোরাস্ ৬, সাল্ফিউরিক্ এসিড্ ৬, বেলেডোনা ৩০, স্ট্র্যামো ৬ প্রভৃতিতে ভাল ফল দেয়।

আংশিক দৃষ্টি
(Partial Blindness)

কারণ অজানা। কোনও বস্তুর পূর্ণাংশ চোখে পড়ে না। উপরের অংশ দেখতে না পেলে অরাম ৬। ডানদিক দেখতে না পেলে লিথিয়াম কার্ব ৬। বাঁদিক দেখতে না পেলে সাইকোপোডিয়াম ১২।

অর্ধ দৃষ্টি
(Hemiopia)

কোনও বস্তুর অর্ধেক দেখা যায়—অর্ধেক দেখা যায় না। কারণ অজানা। ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩, ৬, চিনিনাম সাল্ফ ৩, ও ৩০ অ্যাসিড্ মিউর, রাস টক্স, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামোনিয়াম, অরাম—প্রভৃতি ৬, ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ। লক্ষণ ভেদে দিতে হবে।

চোখের কাপ খাচা

অতিরিক্ত চোখের পাতা নাচলে পাল্স্ ৬, ইগ্নেসিয়া ৬ ম্যাগ্ফস্ ৩x, সাইলিসিয়া ৬x প্রভৃতিতে ভাল ফল দেয়।

মাইয়োপিয়া, হাইপারমেট্রোপিয়া প্রেসবায়োপিয়া
(Myopia, Hypermetropia, Prssbiopia)

কারণ,—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়স বেশি হলে লেন্সের Thickness এর কিছু পরিবর্তন হয় ও তার ফলে এইসব রোগ হয়। আবার কখনো কম বয়সে বা শিশুদের এই রোগ হয়।

এই রোগ বেশ সহজ—তাই রোগ হলে সঙ্গে সঙ্গে চশমা ব্যবস্থা করলে চোখে ঠিক দেখে ও রোগ বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু তা না করলে তার ফলে রোগ বৃদ্ধি পায় ও তাতে চোখের এই রোগগুলি বেশি হয়। তাই এই রোগগুলি হলে চশমা পরা কর্তব্য। রোগ বাড়লে বেশি শক্তিশালী চশমার প্রয়োজন হয়।

শিশুদের চোখের দৃষ্টি এরকম গোলমাল করলে তাদের অল্প বয়সেই চশমা দেওয়া উচিত—যাতে রোগ বৃদ্ধি না হয় এবং তারা পরে কষ্ট না পায়।

সতর্কতা —চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব বেশিদিন ঠিক রাখার জন্য কি কি করা উচিত তা আমরা এবার আলোচনা করছি এখানে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন প্রতিদিন 3-4 বার চোখ নির্মল জল দিয়ে ধোয়া খুব উপকারী। তার ফলে চোখের ইনফেকশন হয় না এবং দীর্ঘদিন দৃষ্টিশক্তি ঠিক মতোই থাকে।

এরকম করলেও একটু বেশি বয়সে এরকম রোগ হতে পারে একথা ঠিক।

অনেক সময় অপুষ্টির জন্য এরকম রোগ হয়—তাই নানা জাতির পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে—দুধ, ছানা, দই, ডিম, মাংস, মেটে প্রভৃতি উপকারী। তাছাড়া কমলা, আপেল, পালংশাক, টম্যাটো প্রভৃতি খাওয়া উপকারী। এতে রোগ ও স্বাস্থ্য দুই ভাল থাকে।

নোংরা কাপড় বা রুমাল দিয়ে চোখ পরিষ্কার করা উচিত নয়। বই পড়ার সময়ে 12-14 ইঞ্চি দূরে রেখে বই পড়তে হবে।

অতি উজ্জ্বল আলো, অক্সি-অ্যাসেটিলিন গ্যাসের আলো, সূর্য বা সূর্যগ্রহণ প্রভৃতির দিকে তাকানো উচিত নয়।

ফ্লুরোসেণ্ট আলোতে বা টিউব লাইটে চোখের উপকার হয়।

অপ্রয়ুক্ত সানগ্লাস (চকচকে) ব্যবহার করা অনুচিত।

চোখ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ব্যায়াম করেন অনেকে তবে তাতে উপকার বেশি হয় না।

চল্লিশ বছর বয়সে চোখ পরীক্ষা করা কর্তব্য। প্রয়োজনে চশমা পড়লে লোকের উপকার হয়।

শিশুদের চোখে কম দেখার ভাব দেখলেই চিকিৎসা করা ও তাদেরও চশমা পড়তে দিলে উপকার হয়।

লক্ষণ—সাধারণতঃ 12- 14 ইঞ্চি দূরে বই রেখে পড়লে স্পষ্ট পড়া যায়। আবার অনেকটা দূরে এমনকি তার চেয়েও দূরে দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত করা যায়।

মাইয়োপিয়া হলে খুব কাছে না আনলে ভালভাবে পড়া যায় না। বইকে 5-6 ইঞ্চি দূরে আনলে তখন স্পষ্ট দেখা যায়। আবার দূরে কম দূরত্ব পর্যন্ত দৃষ্টি চলে বেশি দূরের বস্তু ভাল দেখা যায় না। একে বলে Short sight বা কম দূরে দৃষ্টি।

হাইপারমেট্রোপিয়া হলে, বইপত্র কাছে দেখা যায় না—তা অনেকটা দূরে হলে তখন দেখা যায়। কম করে 20-25 ইঞ্চি দূরে বই নিলে তবে দেখা যায়। আবার খালি চোখে বহু দূরের বস্তু ভাল দেখা যায়—কাছের বস্তু ঠিকমতো দেখা যায় না।

প্রেসবায়োপিয়া হলে দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট বা Blurred হয়ে যায়।

চিকিৎসা।

মাইয়োপিয়াতে ফাইজষ্টিগমা ৩, ৬ খুব ভাল ফল দেয়। তবে চশমা নিতেই হবে। হাইপারমেট্রোপিয়া রোগে চশমা নিতে হবে এবং প্রয়োজনে দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার ঔষধ খেতে হবে।

অস্পষ্ট দৃষ্টি—রক্তশূন্যতার জন্য হলে চায়না ৬, ৩০ বা ফস্ফোরাস্ ৬, ৩০। রক্তাধিক্য বা প্রেসার থাকলে বেলেডোনা ৬, ৩০। মেয়েদের রজোরোধ থাকলে, পালস্ ৩, ৬, ৩০। হার্টের রোগ থাকলে ক্যাক্টাস্ ৬, ৩০ বা ২০০।

ডানদিকের মাথাব্যথা থাকলে, স্যাঙ্গুনেরিয়া ৩, ৩০। বাঁ দিকে মাথা ব্যথা থাকলে স্পাইজেলিয়া ৩, ২০০। মাথা ব্যথা ও নাক দিয়ে রক্তস্রাব থাকলে, ফস্ফোরাস্ ৬, ৩০ বা ব্রায়োনিয়া ৩০। পরিপাক শক্তির গোলমাল থাকলে, নাক্স ভম্ ৩০, সালফার ৩০, চায়না ৬ বা মার্কুরিয়াস ৬, ৩০।

জালদৃষ্টি
(Muscae Valitantes)

চোখের দৃষ্টির সামনে যেন জাল জাল ভাব মনে হয়। কারণ - পুরোনো জ্বর, রক্তাল্পতা প্রভৃতিতে। চায়না ৬, ৩০ বা অ্যাসিড্ ফস ৩০ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

অঞ্জনি
(Hordeolum)

চোখের পাতার উপরে, নীচে ও পাশে প্রদাহযুক্ত ফুস্কুড়ি বের হয়। কারণ—ঠান্ডা লাগা, দুর্বলতা, বাত্রাণুর আক্রমণ, মেহ প্রভৃতি রোগ।

পাল্‌সেটিলা ৬, ৩০ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

এতে কাজ না হলে হিপার-সালফার ৬, ৩০।

বার বার ব্রণ হতে থাকলে সালফার ৩০ বা স্ট্যাফি ৬, ৩০। চোখের পাতায় অঞ্জনিতে মার্কিউরিয়াস ৬, সালফার ৩০, বেল ৬, কষ্টিকাম ৬, ফেরাম ৩০। চোখের নিচের পাতায় অঞ্জনি স্ট্যাফি ৬, ফস্ফোরাস ৬, রাসটক্স ৬, গ্র্যাফাইটিস ৩০।

চোখের কোণে অঞ্জনি—লাইকো ১২, স্ট্যানাম্ ৬।

পুঁজ হলে হিপার ৬ বা মার্কসল ৬।

ডান চোখের অঞ্জনিতে ক্যাল্‌কে কার্ব ৩০, নেট্রাম মিউর ৩০, অ্যামন কার্ব ৬, ক্যান্থারিস ৬, জিঙ্কিয়া ৬।

বাঁ চোখের অঞ্জনিতে—পালস্ ৩০, স্ট্যাফি ৩০, লাইকো ৩০, ইল্যাপস ৬, ইউরেনিয়াম নাইট্রিকাম ৩x।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. (সব ধরণের চক্ষুরোগে) দুধ, ডিম, ছানা, মাছ প্রভৃতি পুষ্টিকর ও ভিটামিন যুক্ত খাদ্য খেতে হবে। পালং শাক, টম্যাটো, কমলালেবু, আপেল প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে।

2. স্বাস্থ্যবিধি ঠিকমতো মেনে চলা ও শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য।

3. চোখের দৃষ্টি শক্তি কমছে বুঝলেই চশমা পরা কর্তব্য।

কর্ণ প্রদাহ বা কর্ণশূল

(Otitis)

কারণ —কানের মধ্যে কোনরকম বীজাণুর আক্রমণ হলে তাকে বলে কর্ণপ্রদাহ। কানে যন্ত্রণা ও বেদনা শুরু হলে তাকে বলে কর্ণশূল।

ঠাণ্ডা লাগা, বীজাণু দূষণ, আঘাত লাগা, কাঠি দিয়ে কান খোঁচানো—কানের মধ্যে জল প্রবেশ প্রভৃতি নানা কারণে এটি হয়।

অনেক সময়ে কান পাকে ও পুঁজ হয়। প্রাচীন ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত প্রভৃতি রোগের উপলক্ষণ হিসাবেও এটি হয়।

অনেক সময়ে ব্যথা খুব বেশি বা দুঃসহ হয়।

বহিঃকর্ণ, External Meatus, কর্ণ পটাহ প্রভৃতিতে প্রদাহ হলে তাকে বলে Otitis externa, মধ্য কর্ণ প্রভৃতিতে প্রদাহ হলে তাকে বলে Otitis Media এবং অন্তঃকর্ণে এটি হলে তাকে বলে Otitis Interna রোগ।

লক্ষণ —1. কানে শূল ব্যথার মতো ব্যথা হয়।

2. কখনো শ্রবণ শক্তি কমে যায়।

3. কান দিয়ে পুঁজ বা তরল স্রাব হয়।

4. অনেক সময়ে কান কটকট করে—মনে হয় পোকা প্রবেশ করেছে, কিন্তু তা করে না।

5. কখনো পটাহ (Membrane) আক্রান্ত হলে তার মাঝ দিয়ে পুঁজ বের হয়।

6. কখনো মধ্যকর্ণ বা অন্তঃকর্ণ আক্রান্ত হলে বাইরে কিছু বোঝা যায় না—ভেতরে ব্যথা হয়।

উপসর্গ

1 পুঁজ হয়ে কর্ণপটাহ অনেক সময়ে ছিঁড়ে যেতে পারে। শুনতে পায় না। কম শোনে। একটি কানই বা দুটি কান কর্মহীন হতে পারে।

2. কখনো মধ্য কর্ণ বা অন্তঃকর্ণ আক্রান্ত হয়েও শ্রুতিহীনতা আসতে পারে।

3. কখনো অন্তঃকর্ণ থেকে ব্রেণ আক্রান্ত হয় ও কঠিন অবস্থা হয়। মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

চিকিৎসা

অ্যাকোন ১x (প্রদাহের প্রথমাবস্থায়) বেল ৩x (মস্তিষ্কের উপসর্গাদি ও রক্ত সঞ্চয়ে) বেলেডোনায় কাজ না হলে ফেরাম ফস্ ৩x, ১২x । পালস্ ৬ (হামের পর কর্ণপটাহে ছিন্নকর বা তীরের মতো ব্যথা বেদনা) । মার্ক ভাই ৩x বিচূর্ণ (বসন্ত রোগের পর কর্ণ প্রদাহ ।)

দন্ত পর্যন্ত ব্যথার বিস্তার উষ্ণ বা শয্যায় শয়নে বর্দ্ধিত হলে, ক্যামোমিলা ১২, ৩০ (অসহ্য বেদনায়) । সাল্ফার ৩০ খুব বাড়লে বা আরোগ্য সময়ে ।

প্রথম অবস্থায় মাথা ব্যথা, গলা ব্যথা প্রভৃতি সহ কর্ণপ্রদাহে বেলেডোনা ৩x, ৩, ৬ শ্রেষ্ঠ ঔষধ । গরম ফ্লানেল দিয়ে সেঁক দিতে হবে ।

সর্দিজনিত কর্ণ প্রদাহে, পালসেটিলা ৩, ৬ ।

সূঁচ ফোটানোর মত ব্যথায় ক্যামোমিলা ৬ ।

কর্ণ প্রদাহ ও জ্বর থাকলে, অ্যাকোনাইট ৩x, ৩, ৬ ।

কানে টন্টনে ব্যথা, গ্রন্থি ফোলা লক্ষণে—মার্ক সল ৬, আর্স আয়োড্ ৩x ।

প্ল্যান্টাগো মাদার কানে দিলে ব্যথা কমে ।

পুরানো রোগে ক্যালি মিউর ৩০ বা নাইট্রিক এসিড্ ৬, ভাল ফল দেয় ।

সাল্ফার ৩০, ২০০ কানে পূঁজভাব বা অন্যান্য লক্ষণ মিলিলে ।

কানের বাইরে প্রদাহ, ছোট ছোট ফুস্কুড়ি প্রভৃতিতে, ক্যাল্কেরিয়া পিক্রেটা ৩, ৬ ।

হাম, বসন্ত প্রভৃতির পর কানের প্রদাহ হলে, পাল্সেটিলা ৬, ৩০ ।

কানে অর্বুদ

(Polypus)

কারণ অজানা ।

থুজা ৩০ বা ২০০ সেবন এবং অর্বুদের স্থানে থুজা মাদার লাগানো শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা । এতে কাজ না হলে নাইট্রিক এসিড ৬ সেব্য । গণ্ডমালা থাকলে, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০ ।

কর্ণনাদ (Tinnitus Aurium)

কানে ঘণ্টাধ্বনি বা গুন্ গুন্ শব্দ হলে, অ্যাসিড্ ফস ৩, ৩০, বেল ৬, গ্র্যাফাইটিস ৩০ । কানে হিস্ হিস্ বা ভন্ ভন্ শব্দে, চিনিনাম্ সাল্ফ ৩x । হার্ট রেট দ্রুত, ডিজিট্যালিস্ ৩, ৬ ।

নেট্রাম সাল্ফ ৩x, কার্বো সাল্ফ ৩, সাইলিসিয়া ৩০, ২০০, কেলি আয়োড ৩, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব্ ৩ প্রভৃতি ভাল ঔষধ ।

থিয়োসিনামিনাম ২x—৩০ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. (সব কর্ণ রোগে) কানে গরম সেঁক দেওয়া ভাল।
2. ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়।
3. কানে জল ঢোকা ভাল নয়। ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে তা বের করতে হবে।

কাণে ব্রণ (Furuncle of the Meatus)

কারণ—এক ধরণের বীজাণুর Infection থেকে এ রোগ হয়ে থাকে।

লক্ষণ—1. কান দপ্ দপ্ করে ও খুব বেদনা হয়।

2. কান লাল বর্ণ হয় ও তা ফুলে ওঠে।

3 কানের মধ্যে ছোট ব্রণ হয় এবং তার ফলে ঐখানে বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হয়ে থাকে।

4. মাঝে মাঝে বেদনা এত বেশি হয় যে রোগী বেদনায় অস্থির হয়ে ওঠে।

5. কখনো কখনো প্রচণ্ড মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, দপ্ দপ্ করা প্রভৃতি হয়।

6. পরে ঐ ব্রণ পেকে যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়

1 কানের মধ্যে আলো ফেলে পরীক্ষা করলে ব্রণ দেখা যায়।

2. ব্রণেব জন্য ব্যথা ও টাটানি প্রভৃতি হয় কানের মধ্যে।

উপসর্গ

1. অনেক সময়ে একটি ব্রণ পেকে ফেটে যাবার পর আবার একটি হয়। তার ফলে কষ্ট চলতে থাকে।

2. অনেক সময়ে পেকে ফেটে যাবার পর ঐ সব বীজাণুর Infection এর জন্য অন্য অংশাদিরও আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে।

চিকিৎসা

দপ্‌দপে বেদনার সঙ্গে ব্রণ লাল বর্ণ ও স্ফীত হলে, বেলেডোনা ৩x খাওয়া এবং বেলেডোনা θ বাহ্য প্রয়োগ করা উচিত। বেলেডোনায় উপকার না হলে সিলিকা ৩০, কালকে পিক্রেটা ৩০। পুঁজ হবার উপক্রম (শীঘ্র পাকাবার জন্য) হিপার সালফার ৬। প্রবাহ কমলে, সাল্‌ফার ৩০।

কর্নশূল (Otalgia)

ঠাণ্ডা লাগা, কানে জল ঢোকার জন্য ব্যথায়, অ্যাকোন্ ৩x।

আঘাত লাগার জন্য ব্যথায়, আর্ণিকা ৩, ৬। হুল বেঁধার মত ব্যথায়, এপিস্ ৩, পরিবর্তনশীল ব্যথা ও সর্দিতে; পালস্ ৩, ৩০।

শিশুদের কর্ণ ও দন্তশূলে— ক্যামোমিলা ১২, মার্ক সল ৩, ৬।

কান লাল, গরম, তীব্র দপ্‌দপে ব্যথা, বেলেডোনা ৩, ৬, ফেরাম ফস্‌ ৬x, ম্যাগ্‌ ফস্‌ ৩x।

জ্বালাকর ব্যথায়, ক্যাপ্সিকাম ৬, ৩০। গিলবার সময় ব্যথায়, ফাইটোল্যাক্কা ৩, ৬, ৩০।

কানে পুঁজ

নানা রোগ থেকে বা অজানা কারণে এই রোগ হয়।

দুর্গন্ধ সহ কানে পুঁজ হলে ক্যাপ্সিকাম ৬, ৩০ একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ব্যথা বেশি হলে মার্কভাই ৩x, সোরিনাম ৩০, ২০০, পালসেটিলা ৩, ৬, কেলি বাই ২ বিচূর্ণ, হিপার সালফার ৬, ৩০। কানে ব্যথা ও পুঁজ হলে, আর্ণিকা ৩x সেবন ও আর্ণিকা তেল কানে প্রয়োগ। বেশি দুর্গন্ধ ও পুঁজ হলে, অরাম ৬, ৩০। পুরানো রোগে, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৬, ৩০। প্রয়োজনে সাইলিসিয়া, টেলিউরিয়াম, সাল্‌ফার ও ফস্ফোরাস প্রভৃতি ৬, ৩০। বায়োকেমিক কেলি ফস্‌ ৬x।

কানে বেশী খোল জমা (Ear Wax)

বেশি খোল জমা, দুর্গন্ধ, পুঁজ প্রভৃতিতে কোনিয়াম ৩, ৬, বা গ্র্যাফাইটিস ৬, বা কার্বো ভেজ ৩০। প্রয়োজনে ল্যাকেসিস বা মিউরেটিক অ্যাসিড্‌ ৬, স্পাঞ্জিয়া ৩x বা সাল্‌ফার ৩০।

শ্রবণশক্তি কম বা বধিরতা (Hardness of hearing)

শীতকালে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে, অ্যাকোন ৩x, ক্যামোমিলা ১২, পালস্‌ ৩ বা মার্কিউ ৩। বর্ষায় ভিজে হলে, ডালকামারা ৬, রাসটক্স ৩০। কর্ণপ্রদাহের জন্য হলে, বেলেডোনা ৩, ৬, বপ্টিকাম ৬, ৩০, সাইলিসিয়া ৬।

বৃদ্ধদের হলে, পেট্রোলিয়াম ৩, ৩০, সাইবিউটা ৩, ৬। কানে পুঁজ হলে, আগে দ্রষ্টব্য।

চর্মরোগ, হাম, বসন্ত প্রভৃতির পরে হলে, কার্বো ভেজ ৩x থেকে ২০০।

কর্ণমূল প্রদাহ বা মাম্‌স্‌ (Mumps)

কারণ — শিশুদের এই রোগ বেশি হয়। কখনো কিশোর বা তরুণদের হতে দেখা যায়।

কর্ণমূলে যে Parotid Gland নামে লালাগ্রন্থি আছে, তার প্রদাহ হলে এই

রোগ হয়। এক ধরনের ভাইরাস এ রোগের কারণ। নিচের চোয়ালের কোণে বা কানের পাশে ব্যথা হয়ে থাকে।

লক্ষণ —1 কর্ণমূলের একপাশ বা দুইপাশের গ্রন্থি ধী ফুলে উঠতে থাকে।

2. ঐ অংশ বেদনাযুক্ত, লালবর্ণ ও স্ফীত হয়।

3. আক্রান্ত স্থান, কিছু বেশি উত্তপ্ত হতে পারে।

4. জ্বর হয়। জ্বর 99 থেকে 101 ডিগ্রী পর্যন্ত হতে পারে।

৫. বমি বমি ভাব বা বমি হয়।

6. চিবোতে বা গিলতে কষ্ট হয়। খেতে কষ্ট হয়।

7. ঘাড় নাড়তে ব্যথা ও কষ্ট হয়।

8. বমি ও জ্বরেব সঙ্গে দুর্বলতা থাকে। মাথাধরা, মাথা ব্যথা, প্রভৃতিও থাকে।

9. অনেক সময়ে ঐ ব্যথা ফোলা স্থানিক অংশ ছেড়ে প্যারোটিড, অন্ডকোষ বা নারীর ডিম্বকোষ আক্রমণ করে।

রোগ নির্ণয়

1. নির্দিষ্ট স্থানের গ্রন্থি ফোলা, জ্বর, টাটানি।

2. রোগীর বয়স থেকে রোগ নির্ণয়ে সুবিধা হয়।

3. রোগটি ছোঁয়াচে, তাই বাড়ীতে বা ঐ অঞ্চলে আরো রোগীর ইতিহাস মেলে।

4. রোগটি সাধারণতঃ চিকিৎসায় যায় না। নির্দিষ্ট সময় থেকে পরে আপনা থেকেই কমে আসে—Viral রোগের লক্ষণ।

চিকিৎসা

গ্রন্থি স্ফীত ও চিবোতে কষ্ট হলে—মার্ক আয়োড ৬x, ফাইটো ১x প্রতি ছয় ঘন্টা অন্তর খেতে হবে।

জ্বরভাব, মস্তিষ্ক স্তন্য বা অন্ডকোষ আক্রান্ত হলে—ডিজিট্যালিস ৩, স্পাইরিয়া ৩, ক্যান্থাস ১২।

প্রথম অবস্থায় জ্বর, যন্ত্রণা, প্রভৃতি লক্ষণে—ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x উপযোগী।

কার্বো ভেজ, পালসেটিলা প্রভৃতিও লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা।

অ্যাকোনাইট—৩x, ৩—জ্বরে তৃষ্ণা, অস্থিরতা, যন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণে বিশেষতঃ রোগের প্রথম অবস্থায় বা শিশুকালের ঠান্ডা লেগে এই রোগ।

পালসেটিলা ৩x—কর্ণমূল প্রদাহের পর বায়ুরোগ (Mania) দেখা দিলে। স্ফীত কর্ণমূল ছেড়ে যদি স্তন বা অন্ডকোষ আক্রমণ করে, তা হলেও পালস্ উপকারী।

বেলেডোনা ৩, ৩০—গন্ড (বিশেষতঃ ডান দিকের) স্ফীত ও লালবর্ণ, দ রুণ যাতনা, প্রলাপ, মস্তিষ্ক আক্রমণ প্রভৃতি লক্ষণে। কিন্তু স্ফীত স্থান অত্যন্ত শক্ত হলে কার্বো ভেজ ৩, ৬ প্রযোজ্য।

রাস টক্স ৩—কর্ণমূলে (বিশেষতঃ বা দিকে) স্ফীত ও গাঢ় লাল এবং তার সঙ্গে অত্যন্ত যাতনা লক্ষণে। বর্ষার হাওয়া লেগে রোগ জন্মালে।

কেলি মিউর ৩x, ৬x—কর্ণমূলে ফোলা, জিহ্বা শ্বেত লেপাবৃত।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সাধারণতঃ আক্রান্ত স্থানটিতে সেঁক দিতে হয় এবং তা ঢেকে রাখতে হয়।
2. ঠান্ডা লাগানো উচিত নয়।
3. জ্বর থাকলে তরল পুষ্টিকর খাদ্য, জ্বর ছেড়ে গেলে ঝোল ভাত পথ্য।
4. এ রোগ খুব সংক্রামক—তাই রোগীকে পৃথক ঘরে সাবধানে রাখা কর্তব্য।

নাসিকা প্রদাহ (Rhinitis)

কারণ—1. সাধারণতঃ নাকের ঝিল্লী (Mucous Membrane) নানা বীজাণুর আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়।

2. ঘন ঘন সর্দি হতে থাকলে এ রোগ হতে পারে।

3. সর্দি লেগে ঠিক মতো বের না হওয়া প্রধান কারণ।

লক্ষণ—1. নাক গরম হয়, ঝিল্লী ফুলে যায় এবং তা লাল বর্ণ হয়।

2. কখনো বা নাক খুব বেশি ফুলে যায়।

3. অনেক সময়ে সেই সঙ্গে মাথা ধরা, মাথার যন্ত্রণা প্রভৃতি হতে থাকে।

4. কখনো বা কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটের গোলমাল, উদরাময় প্রভৃতি হয়।

5. কখনো জ্বর হয়—কখনো বা তা হয় না।

9. কখনো নাকে পুঁজ হয় ও খুব কষ্ট হয়।

রোগ নির্ণয়

1. নাকের মধ্যে আলো ফেলে ভালভাবে পরীক্ষা করলে রোগ বোঝা যায়।
2. নাকে ব্যথা, ফোলা প্রভৃতি বোঝা যায়।
3. মাঝে মাঝে সর্দির ইতিহাস থাকে।

উপসর্গ

1. বেশি জ্বর, পুঁজ পড়া, প্রবল ব্যথা প্রভৃতি উপসর্গ।

2. Sinus-এর Inflammation, Sinusitis, মাথার যন্ত্রণা, প্রচন্ড জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ।

3. কখনো রোগ প্রবল হয় এবং তার ফলে রোগীর জ্বর প্রভৃতি হয়।
4. কখনো বা বা এর থেকে ব্রেণ পর্যন্ত আক্রান্ত হতে পারে।

চিকিৎসা

বিভিন্ন অবস্থা ও লক্ষণ বিচার করে চিকিৎসা প্রয়োজন।

বেলেডোনা ১x—৩, অ্যাকোনাইট ৩x, মার্কিউরিয়াস ৩, ৬, প্রধান ঔষধ। পুঁজ হলে, হিপার সাল্ফার ৩, ৬, কেলি বাইক্রোম ৩, ৬ ও মার্কউ ৩, ৬।

নাকে পুঁজবটি (Pustule)

পেট্রোলিয়াম ৩, ৬ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

আরক্ত নাসা (Flush)

বেলেডোনা ২x, ৩x, সাল্ফার ৩x, অরাম ৩x। পুরানো প্রদাহে ফ্লুরিক অ্যাসিড্ ৩, ৬। খাবার পর নাক লাল হলে, এপিস্ ৩x। যুবতীদের, বোরাক্স ৩x।

নাকের মূলে চাপবোধ

কেলি বাই ৩, ৬। মাথা ব্যথা থাকলে, ক্যাপ্সিকাম ৩, ৬।

নাক টাটানো। (Soreness)

গ্র্যাফাইটিস্ ৬, ৩০, সেবন ও মাধারের মলম লাগানো।

পুঁজ ও টাটানি থাকলে, কেলি বাই ৩x, ৬x।

নাকের অগ্রভাগের পীড়া

নাকের আগায় ফুস্কুড়ি হলে, অ্যামন্ কার্ব ৩, ৬।

পুঁজবটি হলে, কেলি ব্রোম ৩x। ব্যাথাযুক্ত ফোঁড়ায়, বোরাক্স ৩।

চুলকালে ও লাল হলে, সাইলিসিয়া ৬, ৩০। জ্বালা থাকলে, অক্জ্যালিক অ্যাসিড ৩, ৬। আড়ষ্টতাভাবে, কার্বো অ্যানি ৬, ৩০।

নাসিকা অর্বুদ (Nasal Polypus)

ফার্মিকা রুফা ১x রোজ দু-তিন বার। শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

থুজা ৩০, ২০০ সেবন ও মাধার লাগালে ভাল ফল দেয়।

অর্বুদ থেকে রক্তস্রাবে, ফস্ফরাস ৩, ৬।

টিউক্রিয়াম ১x সেবন ও মাধার লাগানো উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. (সব নাসিকা রোগে) গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখা উপকারী।

2. রাতে শোবার আগে গরম তেল মালিশ করলে তাতে উপকার হয়।

3. জ্বর জ্বর ভাব থাকলে লঘু বা তরল পথ্য। তা না থাকলে দুপুরে মাছ ও-তরকারীর ঝোল ও তাতে পাউরুটি সেঁকে দুধ ও চিনিসহ পথ্য প্রভৃতি খেতে হবে।

নাক দিয়ে রক্তপাত

(Epistaxis)

কারণ—হঠাৎ মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্তপাত অনেকের হয়। এটি একটি রোগ। কখনো দু'একবার রক্তপাত হলে তাতে ভয় নেই। তবে মাঝে মাঝেই এটি হতে থাকলে তার জন্য অবশ্য চিকিৎসা আবশ্যক। নানা কারণে এটি হতে পারে।

1. নাক ও মাথায় আঘাত লাগা।

2. উচ্চ রক্তচাপ বা হাই প্রেসার।

3. মস্তিষ্কে রক্তের আধিক্য বা বেশি রক্ত জমে থাকা। এটি নানা কারণে হতে পারে। এরকম হলে অনেক সময় চোখ লালচে হয়।

4. যকৃতের রোগ বা লিভার ট্রাবল্।

5. উপদংশ জনিত কারণ।

6. অতিরিক্ত শ্রম বা পরিশ্রম করা।

7. অতিরিক্ত কাশি বা সর্দি কাশি রোগ থাকে।

8. Sinus-এর Infection বা Sinusitis রোগ।

9. অনেক সময়ে সর্দিস্রাব বন্ধ হয়েও, তা থেকে এই রোগ হতে পারে।

10. অনেক সময়ে নারীদের জনন তন্ত্রের গোলমালেও এটি হয়।

লক্ষণ—1. সাধারণভাবে কোন লক্ষণ থাকে না। তবে কারও বা মাঝে মাঝে সর্দি করে মাথা ধরার ইতিহাস বা প্রেসারের ইতিহাস পাওয়া যায়।

2. হঠাৎ নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকে। রক্ত আপনা থেকে পড়তে থাকে এবং কিছুটা পড়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। কখনো রক্ত পড়া বন্ধ হতে দেরী হয়। উচ্চ প্রেসারের ক্ষেত্রে এইভাবে রক্তপাত অবশ্য অনেক সময়ে রোগীর জীবন রক্ষা করে, কারণ এতে রোগীর সেরিব্রাল থম্বোসিস রোগ প্রতিহত হয়।

3. কখনো সর্দি-কাশি, সর্দি-গর্মি, স্ট্রোক, প্রেসার প্রভৃতির ইতিহাস থাকে। কখনো তা থাকে না। তাই এই সব লক্ষণ দেখা যায় না।

4. কখনো মাথার বেদনা হয়—কারও বা হয় না।

5. অনেক সময়ে রোগী সুস্থভাবে থাকে, কখনো হঠাৎ জ্ঞান হারাতে পারে।

চিকিৎসা

ফেরাম-আয়োডে ৩ বা মিলিফোলিয়াম , ৩।

কেউ কেউ বলেন নেট্রাম-নাইট্রিকাম ২x এই রোগের অব্যর্থ ঔষধ।

ফেরাম ফস ৩x, ৬x—আঘাত বা অন্য কোন কারণেই হোক নাক দিয়ে উজ্জ্বল রক্তস্রাবে।

ঘন ঘন চাপ চাপ রক্তস্রাব হতে থাকলে, হ্যামামেলিস ১x খেলে ও ২।৩ ফোঁটা হ্যামামেলিস ৩ তুলি দ্বারা নাকের মধ্যে লাগালে রক্তস্রাব বন্ধ হতে পারে।

দুর্বলতা হলে, চায়না ৩x, ৩০। মদ্যাদি পান বা অজীর্ণের জন্য রক্তস্রাব হলে, নাক্স-ভমিকা ১x, ৬।

পচন অবস্থায়—ল্যাকেসিস ৬, ৩০ বা আর্সেনিক ৬, ৩০।

রক্তঃস্রাব বা অর্শবলি বন্ধ হয়ে রক্ত পড়লে—ব্রাইয়োনিয়া ৬, পালসেটিলা ৬, সালফার ৩০ কিংবা পডো ৬। মাথায় বা নাকে আঘাত লেগে—সিকেলি ১। দপদপ মাথার ব্যথার সঙ্গে রক্তস্রাবে—বেলেডোনা ৬, ৩০।

নাকের ক্ষত (Ozaena)

রোগের প্রথম অবস্থায় ক্যাডমিয়াম সালফ ৩x থেকে ৩০।

নাক লাল, ফোলা, পুঁজ, স্রাব প্রভৃতিতে, অরাম, ৬।

সর্দি থেকে শুরু হলে, স্রাব, পুঁজ-রক্ত প্রভৃতিতে কেলি বাই ৬, ৩০।

বংশগত ধারা এবং দুর্গন্ধ পুঁজে, অ্যাসিড্ নাইট্রিক ৬।

বেশি দাহ ও জ্বালা এবং পুরানো রোগে—আর্সেনিক ৩, ৬, ৩০।

বেশি দুর্গন্ধ ও পচা ঘা—সিফিলিনাম ২০০ বা আয়োডিয়াম ৩ থেকে ২০০।

শুষ্কতাভাব থাকলে, মার্ক বিন আয়োড, স্যাঙ্গুইনেরিয়া, ষ্টিক্টা।

অবিরাম হাঁচি থাকলে, জিঙ্ক, সাইক্লামেন।

এ ছাড়া লক্ষণ ভেদে হ্যামা ৩, সোরিনাম ৩০, ক্যালকে কার্ব ৩০, মার্কিউ ৩, ৬, অ্যালুমিনা ৬, ৩০, পালস্ ৬, ৩০, স্যাঙ্গুইনেরিয়া ১x থেকে ৬ প্রযোজ্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. বেশি রোদে ঘোরা বা শ্রম করা কদাচ উচিত নয় এই সময়।
2. বেশি চা, কফি কোকো খাওয়া উচিত নয়।
3. বেশি ধূমপান করা ক্ষতিকারক।
4. এই রোগে লঘু, বলকারক খাদ্য খাওয়া সব সময় উপকারী।

গুরুপাক দ্রব্য খাওয়া সব সময় নিষিদ্ধ। গরম মশলা, রান্না করা পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি খেতে নেই।

5. এই রোগে মদ্যপান বা নেশা সেবন কদাচ উচিত নয়।

সাইনাসাইটিস

(Sinusitis)

কারণ—1. পুরানো সর্দি রোগে অনেক দিন ভুগতে থাকলে তার ফলে মাথার করোটির মধ্যেকার সাইনাসগুলির মধ্যে Infection হতে পারে।

2. শরীরের ঠাণ্ডা প্রতিরোধ করার ক্ষমতার অভাব অনেকের থাকে—তাদেরও এই রোগ হয়ে থাকে।

3 উচ্চ রক্তচাপ বা মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য থেকেও হতে পারে।

4. যক্ষ্মা, সিফিলিস্ প্রভৃতি রোগ থেকে সেকেণ্ডারী infection হতে পারে।

5. নাকের মধ্যে ঘা বা ক্ষত হলে তা থেকে বীজাণুরা গিয়ে Sinus-এর মধ্যকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে আক্রমণ করতে পারে।

6. বেশি ঠাণ্ডা লাগানো, ভিজে কাপড়ে থাকা, হিম লাগানো, রৌদ্রে বেশি ঘোরা, বেশি উত্তাপে কাজ করা প্রভৃতি নানা গৌণ কারণও থাকে।

লক্ষণ—1 মাথা ধরা, মাথা ব্যথা, কিছুতেই তা সারতে চায় না।

2. অনেক সময় নাক দিয়ে মাঝে মাঝে জল পড়ে, আবার তা বন্ধ হয়ে যায়।

3. মাঝে মাঝে সর্দি লাগে এবং সর্দি যেন ক্রনিক রোগ হয়ে দাঁড়ায়।

4. মাঝে মাঝে হঠাৎ অল্প অল্প জ্বর হতে পারে সর্দি প্রভৃতির সঙ্গে।

5. কখনো সর্দি শুকিয়ে যায়। মাথায় ব্যথা হয়। মাঝে মাঝে দুর্গন্ধযুক্ত শুকনো সামান্য সর্দি পড়তে পারে।

6. কখনো কখনো ও থেকে নাক দিয়ে রক্তপাত পর্যন্ত হতে পারে। ঘ্রাণ শক্তি কমে যেতে পারে।

উপসর্গ

1. মাথা ধরা, সর্দি না কমা।

2. অনেক সময় সর্দি কাশি চলতে থাকে এবং তা থেকে অনেক পরে প্লুরিসি বা যক্ষ্মা প্রভৃতি হতে পারে।

3. নাক দিয়ে রক্তপাত বা দুর্গন্ধ পদার্থ নির্গত হতে পারে ও এ থেকে ব্রেণ আক্রান্ত হতে পারে।

চিকিৎসা

বেলেডোনা ১x এবং স্যাঙ্গুইনেরিয়া মাথার প্রধান ঔষধ। দুটি ঔষধ পূর্যায়ক্রমে দিলেও সুফল দেয়।

মেলিলোটাস অ্যাল্বা ৩ এবং ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

দুর্গন্ধ স্রাব থাকলে ও নাক বন্ধে; ক্যাড্মিয়াম সাল্ফ ৩, ৬, ৩০।

পুরোনো রোগে, সোরিনাম ৩০, ২০০।

নাক থেকে সবুজ, হলুদ বা লাল স্রাব নিঃসরণে, ফস্ফোরাস্ ৩, ৬, ৩০।

ফেরাম ফস্ ৬x, ১২x, ক্যাল্কেরিয়া ফস্, ৬x, ১২x, ওপিয়াম ৩—৩০, থুজা ৬ ৩০, মার্ক আয়োড্ প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী।

ঘ্রাণশক্তির বিকৃতি বা লোপ

ঠান্ডা লাগা বা বাতরোগ প্রভৃতি কারণে তরুণ রোগে, অ্যাকোনাইট ৩x থেকে ৩০।

বিকৃত ঘ্রাণশক্তি ও পুরোনো অবস্থায় পাল্স্ ৩, মার্ক ভাই ৬x, সাল্ফার ৩০।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব, সিপিয়া, জেলস্, কেলি বাই, কেলি আয়োড প্রভৃতি লক্ষণ ভেদে।

অ্যাডিনয়েড নাসা রোগ (Adenoid)

শিশুদের পাঁচ থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত এই রোগ বেশি হয়। অবিরাম সর্দি, কানে ব্যথা, কানে পুঁজ, অল্প বধিরতা প্রভৃতি দেখা যায়।

সোরিনাম ৬, ৩০, সাল্ফার ৩০, ২০০, পাল্স ৩, ৬, নেট্রাম মিউর ১২x, ৩0x, ব্যারাইটা কার্ব ৬, ৩০, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩০, ফস্ফোরাস ৩০ প্রভৃতি লক্ষণ ভেদে।

নাসিকা রোগের আরও কয়েকটি ঔষধ

সিনা ৩—২০০—শিশুদের ক্রিমি ও নাক চুলকানো।
নাক্স-ভম ৩—৩০—এক নাক বুজে যায় অন্য নাক থেকে সর্দি ঝরে।
ক্যাক্টাস ২x—৬x—হৃৎপিন্ডের রোগসহ।
ক্রোটেলাস ৩, ৬—নাক এবং অন্যান্য রন্ধ্র থেকে রক্তপাত।
সিপিয়া ৩০—বারো মাস নাকে শ্লেষ্মা।
অরাম ৩x থেকে ৩০—দুর্গন্ধ পচা রক্তস্রাব, নাকে ঘা।
আর্ণিকা—৩—২০০—আঘাত জনিত কারণে।
আর্জেন্ট নাইট্রিক ৬, ৩০—নাক চুলকানো এবং ফলে রক্তপাত।
আর্সেনিক ৩—২০০—জ্বালাকর স্রাব।
অ্যাগারিকাস্ ৬—বৃদ্ধদের রক্তপাত ও দুর্গন্ধ।

দাঁতের বিভিন্ন রোগ

সাধারণ লোকে ভাবে যে দাঁতের রোগের বোধ হয় একমাত্র চিকিৎসা হলো দাঁত তুলে ফেলা।

এ ধারণার অবশ্য একটা কারণ আছে। দাঁতের রোগ হলে দাঁতের ডাক্তারের কাছে

যেতে হয়। তিনি তখন দাঁতটি পরীক্ষা করে তুলে ফেলেন। এ ছাড়া অন্য চিকিৎসা কম ক্ষেত্রেই হয়।

কিন্তু একথাটি ঠিক নয়। সাধারণ লোকের এ ধারণা ভুল। দাঁতের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলেন যে, দাঁতের রোগীরা আসলে এমন অবস্থা নিয়ে তাদের কাছে আসেন, তখন দাঁত তোলা ছাড়া অন্য চিকিৎসার উপায় থাকে না বা সময় থাকে না। একটি দুটি বা একাধিক দাঁতের তখন এমন অবস্থা হয় যে, ঐ গুলি তুলে না ফেললে তার পরিণতি মারাত্মক হবে। ঐ দাঁত তো যাবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দাঁত আক্রান্ত হতে পারে। এমন কি তার ফলে মাড়ি আক্রান্ত হয়ে Concrum Oris রোগ হতে পারে। তাই তখন বাধ্য হয়ে দাঁত তুলে ফেলতে হয়।

জনসাধারণের অধিকাংশ ঠিক সময় মতো দাঁতের চিকিৎসা করায় না। বা এ বিষয়ে কোন রকম গুরুত্ব দেয় না। দাঁতের ব্যথা, দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পড়াকে এরা খুব গুরুত্ব দেয় না বা গ্রাহ্য করে না। এর জন্য কেউ পারত পক্ষে ডাক্তারদের কাছে আসে না। সাধারণতঃ লোকে সাময়িক উপকার হয়, এ রকম ঔষধ ব্যবহার করে থাকে।

তার ফলে দিনে দিনে দাঁতের গোলমাল যে বেড়ে চলে তা সাধারণ লোক অনুধাবন করতে পারে না।

চলতি কথায় আমরা বলি—লোকে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। কিন্তু তা অসার। শুধু মাত্র দাঁত ও মাড়ির রোগ থেকে কঠিন কঠিন রোগ এমন কি লিউকিমিয়ার মতো রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া দাঁত থেকে মুখের ভেতরের অন্যান্য অংশে এবং মাথার অন্য অংশে যে সব মারাত্মক রোগ দেখা দিতে পারে, তা তারা চিন্তা করেন না বা জানেন না।

দাঁতের রোগ সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং দাঁতের রোগ সম্পর্কে অসতর্ক ভাবটা শিক্ষিত সমাজের থেকে অজ্ঞ সমাজের কিছু বেশি। এজন্য অভিজ্ঞ দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা ও এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা উচিত। দাঁতের স্পেশালিষ্ট ছাড়া সাধারণ চিকিৎসকেরা ব্যথা, ফোলা প্রভৃতি কমবার এবং Inflammation হলে তা বন্ধ করার ঔষধ মাত্র দেন। তবে ব্যথা, ফোলা প্রভৃতি কমে যাবার পর অবশ্য অভিজ্ঞ স্পেশালিষ্টের কাছে যাওয়া কর্তব্য। দাঁতও যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় দিক এ বিষয়ে অভিজ্ঞ দক্ষ চিকিৎসকেরা সাধারণ মানুষকে অবহিত হতে বলেন।

দাঁতের রোগীর সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে ভারতের বুকে।

এর একটি কারণ যেমন যত্ন না করা, তেমনি অন্য একটি কারণ হলো অপুষ্টি।

অনেকের জন্মের পর দাঁত ওঠার সময় দেখা যায় দাঁত খুব দেরীতে ওঠে। দাঁত যা ওঠে তাও ফাঁক ফাঁক ভাবে থাকে। তার কারণ হলো ঠিকভাবে ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য চাই ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি।

তাছাড়া দাঁতের মাড়ির জন্য একান্ত প্রয়োজন হলো ভিটামিন সি। আবার দাঁতের গঠন ঠিক মতো হবার জন্য ভিটামিন এ ও ভিটামিন ডি চাই।

তাই খাদ্যে এই সব বস্তুর অভাব হলে দাঁত ও মাড়ি খারাপ হতে পারে।

কিন্তু দাঁত ও মাড়ি ভালভাবে গঠিত না হলে ঐ সব বস্তুযুক্ত খাবার চাই—নাহলে ঐ ধরণের ঔষধ খেতে হবে।

এখানে একটি কথা। তা হলো গ্রাম্য অঞ্চলের চেয়ে শহর অঞ্চলে দাঁতের রোগ অনেক বেশি। তার কারণ হলো, শহর অঞ্চলের লোকেদের খাদ্য খাবার। তাছাড়া এ হোল পাশ্চাত্য দেশের মতো টাটকা ফলমূল, টাটকা শাক-সব্জি, টাটকা ডিম. দুধ প্রভৃতি, টাটকা ছোলাভেজা, মটর ভেজা প্রভৃতি খাবার অভ্যেস করে খুব কম। তাছাড়া এসব জিনিষ শহরে ঠিকমতো পাওয়া যায় না।

কিন্তু গ্রামের লোকেরা এসব খেতে পায়। প্রকৃতি থেকে খাদ্য পায়। ফলে দাঁত তাদের আপনা থেকেই সুগঠিত হবার সুযোগ থাকে।

আবার দন্ত-অস্থির ক্ষয় বা কেরিজ রোগ, শহর অঞ্চলে বেশি দেখা যায়।

এর কারণ হলো:- নানা ধরণের শর্করা জাতীয় বস্তুর দেহে পচন বা ফারমেনটেশন।

বেশি চিনি, গুড়, চটচটে শর্করা খাদ্য খাওয়া, শুধু মাত্র পেটের পক্ষেই ক্ষতিকর নয়, তা দাঁতের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। এইসব খাদ্যের টুকরো দাঁতের খাঁজে খাঁজে জমে ও তা পচে যায়। সব সময় ঠিক মতো ব্রাশ না করলে, তা দূর হয় না এবং তা থেকে ব্যাকটিরিয়ারা জন্ম নেয়।

এই সব ব্যাকটিরিয়ারা দাঁতের এনামেলের মিনারেল অংশকে গলিয়ে দেয় এবং সেখানে ব্যাকটিরিয়ারা আবার বাসা বাঁধে।

খুব বেশি ঘন ঘন সরবত, লিমনেড্ মিছরি প্রভৃতি খাওয়া থেকেও এরকম হতে পারে।

লজেন্স, চকোলেট, মিছরি প্রভৃতি মুখে রেখে দীর্ঘ সময় ধরে তা চোষা, এজন্য দায়ী বলা যায়।

এইসব কারণে যারা দাঁত সম্পর্কে খুব যত্নবান এবং রোজ সকালে মুখ পরিষ্কার করে ধোয়, তাদের দাঁতেও কেরিজ জন্ম নেয়। সাধারণ লোকেরা মিছরী খাওয়া জনিত রোগের বিষয় ততটা মাথা ঘামান না, ডাক্তার মাথা ঘামান বা চিন্তা করেন মাড়ির নানা রোগ সম্পর্কে।

মাংস প্রভৃতি আঁশযুক্ত বা ফ্যাটযুক্ত খাদ্য নিয়মিত খেলে তাতে মাড়ির ব্যায়াম হয়। তারপর ভালভাবে মুখ ধুয়ে ফেললে তার ফলে দাঁতের রোগ কম হয়। কিন্তু ভারতের মত গরীব দেশে অধিকাংশ লোক মাংস খুব কম খেতে পায়। তাই তাদের ক্ষেত্রে এ নিয়মে উপকার পাবার আশা খুব কম। তাছাড়া ভারত গরম দেশ। পাশ্চাত্য দেশের মতো নিয়মিত মাংস খাওয়ার প্রয়োজনও এদেশে কম।

নিমের ডালের দাঁতন এ বিষয়ে ভাল বলা হয়—কিন্তু তাও প্রকৃত পক্ষে খুব একটা কার্যকরী ফল দিতে পারে না। এতে হয়তো সাময়িকভাবে মুখ পরিষ্কার হয় ও ব্যাকটিরিয়ারা কিছু মরে যায়।—কিন্তু তা যথার্থ নয়। সারাদিন মুখে প্রচুর ব্যাকটিরিয়া জন্ম নিতে পারে ও নিমের ডালে নিয়মিতভাবে মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করা যায় না। তাই এসব দাঁতন খুব বিজ্ঞান সম্মত নয়।

নিমের দাঁতের মাজন দাঁতের ফাঁকে প্রবেশ করে যতো কাজ করতে পারে, তার চেয়ে ভাল পারে দামী টুথপেস্ট ও টুথ ব্রাশ।

কিন্তু এই টুথ-ব্রাশ ব্যবহার পদ্ধতি না জানলে বরঞ্চ তা ক্ষতিকারক।

টুথ-ব্রাশেই ব্যাকটিরিয়া বা বীজাণু জন্মাতে পারে। এর কারণ হলো ব্রাশ ভাল ভাবে পরিষ্কার ও বীজাণু শূন্য না করা।

তাই প্রতিদিন গরম জল দিয়ে টুথ-ব্রাশ অবশ্য ধুয়ে ফেলা কর্তব্য।

তাছাড়া টুথ-ব্রাশ ব্যবহার করার নিয়ম সকলের ঠিক জানা থাকে না—তাতে ক্ষতি হয়।

টুথব্রাশ ব্যবহার করতে হয় ধীরে ধীরে এবং শুধুমাত্র একদিকে নয়। এটি ব্যবহার হবে—

1. কখনো আড়াআড়ি ভাবে।
2. কখনো বা উপর-নিচে।
3 কখনো নিচের মাড়ির ভেতরের দিকে।
4, কখনো ওপরের মাড়ির ভেতরের দিকে।

এইভাবে ধীরে ধীরে ব্যবহার করলে সব দাঁতের ফাঁক বেশ ভালভাবে পরিষ্কার হবে।

হাত দিয়ে যদি দাঁত মাজা হয়, তাহলে ভাল পাউডার বা পেস্ট ব্যবহার করলেও দাঁতের ফাঁকের বীজাণুদের সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নয়।

পান বা জর্দা খাওয়াও আবার দাঁতের রোগ সৃষ্টিতে অন্যভাবে সহায়তা করে থাকে।

এইসব পান, সুপারি, জর্দা প্রভৃতির টুকরো দাঁতের খাঁজে জমে এবং যতবার পান খাওয়া হয় ততবার ঠিক ভালভাবে দাঁত পরিষ্কার করা সম্ভব নয়।

তাই এইসব খেতে গেলে প্রতিবার খাবার পর পেস্ট ও ব্রাশ দিয়ে—ফাঁকগুলো ভাল ভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা উচিত।

রাতের বেলা যাঁরা শোবার সময় দুধ বা কোকো খেয়ে মুখ না ধুয়ে নিদ্রা যান, তাঁরা তাঁদের দাঁতের বিরাট ক্ষতি করে থাকেন।

চিকিৎসা

প্রায় সব রকম দাঁতের বেদনায় সব থেকে আগে প্ল্যান্টাগো ৩০ খাওয়ালে ও প্ল্যান্টাগো θ মাড়ীতে লাগালে উপকার হয়। ঠাণ্ডা শুকনো বাতাস বা ঠাণ্ডা জলে ব্যথার বৃদ্ধির এবং এক পার্শ্বে ব্যথার জন্য, অ্যাকোনাইট ৩।

শ্বাস-প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, কোষ্ঠবদ্ধতা ও দন্তক্ষয় জন্য দাঁতের ব্যথায়, ক্রিয়োজোট—৩।

গর্ভাবস্থায় দাঁতের ব্যথা হলেও ক্রিয়োজোট ৩ উপযোগী। দাঁতের মাড়ীতে খোঁচার মতো ব্যথা বা দপদপানিসহ কতকগুলি দাঁত আক্রান্ত হলে এবং ঐ ব্যথা বিচরণশীল হলে, বেলেডোনা ৩x।

সর্দির জন্য দাঁতের ব্যথা হলে (দাঁতের মূল স্ফীত হয় না)। মুখে কোনও পদার্থ প্রবিষ্ট হলেও চেপে ধরার মতো ব্যথা এবং অনেক দেবীতে ঐ ব্যথা সারে, বিছানার গরমে বা কোনও গরম দ্রব্য খেলে ও বিকালে ব্যথার বৃদ্ধি হয় এইসব লক্ষণে—পালসেটিলা ৩০।

ঠিক সন্ধ্যার সময়ে দাঁতের ব্যথা ও জিহ্বায় সাদা লেপাবৃত লক্ষণে, অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৬।

দাঁত বড় হয়েছে, এই রকম অনুভব, দাঁতে দাঁত চাপলে বা শীতল জল দাঁতে লাগলে অসহ্য কনকন করে, রাত্রে কপালের পার্শ্বে পর্যন্ত ব্যথার বিস্তৃতি, গরম সেঁক দিলে কমে—আর্সেনিক ৬।

স্নায়বিক দাঁতের ব্যথার জন্য দাঁত আলগা বোধ, দন্তমূল ও গলা ফুলে ওঠা, গরম দ্রব্য পানাহারে ও বিছানার গরমে ব্যথা বাড়ে এই সব লক্ষণে—ক্যামোমিলা ৬ উপযোগী।

দাঁতের ব্যথা ও রক্তস্রাব, মুখ শুকনো, কিন্তু পিপাসা থাকে না, চিবালে ব্যথা অনুভব লক্ষণে, কার্বো-ভেজ ৬।

দাঁতে বাতাস লাগালে ব্যথার বৃদ্ধি, দাঁত বড় বোধ হওয়া, বাঁ দিকেই ব্যথা বাড়ে, খাওয়ার সময় দাঁতে ঠাণ্ডা লাগে, এই সব লক্ষণে, সালফার ৬।

দ্বাদশ অধ্যায়

চর্মরোগ ও তার চিকিৎসা

চর্মরোগ সাধারণ থেকে জটিল পর্যন্ত হতে পারে। সামান্য চুলকানি, পাঁচড়া, ঘা, ক্ষত, এসবও চর্মরোগের মধ্যে, আবার কুষ্ঠ, শ্বেতী বা Leucoderma প্রভৃতিও চর্মরোগ। এইসব চর্মরোগ ভালভাবে চিকিৎসা না করলে সহজে সারে না—তাই তার ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য।

সাধারণ চর্মরোগও কিন্তু সব সময় সাধারণ নয়। এইসব চর্মরোগের জন্য বাহিরে ঔষধ প্রয়োগেই কাজ ভাল হয় না—কারণ অনেক সময় বীজাণুরা শুধু ওপরে ঔষধ প্রয়োগ করলেও রক্তের মাঝ দিয়ে ভেতরে চলে যায় এবং তারপর দেহের ভেতরের নানা রাস্তা দিয়ে আক্রমণ করতে পারে—যেমন অন্ত্র, লিভার, প্লীহা, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি।

তাই চর্মরোগ চিকিৎসার সময় সর্বদা বাইরের এবং ভেতরের রক্তের বীজাণু সম্পূর্ণ নির্মূল করার মত ঔষধাদি প্রয়োগ কর্তব্য।

সব চেয়ে সাধারণ চর্মরোগগুলি হয় বাইরের সংক্রমণ Infection থেকে। যে সব জটিল চর্মরোগ মানব দেহ আক্রমণ করে তাদের সংখ্যা অবশ্য ভারতে কম, তাই সাধারণ সব চর্মরোগ অতি প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের বুকে হয়ে আসছে। প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থাদিতে কিছু কিছু সাধারণ চর্মরোগ, এমন কি কুষ্ঠ রোগ প্রভৃতিরও ইতিহাস পাওয়া যায়।

ভারতের বুকে একটি প্রধান ও সাধারণ চর্মরোগ হলো দাদ বা রিংওয়ার্ম। এগুলি নানা প্রকার এবং অনেক সময়ে এগুলি খুব জটিল বা কঠিন বলে মনে হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে এই রোগ খুব বেড়ে ওঠে। তার কারণ হলো, গরম ও আর্দ্রতা এদের বেড়ে ওঠাতে প্রচুর সাহায্য করে থাকে। শীতকালে এই রোগ অনেকটা ভাল থাকে।

মাত্র একটি লাগাবার ঔষধ সুন্দর কাজ দেয়। সকালে দাদ ধুয়ে তাতে আয়োডিন লাগাতে হবে এবং সন্ধ্যায় তা ধুয়ে ফেলতে হবে। ব্যাসিলিনাম ২০০ সপ্তাহে একমাত্রা বা নেট্রাম সালফ ২০০ মাসে এক মাত্রা সেবনে সুন্দর কাজ দেয়। এই ঔষধ অনেক সময়ে রোগ একটু বাড়িয়ে পরে পূর্ণ আরোগ্য করে।

ক্যানডিডা বা চলতি কথায় হাজা বলে যাকে, তাহলো একটি বিশেষ ধরণের চর্মরোগ। মধ্যবিত্ত বা গরীব পরিবারের মেয়েদের মধ্যে এটি বেশি হয়। জলে দিনরাত কাজ করার ফলে এটা হয়ে থাকে। এটি সাধারণতঃ আঙ্গুলের খাঁজগুলোকে বেশি আক্রমণ করে থাকে। নখের গোড়াও আক্রান্ত হয়।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ডায়াবেটিস, রোগ থাকলে এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত হলে এটি আরও ভয়াবহ হয়। দাদের মতো এই রোগও গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে বেশি হয়—শীতকালে কম হয়।

হাজা হলো এক ধরণের ফাংগাস ইনফেকশন। আবার অন্য এক ধরণের ফাংগাস আক্রমণ জনিত রোগ হলো Tinea Versicolor রোগ। এতে চর্মের মাঝে মাঝে স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায় এবং অস্বাভাবিক রং বা অন্য রং হয়। কিন্তু এটি শ্বেতী রোগ বা Leucoderma রোগ নয়।

আবার অন্য এক ধরণের এক প্রকার রোগ হলো Seborina গ্রুপের রোগ। এতে চুল পড়ে যায়, ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হয় এবং ডার্মাটাইটিস্ বা চর্ম প্রদাহ হয়। বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন যে বিগত কয়েক বছর ধরে, অল্প বয়সে চুল উঠে যাওয়া বা পেকে যাওয়ার সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।

তাঁরা বলেন যে, তরুণদের মধ্যে মাথায় ভাল কেশ তৈল ব্যবহার না করা এবং বেশি শ্যাম্পু, ক্রীম প্রভৃতি ব্যবহার করার এটি হলো প্রধান কারণ।

অবশ্য সবার কাছে কেশতৈল প্রয়োজন হয় না। অনেক লোকের দেহের চর্মগ্রন্থি খুব বেশি কাজ করে থাকে। তাদের চুলে বা লোমে আপনা থেকেই প্রচুর তেল থাকে, তাই তাদেব কেশতৈল ব্যবহারের দরকার হয় না। তারা বেশি তেল ব্যবহার করলে ক্ষতিকারক হয়।

খুব দ্রুত টাক পড়া পুরুষদের পক্ষে একটি বিশেষ ক্ষতিকারক রোগ। এর সঙ্গে হেরিডিটি বা বংশ পরম্পরার ধারার মতো Genetics এর সম্পর্ক আছে। পিতা, পিতামহ, মাতুল, মাতামহর ধারা কাজ করে বলেই এই রকম অবস্থা তাদের মধ্যে দেখা দেয়। তাদের দেহের হর্মোন রক্তে ঠিক না থাকলে অথবা তাদের কাজকর্ম বেশি হলে, তার জন্যে এটি হয়ে থাকে।

ব্র্যাক্নি রোগের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই Genetic Factor প্রচুর ভাবে ক্রিয়াশীল দেখা যায়। এতে মুখে ব্রণের মত Pimple বের হয় এবং 16 থেকে 25 বছরের যুবক-যুবতীর এটি বেশী হতে দেখা যায়।

এদের ক্ষেত্রে এই রোগ কতকগুলি কারণে বেশি বৃদ্ধি পাবার প্রবণতা দেখা দেয়। বেশি মশলা বা গরম মশলা খাওয়া, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, পায়খানা ঠিকমতো না হওয়া, পরিবেশের জন্যে এবং নানা ক্ষতিকারক কসমেটিক্স্ ব্যবহার করা এই রোগ —সৃষ্টি ও বৃদ্ধির কারকতা আনে।

আর একটি সাধারণ চর্মরোগ হলো একজিমা, অর্থাৎ Allergic Dermatitis রোগ। আগেকার দিনে ধারণা ছিল যে, এর সঙ্গে শ্বাসতন্ত্র, পরিপাকতন্ত্র প্রভৃতির সম্পর্ক আছে। অনেকের ধারণা ছিল, ঔষধ দিয়ে একজিমা সারিয়ে দিলে তার ফলে হাঁপানি হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন এ ধারণা ভুল।

তাই বর্তমানে সাধারণ ঔষধ খাইয়ে ও মলম ব্যবহার করে নির্ভয়ে রোগ সারিয়ে থাকেন। এসব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

শ্বেতী বা Leucoderma হলো আর একটি রোগ—যার সম্পর্কে আগে জন-

সাধারণের ভুল ধারণা ছিল। একে চলতি কথায় বলা হতো শ্বেত কুষ্ঠ রোগ। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কুষ্ঠরোগ ভিন্ন রোগ। তার সঙ্গে এ রোগের কোনও সম্পর্ক নেই।

এ রোগের কারণ সম্পূর্ণ জানা যায়নি বটে—তবে এটা ঠিক যে, কুষ্ঠ বা Leprosy রোগ ছোঁয়াচে—কিন্তু শ্বেতী মোটেই তা নয়। তবে এ রোগ অনেকটা বংশগত ভাবে হতে পারে বলে জানা গেছে।

আগে এমনি রোগে আক্রান্ত ছেলে-মেয়েরা স্কুলে ভর্তি হতে বা চাকরীতে যোগ দিতে গেলে চিকিৎসকের সার্টিফিকেট আনতে হতো যে, রোগটি ছোঁয়াচে নয়। কিন্তু তা করা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। বহু পরীক্ষার দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই রোগ মোটেই ছোঁয়াচে নয়।

সাধারণত প্রাথমিক অবস্থাতে এ রোগের যত্ন নেওয়া হয় না বলেই এ রোগ বৃদ্ধি পায়।

এবার আমরা বিভিন্ন চর্মরোগ সম্পর্কে আলোচনা করছি—যে গুলো ভারতে বা Tropical আবহাওয়াতে বেশি দেখা যায়।

ব্ল্যাকনি (Acne)

কারণ—1. জন্মগত কারণ বা পূর্বপুরুষদের ধারা।

2. বয়ঃবৃদ্ধিকালে হর্মোনের প্রভাবে যুবক-যুবতীদের মধ্যে এটি বেশি হয়।

3 বেশি মশলা বা গরম মশলা খেলে এর প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

4. পায়খানা ঠিকমতো পরিষ্কার না হওয়া।

5. পরিবেশের নোংরামি বা আলোহীন ঘরে বাস করা।

6. ক্ষতিকারক নানা কসমেটিক্স্ বা স্নো, পাউডার, ক্রীম প্রভৃতি বেশি ব্যবহার করা।

লক্ষণ—চর্ম ফেটে ফেটে যায় এবং ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বের হয়ে থাকে— যা ঠিক ব্রণের মতো দেখায়, মুখে ও গালে তা বেশি দেখা যায়।

2 অনেকটা একজিমার মতো দেখায় অনেক সময়—কিন্তু তা প্রকৃত একজিমা নয়।

3. অনেক সময়ে দেহের একস্থানে প্রথমে বেশি হয়, তারপর সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। দেহের ঐসব স্থানের চামড়া অনেকটা ব্যাঙের চামড়ার মতো দেখায়।

4. অনেক সময় ঐসব স্থানে Inflammation থাকে, তার ফলে ঘায়ের মতো হয় ও ব্যথা হয়। নানা ধরণের কক্কাস বা ব্যাসিলাস্ জাতীয় বীজাণুর জন্য Secondary Infection হয় ও তাতে রোগ বৃদ্ধি পায়।

রোগ নির্ণয়—ব্রণের মতো ফুস্কুড়ি ও তা থেকে ব্যাঙের চামড়ার মতো অবস্থা হয় চর্মের, কিন্তু তার রস নিয়ে পরীক্ষা করলে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রে বোঝা যায় যে, তা একজিমা নয়।

2 প্রথমে একস্থানে শুরু হয়—তারপর দেহের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়ে। Inflamation বেশি হলেও তা এর Secondary Infection জনিত।

উপসর্গ

ঠিক মতো চিকিৎসা না করলে সারা দেহে ছড়ায় ও তার সঙ্গে Secondary Infection যোগ হলে তা থেকে বিশ্রি, কুৎসিৎ চর্মরোগ দেখা যায়। চিকিৎসার অভাবে ঘা, ক্ষত প্রভৃতি হতে পারে।

চিকিৎসা

থুজা-৩০—টিকা দেবার পর চর্মরোগ প্রকাশে উৎকৃষ্ট ঔষধ।

ব্যাসিলিনাম ২০০—যক্ষ্মা বা গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট রোগীর পক্ষে ফলপ্রদ।

বেলিস পেরেনিস-৩০—জলীয় বাতাস বা হঠাৎ গরমের পর ঠান্ডা লাগার জন্য চর্মরোগ হলে।

ডালকামারা-৬—স্যাঁৎসেতে জায়গায় বাস বা বর্ষাকালীন চর্মরোগে।

আর্ণিকা ৩, ৩০—আঘাত জনিত পড়ে যাবার পর চর্মরোগে।

হাইপেরিকাম θ, ৩০—স্নায়ুতন্ত্র আহত হবার পর চর্মরোগে।

ডলিকস ৬—সর্বাঙ্গ চুলকাতে থাকে, অথচ গায়ে বিশেষ কোনও উদ্ভেদ প্রকাশ পায় না।

কার্বলিক অ্যাসিড ৬—সর্বাঙ্গে জলপূর্ণ উদ্ভেদ, অত্যন্ত চুলকায় (গা ঘষলে চুলকানো কমে এবং জ্বালা বোধ হয়)।

মেজেরিয়াম ৩০—প্রত্যহ এক মাত্রা একজিমা প্রভৃতি চর্মরোগে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে থাকা কর্তব্য।
2. বেশি মশলাদি বা গরম খাদ্য খেতে নেই।
3. কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য ঔষধ খেতে হবে।
4. বাজে ক্ষতিকারক কসমেটিকস্ ব্যবহার করা উচিত নয়।
5. সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কর্তব্য।

ফোঁড়া (Boils)

কারণ—দেহে নানা ধরণের কক্কাস ব্যাসিলাস প্রভৃতি বীজাণু প্রবেশ করে এবং রক্তের W. B. C. কণিকার সঙ্গে তাদের সংগ্রাম হয়। তার ফলে দেহে সঞ্চিত মৃত কণিকাগুলি পুঁজ আকারে সঞ্চিত হয় ও তা চর্মের উপরে ফোঁড়ার আকার সৃষ্টি করে থাকে।

এটি কখনো একটি হয়, কখনো একাধিক হয়। একটি ফোঁড়া হলে কোন ভয় নেই। তবে তা একাধিক হতে থাকলে এবং ঘা একই স্থানে হতে থাকলে, তার জন্য অবশ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য।

লক্ষণ—1. প্রথমে দেহের একটি স্থানের চর্ম লাল হয় ও সেখানে ব্যথা হয়।

2. তারপর ঐ স্থানে একটি বা একাধিক ফোঁড়া হয়।

3. ফোঁড়া হলে তাতে ব্যথা হয়। তাতে পুঁজ সৃষ্টি হলে তা টাটাতে থাকে।

4. তারপর ফোঁড়ার মুখ সাদা হয় ও অবশেষে ফোঁড়া পেকে ফেটে বেড়িয়ে যায়।

5. ফেটে বেড়িয়ে যাবার পর ব্যথা কমে যায়। ধীরে ধীরে ঐ ক্ষত শুকিয়ে যায়।

6. কখনো বড় ফোঁড়া হলে বা একাধিক হলে অল্প জ্বর, মাথাব্যথা প্রভৃতি হতে দেখা যায়।

উপসর্গ

ফোঁড়া মাঝে মাঝে এমন স্থানে হয় যে তা সহজে পাকলেও ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় না। যে সব স্থানের চর্ম মোটা সেখানে ফোঁড়া হলে তাতে কষ্ট দেখা দেয়। তখন বাধ্য হয়ে অপারেশন করতে হয়।

কখনো ফোঁড়া থেকে দেহের ভেতর পুঁজ বসে যায়, তা না ফাটলে। তখন বড় নালী ঘা'র সৃষ্টি হয়। পিঠের ফোঁড়া মাঝে মাঝে এমনি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। ঐসব ফোঁড়া তখন অপারেশন করতে হয়—অন্যথা রোগীর জীবন বিপন্ন হয়। যদি রোগীর ডায়াবেটিস্ রোগ থাকে, তাহলে ফোঁড়া সহজে শুকাতে চায় না। তার ফলে রোগীর জীবন বিপন্ন হতে পারে।

চিকিৎসা

পুঁজ উৎপন্ন হবার আগে আক্রান্ত স্থান স্ফীত ও লালবর্ণ হয়ে দপদপে ব্যথা এবং গরম জ্বালা বোধ হলে—বেলে ১x।

ব্রণে পুঁজ উৎপন্ন হলে—মার্কিউরিয়াস ৬। ব্রণ পচবার উপক্রম, আক্রান্ত স্থান জ্বালা করলে এবং সেই সঙ্গে দুর্বলতা থাকলে—আর্সেনিক ৩x, ৩০।

ব্রণ বসাতে হলে—হিপার সালফার ৬, ২০০। পাকাতে হলে—হিপার সালফার ৩x বিচূর্ণ (শরীরে পারদদোষ থাকলে এটা সাময়িক উপযোগী)। অধিক পরিমাণে পুঁজস্রাব হলে কিংবা ব্রণ পুরানো হলে—সাইলিসিয়া ৩০।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ হতে থাকলে—আর্ণিকা ৩। বারবার ব্রণ হতে থাকলে—সাল্ফার ৩০।

অনবরত কষ্টদায়ক ব্রণ, কোন ঔষধই ফলপ্রদ হয় না—একিনেসিয়া θ পাঁচফোঁটা —দিনে দুই-এক মাত্রা মাত্র।

ব্রণ পচে তা থেকে দুর্গন্ধ স্রাব বের হতে থাকলে—দশভাগ গরম জলে একভাগ ক্যালেণ্ডুলা θ মিশিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে দিতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

জ্বর থাকলে তরল পুষ্টিকর পথ্য। তা না থাকলে মাছের ও তরকারীর ঝোল-ভাত পথ্য।

2. টক খাদ্যাদি বর্জনীয়।

3. তোকমা ভিজিয়ে লাগালে পাকবার পর অনেক সময়ে সহজে ফেটে যায়।

কার্বাঙ্কল (Curbuncle)

কারণ —এটিও দেহের মধ্যে নানা বীজাণুর Infection প্রবেশ করলে তার ফল-স্বরূপ হয়। তবে এগুলি বড় জাতের ফোড়া। পিঠে বেশী হয় এবং লক্ষণ কিছুটা ভিন্ন হয়

লক্ষণ —এগুলি সাধারণ ফোঁড়ার থেকে খুব বড় হয়।

2. প্রথমে পিঠে একটা চাপের মত লাল অংশ সৃষ্টি হয়। ব্যথা শুরু হয়। খুব বেশি ব্যথাও হতে পারে।

3. তারপর ক্রমশঃ ফোঁড়া পেকে যায় ও টনটন করতে পারে—কারণ পুঁজ জমে।

4 সহজে ফোঁড়া ফাটে না। একাধিক ছোট ছোট মুখ হয় ও ভেতরে নালী হয়। সহজে শুকোতে চায় না ও কষ্ট হয়।

5. যদি ডায়াবেটিস রোগ থাকে, তাহলে এই ফোঁড়া শুকোতে চায় না বরং রোগীর জীবন বিপন্ন করে।

উপসর্গ

1. সাধারণ অবস্থাতেই চিকিৎসা ঠিকমতো না করলে দীর্ঘ সময় কষ্ট ভোগ করতে হবে।

2. ডায়াবেটিস থাকলে এর ফলে জীবন বিপন্ন হতে পারে।

চিকিৎসা

এই রোগের প্রথমে বা সূচনাতে অ্যানথ্রাক্সিনাম্ ৩০ দিতে হবে তিন-চার ঘণ্টা অন্তর। তাতে রোগ বাড়ে না এবং অন্য ঔষধ দেবার প্রয়োজন হয় না।

এটি ব্যর্থ হলে বিভিন্ন ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে।

আক্রান্ত স্থান ফোলা, বিস্তৃত, লালবর্ণ, জ্বালাকর, হুলবেঁধার মতো ব্যথা লক্ষণে, এপিস্ ৩, ৬।

ফোড়ার বিস্তার এবং পচন শুরু হলে এবং জ্বালা থাকলে, আর্সেনিক ৩x থেকে ৩০।

আক্রান্ত অংশ লালবর্ণ, চকচকে, ফোড়ার মত ব্যথা, কামড়ানি, চিড়িকমারা ব্যথা, নিদ্রাভাব কিন্তু সুনিদ্রা হয় না—বেলেডোনা ৩x থেকে ৩০।

পুঁজ উৎপন্ন হবার আগে, প্রদাহ অবস্থা হলে বারবার—রোজ ৪।৫ বার বেলেডোনা ৩x॥

জ্বালাকর বেদনা, রক্তস্রাব, দুর্গন্ধ ভাবে, কার্বোভেজ ৬, ৩০—দৈনিক এক থেকে তিনবার।

প্রবল ব্যথা, জ্বালাকর দুর্গন্ধ, পুঁজ ও পচন শুরু হলে, সাইলিসিয়া ৩০।

উপরের মত একই লক্ষণ কিন্তু গায়ে কাপড় রাখতে চায় না লক্ষণে, ল্যাকেসিস ৩, ৬।

ট্যারেন্টুলা মাধার, ৩০—যন্ত্রণা নিবারক খুব ভাল ঔষধ।

প্রতিষেধক—কার্বাঙ্কল শুরু হলে এবং পুঁজ হবার আগে বেলেডোনা ১x অথবা সাইলিসিয়া ৩x সেবন করলে এবং ফোড়াতে স্পিরিট ক্যাম্ফর ও পরে অলিভ অয়েল মাখিয়ে রাখলে সেটি বাড়তে পারে না।

গরম জলে ফ্লানেল ভিজিয়ে সেঁক দিলে খুব ভাল ফল দেয়।

ময়দা বা তিসির পুলটিস্ দিলে টাটানি কমে।

নিমপাতা সিদ্ধ করে পুল্টিস্ দিলে ভাল ফল হয়।

ক্যালেন্ডুলা মলম অথবা বোর্যাসিক অ্যাসিড্ অলিভ অয়েল বা লার্ডসহ মিশিয়ে তা দিয়ে ফোড়া বেঁধে রাখা ভাল।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. টক খাদ্যাদি নিষেধ।
2. ঘিয়ে ভাজা খাবার কিছু কিছু খেলে দ্রুত ঘা শুকিয়ে যায়।
3. ভিটামিনযুক্ত বলকারক হাল্কা খাদ্যাদি খেতে হবে।

ফোড়া ও পোড়া ঘা (Burns)

কারণ—উনুনে রান্না করতে গিয়ে, বা ফ্যাক্টরিতে ফারনেসে কাজ করতে গিয়ে, বা দুর্ঘটনায় হঠাৎ দেহের কিছু অংশ পুড়ে যায়। আবার দেহে গরম জল বা গরম তেল পড়েও পুড়ে যেতে পারে। বেশি ত্বক পুড়লে তা বিপজ্জনক হয়।

অল্প পুড়লে তা থেকে ফোস্কা হতে পারে এবং ফোস্কা গলে পরে ঘা হতে পারে॥ বেশি পুড়লে হাসপাতালে সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো উচিত। অল্প পুড়লে তত ভয় থাকে না। তবে বিষাক্ত হলে তা Septic হতে পারে।

লক্ষণ—সাধারণতঃ সাধারণ ভাবে ফোস্কা গলে গেলে, ছোট ছোট ক্ষত বা ঘা হয়॥

2. বেশি ঘা হলে বা বীজাণু দূষণ হলে তা থেকে Septic হতে পারে। তার ফলে জ্বর বেশি হতে পারে ও মাথাধরা ও যন্ত্রণা প্রভৃতি নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উপসর্গ

1. ঘা বেশি বড় হলে, সেপটিক হলে তা রোগীর জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে।

2 বেশি জ্বর, প্রলাপ, বড় ঘা, সেপটিক হতে পারে। মুখে বা মাথায়, বুকে পোড়া ঘা হলে তা আরও বেশি মারাত্মক হতে পারে।

চিকিৎসা

সামান্য রকম পোড়া হলে ক্যান্হারিস মাদার বা আর্টিকা ইউরেন্স মাদার এক ড্রাম, এক আউন্স জলে মিশিয়ে তাতে বিশুদ্ধ ন্যাকড়া বা তুলো ভিজিয়ে দগ্ধস্থানে লাগাতে হবে।

গোল আলু অথবা পুঁই পাতা বেঁটে অথবা পাকা কলা চটকে কিংবা নারকেল তেল চূর্ণ সহ ফেঁটে কিংবা গুড় মধু মিশিয়ে দগ্ধস্থানে লাগালে ভাল ফল দেয়।

ঘন খয়ের জল লাগালেও ভাল হয়।

আক্রান্ত স্থান উত্তপ্ত, ফোলা, জ্বর, পিপাসা, গায়ের চর্ম শুকনো, ভয়, মনের উদ্বেগ লক্ষণে—অ্যাকোনাইট ৩x বার বার দিতে হবে।

আগুনে পুড়ে কালো রঙের ফোস্কা, জ্বালা, পিপাসা, দুর্বলতা, মৃত্যুভয় লক্ষণে, আর্সেনিক ৬।

ক্ষত স্থানে পুঁজ হলে হিপার-সালফার ৬ সেবন ও ক্যালেন্ডুলা মাদার ও অলিভ অয়েল বাহ্য প্রয়োগ।

ক্ষতস্থানে পচন ভাব শুরু—সাইলিসিয়া ৬ বা ৩০।

ক্ষতস্থানে ভালভাবে বিশুদ্ধ তুলা এবং ক্যালেন্ডুলা মাদার এবং জলপাই তেল (অলিভ অয়েল) মিশিয়ে ড্রেস করে রাখা প্রয়োজন। ঘন ঘন তুলা পালটাতে নেই—কেন না, নতুন চর্ম গজাতে অসুবিধা হয়। কয়েকদিন বাদে বাদে ধীরে ধীরে অলিভ অয়েল লাগিয়ে এটি পাল্টাতে হয়।

মাংসপেশীর অবসাদ

বেশি ব্যায়াম, লাফালাফি, খেলা প্রভৃতির থেকে এই অবস্থা হয়। পেশীর অবসাদ, দুর্বলতা হয়। আর্ণিকা ৩x থেকে ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। স্থানিক ঈষৎ গরম প্রয়োগ করলে বা স্থানিক মালিশ প্রয়োগ করলে ভাল ফল দেখা যায়।

দেহের যে কোনও আঘাত বা রক্তপাতে

আর্ণিকা ৩, ৬ সেবন ও আর্ণিকা মাদার বাহ্য প্রয়োগ শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

জুতোর কড়া (Corns)

কারণ—জুতো পায়ে দিতে দিতে পায়ের নানা স্থান শক্ত হয়। সেই সব জায়গাতে কড়া পড়ে। অনেকে ঐ সব কড়া ব্লেড দিয়ে কেটে ফেলে। কিন্তু তা সারে না—আবার হয়। সহজে এইভাবে রোগ সারতে চায়না। পরে তা থেকে পায়ে ব্যথা বেদনা প্রভৃতি হতে পারে। কিন্তু ঔষধ লাগালে তা সেরে যায়।

লক্ষণ—1. পায়ের বিভিন্ন স্থানে শক্ত কড়া পড়ে।

2. কড়া কাটলে আবার হয়। কখনো ব্যথা হয়।

3. বেশি কাটলে রক্ত বের হতে পারে বা Septic হতে পারে।

4. ঠিক মতো ঔষধ লাগালে ধীরে ধীরে তা ভাল হয়।

চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় বা যন্ত্রণাদায়ক কড়ার জন্য, ফেরাম পিক্রিক ৩ ভাল ফল দেয়।

প্রদাহযুক্ত ও ক্ষতযুক্ত কড়ার জন্য, নাইট্রিক অ্যাসিড ২x, ৩x, ৬x।

হাইড্র্যাসটিস্ মাদার একভাগ এবং অলিভ অয়েল আটভাগ মিশিয়ে বাহ্যিক প্রয়োগে ভাল ফল দেয়। রোজ রাতে লাগাতে হয়।

কড়া শুরু হলেই আর্ণিকা মাদার দশ ফোঁটা এক আউন্স গ্লিসারিন ও এক আউন্স জল মিশিয়ে তুলায় ভিজিয়ে বার বার জড়িয়ে রাখলে খুব ভাল ফল দেয়।

ধাতুগত দোষের জন্য বার বার কড়া হয়। এই অবস্থায় লক্ষণ মিশিয়ে বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োজন হয়।

সালফার ৩০, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩, লাইকোপোডিয়াম ১২, সিঁপিয়া ৬, অ্যান্টিম ক্রুড ৬, ফস্ফোরাস ৩, সাইলিসিয়া ৬ প্রভৃতি ভাল ফল দেয়।

নরম চওড়া মুখওলা জুতো ব্যবহার করতে হবে। সেই সঙ্গে ক্যালেন্ডুলা সাক্কাস θ তুলায় মাখিয়ে কড়ায় লাগাতে হবে।

ভিরেট্রাম ভির মাদার তুলায় মাখিয়ে লাগালেও উপকার হবে।

পায়ে ব্যথা ও কড়ায় ব্যথা হতে থাকলে আর্ণিকা ৩ রোজ দু'বার করে খেলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডার্মাটাইটিস (Dermatitis)

কারণ—চর্মের উপরে Infection হলে তাকে বলা হয় ডার্মাটাইটিস বা চর্মের প্রদাহ রোগ। নানা কারণে ডার্মাটাইটিস হতে পারে। ভারতের বুকে যা দেখা যায় তাতে প্রধানতঃ দুই ধরণের ডার্মাটাইটিস দেখা যায়।

1. Infective eczematoid ধরণের

2. Herpetiformis ধরণের।

দুই ধরণের রোগেই চর্মের প্রদাহ হয় ও তাদের লক্ষণ প্রায় একই রকম দেখা যায়। তবে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি পৃথক ভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে। এই পার্থক্য কিন্তু লক্ষণ অনুযায়ী পৃথক ভাবে ধরা সম্ভব হয়।

লক্ষণ—দুই ধরণের রোগেই ক্ষত, চর্মের প্রদাহ হয়—তবে **Herpetiformis** হলে তাতে চুলকানি বেশি হয়।

চিকিৎসা

ব্যাসিলিনাম ২০০—যক্ষ্মা, গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগীদের চর্মরোগে।
বেলিস পেরেনিস্ ৩x—জলীয় বাতাস লেগে বা হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে চর্মরোগে।
ডালকামারা ৬, ৩০—বর্ষায় বা স্যাঁৎসেঁতে স্থানের জন্য চর্মরোগে।
হাইপেরিকাম মাদার, ৩০—স্নায়বিক আঘাত কারণে।
আর্ণিকা ৩, ৩০—আঘাত জনিত চর্মরোগে।
কার্বলিক অ্যাসিড ৬—সর্বাঙ্গে চুলকানি, উদ্ভেদ।
স্পঞ্জিয়া মাদার—যে কোন চর্মরোগে, রোজ ৩।৪ বার।
মেজেরিয়াম ৩০—একজিমা প্রভৃতিতে।
কর্নাস মাদার—ফাটা চর্ম ও রস নিঃসরণে।
নেট্রাম সালফ্—১২x, ৩০x উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গা জ্বালা করা বা গাত্রদাহ

সাল্ফার ৩০, ২০০—সারা শরীরে ভীষণ জ্বালা।
আর্সেনিক ৩x, ৩০—যে কোনও রোগে দেহের বাইরে ও ভিতরে জ্বালা।
সিকেলি ৩, ৩০—দেহ ঠাণ্ডা কিন্তু রোগী প্রবল জ্বালা বোধ করে।
ফস্ফোরাস ৬—জ্বালা অনুভব—বিশেষ করে যক্ষ্মা রোগে এবং ক্ষয় রোগে।
অ্যাকোনাইট ১x, ৬—জ্বর এবং জ্বালাবোধ।
এপিস্ মেল ৩x, ৩০—হুল বেঁধার মত ব্যথা ও জ্বালা।
অ্যাগারিকাস্ ৩, ২০০—শরীরের নানা স্থানে চুলকানি, রক্তিমতা ও জ্বালা।
বেলেডোনা ১x—৩০—গরমে জ্বালা বৃদ্ধি।
ক্যান্থারিস্ ৩, ৬—গলা, পেট, মূত্রযন্ত্রে জালা।
ক্যাপ্সিকাম ৩, ৬—সারা দেহে লংকা বাটার মত জ্বালা লক্ষণে।
ব্রায়োনিয়া ৩, ৩০—পিত্তজনিত জ্বালা।

একজিমা (Eczyma)

কারণ—এক শ্রেণীর এলার্জি থেকে এই রোগ হয় বলে একে বলা হয় **Allergic Dermatitis** রোগ। এই সঙ্গে নানা বীজাণুর দ্বারা **Secondary Infection** হলে তা আরও বেড়ে যায়। এটি তাই প্রথম অবস্থাতে চিকিৎসা করা কর্তব্য—তা না হলে রোগ সারতে খুব বিলম্ব হতে পারে।

লক্ষণ —1. চর্মে ছোট ছোট উদ্ভেদ প্রথমে হয় ও খুব চুলকানি হতে থাকে। চুলকানি হতে হতে বেড়ে যায় ও পরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে।

2. চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। কষ বের হয় আক্রান্ত স্থান থেকে ও ঐ কষ যেখানে লাগে, সেখানে আবার নতুন করে রোগ সৃষ্টি হতে থাকে।

3. ঘা যেখানে সেখানে ছড়িয়ে যায়। ঐ সব স্থানে কালো কালো দাগ পড়তে থাকে।

৫. ক্রমশঃ সারা গায়ে কালো কালো দাগ পড়ে এবং তার ফলে চামড়ার চেহারা বিশ্রী দেখায়।

চিকিৎসা

আর্সেনিক ৬, ২০০—শুকনো, ফাটা ফাটা, জ্বালাকর চুলকানি, পাতলা দুর্গন্ধ রস বের হয়। গরমে কমে।

আর্সেনিক আয়োড—৩, ২০০—দাড়িতে একজিমা, মামড়িযুক্ত, জ্বালা, সব সময় চুলকানি, জলের মতো পাতলা রস, ধুলে বাড়ে, শরীরের শীর্ণতা।

ব্যারাইটা কার্ব—৬, ২০০—খর্বাকৃত, গুটিকাদোষ গ্রস্থ, গণ্ডমালা, অতি সহজে ঠাণ্ডা লাগে, অসহ্য চুলকানি, চুলকানির পর জ্বালা, বৃদ্ধ বয়সে জ্বালা, সুরাপায়ীদের হয়।

ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৩০, ২০০—থল থলে মোটা চেহারা, সহজে ক্লান্তি বোধ, সহজে ঠাণ্ডা লাগে, একজিমা পুরু মামড়িযুক্ত, হলুদরঙের রক্তস্রাব, দুর্গন্ধ, কানের পেছন দিকে একজিমা, পূর্ণিমাতে বাড়ে, বর্ষাকালে বাড়ে, ঠাণ্ডায় কমে।

হিপার-সালফার ৬, ৩০, ২০০—সামান্য আঘাতে পুঁজ হয় এবং বড় ঘায়ে পরিণত হয়। হলদে মামড়িযুক্ত একজিমা, প্রবল চুলকায়, সামান্য চুলকালে রক্ত বের হয়, অত্যন্ত স্পর্শকাতর। রোগী সব সময় রোগের ভয়ে কাতর, ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। বর্ষাকালে কমে।

পেট্রোলিয়াম ৬, ৩০—অসহ্য চুলকানি, জ্বালা, চুলকানোর জন্য রোগী রাত্রে ঘুমোতে পারে না।

ইমপেডি রোগ কন্টাজিওসা

(Impedigo Contagiosa)

কারণ —এই রোগ বীজাণুর দ্বারা আক্রান্ত হবার ফলে হয়ে থাকে। এইসব বীজাণু চর্ম আক্রমণ করে এবং তার ফলে রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এগুলি স্থানিক রোগ। এই রোগ দেহের ভিতর খুব বেশি কুলক্ষণ প্রকাশ করে না বা রক্তে মিশে ক্ষতি করতে পারে না।

লক্ষণ—স্থানিক ভাবে দেখা যায়। স্থানিক ভাবে চর্ম আক্রান্ত হয় ও তার উপরে ছোট ছোট খুস্কি বা Crust মতো পড়তে থাকে। এটি প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা না হলে বেড়ে যেতে থাকে ও ছড়িয়ে পড়ে।

চিকিৎসা না হলে অবশ্য এটি গায়ের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ও তার ফলে চর্ম বিশ্রী দেখায়।

মাঝে মাঝে খুস্কি উঠে যায়। তাতে বীজাণু থাকে। তা থেকে রোগ আক্রমণ হতে পারে।

চিকিৎসা

এটি প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা শুরু করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

তরুণ রোগে ভায়োলা ট্রাই ৩ সেবন এবং θ পরিস্রুত জলে বাহ্য প্রয়োগ উপকারী।

পুরানো রোগে অ্যান্টিম টার্ট ৩, ৬ সেবন এবং কর্ড লিভার অয়েল এবং পুষ্টিকর হালকা খাদ্য খাওয়া উপকারী। এতে দ্রুত কাজ হয়।

যদি অত্যন্ত জ্বালা লক্ষণ দেখা দেয়, তা হলে সাইকিউটা ৩, ৬ খুব ভাল ফল দেয়।

মৌমাছির হুল বেঁধার মত যন্ত্রণার লক্ষণে, ক্রোটন টিগ্ ৩, ৬ ভাল ফল দেয়।

মাথায় মামড়িযুক্ত পীড়কা হতে থাকলে, ক্যাল্কেরিয়া মিউর ১x খুব ভাল ফল দেয়।

জ্বালা থাকলে আর্সেনিক ৩০ বা ২০০ ভাল ফল দেয়।

এ ছাড়া অ্যান্টিম্ ক্রুড্ ৩০, কেলি বাইক্রোম ৩০ মেজেরিয়াম ৩০ প্রভৃতি ভাল ঔষধ।

এক্‌জিমা ভাব থাকলে তার জন্য এক্‌জিমার ঔষধগুলি দ্রষ্টব্য।

এলোপ্যাথিক মতে এই রোগ সাময়িক কমানো যায় কিন্তু প্রায়ই সারে না। হোমিওপ্যাথিক মতে রোগ পূর্ণ সেরে যায়।

উদ্ভিদজনিত চর্মরোগ

(Lichen Planus)

কারণ—এক ধরনের স্থানিক Infection জনিত রোগ হলো উদ্ভিদ জনিত চর্মরোগ বা Lichen Planus—যা প্রধানতঃ ছোট ছোট উদ্ভিদ যুক্ত রোগ। এই বীজাণু আবার গাছপালা প্রভৃতি থেকেই অনেক সময় দেহে আশ্রয় নিতে পারে। আড্রেন্যাল করটেক্সের ক্রিয়ার কিছু কম হবার জন্যও এটি হতে পারে বলে অনেকের অভিমত। এটি ফাংগাস জাতীয় Infection বলে অনেকের ধারণা। যারা প্রচুর শ্রম করে খেটে খায়, তাদের গরম কালে এই রোগ বেশী হয়।

লক্ষণ —1. এই রোগটি রক্ত প্রবাহ বা অগভীর অংশের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত নয় বলে জানা যায়। তবে ছোট ছোট উদ্ভেদ হয়। তাতে সামান্য বা কম পুঁজ থাকে।

2. এটি সাধারণ চুলকানি নয়—কারণ এটি দেহের এক এক স্থানে চাপ বেঁধে বেঁধে বের হয়।

3. প্রথম অবস্থায় স্থানিক ঔষধেই রোগকে সারানো সম্ভব হয়। কারণ তখন কষ, পুঁজ প্রভৃতি লেগে রোগ ছড়ায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি ছড়িয়ে গেলে, বিস্তৃত হলে আভ্যন্তরীণ ঔষধ প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসা

রোগের প্রথম অবস্থায় একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো সাল্‌ফার ৩০, ২০০। এতে অনেক সময় প্রাথমিক অবস্থায় রোগ একটু বাড়তে পারে বটে, তবে পরে অতি শুভ ফল দেয়।

পাকাশয়ের গোলমাল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ থাকলে, অ্যান্টিম ক্রুড্‌ ৬, ৩০ খুব ভাল ফল দেয়।

দেহে প্রচুর ঘামাচি বা উদ্ভেদ, কাঁটা বেঁধার মত ব্যথা থাকলে, এপিস্‌ মেল ৩, ৬ বা লেডাম্‌ ৩০ খুব ভাল।

পুরানো রোগ এবং তার সঙ্গে জ্বালাভাব থাকলে, আর্সেনিক ৩x থেকে ৩০।

রোগী বা রোগিণীর দেহ একটু মোটা বা স্থূলভাব থাকলে, গ্র্যাফাইটিস্‌ ৬x থেকে ৩০ খুব উপকারী ঔষধ।

দেহে ব্যথা ভাব থাকলে বা আর্দ্র আবহাওয়াতে রোগ বৃদ্ধি পেলে, রাসটক্স ৬, ৩০ উপকারী।

প্রয়োজন মত এবং লক্ষণ অনুযায়ী মেজেরিয়াম ৩, ৬, ফাইটোল্যাক্কা ৩, ৬, ৩০, নেট্রাম মিউর ৩০ প্রভৃতি উপকারী।

বাইয়োকেমিক—ফেরাম ফস্‌ ৬x, ক্যালকেরিয়া ফস্‌ ৬x, নেট্রাম ফস্‌ ৬x, কেলি মিউর ৬x, নেট্রাম মিউর ৬x লক্ষণ অনুযায়ী দিলে ভাল ফল দেখা যায়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. টক খাওয়া নিষিদ্ধ।

2. মশলা, রান্না করা পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি বর্জনীয়।

3. নিম পাতা ভেজানো জল গরম করে স্থানিক Wash করা কর্তব্য। সাবান ব্যবহার করা উচিত নয়।

5. কাঁচ নিমপাতার রস সেবন অতি উপকারী।

চর্মে দাগ (Lupus Erthymatosus)

কারণ—এটি এক ধরণের ফাংগাস ইনফেক্‌শন থেকে হয়। তাকে বলা হয় Tinea Versicolor রোগ। আবার অন্য ধরণের বীজাণুর জন্যও এই রোগ হয়।

এইসব রোগকে অনেকে শ্বেতী বলে ভুল করেন—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি সেই রোগ নয়। এড্রেন্যাল গ্রন্থির ক্রিয়ার গোলযোগেও এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ—1. প্রথম অবস্থায় চামড়ার নানা স্থানে সামান্য চুলকানি মতো হয়ে থাকে। এই চুলকানি মাঝে মাঝে হয় আবার কমে যায়। তখন ঐ সব স্থানের চামড়ার রং পালটে যায়। কখনো এটি বাদামী বা কালচে হয়। আবার Tinea Versicolor হলে তাতে সাদা দাগ হয়।

2. পরে এটি বেশি হতে থাকলে ও ছড়াতে থাকলে চামড়ার রঙ কুশ্রী দেখাতে থাকে।

সময়মত চিকিৎসা না করলে এটি বিশ্রী দাগ সৃষ্টি করে। তাই চিকিৎসা করা কর্তব্য।

রোগ নির্ণয়

1. এই রোগে চুলকানি থাকে, যা শ্বেতী রোগে থাকে না।

2. সাধারণতঃ চুলকানি বা চর্মরোগে চর্মের রঙ এভাবে পাল্টে যায় না। এ থেকে রোগ বিশেষভাবে বোঝা যায়।

চিকিৎসা

ব্রোঞ্জের মত কালচে চর্মদাগে অ্যাডেন্যালিন ৩x এবং নেট্রাম মিউর ৩০ অতি উপকারী ঔষধ।

বীজাণুর আক্রমণ বা একজিমা ধরণের রোগ হলে, মেজেরিয়াম ৩০ বা সোরিনাম ২০০ ভাল ফল দেয়।

স্পাঞ্জিয়া θ দুই ফোঁটা মাত্রায় রোজ দু'বার খেলে ভাল ফল দিয়ে থাকে।

চুলকানি ভাব এবং গা ঘষলে জ্বালা ভাব থাকলে, কার্বলিক এসিড ৬ ভাল ফল দেয়।

পুরানো রোগে চিনিনাম সালফ ২x চূর্ণ।

জ্বালাভাব থাকলে, আর্সেনিক ৩, ৬।

পাকস্থলীর গোলমাল ভাব থাকলে, নাক্স ৬, ৩০, অ্যান্টিম ক্রুড ৬, ৩০ বা পালসেটিলা ৬, ৩০।

মেদ বৃদ্ধি রোগ (Obesity)

ত্বকের নীচে মেদ বেশি জমা একটি বিশেষ রোগ বলা যায়। পিতামাতার এই রোগ থাকলে তা সন্তানদের মধ্যেও আসতে পারে। পুরুষ থেকে নারীদের এই রোগ বেশি হয়। বেশি ঘি, তেল, ভাত, চিনি, আলু প্রভৃতি খাওয়াও এই রোগ বৃদ্ধি করে।

লক্ষণ।—শ্বাসকষ্ট, সামান্য শ্রমে হাঁপিয়ে পড়া, দেহ ও মনে অস্বাচ্ছন্দ্য, শ্রম বিমুখতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। এ থেকে হার্ট, কিডনী, ব্রেণ প্রভৃতির নানা রোগ হতে পারে। বাত, প্রেসার প্রভৃতি হয়।

চিকিৎসা

গ্র্যাফাইটিস্ ৩x রোজ দু'বার করে এক মাস খেলে ভাল ফল দেয়।

ফাইটোল্যাক্কা বেরী এক গ্রেণ ট্যাবলেট রোজ দু'বার করে কয়েক মাস সেবনে ভাল উপকার দেখা গেছে।

ফিউকাস্ ভেসিকিউলাস ৫—পাঁচ ফোঁটা করে রোজ দু'বার খাবার আগে ভাল ফল দেয়। এতে কাজ না হলে যথাক্রমে (1) অ্যামন ব্রোম ৩x (2) ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৬ (খ) অ্যাগারিকাস্ ৩x পর পর পরীক্ষণীয়।

লাইকোপোডিয়াম ৩ অনেক সময় ভাল ফল দেয়।

পথ্য—মাখন তোলা দুধ বা দই, আটার রুটি, ফলমূল, শাক-সব্জী, চর্বি শূন্য ছোট মাছ, যব, ডাল (যে কোনও) তিক্ত দ্রব্য, উচ্ছে, নিমপাতা প্রভৃতি। লেবু খুব উপকারী।

অপথ্য—আলু, রাঙ্গা আলু, ঘি, তেল, চর্বি, মোটা মাছ, মাংস, মদ, বেশি ভাত বা শর্করা প্রভৃতি।

লেপাস ভালগারিস

(Lapus Vulgaris)

কারণ—এই রোগের মূল কারণ হলো যক্ষ্মা বীজাণু। এটি একটি জটিল ও কষ্টকর রোগ। যক্ষ্মা রোগ দেহে আশ্রয় নিলে তার Secondary Infection রূপে এই রোগ হয়। আগেকার দিনে এটি প্রায়ই আরোগ্য হতো না। আজকাল এটি প্রথম থেকে চিকিৎসা করলে আরোগ্য লাভ করা সম্ভব হয়।

লক্ষণ—1. প্রথমে চামড়াতে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বা Tubercle সৃষ্টি হয়।

2. ফুস্কুড়ি পরে গলে গিয়ে বড় বড় ঘা হতে থাকে।

3. অনেক সময়ে ঘা বিস্তীর্ণ হয়, ঘা থেকে এক ধরনের দুর্গন্ধ বের হতে থাকে।

4. প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা না হলে তা ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ে ও মারাত্মক হয়ে ওঠে।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে Tubercle Bacillus দেহের অন্য যন্ত্রাদিতে আশ্রয় নিয়ে Secondary ভাবে অন্য যন্ত্রাদির রোগও সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—ফুসফুস, অন্ত্র, হাড় প্রভৃতি স্থান আক্রান্ত হতে পারে।

জটিল উপসর্গ

যদিও এই রোগ চর্মে দেখা দেয়, তবুও রোগ হলে দেহের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রাদি পরীক্ষা করতে হবে। তার কারণ এই বীজাণু বা ক্কাস ব্যাসিলাস দেহের অন্য যন্ত্রাদি আক্রমণ করে আরও মারাত্মক সব রোগ সৃষ্টি করতে পারে। যেমন—

(a) প্লুরা আক্রান্ত হতে পারে এ থেকে।
(b) ফুসফুস আক্রান্ত ,, ,, ,,
(c) স্বরযন্ত্র ,, ,, ,, ,,
(d) ব্রঙ্কাস ,, ,, ,, ,,
(e) লিম্ফ্ গ্রন্থি ,, ,, ,,
(f) অস্থি ও গ্রন্থি ,, ,, ,,
(g) মেনিন্‌জিস ,, ,, ,, ,,
(h) অন্ত্রাদি গ্রন্থি ,, ,, ,,
(i) পেরিটোনিয়াম ,, ,, ,,
(j) কিড্‌নী ,, ,, ,, ,,
(k) চক্ষু ,, ,, ,, ,,
(l) অ্যাড্রেন্যাল গ্রন্থি ,, ,,
(m) জনন যন্ত্রাদি ,, ,, ,,

চিকিৎসা

যদি যক্ষ্মা রোগের ইতিহাস থাকে তাহলে ব্যাসিলিনাম ৩০, ২০০, পক্ষান্তে এক মাত্রা করে সেবন বিধি। প্রয়োজনে ব্যাসিলিনাম ১০০০ মাসে এক মাত্রা সেবনীয়।

প্রয়োজন বোধে এর পরিবর্তে দিতে হবে টিউবারকিউলিনাম ২০০ বা ১০০০ সপ্তাহে এক মাত্রা বা দ্বিতীয়টি মাসে এক মাত্রা। কিন্তু সাবধান। নিম্নক্রম বা ঘন ঘন এই ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ। আর ঔষধ দেবার আগে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা করে রোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

বায়োকেমিক— ক্যাল্‌কেরিয়া ফস ১২x বা ৩০x উপরের ঔষধের পর ভাল ফল দেয়।

মোটা সোটা রোগীর এই রোগ হলে ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩০ বিশেষ উপকারী। অম্ল উদ্গার, ভোজনের পর অসুস্থতা, কাশি রাতে বৃদ্ধি লক্ষণে।

দুর্বল; ক্ষীণকায় রোগী, অন্ত্রের রোগ থাকলে, ক্যাল্‌কেরিয়া আয়োড ৩x বা ৬x উপকারী।

দুর্বলতা এবং অবসাদ থাকলে, কেলি ফস্ ৬x বা ১২x ভাল ফল দেয়।

কাঁচা পেঁয়াজের রস সেবন উপকারী।

কচি দুর্বাঘাসের রস সেবন তার সঙ্গে করলে বিশেষ উপকার দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগীকে হালকা ও পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দিতে হবে। ছানা মাছ, ডিম, মাংসের হালকা ঝোল প্রভৃতি দিতে হবে। খাঁটি ঘি, কড্ লিভার অয়েল প্রভৃতি খাদ্য উপকারী।

2. যদি জ্বর হয় তাহলে হালকা পুষ্টিকারক ও তরল খাদ্য খেতে দিতে হবে।

3. নিয়মিত Protinex বা Protinules খাওয়ালে ভাল হয়।

4. স্বাস্থ্য বিধি পালন করা উচিত। অনিয়ম, অনাচার প্রভৃতি বা মদ্যপান প্রভৃতি বর্জনীয়।

উকুন (Pediculosis)

কারণ —অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা থাকলে বা উকুনযুক্ত লোকের সংস্পর্শে আসলে মাথায় বা দেহে উকুন ছোট ছোট ডিম পাড়ে ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে থাকে।

উকুন দু-জাতের হয়। এক ধরণের উকুন হয় শুধু মাত্র মাথায়। তারা দেখতে ঘন কালো বা কটালো রংয়ের হয়।

অন্য জাতের উকুন হয় দেহের চর্মে। এদের মধ্যে এক জাতের উকুন হয় লালচে বা চকোলেট রংএর —যা কেবল Pubic অঞ্চলে বা বগলে হয়। তাদের বলে Pediculosis Pubis।

দেহে আর এক জাতের উকুন হয়—যাদের বলা হয় Tic শ্রেণীর। এরা ছোট ছোট চালের মত সাদা হয়। এরা সহজে মরতে চায় না। নিয়মিত সাবান মাখা, কেরোসিন তেল লাগালে এরা কমে যায়। কিন্তু সহজে ওরা মরে না।

এরা প্রায়ই চর্মে ছোট ছোট ঘা বা উদ্ভেদ সৃষ্টি করে থাকে। এরা প্রধানতঃ জামা-কাপড়ে আশ্রয় নেয়, গায়ে মাঝে মাঝে মাত্র আসে।

লক্ষণ —মাথার উকুনে মথা চুলকায়, কুটকুট করে এবং মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। সরু চিরুণি দিয়ে আঁচড়ালে উকুন বেরিয়ে আসে।

2. গায়ের উকুনে (Pubic) বা Tic জাতীয় উকুনে দেহ চুলকায়। Tic জাতীয় উকুন মাঝে মাঝে গর্ত করে ঘা সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা

মাথায় উকুন হলে নিয়মিতভাবে কার্বলিক এসিড্ বা মার্গো সোপ্ লাগাতে হবে। শিশুদের মাথার উকুনে স্যাবাডিলা মাদার লাগালে ভাল হয়।

মাথায় উকুনের জন্য Lorexone হেড্ লোশন কিনতে পাওয়া যায়। তা সাবান দিয়ে মাথা ঘষে তারপর রোজ একবার লাগালে চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ভাল ফল দেয়।

গায়ে উকুনের জন্য গায়ে সাবান দিয়ে রোজ 'সুপার নিওসিড্' পাউডার কয়েকদিন লাগালে ভাল ফল দেয়। গায়ে ঘা হলে ক্যালেণ্ডুলা মাদার লাগালে ভাল ফল দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. নিয়মিত Margo Soap বা কার্বলিক সাবান দিয়ে স্নান করতে হবে।
2. জামা-কাপড় ছেড়ে রোজ গরম জল দিয়ে ফোটাতে ও কাচতে হবে।
3. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা কর্তব্য।
4. যার উকুন হয়েছে, তাকে পৃথকভাবে সাবধানে রাখা কর্তব্য। যাতে এটি না ছড়ায়। তার চিকিৎসা দ্রুত করে সারিয়ে তুলতে হবে।

আঙুল হাড়া (Whitlow)

আঙুলের আগায় প্রদাহযুক্ত হয়ে পুঁজ জমে ও ব্যথা হয়। প্রদাহের তুলনায় যন্ত্রণা খুব বেশি হয়।

চিকিৎসা

প্রথম অবস্থায় গরম জলে আঙুল ডুবিয়ে আক্রান্ত স্থানে সাইলিসিয়া ৩x লাগানো ও ৩০ সেবন উপকারী।

জ্বর হলে বেলেডোনা ৬ মাঝে মাঝে ঐ সঙ্গে। কালচে ভাব, জ্বালা ও প্রবল ব্যথায়, আর্সেনিক ৬। নীলাভ হলে, ল্যাকেসিস ৬।

খুব যন্ত্রণায় মার্কসল ৬ বা হিপার সালফার ৬ বা স্ট্র্যামোনিয়াম ৬ কাজ দেয়। নাইট্রিক এসিড ৩ বা ডায়াস্কোরিয়া ৬ লাগালে যন্ত্রণা কমে। অ্যান্থ্রাক্সিন ৩০, এপিস ৩ বা গ্র্যাফাইটিস্ ৬ ভাল ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

লম্বা ফুলি বেগুন অর্ধেকটা কেটে মাঝের শাঁস বের করে ফেলে টুপির মত আঙুলে বসিয়ে রাখলে ব্যথা কম হয়। নিমের গরম পুলটিস্ ভাল।

ব্যাণ্ডেজ বা ন্যাকড়ার দ্বারা হাত ঝুলিয়ে রাখতে হয়, যাতে নড়াচড়া না হয়। প্রয়োজনে অস্ত্র চিকিৎসা করতে হতে পারে।

প্রুরিটাস (Pruritus)

গুহ্যদ্বার বা বায়ুগত চুলকানি

কারণ—অনেক সময় গুহ্যদ্বার, পাছা, যোনি প্রভৃতি চুলকায় এই রোগ হলে। Diabetes রোগ, সুতো কৃমি বা Thread Worm প্রভৃতির জন্য এটি হয়।

লক্ষণ —1. গুহ্যদ্বার, পাছা ও যোনি চুলকাতে থাকে।

2. অনেক সময়ে ঐ সব অংশে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হয়ে থাকে।

3. গুহ্যদ্বারে এটি হলে তাকে বলে Pruritus ani এবং যদি যোনিতে হয় তা হলে একে বলা হয় Pruritus Vaginalis রোগ; অনেক সময়ে চুলকাতে চুলকাতে ঘা হতে পারে এবং তার জন্য কষ্ট হতে পারে।

চিকিৎসা

সাল্‌ফার ৩০—জ্বালাকার অসহ্য চুলকানি, ফুস্কুড়ি, গরম বোধ, অর্শ।

ডলিকস ৬—ফোলা বা ফুস্কুড়ি নেই, অসহ্য চুলকানি, রাত্রে বাড়ে। ন্যাবা, সাদা মল, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ।

আর্সেনিক ৩০—জলপূর্ণ ফুস্কুড়ি ও পচনাক্রান্ত লক্ষণে।

ক্যালাডিয়াম ৬, মার্কিউরিয়াস ৬, নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, লাইকো ১২, কার্বো। ভেজ ৩০, নেট্রাম-মিউর ৩০, নাক্স ভমিকা ৬, সিপিয়া ১২, পেট্রোলিয়াম ৬, বোরাক্স ৬ প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হয়।

এ ছাড়া প্রয়োজন বোধে গ্রন্থের শেষে প্রদত্ত রেপার্টরী মিলিয়ে দেখা উচিত।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

আক্রান্ত স্থান নিয়মিত ভাল ভাবে গরম জল ও নিম সাবান বা কার্বলিক সাবান দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে।

ঘায়ের মত হচ্ছে মনে হলে, ক্যালেন্ডুলা মাদার দিয়ে ধুয়ে ফেললে ভাল হয়।

সোরিয়াসিস্ (Psoriasis)

কারণ —এই রোগ শিশুদের বেশি হয়ে থাকে। তবে যদি শৈশবে না সারে তবে বেশি বয়সেও তার ফল বিদ্যমান থাকে। কখনো চোখে হয়, কখনো মাথার চামড়ার ওপর বেশি হয়।

এর কারণ অজ্ঞাত। কারও মতে এটি জন্মগতভাবে হয়। আবার অনেকে বলেন, বীজাণু দূষণই এর কারণ। অনেকে আবার বলেন, Liver-এর ক্রিয়ার গোলমাল তার সঙ্গে থাকে বলেই, এটি এত বেশি হয়।

লক্ষণ—1. প্রথমে দেহে চাকা চাকা উদ্ভেদ বের হয়। ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বীজাণুর আক্রমণে বড় হয় ও ফুস্কুড়িগুলি পেকে ওঠে।

2. মাঝে মাঝে তা থেকে বড় বড় ঘা হয়।

3. অনেক সময়ে এটি চর্মের উপর দিকে সেরে উঠলেও, তা ক্রমে ভিতরের দিকে বেশি করে হতে পারে।

4. প্রথম অবস্থায় না সারলে তা ক্রমে খারাপের দিকে নিয়ে যাবে। সারা দেহে খোলস-ওঠা ভাব দেখা যায়। ভীষণ কষ্টদায়ক হয়।

চিকিৎসা

রেডিয়াম ব্রোম ৩০ বা ২০০ সপ্তাহে একবার বা মাসে একবার ২০০ দিতে হবে। সাল্ফার ৩০ বা আর্সেনিক ৩০ লক্ষণ অনুযায়ী খুব ভাল ঔষধ।

রোগ পুরানো হলে টিউবারকিউলিনাম ২০০ বা ব্যাসিলিনাম ২০০ (সপ্তাহে একমাত্রা) ভাল ফল দিতে পারে। ফস্ফরাস ৬, ক্যাল্কেরিয়া ৬, নাইট্রিক এসিড্ ৩০, সিপিয়া ৩০, সাইলিশিয়া ৩, গ্র্যাফাইটিস ৬, থুজা ৩, ৬, মেজেরিয়াম ২০০ প্রভৃতি লক্ষণ ভেদে দিতে হবে। ক্রাইসোফ্যানিক এসিড্ ৩x ভাল ফল দেয়।

মাথায় খুস্কি বা মরামাস (Pityriasis)

মাথা বা গায়ের শুক্নো ত্বক ঝরে পড়লে তাকে খুস্কি বা মরামাস বলে। মাথা বা ত্বক থেকে এগুলি শুকনো ভুঁষির মতো ঝরে পড়ে। এগুলি উঠে যাবার সময় ঐ স্থান চুলকায় বা লাল হয়।

চিকিৎসা

আর্সেনিক ৩x—৩০ এর খুব ভাল ঔষধ।

এতে কাজ না হলে নিচের ঔষধগুলির যে কোন একটি লক্ষণ ভেদে দিতে হবে— গ্র্যাফাইটিস্ ৬, মেজেরিয়াম ২০০, লাইকোপোডিয়াম ১২, সিপিয়া ৩০ অথবা রেডিয়াম ব্রোম ৩০ (সপ্তাহে একমাত্রা) দিতে হবে।

ব্যাসিলিনাম ২০০ অনেক সময় ভাল ফল দেয় (মাসে এক মাত্রা সেব্য)।

ক্রাইসোফ্যানিক এসিড ৩x, টেলুরিয়াম ৩০, ফ্লুয়োরিক এসিড ৩, ক্যালি সাল্ফ ৬x প্রয়োজন ও লক্ষণ অনুযায়ী ভাল ফল দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

1. আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। নিমপাতা ও জল ফুটিয়ে ধুতে হয়।

2. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা চাই।

3. কাপড়-চোপড় ভালভাবে গরম জল ও সাবান দিয়ে রোজ পরিষ্কার করতে হবে। ভিটামিনযুক্ত খাদ্য খেতে দিতে হবে নিয়মিত।

দাদ (Ringworm)

কারণ —এটি একটি সাধারণ চর্মরোগ। এটি সব বয়সেই হতে পারে। প্রধানতঃ অপরিষ্কার থাকা এর কারণ বলা যায়। তবে তা সত্ত্বেও এটি খুব ছোঁয়াচে এবং একজনের দেহ থেকে অপরের দেহে এটি হয়।

এটি বীজাণুজাত রোগ। তিন জাতের বীজাণু থেকে প্রধানতঃ এটি হতে থাকে তাহলো—

1. Tinea Carcinata—দেহে ও হাতের ডানদিকে বেশি হয়।
2 Tinea Cruris—উরুর ডান দিকে ও কুঁচকিতে এটি বেশি হতে দেখা যায়।
3. Tinea Pedis—কোমর, পা ও কুঁচকিতে এটি বেশি হতে দেখা যায়।

লক্ষণ —1. প্রথমে আক্রান্ত স্থান অল্প অল্প চুলকায়। তারপর ছোট ফুস্কুড়ি বা উদ্ভেদ হতে দেখা যায়।

2, আক্রান্ত স্থানের উদ্ভেদ চুলকায় ও দাগ আকারে বড় হতে থাকে। এটি গোল গোল আকারে ছড়ায়। দাদ যত বড় হবে তত এটি গোল আকারে অনেক দূর দিয়ে হয়, কিন্তু মাঝের অংশে কোন উদ্ভেদ বা চুলকানি থাকে না। গোলভাবে এটি ছড়ায় বলে, এর নাম Ringworm।

3. চুলকানির মাঝে মাঝে আক্রান্ত স্থান দিয়ে রস পড়তে থাকে। ঐ রসে বীজাণু থাকে। তা থেকে অন্য অংশে রোগ হয়। একজনের দেহ থেকে এটি অন্যের দেহে সংক্রামিত হতে পারে।

4. এটি পাকে না বা পুঁজ পড়ে না। কেবল চুলকায়, রস বের হয় এবং ক্রমে ছড়ায়। মাঝে মাঝে শুকনো মামড়ি উঠে যেতে থাকে।

5. কখনো কখনো এটি সারা দেহে হয় বটে—মুখে হয় না। বেশি হয় দেহে, হাতে, কোমরে, পাছায়, কুঁচকিতে ও পায়ে।

6. আর এক শ্রেণীর দাদ আছে, যা মাথায় বা Scalp-এও হতে দেখা যায়। তবে তার পরিমাণ কম।

রোগ নির্ণয় —1 গোল গোল ভাবে হয়ে ছড়াতে থাকে, ঠিক Ring-এর মতো।
2. পুঁজ হয় না। রস বের হয়— মামড়ি পড়ে।
3. বিনা ঔষধে আরোগ্য হতে চায় না।

চিকিৎসা

এটি একটি সংক্রামক রোগ এবং দ্রুত রোগ ছড়ায়। তাই রোগীকে সাবধানে রাখতে হবে।

ব্যাসিলিনাম ৩০, ২০০, (সপ্তাহে এক মাত্রা) অথবা নেট্রাম সাল্ফ ২০০, ১০০০ (মাসে এক মাত্রা) শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

হিপার সালফার, ফস্ফোরাস, অ্যাসিড নাইট্রিক, রাসটক্স, সিপিয়া, গ্র্যাফাইটিস, পেট্রোলিয়াম, সাল্‌ফার, মার্ক কর, ক্যালেডিয়াম সেগুইনাম (বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে) প্রভৃতি ঔষধ ৬, ও ৩০ লক্ষণ অনুসারে ব্যবহার করা উচিত।

মাথার খুলিতে বা ঘন কেশাবৃত অন্য অঙ্গে দাদ হলে, আক্রা... ...নের চুলগুলো কেটে ফেলে প্রথমে গরম জলের সঙ্গে কার্বলিক সাবান দিয়ে ধুয়ে পরে ত...র্পেন তেল দিয়ে ধুয়ে ফেলা উচিত। তারপর দাদ শুকনো হলে তাতে প্রতিদিন সকালবেলা আয়োডিন θ দিয়ে সন্ধ্যাবেলা তা ধুয়ে ফেললে উপকার হয়। অ্যাসিড ক্রাইসোফ্যানিক চার গ্রেণ এক আউন্স অলিভ তেলের সঙ্গে মিশিয়ে দাদের উপর মাখলে উপকার হয়। তুলসী পাতার রস সামান্য লবণ মিশিয়ে দাদে লাগালে উপকার হয়।

অত্যন্ত চুলকানি থাকলে—অ্যানাকার্ডিয়াম।

চুলকানি, চুলকালে জ্বালা—সিপিয়া।

গোঁফে দাদ—লাইকোপোডিয়াম ৩০, মার্ক আয়োড ২০০, অ্যান্টিম ক্রুড্ বা সাল্‌ফার ৩০।

কালশিরার মত বেগুনি রঙের উদ্ভেদ থাকলে আইল্যান্থাস্ উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. আক্রান্ত স্থানে সাবান প্রভৃতি লাগানো উচিত নয়। প্রয়োজনে কেবল Carbolic সাবান দিয়ে ঐ স্থান পরিষ্কার করতে হবে। নিমপাতা জলে সিদ্ধ করে তা দিয়ে ধুলে ভাল হয়।

2. টক খাদ্য বর্জন করা উচিত। ভিটামিনযুক্ত খাদ্যাদি খাওয়া উচিত।

চুলকানি ও পাঁচড়া
(Scabies)

কারণ—1. এক ধরনের বীজাণু থেকে এই রোগ হয়। এই বীজাণু, পাঁচড়ার পুঁজ অনুবীক্ষণে দেখলে, তা দেখতে পাওয়া যায়।

শিশুদের এটি বেশি হয়। তবে বড়দের মাঝে মধ্যে হতে দেখা যেতে পারে।

এটি সংক্রামক রোগ। এটি শিশু থেকে অন্যেরও হতে পারে। আবার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হয়। এই বীজাণু রক্তের সাথে মিশতে পারে। তাহলে, দেহের যে কোনও স্থানেই সামান্য ক্ষত হলে তা পেকে ওঠে এবং রোগ দেখা যায়।

লক্ষণ—1. প্রথমে হাত-পা প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট উদ্ভেদ বা চুলকানি দেখা দেয়। ঐসব স্থান খুব চুলকাতে থাকে।

2. মাঝে মাঝে চুলকানি গলে যায় ও তা থেকে বড় বড় পুঁজ এবং ফোস্কাযুক্ত পাঁচড়া প্রভৃতি দেখা দেয়।

3. ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে, হাত, পা, সারা দেহে দেখা দেয় যা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। শিশুদের খুব কষ্ট হতে থাকে। পাঁচড়া থেকে মাঝে মাঝে পুঁজ বের হয়। পুঁজ বের না হলে ঐ সব অংশে ব্যথা হয় ও টন টন করে।

4. কখনো হাত-পা আঙ্গুলে হলে আঙ্গুল যেন খসে যায় এমন মনে হয়।

চিকিৎসা

ফ্যাগোপাইরাম ২, ৩—সর্বাঙ্গ এত চুলকাতে থাকে, যে রোগী ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

মেজেরিয়াম ৩, ৩০—শরীরের অংশ বিশেষ চুলকানি বশতঃ রোগী ঐ স্থান আঁচড়ে ও কেটে রক্ত বের করে ফেলে।

ক্যালকেরিয়া ৩x, ১২x—বৃদ্ধদের পাঁচড়া ও মূত্রনালীর গা থেকে খোলস উঠে যায়।

সালফার ৩০—লক্ষণানুসারে ব্যবহার করলে রোগ সম্পূর্ণ ভাবে সেরে যেতে পারে। এটা একটি ভাল ঔষধ।

সিপিয়া, ক্যালকেরিয়া-কার্ব, আর্সেনিক, হিপার সালফার, মার্ক-কর, নাক্স-ভম, সোরিনাম, লাইকো, কষ্টিকাম, ক্রোটন টিগ প্রভৃতি ঔষধ (৩০ শক্তি) লক্ষণ অনুযায়ী।

ডলিকস্ ৩০—শরীরের কোন অংশে বিশেষতঃ পিঠের দিকে দেওয়ালে বা অন্য কোন কঠিন স্থানে সজোরে ঘষলে আরাম বোধ হয়।

অত্যন্ত চুলকায়, গায়ে ফুস্কুড়ি দেখা যায়।

এছাড়া অন্যান্য ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী প্রয়োগ করা হয়। এ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে জানতে হলে হোমিওপ্যাথিক রেপার্টরী দেখতে হবে—গ্রন্থের শেষ অংশে। মেটিরিয়া মেডিকা গ্রন্থাদিও দেখতে হবে।

আমবাত (Urticaria বা Allergy)

কারণ—সাধারণতঃ এটি Allergy থেকে হয় বলে মনে হয়। অনেকের আপনা থেকেই হঠাৎ হয়। কারও বা চিংড়ি, কাঁকড়া, পুঁইশাক, ডিম প্রভৃতির যে কোনও একটি খেলে তা বেশি হয়ে থাকে।

অনেকের কি কারণে হয়, তা বুঝতেই পারা যায় না।

লক্ষণ—1. হঠাৎ দেহের কোনও কোনও স্থানে চুলকাতে থাকে ও চুলকানি খুব বেশি হয়ে থাকে।

2. আক্রান্ত স্থান চাকা চাকা হয়ে ফুলে উঠতে থাকে।

3. প্রায়ই ঐ স্থানের চাকা চাকা ভাব মিলিয়ে যায়—তা আবার অন্যত্র হয়।

4. যখন যেখানে লাল হয় ফুলে ওঠে—তখন সেখানে খুবই চুলকাতে থাকে।

5. কখনো চুলকানি কমে যায়। তারপর ধীরে ধীরে তা মিলিয়ে যায়। কখনো তা হয় না।

চিকিৎসা

তরুণ আমবাত—এপিস, আর্টিকা ইউরেন্স, ক্লোর্যালম্ ২x বিচূর্ণ।

পুরানো রোগে—চিনিনাম সাল্‌ফ্, (পুনঃ পুনঃ রোগ আক্রমণ লক্ষণে)। আর্স, এপিস, সালফ্, ক্লোর‍্যালম, ২x বিচূর্ণ।

পাকাশয়ের গোলযোগের জন্য—অ্যাণ্টিম ক্রুড, নাক্স-ভম, পালস্।

ঠাণ্ডা লাগার জন্যে হলে—অ্যাকোন (শীতকালের বাতাস লাগার জন্য)।

অন্যান্য উপসর্গাদির জন্য

অ্যাকোন (জ্বর লক্ষণে)।

ক্লোর‍্যালম ২x বিচূর্ণ—বিছানার গরমে আমবাত প্রকাশ পেলে।

ব্রাইয়ো—হঠাৎ আমবাত বসে গেলে।

ইগ্নেসিয়া ৬ বা অ্যানাকার্ডিয়াম ৩০—মানসিক অবসন্নতা জনিত।

কফিয়া ৩০—অনিদ্রার জন্য।

ব্রাইয়োনিয়া ৬ বা রাস-টক্স ৩০ কিংবা সিমিসিফিউগা ৩০ বাত রোগীদের পক্ষে শুভ।

কল্চিকাম ৩০—গেঁটে বাত রোগগ্রস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে।

ইপিকাক বা আর্সেনিক—হাঁপানি রোগীদের পক্ষে শুভ।

পালসেটিলা ৩০, হাইড্র্যাসটিস ৩x—জরায়ুর গোলযোগ জনিত পীড়ায়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. মশলা ও টক বর্জনীয়।
2. চিংড়ি, কাঁকড়া, পুঁইশাক, ডিম প্রভৃতি খাদ্য বর্জন করতে হবে।
3. স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে।

আঁচিল। (Warts)

কারণ—নানা কারণে আঁচিল হয়। তবে সঠিক কারণ জানা যায় না। অনেক সময় সিফিলিস রোগ চাপা পড়লে, তা থেকে হতেও দেখা যায়। কখনো বা আপনা থেকেই হয়। অনেকের মতে Liver-Trouble থেকে হয়।

লক্ষণ—দেহের নানা স্থানে ছোট ছোট আঁচিল দেখা যায়। অবশ্য এতে ব্যথা বা চুলকানি থাকে না। তবে এটি বিশ্রী দেখায়। বেশি হয় অনেক সময় এবং তা ফেটে কষও পড়তে পারে।

আঁচিল তিন প্রকার—

1. Verruca vulguris—এটি প্রধানতঃ হাঁটু, মুখ, বা ঠোঁট প্রভৃতিতে হয়।

2. Verruca Plantaris—এটি প্রধানতঃ হয় পায়ে ও হাঁটুতে।

3. Verruca Acminata—এটি হলো Veneral রোগ থেকে উৎপন্ন নরম ছোট ছোট আঁচিল। এটি বেশি হয় Anogenital অঞ্চলে। কখনো পায়েও হয়।

যে কোনও রকম হোক না কেন, আঁচিলের চিকিৎসা পদ্ধতি একই রকম।

চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথি মতে এই রোগ অদ্ভুতভাবে আরোগ্য হয়। আঁচিলের গোড়ায় থুজো মাদার প্রয়োগ এবং ৩x বা ৩০ সেবনে নিশ্চিত ফল দেয়। যদি প্রচুর সংখ্যায় হয়, থুজা ২০০ সপ্তাহে একবার করে সেব্য। এছাড়া প্রয়োজন হলে ও লক্ষণ ভেদে অ্যান্টিম ক্রুড ৬ বা ডালকামারা ৬ বা কষ্টিকাম ৩ উপকারী।

গা ফাটা

শীতকালে গা ফাটতে অনেকের দেখা যায়। অনেক সময় গ্লিসারিন প্রভৃতি লাগালেও সারতে চায় না। অনেক সময় কষ্টকর হয়।

স্ট্যানাম মাদার, সমান ভাগ গ্লিসারিন সহ লাগালে ভাল হয়।

অ্যাগারিকাস ৬, ৩০ খেলে তাতে বেশ ভাল উপকার হয়।

এ ছাড়া প্রয়োজনে এবং লক্ষণ বিচার করে দিতে হয় পালসেটিলা ৩, ৩০ বা রসটক্স ৬ বা সাল্‌ফার ৩০।

চামড়ার উপরের ক্ষত (Ulcer)

কারণ—চামড়া সামান্য কেটে গেলে, বা ঘা হয়ে গেলে তার উপরে তা থেকে ক্ষত হতে পারে। আঘাত পেলেও অনেক সময় এভাবে ক্ষত হয়।

লক্ষণ –1. ক্ষত ঘায়ের মত সৃষ্টি হতে পারে।

2. অনেক সময় তা পেকে উঠতে পারে।

3. প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা না হলে Septic হতে পারে।

চিকিৎসা।

ক্ষতস্থান নিমপাতা জলে ফুটিয়ে ওই জল দিয়ে ধুতে হবে। তারপর সেখানে ক্যালেণ্ডুলা মাদার লাগালে ভাল হয়।

পুরোনো ক্ষত হলে সাল্‌ফার ৩০ ভাল ঔষধ।

ক্ষত থেকে রক্তস্রাব, আগুনে পোড়ার মত জ্বালা, অত্যন্ত ব্যথা, ক্ষতের চারপাশে কাঠিন্য লক্ষণে, আর্সেনিক ৩০।

দুর্গন্ধ, চুলকানি, ফোঁড়ার মত ব্যথা থাকলে, গ্র্যাফাইটিস ৬, ৩০।

পচা ঘা এবং পুঁজ হলে, ল্যাকেসিস্‌ ৬।

সামান্য ক্ষত ও পুঁজ হলে, সাইলিসিয়া ৬, ৩০।

জ্বালাকর লাল ক্ষত হলে, বেলেডোনা ৩, ৬।

পুঁজ বেশি হলে, হিপার সালফার ৩০।

উপদংশ জনিত ক্ষতে মার্কিউরিয়াস্‌ ৬ বা নাইট্রিক এসিড ৬, ৩০।

পুরানো ক্ষতে মামড়ি পড়ে, মামড়ির নিচে বেশি পুঁজ সঞ্চয় হলে, মেজেরিয়াম ৩, ৩০।

পেশীর দুর্বলতা, পায়ের ক্ষত—হাইড্র্যাস্টিস্‌ ২x।

পুরানো ক্ষতে চুলকানি, দপ্‌ দপ্‌ করা, কাঁটার মত ব্যথা, রক্তস্রাব, (চাপ পড়লে) রক্তে টক গন্ধ লক্ষণে, অ্যাসিড্‌ সালফিউরিক ৬।

পুরানো নালী ঘায়ে লাইকোপোডিয়াম ৩০ বা ২০০ অথবা অ্যাসিড্‌ নাইট্রিক ৬, ৩০।

গভীর ক্ষত, প্রান্তভাগ উজ্জ্বল লালবর্ণ, সামান্য ক্ষতে বেদনা বৃদ্ধি, মাঝে মাঝে ক্ষত থেকে রক্ত নিঃসরণ হলে, মার্ক সল ৬, ৩০।

এছাড়া প্রয়োজন বোধে এবং লক্ষণ অনুযায়ী পুরানো ক্ষতে অন্য যে সব ঔষধ দিতে হতে পারে—

ক্যালি বাইক্রোম ৩০, ফস্ফোরাস ৩০।

পিয়োনিয়া ৩, হ্যামামেলিস, ৩ ৬, ৩০।

ক্যালি আয়োড্‌ ৬, ৩০, কার্বোভেজ ৩০, ক্রোটেলাস্‌ ৩০, হিপার সালফার ৬, ৩০ বা ২০০।

বায়োকেমিক —ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লোর ১২x বা সাইলিসিয়া ৬x ভাল ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. টক প্রভৃতি খাদ্য নিষিদ্ধ।

2. Vitamin যুক্ত খাদ্য বা ভিটামিন C যুক্ত ট্যাবলেট Celin বা Redoxon খেলে ভাল হয়।

3. Septic হলে ভাল ভাবে কম্‌প্রেস দিতে হবে Boric cotton দিয়ে।

কুষ্ঠ রোগ (Leprosy)

কারণ —কুষ্ঠরোগকে যদিও চর্মরোগের মধ্যে ধরা হয়, তবে এটি প্রধানতঃ একটি বীজাণু জনিত রোগ, যা সারা দেহে রক্তের মাঝ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

Bacillus Leprae নামে এক শ্রেণীর বীজাণু হলো এই রোগের কারণ। ব্যাসিলাস অনেকটা যক্ষ্মা ব্যাসিলাসের মতো দেখতে এবং Acid Fast ব্যাসিলাস। দীর্ঘদিন ধরে কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে, এ রোগীর বীজাণুর Infection হবার জন্য এই রোগ হয়ে থাকে। তাই এ রোগকে একটি ছোঁয়াচে রোগ বলা চলে।

আবার অনেক সময়ে নিজের অজান্তে ট্রাম, বাস, ট্রেনে ভ্রমণ প্রভৃতির মাঝ দিয়ে এ রোগ বীজাণু দেহে প্রবেশ করে। যেখানে একজন কুষ্ঠরোগী বসেছিল, সে চলে যাবার পর সেখানে অজান্তে বসলেও তা থেকে Infection হতে পারে। শিশুরা সহজে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। আবার 5-7 বছর কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করলেও এই রোগ হতে পারে।

এই রোগ বংশগত—তাই মাতা-পিতার এই রোগ থাকলে, তার চিকিৎসা না করলে তার ফলে শিশুদেরও এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণ —লক্ষণ বা বর্ণনার সুবিধার জন্য এই রোগকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। তা হলো—

1. Lepromatous Type.
2. Non-Lepromatous Type.

প্রথমটি খুব বেশি ছোঁয়াচে—দ্বিতীয়টা ততটা বেশি ছোঁয়াচে নয়।

চিকিৎসা

কুষ্ঠরোগজ—জায়ু (অটো ভ্যাক্সিন) ব্যবহারে অনেক আশার কাহিনী শোনা যায় (Rost)। হাইড্রোকোটাইল θ (পাঁচ ফোঁটা) বা ৬—চামড়া পুরু, বুক ও হাত-পায়ের চেটো অসহ্য চুলকায় লক্ষণে।

আর্স-আয়োড ৬x বিচূর্ণ, গ্রন্থিস্ফীত, হাত-পায়ের আঙ্গুল খসে পড়া, কদর্য গুটিকা, কাঁটা ফোটার মত বেদনা অনুভবে, বেলেডোনা ৩x (তরুণ জ্বর সহ রক্তিম বর্ণ ত্বক), সিপিয়া ৬x (চর্ম কটা বা হলুদবর্ণ হলে)। আর্সেনিক অ্যাল্ব ৩x (ক্ষতে বেদনাধিক্য বা বেদনারহিত)। ল্যাকেসিস ৬, ৩০ (গভীর ক্ষত লক্ষণে)।

সালফার ৩০, ২০০—দীর্ঘদিন অন্তর মাঝে মাঝে একমাত্রা।

কমোক্লেডিয়া ২x—চামড়া শ্বেতবর্ণ লক্ষণে।

ক্রোটেলাস ৩—দীর্ঘদিন সেবনে উপকার পেতে পারেন।

অ্যান্টিলেগো θ, ১২x—সুফল প্রদ।

পাইরেরা ৬, ৩০—ভাল ঔষধ।

এছাড়া প্রয়োজনীয় অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করতে হতে পারে। এ বিষয়ে গ্রন্থের শেষে রেপার্টরী দেখতে হবে। প্রয়োজনে মেটিরিয়া মেডিকা দেখতে হবে।

চালমুগরা তেল লাগালে প্রথম অবস্থায় সুফল প্রদ।

লেপ্রোমেটাস টাইপ

(Lepromatous Type)

1. প্রথমে অনিয়মিত জ্বর হতে দেখা যায়। Incubation—এর পর প্রথম এটি প্রাথমিক লক্ষণ।

2. যদিও দুর্বলতা দেখা যায় তারপর।

3. তারপর গায়ে চাকা চাকা লাল রঙের উদ্ভেদ বের হতে থাকে। তারপর তা মিলিয়ে যায়।

4. আরও পরে জ্বর বাড়ে। গায়ের নানা স্থানে ছোট মাংস পিণ্ড বা Nodules দেখা দেয়। এদের বলা হয় Lepromatous মুখে, নাকের পাশে, কানে এগুলি বেশি হয়। এগুলি পরে আরও ফুলে যায়। মুখের বিকৃতি দেখা যায়।

5. তারপর ঘা হয়। নাকের ঝিল্লী আক্রান্ত হয়। ঘা হয়ে রক্ত মিশ্রিত রস গড়ায়। এই রস খুব ছোঁয়াচে হয়ে থাকে।

6. সারা মুখে, মুখ গহ্বরে, চোখে ও যকৃতে ঘা হয়ে যায়।

7. পরে নার্ভ আক্রান্ত হয়। হাত-পা ধীরে ধীরে খসে খসে পড়তে থাকে। এই অবস্থায় চিকিৎসা না করালে তারপরে তা বীভৎস আকার ধারণ করে।

চিকিৎসা

হাইড্রোক্রোটাইল মাদার পাঁচ ফোঁটা করে দিনে দু-তিনবার ভাল ঔষধ।

প্রয়োজনে এটি ৩ বা ৬ মাত্রায় দিতে হবে প্রথম অবস্থায়।

গ্রন্থি ফোলা, গুটিকা, রস পড়া, হুল ফোটার মত ব্যথা হলে, আয়োড ৬x বিচূর্ণ রোজ ২ বার।

গভীর ক্ষতে, ল্যাকেসিস ৬, ৩০।

ক্রোটেলাস ৩, রোজ একবার দীর্ঘদিন খেলে ভাল ফল দেয়। অস্টিলেগো মাদার থেকে ১২x ভাল ফল দেয়। এছাড়া অন্যান্য চিকিৎসা আগে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশেষ চিকিৎসা

চালমুগরা তেল এবং গর্জন তেল একত্রে মিশিয়ে মালিশ করলে ভাল ফল হয়। চালমুগরা তেল লাগানো এবং কয়েক ফোঁটা করে সেবন করলেও ভাল ফল দেয়।

এ ছাড়া বর্তমানে কুষ্ঠ রোগের জন্য কিছু ভাল এলোপ্যাথিক ইনজেকশন বের হয়েছে বলে জানা যায়।

নন্ লেপ্রোমেটাস
(Non-Lepromatous)

1. এটি তেমন ছোঁয়াচে নয়। শুরু থেকেই অসাড়তা দেখা দেয়। স্থানে স্থানে অসাড় প্যাচ (Anaesthetic Patch) দেখা দেয়।

2. নার্ভ মোটা হয়ে পড়ে।

3. পরে মাংসপেশী শুকিয়ে যায় ও নানা বিকৃতি দেখা দেয়।

রোগ নির্ণয়

1. বিভিন্ন লক্ষণ দেখে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

2. নাকের Swab ও কানের Scraping অনুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে Leprae Bacilli পাওয়া যায় (Lepromatous)।

3· Non-Lepromatous—এ অসাড়তা প্রধান লক্ষণ বলে বোঝা যায়।

চিকিৎসা।

পূর্বে বর্ণিত সমস্ত ঔষধ লক্ষণভেদে ব্যবহাব করতে হবে—তাই পৃথক করে চিকিৎসা সম্পর্কে বলার প্রয়োজন নেই।

আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা

1. রোগটি সংক্রামক। তাই রোগীকে পৃথক করে রাখা কর্ত্তব্য।

2· প্রতিদিন ঘা গুলি Chalmoogrin (তরল) তুলো দিয়ে Wash করে লাগাবার ঔষধ ঠিকমতো লাগাতে হবে।

3. টক প্রভৃতি খাদ্য সর্বদা বর্জনীয়।

4. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখতে হবে।

5. যে নার্সিং করবে, তার বীজাণু নাশক ঔষধ ব্যবহার এবং সংক্রমণ যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখা কর্ত্তব্য।

6· রোগীকে ঘরে পূর্ণ বিশ্রামে রাখতে হবে।

শ্বেতী (Leucoderma)

কারণ—শ্বেতী—যা দেহের বিভিন্ন অংশ বা প্রায় সারা দেহ সাদা হয়ে যাওয়া বা নিজের রঙ হারিয়ে ফেলা একটি রোগ, যার প্রকৃত কারণ জানা যায় নি। চর্মের রঙ বা প্রকৃত রঙ এতে নষ্ট হয়ে যায় এবং সাদা রঙ হয়ে যায়। চর্মের স্বাভাবিক রঙ সৃষ্টির মূলে হলো Melanin জাতীয় Pigment—যা চর্মের Pigment

Layer-এ থাকে। দেহের কিছু কিছু অংশের বা অনেকটা অংশের Pigment নষ্ট হয়ে গেলে, তার ফলে এই রোগ হয়।

রোগটি জটিল সন্দেহ নেই,—তবে এই রোগ মোটেই ছোঁয়াচে নয়। সদ্য যাদের রোগ হয়েছে তাদের চিকিৎসা করলে রোগটি সারানো যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, রোগটি বংশগত অর্থাৎ পিতা-মাতার থেকে তা সন্তানের দেহে সংক্রামিত হতে পারে। তবে এই সংক্রমণ যে সব সময় হবেই তার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নেই।

অনেকের মতে লিভারের ক্রিয়া-বৈকল্যের জন্য পিতা-মাতা থেকে সন্তানের দেহে এই রোগ সংক্রামিত হয়। তবে সন্তানেরা এই রোগে আক্রান্ত হলেও তাদের প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসায় সুফল হয়। লিভারই যে কেবল রোগ সংক্রমণের একটি মাত্র কারণ তাও সঠিক বলা যায় না। তার কারণ হলো, লিভারের দোষ অনেকের প্রচুর থাকা সত্ত্বেও, এ রোগ হয় না।

লক্ষণ—1. জন্মগতভাবে মানে জন্মের পর দেহের প্রচুর অংশ এভাবে সাদা হয়ে যায়।

2. তা না হলে প্রথমে সামান্য অংশে শুরু হয়, পরে তা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়।

3. এইসব রোগীরা রৌদ্র সহ্য করতে পারে না। এবং রৌদ্রে বেরোতে কষ্ট হয়।

4. অনেকের এই সঙ্গে লিভারের গোলযোগ, পিত্তবমি, বমি বমি ভাব, হজমের গোলমাল প্রভৃতি থাকতে পারে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকতেও দেখা যায়।

5. এটি মোটেই ছোঁয়াচে রোগ নয় এবং একজনের থেকে অন্যের এটি হয় না।

রোগ নির্ণয়

1. Tinea Versicolor রোগ হয় ফাঙ্গাস ইনফেকশন থেকে। Multifungin জাতীয় ফাঙ্গাসের ঔষধ দিলে তা কমে—কিন্তু এক্ষেত্রে তা মোটেই কমে যায় না। আবার শ্বেতীর ঔষধ ঐ সব রোগে দিলে তাতে কাজ ঠিকমতো হবে না।

2. চামড়া অনেক বেশি স্থান জুড়ে আক্রান্ত হয় শ্বেতীতে, যা আগের রোগটাতে হয় না। তাছাড়া প্রথম শুরু এবং তার বিস্তারের পদ্ধতি পৃথক বলে বোঝা যায়।

চিকিৎসা

চেলিডোনিয়াম মাদার থেকে ৬, ৩০, ২০০ লিভারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। তাতে এই রোগে বিশেষ ফল দেয়। ফেরাম্ ফস্ ৬x—৩০x এবং নেট্রাম সালফ্ ৬x বা ক্যালি মিউর ৬x শ্রেষ্ঠ বায়োকেমিক ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে হবে।

2. কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে, বেল বা ইসবগুলের ভূষির সরবৎ উপকারী।

3. স্থানিক ছোট ছোট ভাবে হতে থাকলে Caladryl লোশন লাগালে উপকার হয়।

4. ভিটামিনের অভাব থাকলে ঐ অনুযায়ী ঔষধাদি সেবন করা কর্ত্তব্য।

হাজা (Candida)

কারণ—হাজা বা ক্যানডিডা এক বিশেষ ধরণের চর্মরোগ, যা প্রধানতঃ দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীদের মধ্যে দেখা যায় বেশী। যারা দিনরাত জলে কাজ করে, তাদের পায়ের আঙ্গুলের খাঁজে খাঁজে এটি হয়। এছাড়া আরও কতকগুলি অবস্থায় এটি বেশি হবার প্রবণতা থাকে, কেসটি জটিল হয়—

1. রোগীণীর অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়।

2. রোগীণীর ডায়াবেটিস্ থাকলে ঘা শুকোতে চায় না, জটিল হয়।

3. মদ্যপানে আসক্ত নারীদের এটি ভয়াবহ হতে পারে।

4. জল বেশি ঘাটা বন্ধ না করলে সারতে চায় না।

এই রোগ গ্রীষ্ম এবং বর্ষাতে বেশি হয়—শীতকালে এটি অনেকটা কম থাকে।

এটি এক ধরণের ফাঙ্গাস্ ইনফেকশন। এইসব ফাঙ্গাস নখের খাঁজে বাসা বাঁধে এবং জলের স্পর্শে তারা চর্মকে বেশি আক্রমণ করে ক্ষত উৎপন্ন করতে পারে।

লক্ষণ—1. প্রথমে চর্মের খাঁজে সাদা সাদা দাগ হয় এবং ক্ষতের মত হয়। এইসব ক্ষত মাঝে মাঝে গভীর হয়ে যেতে থাকে। অনেক সময় একটি আঙ্গুলের সঙ্গে অন্যটি জুড়ে যেতে পারে, গোড়ার দিকে—বিশেষ করে পায়ের আঙ্গুল।

2. অনেক সময় ঔষধ লাগালে এটি কমে যায়। কিন্তু তা হলেও তাতে নিয়মিত জল লাগালে তা আবার বেড়ে যায়।

3. পরে নখের গোড়াগুলি আক্রান্ত হতে থাকে এবং এটি বিশ্রী দেখায়। হাত—ায়ের অবস্থা এমন হয় যে তাতে বিশ্রী ঘা এবং রোগ বাড়তে থাকে।

4. অনেক সময় এ থেকে পরে হাত-পায়ের নখ খসে পড়তে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা না করলে অবস্থা জটিল হয়।

উপসর্গ

1. রোগের ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে ঐ ক্ষতে অন্য Infection হলে, তা থেকে বেশি ঘায়ের সৃষ্টি হতে পারে। তা অত্যন্ত খারাপ।

2. ডায়াবেটিস্ থাকলে বা গর্ভবতী অবস্থায় এটি মারাত্মক হয়ে নানা কুলক্ষণ দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

ক্যামোমিলা ৬ হাজার একটি ভাল ঔষধ। বার বার হাজা কমে এবং আবার হলে লাইকোপোডিয়াম ৩০ এক মাত্রা।

আক্রান্ত স্থানে খুব যন্ত্রণা হতে থাকলে, মার্ক সল ৬, ৩০।

জ্বালাকর, চুলকানি, পাতলা দুর্গন্ধ রস—গরমে উপশম—আর্সেনিক ৬, ৩০।

থল্‌থলে মোটা চেহারার লোকদের এটি হলে, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০।

পূঁজ জন্মাবার ভাব দেখা গেলে, হিপার সালফার ৬, ৩০ বা ২০০।

অসহ্য চুলকানি, জ্বালা, শীত বা বর্ষাকালে বৃদ্ধি হলে, পেট্রোলিয়াম ৬, ৩০।

বাইয়োকেমিক—ক্যাল্‌কেরিয়া ফস্ ৬x ও ক্যালি ফস্ ৬x শীর্ণকায় লোকদের জন্য। ফেরাম ফস্ ৩x, ৬x প্রথম দিকে ভাল ফল দেয়।

ক্যালেণ্ডুলা মাদার তুলো দিয়ে আক্রান্ত স্থানে নিয়মিত লাগাতে হবে।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

আক্রান্ত স্থানে যাতে জল বেশি না লাগে তা দেখতে হবে।

গাত্রদাহ বা গা জ্বালা

কারণ—শরীরে পিত্তের আধিক্য, ডায়াবেটিস্ রোগ প্রভৃতি কারণে এটি হয়। এটি রোগ নয়, একটি লক্ষণ মাত্র। শরীরে বিষাক্ত পদার্থ টক্‌সিন উৎপত্তি হলেও তার ফলে এটি হতে পারে।

চিকিৎসা

সাল্‌ফার ৩০, ২০০—সারা শরীর যেন আগুনে পোড়ার মত জ্বলে যাচ্ছে এরূপ লক্ষণে।

আর্সেনিক ৩x, ৩০—গা জ্বালা করে কিন্তু তবু রোগী গায়ে কাপড় জড়িয়ে রাখতে চায়, এ লক্ষণে।

সিকেলি ৩, ৩০—গা জ্বালা, রোগী গায়ের কাপড় খুলে ফেলে। সর্বদা বাতাস চায়।

ফস্ফোরাস ৬—সাল্‌ফারের মতই গা জ্বালা। যক্ষ্মারোগের ইতিহাস থাকলে।

অ্যাকোনাইট ১x, ৬—তরুণ প্রদাহযুক্ত জ্বরে গা জ্বালা ভাব।

এপিস্ ৩x, ৩০—হুল বেঁধার মত ব্যথা এবং জ্বালা। দেহে রক্তিমতা এবং ফোলা থাকে।

অ্যাগারিকাস ৩, ২০০—দেহের বিভিন্ন স্থানে চুলকানি, রক্তিমতা ও জ্বালা।

ক্যান্থারিস্ ৩, ৬—গলা, পেট, মূত্রযন্ত্রের জ্বালা।

বেলেডোনা ১x, ৩০—কোন অঙ্গের প্রদাহ ও জ্বালা।

নেট্রাম সাল্ফ ৬x—ডায়াবেটিসে গা জ্বালা—রোজ ২—৩ মাত্রা করে।

আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা

1. যতটা সম্ভব জল কম লাগালে তাতে উপকার হয়।

2. প্রথম অবস্থায় ক্যালেণ্ডুলা মাদার ঘায়ের স্থানে লাগালে উপকার দেয়। নিমপাতা সিদ্ধ জল দিয়ে ধোয়াও ভাল।

3. ভিটামিন যুক্ত খাদ্য খেতে হবে, যেমন—পালং শাক, টম্যাটো, বিট, গাজর, মোসাম্বি, আপেল প্রভৃতি।

4. রোগীর ডায়াবেটিস্ থাকলে তার জন্য পথ্য নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং প্রয়োজনে ঔষধ দিতে হবে।

5. সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন ঘা গুলি কোনও মতে সেপ্টিক্ না হয়। প্রয়োজনে নিয়মিত নিমপাতা শুদ্ধ নারকেল তেলে সিদ্ধ করে ঐ তেল প্রয়োগে শুভ ফল দিয়ে থাকে।

অর্বুদ বা টিউমার (Tumour)

শরীরের কোন স্থানে নূতন তন্তু উপস্থিত বা বর্ধিত হইয়া ফুলিয়া উঠাকে "আব" কহে। ইহাতে আক্রান্ত স্থানে বেদনা থাকে বা থাকেনা।

আব দুই প্রকার ঃ—মৃদু প্রকৃতির ও ভীষণ প্রকৃতির। "মৃদু প্রকৃতির আব" সমীপবর্ত্তী তন্তুর বিশেষ কোন ক্ষতি করে না। "ভীষণ প্রকৃতির আব" (Malignant Tumour) সমীপবর্ত্তী তন্তুসকল ধ্বংস করিয়া বাড়তে থাকে।

চিকিৎসা

ব্যারাইটা কার্ব ৬।—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষতঃ গণ্ডদেশে চর্বিসহ আবে)।

আর্সেনিক ১x, ৩x।—আক্রান্ত স্থানে বেদনা ও ধাতু-বিকৃতি লক্ষণে।

ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োর ১২x। প্রস্তরবৎ কঠিন আব।

থুজা ৩০, ২০০।—সাইকোসিস দোষদুষ্ট ব্যক্তিগণের জরায়ু, অস্থি, চর্ম ও অন্ত্রাদি যে কোন স্থানে অর্বুদ কঠিন ; ফাটা ফাটা, একটি বড় অর্বুদের উপর ছোট ছোট আঁচিলের ন্যায় বহুসংখক উদ্ভেদ। কোমল ও অনমনীয় অর্বুদ অনেক স্থলে "থুজা" নির্দেশক।

কোনিয়াম ৩০, ২০০।—কঠিন অর্বুদ; স্ত্রীলোকদিগের বয়োসন্ধিকালে জরায়ুর অর্বুদ। বৃদ্ধদিগের স্কন্ধদেশে ও পৃষ্ঠদেশে অর্বুদ এবং মূত্রাশয় মুখাশয়ী গ্রন্থি ও অণ্ডকোষের কাঠিন্য।

চর্বিযুক্ত স্রাবে —ক্যাল্‌কে কার্ব ৩০; জ্বালাকর স্রাবে—হাইড্র্যাস্টিস ১x, ৬ (বিশেষতঃ গ্রন্থিচয় বা জরায়ুর স্রাবে); মূত্রমার্গের স্রাবে—ইউক্যালিপ্টাস ৩x সেবন ও মূল অরিষ্ট বাহ্যপ্রয়োগ। থুজা, কার্বো-অ্যানি, কোনিয়াম, অ্যাকোন র‍্যাডিক্স θ (প্রতি মাত্রায় অর্দ্ধ ফোঁটা হইতে তিন ফোঁটা)। ফস্ফোরাস, মেডোরিণাম ৩০, ২০০ উপকারী।

ক্যানসার, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার এবং সারকোমা

(Cancer, Malignant Tumour and Sarcoma)

বর্ত্তমান শতাব্দীতে ক্যানসার বা কর্কট রোগ সমধিক ব্যাপক হয়ে পড়েছে। সুপারি চর্বণ হেতু ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের রমণীগণ মুখবিবরে এই রোগে বিশেষ রূপে আক্রান্ত হয়ে থাকে—কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ডাঃ এ, পি, গোল্ড বলেন- এই উৎকট রোগে আজকাল মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা দশজনের মৃত্যু হতেছে। এই রোগের নিদান তত্ত্ব এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

অর্বুদ রোগাধ্যায়ে **মৃদু** (Benign) **ও ভীষণ** (Malignant) এই দ্বিবিধ প্রকৃতির অর্বুদ বর্ণিত হয়েছে; প্রকৃত কর্কট বা ক্যানসার এই শেষোক্ত প্রকার অর্বুদেরই এক শ্রেণীভেদ- অর্থাৎ বিবিধ পুরাতন প্রাদাহিক পরিবর্ত্তনাদি (chronic inflammatory changes) নিবন্ধন দেহের যে কোন তন্তুমধ্যে এই রোগের বিকাশ হতে পারে। কর্কট রোগ বা ভীষণ আকৃতির অর্বুদ কখনো ধীরে ধীরে আবার কখনো বা সহসা প্রকাশ পায় ও দ্রুত বর্ধিত হয়। এই রোগে দুঃসহ বেদনা অনুভূত হয় আবার কখনো বা বিন্দুমাত্রও বেদনা থাকে না।

উক্ত ভীষণ প্রকৃতির অর্বুদ (Malignant Tumour) দ্বিবিধ প্রকারের হতে পারে—যথা (১) উপত্বক (অর্থাৎ ওষ্ঠ, স্তনাগ্র এবং শ্লৈষ্মিক ও স্নৈহিক-ঝিল্লির উপরস্থিত সূক্ষ্মচর্ম) **কর্কট** রোগ বা কার্সিনোমা, এবং (২) সংযোজকতন্তু কর্কট রোগ বা সার্কোমা (অর্থাৎ মাংসার্বুদ) দগ্ধ হওয়ার বা অস্থিভঙ্গকারী আঘাতাদি হেতু কর্কট হলে আমরা সচরাচর উহাকে মাংসার্বুদ (Sarcoma) বলে থাকি—মাংসার্বুদ দেখতে ভ্রূণ সংযোজক তন্তুবৎ A tumour made up of a substance like the embryonic connective tissues. মাংসার্বুদ প্রায়ই সংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়।

মানসিক উত্তেজনা (যথা—শোক বিষয় কর্মের ক্ষতি জনিত উদ্বেগাদি) বা শারীরিক উত্তেজনা [যথা—তাম্রকূট সেবন জন্য মাটির নল (pipe) ব্যবহারে, দন্তের সূক্ষ্মাগ্রভাগ জিহ্বায় পুনঃ পুনঃ লাগিয়া তথায় ক্ষতের উৎপত্তি, এক্স-রে বা

রশ্মি কিংবা মেটে তৈল প্রভৃতি শরীরে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার, স্ত্রীলোকের স্তনের দীর্ঘকাল যাবৎ শক্ত ঢিপিবৎ অবস্থা, রজোরোধ কালে বা তৎপরে সহসা কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্র হতে রক্তস্রাব প্রভৃতি কারণে শরীরের তত্তৎ কর্কট রোগের সূত্রপাত হতে পারে। আমাশয়ে পুরাতন ক্ষত, অন্ননালী বা বৃহদন্ত্র মধ্যে রোগোৎপাদক জীবাণুর বিদ্যমানতা, প্রবল আঘাতাদি জনিত ভগ্নাস্থি, পুরাতন শিরঃপীড়া, স্নায়ুশূল, চর্মরোগ বা ধাতুরোগে দীর্ঘকাল ভোগা প্রভৃতি কারণে রক্তপুষ্টি কমে গেলে কর্কট রোগ হতে পারে। কখনো এই ব্যাধি বংশানুক্রমে চলতে থাকে। এই রোগের প্রধান আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন আক্রান্ত স্থানের কোষগুলির অসাধারণ সংখ্যা বৃদ্ধি। ঠিক কি কারণে যে এই অভাবনীয় সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে তা জানা যায়নি। কোষগুলির এই অত্যধিক প্রাচুর্য্যের ফলে উহা আশেপাশের তন্তুগুলির ভিতর প্রবেশ করে সেই স্থানেও সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। পরিশেষে যখন একান্ত স্থানাভাব হয় তখন অর্বুদের উপরি অংশ ফেটে ঘা হয়ে যায় এবং শীঘ্রই ইহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে ও রক্তস্রাব হতে থাকে। ক্যানসার বলতে সাধারণ লোক মনে করে যেরূপ একটি ঘায়ের ছবি ভেসে ওঠে তা রোগের এই পরিণত অবস্থা। কর্কট রোগে রোগী দ্রুত শীর্ণ, দুর্বল ও রক্তহীন হয়ে পড়ে। খাওয়ার স্পৃহা থাকে না।

এই রোগের আর এক ভয়াবহ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, অনেক কর্কট কোষ (Cancer cell) মূল আব হতে বিচ্যুত হয়ে রক্ত ও লসিকা নালী বাহিত হয়ে দেহে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করতে থাকে এবং যে কোন ও একস্থানে স্থিতিলাভ করে তথায় বংশবৃদ্ধি ও নূতন এক কর্কট রোগ উৎপাদন করে। অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা মূল কর্কট আব সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করলেও রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় না, কারণ রোগ আবার দেহের অন্যস্থানে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানীয় অপারেশন বা আলোকরশ্মি প্রয়োগে চিকিৎসা বা ভিতে খাওয়ার বা ইঞ্জেকশনের ঔষধ আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচুর গবেষণা চলেছে। ঐরূপ যথার্থ কার্যকরী চাভাবনীয় ঔষধ আবিষ্কার হলে তবেই এই ভীষণ রোগের কবল হতে রেহাই পাওয়ার আশা করা যায়।

ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার উৎপত্তি হেতু দেহের পরিবর্তন —শারীরিক ওজন হ্রাস, দুর্বলতা এবং সর্বশেষ Cachexia এই রোগের অব্যবহিত ফল। ইহাকে কেন্দ্র দিয়া অনেক সময় [illegible] Malignant গুল্ম তাহে কিনা তাহা অনুসন্ধান করা হয় এই অবস্থার জন বোধ হয়, শরীরের সমস্ত শক্তির হ্রাসই ইহা। ক্ষুধার অভাব, হজমশক্তির অভাব, অতিরিক্ত Protein ক্ষয় ইত্যাদি এর মূলীভূত কারণ।

রক্ত—রক্তশূন্যতা সচরাচর দ্রষ্টব্য। ইহাতে অপরিণত (Immature) রক্তকণিকা (Capillary blood) প্রচুর পরিমাণে থাকে। লিভারের ঔষধ বা লৌহঘটিত ঔষধ দ্বারা এই রক্তশূন্যতার কোনও উন্নতি হয় না।

Carcinoma **এবং Sarcoma উভয়ই** Malignant তবে Carcinoma উৎপন্ন

হয়—Epithelium বা Endothelium হতে এবং Sarcoma উৎপন্ন হয় সংযোজক উৎপাদন (Connective tissue) হতে।

Carcinoma পারিপার্শ্বিক উৎপাদনকে আক্রমণ এবং ধ্বংস করে। বাহিরে অবস্থিত হলে গুল্মটির (Tumour) পচ (Necrosis) লেগে থাকে এবং তা হতে অতি দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয়। প্রথমতঃ Limph channel দিয়ে স্থানীয় গুটিকা-সমূহে প্রসার এবং পরে দূরস্থিত গুটি ও দেহের অন্যান্য যন্ত্রে প্রসার লাভ করে।

ক্যান্সারের প্রকারভেদ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত বলাই যথেষ্ট হবে যে Epithelium-এ যে কোন সমাবেশ থাকে, তারই বিভিন্ন প্রকৃতিতে ইহার প্রকারভেদ হয়।

পুরুষের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ ক্যানসার Stomach ও Intestine-এ হয়, বাকী অন্যান্য স্থানে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ জননেন্দ্রিয় ও স্তন হতে উৎপন্ন হয়, বাকী অন্যান্য স্থানে। অল্পবয়স্কদের মধ্যে ইহা বিরল কিন্তু ৩০ বৎসরের অধিক বয়স্কদের মধ্যে ইহার আক্রমণ অধিকতর হয়ে থাকে অর্থাৎ যত বয়স বাড়ে ততই বেশী বৃদ্ধি পায়। তবে ৬০।৭০ বয়সে আবার কমে যায়। সর্বাধিক আক্রমণ ৪০ হতে ৫৫ বয়সের মধ্যে।

বিভিন্ন আকৃতিতে ইহা দৃষ্টব্য, প্রথমতঃ একটি Wart এর মত দেখা যায়—ইহাতে আঘাত লেগে অতি সহজে রক্ত নিঃসৃত হয় এবং ব্যথা অনুভূত হয়। দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘা হতে থাকে এবং তা হতে দুর্গন্ধযুক্ত রক্তমিশ্রিত স্রাব নিঃসৃত হয়। ঘা বা পারিপার্শ্বিক উপাদানে শলা প্রবেশ করালে উপাদান অতি সহজেই ভেঙ্গে যায়। স্থানীয় (Regional) পরীক্ষা করলে তাতে (Metastases) দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ক্যানসার প্রথম হতে ক্ষত আকারে দেখা দিতে পারে। এই প্রকারের ক্ষত Epithelium এর সমতা হতে কোথাও উঁচু ও কোথাও নীচু থাকে। স্রাব এবং উপাদানের ভঙ্গুরতা পূর্ববৎ।

তৃতীয়তঃ—বাহিরের উপাদানের অধিকতর বৃদ্ধির জন্য শক্ত ফুলকপির আকৃতি ধারণ করে। সেগুলির বৃদ্ধি ধীরে ধীরে হয় এবং রক্তনিঃসরণ ও স্রাব অল্প হয়।

রোগ চিনবার উপায়

শারীরিক—অতি দ্রুত ওজন হ্রাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য, আহারে অনিচ্ছা, রক্তস্বল্পতা—এগুলি প্রথম হতেই আরম্ভ হয়।

স্থানীয় গুল্ম—(টিউমার) দর্শনীয় স্থানে হলে দেখা যায় তাতে বেদনা থাকে তবে চাপ দিলে বেশী অনুভূত হয়। তাহা হতে রক্তস্রাব হয়ে থাকে, রক্ত কাল। গুটি সমূহে ইহার ব্যাপ্তি প্রকাশ পায়।

আপাত দৃষ্টিতে যা মনে করা হয় তাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত না হওয়া পর্যন্ত এই রোগ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় মতামত দেওয়া অনুচিত।

সারকোমা

ইহা সংযোজক Malignant গুল্ম। ইহার বিশিষ্টতা ইহার আকৃতি মাংসপিণ্ডের মত এবং অতি দ্রুত অতি বড় আকারে পরিণত হয়। কোষ সজ্জায় প্রত্যেকটি কোষ

অতি সূক্ষ্ম Stroma মধ্যে নিবদ্ধ। Stroma জালের আকারে Parenchyma আবেষ্টন করে আছে এবং ইহা Fibrous tissue ও রক্তবহা শিরা ইত্যাদি দ্বারা গঠিত। Cancer এ কতকগুলি Parenchyma কোষ একত্র হয়ে Stroma মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ইহার dessemination বা বিস্তার রক্তের সঙ্গে embols হিসাবে হয়। তবে কোন কোন প্রকারের Sarcoma, lymph channel দ্বারাও প্রসারিত হয়।

Sarcoma সাধারণতঃ বহিরাবরণে আবৃত থাকে কাজেই লক্ষণ হিসাবে রক্ত নিঃসরণ কম হয়; ভঙ্গুরতাও বিশেষ কম। অন্যান্য লক্ষণ সমূহ প্রায় অপরাপর Malignant ব্যাধির মতই।

নিম্নলিখিত স্থানেও Sarcoma হয়ে থাকে—uterine, fibroid, হাড়ের ভগ্ন স্থানে ও অন্যান্য স্থানে হয়। বয়স হিসাবে বিবেচনা করতে গেলে ইহা জন্ম হতেই এবং প্রথম ১০ বৎসর পর্যন্ত থাকতে পারে তবে তা কম। মধ্য বয়সের পরেই ইহার প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

কখন কখনও কর্কট রোগ ঔষধ সেবন ব্যতীত স্বতঃই (অর্থাৎ শরীরস্থ রক্ষণাত্মক শক্তির সাহায্যেই) সম্পূর্ণরূপে সেরে যায়। কর্কট রোগ হয়েছে সন্দেহ হতেই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

রোগ নির্ধারণের পক্ষে রোগীর এবং চিকিৎসক উভয়েরই সহায়ক এমন কয়েকটি লক্ষণ রোগের সূচনাতেই প্রকাশ পায়। এই রোগের প্রথম অবস্থাতেই কোন বেদনা থাকে না। জিহ্বা, ওষ্ঠ এবং দাঁতের মাড়িতে কোন দুরারোগ্য দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত হলে ঐ সকল স্থানে ক্যানসার হয়েছে সন্দেহ করা যেতে পারে। কারো বহুদিন ব্যাপী স্বরভঙ্গ লক্ষণে তার গলদেশে ক্যানসার আক্রমণ সম্বন্ধে অনুমান করা সমীচীন। কারো গিলতে কষ্ট হলে এবং উহা স্থায়ী হলে তাহা খাদ্য নালীতে ক্যানসার হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে। কোন অধিক বয়স্ক ব্যক্তি বহুদিন ধরে অজীর্ণ রোগে ভুগতে থাকলে তার পেটে ক্যানসার রোগের আক্রমণ হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ৩৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন স্ত্রীলোকের অনিয়মিত রক্তস্রাব তার জরায়ুতে ক্যানসার সূচনা করে।

ক্যানসার রোগ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব হেতু রোগীগণ আক্রমণের অনেক পরে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন এবং ফলে তাঁদের হিত সাধিত হয় না। ক্যানসার সম্বন্ধে কোনও সম্ভাবনা প্রকাশ পেলে তৎক্ষণাৎ ডক্তার দেখিয়ে প্রকৃতই তার ঐ রোগ হয়েছে কিনা তৎসম্পর্কে যথাযথ পরীক্ষাদির ব্যবস্থা করে নিঃসংশয় হওয়া কর্ত্তব্য। যথা সময়ে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে সুফল পাওয়া যায়। ঔষধ ব্যর্থ হলে X-Ray বা রেডিয়াম রশ্মি প্রয়োগ করা বিধেয়; দেহের স্থলবিশেষে অস্ত্র চিকিৎসায় সুফল হয়।

চিকিৎসা।

আর্স (নিম্নক্রম) বিশেষতঃ জ্বালাকর কর্কটে; **হাইড্র্যাস্টিস** θ, ৩x—(বাহ্যপ্রয়োগ ও সেবন) গ্রন্থি বা জরায়ুতে কর্কট হলে; কার্বো অ্যানি ১x, ৩

বিচূর্ণ- কর্কট স্রাবে ; **অরামমেট** ৩x বিচূর্ণ, ৬—অস্থি কর্কটে, **অ্যাকোন র‍্যাডিক্স** (প্রতি মাত্রায় আধফোঁটা হইতে তিন ফোঁটা) যতক্ষণ পর্যন্ত না রোগীর ঘুম আসে। কর্কট জনিত দুঃসহ যন্ত্রণায় প্রায় অব্যর্থ ঔষধ।

ল্যাপিস অ্যাল্বাম ২x—অত্যন্ত জ্বালাসহ প্রচুর স্রাব (বিশেষতঃ জরায়ুর কর্কটে)।

কার্সিনোসিন ২০০ (সপ্তাহে একবার মাত্র) এটি অতি উপকারী ঔষধ যদি এতে রোগ একটু কমে আসে তা হলে পরে **কার্সিনোসিন** ১০০০ দিতে হবে মাসে এক বা দুই মাত্রা করে।

এতে কাজ চলতে থাকলে পরে একই ঔষধের Potency আরও বাড়িয়ে দীর্ঘদিন পরপর ব্যবহার করা যায়।

রক্তের কর্কট রোগ ছাড়া অন্য যে কোন ও ক্যানসার এই ঔষধ ব্যবহারে আমি খুবই সুফল পেয়েছি। তবে রোগী যেন কর্পূর, জর্দা এবং গরম মসলা না খায় তা অবশ্য মেনে চলতেই হবে।

দুঃসহ যন্ত্রণা থাকলে **এক্স-রে** ২০০ বা **রেডিয়ামব্রোম** ২০০ সপ্তাহে একবার **হাইড্রাস্টিনাম** ৩x **ভাল ঔষধ**। ক্যাল্‌কেরিয়া ফ্লুয়োর **১২x**—ক্যানসার আক্রান্ত অংশে—উহার চারধারে প্রস্তরবৎ কাঠিন্যে।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও সময় সময় আবশ্যক হতে পারে—বেল **২০০**, ফস্ফোরাস কন্ডুর‍্যাঙ্গো ১x, অ্যাসিড কার্ব ৬, বুফো θ, ফাইটো ২x, আয়োডিন **৬x কেলিব্রোম ৩**x গেলিয়াম অ্যাপারাইন θ (দুগ্ধসহ ৩০—৫০ ফোঁটা প্রত্যহ তিনবার) **সিকেলি ৩০,** ক্রিয়োজোট ৩০, হাইড্রোক'টাইল এসিড ৩x, সাল্‌ফার ৩০, স্যাঙ্গুনেরিয়া **১x**, আর্স আয়োড ৩x ইহা জলসহ সেবন নিষিদ্ধ, অরাম আয়োড ৩x, ক্যাল্‌কে আয়োড ৩ সিম্ফাইটাম, ইউফর্বিয়াম ৬ একিনেসিয়া θ (মাত্রা ৫—২০ ফোঁটা) **ল্যাকেসিস** (ঘোরলাল, নীল বা কটা'বর্ণের কর্কট) কোনিয়াম ৬, ৩০ (আঘাতজনিত কর্কট রোগ বা বুকে কর্কট রোগ হলে) কেলি সায়েনেটাম ৩ (জিহ্বার কর্কট ; হেক্লা লাভা, হেলোনিয়াস, প্লাটিনা, সিফিলিনাম, স্ক্রুফুলেরিয়া ও অর্নিথোগেলাম θ **সময়** সময় বেশ ভাল কাজ করে।

কর্কট রোগ চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত **ডাঃ Ellwood** যে সমস্ত ক্যানসার রোগ নিরাময় করেছেন তন্মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গবিশেষের ক্যানসার রোগ নির্দোষরূপে সারিয়েছেন তার নির্বাচিত ঔষধ নিম্নে লিখিত হলো।

১। **আলজিহ্বার কর্কট** —ফেরাম পিক্রিক ৩x, হাইড্র্যাস্টিস θ।

২। । **জরায়ু গ্রীবায় কর্কট**—আর্স আয়োড ৩x; পালস্‌ ৩x, (**স্ত্রীরোগ** অধ্যায়ে জরায়ুর অর্বুদ ও জরায়ুর কর্কট দ্রষ্টব্য)।

৩। **গলকোষ ও গলনালীতে কর্কট** —ফেরাম পিক্রিক ৩x, থুজা **১x**।

৪। **বৃহদন্ত্রের শেষাংশে—(Rectum) কর্কট—হাইড্র্যাস্টিস ১x, স্যাম্ভিয়া** (সপ্তাহান্তে সেব্য) এবং শোথ জন্য সাইলিসিয়া ৬।

৫। **দক্ষিণ স্তনে কার্সিনোমা** —আর্স আয়োড ৩x ও হাইড্র্যাস্টিস ৩x (পর্যায়ক্রমে)।

৬। **যকৃতে কর্কটসহ উদরী** —আর্স আয়োড ৩x ও হাইড্র্যাস্টিস।

৭। **উরুর হাড়ে সার্কোমা**।—সাইলিসিয়া ২০০, ৬।

৮। **বাম উরু অস্থির সার্কোমা**—সাইলিসিয়া ৬।

৯। **নাসিকার সার্কোমা**—নেট্রাম মিউর ২০০ (সাময়িক সেবনাবধি)

১০। **বক্ষঃদেশের। বর্ধিত গ্রন্থির কর্কট।** :—সাইলিসিয়া ২০০, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার এবং সার্কোমাতে—হেক্লা-লাভা ৩x একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ও পরামর্শ

ডাঃ কুপার রুটার মলম (Ruta ointment) ব্যবহার করতে ব্যবস্থা দেন। অতিরিক্ত বিবরণের জন্য ডাঃ Burford Cancer, Clarke's Tumour, Coooper's Cancer Royal's Practice, Gatchell's Practice, Ruddock's Vade mecum এবং Burnett's Carability of Tumours প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ব্যাধির সূচনায় অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

নিয়মিত আহার-বিহার, সংযত জীবন যাপন কর্তব্য। আহারের পর অন্তত আধঘণ্টা বিশ্রাম কর্তব্য। যাদের প্রাত্যহিক আহারের সময়ের কোন ঠিক নেই, কখনও অতি ভোজন কখনও বা অতিরিক্ত উপবাস করেন, সর্বদা পেটের রোগে ভোগেন, অথবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা ও মদ্যপান করেন—তাদের জীবনী শক্তি ক্ষীণ হয়ে যায়, রোগের সহিত লড়াই করার শক্তি কমে যায় ফলে এই মারাত্মক ক্যানসার রোগ সহজে আক্রমণ করার সুযোগ লাভ করে।

নিয়মিত আহার-বিহার, উপযুক্ত পরিমাণ লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর খাদ্য, যথোচিত শ্রম ও বিশ্রাম সকল রোগের প্রতিষেধক।

স্বাস্থ্যবিধি নিয়মিত মেনে চলে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবনে ৫ থেকে ১০ বর্ষ পর্যন্ত এই রোগ থেকে অবশ্য মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু কেটে কেটে অপারেশন করলে রোগী শুধু কষ্টই পাবে এবং দ্রুত মৃত্যু তার অবধারিত।

মনে রাখবেন —হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করে গেলে অপারেশন করা চলবে না। **গ্রন্থকারের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারেন। পোঃ শ্যামনগর, ২৪ পরগণা**

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিভিন্ন উচ্চস্তরের চিকিৎসকগণ ক্যানসার রোগে **কার্সিনোসিন** উচ্চ মাত্রায় ২০০ থেকে সুরু করে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে **এক্স-রে** ৩০, ২০০ মাত্রা দিয়ে প্রচুর সুফল লাভ করেছেন।

রেডিয়ামব্রোম —৩০, ২০০ ও এক্স-রের পর ব্যবহার করা যায়।

লক্ষণ অনুযায়ী —আর একটি প্রধান ঔষধ হলো ল্যাকেসিস, কিংবা ক্রোটেলাস প্রভৃতি সাপের বিষ থেকে তৈরী ঔষধ। এতেও এই রোগের ক্ষেত্রে অপূর্ব সুফল লাভ করা গেছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

গর্ভাবস্থা ও তৎকালীন ব্যবস্থা

গর্ভলক্ষণ

ঋতুর বিরতি, অরুচি, গা-বমি-বমি, স্তনের বোটার চারধারে কাল দাগের উৎপত্তি, তলপেট ও স্তনের বৃদ্ধি গর্ভ সঞ্চারের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু অন্য বহুপ্রকার রোগেও, এইসব লক্ষণ দেখা যায়। সেইজন্য এইসব লক্ষণসহ যদি দুই থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে তলপেটে বাচ্চার নড়াচড়া বোঝা যায়, তবেই গর্ভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। মানুষের বুকের উপর কান রাখলে যেমন ধুক-ধুক আওয়াজ শোনা যায়, তেমনি গর্ভিণীর তলপেটে কান রাখলে বাচ্চার বুকের ধুক ধুক শব্দ শোনা যায়, যদি সেই শব্দ পাওয়া যায়, তবে গর্ভ সঞ্চার সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। ভ্রূণের (বাচ্চা) ঐ শব্দ প্রতি মিনিটে 1[illegible]—135 হলে পুত্র, 145 বা তার থেকে বেশী হলে মেয়ে সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে গর্ভ সঞ্চারের এক মাসের মধ্যেই Fredman's Frog Test বা Ascheim-Jondek Test দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়। গর্ভবতী নারীর মূত্র, ইঁদুরের মধ্যে Inject করে এই পরীক্ষা করা হয়।

গর্ভে মেয়ে বা ছেলে উৎপত্তির কারণ

গর্ভস্থ ভ্রূণ কি প্রকারে মেয়ে বা ছেলে রূপে পরিণত হয়, এ তত্ত্ব এখনও ঘন অন্ধকারে। মহর্ষি সুশ্রুত বলেছেন, পুরুষের শুক্রাধিক্যে ছেলে ও নারীর আর্তবের আধিক্যে মেয়ে জন্মে এবং শুক্র ও শোণিতের অর্থাৎ নারীর আর্তবের সাম্যে নপুংসক জন্মে। ঋতু অন্তে যুগ্ম দিবসে স্ত্রী পুরুষে মিলিত হলে ছেলে এবং অযুগ্ম দিবসে মিলিত হলে মেয়ে জন্মে। এর তাৎপর্য -যুগ্ম দিবসে স্ত্রীলোকের আর্তব অল্প পরিমাণে ও অযুগ্ম দিবসে অধিক পরিমাণে প্রবর্তিত হয়—তাই যুগ্ম দিবসে ছেলে ও অযুগ্ম দিবসে মেয়ে জন্মে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে পুরুষের বীর্যের x ও y জাতীয় ক্রোমোজোম এজন্য দায়ী।

গর্ভকাল

চল্লিশ সপ্তাহ বা 280 দিন (গর্ভ সঞ্চার হতে প্রসবের দিন পর্যন্ত) অর্থাৎ পূর্ণ নয় মাস দশ দিন।

গর্ভাবস্থায় পালনীয় নিয়ম

গর্ভাবস্থায় নিম্নলিখিত স্বাস্থ্যবিধিগুলি প্রতিপালন সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া একান্ত কর্তব্য. না হলে প্রসূতি ও গর্ভস্থ শিশু দুজনেরই ক্ষতি হবার সম্ভবনা।

১। খাদ্য

গর্ভাবস্থায় গুরুপাক খাদ্য ভোজন, অতি ভোজন বা উপবাস ক্ষতিকর। ফল, দুগ্ধ, ভাত বা রুটি, ডাল, তাজা মাছ, মুড়ি, চিঁড়ে প্রভৃতি পুষ্টিকর অথচ লঘুপাক খাদ্য ভোজন করা উচিত। ভাল করে চিবিয়ে খেলে খাদ্য সহজেই হজম হব। যে খাদ্যে উদরাময় হবার আশংকা থাকে, তা অবশ্যই পরিহার্য। কেন না উদরাময় দীর্ঘস্থায়ী হলে গর্ভপাতের আশংকা। গর্ভাবস্থায় নানা প্রকার খাদ্য খেতে ইচ্ছা করে, যদি সে খাদ্যে প্রসূতি বা গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টের আশংকা না থাকে, তাহলে গর্ভিণীর অভিলাষ পূর্ণ করা সঙ্গত।

২। পরিচ্ছদ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে থাকা এবং পরা বিধেয়, কাপড় ঢিলে করে পরা উচিত কারণ কোমরে খুব কষে কাপড় পড়লে, শিশুর দেহমধ্যে রক্ত প্রবেশের ব্যাঘাত ঘটে, শিশু হয় বিকলাঙ্গ, নয়ত মৃত শিশু অকালে ভূমিষ্ঠ হয়।

৩। ভ্রমাদি

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং মৃদু ভ্রমণ ও নিয়মিত পরিশ্রম করা অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আবার অতি পরিশ্রমে গর্ভপাত হতে পারে এবং যদি অলসতা পেয়ে বসে, তবে প্রসব কালে প্রসূতির কষ্ট ও শিশু নিস্তেজ হবার সম্ভাবনা থাকে। ঠাণ্ডা বা হিম লাগানো এবং বৃষ্টিতে ভেজা ক্ষতিকারক। ৬।৭ মাস গর্ভাবস্থায় গাড়ী, পাল্কী, নৌকা বা রেলে চড়া, ছোটাছুটি করা, ভারী জিনিষ তোলা, সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা করা, লাফিয়ে চলা, বাটনা বাটা প্রভৃতি বারণ—কেন না ঐরূপ কাজে গর্ভপাত হবার আশঙ্কা থাকে।

৪। মন

মন সতত নিরুদ্বিগ্ন ও প্রফুল্ল রাখা অবশ্য কর্তব্য। বেশী ভয় পেলে, পেটের সন্তান জড় বা বিনষ্ট হতে পারে। গর্ভিণীর মন গর্ভস্থ সন্তানের মনের উপর প্রভাবশীল। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় নারীর মন ভয়ার্ত্ত থাকলে, সন্তান ভীতুস্বভাব পেয়ে থাকে, গর্ভিণীর মন বিষাদপূর্ণ যদি থাকে তবে সন্তানও বিষণ্ণ স্বভাবের হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে।

৫। স্বাস্থ্য

গর্ভিণীর স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। জ্বর, সর্দি, কাশি পেটের পীড়া এবং ছোঁয়াচে রোগ প্রভৃতি যাতে না হতে পারে সে বিষয়ে সাবধান থাকতে হবে। বাড়ীর কারও হাম-বসন্ত প্রভৃতি রোগ হলে গর্ভিণীকে আলাদা রাখা কর্তব্য। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় এই সব রোগ হলে, প্রায়ই গর্ভপাত ঘটে, এমন কি গর্ভিণীর প্রাণনাশ হবারও আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থার উপসর্গাদি এবং চিকিৎসা

গর্ভ সঞ্চার থেকে প্রসব কাল পর্যন্ত সাধারণতঃ নানা প্রকার রোগের উপসর্গ দেখা দেয় এবং সেজন্য গর্ভিণী খুব কষ্ট পায়। নীচে প্রধান প্রধান উপসর্গ এবং তার প্রতিকারের বিষয়গুলি লেখা হল—

মূর্চ্ছা

মূর্চ্ছা হওয়া মাত্র মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা এবং স্পিরিট-ক্যাম্ফরের ঘ্রাণ লওয়ান উচিত।

মূর্চ্ছার বিরামকালে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি দেওয়া উচিত—

রস-রক্তাদির ক্ষয় হেতু মূর্চ্ছায়—চায়না ৬, ৩০ ; ভয় পেয়ে মূর্চ্ছায়—ওপিয়াম ৬ শোক-দুঃখজনিত মূর্চ্ছায়—ইগ্নেসিয়া ৬, ; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ হওয়া বশতঃ মূর্চ্ছায় —ডিজিটেলিস ৬ ; স্নায়বিক দুর্বলতার জন্য মূর্চ্ছায়—অ্যাসিড ফস ৬ ; ঘুমিয়ে থাকবার পর মূর্চ্ছায়—লাইকো ৬ ; শয্যা হতে উঠবার পর মূর্চ্ছায়—অ্যাকোন ৩x ; রক্তস্রাব জনিত মূর্চ্ছায়—চায়না ৩ ; আঘাত জনিত মূর্চ্ছায়—আর্ণিকা ৩x ; হিষ্টিরিয়া জনিত মূর্চ্ছায়—মস্কাস ৩x।

মাথাধরা

রক্ত সঞ্চয় জনিত শিরঃপীড়া—অ্যাকোন, বেল, ওপি ; পিত্তসহ রক্তাধিক্যজনিত—মার্ক-সল, পডো ; বাতজ শিরঃপীড়া—ব্রাইয়ো ; অজীর্ণতাজনিত শিরঃপীড়া—নাক্স, পালস, ইপি, সাল্ফার ; সর্দিজনিত শিরঃপীড়া—অ্যাকোন, ডালকা, ইগ্নে, ভ্যালেরিয়ানা ; সবিরাম শিরঃপীড়া—চায়না, কুইনাইন ; রক্তাধিক্যবশতঃ মাথাঘোরা ও চোখের সামনে কাল কাল দাগ দেখলে—অ্যাকোনাইট ৩ ; দপদপে শিরঃপীড়া এবং চোখ, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ এবং কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ শব্দবোধ হলে—বেলেডোনা ৬ ; মাথায় চিড়িকমারা লক্ষণযুক্ত ব্যথায়—নাক্স-ভমিকা ৩০।

পিঠে ও কোমরে বেদনা

ব্রাইয়ো ৩, রাস-টক্স ৬ ও সিপিয়া ৩০ এর প্রধান ঔষধ। তলপেটে প্রসব বেদনার মত বেদনায়—সিকেলি ৩ ; অতি শ্রমজনিত বেদনায়—আর্ণিকা ৩ ; পিঠের বেদনায়—ক্যাল্‌কে-কার্ব বা কষ্টিকাম ৬, বেদনা ডান দিকে বা পার্শ্বে হলে—ক্যামোমিলা ৬, পালস ৩, ফস্ফো ৩, অ্যাকোন ৩x। কোমরে ফ্লানেল বা কোন গরম কাপড় জড়িয়ে রাখা উচিত।

পেট খামচান

গর্ভে সন্তান বাড়তে থাকে বলে শিরা, ধমনী, স্নায়ু প্রভৃতি বাড়তে থাকে, এবং সেইজন্য পেট খামচায়, পেটে রক্ত সঞ্চয় বোধসহ জ্বর লক্ষণে—অ্যাকোন ৩x ; পেটে প্রচণ্ড বেদনায় গর্ভিণী পেছন ভাগে বেঁকে পড়লে—বেল ৩x ; পেট খামচান (খাবার পর বাড়ে) এবং সেই সঙ্গে বমির ইচ্ছা, বায়ু নিঃসরণ ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে— নাক্স-ভম ৩x ; খামচান বা সূঁচের মত বেদনা, সেই সঙ্গে বমিব ভাব হলে—পালস্‌ ৬, ভিরে-অ্যাল্বও দরকার হতে পারে।

দন্তবেদনা

জ্বরের সঙ্গে দন্ত-বেদনায়—অ্যাকোনাইট ৩x ; স্নায়বিক উত্তেজনাসহ অজীর্ণতা জনিত দন্তবেদনা হলে—নাক্স-ভম ৩০, ক্যাল্‌কে ফ্লোর ৬, মার্ক ৬, ক্যামোমিলা ১২, অ্যাণ্টিম ক্রুড ৬ বা ক্রিয়াজোট ১২, লক্ষণ অনুসারে প্রয়োগ করা উচিত। স্পাইজিলিয়া ও স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া কখনো কখনো দরকাব হতে পাবে।

শোথ

গর্ভাবস্থায় রক্তসঞ্চালন ক্রিয়াব ব্যাঘাত বশতঃ পায়ে, ঊরুতে ও স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে শোথ হয়ে থাকে। আর্স ৩০, চায়না ৬, ক্যান্থা ৬, সাল্‌ফার ৩০, ব্রাইয়ো ৩, ডিজি ৩x, এপিস ৩ বা ফেরাম ৩, লক্ষণ দেখে দেওয়া উচিত।

হিষ্টিরিয়া

বায়ু প্রধান ধাতুবিশিষ্ট নারীদের সাধারণতঃ এই পীড়া হয়। হিষ্টিরিয়া জনিত আক্ষেপ অতি প্রচণ্ড হলে গর্ভপাত পর্যন্ত হতে পাবে। আক্ষেপ ঘটবার আগে গলদেশ মধ্যে যেন কোন কিছু আটকিয়ে আছে মনে হয়। ফুঁপাইযা কাঁদা, গেলার ব্যর্থ চেষ্টা, দৃঢ় মুষ্টিতে নিজের গলদেশ আঁকড়িযে ধবা, মুখমণ্ডল মলিন, চৈতন্য সত্ত্বেও কথা বলতে অক্ষমতা প্রভৃতি প্রাথমিক লক্ষণ উপস্থিত হয় ; পবে মুখ দিযে বায়ুর নিঃসরণ বা মূত্রত্যাগ হবার পব বাববাব চিৎকাব, কান্না ও ও অশ্রুপাতের পব রোগ সেরে যায়। ইগ্নে, মস্কাস নাক্স-ভম, প্ল্যাটিনা বা ভ্যালেরিয়ানা এর প্রধান ঔষধ।

মৃগী

মাথায় বেদনা, আলস্য, মাথাঘোরা, মানসিক গোলযোগ, অস্থির নিদ্রা, বুক ধড়ফড় করা, বমির ইচ্ছা, রক্তাভ মুখমণ্ডল প্রভৃতি এই রোগের পূর্ব লক্ষণ। অ্যাগারিকাস, বেল, কষ্টি, সাইকিউটা, কুপ্রাম, হায়োসায়ামাস প্রভৃতি এই পীড়ার প্রধান ঔষধ।

সন্ন্যাস রোগ

তীব্র শিরঃপীড়া, বমির ইচ্ছা ও মূর্চ্ছাসহ রোগিণী মাটিতে পড়ে যায়, গভীর নাক ডাকা, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ ও স্থির-চক্ষু প্রভৃতি উপসর্গ এই রোগে বর্তমান থাকে। অ্যাকোন, বেল, ককিউলাস, ল্যাকে, নাক্স-ভম বা ওপিয়াম এই পীড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

মানসিক অবস্থার গোলযোগ

গর্ভিণীর কখনো কখনো ক্রোধ দেখা দেয়। তুচ্ছ বিষয়ে অশ্রু-বিসর্জন, আসন্ন প্রসব যন্ত্রণার ভয়ে ব্যাকুলতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। সিমিসিফিউগা ৩, ও পালসেটিলা ৩ এই অবস্থার উৎকৃষ্ট ঔষধ; খিটখিটে মেজাজের জন্য ক্যামোমিলা ৬ প্রযোজ্য; প্রসব যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হলে, অ্যাকোনাইট ৩ সেবন করতে হবে।

বমি বা বমির ইচ্ছা

গর্ভাবস্থার সূচনায় বমি, বমির ইচ্ছা ও মুখ দিয়ে জল ওঠা—এই তিনটি উপসর্গ দেখা দেয় এবং এগুলি প্রায়শঃ সকাল বেলায় প্রকট হয় অল্প দিন মাত্র। ঐ সব উপসর্গ নিজে থেকে আপনিই কমে যায়, কিন্তু সহজে না সারলে, নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি বিবেচ্য—

সিম্ফারকার্পাস রেসিমোসা ৩x, ৩০, ২০০—এই রোগের প্রধান ঔষধ, বিশেষতঃ অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বারে বারে বমি বা বমির ইচ্ছা, পারিপাক-যন্ত্রের গোলযোগ, খাওয়াতে কখনো রুচি, কখনো বা অরুচি, মুখ দিয়ে জল ওঠা, তিক্ত আস্বাদ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য; সব প্রকার খাবারে বিতৃষ্ণা, চিৎ হয়ে শুলে আরাম লাগে।

অবিরত বমি, বমির ইচ্ছা, পিত্ত বা শ্লেষ্মা-বমি এবং উদরাময় হবার আশঙ্কা, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদ্গার, মুখ দিয়ে জল ওঠা, হিক্কা, সকালের আহারের সময় বা আহারের পর বমি লক্ষণে—নাক্স ভমিকা ৩০।

ক্রিয়োজোট ৬, সিপিয়া ৩০, অ্যালেট্রিস ফেরিনোসা ৩, পালস্ ৩০ অ্যাপোমর্ফিয়া ৩০, ককিউলাস ৩, চেলিডোনিয়াম ৩০, ইপিকাক ৬, সিমিসিফিউগা ৩০ প্রভৃতি ঔষধ আবশ্যক হতে পারে।

মুখ দিয়ে জল ওঠা

অতি ভোজন জনিত জল ওঠা এবং টক বা ভুক্তদ্রব্যের স্বাদবিশিষ্ট ঢেঁকুর ওঠে ; ঔষধের অপব্যবহারের ফলেও অনবরত থুথু উঠতে পারে—মার্ক ভাই ৬ এর প্রধান ঔষধ ; কিন্তু মার্কারি বা পারদ ঘটিত ঔষধ বেশী সেবন জনিত রোগিণীর মুখ দিয়ে জল উঠলে নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩—৩০, কার্বো-ভেজ ৬ বা হিপার ৬ প্রযোজ্য। অম্ল ঢেঁকুর, হঠাৎ ঢেঁকুর ওঠে, তিক্তস্বাদ বিশিষ্ট কতকটা তরল পদার্থ গলা পর্যন্ত উঠে নীচে অবতরণ ; অরুচি, বুক জ্বালা, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং অবিরত মুখ দিয়ে জল উৎক্ষেপে—নাক্স ভম ৩০। পেট ফাঁপা বা পেট কষে ধরা ও পাকস্থলীতে জ্বালা এবং অম্ল ঢেঁকুর সহ মুখ দিয়ে জল উঠলে কার্বো ভেজ ৩x—৩০। অনবরত অম্ল ঢেঁকুর সহ জল উঠলে—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩০। পুরাতন রোগে লাইকোপোড ১২—৩০, ভিরেট্রাম অ্যাল্ব ২, অ্যাসিড সাল্‌ফ ৩ প্রভৃতিও সময় সময় আবশ্যক হয়।

শিরা স্ফীতি

গর্ভাবস্থায় জরায়ু ক্রমশঃ বাড়ে এবং ওর চাপে উরু ও যোনিদেশ এবং অন্যান্য অঙ্গেরও শিরাগুলি কখনো কখনো ফুলে ওঠে ও গাঁট যুক্ত হয়। হ্যামামেলিস ৩ সেবন এবং (H আটগুণ জলসহ) পটি ব্যবস্থা। শিরা মধ্যে যন্ত্রণা হলে, পালস্‌ ৩। দুর্বলতা লক্ষণে, ফার্মিকা ৩x। পুরানো রোগে—ফ্লুয়োরিক অ্যাসিড ৬, শিরা ফেটে রক্ত নির্গত হলে—হ্যামামেলিস Q দ্বারা তুলো ভিজিয়ে রক্ত নির্গমনের স্থানটি শক্ত করে বেঁধে রাখা কর্তব্য। ফেরাম ফস ৩ এবং প্লাম্বাম ৬ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে। পালস্‌ ৩ শিরা স্ফীতি রোগের প্রতিষেধক। পায়ের শিরা ফুললে, মোজা ব্যবহারে এবং হেলান দিয়ে শুলে উপকার হয়।

খিলধরা

গর্ভাবস্থায় চতুর্থ বা পঞ্চম মাসে গর্ভিণীর পায়ে, উরুদেশে, পেটে, পিঠে ও কোমরে খিল ধরে। পায়ে ও উরুতে খিল ধরলে ক্যামোমিলা ; খিলধরাসহ শিরঃপীড়া, অগ্নিমান্দ্য বা বমির ইচ্ছায়—নাক্স ভমিকা, ব্রায়োনিয়া বা সিপিয়া ; উদরাময়ে আইরিস বা ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব ; কোমরে ও পেটে খিল ধরলে—কলোসিন্থ, কিউপ্রাম, নাক্স-ভমিকা ; সেই সঙ্গে পেট ফাঁপা থাকলে—লাইকোপোডিয়াম, ঔষধগুলি ৬ষ্ঠ শক্তিতে প্রযোজ্য।

ন্যাবা

গর্ভাবস্থার জরায়ু বর্দ্ধিত হলে, পিত্তবাহী নালীর উপর চাপ পড়লে, সচরাচর ন্যাবা রোগ হয়ে থাকে। ক্যামো ৬, মার্ক-সল ৬, চেলিডোনিয়াম ৩x ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। দুপুরে বাম দিক (দেহের) চেপে শুলে উপকার হয়।

অসাড়ে মূত্র ত্যাগ

ক্যানাবিস-স্যাট ১x, ক্যান্হারিস ৩, সিনা ৩, বেল ৩। গরম জিনিস, লবণ ও অম্ল খাওয়া নিষিদ্ধ। ঠাণ্ডা জল ও দুধ ভাল পথ্য।

অল্প প্রসাব ও মূত্র রোধ।

গর্ভস্থ সন্তান যত বাড়ে মূত্র-যন্ত্রাদির ওপর তত চাপ পড়ে, ফলে মূত্র কমে যায় বা সম্পূর্ণ মূত্ররোধ ঘটে। কাঁচা দুধ ও জল সমান ভাগে মিশিয়ে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় খেলে, মূত্র সরল হতে পারে। মূত্ররোধে ক্যাম্ফার θ, ক্যান্হারিস ৬, বেল ৩ সেব্য। অল্প গরম জলে স্নান খুব উপকারী।

কোষ্টবদ্ধতা

নাড়ী-ভূঁড়ির উপর গর্ভস্থ সন্তানের চাপ পড়লে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। কলিনসোনিয়া ৩x প্রধান ঔষধ। নাক্স-ভমিকা ৩০, ব্রাইয়োনিয়া ৬, সালফার ৩০, ওপিয়াম ৩, প্লাম্বাম ৬, অ্যালুমিনা ৬, পডো ৬ প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে। পাকা পেঁপে খুব উপকারী।

উদরাময়

মার্ক-সল ৬, চায়না ৬, অ্যাসিড ফস ৬, ক্যামো ৬, ফস ৬, সালফ ও পডো ৬ লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে।

বুক-জ্বালা

পালসেটিলা ৬ বা ক্যাপ্সিকাম ৬ এর প্রধান ঔষধ। অম্লপীড়া জনিত বুক জ্বালায় ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬। আর্স ৩x, কার্বো ভেজ ৩x—৬x, নাক্স ভম ৩, পালস্ ৬, ফস ৩ ও নাইট্রিক অ্যাসিড ৬ সময় সময় দরকার হয়।

অনিদ্রা

কফিয়া ৬ এর প্রধান ঔষধ। রাত্রির প্রথম ভাগে নিদ্রা ও শেষভাগে অনিদ্রা লক্ষণে, সালফার ৩০। অনিদ্রাসহ জ্বর বর্ত্তমান থাকলে, অ্যাকোনাইট ৩। পায়ে খিলধরা বা ব্যথার জন্য অনিদ্রায়—ক্যামোমিলা ৬ বা ভিরেট্রাম ৬, শোবার আগে ঈষদুষ্ণ লবণ জলে গা স্পঞ্জ করলে ভাল নিদ্রা হয়।

রুচি-বিকার

পাতখোলা, পোড়ামাটি, লবণ প্রভৃতি খাওয়ার স্পৃহা লক্ষণে—অ্যালুমিনা ৩০, কার্বো ভেজ ৩, কবিউলাস ৬, সাইকিউটা ৩০। খড়ি, নুন, মিষ্টি, ডিম প্রভৃতি খাওয়ার প্রবল স্পৃহায়—ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬ বা নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩।

লালাস্রাব

গর্ভাবস্থায় কারও কারও প্রচুর গাঢ় লালাস্রাব হয়, এটি প্রায়ই গর্ভের প্রথম অবস্থায় দেখা যায়। অনেক সময় দুই এক মাত্রা মার্কিউরিয়াস দিলেই লালাস্রাব বন্ধ হয়, না হলে আর্স, পালস্, নেট্রাম প্রভৃতি ঔষধ আবশ্যক হতে পারে।

লালাস্রাবসহ খাদ্যদ্রব্যে বিদ্বেষ ও গা-বমি বমি লক্ষণে—পালস্ ৩০ ; দারুণ অবসাদে মুখ ম্লান, বমির ইচ্ছা ও ভুক্তদ্রব্য বমি, পা ফোলা প্রভৃতি লক্ষণে—আর্স ৬ ; জিভে, ঠোঁটে ও মুখে ঘা, শীর্ণ চেহারা ও প্রচুর লালাস্রাবে—নেট্রাম ৩০, লালা রক্তলাঞ্ছিত, জিহ্বা-জ্বালা, ঘা হয়েছে অনুভব, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ লক্ষণে—সাল্‌ফার ৩০।

শ্বাসকষ্ট

অধিক ভ্রমণ, কাশি, স্নায়বিক দৌর্বল্য, অজীর্ণতা প্রভৃতি কারণে গর্ভাবস্থায় শ্বাসকষ্ট ঘটে। অ্যাকোন, আর্স, ইপি, মস্কাস, ফস, নাক্স, ব্রাইয়ো প্রভৃতি এর প্রধান ঔষধ।

বুক ধড়ফড় করা

ডিজিটেলিস ৩ এর প্রধান ঔষধ। অজীর্ণ হেতু বুক ধড়ফড় করলে—নাক্স ভমিকা ৬। ষ্ট্রেমোনিয়ম ৩x, মস্কাস ৩x, অ্যাকোন ৩x, আর্স ৩, বেল ৩, পালস্ ৬, সাল্‌ফার ৩০ প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী আবশ্যক হতে পারে।

অর্শ

কোন কোন গর্ভিণীর অর্শের যন্ত্রণা হয়। নাক্স ভমিকা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। অর্শসহ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে—কলিনসোনিয়া ৩x, কার্বো ভেজ, পডো, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি সময় সময় আবশ্যক হয়।

কাশি

সময় সময় গর্ভিণীর শুষ্ক কাশির জন্য কষ্ট হয়, অ্যাকোন ৩ ও নাক্স ভমিকা ৬ এই রোগের প্রধান ঔষধ।

প্রস্রাবের যন্ত্রণা

স্পিরিট ক্যাম্ফার এর প্রধান ঔষধ। অ্যাকোনাইট ৩, বেলেডোনা ৬, এপিস ৬, আর্সেনিক ৬ বা ক্যান্থারিস ৬, সময় সময় আবশ্যক হতে পারে।

মূত্র নালীর আক্ষেপ

মূত্রনালীর আক্ষেপের জন্য গর্ভিণীর খুব কষ্ট হয়, কখনও বা দিন-রাত্রি অনবরত প্রস্রাব গড়িয়ে পড়ে। কষ্টিকাম ৬ বা অ্যাসিড ফস ৩x সেবন এবং এক গ্রেণ জিঙ্কাম-মিউর এক আউন্স জলসহ মিশিয়ে তার দ্বারা জননেন্দ্রিয় ধুয়ে দিলে উপকার হয়।

রজোনিঃসরণ

গর্ভাবস্থায় কদাচিৎ কখনও ঋতু দেখা দেয়। ককিউলাস ৬ বা ফস্ফোরাস ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বেদনা

গর্ভাবস্থায় শরীরের কোনও স্থানে খিল ধরলে—ভাইবার্ণাম ওপ ৩ বা কলোসিন্থ ৬, হৃৎপিণ্ডে দপদপে বেদনায়—আর্জ মেট ৬। ভ্রূণের সঞ্চলনহেতু বেদনায়—আর্ণিকা ৩, সিপিয়া ৬, থুজা ৩০, কোনিয়াম ৬।

পেট কনকন করা

ক্যামোমিলা ১২ বা নাক্স-ভম ৬ এক মাত্রায় উপকার হয়। ক্যাল্কে-কার্ব ৬ ফলপ্রদ।

জ্বর

গর্ভাবস্থার প্রথম কয়েক মাসে অল্প অল্প জ্বরে ঔষধের আবশ্যক নাই; জ্বর না ছাড়লে অ্যাকোন ৬ সেব্য।

কামড়ানি

পা ও পায়ের পাতায় হঠাৎ কামড়ানি বা টান ধরার মত বেদনায়—কিউপ্রাম ৬ ও জেলসিমিয়াম ৩ উপকারী।

বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি

বোরাক্স ৩ ও অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া ৬-এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পেট ঝুলে পড়া

যে সকল স্ত্রীলোকের পেটের চামড়া ঢিলে তাহাদের গর্ভ হলে পেট ঝুলে পড়ে এবং ক্লেশদায়ক হয়। কাপড় দিয়ে পেট তুলে বাঁধলে কষ্ট দূর হয়।

পেট বড় হওয়া এবং স্তনে ব্যথা

পেট বড় হয়ে যদি চামড়া টাটায় ও স্তনে ব্যথা হয়, তাহলে নারকেল তেল দিয়ে পেট ও স্তন ধীরে ধীরে মালিশ করলে যন্ত্রণার লাঘব হয়। এতে উপশম না হলে বেলেডোনা ও নাক্স ভমিকা ৬ প্রযোজ্য।

পেটে ছেলের নড়াচড়ায় কষ্ট

ওপিয়াম ৬ বা আর্ণিকা ৩ প্রযোজ্য।

ধাতের ব্যারাম

দুধের মত ধাত নির্গমনে—ক্যাল্কেরিয়া ৬, হলদে বা জলের মত ধাত নির্গমনে—সিপিয়া ২০০, ধাতের ব্যারামে নিতান্ত কাহিল হয়ে পড়লে—চায়না ৬ বা অ্যাসিড ফস ৩x। ধাতের ব্যারামের সঙ্গে যোনির ভিতর সড়সড়ানি এবং অত্যন্ত সঙ্গমেচ্ছা বর্ত্তমানে প্ল্যাটিনা ৬।

স্তনের বিবিধ উপসর্গ

স্তন শক্ত, লাল ও ভারবোধ এবং বেদনাশূন্য হলে, বেলেডোনা ২x। স্তন স্ফীত ও ভারী, কিন্তু, লাল নয় এরূপ লক্ষণে ব্রাইয়োনিয়া ৩, স্তনের উপর শীতল জলের পটি প্রয়োগ উপকারী, কিন্তু আক্ষেপিক বেদনায় উষ্ণ জলের পটি প্রযোজ্য।

স্তনের বোঁটায় প্রদাহ ও ঘা

আঘাত লেগে বোঁটায় প্রদাহ হলে—আর্ণিকা ৩ সেবন ও আর্ণিকা θ জলসহ মিশিয়ে বাহ্য প্রয়োগের ব্যবস্থা। বোঁটায় ঘা হলে ও ঘা হেজে গেলে—হাইড্র্যাস্টিস্ ৩ সেবন ও হাইড্র্যাস্টিস θ (আটগুণ জলসহ মিশিয়ে) পটি প্রয়োগ দরকার।

স্তন বড় হবার দরুন যন্ত্রণা

শূল বেদনার ন্যায় যন্ত্রণায়—কোনিয়াম ৩। প্রদাহ জনিত যন্ত্রণায়— বেলেডোনা ৩x বা ব্রায়োনিয়া ৩।

মানসিক কষ্ট

গর্ভিণী সর্বদা বিষন্নভাবে থাকলে—সিমিসিফিউগা ৬ ; শোকে অধীর হলে—ইগ্নেসিয়া ৬ ; ভীতা হলে—অ্যাকোনাইট ৩ ; কোপনস্বভাবা হলে—ক্যামোমিলা ১২ ব্যবস্থা।

অপ্রকৃত প্রসব বেদনা

গর্ভাবস্থার পরিণত অবস্থায় সময় প্রসব বেদনার ন্যায় অপ্রকৃত বেদনা প্রকাশ পায়, ক্যামোমিলা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। পালসেটিলা ৩০, সিমিসিফিউগা ৩ বা কলোফাইলাম ৩ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় রক্তস্রাব

গর্ভিণী বেশী জোরে হাসলে, কাঁদলে বা কাশলে অথবা পড়ে আঘাত পেলে জরায়ুতে ধাক্কা লেগে ফুল জরায়ু থেকে কিছু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং তাতে রক্তস্রাব ঘটে; আর্ণিকা ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। উল্লিখিত কারণ ছাড়াও জরায়ু মুখে ঢাকনির মত ফুলের অবস্থান হেতু রক্তস্রাব ঘটে থাকে। এটি গুরুতর পীড়া নির্দেশক। এরূপ ক্ষেত্রে ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। এ রোগ গর্ভাবস্থার শেষভাগে বা ঠিক প্রসবকালে ঘটে থাকে; এই সময় রক্তস্রাবই এর বিশেষ লক্ষণ (মনে রাখতে হবে স্বাভাবিক প্রসব বেদনায় শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ মাত্র নির্গত হয়; রক্তস্রাব হয় না) ট্রিলিয়াম θ এই রক্তস্রাবের একটি ভাল ঔষধ।

গর্ভাবস্থাকালীন বিবিধ উপসর্গে নিম্ন বর্ণিত বায়োকেমিক ঔষধগুলিও উপযোগী—

কেলি-ফস ৩x, ১২x—প্রসবের আগে ন্যূনাধিক একমাস কাল গর্ভিণীকে এই ঔষধ সেবন করালে তার প্রসব ক্রিয়া সহজে সাধিত হয়। স্নায়বিক উপসর্গ কমে।

ফেরাম-ফস ৩x, ৬x—গর্ভাবস্থায় পাকাশয়ের পীড়া; ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণ অবস্থায় বমি।

নেট্রাম-সালফ ৬x, ৩০x—মুখে তিক্ত স্বাদ, গর্ভাবস্থায় পিত্তাধিক্য।

ক্যাল্‌কেরিয়া-ফস ৬x, ৩০x—স্তন শক্ত হয় ও জ্বালা করে; গর্ভাবস্থায় সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতা।

ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x, ৬x—গর্ভকালীন আক্ষেপ বা খিঁচুনি।

ধাতুদোষ (Diathesis)

পিতা বা মাতার কোন ব্যাধি থাকলে সন্তানে সেই রোগ প্রতিফলিত হয়। গর্ভাবস্থায় পোয়াতিকে মাসে একবার করে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করালে ভাবী সন্তান সুস্থ সবল হতে পারে—

পিতা মাতার গণ্ডমালায়—ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০।

বংশে যক্ষ্মা বা ক্ষয়রোগ থাকলে—ব্যাসিলিনাম ২০০।

পিতা বা মাতার দুর্গন্ধযুক্ত চর্মরোগাদিতে—সোরিনাম ৩০।

পিতা বা মাতার অস্থি-বিকৃতি রোগে—সিলিকা ৩০।

ব্যারাইটা কার্ব ৩০, আয়োডিয়াম ৩০, থুজা ৩০, মার্কিউরিয়াস ৩০, কষ্টিকাম ৩০, সিপিয়া ৩০ বা সাল্‌ফার ৩০ লক্ষণ অনুসারে প্রযোজ্য।

প্রসবকালের উপসর্গাদি

প্রসবের মাস দুই আগে হতে অ্যাক্টিয়া রেসি ৩০ প্রত্যহ দুবার করে সেবনে প্রায়ই নির্বিঘ্নে প্রসব-ক্রিয়া সাধিত হয়। কিন্তু কষ্টকর প্রসব আশংকায়, অ্যাক্টিয়া রেসি-মোসার পরিবর্তে আর্ণিকা ৩ বা ক্যাল্‌কে ফ্লুয়োর ৬x বিচূর্ণ সেব্য—মাস দুই প্রতিদিন দুবার করে সেবন বিধি। প্রসবের শেষ কয়েক মাস যেসব গর্ভিণী কোষ্ঠ-কাঠিন্য জনিত ক্লেশ পেয়ে থাকে, তাদের পক্ষে কলিনসোনিয়া ৩ উপযোগী। প্রসবের কিছুদিন আগে থেকে একদিন অন্তর কেলি ফস ১২x এবং কলোফাইলাম ৬x সেবন সুপ্রসবের সহায়ক।

প্রসব যন্ত্রণা আরম্ভ হয়ে উপযুক্ত সময় মধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না, কিন্তু বেশী বিলম্ব ঘটলে চিকিৎসা আবশ্যক। লক্ষণ অনুসারে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রয়োগের অল্পকাল মধ্যে বিনাকষ্টে প্রসব কার্য সম্পন্ন হতে পারে—

জরায়ু-মুখ কুঞ্চিত থাকা হেতু প্রসব কষ্ট হলে জেলসিমিয়াম ৩x। বেদনা মৃদু, অনিয়মিত; জলবৎ স্রাব কিন্তু বেদনার বৃদ্ধি না হওয়া এবং বমির ইচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণে—পালসেটিলা ৩০। উল্লিখিত উপসর্গের পর উরুতে খিল ধরলে (বিশেষতঃ প্রসূতি তিন-চার সন্তানের মা হলে) সিকেলি কর ৩০। মাথাব্যথা, অস্থিরতা, চোখ মুখ লাল বর্ণ, অত্যন্ত অস্থিরতা, প্রলাপ. হাত-পা ছোঁড়া লক্ষণে—বেলেডোনা ৩০। অসহ্য বেদনা থাকলে—ক্যামোমিলা ৬, কফিয়া ৬ বা জেলসিমিয়াম ৬। অত্যন্ত প্রসব-যন্ত্রণার পর হঠাৎ যন্ত্রণা বন্ধ হয়ে চোখ মুখ লালবর্ণ, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস, ঘড় ঘড় শব্দ, অজ্ঞানভাব বা মূর্চ্ছাবেশ ঘটলে—ওপিয়াম ৬, ৩০। অত্যন্ত খেঁচুনি বশতঃ গর্ভিণী চীৎকার করে কাঁদতে থাকলে—হায়োসায়ামাস ৬। প্রসবকালে জরায়ু-মুখ বিস্তৃত হতে থাকলে—ক্যালেন্ডুলা θ দুই ড্রাম, অত্যুষ্ণ জল দেড় পোয়া সহ মিশিয়ে তাতে স্পঞ্জ, ন্যাকড়া বা তুলা ভিজিয়ে উহা নিংড়িয়ে নিয়ে বাহ্য জননেন্দ্রিয়ে লাগালে উপকার হয়। প্রসবের পরও ঐরূপ প্রয়োগ আরোগ্যদায়ক। দীর্ঘকাল ব্যথায় ভুগে প্রসূতি দুর্বল হলে ও জরায়ু-মুখ শক্ত থাকলে—কলোফাইলাম ৩x। গর্ভস্থ সন্তানের মাথা আগে বার না হবার আশংকা থাকলে—পালসেটিলা ৩০। জরায়ুর মুখ শক্ত থাকলে ও বিস্তৃত না হলে—বেলেডোনা ৩০। কষ্টকর প্রসব যন্ত্রণায়—আর্ণিকা ৩। কষ্টকর প্রসব যন্ত্রণায় নিয়ত বমির ইচ্ছা বর্তমান থাকলে ও প্রত্যেকবার

প্রসব যন্ত্রণাসহ নাভির চারপাশে কর্তনবৎ তীব্র বেদনা আরম্ভ হয়ে জরায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত হলে—ইপিকাক ১x, ৩x (বিচূর্ণ) প্রযোজ্য। প্রসবের সময়ে বা পরে মূর্চ্ছা এবং সেই সঙ্গে শরীর বরফের মত ঠান্ডা ও নাড়ী ক্ষীণ হইলে—ক্যাম্ফার θ।

প্রসবকাল ও তৎকালীন কর্তব্য

প্রসবকালে

আগেই বলা হয়েছে যে, গর্ভ সঞ্চারের দিন হতে প্রায়ই 280 দিনের মধ্যে (দশম মাসে) সন্তান ভূমিষ্ট হয়। নয় মাস পর্যন্ত গর্ভিণীর তলপেট বাড়তে থাকে ; তারপর (অর্থাৎ প্রসবের প্রায় নয়-দশ দিন আগে) তলপেটটি ঝুলতে শুরু করে, কোমর সরু হয়, অনেক বার প্রস্রাব ও কাঁকালের নীচে বেদনা উপস্থিত হয়। এই লক্ষণ দেখা দিলেই বুঝতে হবে প্রসবের আর বেশী দেরী নেই।

প্রসববেদনা

জরায়ুর ভিতরে শিশু বাড়তে থাকলে পূর্ণ গর্ভ অবস্থায় যথা সময়ে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়ে থাকে। জরায়ুর পেশীদ্বয়ের সঙ্কোচন-প্রসারণই প্রসব ক্রিয়ার সহায়ক। তাই জীবন্ত শিশু যেরূপে সহজে ভূমিষ্ঠ হয়, মৃত শিশুও সেইরূপে ভূমিষ্ঠ হয়ে থাকে ; ভূমিষ্ঠ হবার জন্য গর্ভস্থ শিশুকে কোন চেষ্টা বা যত্ন করতে হয় না। গর্ভস্থ কোন অদৃশ্য শক্তির দ্বারা প্রসব ক্রিয়া সাধিত হয়। জলপূর্ণ কোন সংকীর্ণ পথ দিয়ে যেতে হলে, পথের অবস্থা বুঝে আমরা যে রকম নিজ দেহ রক্ষা করে চলি, ঠিক সেইরূপ প্রসব সময়ে উক্ত অদৃশ্য শক্তি মাতৃগর্ভস্থিত শিশুকে চালিত করে। প্রসবপথে যে স্থান যে রকম গঠিত, মাতৃগর্ভ হতে উক্ত অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা শিশু দেহটি সেই স্থানে ঠিক সেভাবে সংস্থিত হয়, নচেৎ প্রসব-ক্রিয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত। প্রসব পথের স্থান বিশেষে যখনই শিশুর কাঁধ দুটি আটকে যায়, তখনই সেই রহস্যময়ী শক্তি দ্বারা ওর পার্শ্ব পরিবর্তন ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং শিশু সহজেই গন্তব্য স্থানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই অদৃশ্য মহাশক্তির ক্রিয়া কৌশল ভাবলে অবাক হতে হয়।

জরায়ুর আকার পরিবর্তন, বাহ্য স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের আর্দ্রতা, তৎপেশীসমূহের শিথিলতা এবং মানসিক দুশ্চিন্তা—এগুলি প্রসব বেদনার অব্যবহিত পূর্ব লক্ষণ। পরে যখন বার বার মল-মূত্র ত্যাগ করবার ইচ্ছা হয়, গা-বমি-বমি করে ও বমি হয়, গা কাঁপে, জলভাঙ্গে (যোনি হতে ফেনের মত শ্লেষ্মাদি বের হয়) এবং কোমরের দিক হতে যন্ত্রণা শুরু হয়ে পেটের দিকে এসে জড়িয়ে যায়, তখন প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়েছে বুঝতে হবে। প্রসব বেদনার সূচনা হতে সাধারণতঃ ছয় ঘণ্টার মধ্যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় ও শিশুর মাথা আগে বের হয়, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম ; তবে প্রথম পোয়াতির বেলায় অনেক বেশী সময় লাগতে পারে।

অনেক সময় প্রসব-বেদনা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে, সত্য ও মিথ্যা প্রসব-বেদনার পার্থক্য বিচারপূর্বক প্রকৃত প্রসব-বেদনা নির্ণয় করতে হবে।

সত্য প্রসব-বেদনা	মিথ্যা প্রসব-বেদনা
১। পিঠে কোমরে (কখনও বা উরু পর্যন্ত) বেদনা বোধ।	১। কেবল পেটেই বেদনা (খামচান বা কনকনে হতে পারে)।
২। প্রতিবার বেদনা নিয়মিত রূপে (যথা—প্রতি পনের, বিশ মিনিট অন্তর পর্যায়ক্রমে) আসে ও জুড়িয়ে যায়।	২। বেদনা উপস্থিত হবার কোন নিয়ম নাই। কখনও দশ মিনিট, কখনও পাঁচ মিনিট অন্তর বেদনা আসে, কখনও বা অবিরামভাবে চলতে থাকে।
৩। প্রতিবার বেদনাসহ জরায়ু-মুখ অল্প বিস্তৃত হয় এবং জল ভাঙ্গতে থাকে।	৩। বেদনায় জরায়ু-মুখ আদৌ বিস্তৃত হয় না এবং জল ভাঙ্গে না।

প্রসব বেদনা যত ঘন ঘন হতে থাকে, প্রসবকাল ততই নিকটবর্তী হচ্ছে বুঝতে হবে।

চিকিৎসা

কলোফাইলাম ১x—৩ মিথ্যা প্রসব বেদনার ভাল ঔষধ। অজীর্ণতা জনিত বেদনায়—পালস্ ৩—৩০ ; ভয়তরাসে বা যারা সহজে উত্তেজিত হয় তাদের পক্ষে—অ্যাক্টিয়া রেসি ৩ উপযোগী। প্রবল অথচ ক্ষণস্থায়ী বেদনায়—বেল ৩ প্রযোজ্য।

প্রসবকালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে—

সূতিকাগার

বাড়ীর মধ্যে একটা ভাল ঘর অর্থাৎ যে ঘরটি বড়, পরিষ্কার, শুকনো ও দুর্গন্ধ-হীন এবং যাতে হাওয়া খেলে অথচ হিম বা ধোঁয়া জমে না, সে ঘরটি আঁতুড় ঘর করা বিধেয়। সূতিকা ঘরের দোষে মা ও সন্তানের প্রাণনাশ পর্যন্ত হতে পারে। বর্ষা ও শীতকালে ঠাণ্ডা নিবারণের জন্য আঁতুড় ঘরের এক কোণে কয়লা বা ঘুঁটের কিছু আগুন রাখতে হয়, কিন্তু তার দ্বারা ঘরে যাহাতে ধূম না জম্মে সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেখানে হাসপাতালের সুবিধা আছে সেখানে প্রসূতিকে হাসপাতালে পাঠান নিরাপদ।

পালনীয় নিয়ম

১। অশিক্ষিত ধাই দিয়ে বার বার প্রসব-দ্বার পরীক্ষা করানো ভাল নয়, এতে ধাইয়ের অবিশোধিত হাতের জীবাণু সংক্রমণে বিবিধ মারাত্মক পীড়া হতে পারে।

২। প্রসবকালে বা প্রসবের পর মলিন কাপড়-চোপড় ব্যবহার শিশু ও প্রসূতি উভয়ের পক্ষে বিপজ্জনক। এতে জীবাণু সংক্রামিত হয়ে মারাত্মক পীড়া বা প্রাণনাশ হতে পারে। ৩। প্রসবকালে যোনিদ্বারে তেল জাতীয় জিনিষ ব্যবহার ঠিক নয়। ৪। প্রসব-গৃহের দরজা জানালা বন্ধ করে কয়লা বা কাঠের আগুনে শিশুকে সেঁক দেওয়া একটা মারাত্মক কু-প্রথা, এতে শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু বা নানা দুরারোগ্য পীড়া জন্মাতে পারে। ৫। সাধারণতঃ প্রসব গৃহ, প্রসূতি, শিশু ও প্রসব-গৃহের আসবাব-পত্রকে অশুচি বলা হয়, কিন্তু এটা ভুল, ঐগুলি অশুচি মনে না করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দেওয়া দরকার। ৬। সাধারণতঃ আমাদের দেশের মহিলাগণ সন্তান প্রসবের ১০/১২ দিন পরই গৃহকর্ম শুরু করেন। এতে শিশু ও প্রসূতির দু'জনেরই পুষ্টির যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে। প্রসূতির পক্ষে অন্ততঃ দুই থেকে তিন মাস যতটুকু সম্ভব বিশ্রাম গ্রহণ করা দরকার। ৭। ফেলে দিতে হবে ভেবে প্রসূতিকে সাধারণতঃ ভাল বিছানা দেওয়া হয় না—এটা অন্যায়। পরিষ্কার ও ভাল বিছানা প্রসূতির জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। ৮। কাঁচা নাড়ী শুকাবে না এই ভয়ে অনেকে প্রসূতিকে পর্যাপ্ত জল পান করতে দেয় না, তা ভুল। যথেষ্ট পরিমাণ জল পান করলে কোন অপকার হয় না, বরং প্রচুর জল প্রস্রাব হয়ে দূষিত পদার্থ সমূহ বের হয়ে প্রসূতি সহজে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে থাকে।

প্রসবের কোন অবস্থায় ডাক্তার ডাকতে হবে

আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে সাধারণতঃ ধাই দ্বারাই প্রসব-কার্য করান হয়। পরিণত বয়স্কা অভিজ্ঞা গৃহিণীও কোন কোন স্থলে সাহায্য করে। ডাক্তার প্রায়ই ডাকা হয় না, সংকটাপন্ন অবস্থায় ডাকলেও এমন দেরীতে ডাকা হয় যখন ডাক্তারের পক্ষে পরিতাপ করা ছাড়া অন্য আর কিছুই করার থাকে না। সুতরাং কোন্ অবস্থায় ডাক্তার ডাকতে হবে তার একটা সংক্ষিপ্ত আভাস নীচে দেওয়া হল :—

১। গর্ভাবস্থায়

স্বাভাবিক অপেক্ষা ছোট প্রসব-পথ ; হাত-পা-ফোলা ; উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি পীড়া বর্ত্তমান ; গর্ভিণীর অস্বাভাবিক খর্বতা ; রক্তস্রাব, অতিরিক্ত বমি প্রভৃতি লক্ষণে।

২। প্রসবকালে

যদি রক্তস্রাব হয় ; প্রসব পথ বা পেরিনিয়াম (যা মলদ্বার ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান) যদি ছিঁড়ে যায় ; শিশুর একটি হাত বা পা যদি প্রসব পথে বার হয় ব্যথা

যদি জড়িয়ে যায় ; শিশুর গলায় যদি নাড়ী জড়িয়ে যায় ; গর্ভিণী যদি প্রসব-কালে অবসন্ন হয়ে পড়ে ; প্রকৃত জলভাঙ্গার পর এক ঘণ্টার মধ্যে প্রসব না হলে ; যদি শিশুর মাথা প্রসব পথে ঠিকভাবে না আসে ; প্রসবকার্যে অস্বাভাবিক দেরী হতে থাকে ; প্রসূতির বার বার মূর্চ্ছা বা আক্ষেপ হতে থাকলে।

৩। প্রসবান্তে

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর এক ঘণ্টার মধ্যেও যদি ফুল না পড়ে ; যদি প্রবল জ্বর কম্প, দুর্গন্ধ স্রাব, পায়ের স্ফীতি, অতিরিক্ত রক্তস্রাব বা অপর কোন পীড়া ঘটে।

৪। সদ্য-প্রসূত শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ

শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ, নীলিমা, চক্ষু-প্রদাহ ; শিশুর মলদ্বার, মূত্রদ্বার, মুখ বা অপর কোন অঙ্গের পীড়া যদি দেখা দেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ্য চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত।

স্বাভাবিক প্রসবে পালনীয় নিয়ম

প্রথম অবস্থা

প্রসবের প্রথম অবস্থায় পোয়াতি যেভাবে থাকতে বা যে কাজ করতে চায়, তাতে বাধা দেবার দরকার নেই। এ অবস্থায় তাকে আঁতুর ঘরে নিয়ে যাবার বা অধিক কোঁথ পাড়তে দেবার প্রয়োজন করে না। মাঝে মাঝে গরম দুধ বা গরম জল পান করালে ভাল; এতে দুর্বলতা দূর হতে পারে, ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়ান ক্ষতিকর, উহা খাওয়ালে ব্যথা জুড়িয়ে বা লাট খেয়ে যেতে পারে (বা প্রসব বেদনা স্থগিত হতে পারে)। প্রথম অবস্থায় কোন ঔষধ প্রয়োগ করার দরকার নেই ; তবে যদি বুঝা যায় যে, শিশুর মাথা আগে বার না হয়ে অন্য কোন অঙ্গ আগে বার হবে, তাহলে পালসেটিলা ৩০, দুই-তিন মাত্রায় প্রয়োগ করা বিধেয়—এই ঔষধের গুণে শিশুর মাথা ঘুরে নীচের দিকে আসতে পারে।

দ্বিতীয় অবস্থা

এখন অতি সতর্কতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। জলভাঙ্গা শুরু হলেই যেন পোয়াতিকে আঁতুর ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আগের মত মাঝে মাঝে গরম দুধ পান করানো হয়। পোয়াতির পক্ষে এক জায়গায় স্থির ভাবে থাকা উচিত ; অতিরিক্ত ছটফট করলে ব্যথা জোরে আসতে পারে না। প্রসবের সময় পোয়াতি যেন বাম পাশে শুয়ে হাত দুটি মাথার উপর তুলে রাখেন ও হাঁটু দুটি বুকের দিকে তুলে পা দু'খানি বিস্তার করে (পা দু'খানির মধ্যে একটি গোল বালিশ দিলে পা দু'খানি বিস্তৃতভাবে

থাকে।) এই ভাবে থাকলে সহজে প্রসব হতে পারে। প্রসবের আগে যেন অন্ততঃ একবার ডুস দিয়ে বাহ্যে ও প্রস্রাব করানো হয়।

শিশুর মাথা যোনি পথে আসলে, ধাই যেন প্রসব-দ্বার রক্ষা করেন, নাহলে শিশুর কাঁধ বার হবার সময় গুহ্যদেশ ছিন্ন হয়ে প্রসব-দ্বার ও মল-দ্বার এক হয়ে যেতে পারে। হাত বা আঙ্গুলের সাহায্যে সন্তান বার করার চেষ্টা কোন মতেই ঠিক নয়।

শিশুর মাথা বার হবামাত্র তাহার মুখমণ্ডলের লালা শ্লেষ্মাদি পরিষ্কার করে দিতে হবে, না হলে শ্লেষ্মাদি মুখ-গহ্বর ও নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে শ্বাস গ্রহণের ব্যাঘাত জন্মাতে পারে। আর শিশুর মাথা বার হলে যদি দেখা যায় যে, তার নাভি-নাড়ী হাতের মত তার গলদেশ বেষ্টন করে আছে, তা হলে নাড়ীর মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে এমন ভাবে ঢিলা করে দিতে হবে যেন তার মধ্যে দিয়ে শিশুর কাঁধ সহজে বের হতে পারে। শিশুর মাথা বের হলেও যেন তাকে বেশী জোর করে টেনে বার করা না হয়—তাতে প্রসূতি ও শিশু দুজনেরই মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। স্বভাবের উপর নির্ভর করে থাকলে অবশিষ্ট দেহটি আপনা হতেই বার হয়ে আসবে।

শিশু ভূমিষ্ঠ হলে, তাকে পোয়াতির খুব কাছে ধীরে ধীরে রাখতে হবে; দূরে রাখলে, নাভি-নাড়ী ছিন্ন হয়ে রক্তস্রাব ঘটে, তাতে পোয়াতির ও শিশু উভয়েরই মৃত্যু হতে পারে।

নাড়ী কাটা

ভূমিষ্ঠ হবার পরই শিশু কাঁদতে থাকে, তখন হতে শিশুর শ্বাসক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে বুঝতে হবে। স্বাভাবিক প্রসবে শিশু ভূমিষ্ঠ হলেই চীৎকার করে কেঁদে উঠে—এই কান্না সুলক্ষণ। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে যতক্ষণ না চীৎকার করে কাঁদে, ততক্ষণ পর্যন্ত যেন কোন মতেই নাড়ী কাটা না হয়। ধাত্রী বা যিনি নাড়ী কাটবেন তাঁর হাতের নখ যেন বড় না থাকে, এবং হাতে যেন কোন রকম ঘা না থাকে। লম্বা নখের ভিতর নানা রকম ময়লা বা বিষ থাকতে পারে। শিশুর নাভির উপর তিন আঙ্গুল প্রমাণ নাড়ী রেখে নরম রেশম (দেখতে হবে খুব মোটা বা সরু না হয়—বেশী সরু হলে নাড়ী কেটে যেতে পারে ও বেশী মোটা হলে বাঁধন শক্ত হয় না) দিয়ে দু'টি শক্ত বাঁধন দিতে হবে এবং তার উপর আর এক আঙ্গুল প্রমাণ নাড়ী রেখে ঐ রকম আরও দু'টি বাঁধন দিতে হবে, এভাবে শিশু বা প্রসূতির দিকে নাড়ী বাঁধা হলে দু'টি বাঁধনের মাঝামাঝি নাড়ীটি ধারাল কাঁচি (ব্যবহারের আগে ভাল করে ফুটন্ত জলে ধুয়ে নিতে হবে যাতে কোন রকম মরিচা বা ময়লা না থাকে কাঁচিতে) দিয়ে কাটতে হয়। নাড়ী কাটা হবার পর শিশুর অবশিষ্ট নাড়ী পরিষ্কার সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে বুকের দিকে ফেলে ফ্লানেল দিয়ে পেটে জড়িয়ে রাখতে হয়; পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে নাড়ী শুকিয়ে নিজেই খসে পড়ে। নাড়ী কাটা ভাল না হওয়ার জন্য নাভি পেকে তড়কা পর্যন্ত হতে পারে। এই অবস্থায় নাক্স ভম ৩০ উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নাড়ীর বাঁধন খুব শক্ত না হলে, অতিশয় রক্তস্রাব হেতু শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ভূমিষ্ঠ শিশুর মুখ নীল বর্ণ হয়ে গেলে, শীঘ্র নাড়ী কেটে আগে কিছুটা রক্ত বের করে দেবার পরে যেন নাড়ী বাঁধা হয়।

তারপর, আঙ্গুলের ডগায় মধু মাখিয়ে শিশুর মুখের ভিতরের শ্লেষ্মা (খড় খাঁড়) পরিষ্কার করতে হবে ; শেষে ঈষদুষ্ণ গরম জলে তাকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার নরম কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে তার গা মুছিয়ে গরম কাপড়ে ঢেকে রাখা উচিত। স্নানের পরই শিশুকে গরম কাপড় দিয়ে না ঢাকলে তার সর্দি-কাশি হবার খুব সম্ভাবনা থাকে ; মাতৃগর্ভে বায়ু শূন্য উষ্ণ স্থানে থাকায় ভ্রূণ সব সময় গরম থাকে—সেইজন্য ভূমিষ্ঠ হবার পর কিছুদিন তাকে সেইরূপ গরমে রাখা উচিত। আর জোরে জোরে গা মুছিয়ে দিলে বা ঘষা লাগলে শিশুর নরম ত্বক ছিঁড়ে যায় বা নুনছাল উঠে যায়। শীতকালে বা ঠাণ্ডা হাওয়া বইলে শিশুকে স্নান না করিয়ে খাঁটি সরষের তেল গরম করে শিশুর সারা গায়ে মাখিয়ে খুব নরম কাপড় বা তুলা দিয়ে আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিলে ভাল হয়।

তৃতীয় অবস্থা

যতক্ষণ ফুল না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রসূতির অবস্থা মোটেই নিরাপদ নয়। স্বাভাবিক প্রসবের ফুল আধ ঘণ্টার মধ্যে নিজের থেকেই পড়ে যায় ; টানাটানিতে বিপদ অবশ্যই হতে পারে।

ফুল পড়বার পর পোয়াতির কাপড় ও বিছানা পরিষ্কার করে তার জননেন্দ্রিয়ের মুখে একটি পাঁচ-আঙ্গুল প্রমাণ পরিষ্কার নরম কাপড় দুই-তিন ভাঁজ করে লাগানো উচিত এবং মাঝে মাঝে কাপড় বদলিয়ে দেওয়া উচিত।

তিন হাত লম্বা ও আধ হাত চওড়া একটি কাপড় পোয়াতির পেটেও উপর পেট বাঁধার মত কমপক্ষে দশদিন জড়িয়ে রাখা খুব ভাল। কিন্তু প্রসবের পরেই যদি দু'ঘণ্টা দুই হাত দিয়ে পোয়াতির জরায়ুটিকে তলপেটের উপর দিয়ে চেপে রাখা যায়, তাহলে পেট বাঁধার দরকার পড়ে না।

প্রসবের পর যেন কমপক্ষে তিন ঘণ্টা পোয়াতিকে সটান শুইয়ে রাখা হয়—কাপড় ছাড়ানো ও প্রস্রাবাদি যেন শুইয়ে শুইয়ে করানো হয় ; নড়লে চড়লে ভয়ানক রক্তস্রাব হতে পারে। ঘণ্টা তিন স্থির ভাবে থাকলে সহজে ভাল ঘুম এসে পোয়াতিকে অনেকটা সুস্থ করে। প্রসবের দশ-বার ঘণ্টা পর পোয়াতি কিছুটা স্বচ্ছন্দ বোধ করলে,, শিশুকে যেন মায়ের স্তন টানতে দেওয়া হয় ; তাতে শীঘ্র শীঘ্র স্তনে দুধ আসে ও জরায়ু সংকুচিত হয়ে রক্তস্রাব বন্ধ হতে সাহায্য করে। ঐ সময়ের আগে শিশুকে কিছু খাওয়ানো অনাবশ্যক। কয়েক ঘণ্টা পর সামান্য উষ্ণ জল দেওয়া যেতে পারে।

কোনও কোনও নারীর প্রসবের পর ৩ দিন পর্যন্ত স্তনে দুধ নামে না। তেমন

হলে শিশুকে গরুর দুধে সম পরিমাণ জল মিশিয়ে ফুটিয়ে খাওয়াতে হবে। বাজারে আজকাল নানা রকম বেবী ফুড পাওয়া যায়, তাও খাওয়ানো যেতে পারে।

যদি প্রসবের পর বিশেষ কোন উপসর্গ না থাকে তাহলে আর্ণিকা 3x চার ঘণ্টা অন্তর তিনদিন পোয়াতিকে খাওয়ানো ভাল। আর্ণিকা খাওয়ালে সূতিকা জ্বর প্রভৃতি প্রসবের পর অনেক পীড়াদি নিবারিত হয়ে থাকে।

আঁতুর ঘরে পোয়াতির শুশ্রূষা এবং পালনীয় কর্তব্য

নিম্নলিখিত নিয়মগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য:—

১। অন্ততঃ সাতদিন পোয়াতিকে যেন আঁতুর ঘরেই রাখা হয়, প্রথম চার-পাঁচ দিন যেন তিনি যথা সম্ভব স্থিরভাবে শুয়ে থাকেন, মলমূত্র ত্যাগের জন্য না উঠলেই ভাল হয়, বেডপ্যান ব্যবহার করতে হবে। নড়াচড়া-চড়াল রক্তস্রাব হতে পারে।

২। কখনও বাঁদিকে, কখনও বা ডানদিকে পোয়াতিকে শোয়াতে হবে, কেন না একভাবে একদিকে শোয়ানো ঠিক নয়, আঁতুরের বিছানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সেইজন্য বিছানার চাদর ও বালিশের ঢাকনা প্রতিদিন বদলিয়ে দিতে হবে।

৩। পোয়াতি ও শিশুর শরীরে যেন কোন ভাবেই ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে। প্রতিদিন কিছুটা সময় আঁতুর ঘরের জানালা-দরজা খুলে দিতে হবে যাতে ঘরে আলো-বাতাস অন্ততঃ কিছুক্ষণ খেলে, ইহা অবশ্যই কর্তব্য। শিশু ও প্রসূতির স্বাস্থ্যের জন্য আবার দেখতে হবে হাওয়ার ঝাপটা শিশু ও পোয়াতির গায়ে যেন না লাগে।

৪। ভোরবেলা ও শীতকালে বাতাস ঠাণ্ডা থাকে, সেজন্য অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য আঁতুর ঘরে ভাল রকম একটু আগুন রাখা উচিত। অন্য সময় আঁতুর ঘরে যাতে শিশু ও পোয়াতির কোন কষ্ট না হয় সেভাবে অল্প আগুন রাখতে হবে। ধোঁয়া হলে শিশুর অনিষ্ট হতে পারে। এমন কি শিশুর চোখ পর্যন্ত নষ্ট হতে পারে. গুল কিম্বা কাঠকয়লার আগুন ভাল। ইলেকট্রিক হিটার হলে আরও ভাল।

৫। শিশুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া যাতে নাকের সাহায্যে সাধিত হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। শিশু অনেক সময় হাঁ করে ঘুমায় ও মুখ দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, মুখটি এমন অবস্থায় বুজিয়ে দিলে, নাক দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া অনায়াসে সম্পাদন করে থাকে। এই সামান্য বিষয়ে না লক্ষ্য রেখে আমরা অনেক সময় বয়স্ক বালক-বালিকাদের ঘুমের সময় মুখ দিয়ে শ্বাস গ্রহণ করতে দেখি—এতে নানা রকম রোগের বীজ মুখ দিয়ে শরীরের ভিতর প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য শৈশব থেকে এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।

কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চললে, আস্তে আস্তে শিশুর মুখ বিকৃত হয়ে পড়ে, শ্রবণ শক্তি কমে যায় ও কথা বলতে কষ্ট হয়। আলজিভের শিরা বৃদ্ধির জন্য শিশুর ঐরকম বিকৃত শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া দেখলে অস্ত্র-প্রয়োগে তার প্রতিকার করা উচিত।

৬। পোয়াতির পেট সেঁক দিলে ও ন্যাকড়া আগুনে সেঁকে জননেন্দ্রিয়ের মুখে বসিয়ে দিলে ও শিশুর নাভিতে সেঁক দিলে ব্যথা খুব তাড়াতাড়ি কমে আসে, প্রদীপের শিখায় সরষের তেল বুড়ো আঙ্গুলে গরম করে শিশুর নাভিতে সেঁক দিলে নাভি খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে আসে, সেঁক দেবার সময় নাভিতে যেন বেশী চাপ না পড়ে ও জোরে ঘষা না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

যে পোয়াতি আঁতুর ঘরে আগুন রাখেন না বা সেঁক তাপ নেন না বা ঝাল খান না—তাঁর ও তাঁর শিশুর পক্ষে গরম কাপড়-জামা ব্যবহার করা কর্তব্য।

প্রসবের পর প্রথম দু'দিন দুধ ও বার্লি, তারপর দু'দিন চিড়া ভাজা অল্প গোলমরিচ গুঁড়া ও সামান্য ঘি সহ এবং পঞ্চম দিবসে দুধ-ভাত দেওয়া যেতে পারে। প্রথম সপ্তাহে কোন গুরুপাক খাদ্য খাওয়া উচিত নয়, অত্যুষ্ণ পানাহার বা বেশী ঘি খাওয়া ক্ষতিকর। অল্প পরিমাণে গরম গব্য ঘি পান উপকারী।

৭। প্রসবের পর অন্ততঃ নয় মাস স্বামী সহবাস সর্বতোভাবে বর্জনীয়। এই নিয়মের শিথিলতায় ঘন ঘন সন্তান জন্ম, প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং অন্যান্য নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রসবান্তিক উপসর্গাদি
(Puerperal Symptoms)
ফুল না পড়া

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফুল পড়ে। কিন্তু এক ঘণ্টার মধ্যে ফুল না পড়লে—পালসেটিলা ৩০ বা সিকেলি ৩০ প্রতি পনের মিনিট অন্তর প্রযোজ্য। আধ ঘণ্টাকাল ঔষধ সেবন করেও যদি কোন উপকার না দেখা যায়, তাহলে অভিজ্ঞ ধাত্রী দ্বারা উহা বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। এক হাত জরায়ুর উপর চাপ দিয়ে অপর হাতের দ্বারা ফুলটিকে খুব আস্তে আস্তে টেনে বের করা যেতে পারে, কিন্তু এই কার্য্য অত্যন্ত সাবধানের সঙ্গে করতে হয়। ফুল ছিঁড়ে খানিকটা অংশ পেটের ভিতর থেকে গেলে রক্তস্রাবহেতু পোয়াতির মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

ফুল পড়ে যাবার পর কোন উপসর্গ না থাকলেও পোয়াতিকে প্রত্যহ চারবার করে আর্ণিকা ৩x তিনদিন খাওয়ান ভাল। আর্ণিকা সেবন করলে প্রসবের পর কঠিন রোগাদির সম্ভাবনা বহুলাংশে প্রতিহত হয়।

যোনিমুখ ও গুহ্যদেশ ছিন্ন
(Rupture)

যোনি-মুখ প্রায় সকল প্রসবের পরই কিছুটা ছিন্ন হয়, আর প্রসবের সময় পোয়াতির

গুহ্যদেশ সাবধানে রক্ষিত না হলে ছিন্ন হয়ে যায়। ছিন্ন হলে অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে তা সাথে সাথে সেলাই করে দেওয়া আবশ্যক। ক্যালেণ্ডুলা ৮ দশ ফোটা এক ছটাক জলের সাথে মিশিয়ে তাতে পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজিয়ে প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে আসে।

পরবর্তী ব্যথা
(After-Pains)

ফুল পড়ে যাবার পর (জরায়ু সঙ্কোচনের সময়) কয়েকবার ব্যথা আসে, এর নাম হেতাল ব্যথা ভ্যাদাল কামড়। প্রসবের পর জরায়ুর মধ্যে রক্তের জমাট প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, এই ব্যথায় তাহা বের হয়ে যায়, সুতরাং এতে পোয়াতির মঙ্গলই হয়। যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যথার উপশম না হয়,তবে আর্ণিকা ৩x প্রযোজ্য। এতে উপকার না হলে জেলসিমিয়াম ৩x, কফিয়া ৬ বা সিকেলি ৩০ প্রযোজ্য। উগ্র ভাবাপন্ন প্রসূতিদের ক্ষেত্রে, ক্যামোমিলা ৬ উপযোগী। সময়ে সময়ে পালস্‌ ৩০ বা নাক্স ভম ৬. বা কুপ্রাম ৩০ দরকার হতে পারে।

প্রসবের পর স্রাব
(Lochia)

ফুল পড়বার পর প্রায় কুড়ি দিন পর্যন্ত জরায়ু হতে অল্প অল্প রক্ত বের হয়। প্রথম দুই দিন রক্ত বের হয় ঘোর লালবর্ণ, পরে পীতাভ ও শেষে জলের মত বা তরল পুঁজের মত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। স্বভাবতঃ এই রকমভাবে বন্ধ হয়ে আসলে কোন ঔষধের দরকার হয় না। কিন্তু নিম্নলিখিত উপসর্গাদিতে ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়ঃ—

স্রাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে সিকেলি ৩ ; দীর্ঘকাল স্থায়ী ঘোর লালবর্ণ রক্ত বের হলে—স্যাবাইনা ৩x; হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে—অ্যাকোনাইট ৩x; স্রাব দুর্গন্ধযুক্ত হলে ক্রিয়োজোট ৩ বা কার্বো ভেজিটেবিলিস ৬; প্রচুর ক্লেদস্রাব হলে—ট্রিলিয়াম ৩০; ক্যালেণ্ডুলা ৮ (প্রায় বিশগুণ জল দিয়ে মিশিয়ে প্রত্যেকদিন তিনবার করে জননেন্দ্রিয় ধুয়ে ফেললে উপকার হয়); অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব হলে—পাইরোজেন ৩০ বা ২০০ মহৌষধ।

রক্তস্রাব
(Haemorrhage)

প্রসবের পর বেশী রক্তস্রাব হলে, পোয়াতির জীবন সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। প্রসবের সময় অল্প রক্ত বের হয়, ইহা মনে রাখা বিধেয়। খুব বেশী রক্ত বা লালবর্ণ রক্ত

স্রোতের ন্যায় অবিরাম বের হতে থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা উচিত কিম্বা কোন অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদকে ডেকে রক্তস্রাব বন্ধ করানো অবশ্য কর্তব্য। ঐরূপ কোন সুবিধার সুযোগ না থাকলে নিম্নলিখিত উপায়ে খুব সাবধানের সঙ্গে অভিজ্ঞ ধাত্রী দিযে রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করা যেতে পারে—

প্রসূতিকে শুইয়ে তার মাথাটি নীচু ও উরু দুটি উঁচু করে তার পেটের উপর হাত দিয়ে জরায়ুটিকে এমন মুঠো করে ধরতে হবে যেন উহা সংকুচিত হতে পারে; এই অবস্থায় জননেন্দ্রিয়ে গরম জল (১২০° ফারেনহিট) প্রবেশ করালে রক্তস্রাব বন্ধ হতে পারে। প্রসূতির পেটের উপর ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে বরফ লাগালে এবং তাকে বরফ চুষতে দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হতে পারে।

চিকিৎসা

রক্তস্রাবের সময়

আর্ণিকা ৩, স্যাবাইনা ৩x বা হ্যামামেলিস ৩x, প্রচুর রক্তস্রাবে—ট্রিলিয়াম ৩০ ও স্রাবের জন্য নিতান্ত কাহিল হয়ে পড়লে—চায়না ৬; এবং স্রাবের জন্য মাথায় যন্ত্রণা হলে—ফেরাম ৬ ব্যবস্থা।

মূর্চ্ছা

প্রসবের সময় বা প্রসবের পর কাহারও কাহারও মূর্চ্ছা হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে, সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে খুব সাবধানে অভিজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করানো উচিত। মূর্চ্ছাসহ সারা শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা হলে—রুবিণীর ক্যাম্ফার ৩; সামান্য নড়াচড়ায় মূর্চ্ছা হলে বা মূর্চ্ছাসহ কপালে ঠাণ্ডা ঘাম হলে—ভিরেট্রাম অ্যাল্ব ৬; রক্তস্রাবের জন্য মূর্চ্ছা গেলে—চায়না ৬ বা কার্বো ভেজ ৩০; বারে বারে মূর্চ্ছা বা মূর্চ্ছা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলে—অ্যামোনিয়াম ৩x; আঘাতজনিত মূর্চ্ছায়—আর্ণিকা ৩x—৩; ভয় পেয়ে মূর্চ্ছায়—অ্যাকোনাইট ৩x বা কফিয়া ৬ উপকারী। ঔষধ গেলবার শক্তি না থাকলে লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধের ঘ্রাণ নেওয়ান উচিত। জিভের উপর ঔষধের ফোঁটা দিলেও কাজ হয়।

খেঁচুনি বা আক্ষেপ

(Eclampsia)

প্রসবের পর বা আগে (বা প্রসবের সময়) সর্বাঙ্গের আক্ষেপ খুবই বিপজ্জনক। বেশী মাথাধরা, উৎকণ্ঠা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, কথা জড়িয়ে আসা, হাতে-পায়ে খিল-ধরা, তন্দ্রাভাব প্রভৃতি উপসর্গ আক্ষেপের পূর্ব লক্ষণ। ক্রমে চোখের তারা ঘুরতে থাকে, মাথা ডান বা বাম কাধে বেঁকে পড়ে। জিহ্বা বের হয়ে যায়, হঠাৎ ভয়

পাবার মত চীৎকার করে ধনুষ্টঙ্কারের মত সমস্ত শরীরে খিঁচুনি হতে থাকে ও রোগিণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। চার-পাঁচ মিনিট পর জ্ঞান হলে আবার আক্ষেপ উপস্থিত হয়ে পোয়াতি পুনরায় অচেতন হয়—এইরূপ বারে বারে আক্ষেপ ও বারে বারে জ্ঞান হারালে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এই বিপজ্জনক রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় হয়নি। গর্ভাবস্থায় ফুল বা প্ল্যাসেণ্টা হতে নিঃসৃত একরকম বিষাক্ত পদার্থ রক্তে পরিচালিত হয়ে দেহের বিভিন্ন যন্ত্র (যকৃৎ, বৃক্ক ইত্যাদি) বিষাক্ত করে এই রোগ সৃষ্টি করে—চিকিৎসকগণ এইরূপ ধারণা করেন।

আশার কথা, এই ভয়াবহ রোগপ্রকাশ পাবার অনেক আগেই উহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রাথমিক লক্ষণগুলি একযোগে বর্তমান থাকলে এবং আগে কোন চিকিৎসা না হয়ে থাকলে, সে রোগিণীর এক্ল্যাম্পসিয়া ব্যাধি সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করে সঙ্গে সঙ্গে তার চিকিৎসা শুরু করা যেতে পারে—(১) নিয়ত শিরঃপীড়া, (২) দৃষ্টি-বৈকল্য—চোখে রামধনুর বর্ণ দেখা, (৩) পায়ের পাতা ও চোখের পাতা ফোলা, (৪) মূত্রের পরিমাণ হ্রাস এবং মূত্রে এলবুমেন বিদ্যমান, ৫) রক্তের চাপ (বা Blood pressure) ক্রমাগত ১৩০ এর উপরে, (৬) উপর পেটে ব্যথা এবং ভয়ানক বিবমিষা ও বমি।

চিকিৎসা

আক্ষেপের পূর্ববর্তী লক্ষণে—হায়োসায়ামাস ৩x, আক্ষেপের সময়—প্যাসিফ্লোরা θ, বেলেডোনা ৬ বা হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড ৩, আক্ষেপ বন্ধ হবার পর (বিশেষতঃ মাথার গোলমাল থাকলে) ওপিয়াম ৩০ প্রযোজ্য। কোন কোন পোয়াতির আক্ষেপ হবার আগে জ্বর সহ প্রবল পিপাসা হলে অ্যাকোনাইট ৩x ব্যবস্থা। আর যদি (প্রসবের আগে অথবা পরে) খেঁচুনির সঙ্গে চটচটে ঠাণ্ডা ঘাম, নাড়ী পূর্ণ, দ্রুত ও প্রলাপাদি থাকে, তাহলে—ভিরেট্রাম ভিরিডি ১x, গর্ভাবস্থায় প্রস্রাবে এলবুমেন থাকলে —হেলোনিয়াস θ। হাসপাতালে ভর্ত্তি করলে সবচেয়ে ভাল হয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

আক্ষেপের লক্ষণগুলির যে কোন একটি বা একাধিক বর্ত্তমান থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। প্রসূতিকে শায়িত অবস্থায় পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে। এই রোগে অম্ল অংশ খুব বেশী বৃদ্ধি পাবার ফলে অনেক উপসর্গ উপস্থিত হয়। অতএব লক্ষণগুলির প্রকাশ পাবার আগে শুধু মাত্র ক্ষার জাতীয় ঔষধ (খাওয়ার সোডা) কিছু বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়।

পথ্য

গরম দুধ, বার্লি প্রভৃতি লঘুপথ্য দিতে হবে।

বিবিধ উপসর্গ

ঘাম বন্ধ

প্রসবের পর হঠাৎ ঘাম বন্ধ হলে—ডালকামারা ৬ বা ল্যাকেসিস ৬ ব্যবস্থা।

কাহিল বোধ

প্রসবের পর নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়লে—চায়না ৬ বা ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৬ প্রযোজ্য।

অনিদ্রা

কোন রোগ নাই অথচ প্রসবের পর যদি রাত্রিতে ঘুম না হয়, তাহলে কফিয়া ৬ উপযোগী।

মূত্ররোধ

প্রসবের পর প্রায় ছয় ঘণ্টা প্রস্রাব হয় না। বার ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না হলে—অ্যাকোনাইট 3x প্রতি পনের মিনিট পর পর প্রযোগ করা বিধেয়। চারবার অ্যাকোনাইট সেবনেও যদি প্রস্রাব না হয়, তাহলে বেলেডোনা ৬ প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য। তিনবার বেলেডোনা প্রয়োগেও প্রস্রাব না হলে—ইকুইসেটাম ১x ব্যবস্থা।

কোষ্ঠবদ্ধতা

প্রসবের পর দেহের বিভিন্ন যন্ত্রের বিশ্রাম দরকার, সেই হেতু প্রথম দুই-তিন দিন স্বভাবতঃ পোয়াতির মলত্যাগ হয় না। সেইজন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না। তবে পাঁচ-ছয় দিন পর্যন্ত মলত্যাগ না হয়ে পেটে যদি যন্ত্রণা হয়, তবে লক্ষণ অনুযায়ী কলিনসোনিয়া 3x বা ভিরেট্রাম অ্যাল্বাম ৬ প্রযোজ্য।

উদরাময়

প্রসবের পর উদরাময় হলে—হায়োসায়ামাস বা পালসেটিলা ৬ উপযোগী।

অর্শ

প্রসবের পর কখনও কখনও অর্শ হয়; পালসেটিলা ৬ সেবন ও হ্যামামেলিস θ (বিশ গুণ জলসহ মিশিয়ে বাহ্য প্রয়োগ ব্যবস্থা)।

প্রসবান্তে স্তনের পীড়া

(Diseases of the Breast after Delivery)

স্তন সম্বন্ধে পোয়াতির কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ—

১। গর্ভকাল হতে তিন-চার মাস পর স্তন বাড়তে থাকে, তখন হতে স্তনের

বোঁটার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। এমন অবস্থায় টাইট জামা-কাপড় পড়া উচিত নয়, এতে স্তনের বোঁটায় চাপ পড়ে ও উহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ হয়।

২। প্রসবের দশ-বার ঘণ্টা পরেই যেন শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করান হয়: এতে নবজাত শিশুর সহজে মলত্যাগ হয় এবং পোয়াতির ঠুনকো জ্বর হতে পারে না।

৩। প্রতিবার স্তন্যদানের সময় একটু দুধ গেলে ফেলে দেবার পর যেন শিশুকে স্তনের বোঁটা মুখে দেওয়া হয়।

৪। মায়ের আহারের দোষে স্তনের দুধ খারাপ হতে পারে। সেই দুধ পান করলে শিশুর পেট-কামড়ানি, অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগ হয়; সুতরাং আহার সম্বন্ধে মায়ের বিশেষ সর্তক থাকা কর্তব্য।

৫। স্তনের বোঁটায় ক্ষত হলে বা মায়ের পেটের অসুখ কিম্বা জ্বরাদি হলে, শিশুকে যেন স্তন্যপান করানো না হয়।

৬। কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের পর বা ক্রোধের পর মানসিক উত্তেজনার সময় মায়েদের ঠিক পরমূহূর্তে স্তন-দুগ্ধ বিকৃত হয়। এ অবস্থায় স্তন্যপান করালে শিশুর খারাপ পীড়া হতে পারে।

দুগ্ধ জ্বর

(Milk-Fever)

প্রসবের পর দুগ্ধ সঞ্চার হেতু, কোন কোন পোয়াতির স্তনে কাঁটা বেঁধার মত ব্যথা এবং দু'একদিন পর স্তন দু'টি শক্ত হয়ে জ্বর হয়। একে দুগ্ধ জ্বর বলে। সামান্য জ্বর হলে ঔষধ সেবনের দরকার নেই। কেবল যতক্ষণ পর্যন্ত জ্বর ছেড়ে না যায়, ততক্ষণ শিশুকে স্তন্যপান করতে দেওয়া উচিত নয়। স্তনে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। দুগ্ধ-জ্বর খুব বেশী হলে ব্রাইয়োনিয়া ৬ ব্যবস্থা।

স্তন প্রদাহ বা ঠুনকো

(Mastitis)

প্রসবের পর স্তনের স্তনবৃন্তে ব্যথা হয়ে জ্বর হতে পারে। স্তন লালবর্ণ হয়ে প্রদাহযুক্ত হলে ব্রাইয়োনিয়া প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি এ পীড়া উপশম হয়ে থাকে অথবা পীড়ার বৃদ্ধি প্রতিহত হয়। সেইসঙ্গে প্রবল জ্বর থাকলে অ্যাকোনাইট ৩x ও ব্রাইয়োনিয়া ৬ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ ব্যবস্থা। পীড়া হ্রাস না হয়ে ক্রমেই স্তন স্ফীত হলে অথবা পুঁজ হবার আশঙ্কা হলে—মার্ক-সল ৬; পুঁজ হলে—হিপার-সাল্ফ ৩x, ৩০। স্তন খুব শক্ত হলে—ফাইটোল্যাক্কা ৩x সেবন ও ফাইটোল্যাক্কা θ (ত্রিশ ফোঁটা, আধ আউন্স অত্যুষ্ণ জলে মিশিয়ে) স্তনের উপর পটি প্রয়োগ করা উচিত। উনানের পোড়া মাটি স্তনের উপর প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

স্তনের বোঁটায় ক্ষত

(Sore Nipples)

১ ড্রাম ক্যালেণ্ডুলা θ এক ছটাক জলে মিশিয়ে স্তন ধুয়ে ফেলা ও পটি প্রয়োগ করা উপকারী। যদি স্তনের বোঁটার উপর ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হয়ে তা থেকে রস নিঃসৃত হয়, তবে গ্র্যাফাইটিস ৬ সেব্য।

স্তনে ব্যথা

(Painful Nipples)

শিশু স্তন্যপান করবার সময় বা পরে যদি প্রতিবারই স্তনে খুব ব্যথা বোধ হয় তবে ফেলানড্রিনাম ৩x সেব্য। কখনও কখনও বোঁটার আগা হতে পোয়াতির কাঁধ পর্যন্ত শূলবেদনার মত বেদনা অনুভূত হয়, সে ক্ষেত্রে ক্রোটন-টিগ্লিয়াম ৩ ব্যবস্থা। স্তন খালিবোধ ও শিশুকে স্তন্যপান করাবার পর পোয়াতির স্তনে দারুণ ব্যথা দেখা দিলে—বোরাক্স ৬, ৩০ প্রযোজ্য।

মাই দেবার ফলে কাহিল বোধ

শিশুকে স্তন্যপান করাবার পর প্রসূতি দুর্বল হয়ে পড়লে—চায়না, ৬ বা অ্যাসিড ফস ৩ ব্যবস্থা।

স্তনে দুধ বেশী হওয়া

স্তন দুগ্ধ হঠাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলে তাহা কমাবার জন্য নেট্রাম-সালফ ১২x বিচূর্ণ বা পালসেটিলা ৩ প্রযোজ্য। মসুরের ডাল বেঁটে স্তনে প্রলেপ দিলে দুধ খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

স্তনে দুধ না হওয়া বা কম হওয়া

প্রসবের পর বিশ ঘণ্টার মধ্যে স্তনে দুধ না হলে—অ্যাগ্নাস-কাস্ট ৩x প্রযোজ্য। হঠাৎ দুধ কমে গেলে বা একেবারে বন্ধ হলে অ্যাসাফিটিডা ৩ ব্যবস্থা। কলমীশাক খেলে ও ভারাণ্ডার পাতা জলে সিদ্ধ করে তাতে স্তন ধুয়ে ফেললে দুধ বাড়ে। মানসিক উত্তেজনার জন্য কখনও কখনও দুধ শুকিয়ে যায়। ক্রোধের জন্য হঠাৎ দুধ শুকিয়ে গেলে—ক্যামোমিলা ৬, ভয়প্রযুক্ত হলে—অ্যাকোনাইট ৩; ঈর্ষাজনিত হলে—হায়োসায়ামাস ৩ এবং শোক বশতঃ হলে—ইগ্নেসিয়া ৬ ব্যবস্থা।

স্তন হতে অসাড়ে দুধ নিঃসরণ

বোরাক্স ৩ বিচূর্ণ, ক্যাল্কে-কার্ব ৩ বা চায়না ৬ ব্যবস্থা। ঠাণ্ডা জলে স্তন ধুয়ে ফেললে উপকার হয়।

সূতিকা-জ্বর

(Pueperal Fever)

সূতিকা-জ্বর শোণিত পীড়ার অন্তর্গত ; কিন্তু ইহাকে স্ত্রীলোকের পীড়া বলে বলা হয়। সূতিকা-জ্বর অতি ভিনায়ক কষ্টদায়ক পীড়া। স্ট্রেপ্টোকক্কাস নামক রক্তদূষ্টিকারক জীবাণু এই রোগের মুখ্য কারণ। প্রসবের পর নানা কারণে জরায়ুর দূষিত অবস্থা, প্রসবের পর ফুলের কিছুটা জরায়ুর ভিতর থেকে তাতে পচে রক্ত বিযাক্ত হওয়া প্রভৃতি এই পীড়ার পূর্ববর্তী কারণ। প্রসবের সাধারণতঃ তিন-চারদিন পরেই (কখনও ৬/৭ দিন পরে) সূতিকা-জ্বর হয়। প্রথমে সামান্য জ্বর হয়ে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে—তখন শীত, কম্প, শিরঃপীড়া, বমি, পিপাসা, তলপেটে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপসর্গ, প্রকাশ পায় এবং নাড়ীর গতি অতি দ্রুত, নাড়ী মোটা, কখনও ক্ষীণ, গায়ের তাপ ১০৫° পর্যন্ত উঠে। সহসা প্রসবান্তিক স্রাব ও ঘর্মলোপ, জিভ ও দাঁতে ময়লা পড়ে, নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ এবং প্রায়শঃ স্তন থেকে দুগ্ধক্ষরণ নিরোধ হয়ে সাত-আট দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটে। জরায়ু থেকে পুঁজের মত দুর্গন্ধ স্রাব বের হওয়া অশুভ লক্ষণ। এই রোগ এখনও পুরাতন আকার ধারণ করে না।

সূতিকা রোগ এবং সূতিকা জ্বর পৃথক ব্যাধি।

চিকিৎসা।

অভিজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে এই গুরুতর রোগের চিকিৎসা করানো উচিত।

আর্নিকা ৩, ৩০—প্রবল জ্বর, হাত-পা হিমের মত শীতল, কিন্তু মাথা, মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, তৃষ্ণা, প্রচুর জল পান করে, অস্থিবেদনা, জিভ ও দাঁত শ্বেতলেপাবৃত, দুর্গন্ধ নিঃশ্বাস।

অ্যাকোনাইট ৩x—পীড়ার প্রথম অবস্থায় (যখন প্রবল জ্বর) শীত ও কম্প, নাড়ী দ্রুত ও কঠিন, গাত্র শুকনো, উদর স্ফীত এবং বেদনাযুক্ত, অত্যন্ত পিপাসা, জরায়ুতে ব্যথা, ডাক্তার লডলাম এ অবস্থায় অনেক রোগিণীকে অ্যাকোনাইট ১x প্রয়োগ করে বাঁচিয়েছেন।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি ১x—প্রবল কম্প, খেঁচুনি বা আক্ষেপের জন্য রোগিণীর মৃত্যুর আশঙ্কায় এই ঔষধটি চার-পাঁচ মিনিট অন্তর সেব্য ; কম্প বা খেঁচুনি কমে আসতে থাকলে, পনের বিশ বা ত্রিশ মিনিট অন্তর ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে।

বেলেডোনা ৩০—উদরে খুব ব্যথা, অস্থিরতা, স্তন-দুধের অভাব, মাথায় দপদপে যন্ত্রণা, চোখ ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ।

নাক্স-ভমিকা ৩০—জরায়ু বিশেষরূপে আক্রান্ত হলে।

কলোসিন্থ ৬—অত্যন্ত পেটফাঁপা ও পেটে খুব যন্ত্রণা।

কেলি-সায়েনেটাস ৩০—হঠাৎ চিড়িকমারা বেদনায় রোগিণীর অস্থির কান্না এবং রাত্রির শেষভাগে যন্ত্রণার বৃদ্ধি।

মার্কিউরিয়াস কর ৬ —উদরে কর্তনবৎ বেদনা, এই জন্য রোগিণী পেটে হাত দিতে দেয় না ; অত্যন্ত পিপাসা ; রক্ত বা আমযুক্ত ভেদ।

ল্যাকেসিস ৬—পেটে অত্যন্ত যন্ত্রণা (নিদ্রার পর বৃদ্ধি)।

রাস টক্স ৬—জরায়ু প্রদাহযুক্ত (বিশেষ করে নিম্নাঙ্গে অবশ করা বেদনা) ; দীর্ঘকালব্যাপী দুর্গন্ধ স্রাব ও সান্নিপাতিক জ্বর-বিকার দেখা দিলে।

কেলি-ফস ৩x চূর্ণ—এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ, ডাঃ স্যান্ডার্স এই ঔষধ প্রয়োগ করে এক রোগীর প্রাণ রক্ষা করেন।

ডাঃ সুসলার, ফেরাম-ফস, কেলি-মিউর ও কেলি-ফস ৩x—১২x পর্য্যায়ক্রমে এই তিনটি ঔষধ ঘন ঘন প্রয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

পাইরোজেন ৬, ২০০—পূঁজহেতু রক্ত দূষিত হলে ; অস্থিরতা ; দুর্গন্ধ স্রাব।

প্রবল বেগে জ্বর এসে জীবনীশক্তির দ্রুত অবনতি দেখা দিলে—আর্সেনিক ৩০ (ল্যাকেসিস ৬ বা হায়োসায়ামাস ৬ পর্য্যায়ক্রমে প্রয়োগ করতে কেউ কেউ ব্যবস্থা দেন), ব্রাইয়োনিয়া ৬, পালসেটিলা ৬, হ্যামামেলিস ৫, চায়না ৬, এপিস ৬, প্রভৃতি লক্ষণ অনুযায়ী আবশ্যক হতে পারে। সূতিকা-জ্বরসহ অন্ত্রাবরক ঝিল্লী-প্রদাহ ঘটলে—ব্যাপ্টিসিয়া θ, হায়োসায়ামাস ৩x, ক্যামোমিলা ৬ ও অন্ত্রাবরক ঝিল্লীপ্রদাহের ঔষাধাদি প্রযোজ্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

ফ্ল্যানেল গরম করে সেঁক দিলে যন্ত্রণা কমে যায়।

পুরাতন সূতিকা রোগ

সূতিকা-জ্বর ও পুরাতন সূতিকা-রোগ এই দুটি এক রোগ নয ; বস্তুতঃ স্বতন্ত্র রোগ, সূতিকা জ্বর স্পর্শাক্রমক। পুরাতন সূতিকা-রোগ স্পর্শ দ্বারা সংক্রামিত হয় না বা কোনরূপ দূষিত বিষ (বা জীবাণু) হতেও উৎপন্ন হয় না। সুতরাং এটি সূতিকা-জ্বরের পুরাতন অবস্থা বা আকার নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একপ্রকার আমাশয় রোগ এবং আয়ুর্বেদে একে গ্রহণী বলে উক্ত করা হয়েছে। প্রসবের পর যদি প্রসূতিকে ভালভাবে তত্ত্বাবধান করা না হয তাহলে শরীর ভেঙ্গে ক্রমে রক্তহীন হয়ে পড়ে এবং পুরাতন জ্বর, উদরাময়, শোথ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। একেই সূতিকা-ব্যারাম বা পুরাতন সূতিকা রোগ বলে। এটি একপ্রকার বর্দ্ধনশীল উৎকট রক্তস্বল্পতা রোগ।

চিকিৎসা

এই কঠিন পীড়ায় নেট্রাম মিউর ১২x, ৩০, আর্সেনিক ৩০, চায়না ৬, ফেরাম-মেট ৩০, অ্যালুমিনা ৬, সিপিয়া ৩০, গ্র্যাফাইটিস ৩০, পালসেটিলা ৩০, নাক্স ভম ৩০

প্রভৃতি প্রযোজ্য ; কিন্তু কাল্‌কেরিয়া ফস ৩x, এবং ফেরাম আর্স ৩০ এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাক পাখীর তেল মালিশ করা খুব উপকারী।

পথ্যা-পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক।

পথ্য

পুরাতন চালের ভাত, চিড়ার মণ্ড, গাঁদাল ও থানকুনি পাতার ঝোল, মাগুর মাছ, শিঙি মাছ, ছোট মাছ, ঘোল, ছাগলের দুধ প্রভৃতি।

অপথ্য

পেঁয়াজ, রসুন, ডিম, লঙ্কা, বেশী মশলাযুক্ত গুরুপাক খাবার প্রভৃতি।

আঁতুড়ে উন্মাদনা

(Puerperal Insanity)

প্রসবের পর ক. শাপে বলক্ষয় প্রভৃতি কারণে কোন কোন রমণী উন্মাদ লক্ষণাক্রান্ত হয়ে থাকে। এ রোগ দ্বিবিধ ঃ—১। উন্মাদ বা Mania এবং ২। বিষাদ বায়ু বা Melancholia।

১। উন্মাদ (Mania)

বুদ্ধির ভ্রান্তি, অনর্থক বকা, প্রিয়জনকে মারতে-ধরতে যাওয়া প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ। সামান্য রকম পাগলামি বা হাসি-খুসির ভাব দেখলে হায়োসায়ামাস —৬ ; ভীষণ প্রলাপ, ক্রোধ, কামড়াতে যাওয়া, একলা বা অন্ধকারে থাকতে অনিচ্ছা, নির্লজ্জ ভাব প্রভৃতি লক্ষণে ষ্ট্র্যামোনিয়াম ৩, উচ্চ ভাবপূর্ণ প্রলাপ, মনে হয়, যেন দৈববশ হয়েছে বা একলা ও অন্ধকারে থাকবার ইচ্ছা, কিম্বা থেকে থেকে রোগিণীর শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার নিস্তব্ধভাব লক্ষণে, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ৬ প্রযোজ্য।

২। বিষাদ-বায়ু (Melancholia)

সব সময় বিমর্ষ বা জড়ভাব, হৃদয়ে শূন্যতা অনুভব বা আত্মহত্যার ইচ্ছা প্রভৃতি এ রোগের বিশেষ লক্ষণ। সিমিসিফিউগা ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। আত্মহত্যার দুর্দমনীয় ইচ্ছায় অরাম-মেট ৬। পালসেটিলা ৬ বা অ্যাগ্নাস-ক্যাস্টাস ৩ সময় সময় দরকার হয়।

শ্বেতপদ

(Phlegmasia Albadolens)

প্রসবের পর কোন কোন নারীর পা ফুলে উঠে ও শ্বেতবর্ণ হয়। তলপেট হতে পা পর্যন্ত ব্যথা, জ্বর, রক্ত ভাঙ্গা (Lochia) ও স্তন দুধের হ্রাস প্রভৃতি এই কষ্টকর পীড়ার

প্রধান উপসর্গ। পালসেটিলা ৬ বা হ্যামামেলিস ৩x এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। এপিস ৬ বা রাস-টক্স ৬ সময় সময় দরকার হয়। তুলা দিয়ে পা জড়িয়ে রাখা এবং দুধ, সাগু, বার্লি, ফলের রস প্রভৃতি লঘুপথ্য ব্যবস্থা।

প্রসবকালে বারবার অস্ত্র প্রয়োগের কুফল
(Repeated Artificial Delivery)

ভ্রূণের নির্গমন পথ ভ্রূণের আয়তন অপেক্ষা ছোট থাকলে অস্ত্রের সাহায্যে প্রসব করাতে হয়। এইভাবে বার বার অস্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রসূতির স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ে। এ-অবস্থায় ফেরাম-ফস ২০০, কেলি-ফস ২০০ ও ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ২০০ মাঝে মাঝে দীর্ঘকাল ধরে সেবন করালে রোগিণীর যাতনা প্রশমিত হয় এবং ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে।

প্রসবের অন্ততঃ তিন-চার মাস আগে থেকে ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োরিকা ১২x বিচূর্ণ ও ক্যাল্কেরিয়া-ফস ৬x বিচূর্ণ মাঝে মাঝে সেবন করালে, অস্ত্র সাহায্য ছাড়াই সুপ্রসব হতে পারে। প্রসবের কিছুদিন আগে থেকে কেলি-ফস ১২x সেবন করালে সুপ্রসব হয়।

বস্তিকোটরে। কৈশিক ঝিল্লীর প্রদাহ
(Pelvic Cellulitis)

জরায়ুর নিম্নাংশ ও যোনির উপরাংশ ঘিরে চারপার্শ্বে প্রচুর কোষময় তন্তুরাজি অবস্থান করে। প্রসবের সময় আঘাতের কারণে কোষসমূহে জীবাণু সংক্রামিত হয়ে এই প্রদাহের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ প্রসবের সাত দিন পর প্রধানতঃ বাঁদিকে ইহা দেখা যায়। এটি বস্তি কোটরে এক নাতিবৃহৎ স্ফোটক উৎপাদন করে এবং এর সঙ্গে জ্বর, যোনি পথে ও গুহ্যদ্বারে জ্বালা, আম মিশ্রিত মল ও কোঁথ পাড়া, প্রদর, প্রস্রাবে কষ্ট ইত্যাদি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। অতি অল্পক্ষেত্রেই এই স্ফোটকে পুঁজ সঞ্চার হয় বা নিম্ন উদর বা সরলান্ত্র বা যোনিপথ ফাটিয়া পুঁজ বের হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রেই পুঁজের কোন লক্ষণ থাকে না, রোগিণী বহু বৎসর যাবৎ এর পুরাতন প্রদাহে কষ্ট পেতে থাকে। এপিস ৩ ও রাসটক্স ৬ এই রোগের ফলপ্রদ ঔষধ। প্রবল জ্বর থাকলে ভিরেট্রাম ভিরিডি ১x প্রযোজ্য।

স্ফোটকে পুঁজ হবার উপক্রম হলে তা পাকাবার জন্য হিপার সালফার ২x—৩x বিচূর্ণ প্রযোজ্য। পুঁজ বের হতে থাকলে, সাইলিসিয়া ৬ বা ৩০ ব্যবস্থা।

পেট ঝুলে পড়া

প্রসবের পর কাহারও কাহারও উদর নীচের দিকে ঝুলে পড়ে। এটা অস্বস্তিকর এবং দেখতে কদাকার, নচেৎ ইহা বিশেষ কোন রোগ নয়। ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩০ বা সাইলিসিয়া ৩০ প্রতি মাসে একমাত্রা সেবন বিধি।

মাথায় চুল উঠিয়া যাওয়া

প্রসবের পর দুর্বলতার কারণে কোনও কোনও নারীর মাথার চুল উঠে যেতে থাকে। ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৬, চায়না ৬ বা আর্সেনিক ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর আহার প্রয়োজন, শরীরে যেন বল আসে।

মেরুদণ্ডের উপদাহ।
(Spinal Irritation)

শরীর নিত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে মেরুদণ্ডের স্থান বিশেষে নিবন্ধ একপ্রকার ব্যথা উপস্থিত হয়, এর নাম মেরুদণ্ডের উপদাহ। পীড়ার প্রধান লক্ষণ এই যে, রোগাক্রান্ত স্থানটি চাপলে ব্যথা বাড়ে।

চিকিৎসা

আর্ণিকা ৩—আঘাত জনিত উপদাহের জন্য।

সিমিসিফিউগা ৬—জরায়ুর কোন পীড়াসহ উপদাহের জন্য।

রাস-টক্স ৬—আমবাত সহ উপদাহের জন্য।

আর্সেনিক ৬—স্নায়ুশূল সহ উপদাহের জন্য।

টেলুরিয়াম ৬, সিকেলি ৬, পিক্রিক-অ্যাসিড ২০০, অ্যাগারিকাস ৬, আর্জেণ্ট-নাই ৬, থুজা ৩০, সাল্ফার ৩০, সাইলিসিয়া ৩০ প্রভৃতি ঔষধেরও সময় সময় দরকার হতে পারে।

পালনীয় নিয়ম

অল্প গরম জলে পিঠ ধুয়ে ফেলা ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন উপকারী।

পিকচঞ্চু অস্থি প্রদেশে ব্যথা।
(Coccygodynia)

পিকচঞ্চু অস্থির পেশী বিধান তন্তুতে সময় সময় স্নায়ুশূল তুল্য তীব্র বেদনা অনুভূত হয়, এরই নাম পিকচঞ্চু অস্থি বেদনা। উঠা, বসা, মলত্যাগ এবং ঋতু ও সঙ্গম কালে বেদনার আবির্ভাব রোগের বিশেষ লক্ষণ। আঘাতাদি কারণেও এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসা

আঘাত জনিত বেদনায়—আর্ণিকা ৩x—৬ বা রুটা৩x উপকারী। আঘাত ব্যতীত অপর কারণ সম্ভূত বেদনায় ফস্ফো ৬ বা ল্যাকেসিস ৩ প্রয়োগ বিধি। বসে থাকবার পর উঠে দাঁড়ালে যদি বেদনার আবির্ভাব হয় তাহলে ল্যাকেসিস ৬—৩০ সমধিক উপযোগী হাইপেরিকাম—' ৩০ এই রোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিশু রোগ

শিশু পালন।

শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে দাঁত ওঠার সময় পর্যন্ত সময়কে শৈশবাবস্থা বলে। শিশুর নাড়ী কাটা ও স্নান করাবার অন্ততঃ ৭।৮ ঘণ্টা পরেই শিশুকে ঈষদুষ্ণ জলে গ্লুকোজ মিশিয়ে খাওয়ানো উচিত। পরে শিশুর মল-মূত্রত্যাগ স্বাভাবিক ও পোয়াতি একটু সুস্থ হওয়ার ৮—১২ ঘণ্টা পরে মাতৃস্তনে দুধ সঞ্চার হলে শিশুকে স্তন পান করানো যেতে পারে। যদি ১২ ঘণ্টার মধ্যে শিশুর মলত্যাগ না হয় তাহলে নক্স-ভমিকা ৩০ প্রযোজ্য। শিশুকে ক্রমাগত চিৎভাবে না শুইয়ে মাঝে মাঝে ডান ও বাম পার্শ্বে শোয়ানো ভাল।

শিশুর সুকুমার দেহ বাড়বার পক্ষে ঘুম বিশেষ প্রয়োজন। তাই জন্মের পর শিশু কিছুদিন বেশী ঘুমায়। এই অবস্থায় তার গায়ে কাপড় ঢাকা দিয়ে শুইয়ে রাখা ভাল। খাঁটি সরষের তেল গায়ে মাখিয়ে, সকাল বেলায় সূর্যের তাপ প্রখর হবার আগে শিশুকে রৌদ্রে শুইয়ে রাখা ভাল। শিশুর গায়ে যেন দমকা বাতাস না লাগে এবং মাথায় বা চোখে রৌদ্র না লাগে সেদিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। অয়েলক্লথের উপর শুইয়ে রাখলে তা গরম হয়ে অনেক সময় শিশুর দেহে ফোস্কা পড়ে, সেদিকে বিশেষ নজর রাখা একান্ত কর্তব্য। প্রথম প্রথম ঈষদুষ্ণ জলে ও পরে শিশু সবল হলে ঠাণ্ডা জলে স্নান অভ্যাস করাতে হবে; এভাবে করলে শিশুর সর্দি-কাশি কম হবার সম্ভাবনা।

রৌদ্রস্নাত-জলে স্নান করান বিশেষ উপকারী। স্নানের সময় আগে মাথায় একটু জল দিয়ে পরে শরীর ভিজান নিয়ম।

যতদিন শিশু স্তন পান করে, ততদিন পোয়াতির রাতজাগা, অধিক বেলায় আহার করা, বেশী টক ঝাল খাওয়া প্রভৃতি ক্ষতিকর। কারণ তাহলে শিশুর নানারকম পীড়া জন্মিতে পারে। স্তন্যদায়িনীর ক্রোধ ও শোকার্ত্ত হওয়া ঠিক নয়।

মাতার রোগ হলে বা স্তনে যথেষ্ট দুধ না থাকলে, অন্য কোন নিরোগ ও সুস্থ নারীর দুধ শিশুকে খাওয়ানো যেতে পারে; সেইভাবে, গরু বা ছাগলের দুধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খাঁটি দুধের সঙ্গে সমান ভাগে জল মিশিয়ে ফুটিয়ে শিশুকে খাওয়ান উচিত। ঐ সঙ্গে দুগ্ধ শর্করা, (Sugar of milk)-ও কিছু মিশিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বেশী পরিমাণে দুধ খাওয়ানো ও বেশী রাতে দুধ খাওয়ানো বা ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা ঘুম থেকে তুলে দুধ খাওয়ানো অহিতকর। শিশু কাঁদতে শুরু করলে সাধারণত রমণীরা স্তন্য বা দুধ খাইয়ে শিশুকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তা ক্ষতিকর। শিশু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন মতেই খাওয়ানো ঠিক নয়। শিশু কাঁদবার সময় স্তন্য পান করালে, শিশুর অজীর্ণতা দোষ জন্মাবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। আর ক্ষুধা না পেলে যেন শিশুকে কিছু খেতে দেওয়া না হয়; সাধারণতঃ শিশুর উপর পেট নরম থাকলে তার খিদে আছে বোঝা যায়। সকাল ৬টা

হতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আড়াই ঘণ্টা অন্তর দুধ পান করানো যেতে পারে। শিশুর স্বাস্থ্য অনুযায়ী প্রতি বারে কতটা খাদ্য দেওয়া যেতে পারে তা ঠিক করে দেওয়া উচিত। স্তন্যপান করাতে ২০/৩০ মিনিটের বেশী সময় যেন না দেওয়া হয়। প্রতিবার স্তন্য দেবার আগে ও পরে স্তনের বোঁটা ভালভাবে ধুয়ে ফেলা কর্তব্য। শিশুকে রাত্রি দশটার পর থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কিছু না খাওয়ানো ভাল। নিতান্ত দরকার হলে গ্লুকোজ মিশিয়ে জল দেওয়া যেতে পারে। স্তন্যদায়িনীর বিশেষ কোন অসুখ না থাকলে ১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে স্তন্যপান করতে দেওয়া ভাল।

শিশু সচরাচর পাঁচ-সাত মাস বয়স মধ্যে দেহ উঁচু করতে পারে, আট-দশ মাসে হামাগুড়ি দেয় ও এক বছর বয়স হলে চলতে শেখে, শিশু যদি পনের মাসেও হাঁটতে না পারে তবে উপযুক্ত আহার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। দুই-তিন বছর বয়সে তারা লাফাতে, জিনিষ-পত্র ছুঁড়ে ফেলতে পারে ও কিছুর উপর চড়তে পারে ; তিন-চার বছর বয়সে তাদের স্থিতি-শক্তির বিকাশ হতে থাকে। শিশুর দাঁত উঠলে, পুরাতন চালের নরম ভাত অল্প অল্প অভ্যাস করানো ভাল। সাবধান, যখন শিশুরা কাঁদে তখন যেন কোন রকম খাবার মুখের ভিতর যেন দেওয়া না হয়, কারণ এতে বিষম লেগে শিশুর খুব যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। গেলবার সময় কোন কারণে ভুক্তদ্রব্যের কোন অংশ অন্ন-নালীতে না গিয়ে যদি শ্বাস-নালীতে প্রবেশ করে, তা হলেই বিষম লাগে। দুই বছর বয়সেও কথা বলতে না পারলে—চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। পাঁচ বছর বয়সের আগে শিশুকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য চাপ দেওয়া ঠিক নয়। শিশুকে আনন্দ দান করে যতটা সম্ভব লেখাপড়া শেখানো উচিত।

যাতে শিশুর হাতের আঙ্গুলের নখের তলায় ময়লা না জমে ও দাঁতে পোকা না ধরে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। মুখ পরিষ্কার না রাখলে খাবারের যে কণাগুলি মুখে থেকে যায়, তা পচে অম্লরস উৎপাদন করে—সেই অম্লরসে দাঁতের ক্ষয় হয়। তাতে দাঁতে গর্ত্ত হয় ও দাঁতের ভিতরের পাতলা শাঁসে ঠাণ্ডা বা টক লেগে যন্ত্রণার সৃষ্টি করে—এরই নাম পোকা-ধরা বা Carious Tooth। বাস্তবিক পোকা বা কীট দ্বারা কখনও দাঁত আক্রান্ত হয় না।

শিশুর ঔষধ জলে না মিশিয়ে গ্লোবিউল বা দুগ্ধ শর্করায় মিশিয়ে সেবন করানোই সুবিধাজনক।

শিশুদের রোগ ও চিকিৎসা

সদ্যোজাত মৃতকল্প শিশু

প্রসূতি সিফিলিস, ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগগ্রস্থ থাকলে বা তার ফলে রক্তাল্পতা থাকলে কিম্বা দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রসব যন্ত্রণায় ভুগলে অথবা অন্যান্য নানা কারণে মৃতবৎ শিশু ভূমিষ্ঠ হতে পারে। শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ-দিলে বা অন্য কোন কৌশলে তার ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করিয়ে দিতে

পারলে, শিশু বেঁচে যেতে পারে। রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস লোপ পেলে, নিম্নলিখিত প্রণালী পালনীয় ঃ—

শিশুর গলায় যদি নাভি নাড়ী বিজড়িত থাকে, তা হলে তা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলা উচিত। শিশু ভূমিষ্ঠ হবামাত্রই যদি নাভি-নাড়ী স্পন্দিত হতে থাকে, তা হলে তা না কেটে মুখ ও গলার মধ্যে যে সমস্ত শ্লেষ্মা ও ক্লেদ থাকে তা সত্বর পরিষ্কার করা আবশ্যক। কিন্তু নাড়ীর স্পন্দন না থাকলে সঙ্গে সঙ্গে নাভি-নাড়ী বাঁধা উচিত, পরে শিশুর পদদ্বয় এবং হাত ধরে তার মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে অপর হাত দিয়ে তার পাছায় কয়েকবার অল্প জোরে চাপড় মারলে ও সেই সঙ্গে তার মেরুদণ্ডে ব্র্যাণ্ডি মালিশ করলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। এছাড়াও মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিলেও উপকার হয়। যদি এতেও শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া শুরু না হয়, তাহলে শিশুর দেহ গরম জলে ডুবিয়ে বক্ষ-প্রাচীর পর্য্যায় ক্রমে প্রসারিত ও সংকুচিত করে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এর থেকে সবচেয়ে ভাল উপায় ঃ— শিশুকে চিৎভাবে গরম জলে শুইয়ে (মুখ মণ্ডল বাইরে রেখে) পরে তার দু'হাত ধীরে ধীরে তুলে কানের পাশে এনে আবার ধীরে ধীরে বুকের পাশে নামিয়ে বুকের উপর মৃদু চাপ দিতে হবে। এইরূপ প্রক্রিয়া প্রায় দশ বার করণীয়। এই প্রক্রিয়াগুলি খুব সতর্কতা ও ধৈর্যের সঙ্গে করা উচিত। অথবা দুটি বড় গামলায়, একটাতে ঠাণ্ডা জল এবং অপরটিতে ঈষদুষ্ণ জল রেখে একবার ঠাণ্ডা জলে এবং পরক্ষণে ঈষদুষ্ণ জলে শিশুর দেহ গলা পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে কয়েকবার ডুবাতে উঠাতে হবে। এই উপায় অবলম্বনে অনেক শিশু মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হবার দুই-তিন ঘণ্টা পরেও শ্বাস গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। অক্সিজেন নাকের ভিতর প্রবেশ করিয়ে কোন কোন স্থলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া আনতে পারা গেছে। জীবনের কোন লক্ষণ অনুভূত না হলে, ওপিয়াম ৩০ বা অ্যান্টিম টার্ট ৩০ এবং প্রয়োজনে অস্ত্রপ্রয়োগের সাহায্য নিতে হবে।

ভূমিষ্ঠ শিশু মৃতবৎ দেখা গেলে, আর্ণিকা ৩ বা ৩০ শিশুর জিভের আগায় দুই-তিন মাত্রায় প্রয়োগ করলে উপকার হতে পারে। শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া শুরু হওয়া যদি অনিয়মিত বা খুব ধীরে ধীরে হতে থাকে তবে অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬, ৩০ (যদি গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ হয়); লরোসিরেসাস ৩x—৬x—মুখমণ্ডল নীল, মুখপেশীর আনর্ত্তন ও খাবি খাবার ভাব থাকলে।

স্তন না ধরা

যদি দুর্বলতাবশতঃ নবজাত শিশু স্তন টানতে অক্ষম হয়, তাহলে একটু স্তন-দুগ্ধ ঝিনুকে গেলে তা শিশুকে খাওয়ানো উচিত ; এইভাবে দুই-তিন বার দুধ খাওয়ালে শিশু অনায়াসেই স্তন টানতে সক্ষম হয়। এর পরেও স্তন মুখে দিলে যদি শিশু না খায়, তবে চায়না ৬ ব্যবস্থা।

নাভি রোগ

নাড়ী কাটার পর সাধারণতঃ ৬।৭ দিনের মধ্যে নাভি শুকিয়ে পড়ে যায়। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নাভি না শুকিয়ে ঐ স্থান থেকে যদি রস বা পুঁজ-রক্ত বের হয় বা নাভিতে ঘা হয়, তাহ'লে নাভিটি গরম জলে ভাল করে ধুয়ে তার উপর ক্যালেন্ডুলা θ (দশ ফোঁটা, এক ছটাক খাঁটি সরষের তেলের সাথে মিশিয়ে) পটি প্রয়োগ এবং সাইলিসিয়া ৬ (যদি পুঁজ দুর্গন্ধযুক্ত হয় তা'হলে সাইলিসিয়ার বদলে আর্স ৬) সেবন করানো উচিত। যদি নাভিদেশ লাল হয়ে ফুলে উঠে বা বেদনাযুক্ত হয় তা'হলে বেলেডোনা ৬ বা আর্সেনিক ৬ প্রযোজ্য।

ন্যাভি পেকে পুঁজ পড়তে থাকলে—অল্প একটু জলে ফোঁটা তিনেক নাক্স-মস্কেটা ২x মিশিয়ে তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে নাভির উপর বেঁধে রাখা এবং সেই সঙ্গে নাক্স-ভমিকা ৩০ প্রয়োগ উপকারী। যদি ৫।৭ দিনের মধ্যে পুঁজস্রাব বন্ধ না হয়, তা'হলে সাইলিসিয়া ৬ প্রযোজ্য।

নাড়ী ভাল বাঁধা না হওয়ার জন্য বা নাড়ীর বাঁধন ছিঁড়ে যাবার জন্য যদি রক্তস্রাব হয় তাহলে—হ্যামামেলিস θ ন্যাকড়ায় ঢেলে রক্ত নিঃসরণের স্থানে হাল্কাভাবে চেপে ধরলে বা ফেরাম-ফস ১x—২x বিচূর্ণ ৫/৭ গ্রেণ ক্ষতস্থানে ছড়িয়ে দিয়ে তার উপর পরিষ্কার তুলা ভাঁজ করে রেখে ব্যাণ্ডেজ করে দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হতে পারে। বারবার এরকম রক্তস্রাব হলে—আর্সেনিক ৬ সেবন নিয়ম।

নাভি উঁচু

নাভির ঘা শুকিয়ে যাবার পরও যদি নাভি উঁচু হয়ে থাকে, তবে একটি ছোট তুলার গদি (Pad) অথবা একটা মোটা ছিপিকে পয়সার আকারে কেটে তা লিণ্ট (Absorbent Lint) জাতীয় মোলায়েম কাপড় দিয়ে জড়িয়ে মিহি সুতার ব্যাণ্ডেজের সাথে সেলাই করে ঐ পয়সার আকৃতি বিশিষ্ট ছিপিটি নাভির উপর রেখে একটা ন্যাকড়া দিয়ে পেটের সাথে বেঁধে রাখলে সুফল পাওয়া যায়। খিটখিটে মেজাজের শিশুর পক্ষে—ক্যামোমিলা ৬; কোষ্ঠবন্ধতা বা অত্যধিক কুন্থনে—নাক্স-ভমিকা ৬, ৩০; এতেও যদি উপকার না হয়, তা'হলে—সালফার ৩০ সেবন নিয়ম।

নীলরোগ

আঁতুর ঘরে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের অভাবে বা ঘরে ধোঁয়া জমে হৃৎপিণ্ডের বিকৃতি বা ক্রিয়া বৈলক্ষণ্যাদিহেতু প্রধানতঃ এই উৎকট রোগ জন্মে। শিশুর ঠোঁট ও গাল ফ্যাকাসে এবং নখ ও সারা শরীর নীলবর্ণ হয়ে যায়। বুক ধড়ফড় করে ও গায়ের তাপ কমে আসে; ডিজিট্যালিস ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। সমস্ত শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা লক্ষণে—আর্সেনিক ৬; শ্বাসকষ্টসহ পা ফোলা থাকলে—ফস্ফোরাস ৩।

রাস-ট ৩, হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড ৩x, ল্যাকেসিস ৬. ফস্ফোরাস ৬, লরোসিরেসাস ৬, সাল্‌ফার ৩০ সময় সময় দরকার হতে পারে। শিশুর দেহ ভালভাবে আবৃত করে তাকে ডান পাশে শুইয়ে রাখা নিয়ম। আঁতুর ঘরে যাতে ভাল বাতাস খেলে, ধোঁয়া না জমে ও আহারের ত্রুটিতে যাতে শিশু বেশী কাহিল না হয় সেইদিকে নজর রাখা কর্তব্য।

অন্ত্রবৃদ্ধি

কোষ্ঠকাঠিন্য, অত্যধিক কোঁথপাড়া, বেশী হাসি বা কান্না, অত্যধিক কাশি, বমি, পেট কামড়ান প্রভৃতি কারণে নাভিদেশে চাপ পড়ে যদি নাভিদেশের অন্ত্র বের (Umbilical-Hernia) হয়, তবে আর্ণিকা ৩, নাক্স-ভমিকা ৩০, লাইকো ৩০, ২০০ বা সালফিউরিক অ্যাসিড ৬ সেবন এবং তুলোর একটা ছোট গদি দিয়ে নাভিদেশ এমন ভাবে চেপে বাঁধতে হবে যেন অন্ত্র বার হতে না পারে। শিশুর অন্ত্রবৃদ্ধি হলে বা অন্ত্রবৃদ্ধি সহ অণ্ডকোষে জলদোষ (Hydrocele) থাকলে, ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৬ প্রযোজ্য।

হারিস বের হওয়া।

গুহ্যদেশ ও সরলান্ত্রের নির্গমন, অ্যালো ৩x সরলান্ত্র নির্গমনের উৎকৃষ্ট ঔষধ। গুহ্যদ্বার নির্গমনের পক্ষে পডোফাইলাম ১২ উপযোগী। কিন্তু শৈশবে বিকৃতিসহ এই রোগে—ফস্ফোরাস ৩x—৬ ফলপ্রদ। প্রস্রাবের ত্যাগের সময় হারিস বের হলে—অ্যাসিড-মিউর উপযোগী।

শিশুদের একশিরা

অণ্ডে (Testes) আবরক টিউনিকা ভ্যাজাইনেলিসের দু'টি স্তরের মধ্যে জল সঞ্চয়ের জন্য তা বাড়লে ও চকচকে দেখালে তাকে জলদোষ বলে। একদিকের অণ্ডকোষ ফুললে তাকে একশিরা বলে। মায়ের কষ্টকর প্রসবের আঘাতের জন্য বা ধাতুদোষজনিত কারণে ছেলের এই রোগ জন্মাতে পারে। অন্ত্রবৃদ্ধিসহ একশিরা বহুস্থলে বর্তমান থাকে।

আঘাত জনিত রোগে—আর্ণিকা ৩ ; জন্মগত রোগে—ব্রাইয়োনিয়া ৩ , অন্ত্রবৃদ্ধি সহ একশিরায়—ক্যাল্‌কে কার্ব—৬ ; চর্মরোগাবিশিষ্ট শিশুর চর্ম শিথিল হয়ে পড়লে—গ্র্যাফাইটিস ৬ ; গুটিকা ধাতুযুক্ত রোগীর পক্ষে—ব্যাসিলিনাম ২০০ বা আর্স-আয়োড ৬ ; গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ শিশুর পক্ষে—ক্যাল্‌কে-কার্ব ৬ বা ক্যাল্‌কে-ফ্লুয়োর ১২x চূর্ণ এবং সোরা (Psora) ধাতুগ্রস্ত শিশুর পক্ষে—সাল্‌ফার ২০০ ব্যবস্থা। অ্যাব্রোটেনাম ৬, হেলিবোরাস ৬, স্পঞ্জিয়া ৬ হ্যামামেলিস ৬ সময় সময় দরকার হতে পারে।

শিশুর অণ্ডকোষ না নামা

নবজাত শিশুর (ছেলের) হয়ত একটা অণ্ডকোষ দেখা যায়, অপরটি দেহের ভিতর থেকে যায়। কখনও বা দু'টি-ই দেহের ভিতর থেকে যায়। অনেক সময় নিজে থেকেই দু-এক বছরের মধ্যে অণ্ডকোষ নেমে আসে, কিন্তু বেশী বয়স পর্যন্ত যদি তা না নামে (এমন অনেক সময় দেখা যায়) থাইরয়ডিনাম ৩০, ২০০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২০০ শক্তি দিয়েও যদি কাজ না হয়, তবে ১০০০ শক্তি প্রযোজ্য। প্রসবের সময় কোনভাবে আঘাতের জন্যে ঐরূপ ঘটে থাকলে আর্ণিকা ৬, ৩০ বা ২০০ ব্যবস্থা। অন্যরূপ কষ্টে লক্ষণ অনুযায়ী সালফার ৩০, ২০০ ; ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬ ; বেলেডোনা ৬, ৩০ প্রযোজ্য।

অণ্ডকোষ না নেমেও যদি স্বাভাবিকভাবে প্রস্রাব হয় এবং কোনরূপ ব্যথা বা অস্বস্তিবোধ না থাকলে মানুষ ঐভাবে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারে এবং তার সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয় না।

কিন্তু এর ভবিষ্যৎ ফল আশঙ্কাজনক। ক্রমে তা Cancer রোগে পরিণত হতে পারে এবং তলপেটের দিকে ব্যথা বা যন্ত্রণা সৃষ্টি করতে পারে।

সময় থাকতে অস্ত্র চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ কর্তব্য, যদি ঔষধে কাজ না হয়।

সদ্যোজাত শিশুর মলমূত্র ত্যাগ না হওয়া।

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তার মল-মূত্রদ্বার অবরুদ্ধ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা দরকার। যদি মল-দ্বার বা মূত্র-নির্গমনপথ রুদ্ধ থাকে, তা হলে উপযুক্ত চিকিৎসকের দ্বারা সত্বর উহার প্রতিকার করা উচিত। প্রসবের ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে যদি মাতৃস্তন্যে দুধ আসে তবে নবজাত শিশুকে ঐ দুধ পান করালে সহজে মলত্যাগ হতে পারে। শিশুকে মধু সেবন করালে বা হাত গরম করে পেটে আস্তে আস্তে হাত বুলালেও উপকার হয়। ঈষদুষ্ণ মিছরীর জলও সেবন করানো যেতে পারে। এতেও যদি মল-মূত্র ত্যাগ না হয় তবে লক্ষণ অনুসারে ব্রাইয়োনিয়া ৬, বেলেডোনা ৩, নাক্স ভমিকা ৬ অথবা ওপিয়াম ৬ ব্যবস্থা।

মলত্যাগ হওয়ার পরও প্রস্রাব না হলে প্রথমে অ্যাকোনাইট ৩ প্রযোজ্য। অ্যাকোন ব্যর্থ হলে বেল ৬ বা ক্যান্থারিস ৩ ব্যবস্থা।

শিশুর মাথা বড় হওয়া

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর তার মাথা অল্পাধিক বড় হয়ে থাকে। বেশীদিন যাবৎ মাথা খুব বড় থাকলে—আর্ণিকা ৩x, ৩ সেব্য।

শিশুর ব্রহ্ম তালু জোড়া না লাগা

জন্মিবার পর যদি ব্রহ্মতালু ৭।৮ মাসের মধ্যে জোড়া না লাগে তা'হলে—সাল্ফার ৩০ এক মাত্রা সেবন নিয়ম। যদি এক সপ্তাহের মধ্যে কোন উপকার না দেখা যায় তা'হলে—ক্যাল্কে কার্ব ৩০ ব্যবস্থা। ক্যাল্কে-ফস ১২x চূর্ণ ও সাইলিসিয়া ৩০ সময় সময় দরকার হতে পারে।

শিশুর স্তন ফুলে উঠা

সদ্যোজাত শিশুর স্তন ফুলে উঠে শক্ত হলে বেল ৩ ; পুঁজ হলে হিপার সালফ ৩ ও পরে সাইলিসিয়া ৬, ৩০ প্রযোজ্য। শিশুর স্তনে দুধ সঞ্চার হয়েছে মনে করে যেন স্তনের বোঁটা টিপে বা মুচড়িয়ে দেওয়া না হয়। এইরূপ করলে, স্তন প্রদাহিত হয়ে ফোঁড়া, পুঁজ প্রভৃতি জন্মাবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে খুব সাবধান।

ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুর স্তন থেকে দুধের মত একপ্রকাব তরল পদার্থ বের হয়, এতে কোন ঔষধের প্রয়োজন পড়ে না। তা নিজের থেকেই সেরে যায়, যদি কেউ শিশুর স্তন টিপে দেন এবং তাতে স্তনে প্রদাহ ও পুঁজ হয় তবে ঈষৎ লাল ও প্রদাহিত অবস্থায়—আর্ণিকা ৩ ; কিন্তু খুব লাল হলে—বেলেডোনা ৩ ; আর পুঁজ উৎপত্তি হলে—হিপার সালফার ৬ ব্যবস্থা।

শিশুর গ্রন্থি প্রদাহ

ছিঁড়ে যাওয়া বা আঘাত লাগা অথব্য ঠাণ্ডা লাগা কিম্বা প্রমেহ রোগের জন্য গ্রন্থি প্রদাহিত হয়,টাটানি ও প্রবল কম্প উপস্থিত হয়, এরই নাম শিশুর গ্রন্থি-প্রদাহ বা বীচি আওড়ান। হিম লাগার জন্য প্রদাহ ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষণে—অ্যাকোনাইট ৩x ; আঘাত লাগা বা পড়ে যাওয়ার জন্য হলে আর্ণিকা ৩x ; কানের বা বগলের বীচি স্ফীত হলে—মার্ক-আয়োড ৩x, ৩ বিচূর্ণ ; অণ্ডকোষের বীচি স্ফীত হলে—পালসেটিলা ৩ ; কুঁচকির প্রদাহে মার্ক ভাইভাস ৬x বিচূর্ণ ; প্রমেহ বা উপদংশের জন্য বীচি স্ফীত হলে—কোনিয়ম ৩, স্পঞ্জিয়া ৩x প্রযোজ্য। ব্যাডিয়াগা ৬x, থুজা ৬ প্রভৃতি সময় সময় দরকার হয়।

শিশুর আব না টিওমার

ভূমিষ্ঠ হবার পর কথনও কখনও শিশুর মাথায় আব দেখা যায়। খাঁটি সরষের তেল গরম করে আবের উপরে সেঁক প্রয়োগ ও আর্ণিকা ৩ সেবন নিয়ম। এতে ফল না হলে—ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৬ কিছুদিন সেবন করানো বিধেয়।

শিশুর তিল বা জড়ুল

ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশুর দেহের কোন সীমাবদ্ধ স্থানের শিরাগুলি একসঙ্গে হয়ে চামড়ার উপর একটা দাগ পড়ে, কখনও বা আবের মত দেখায় এর নাম তিল বা জড়ুল। থুজা ৩০ সেবন ও থুজা θ জড়ুলের উপর প্রয়োগ করলে উপকার হয়। রেডিয়াম ব্রোম ৩০ সপ্তাহে একবার একমাত্রা সেব্য। ক্যাল্কে-কার্ব ৬, ফস্ফো ৬ এবং লাইকো ১২ সময় সময় দরকার হতে পারে।

শিশুর আঁচিল

থুজা ১x, ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ টৎক থুজা ৮ প্রয়োগে কেবল মানব দেহের আঁচিল শুধু নয়, কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি পশুর আঁচিলও আরোগ্য করেছেন।

শিশুর আঁচিল প্রভৃতি নিবারণ

ভাবী শিশুর তিল, আঁচিল, আব প্রভৃতি নিবারণের জন্য গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীকে প্রথমে সাল্ফার, পরে থুজা এবং তারপর মার্ক-সল সেবন করানো উচিত। প্রত্যেক ঔষধ ৩০ শক্তিতে সপ্তাহে এক মাত্রা করে অন্ততঃ এক মাস সেবন নিয়ম।

শিশুর দেহে ঘা

শিশুকে অপরিষ্কার রাখার জন্য বা তার চর্ম অসুস্থ হলে শিশুর বগলে, কানের পিছনে, কুঁচকি প্রভৃতি নানাস্থানে ঘা হয়। চুলকানি বা পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি হলে সাল্ফার ৩০। চর্মের অসুস্থতার জন্য ঘা হলে—ক্যাল্কে কার্ব ১ (বিশেষ করে মেদবহুল ছেলেদের পক্ষে)। ঘা থেকে সর্বদা রক্ত বের হলে—লাইকো ১২ ; ঘা থেকে চটচটে আঠার মত রস নিঃস্রাবে গ্র্যাফাইটিস ৬ (বিশেষ করে কানের পিছনের ঘা) ব্যবস্থা, জ্বালাকর ক্ষতের পক্ষে—কার্বো ভেজ ৩০। সর্বাঙ্গে লাল ফুস্কুড়ি হলে—ক্যামোমিলা ১২। ঈষদুষ্ণ জলে ৫ টি কয়েক নিমপাতা বা দু ফোঁটা ক্যালেন্ডুলা ৫ ফেলে তা দিয়ে প্রতিদিন সকাল বিকাল ধুয়ে দিলে উপকার হয়।

শিশুর হেজে যাওয়া

কোন অঙ্গ হেজে গেলে—মার্ক-সল ৬ বা আর্ণিকা ৩ ফলপ্রদ ; আর্ণিকা ৫ দুধের সর বা জলপাইয়ের তেল (Olive oil) সহ বাহ্যপ্রয়োগ উপকারী। হাজাসহ শিশুর অম্লরোগ থাকলে ক্যামোমিলা ১২। স্তন্যদায়িনীর হিষ্টিরিয়া বা চা-পানের অভ্যাস থাকলে ইগ্নেসিয়া ৬। ধাতুগত দোষ হেতু হাজা হলে—সাল্ফার ৩০। ক্যাল্কে-কার্ব ৩০, লাইকো ৩০, সিপিয়া ৩০ বা রাসটক্স ৬ লক্ষণ অনুসারে আবশ্যক হতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখা দরকার।

শিশুর টিকা

বসন্ত-রোগে টিকা লওয়া বা ভ্যাক্সিনিনাম ৬x পূর্ণ (একমাত্রা মাত্র) সেবন উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর ছয় মাসের মধ্যে গো-বীজের টিকা দেওয়া এদেশে রাজ-বিধি। যেখানে ভাল গো-বীজ অভাবে টিকা দেওয়া অসম্ভব, সেখানে সপ্তাহকাল ভ্যাক্সিনিনাম ৬, ৩০ প্রতিদিন একমাত্রা হিসাবে সেবন ব্যবস্থা। গো-বীজের টিকা দিলে কখনও কখনও কুফল ফলে ; কিন্তু ভ্যাক্সিনিনাম সেবনে সেই আশংকা থাকে না। চারদিকে বসন্ত হতে থাকলে ভেরিওলিনাম ৬—২০০ (যতদিন বসন্তের প্রাদুর্ভাব থাকে ততদিন) প্রতি সপ্তাহে একমাত্রা করে সেবন করা নিয়ম।

গো-বীজে টিকা দেবার তিনদিন পরে সাধাবণতঃ উক্ত অঙ্গ প্রদাহযুক্ত (লালবর্ণ ও স্ফীত) হয় এবং কখনও অল্পাধিক জ্বর হয় ও কয়েকদিনের মধ্যে টিকা শুকিয়ে যায়। যদি উহা শুকোতে দেরী হয় তবে তাতে ক্যালেণ্ডুলা অয়েল লাগানো উচিত। শিশু যেন টিকার ঘা চুলকাতে না পারে সেইদিকে সাবধান থাকা কর্ত্তব্য, তার রস চোখে লাগলে চোখ নষ্ট পর্যন্ত হতে পারে। গো-বীজ টিকা দেওয়াব জন্য যদি কোন চর্মরোগ প্রকাশ পায় বা স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহলে থুজা ৬, ২০০ সেবন বিধি।

শিশুর গায়ে মাসীপিসী

শিশুর গায়ে ঘামাচির মত ছোট ছোট সূক্ষ্মাগ্র উদ্ভেদ বের হলে তাকে মাসী-পিসী বলে। ব্রাইয়োনিয়া ৩—৬ বা সাল্‌ফার ৩০ সেবন এবং স্নান কবানো উপকারী। এটি সচরাচর নিজের থেকেই সেরে যায়।

শিশুর ঘামাচি

গরম লাগার জন্য বা জামা প্রভৃতির দ্বাবা শরীর নিয়ত আবৃত রাখার জন্য ঘামাচি হলে—ক্যামোমিলা ১২, ঠাণ্ডা লেগে ঘামাচি হলে—ডালকামারা ৬। রসপূর্ণ ঘামাচি অত্যন্ত চুলকালে বা বসে গিয়ে শিশুর কষ্ট হলে—সাল্‌ফাব ৩০। ক্যাল্‌কে কার্ব ৩০, লাইকো ৩০ বা সিপিয়া ৩০ সময় সময় দরকার হতে পারে। ঘামাচির ওপর শ্বেত-চন্দন উপকাবী।

শিশুর চুলকণা

সাল্‌ফার ৩০, ২০০ এর একটি ভাল ঔষধ। বিছানায় শোওয়া মাত্র সারা দেহ চুলকাতে থাকলে—ইগ্নেসিয়া ৬, গায়ের জামা খুললেই গা চুলকাতে থাকলে—আর্স ৬ বা নাক্সভম ৬। শোবার পর শরীর গরম হবামাত্র চুলকালে—পালস্‌ ৬ বা মার্ক ৬, চুলকাবার পর জ্বালা শুরু হলে—রাস-টক্স ৬, হিপার ৩০। চুলকাতে চুলকাতে রক্তপাত হলে—মার্ক ৬ বা সাল্‌ফার ৩।

শিশুদের পোড়া নারাঙ্গা

ভূমিষ্ঠ হবার কয়েকদিন পর কখনও কখনও শিশুদের বুকে, পিঠে, কানের পিছনে, ঘাড়ে, হাতে-পায়ে, কুঁচকি প্রভৃতি স্থানে এক প্রকার ফোস্কা বের হতে দেখা যায় এর নাম পোড়া-নারাঙ্গা। এর ভিতরের রস প্রথমে হলদে পরে লালচে হয়ে শুকিয়ে যায় নতুবা ফেটে যায়—কখনও বা মামড়ি পড়ে। রাস টক্স ৩ এর প্রধান ঔষধ। রোগ পুরানো আকার ধারণ করলে—আর্সেনিক ৩; উপদংশজাত ফোস্কায়—মার্ক কর ৩ ব্যবস্থা।

শিশুদের বিসর্প বা নারাঙ্গা

(Erysipelas)

এটি একটি জীবাণু ঘটিত ব্যাধি। শিশুর গায়ের ত্বকের কোন অংশ প্রথমে সামান্য লালবর্ণ হয়, পরে তা চারদিকে বিস্তৃত হতে থাকে এবং সেইসঙ্গে জ্বর হয়, প্রদাহিত স্থান ফুলে উঠে ও ক্ষত হয়ে রস বের হয়। এটি একটি কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক রোগ। প্রবল জ্বর, আরক্তিম মুখমণ্ডল, প্রবল মাথাব্যথা, আলো অসহ্য—বেলেডোনা ৩x; অত্যন্ত জ্বালা, পিপাসার অভাব, প্রস্রাব কম, নিঝুম ভাব—এপিস ৩, রসপূর্ণ গুটিকা, চুলকানি ও জ্বালা—রাসটক্স ৬; বাম অঙ্গ আক্রান্ত, বেগুনী রংয়ের বিসর্প—ল্যাকেসিস ৩; মুখের বিসর্প—আর্ণিকা ৩০।

শিশুদের একজিমা

(Eczema)

বহু শিশু চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে! এটি একপ্রকার চুলকনা বা গরল। দেখতে কতকটা পাঁচড়ার মত, তবে বিক্ষিপ্তভাবে না থেকে অনেকগুলি ফুস্কুড়ি একসাথে থাকে; ততটা ছোঁয়াচে রোগ নয়। সোরা (Psora) ধাতুগ্রস্থ শিশুরা এই রোগে সমধিক আক্রান্ত হয়ে থাকে। এ থেকে পুঁজস্রাব হয়ে কাপড়ে লাগলে উহা শুকনো হবার পর কাপড় শক্ত মনে হয়, জলযুক্ত ফোস্কায়—মার্কিউরিয়াস ৬ ও রসহীন বা শুকনো ফোস্কায়—লাইকো ১২ ফলপ্রদ। গরম জল দিলে যদি কমে এবং চামড়া রক্তবর্ণ হয় তবে রাস ভেন ৩, ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ; কখনও কখনও দুই-একদিন এই ঔষধ ব্যবহারে জ্বরসহ পীড়ার বৃদ্ধি হতে পারে, তখন ঔষধ বন্ধ করলে রোগ ক্রমশঃ সেরে আসতে থাকে—দরকার হলে ২০০ শক্তির একমাত্রা দেওয়া যেতে পারে। অ্যালিউমিনা ৬, ওলিয়্যাণ্ডার ৬, ক্রোটন ৬, অ্যাণ্টিম ক্রুড ৬ প্রভৃতি সময় সময় দরকার হয়। পীড়া পুরানো হলে গ্র্যাফাইটিস ৩০ প্রযোজ্য। সময় সময় পেট্রোলিয়াম ৩, মার্কর ৬, হিপার সালফার ৬, আর্সেনিক ৬, প্রভৃতি ঔষধ দরকার হতে পারে। অলিভ অয়েল লাগানো উপকারী। কিন্তু কোনও মলম বা বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ ব্যবহার উচিত নয়। তীব্র ঔষধযুক্ত মলমে একজিমা বসে গিয়ে নানারকম গুরুতর রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

শিশুদের গায়ের চামড়া উঠে ক্ষত হওয়া
(Intertrigo)

শিশুর চামড়া খুব নরম সেইজন্য সামান্য কারণে চামড়া উঠে ক্ষত হয়। ময়লা জামা ব্যবহার, জোরে গা ঘষা প্রভৃতি কারণে চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে কানের পিছনদিক বা ঘাড়, কুঁচকি ও বগলের চামড়ার স্তর ফুলে উঠে ও লাল হয় এবং জ্বালা করে ও রস পড়ে। ক্যামোমিলা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত ও তা থেকে রক্ত বের হলে, মার্কিউরিয়াস সল ৬ উপযোগী। রোগ বারে বারে আক্রমণ করলে লাইকো-পোডিয়াম ১২ প্রযোজ্য।

শিশুদের ফোঁড়া

সময় সময় শিশুদের মাথায়, গলায়, কানের পিছনদিকে, এবং হাতের সন্ধি ও কুঁচকি প্রভৃতিতে ফোঁড়া হয়ে থাকে। স্থূলকায় শিশুদের ফোঁড়া হলে—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৩০। প্রায়ই ক্ষত (গরমকালে বেশী) হলে—কার্বোভেজ ৩০, ক্ষতের পাশে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি চাপ চাপ হয়ে প্রকাশ পেলে এবং সেজন্য শিশু সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করলে—ক্যামোমিলা ৬ ; কানের পিছন দিকে লালবর্ণের ক্ষত এবং তা থেকে আঠা আঠা পুঁজ বের হলে—গ্র্যাফাইটিস ৬ ; দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত হতে রক্ত বের হলে ও সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিলে লাইকো ৩০ ; প্রথমে মাথায় ২।১ টি ফোঁড়া হয় পরে তার রস ঝরে মাথার অন্যান্য অংশে ফোঁড়া হলে সাল্‌ফ ৩০, হিপার সাল্‌ফ ৩০ বা ক্যাল্‌কে কার্ব ৩০ প্রযোজ্য। বহু ক্ষেত্রে আর্ণিকা ৩ প্রয়োগে উপকার হয়েছে।

শিশুদের ওষ্ঠব্রণ

এটি এক প্রকার দূষিত ব্রণ বিশেষ। প্রথমে ঠোঁটে একটি ছোট ফুস্কুড়ি হয়ে ক্রমে তা বড় ও কঠিন হয় এবং সেই সঙ্গে জলন্ত আগুনের মত জ্বালাবোধ, জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এই ব্রণটি প্রায়ই পাকে না ও সপ্তাহের শেষে পচতে শুরু করে এবং ভাল চিকিৎসা না হলে রোগী দুর্বল হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অ্যান্থ্রাক্সিনাম ৩০—একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ (বিশেষ করে খুব জ্বালা হলে) ; এপিস ৩০ (হুলফুটানোর মত জ্বালা হলে), কিন্তু বেশী পুঁজ বের হলে হিপার সালফ ৬ প্রযোজ্য। আর্স, ল্যাকেসিস, আর্ণিকা, সাইলিসিয়া, কার্বো ভেজ, বেল, ট্যারেণ্টুলা প্রভৃতি সময় সময় দরকার হয়। কখনও কখনও অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

শিশুদের শীত-ফাটা

শীতকালে কখনও কখনও শিশুর ঠোঁট এবং শরীরের অন্যান্য অংশ ফাটে। আর্স ৬, হিপার ৬, কেলি-কার্ব ৩০, নেট্রাম-মিউর ১২x চূর্ণ—২০০, নাইট্রিক অ্যাসিড ৬,

সাল্ফার ৩০ প্রভৃতি এর ঔষধ। দুধের সর, মাখন, ঘি, তিল তেল বা অলিভ অয়েল বাহ্য প্রয়োগ উপকারী।

শিশুদের মাথায় খুস্কি

মাথা পরিষ্কার না থাকার জন্য বা ধাতুগত কারণে চামড়ার উপর মলিন হলদে বা রাঙ্গা মরামাসের মত ফুস্কুড়ি হলে তাকে খুস্কি বলে। রাতে মাথায় জলপাইয়ের তেল মাখা ও সকাল বেলায় জলে শ্যাম্পু মিশিয়ে ধুয়ে ফেললে উপকার হয়। মাঝে মাঝে মাথায় বেসন ঘসে পরিষ্কার জলে ধুয়ে স্নান করালে উপকার হয়। সাল্ফার ৩০ সপ্তাহে দুবার সেব্য।

শিশুদের টাক পড়া বা কেশ পতন

এ রোগে প্রধানতঃ শৈশবেই মাথায় টাক পড়ে। ষোল বছর বয়স উত্তীর্ণ হলে তা কদাচিৎ ঘটে। মাথার চুল উঠে যেতে থাকলে ডাঃ হিউজেস বলেন, উপদংশ ধাতুগ্রস্থ শিশুর পক্ষে অ্যাসিড ফ্লুয়োর ৬x একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডাঃ হা-টি আর্সেনিক ৬, ৩০ টাক পড়ার উৎকৃষ্ট ঔষধ মনে করেন। টাক পড়াসহ মাথা অত্যন্ত চুলকালে ভিঙ্কা-মাইনর ২x, ৩ প্রযোজ্য এবং থ্যালিয়াম ৩x, ৩০ সময় সময় ফলপ্রদ। চুল শুকনো বা খসখসে হয়ে পড়তে থাকলে কেলি-কার্ব ৬ প্রযোজ্য। কোন উৎকট পীড়ার পর, একাঙ্গীণ বা সর্বাঙ্গীণ দৌর্বল্য কিম্বা মানসিক অবসাদ জনিত কারণে চুল পড়ে যেতে থাকলে অ্যাসিড-ফস ২x প্রযোজ্য। সিপিয়া ৩, ৩০ সেবন এবং অ্যানাকার্ডিয়াম ওরি θ মধু দিয়ে মিশিয়ে প্রলেপ দিলে টাক নিবারিত হয়। সাল্ফার ৩০, ক্যাল্কে-কার্ব ৩০ বা ক্যান্থারিস ৩, ৬ সেবন এবং ভেসলিনসহ ক্যান্থারিস θ মিশিয়ে বাহ্য প্রয়োগও হিতকর। X-Ray ৩০ প্রয়োগে কেউ কেউ সুফল পেয়েছেন বলেন। প্রত্যহ চুল আঁচড়ান হিতকর। কেশুত্তে পাতার রস মাথায় মাখলে উপকার হয়।

দদ্রুজনিত কখনও কখনও কেশ পতন (Alopecia areata) হয়। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি প্রত্যেকটি অন্ততঃ তিন মাস সেবন করলে উহা নির্দোষরূপে সেরে যেতে পারে :—ব্যাসিলিনাম ২০০, থুজা ৩০, সাল্ফার ৩০, হাইড্র্যাস্টিস θ ও আর্টিকা ইউরেন্স θ।

শিশুর মাথায় উকুন

শিশুর মাথায় উকুন হলে মাথা প্রতিদিন ধুয়ে স্যাবাডিলা θ (একভাগ, বিশগুণ জলসহ ধারন দিয়ে) ধুয়ে দিলে উপকার হয় কোন কোন ক্ষেত্রে স্নান ধাবনাদি এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সত্ত্বেও কোন মতেই উকুন মুক্ত করা যায় না—এরূপ স্থলে Von Villar বলেন স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৩০ সেবন করলে অল্প সময়ের মধ্যে অতি আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। চুল চেঁচে ফেলে দিলে এবং পরে চুল ও মাথা পরিষ্কার রাখলে আর উকুন থাকে না।

শিশুর পেঁচোয় পাওয়া, বাতাস লাগা বা শিশুর ধনুষ্টঙ্কার

ভূমিষ্ঠ হবার পর কখনও কখনও শিশুর এই ভয়ঙ্কর রোগ হয়ে থাকে। আঘাত লাগা, নাড়ী কাটার দোষ বা নাভিতে ঘা হওয়ার জন্য শিশুদেহে ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু প্রবেশ করলে এই রোগ জন্মে। প্রথমে শিশু স্তন টানতে পারে না, ঘাড় শক্ত হয়, চোয়াল দুটি ধরে যায় এবং ক্রমে ফিট বা আক্ষেপ উপস্থিত হয়ে মুখ ও দেহ রক্তবর্ণ, ঠোঁট নীলবর্ণ ও হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়। কখনও কখনও গায়ের তাপ ১০৪-৫ ডিগ্রী হয়, হাত-পায়ে টান ধরে পিঠ ও চোয়াল বেঁকে যায় এবং মুখ দিয়ে ফেনা উঠে ও অবশেষে মৃত্যু হয়।

এই রোগের আগে ঠাণ্ডা লাগার ইতিহাস থাকলে এবং জ্বর ভাব, অনবরত কান্না ও অস্থিরতা প্রভৃতি লক্ষণে—অ্যাকোন ৩। তড়কা, কাঁপুনি এবং চোয়াল এপাশ-ওপাশ নাড়তে থাকা লক্ষণে—জেলসিমিয়াম ৩, বেলেডোনা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। (নাভির প্রদাহের জন্য)। ধনুষ্টঙ্কারে—আর্ণিকা ৩x বা হাইপেরিকাম ৩x, নাক্স ভমিকা ৩x—৩০, স্ট্রিকনিয়া ৬x চূর্ণ, সাইকিউটা ৬, অ্যাসিড-হাইড্রো ৩ সময় সময় দরকার হতে পারে। মায়ের প্রচণ্ড শোক, ক্রোধের জন্য বিকৃত স্তন-দুধ পান করে শিশু রোগগ্রস্থ হলে, শিশু ও মাতা উভয়কেই ইগ্নেসিয়া ৬ প্রয়োগ করা উচিত। শিশুর শিরদাঁড়াতে তাপ বা শুকনো সেঁক প্রয়োগ উপকারী।

শিশুর চক্ষুর প্রদাহ

ভূমিষ্ঠ হওয়ার কয়েকদিন পরে কোন কোনও শিশুর চক্ষু-প্রদাহ ঘটতে দেখা যায়। চোখ ফুলে উঠে, লাল হয়, পুঁজ পড়ে, জুড়ে যায় এবং সময় সময় চোখেতে ক্ষত পর্যন্ত হয়ে থাকে, বেশীদিন ঐভাবে পুঁজস্রাব হলে চোখ নষ্ট হবার সম্ভাবনা, সুতরাং রোগের সূচনাতেই ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন। আর্দ্র ঘরে বাস, ঠাণ্ডা বাতাস বা হিম লাগা, চোখে বেশী আলো, ধোঁয়া বা ধুলো কিম্বা আঁতুড় ঘরে অধিক সেঁক, তাপ প্রয়োগ বা কোনরূপ ধাতুরোগ জনিত কারণে এই ব্যাধি জন্মাতে পারে।

আর্জ-নাই ৩ চোখ-প্রদাহের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। ঠাণ্ডা বা হিম কিম্বা বেশী আলো লেগে চোখে প্রদাহ হলে এবং জ্বর, অস্থিরতা, অনিদ্রা, চোখ দিয়ে বেশী জল পড়া, অক্ষিগোলকের (চোখের তারা) রক্তিমা প্রভৃতি লক্ষণে—অ্যাকোন ৩x প্রযোজ্য। হাম-বসন্ত প্রভৃতির পর এই রোগ হলে—এপিস ৩, আঘাতের জন্য চোখের প্রদাহে—আর্ণিকা ৩ প্রযোজ্য।

চোখের পাতা স্ফীত ও লালবর্ণ এবং সময় সময় রক্তস্রাব লক্ষণে—বেলেডোনা ৬, চোখের পাতা স্ফীত ও উহার প্রান্তভাগে ফুস্কুড়ি এবং অধিক পরিমাণে পুঁজ সঞ্চয় লক্ষণে—মার্ক-সল ৬। আর্জেণ্টাম-নাইট্রিকাম ৩ ও ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬ সময় সময় দরকার হয়। ঈষদুষ্ণ জলে পরিষ্কার পাতলা নরম কাপড় ভিজিয়ে তা বেশ করে

নিংড়িয়ে আস্তে আস্তে অত্যন্ত সাবধানের সাথে চোখ থেকে পুঁজ, পিঁচুটি প্রভৃতি বের করে ফেলা উচিত। চোখের পাতা জুড়ে গেলে, তা যেন টেনে খোলা না হয়; কিছুক্ষণ চোখের পাতার উপর অল্প অল্প জল দিলে তা নিজের থেকেই খুলে যায়, জল খুব পরিষ্কার হওয়া উচিত। চোখ পরিষ্কার করবার পর এক ফোঁটা আর্জেন্ট নাইট্রি ২x, ৩x তরল উভয় চোখের মধ্যে ঢেলে দিলে উপকার হয়।

পিতা-মাতার ধাতুদোষজনিত চোখের প্রদাহ হলে—থুজা ৩০, মার্কিউরিয়াস-সল ৩, সাল্‌ফার ৩০, অরাম মিউর ২০০, অ্যাসিড নাইট্রি ৬—২০০ প্রভৃতি দরকার হতে পারে।

শিশুদের অঞ্জনি

চোখের পাতার ধারে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি বা ফোঁড়া হলে তাকে আঞ্জনি বা অঞ্জনি বলে। কখনও কখনও এতে পুঁজ সঞ্চার হয়। পালস্‌ ৩, হিপার ৩ ও স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। কোন কোন ধাতুরোগ বিশিষ্ট শিশুর অঞ্জনি সহজে আরোগ্য হয় না, তাদের পক্ষে—সাল্‌ফার ৩০, নেট্রাম সালফ ১২x, ৩০, বা থুজা ৩০ উপকারী।

শিশুর কানের ভিতর গ্যাঁজ

বহুদিন যাবৎ কান পাকা থাকলে কখনও কখনও কানের ভিতর গ্যাঁজ হয়ে থাকে, স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৩ এর প্রধান ঔষধ, কখনও কখনও ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব আবশ্যক হয়।

শিশুর কান-বেদনা

ঠাণ্ডা লাগলে, সর্দি বা হাম হলে, কানে জল ঢুকলে বা দাঁত উঠবার সময় কখনও কখনও শিশুর কানে ব্যথা হয়। শিশুর কানে হাত দেবামাত্র যদি শিশু চিৎকার করে উঠে, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার কানে ব্যথা হচ্ছে। ঠাণ্ডা লেগে ব্যথা হলে অ্যাকোন ৩, কান ফুলে লাল ও গরম হলে—বেল ৩, দাঁত উঠবার সময় কানে ব্যথা হলে—ক্যামোমিলা ১২, যন্ত্রণা অসহ্য হলে—ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ১২x বিচূর্ণ (উষ্ণ জল দিয়ে) সেবন বিধেয়। কানে গরম শুকনো সেঁক দিলে যন্ত্রণা প্রশমিত হয়। মুলেন অয়েল বা প্ল্যাণ্টাগো θ কানে ২/১ ফোঁটা করে দিলেও উপকার হয়।

শিশুর কর্ণশূল বা কর্ণ-প্রদাহ

হিম বা বর্ষার আর্দ্র বায়ু কিম্বা শীতকালের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে বা কোন চর্মরোগ বসে গিয়ে কর্ণশূল বা কর্ণ-প্রদাহ উপস্থিত হয়। কানের ভিতর জ্বালাবোধ, দপদপানি, অসহ্য টাটানি, কানের ভিতরে ও বাইরের দিকে উষ্ণতা, স্ফীতি ও রক্তিমা এবং সেইসঙ্গে প্রায়ই জ্বর প্রভৃতি এর প্রধান লক্ষণ। সাধারণতঃ কর্ণশূলের কারণ ও লক্ষণ একই রূপ, পার্থক্য এই যে কর্ণ-প্রদাহে জ্বর ও দপদপে ব্যথা থাকে

কিন্তু কর্ণশূলে শূলবিদ্ধের মত বেদনা হয়। পালসেটিলা ৩ সেবন এবং পালসেটিলা θ ২/১ ফোঁটা কানে প্রয়োগ উভয় রোগে সুফল প্রদ। মুলেন অয়েল বা প্ল্যাণ্টাগো θ ২/১ ফোঁটা কানে দিলেও উপকার করা হয়। শীতকালে শুকনো শীতল হাওয়া লেগে রোগ হলে—অ্যাকোন ৩x ; আঘাত লেগে হলে—আর্ণিকা ৩, কানের ভিতর বাইরের দিকে প্রদাহিত হয়ে কানের ভিতর ঠান্ডা ও বাইরে জ্বালা, গাল ও দাঁত পর্যন্ত ছিন্নকর যন্ত্রণা লক্ষণে—মার্ক-ভাই ৩x বিচূর্ণ প্রযোজ্য। গরম সেঁক উপকারী।

শিশুর কান পাকা বা কান হতে পুঁজ বেরোনো

হাম-জ্বর, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি পীড়ার পর বা কোন চর্মরোগ বসে গিয়ে (প্রধানতঃ গণ্ডমালাগ্রস্থ বালক-বালিকাদের) বা জল বা দুধ ঢুকে কান থেকে পুঁজস্রাব হয়ে থাকে। ক্যাপ্সিকাম ৬, ৩০ এ রোগের একটি মূল্যবান ঔষধ। হাম বা বসন্তের পর কান পাকলে অথবা কানের পুঁজপড়া বন্ধ হয়ে কানের গ্রন্থি স্ফীত হলে প্রথমে পালসেটিলা ৩ পরে সালফার ৩০ প্রযোজ্য। কান হতে পুঁজ স্রাব সহ শিরঃপীড়ায়—বেলেডোনা ৩ ; বেলেডোনার পর মার্ক ৬ (বিশেষ করে পুঁজ গাঢ়, দুর্গন্ধ ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হলে এবং বিছানার গরমে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেলে) কিন্তু যদি বেশি পরিমাণে মার্কারি সেবিত হয়ে থাকে, তা'হলে অ্যাসিড নাইট্রিক ৬, ৩০ ; হিপার সালফার ৬ প্রযোজ্য। স্রাব দুর্গন্ধ, জলের মত, শ্রবণশক্তির হ্রাস, কানে মামড়ি পড়ায়—সাইলিসিয়া ৩০, ২০০। দীর্ঘস্থায়ী কান পাকায়—সালফার ৩০, ২০০। ঈষদুষ্ণ জলে সোহাগা ফেলে তার দ্বারা ধীরে ধীরে কান ধুলে উপকার হয়। তুলি নিয়ে কান মুছে মুলেন অয়েল ২ ফোঁটা (দিনে দুবার, কানে দিয়ে তুলার দ্বারা কান বন্ধ করে রাখলে উপকার হয়।

সাবধান, শৈশবাবস্থায় কানপাকায় পুঁজ বের হতে থাকলে হঠাৎ কোন বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ দিয়ে স্রাব বন্ধ করা ঠিক নয়, স্রাব বন্ধ হলে গুরুতর পীড়া ঘটতে পারে।

শিশুর তড়কা বা খেঁচুনি

শৈশবাবস্থায় স্নায়ু মণ্ডলের ক্রিয়া সহজেই উত্তেজিত হয় বলে এই পীড়ার লক্ষণ মৃগী ও হিস্টিরিয়ার লক্ষণের মত। যে কোনও তরুণ প্রদাহজনিত জ্বরের সূচনায় যথা, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া, হাম, বসন্ত, ডিফথিরিয়া, হুপিং কাশি ইত্যাদিতে তড়কা হতে পারে। এ ছাড়াও দাঁত উঠবার সময় হাম বা বসন্ত সম্পূর্ণভাবে গায়ে বার না হলে, উচ্চস্থান থেকে হঠাৎ পড়ে গেলে ও ক্রিমিদোষ বা পাকাশয়ের গোলযোগের জন্য বা হঠাৎ ভয় পাবার বা ক্রোধান্বিত হবার পরমুহূর্তে মাতা শিশুকে স্তন্যপান করানোর জন্য এই পীড়া হতে পারে। চোখ ও মুখমণ্ডল লালবর্ণ, চোখের তারা বিস্তৃত, মাথা উত্তপ্ত, চমকিয়ে উঠা বা লাফিয়ে উঠা লক্ষণে—বেলেডোনা ৬। মুখমণ্ডল মলিন,

উত্তপ্ত ও স্ফীত ; সমুদয় শরীরে কম্প ; গোঁ গোঁ ঘড় ঘড় শব্দ ; ঊর্ধ্বনেত্রে নিস্পন্দভাবে অবস্থান এবং কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষণে, ওপিয়াম ৩০। দাঁত উঠবার সময়ে তড়কা হলে, ক্যামো ৬। হাম বা বসন্ত সম্পূর্ণ ভাবে বার না হবার জন্য তড়কায় জিঙ্কাম ৬ বা ষ্ট্র্যামো ৬ উপযোগী। গুরুপাক দ্রব্য ভোজনের জন্য তড়কা হলে, প্রথমে নাক্স-ভম ৬ প্রযোজ্য। তিন-চারবার নাক্স সেবনেও যদি কোন উপকার দেখা না দেয় তাহলে উষ্ণ জলের পিকচারী দিয়ে মলত্যাগ করান উচিত। ক্রিমির জন্য আক্ষেপে সিনা ৩x, ২০০ ; প্রবল জ্বরসহ দেহ পেছনদিকে বেঁকে পড়লে—ভিরেট্রাম-ভির—৩x। চর্মপীড়া হঠাৎ বসে যাবার পর তড়কায়—সালফ ৩০। ভীতার্ত্তা বা ক্রোধান্বিতা মাতার স্তন্যপানের জন্য তড়কায়, অ্যাকোন ৩x, ক্যামো ৬, কিউপ্রাম ৬, এপিস ৬ অ্যান্টিম-টার্ট ৬, জিঙ্কাম ৬ বা আর্স ৬ সময় সময় দরকার হয়। তড়কা আরম্ভ হলেই শিশুর গায়ের জামা-কাপড় খুলে ফেলে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা দেওয়া দরকার। দরকার মনে হলে মাথায় বরফ (Ice-bag) দেওয়া যেতে পারে।

সহামত গরম জলে শিশুর পা ডুবিয়ে সাথে সাথে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিয়ে এবং কর্পূর বা অ্যামিল নাইট্রেট ১x এর ঘ্রাণ নেওয়ালে অনেক সময় উপকার হয়।

শিশুর মৃগীরোগ

অনেক শিশুর এ রোগ হয়ে থাকে। এটি স্নায়ুমণ্ডলীর পীড়া। এতে শিশুর চৈতন্য লোপ হয়ে আক্ষেপ উপস্থিত হওয়া বিশেষ লক্ষণ। আক্ষেপ হয়ে মুখে ফেনা উঠে, ঘাড় শক্ত ও বাঁকা হয়, দাঁতে দাঁত লাগে, চোখের তারা ঊর্ধ্বে উঠে যায়। ক্যাল্কে কার্ব ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। তরুণ মৃগীরোগে—অ্যাবিসিন্থিয়াম ৬, অ্যাসিড-হাইড্রো ৩, ইগ্নেসিয়া ৩, ভয়জনিত—অ্যাকোন ১x—৩x, ওপিয়াম ৩০। ক্রিমির জন্য—সিনা ১x—৩x, স্যান্টোনাইন ১x, টিউক্রিয়াম ৬, ইণ্ডিগো ৩০ ; দাঁত উঠবার সময়ে—বেলেডোনা ৬, ক্যাল্কে ফস ৬x, কেলি-ফস ৬x ; রোগ পুরানো হলে—সাল্ফার ৩০, কিউপ্রাম ৬, সাইকিউটা ৬, বিউফো ৬, সাইলিসিয়া ৩০, জিঙ্কাম-ফস ৩x—৩, ক্যামোমিলা ৬, নাক্স ভম ৩০ এবং স্ট্র্যামো ৬ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে। ফিটের সময়ে অ্যামিল-নাইট্রেট ১x বা জুতোর চামড়ার ঘ্রাণ নেওয়ালে উপকার হয়।

শিশুর সর্দি-গর্মি

শিশুর সমস্ত শরীরে (বিশেষ করে মাথায়) রৌদ্র লাগা, গ্রীষ্মকালে বেশীক্ষণ যানাদিতে ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে সর্দি-গর্মি হতে পারে। প্রথমে তাপবোধ ও পিপাসা, পরে শীতবোধ, গায়ের ত্বক শুকনো, মাথায় যন্ত্রণা, চোখ লাল, বমির ইচ্ছা, বারবার প্রস্রাব এবং শরীরের তাপ ক্রমশঃ বা হঠাৎ হ্রাস হয়ে মূর্চ্ছাবেশ হতে পারে। কখনও কখনও এ অবস্থায় রোগীর মৃত্যু ঘটে।

হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়া, সমস্ত শরীর, বিশেষ করে মাথা ও মুখ গরম ও লাল হওয়া, নাড়ী খুব দ্রুত ; দম আটকান ভাব, ভেদ-বমি প্রভৃতি লক্ষণে—গ্লোনয়িন ৩ পাঁচ মিনিট অন্তর সেব্য। কার্বো-ভেজ ৩০ প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় আবশ্যক হয়।

শিশুর মেনিঞ্জাইটিস বা মস্তিষ্ক ঝিল্লীর প্রদাহ

এই রোগে প্রথমে খিদে থাকে না, মাথা ধরে ও বমি হয় ; ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস ; অস্বাভাবিক ও ট্যারা দৃষ্টি ; ক্রমে খেচুঁনি, তন্দ্রা ভাব, দ্রুত নাড়ী, শরীরের তাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি উপস্থিত হয়ে দু-তিনসপ্তাহ মধ্যে শিশুর মৃত্যু হতে পারে। এপিস ৩ এর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষ করে শিশু যদি ঘুমন্ত অবস্থায় হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠে, আঘাতের জন্য হলে—আর্ণিকা ৩। বেশী প্রলাপাদি থাকলে—বেলেডোনা ৩।

মাথার পিছন দিকে ও ঘাড়ে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকলে—হেলিবোরাস ৩। ব্যাসিলিনাম ২০০ (এক মাত্রা), ফসফরাস ৬, জিঙ্কাম ৬, ব্রাইয়ো ৬, সাল্‌ফার ৩০, জেলসিমিয়াম ৩x, স্ট্র্যামোনিয়াম ৩ প্রভৃতি সময় সময় দরকার হতে পারে।

শিশুর মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়
(Hydrocephallus)

ভূমিষ্ঠ হবার পর এক বছরের মধ্যে মাথায় শোথ হয়ে আট-দশ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। শিশু বেশ স্তন্যপানাদি করে, অথচ শীর্ণ হতে থাকে ; ক্রমে মাথাটি বড় হয়। শিশুকে বৃদ্ধের মত দেখায়, সব সময় শুয়ে থাকতে চায়, ইন্দ্রিয়াদি অবশ হতে থাকে, অবশেষে মৃত্যু ঘটে।

ক্যাল্‌কেরিয়া ৩০, ক্যাল্‌কেরিয়া ফস ৬x, ১২x, ৩০, সাইলিসিয়া ১২x, ৩০, সিপিয়া ৩০, সাল্‌ফার ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। অসাড় অবস্থা, প্রস্রাব বন্ধ এবং জল ছাড়া কিছুই খেতে চায় না—এই অবস্থায় হেলিবোরাস ৩ প্রযোজ্য।

শিশুর মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চয়

ব্রহ্মতালু সামান্য ফুলে উঠে শিশু নিস্তেজ হয়ে পড়ে : মাথা ঈষদুষ্ণ, নাড়ীর গতি কখনও দ্রুত, কখনও বা ধীর, কোষ্ঠকাঠিন্য, বমি, ভুল দেখা বা বকা, গোঙান, ফ্যাল ফ্যাল করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা, চোখের তারা বিস্তার, জিভ ও চোখ লাল, চোখ-মুখের থমথমে ভাব, কপাল ও ঘাড়ের শিরা-স্ফীতি, ঘন ঘন কষ্টকর নিঃশ্বাস, গাঢ় ঘুমের মধ্যে হঠাৎ বিকট চিৎকার প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ। আঘাত লাগা, দাঁত ওঠা, হুপ-কাশির জন্য মাথায় শোণিতের সন্তাপ, শিরাসমূহ ততোধিক সন্তাপ

এবং হাম, বসন্ত বা অন্য কোন চর্মরোগের বিলোপ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। এপিস ৩ এ রোগের প্রধান ঔষধ। মাথা ভার, চোখ বুজে শুয়ে থাকা, প্রবল জ্বর, জল খেতে চায় না—জেলস্ ১x প্রযোজ্য। মুখমণ্ডল ও চোখ লাল চকচকে, চোখের তারা বিস্তৃত, তন্দ্রাভাব অথচ অনিদ্রা, মাঝে মাঝে চমকিয়ে উঠা, ব্রহ্মতালুর স্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণে—বেল ৩x ; ঐ উপসর্গগুলি প্রচণ্ডতর হলে—গ্লোনয়িন ৩ উপযোগী।

শিশুর মস্তিষ্কের রক্ত স্বল্পতাজনিত বিকার
(Hydrocephaloid Brain)

ওলাউঠা, উদরাময়, নিউমোনিয়া প্রভৃতি উৎকট পীড়ায় রক্তক্ষয় হলে শিশুর পোষণ-কার্যের ব্যাঘাত ঘটে, এই অপোষণক্রিয়ার নাম মস্তিষ্কের রক্তস্বল্পতাজনিত বিকার। শিশুর ব্রহ্মরন্ধ্রের অনুপ্রবেশ, মাথা সদাই এপাশ-ওপাশ সঞ্চালন ও মোহাবস্থা বড়ই অশুভ লক্ষণ। বলা বাহুল্য, এ দুটি মস্তিষ্কের জল-সঞ্চয় ও বিকার একই রোগ নয়, এ দুটি আলাদা রোগ। ফস্ফোরাস ৬, সাল্ফার ৩০, কেলি-কার্ব ৩, ইথুজা ৬, ক্যাল্কেরিয়া-ফস ১২x বিচূর্ণ ; ক্যাডমিয়াম সালফ, হেডেরা-হেলিক্স θ, হেলিবোরাস ৩x প্রভৃতি এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুর মেরুমজ্জায় জলসঞ্চয় হেতু বিভাজিত মেরু
(Spinal Bifida)

গর্ভাবস্থায় মেরু প্রণালীর (Spinal canal) মধ্যে জলসঞ্চয় হলে সদ্যোজাত শিশুর ঐ রোগাক্রান্ত স্থানটি টিউমারের মত ফুলে উঠে এবং শিরদাঁড়ার আক্রান্ত অস্থি অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন ফাঁক দেখায়, এর নাম বিভাজিত মেরু। ক্যাল্কে-ফস ৬x বিচূর্ণ বিভাজিত মেরুর উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং এপিস ৩ সেবন ও বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা টিউমারে উপকার হয়। ব্যাসিলিনাম ২০০, ব্রাইয়ো ৩, সাল্ফার ৩০, সাইলিসিয়া ৩০ আর্স ৬, লাইকো ৩০, ক্যাল্কে-কার্ব ৩ প্রভৃতি ঔষধ এবং অস্ত্র চিকিৎসাও সময় সময় আবশ্যক হয়।

শিশুর পক্ষাঘাত

জ্বর বা আক্ষেপসহ সাধারণতঃ এ রোগ প্রকাশ পায়। পক্ষাঘাতাক্রান্ত স্থান পনের-বিশ দিনের ভিতর শুকনো ও শীর্ণ হয়ে যায়। রোগাক্রান্ত স্থান আর বাড়তে পারে না, এমন কি অস্থি পর্যন্ত বক্র হয়ে যায়। কষ্টিকাম এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। হঠাৎ পক্ষাঘাত হলে অ্যাকোনাইট ১x, ৩x ; মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, প্রবল জ্বর ও উত্তপ্ত মুখমণ্ডল—বেলেডোনা ৬। সিকেলি-কর ৩, প্লাম্বাম ৬, থুজা ৩০, জেলস্ ৩, সাল্ফার ৩০ প্রভৃতি সময় সময় দরকার হয়।

শিশুর মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাত

(Infantile Spinal Paralysis)

আক্রান্ত স্থানের পেশীচয়ের শীর্ণতা ঘটলে, শিশুর মেরুদণ্ডে পক্ষাঘাতের আক্রমণ সম্বন্ধে অনুমান করা সঙ্গত। জীবাণু অপেক্ষা অতি ক্ষুদ্রতর আনুবীক্ষণাতীত একপ্রকার বীজাণু (Filtreable Virus) এ রোগের মুখ্য কারণ। এই বীজাণু অতি সূক্ষ্ম শ্লেষ্মাকণার সাথে বায়ুমধ্যে সঞ্চরণ করে এবং সাধারণতঃ নাসারন্ধ্র দ্বারা শরীরে প্রবেশ করে ; পানীয় জলও দূষিত হতে পারে। ঠাণ্ডা লাগা বা সহসা ঘাম নিরোধ প্রভৃতি এর গৌণ কারণ। সচরাচর গ্রীষ্মকালে এক বছর বয়স হতে চার বছর বয়স্ক শিশুগণ সহসা জ্বরসহ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দেখতে দেখতে পক্ষাঘাতাক্রান্ত অঙ্গটুকু দ্রুত অস্বাভাবিকভাবে শীর্ণ হয়ে পড়ে। জ্বর, অস্থিরতা, স্নায়ুযন্ত্রণা প্রভৃতি লক্ষণে—অ্যাকোন ৩x (পীড়ার সূচনা থেকে কিছুদিন যাবৎ তা ব্যবহার করা উচিত) ; কিন্তু পক্ষাঘাতের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র অ্যাকোন বন্ধ করে জেলস ১x প্রয়োগ করা সঙ্গত (জ্বরসহ ঔদাসীন্যে জেলস উপযোগী)। প্রবল জ্বর, মুখমণ্ডলে রক্তসঞ্চয়, শুকনো ত্বক প্রভৃতি লক্ষণে—বেল ৩ প্রযোজ্য। মোটা থলথলে বা শীর্ণ শিশুদের পক্ষে ক্যালকেরিয়া-কার্ব ৩ উপকারী। উষ্ণ জলে স্নান এবং রোগাক্রমণের ছয় সপ্তাহ পরে তড়িৎ প্রয়োগ ও গাত্রমর্দন (কমপক্ষে এক বছর) উপকারী।

শিশুর একজ্বর

কখনও কখনও শিশুর জ্বরের কিছুতেই বিরাম হয় না। ফেরাম-ফস ১২x বিচূর্ণ বা জেলসিমিয়াম ৩x এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাকাশয়ে গোলযোগ থাকলে—পালসেটিলা ৩০ ; জিহ্বা সাদা লেপাবৃত লক্ষণে—অ্যাণ্টিম ক্রুড ৩০ ; ক্রিমির জন্য হলে—সিনা ৩x বা স্পাইজিলিয়া ৬ ; শরীর অত্যন্ত গরম, চমকে চমকে উঠা বা তড়কার লক্ষণে—বেল ৩ উপযোগী। কখনও রোগীর কিছুতেই জ্বর বিরাম হয় না, সেইসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য, নাভির চারধারে যন্ত্রণা (ক্রিমি থাকুক বা না থাকুক), নাক খোঁটা প্রভৃতি লক্ষণে—সিনা ২x, ৩০ ; সিনায় কোন উপকার না হলে—স্পাইজিলিয়া ৩x প্রযোজ্য। বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র—ক্যাপ্সিকাম ৩ সর্বাগ্রে প্রয়োগ করা উচিত।

শিশুদের প্লীহা

পুরানো ম্যালেরিয়া জ্বরে বহুদিন ভুগলে প্লীহা বড় হয়, ফুলে উঠে, শক্ত হয়, টাটায় এবং ফোড়ার মত ব্যথা হয়। কুইনিন বা আর্সেনিকের অপব্যবহারের জন্যেও প্লীহা ঐরূপ বাড়ে ও শক্ত হয়। মার্ক-বিন-আয়োড ৩x, ৬x এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিয়ানোথাল বাহ্য প্রয়োগ ও ৩x সেবন উপকারী। আর্স ৩০, নাক্স ৬, চায়না ৬, লাইকো ৩০, ক্যাল্‌কে-কার্ব ৩০, আর্ণিকা ৬, সাল্‌ফার ৩০, নেট্রাম-মিউর ৩০ সময় সময় দরকার হতে পারে।

শিশুদের অনিদ্রা

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য ও রক্তসঞ্চয়; প্রসূতি বা শিশুর আহার দোষ বা ক্রিমির জন্য অনিদ্রা হতে পাবে। অনিদ্রার মূলগত কারণ নিরূপণ করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করা কর্তব্য।

মাথা উত্তপ্ত, অকারণ অবিরত ক্রন্দন ও ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চীৎকার করে ক্রন্দন লক্ষণে—বেল ৬। থেকে থেকে অঙ্গ স্পন্দন; শরীর উত্তপ্ত, খিটখিটে স্বভাব এবং সর্বদা কোলে উঠে বেড়াতে ইচ্ছায়—ক্যামোমিলা ৬। হাসে ও খেলা করে, কিন্তু গাত্র উত্তপ্ত ও মধ্যে মধ্যে কোঁথপাড়া লক্ষণে—কফিয়া ৬। জ্বর হয়ে মধ্যে মধ্যে যেন ভয় পেয়ে চিৎকার করলে—অ্যাকোন ৩। ক্রিমির জন্য অনিদ্রায়—সিনা ৩x, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য—নাক্স-ভমিকা ৬, অতিরিক্ত ভোজনের জন্য অনিদ্রায়—পালস ৬।

শিশুদের দুধ তোলা

স্নায়বিক উত্তেজনা বা পাকস্থলীর দোষের জন্য শিশু দুধ-বমি করে। শিশুর দুধ পানে অনিচ্ছা, টক বা দুর্গন্ধ বমি অথবা পিত্তযুক্ত সবুজ রঙের বমি ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য লক্ষণে—নাক্স-ভমিকা ৬, প্রসূতির অনিয়মিত ভোজনের জন্য শিশুর জমাট দইয়ের মত দুধ বমি হলে পালসেটিলা ৩, অম্লজনিত দুধ তুললে—ক্যাল্‌কে কার্ব ৩০। দুধ পান করা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে বেগে সশব্দে বমি; থান থান জমাট দইয়ের মত বমি, বমির পর শিশুর অবসন্নতা এবং কিছুক্ষণ পরে আবার দুধ পান করালে আগের মত বমির লক্ষণে—ইথুজা ৬। উল্লিখিত লক্ষণসহ জিভ সাদা লেপাবৃত থাকলে অ্যান্টিম-ক্রুড ৬, সেই সঙ্গে দুর্গন্ধ ভেদযুক্ত উদরাময় লক্ষণে—ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব ৩০। ভেদ অপেক্ষা বমি বেশি, দুধ বা জল পেটে পড়া মাত্র বমি—বিসমথ ৬। দুধের সাথে পিত্ত বা লালার মত শ্লেষ্মা বমি হলে—ইপিকাক ৬। দুধ বমি পীড়া পুরানো হলে—ক্রিয়োজোট ৬, নাক্স-ভমিকা ৬, পালসেটিলা ৬, ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব ৬ প্রভৃতি আবশ্যক হতে পারে।

শিশুদের বমি বা গা-বমি বমি করা

সময় সময় শিশুর গা-বমি-বমি করে, যা কিছু খায় বমি করে ফেলে। পুনঃ পুনঃ বমির জন্য অত্যন্ত গরম হয়ে রক্ত পর্যন্ত বমি হতে পারে। গা-বমি-বমি বা বমির

লক্ষণে—ইপিকাক ৩x ; ক্রমাগত গা বমি-বমি বা প্রচুর বমি লক্ষণে—অ্যাণ্টিম টার্ট ৬ ; ঘোর লাল রক্ত বমিতে—ফস্ফোরাস ৬, কালচে রক্ত-বমিতে—হ্যামামেলিস ৩x ; আঘাত লাগার জন্য বমিতে—আর্ণিকা ৩x, ক্রিমির জন্য বমিতে—সিনা ৩x, ২০০।

শিশুদের রক্ত-বমি বা রক্ত-পিত্ত

ভূমিষ্ঠ হবার কিছু পরে কোন কোন শিশুর রক্ত বমি হয়। এ ছাড়াও শিশুর নাকে-মুখে ঘা বা মাতৃস্তনে কোন রকম ঘা থাকলে উক্ত রক্ত শিশুর পেটে গিয়ে রক্ত বমি হতে পারে, অপিচ পুনঃ পুনঃ সজোরে বমি হলে শরীর গরম হয়ে রক্ত বমি হয়। উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত বমিতে—মিলিফোলিয়াম θ, ১x, বমির ইচ্ছা বা বমি সহ উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত উঠা ও অল্পকাল স্থায়ী ঘন ঘন কাশি লক্ষণে—ইপিকাক ৩x ; ক্রমাগত রক্ত বমিতে—মার্ক-কর ৬ ; আঘাতের জন্য বমিতে—আর্ণিকা ৩x ; থুথু সহ রক্ত নিঃসরণ এবং সেই সঙ্গে হৃদকম্প ও মূর্চ্ছা লক্ষণে—ফেরাম ৩x।

শিশুদের জলপথে যানাদিতে ভ্রমণের জন্য বমি

নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ী বা বিমানাদিতে ভ্রমণের সময় কোন কোন শিশুর বমি হয় বা গা-বমি বমি করে ; কাকিউলাস-ইণ্ডিকা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুদের হিক্কা উঠা

কখনও কখনও ঠাণ্ডা লাগার জন্য শিশুর হিক্কা উপস্থিত হয়। নাক্স ভমিকা ৩০ বা কয়েক ফোঁটা মিছরি ভিজানো জল খাওয়ালে হিক্কা প্রশমিত হয়। শিশুর দেহ গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত।

শিশুদের দাঁত উঠা

সচরাচর ছয় থেকে দশ মাস বয়সের মধ্যেই শিশুর দাঁত উঠতে থাকে। প্রথমে নীচের মাঢ়ীর দুটি, পরে উপর মাঢ়ীর দুটি—এইভাবে ক্রমে ক্রমে তিন বছর বয়সের ভিতর সমস্ত দুধে-দাঁত উঠে। দাঁত উঠবার সময় জ্বর, উদরাময়, কোষ্ঠকাঠিন্য, আক্ষেপ, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। ঐ সমস্ত উপসর্গে—ক্যামোমিলা ১২ উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বর থাকলে—অ্যাকোন ৩। প্রবল উদরাময়ে—ক্যামোমিলা ৬, আমাশয়ে—মার্ক কর ৬। কোষ্ঠকাঠিন্যে—নাক্স-ভমিকা ৩০। তড়কায়—বেল ৬, দাঁত উঠতে দেরী হলে—ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৩০। ইগ্নেসিয়া ৬, সিনা ৩x—২০০, ইপিকাক ৬, সাল্ফার ৬, প্রভৃতিও সময় সময় দরকার হয়। মাঢ়ী ভেদ করে দাঁত বের হতে পারছে না এইরূপ স্থলে মাঢ়ী অল্প চিরে দিলে দাঁত বের হয়।

শিশুদের পোকা ধরা দাঁত
(Carious Teeth)

এই অধ্যায়ের মুখবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ক্রিযোজোট ৬—১২, স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৬, মার্ক-সল ৬ বা সাইলিসিয়া ৬ এর ঔষধ। ক্রিয়োজোট θ একটু তুলি করে পোকা ধরা দাঁতের গোড়ায় লাগালে যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। আহারের পর দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। শিশুকে মিষ্টি দ্রব্য বেশী খেতে দেওয়া ঠিক নয়।

শিশুর দাঁত কপাটি

আঘাত, রোদ্রে, হিম বা দূষিত বাতাস লাগা, দূষিত দ্রব্য পান, ভোজন এবং রক্তস্রাব প্রভৃতি কারণে শিশুর দাঁত-কপাটি লাগে, বেশী ক্ষণ এই অবস্থায় থাকা আশংকাজনক। তাড়াতাড়ি সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা

আঘাতের জন্য দাঁত কপাটি— আর্ণিকা ৩x। স্নায়ু আহত হয়ে বা শরীরের কোন স্থান কেটে গিয়ে দাঁত কপাটি—হাইপেরিকাম ১x, ২০০। শীতকালে ঠাণ্ডা বাতাস লাগার জন্য দাঁত কপাটি—অ্যাকোন ৩, মাথা পেছন দিকে হেলে পড়লে বা দেহটা একদিকে ঝুকে পড়লে—সাইকিউটা ৬, চোয়াল এপাশে-ওপাশে পড়তে থাকলে জেলস ১, স্নায়বিক দুর্বলতা বা অজীর্ণতার জন্য দাঁত-কপাটি—নাক্স ভমিকা ৩। রক্ত-স্রাবের জন্য দাঁত কপাটি—হ্যামামেলিস ১x। গিলতে না পারলে ঔষধের ঘ্রাণ লওয়ান কর্ত্তব্য।

শিশুর নাক লাল হওয়া

আহারের পর নাক লাল হলে—এপিস ৩x, ঘোর বা কালচে লাল হলে—কার্বো-ভেজ ৬ বা বোরাক্স ৩ প্রযোজ্য।

শিশুর নাক ফুলে উঠা

বারবার ঠাণ্ডা লাগার জন্য শিশুর নাক স্ফীত হয়। গন্ডমালাগ্রস্থ শিশুদের প্রায়ই নাক ফুলে উঠে। নাক স্ফীত হলে প্রথমে মার্ক-সল ৬ (*বিশেষ করে পাতলা সর্দিতে বা নাকের অস্থির ভিতর বেদনায়*) প্রযোজ্য। মার্ক-সল প্রয়োগে উপকার না হলে বা কিছুটা উপশম হলে—হিপার সালফার ৬ প্রযোজ্য।

শিশুদের নাকে ঘা

মাথায় ঠান্ডা লেগে নাকে ঘা হয়,—তা কষ্টদায়ক, সহজে সারে না। গ্র্যাফাইটিস ৬ সেবন ও রাত্রে শোবার সময় নাকের ফুটোতে অলিভ অয়েল বা সর্ষের তেল প্রয়োগ উপকারী। নাকের ফুটোতে ঘা, পুঁজবটি, বা পচন শুরু হলে—কেলি-বাই ৬ প্রযোজ্য। নাকের ফুটোর চারদিকে ঘা হলে বা মামড়ি পড়লে—নাইট্রিক-অ্যাসিড ৬, ৩০ উপযোগী।

শিশুদের নাকের উপর পুঁজবটি।

নাকের উপরে ব্রণ, ছোট ফোঁড়া বা পুঁজবটি হলে পেট্রোলিয়াম ৩ প্রযোজ্য।

শিশুদের নাকের প্রদাহ

নাকের বর্হিভাগ প্রদাহিত হলে (তরুণ অবস্থায়) বেল ২x প্রযোজ্য ; রোগ পুরানো হলে—অরাম মিউর ৩x।

শিশুদের নাকের মূলদেশে চাপ বোধ

নাকেব গোড়ায় চাপ বোধ হলে—কেলি বাইক্রম ৩ ; নাকের গোড়ায় চাপ বোধসহ মাথা ব্যথা থাকলে ক্যাপ্সিকাম ৩ সেবনে উপকার হয়।

শিশুদের নাকের অগ্রভাগের উপসর্গাদি

নাকের ডগা লাল হলে ও চুলকালে – সাইলিসিয়া ৬ ; নাকের অগ্রভাগে টান বোধ সহ চুলকালে—কার্বো-অ্যানিমেলিস ৬ ; নাকের অগ্রভাগে জ্বালাকর বেদনা– অ্যাসিড অক্সালিক ৩। নাকের ডগায় ছোট ছোট ফুস্কুড়ি হলে—অ্যামন-কার্ব ৩ ; পুঁজবটি হলে কেলি-ব্রোম ৩x, ফোঁড়া ও টাটানি থাকলে - বোবাক্স ৩, নাকের অগ্রভাগ আরক্ত ও সেই সঙ্গে চাপ বর্ত্তমান থাকলে (বিশেষ করে সন্ধ্যার সময়) ক্যাপ্সিক্যাম ৩ প্রযোজ্য।

শিশুর নাক দিয়ে রক্ত পড়া

শিশুর নাক দিয়ে রক্ত পড়লে—মিলিফোলিয়াম অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। আঘাত লাগার জন্য রক্ত পড়লে—আর্ণিকা ১ ; অত্যধিক দুর্বলতা, নাকের রক্ত নিঃসরণে— চায়না ৬, সকালে রক্তস্রাব লক্ষণে—ব্রাইয়ো ৩ ; রাতের সময় রক্তপাতে—মার্ক-ভাই ৩x বিচূর্ণ।

কোন কঠিন পীড়ায়, যথা—সান্নিপাতিক বিকারে ভুগবার সময়ে মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত নিঃসৃত হয় ; এরূপ রক্তস্রাব হিতকর, তখন ঔষধ প্রয়োগে উহা প্রতিরোধ না করাই ভাল, ঔষধ প্রয়োগে সময় সময় কুফল দেখা দিয়ে থাকে।

শিশুদের নাক বুজে যাওয়া বা সেঁটে যাওয়া

সর্দি শুকিয়ে গিয়ে কখনও কখনও শিশুর নাকের ফুটো বন্ধ হয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, স্তন টানা ও ঘুমের ব্যাঘাত, সাঁই সাঁই শব্দ, শ্লেষ্মাস্রাব বা নাক শুকনো বোধ প্রভৃতি লক্ষণে—ডালকা ৩, স্যাম্বুকাস ৩ বা নাক্স-ভম ৬ প্রযোজ্য। নাক বুজে বুকে ঘড়ঘড় শব্দ হলে—অ্যান্টিম-টার্ট ৬, তরল সর্দি-প্রস্রাবের জন্য নাক বুজে গেলে—ক্যামো ১২ প্রযোজ্য। সর্দি নিতান্ত শুকিয়ে গেলে বুকে গরম সরষের তেল প্রয়োগে শ্লেষ্মা সরল হতে পারে ; তুলি দিয়ে ধীরে ধীরে মামড়ি বের করে দিলে কষ্ট নিবারিত হয়।

শিশুদের সর্দি-কাশি

ঠাণ্ডা লাগা প্রভৃতি কারণে নাক দিয়ে সর্দি ঝরে, কখনও বা কাশি ও জ্বরসহ নাক বন্ধ হয়ে যায়, শিশু হাঁপিয়ে উঠে, স্তন টানতে অক্ষম হয়। বুকে সর্দি বসা আশঙ্কাজনক। ঠাণ্ডা লাগার জন্য সর্দি-কাশি ও সেই সঙ্গে জ্বর হলে অ্যাকোনাইট ৩x ঘ. ঘন সেবন করানো উচিত। শুকনো কাশি, বুকে ব্যথা, হলদে গয়ার নিঃসরণ লক্ষণে—ব্রাইয়ো ৩। অত্যধিক দুর্বলতা, বমি ও শ্লেষ্মাযুক্ত ঘড়ঘড়ে কাশি লক্ষণে—অ্যান্টিম টার্ট ৬। আক্ষেপযুক্ত কাশি ও সেই সঙ্গে প্রচুর শ্লেষ্মা নিঃসরণ, বমি বা গা-বমি-বমি ইত্যাদিতে—ইপিকাক ৬। সর্দি ঝরতে থাকলে—পালস্ ৬। নাক বন্ধ হয়ে স্তন টানতে না পারলে—নাক্স-ভমিকা ৬ ; নাক্স ব্যর্থ হলে স্যাম্বুকাস ১x, ৩x প্রয়োগে উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা লেগে সর্দি কিছুতেই না সারলে—মার্কিউরিয়াস ৬। সর্দি ঝরে নাক ও ঠোঁটে ঘা হলে—আর্সেনিক ৬।

শিশুদের বুক সাঁই সাঁই করা

শিশুর বুকে বা শ্বাসনালীতে শ্লেষ্মা জমে গলা সাঁই সাঁই করলে, কখনও বা বমি হয়ে শ্লেষ্মা বের হলে—ইপিকাক ৩। এতে উপকার দেখা না দিলে—মার্ক-সল ৬ ব্যবস্থা। শুকনো কাশিতে—ব্রাইয়োনিয়া ৬।

শিশুদের হাঁপানি

বহুদিন সর্দি-কাশি প্রভৃতিতে শিশুর হাঁপানির লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইপিকাক ৩x—৬, লোবেলিয়া ৩x, আর্সেনিক ৩—৩০, নেট্রাম-সালফ ১২x, সেনেগা θ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুদের শ্বাসকষ্ট

কখনও কখনও শিশুর হঠাৎ হাঁপানি বা কাশির মত শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। স্যাম্বুকাস ১x, কিউপ্রাম-মেট ৬, ল্যাকেসিস ৬ ও স্পঞ্জিয়া ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুদের ব্রঙ্কাইটিস

জ্বর, কাশি, বুকে ব্যথা, গলা সাঁই সাঁই করা এই পীড়ার প্রধান লক্ষণ। যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বাসনালী ও শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী আক্রান্ত হয়, তা'হলে তাকে কৈশিক বায়ুনালী প্রদাহ (Capillary-Bronchitis) বলে। এটি অতি কঠিন পীড়া। ফেরাম-ফস ১২x চূর্ণ ও ব্রাইয়োনিয়া ৩ তরুণ রোগে উপকারী। পুরানো রোগে—হিপার সাল্ফার ৬, লাইকো ১২, অ্যান্টিম-টার্ট ৬ ফলপ্রদ।

শিশুদের নিউমোনিয়া

ফুসফুস প্রদাহ সহ কখনও কখনও বায়ুনালী প্রদাহ বর্তমান থাকে, তখন একে ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া বলে। তরুণ পীড়ায় ফেরাম ফস ৬x ও ফস্ফোরাস ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিছুকাল রোগে ভুগে যক্ষ্মাকাশ হবার সম্ভাবনায়—ব্যাসিলিনাম ৩০, ২০০ (সপ্তাহে একমাত্রা) প্রযোজ্য।

শিশুদের ঘুংড়ি কাশি
(Croup)

স্বরযন্ত্র (অর্থাৎ, ল্যারিংক্স বা শ্বাসযন্ত্রের ঊর্ধ্বভাগ ও শ্বাসযন্ত্রের (Trachea) প্রদাহ সহ শ্বাস-কষ্ট, শ্বাসরোধক কাশি প্রভৃতি উপসর্গের উপস্থিতি এবং কখনও বা তৎপ্রদেশে কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হওয়ার নাম ঘুংড়ি কাশি। ঘুংড়ি দুই প্রকার—(ক) কৃত্রিম ও (খ) প্রকৃত। কৃত্রিম ঘুংড়ি শিশুদের হঠাৎ আক্রমণ করে থাকে; শিশু ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, হঠাৎ গলা সুড়সুড় করে ঘুম ভেঙ্গে যায়; শ্বাস-প্রশ্বাসে এক প্রকার সাঁই সাঁই শব্দ হয়ে ক্রমে গলা ঘড়ঘড় করতে থাকে; এই ঘুংড়ি অতি আশঙ্কা-জনক। প্রকৃত ঘুংড়িতে প্রথমে খুসখুসে কাশি হয় পরে আক্ষেপিক শুকনো কাশি হতে থাকে: তখন বারবার কেশে গলা ভেঙ্গে যায় এবং গলায় বেদনা হয়। গাত্র উত্তপ্ত হয়ে পীড়ার পূর্ণ বিকাশ হয়। এই পীড়া খুব ভয়াবহ।

(কৃত্রিম ও প্রকৃত ঘুংড়িতে) স্বরভঙ্গসহ কাশি, কাশতে কাশতে দম আটকানো ভাব, শুকনো গাত্রচর্ম, অস্থিরতা, জ্বর, প্রবল তৃষ্ণা প্রভৃতি লক্ষণে – অ্যাকোন ৩x দশ মিনিট অন্তর অন্তর প্রযোজ্য। অ্যাকোন সেবনে কিছুটা উপশম হলে—স্পঞ্জিয়া ৩x নিম্ন-লিখিত লক্ষণে দশ-পনের মিনিট অন্তর অন্তর প্রযোজ্য :—কাশতে কাশতে শ্বাসরোধ হয়ে মাঝরাতে ঘুমভাঙ্গা, কাশবার সময় সাঁই সাঁই শব্দ ও স্বরলোপ। এইরূপ লক্ষণ যুক্ত কৃত্রিম ঘুংড়িতে এটি বিশেষ কার্যকরী। অ্যাকোন ও স্পঞ্জিয়াতে কিছু উপশম হলে (অর্থাৎ জ্বর না ছেড়ে কাশি কিছু সরল হলে) হিপার সালফার ৬, আক্ষেপিক কাশির পক্ষে—স্যাম্বুকাস ২x উপযোগী (বিশেষ করে রাতের সময় হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে শ্বাসরোধের ভাব প্রকাশ পেলে)। শ্বাসপথে কৃত্রিম ঝিল্লী পুরু হয়ে শ্বাসকষ্ট ঘটলে

—ব্রোমাইন ৩x প্রতি পনের মিনিট অন্তর প্রযোজ্য। শিশুর গলা প্রলম্বিত ও মাথা পিছনদিকে বাঁকা হয়ে পড়লে এবং খাবি খাওয়া লক্ষণে—অ্যান্টিম-টার্ট ৬ প্রযোজ্য।

বেল ৩ (শুকনো ও কর্কশ কাশি, মুখ থমথমে, চোখ রক্তবর্ণ, নাড়ি পূর্ণ ও কঠিন) ; ফস্ফোরাস ৬ (স্বরলোপ, বেদনা, রোগ আক্রমণের বহুপরে গয়ার নিঃসরণ) ; কষ্টিকাম ৬ (কাশি, বুকে বেদনা বা টাটানি ; স্বর ভঙ্গ বা স্বরলোপ) ; আয়োডিন ৬ (স্বরযন্ত্রের বেদনা, বিরক্তিকর শুকনো কাশি, কাশবার সময় গলদেশে হাত দিয়ে চেপে ধরা, শ্বাস কষ্ট, গলা সাঁই সাঁই করা)। ঝিল্লী প্রদাহ উপস্থিত হলে ঝিল্লী প্রদাহের ঔষধাদি প্রযোজ্য।

ডাঃ সান্ডার বলেন ক্যাল্‌কে-ফস (১২x—৩০) পর্যায়ক্রমে আধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করালে প্রকৃত ঘুংড়ি এবং ফেরাম ফস ১x চূর্ণ, ৩০ এবং কেলি মিউর ১২x চূর্ণ—৩০ (পর্যায়ক্রমে) সেবন করালে কৃত্রিম ঘুংড়ি রোগ ভাল হয় (Sannder's Biochemic Medicines)।

শিশুদের পথ্য

আক্রমণাবস্থায় গরম জল মাত্র ব্যবস্থা ; এরারুট, বার্লি বা দুধ প্রভৃতি পথ্য। পীড়ার প্রকোপ কালে শিশুকে কখনও ওঠাবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

শিশুদের যক্ষ্মা

আধুনিক নিদানবেত্তাদের মতে পিতা-মাতার থেকে এই রোগ সন্তানে বর্ত্তায় না, কিন্তু এটি নিঃসংশয়ে নিরূপিত হয়েছে যে, যক্ষ্মা রোগপ্রবণতা বংশগত ; কখনও কখনও নিউমোনিয়া যক্ষ্মায় পরিণত হয়।

শিশুদের হুপিং কাশি
(Whooping Cough)

এটি শিশুদের একপ্রকার স্পর্শাক্রমক কাশি। এই কাশির আবেশকালে দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আকর্ষণে হুপ শব্দ হয়। রোগ তিন-চার সপ্তাহ থেকে দীর্ঘ ছয়মাসকাল পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। বহুকাল ভুগলে শিশুর ক্ষয়কাশ পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা। অন্য কোন ঔষধ প্রয়োগের আগে কাঁকিউল্লাস ৩০ দুই তিন দিন সকালে একবার করে সেবন করান বিধেয়। তারপর ম্যাগ-ফস ৬x (বিচূর্ণ), অ্যামোন-ব্রোমাইড ৩x প্রযোজ্য। সপ্তাহকাল এই-ঔষধ ব্যবহারে কিঞ্চিমাত্র উপকার না হলে মিফাইটিস ৩x প্রতি দু-ঘণ্টা অন্তর সেবন করালে প্রায়ই সুফল পাওয়া যায়। আক্রমণ ঘন ঘন ও সেই সঙ্গে বমি, হলদে গয়ার নিঃসরণ, কষ্টকর কাশি, স্বরভঙ্গ, রাতে (বিশেষ করে দ্বি-প্রহরের পর) রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে—ড্রসেরা ৩x। আক্ষেপ বেশী হলে—কিউপ্রাম ৬, স্বরভঙ্গ সহ প্রবল আক্ষেপযুক্ত হুপ শব্দ বিশিষ্ট কাশি, সেইসঙ্গে উদ্গার ও স্বরভঙ্গ—

অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া ৬x, ৩০। ঘুম ভাঙ্গার পর আক্ষেপযুক্ত হুপ শব্দকারী কাশি এবং বমির পরে শান্তি—কক্কাস ক্যাক্টাই ৬x। মিনিটে মিনিটে তোপ পড়বার মত কাশি, দম বন্ধ হয়ে আসে, মুখ বেগুনী বর্ণ বা কাল হয়ে উঠে—কোর‍্যালিয়ম রুব্রাম ৬x, ৩০ ; অন্য ঔষধ ব্যর্থ হলে অ্যামন পিক্রেটাম ৩x প্রযোজ্য। উইলিয়াম বোরিক বলেন ওলিয়াম স্যাণ্ট্যালাম θ দুই-এক ফোঁটা পচান বা বাতাসের সঙ্গে সেবন করালে কাশির উপশম হয়। ইপিকাক ৬, ন্যাপথালিন ৩x, বেলেডোনা ৬ ও হাইড্রোসিয়ানিক অ্যাসিড ৩x বা অ্যাণ্টিম-টার্ট ৬ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে।

শিশুদের ডিপথিরিয়া

এটি ব্যাপক সংক্রামক ও অত্যন্ত মারাত্বক ব্যাধি। এই রোগে শিশুরা বেশী আক্রান্ত হয়। গলার ভিতর ঘা, তালু-পার্শ্বগ্রন্থি (Tonsils) স্ফীত ও সাদা পর্দাবিশিষ্ট ; গিলতে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে দারুণ কষ্ট, প্রবল জ্বর, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পেলে অবিলম্বে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা বিধেয়। সামান্য ডিপথিরিয়াতে—অ্যাকোন ৩, বেল ৬, ব্যাপটিসিয়া ৩০, মার্ক আয়োড ৬। উৎকট অবস্থায়—মার্ক সায়েনেটাস এক (প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর), আর্সেনিক ৬, ল্যাকেসিস ৬। ডিপথিরিনাম ৩০, ২০০ (প্রতি দু'ঘণ্টা অন্তর)। পল্লীর ভিতর এই রোগ ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পেলে ডিপথিরিনাম ৩০ একমাত্রা সেবন উত্তম প্রতিষেধক। এই রোগে আনারসের রস খাওয়ালে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

শিশুদের অক্ষুধা

অতিরিক্ত বা গুরুপাক দ্রব্য আহার, বহুল পরিমাণে ঔষধ সেবন, অলসভাবে দিন যাপন, নিয়ত রাত জাগা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস প্রভৃতি নানা কারণে শিশুদের ক্ষুধামান্দ্য হয়ে থাকে—নাক্স ভম ৬, ৩০ ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ। পালসেটিলা ৩, কার্বো ভেজ ৩x বিচূর্ণ, ক্যামোমিলা ১২, অ্যাণ্টিম ক্রুড ৬, সাল্‌ফার ৩০, জেন্সিয়ানা লুটিয়া ৩x প্রভৃতি সময় সময় দরকার হতে পারে।

শিশুদের রাক্ষুসে ক্ষুধা

ক্রিমির আক্রমণ, পরিপাক যন্ত্রের বিকৃতি প্রভৃতি শিশুর অযথা ক্ষুধা বাড়িয়ে থাকে। ক্রিমির জন্য অতিরিক্ত ক্ষুধায়—সিনা ২x,—২০০ ; পেট ভরা সত্ত্বেও রাক্ষুসে ক্ষুধায়—স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৬, আহারের পর ক্ষুধায়—লাইকো ৩০, সাইকিউটা ৬ বা চায়না ৩।

শিশুদের কোষ্ঠকাঠিন্য

স্তন-দুগ্ধ পান না করে গো-দুগ্ধ পান বা যকৃতের ক্রিয়াবৈলক্ষণ্য হেতু বাগর্ভাবস্থায় মাতার কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। ব্রাইয়োনিয়া ৩, ৩০ বা অ্যালির্উমিনা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। আহারের অব্যবহিত পরেই বমি হলে ব্রাইয়ো সর্বাধিক উপযোগী। ভুক্তদ্রব্যের কণাবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণের কঠিন ভেদ, কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য শিশু দিন-দিন দুর্বল হতে থাকলে—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৬। কঠিন মল বহু কষ্টে অল্প পরিমাণে নির্গত হলে এবং পেটে বায়ু সঞ্চয় হয়ে গড়গড় করলে—লাইকো ৩০। পেট কামড়ানি ও পেটফাঁপা, মোটা, লম্বা ও কঠিন মল অতি কষ্টে নির্গত হওয়া লক্ষণে—নাক্স-ভম ৩০, উদরাময়ের পরে অথবা জোলাপ নেওয়ার পরে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং সেই কারণে গুটলে গুটলে মল নির্গত হলে—ওপিয়াম ৩০। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রবণ ধাতুতে মধ্যে মধ্যে সাল্‌ফার ৩০ প্রযোজ্য। কোন ঔষধাদি প্রয়োগে উপকার না হলে এবং পেট ফাঁপা, মল শক্ত ও কালবর্ণ লক্ষণে—প্লাম্বাম ৬। পাকাশয়-যন্ত্রের গোল-যোগ ও জিভের উপর সাদা দাগ পড়লে—অ্যাণ্টিম-ক্রুড ৩০। দরকার হলে গ্লিসারিন সহ গরম জলের পিচকারী দিয়ে বাহ্যে করানো দরকার হতে পারে। গ্লিসারিন সাপোজিটারি ব্যবহারেও মল সহজে নির্গত হয়। পেট ফাঁপার জন্য কষ্ট হলে পাঁচ-ছয় ফোঁটা তার্পিন তেল শিশুর পেটের উপর ছড়িয়ে দিয়ে আঙ্গুল দিয়ে খুব আস্তে আস্তে মালিশ করলে বা মুক্তা ঝুরির পাতা বেঁটে মলদ্বারে প্রলেপ দিলে সহজে মল নির্গত হয়।

শিশুদের পেট কামড়ানি

মায়ের আহারের দোষ, শিশুর বেশী পরিমাণে দুধ পান, ঠাণ্ডা লাগা বা ক্রিমির জন্য পেট কামড়াতে পারে, পেট কামড়ালে শিশু থেকে থেকে কেঁদে উঠে। উদর স্ফীত ও শক্ত হয়, সেই কারণে শিশু অস্থির হয়ে পড়ে এবং হাঁটু গুটিয়ে পেটের দিকে রাখতে চায় বা কেবল কোলে উঠে বেড়াতে চায়। সবুজ বর্ণের পাতলা ভেদ এবং হাত-পা শীতল লক্ষণে—ক্যামোমিলা ১২, বাহ্যে করবার চেষ্টা করে, কিন্তু মল বার না হয়ে বায়ু নিঃসরণ হলে (বা খুব কম বার হলে) ও ক্রিমি বর্তমান থাকলে—সিনা ৩x উপকারী। প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে পেট কামড়ানি হলে—চায়না ৬। পচা টক গন্ধযুক্ত সবুজ বর্ণের মল অথবা চাল ধোয়ার মত ভেদ, নাভির চারধারে কামড়ান, বমির ইচ্ছা বা বমি লক্ষণে—ইপিকাক ৩, মলরোধের জন্য পেট কামড়ালে বা নাভির উপর দিকে কামড়ালে—নাক্স-ভমিকা ৩০। দাঁত উঠার সময় কলেরার মত ভেদ ও সেইসঙ্গে তড়কা লক্ষণে—ক্যাম্ফার-মনোব্রোম ৩x উপকারী। জোয়ান কাপড়ে বেঁধে গরম করে নাভির উপর সেঁক দিলে উপকার হয়।

শিশুদের শূল-বেদনা

শিশুর নাভিপ্রদেশে থেকে থেকে খুব কষ্টকর মোচড়ানো বা কামড়ানোর নাম শূল বেদনা। অম্ল, বরফ, খারাপ দুধ, বেশী গুড় ভক্ষণ, ক্রিমির আক্রমণ প্রভৃতি কারণে এই বেদনা হয়ে থাকে। এটি বহুবিধ ; যেমন—অম্লশূল, বায়ুশূল, পিত্তশূল প্রভৃতি।

(ক) আহারের তিন-চার ঘণ্টা পর ভুক্তদ্রব্য টক হয়ে সেইসঙ্গে বুক ও গলা জ্বালা এবং পেটে ভয়ানক বেদনার নাম অম্লশূল। রোগ কিছু পুরানো আকার ধারণ করলে টক-বমি হয় না, কেবল পেটে দারুণ বেদনা উপস্থিত হয়। পালসেটিলা ৬, নাক্স-ভমিকা ৬, কলোসিন্থ ৬, ডায়াস্কোরিয়া ৬, অ্যাসিড-সালফ ৩x প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(খ) পেটে বায়ু সঞ্চিত হয়ে আবদ্ধ থাকার জন্য বিষম বেদনা উপস্থিত হয়, একে বায়ুশূল বলে। অ্যালিউমিনা ৩০, প্লাম্বাম ৩০, বেল ৩, ক্যামোমিলা ৬, কলোসিন্থ ৩, নাক্স ভম ৩, চায়না ৬ এর প্রধান ঔষধ।

(গ) যকৃৎ হতে ছোট ছোট পিত্তের কুঁচি অন্ত্রে নামলে যকৃৎ প্রদেশে বিষম ব্যথা ও তিক্ত পিত্ত-বমি হওয়ার নাম পিত্তশূল। ব্রাইয়ো ৩, বার্বেরিস θ, নাক্স-ভমিকা ৩, চায়না ৩, ইপিকাক ৩x প্রভৃতি উপকারী।

(ঘ) ক্রিমির জন্য যন্ত্রণায়, সিনা ২x বা স্যাণ্টোনাইন ১x বিচূর্ণ ফলপ্রদ।

শিশুদের-উপাঙ্গ-প্রদাহ
(অ্যাপেণ্ডিক্স প্রদাহ)

ল্যাকেসিস ৬ দুই ঘণ্টা অন্তর সেবনে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। অ্যাকোন, আর্স, বেল, মার্ক, হিপার প্রভৃতিও আবশ্যক হতে পারে। সালফার ৩০ প্রয়োগে প্রচুর সাফল্য দেখা গেছে। সময় সময় অস্ত্রচিকিৎসারও আবশ্যক হতে পারে।

শিশুদের উদরাময়

গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, ক্রিমি বা দাঁতওঠা প্রভৃতি কারণে শিশুদের উদরাময় জন্মে। ঠাণ্ডা লেগে উদরাময় ও সেইসঙ্গে শ্লেষ্মা বর্তমানে—অ্যাকোন ৩x প্রযোজ্য। গুরুপাক দ্রব্য আহারে পালস্ ৬, দাঁত উঠবার সময় অথবা সর্দি লেগে উদরাময় হলে (বিশেষ করে শিশুর স্বভাব খিটখিটে হলে)— ক্যামোমিলা ৬, উদরাময়ের সঙ্গে বমি বা বমির ইচ্ছা থাকলে—ইপিকাক ৬x। পেট ফাঁপার জন্য ব্যথা, নাভির নীচে তলপেট কামড়ান, মুখ ফ্যাকাসে ও কম্পন লক্ষণে—পালস্ ৩০। পেট কামড়ানোর জন্য সামনের দিকে বেঁকে পড়লে বা চাপ দিয়ে রাখলে শান্তিবোধ—কলোসিন্থ ৬। পেট ব্যথায় শিশু অস্থির হয়ে পড়লে এবং তার কারণ নিরূপণ করতে না পারলে—

ম্যাগ্নেসিয়া-ফস ১২x বিচূর্ণ (গরম জলসহ) সেবন বিধেয়। অম্লগন্ধবিশিষ্ট আঠা আঠা বা ফেনাযুক্ত বেশী পরিমাণে মল নিঃসরণ এবং সেইসঙ্গে পেট কামড়ানো লক্ষণে—রিউম ৩ (বিশেষ করে দাঁত উঠার সময়)। কাদার মত ভেদ ও পিপাসা থাকলে—মার্কিউরিয়াস ডলসিস ৬। আমময় ভেদ ও সেই সঙ্গে রক্ত থাকলে—মার্ককর ৬। চাল-ধোয়া জলের মত ভেদ—ভিরেট্রাম-অ্যালবাম ৬। ক্যাল্কে-কার্ব ৩০, চায়না ৬, কার্বোভেজ ৩০ সময় সময় দরকার হতে পারে। পুরানো উদরাময়ে—আর্সেনিক ৩০, সাল্ফার ৩০।

গ্রীষ্মকালে শিশু-উদরাময় শঙ্কাজনক ; খুব সাবধানে এর চিকিৎসা করা উচিত। একপ্রকার জীবাণু নাকি এই পীড়ার মুখ্য কারণ ; রোগীর ভেদমধ্যে এটি দৃষ্ট হয়। মাছি দ্বারা এ রোগ সংক্রামিত হয়। যাতে শিশুর শরীরে মাছি বসতে না পারে, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

শিশুর অজীর্ণতা

আহারের কিছু পরেই পেটের মধ্যে ঠাণ্ডা বোধ, পেট কামড়ানি, হুড়হুড় করে পেট ডাকা, মোটেই হজম না হওয়া, মল কখনও পাতলা, কখনও বা খুব কঠিন, আবার খুব খিদে ও পিপাসা, ক্রমবর্ধমান শীর্ণতা, খুৎখুতে ও বিমর্ষ এবং অজীর্ণ মলত্যাগ প্রভৃতি এ রোগের লক্ষণ। গুরুপাক দ্রব্য আহার, অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন, আর্দ্র স্থানে বাস প্রভৃতি কারণে এ রোগ জন্মে। আর্সেনিক ৬ ও চায়না ৬ এ রোগের মহৌষধ। ওলিয়েণ্ডার ৩, নাক্স-ভমিকা ৩০ ও সাল্ফার ৩০, ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৩০, ক্যামোমিলা ১২, সিনা ৩০ প্রভৃতি সময় সময় আবশ্যক হতে পারে।

শিশুদের মুখে ঘা

মুখে ফুস্কুড়ি বা ঘা হলে—বোরাক্স ৩x চূর্ণ সেবন এবং সোহাগার খই (সোহাগা আগুনে ফেললেই ফুলে খইয়ের মত হয়)। মধুসহ মেড়ে ঘায়ের উপর লাগানো বিধেয়। ওষ্ঠে ও মুখে ফুস্কুড়ি ; জিভের প্রান্তভাগ লেপাবৃত, মধ্যভাগ লাল রেখাঙ্কিত, মুখে দুর্গন্ধ, অত্যন্ত অস্থিরতা, সবুজ রঙের পাতলা ভেদ লক্ষণে—আর্সেনিক ৬, দাঁত উঠবার সময় মুখে ঘা, মুখে ও মাথায় ঘাম, ভুক্তদ্রব্যের কণাবিশিষ্ট কঠিন মল ও পায়ের পাতা শীতল লক্ষণে—ক্যাল্কেরিয়া-কার্ব ৩০। জিভ স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত, দাঁতের গোড়ায় ক্ষত এবং সেইজন্যে রক্তস্রাব, মুখে পচা গন্ধ, মুখ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে লালাস্রাব, আমাশার মত শ্লেষ্মাযুক্ত পাতলা ভেদ লক্ষণে—মার্কসল ৬। মুখের সমুদয় অংশেই ফুস্কুড়ি ও পচা গন্ধ, মুখ হতে ক্ষতিকর লালাস্রাব লক্ষণে—অ্যাসিড নাইট্রিক ৬, পিতা-মাতার পারদ দোষের জন্য সন্তানের ঐরূপ ফুস্কুড়ি হলে, এটি বিশেষ উপযোগী। শ্বেতবর্ণের লেপাবৃত জিভ, মুখে বড় বড় ফুস্কুড়ি,

মুখ দিয়ে রক্তমিশ্রিত আঠাল লালা নিঃসরণ, গুহ্যদ্বারের চার পাশে ফুস্কুড়ি ও ঘুমের ব্যাঘাত লক্ষণে—সালফার ৩০। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে—লাইকো ৩০। মুখের ঘা কৃষ্ণবর্ণ এবং তা পচতে শুরু করলে ডাঃ হার্টম্যান সিকেলি ৩ প্রয়োগের পরামর্শ দেন। ভাল মধু আঙ্গুলে মেখে শিশুর মুখের ভিতরকার ঘায়ে লাগালে উপকার হয়। শিশুর মুখমণ্ডলে ছোট ছোট সাদা ফুস্কুড়ি প্রায়ই জন্মাতে দেখা যায়। প্রথমে গালে, পরে কপালে এবং কখনও কখনও সারাদেহে এরূপ ফুস্কুড়ি জন্মে। কিছুদিন মধ্যে ফুস্কুড়ির রং কাল হয় এবং ফেটে যায়; ফেটে যাবার পর হলদে মামড়ি পড়ে। ভাইওলা-ট্রাইকোলার ৩ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। এতে উপকার না হলে—রাস-টক্স ৬ প্রযোজ্য; রাস-টক্স প্রয়োগে কখনও কখনও প্রদাহাদির বৃদ্ধি হয়, এরূপ অবস্থায় দু-একদিন ঔষধ বন্ধ রাখা সঙ্গত।

শিশুদের জিয়ার্ডিয়া।

ল্যাম্বলিয়া জিয়ার্ডিয়া (Lamblia giardia) ঘটিত উদরাময়। এই ক্রিমি গুলো জেজুনাম্ ও ডুয়োডেনামের মধ্যে (Jejunum and Duodenum) জন্মায়, বর্ধিত হয় এবং কখনও কখনও পিত্তহীন নালীর ভিতরেও অবস্থান করে। কোন কারণে আমাশয়ের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের স্বল্পতা ঘটলে এই ক্রিমি-সংক্রমণ সম্ভব হয়। এরা অন্ত্রের ঝিল্লী-আবরণীর প্রদাহ উৎপন্ন করে উদরাময় ঘটায়। এই রোগের প্রধান লক্ষণ—পর্যায়ক্রমে কোষ্ঠবদ্ধতা ও আমযুক্ত উদরাময়। রোগটি মারাত্মক নয়, তবে সারতে সময় লাগে। এ রোগ সাধারণতঃ শিশুদের মধ্যে বেশী দেখা যায়, তবে বয়স্কদের মধ্যেও রোগ বিরল নয়। পথ্যাপথ্যের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়। শ্বেতসারঘটিত খাদ্য (Starchy focds) অল্প পরিমাণে এবং ছানাজাতীয় খাদ্য বেশী পরিমাণে সেব্য; লক্ষণ অনুসারে সালফার, মার্কিউরিয়াস-সালফ, পালসেটিলা, কার্বো-ভেজ প্রভৃতি ঔষধ প্রযোজ্য।

শিশুদের মুখ দিয়ে জল উঠা

গুরুপাক দ্রব্য আহার, অত্যুষ্ণ বা অতি শীতল জল পান, উপবাস, পেটে ক্রিমি প্রভৃতি কারণে মুখ দিয়ে জল উঠে। নাক্স-ভম , পালস্ ৩, ক্যাল্কে-কার্ব ৬, আর্স ৩, কার্বো-ভেজ ৩x বিচূর্ণ, ইগ্নেসিয়া ৬, সালফার ৩০ এর প্রধান ঔষধ। ক্রিমির জন্য অনবরত জল উঠায়—সিনা ২x,—২০০।

শিশুদের অন্ত্র-প্রদাহ

(Enteritis)

কম্প, জ্বর, দ্রুত তারবৎ নাড়ী, পিপাসা, বমি বা বমির ইচ্ছা, পেটের নাভির চারধারে তীব্র যন্ত্রণা, হাঁটু উঁচু করে রাখা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ

অন্ত্র-প্রদাহ নির্দেশক। ঠাণ্ডা লাগানো, আহারের দোষ, বিরেচক ঔষধ সেবন, ক্রিমিদোষ প্রভৃতি এ রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ। রোগের সূচনা হতেই (বিশেষ করে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হলে)—অ্যাকোন ৩x। নাভিপ্রদেশে জ্বালাকর বেদনা, উৎকট বমি, গভীর অবসন্নতা প্রভৃতি লক্ষণে—আর্স ৩x, ৩০,। পিত্ত-বমি, পেট ঢোলের মত ফুলে থাকা, পেটে তীব্র বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে—কলোসিন্থ ৩, পেট শক্ত, ফাঁপা ও টাটানিযুক্ত, কোঁথপাড়া, আম-মিশ্রিত রক্ত-ভেদ প্রভৃতি লক্ষণে—মার্কসর ৬, উদরাময় ও ন্যাবা হবার সূত্রপাত হলে—পডোফাইলাম ৬, পুরানো রোগে—আর্জেন্ট-নাই ৬। পেটে গরম জলের সেঁক উপকারী।

শিশুদের কলেরা

সহসা পাতলা জলের মত সবুজ বা হলদে, কখনও বা চটচটে কিম্বা রক্তমিশ্রিত অথবা অজীর্ণ ভেদ, দুধ-বমি, অবসন্নতা, শরীর গরম, কিন্তু হাত-পা ঠাণ্ডা প্রভৃতি শিশুর কলেরার প্রধান লক্ষণ। এটি অতি কঠিন পীড়া। ইথুজা ৬, ৩০ এর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রচুর দুর্গন্ধ ভেদ ও ভোর বেলাতে রোগ বৃদ্ধি লক্ষণে—পডোফাইলাম ৬। শরীর নীলবর্ণ, হিমাঙ্গ, মাথা চালা, খেঁচুনি বা তড়কা, হিক্কা, হাত বা হাতের আঙ্গুল স্বতঃই নাড়তে থাকা, অবসন্নতা, রক্তাল্পতাজনিত বিকার প্রভৃতি লক্ষণে—কেলি-ব্রোমেটাম ৩x বিচূর্ণ উপযোগী। অ্যাকোন ৩, ক্রোটন ৩, ক্যামোমিলা ৬, আর্স ৩ বা ক্যাল্‌কেরিয়া-অ্যাসেটিকা ৩ বিচূর্ণ, কার্বো-ভেজ ৩০, ইপিকাক ৬, ফস্ফো ৬, চায়না ৩, ভিরেট্রাম ৬, কিউপ্রাম ৬, কিউপ্রাম-আর্স ৩x, সিকেলি ৬, সাল্‌ফার ৩০, রুবিনীর স্পিরিট-ক্যাম্ফার প্রভৃতি সময় সময় দরকার হতে পারে। স্তন্যদায়িনীর পক্ষে লঘু পথ্য ব্যবস্থা।

শিশুদের ক্রিমিদোষ

বড়ই কষ্টকর উপসর্গ। লবণাক্ত জলের পিচকারী গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করিয়ে দিলে ছোট ক্রিমি প্রায়ই বের হয়ে যায়; কিন্তু ক্রিমি সমূলে বিনষ্ট হয় না। সিনা, স্যাণ্টোনাইন, টিউক্রিয়াম, ইণ্ডিগো, সাল্‌ফার, স্পাইজিলিয়া, নেট্রাম-ফস প্রভৃতি ঔষধ উপযোগী। ক্রিমিদোষ থাকলে, শিশুর জ্বর, কলেরা, রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগ অনেক সময় জটিল ও দুরারোগ্য হয়ে উঠে, এ কথাটি যেন কেউ ভুলে না যান।

শিশুদের প্রস্রাবের পীড়া

কোন কোন শিশুর প্রস্রাব কখনও কখনও পরিমাণে ও বারে বারে এত বেশী হয় যে, একেবারে একসের থেকে দু-সের পর্যন্ত হয় ও প্রতি ঘণ্টায় একবার বা দু'বার হয়। এজন্য তার ঘুমের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে ও শরীর ক্রমশঃ রক্তশূন্য হতে থাকে। অ্যাসিড-ফস ৩x, ৬ ও ইউরেনিয়াম-নাইট্রিকাম ৩ বিচূর্ণ এবং নেট্রাম-সালফ ৩০ এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুদের শয্যায় মূত্রত্যাগ

স্নায়বিক উত্তেজনা, ক্রিমি দোষ প্রভৃতি কারণে মূত্রাশয়ের সংরক্ষণ শক্তির হ্রাস পেলে কিছু বেশী বয়সেও শিশু ঘুমন্তাবস্থায় অসাড়ে শয্যায় মূত্রত্যাগ করে ; ক্রিমির জন্য হলে—সিনা ২x, ২০০। ঘোর নিদ্রাকালে প্রস্রাব হলে—বেলেডোনা ৬, দিনে বা রাতে মূত্রধারণে অক্ষমতা বা মূত্রত্যাগের সময় স্বপ্নদর্শন লক্ষণে—ইকুইজিটাম ৩, ৬। দিনে বা রাতে মূত্রধারণে অক্ষম হলে—জেলসিমিয়াম ৩x। প্রস্রাবে বেশী দুর্গন্ধ হলে—বেঞ্জয়িক অ্যাসিড ৩x বা নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০, মূত্রে ইউরিক-অ্যাসিড থাকলে—লাইকো ৬। মুলেন অয়েল এর একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এটি ২ থেকে ৫ ফোঁটা দিনে ২ বার সেব্য। রাত্রিকালে শিশুকে শয্যা থেকে উঠিয়ে মাঝে মাঝে প্রস্রাব করালে সময় সময় ঔষধ ছাড়াও এ রোগ আরোগ্য হতে দেখা গেছে।

শিশুদের প্রসাব বন্ধ

সদ্যোজাত শিশুর যদি শীঘ্র প্রস্রাব না হয় এবং মূত্রনালী বন্ধ না থাকে তবে শীঘ্র কিছু করবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাব না হলে—অ্যাকোন ৩ দু-একমাত্রা প্রয়োগ করা বিধেয়। বেল ৬, ক্যান্থারিস বা ওপিয়াম ৩০ প্রায়ই আবশ্যক হতে পারে।

বয়স্ক শিশুর কখনও কখনও প্রস্রাব না হওয়ায় মূত্রস্থলী ফুলে উঠে, গা গরম হয় ও যন্ত্রণায় অস্থির হয়। তলপেটে গরম জলের সেঁকে প্রস্রাব হতে পারে।

শিশুদের প্রস্রাবের বর্ণ-বিকৃতি

প্রস্রাবের বর্ণ কৃষ্ণাভ—কলচিকাম ৬। কৃষ্ণবর্ণ—অ্যাকোন ৩, এপিস ৬, বেল ৬, ব্রাইয়ো ৬, ক্যান্থা ৬, টেরিবিন্থ ৬, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ—এপিস ৬ বা টেরিবিন্থ ৬, কটাবর্ণ—এপিস ৬ বা টেরিবিন্থ ৬, কিম্বা ক্যান্থারিস ৬। খুব ঘোলাটে—বেলেডোনা ৬, চিনিনাম সালফ ৬, সিনা ৩—২০০, লাইকো ১২, অ্যাসিড ফস ৬ বা টেরিবিন্থ ৬, হরিদ্রাভ—সিয়ানোথাস ৬x ; হলদে হলে—সিয়ানোথাস ৩x, ক্যামোমিলা ৩ বা কেলি-ফস ১২x বিচূর্ণ। ক্রিমির জন্য শ্বেতবর্ণের প্রস্রাবে—সিনা ৩x, ২০০। খড়িগোলা বা দুধের মত—সিনা ৩x, ২০০ ; অ্যাসিড-ফস বা ভায়োলা-অডো ৩। ধূম্রবর্ণ হলে—টেরিবিন্থ ৬ বা বেঞ্জো-অ্যাসিড ৬। গাঢ় হলে—বেঞ্জো অ্যাসিড ৬, ক্যাম্ফর ৩০, হিপার-সালফ ৬, মার্ক-কর ৬ ; বা ফস্ফোরাস ৬ ; কৃষ্ণাভ বা কটা বর্ণের প্রচুর প্রস্রাবে সাদা তলানি লক্ষণে—ক্যালকে-কার্ব ৩০।

শিশুদের প্রসাবে দুর্গন্ধ

মূত্র-পূতিগন্ধময়—বেঞ্জোয়িক অ্যাসিড ৩, লাইকো ১২, নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, বা সিপিয়া ৬। আঁসটে গন্ধযুক্ত হলে—ইউরেনিয়াম-নাইট্রি ৩, রসুনগন্ধ হলে—কিউপ্রাম

আর্স ৬। ঝাঝাল-গন্ধ যুক্ত হলে—নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০, বেঞ্জো-অ্যাসিড ৬, বোরাক্স ৬, চিনিনাম সালফ ৬, সালফার ৩০। বিড়াল বা অশ্বমূত্রবৎ তীব্র গন্ধযুক্ত হলে — নাইট্রিক-অ্যাসিড ৩০ বা বেঞ্জো-অ্যাসিড ৬। টক গন্ধে—ক্যাল্কে কার্ব ৩০ বা গ্র্যাফাইটিস ৩০। মিষ্টি গন্ধযুক্ত হলে—টেরিবিন্হ ৬।

শিশুদের প্রস্রাবে তলানি

পিত্তযুক্ত প্রস্রাবে—চেলিডো ৩০ বা নেট্রাম-সালফ ১২x বিচূর্ণ। লাল তলানিতে—বার্বে-ভাল্গে ৩x, মার্ক-কর ৬, ফস্ফো ৬, প্লাম্বাম ৬, টেরিবিন্হ ৬, ক্যান্হা ৬ বা লাইকো ১২। কাফিচূর্ণবৎ তলানিতে—টেরিবিন্হ ৬ বা হেলিবো ৩x। প্রস্রাব আঠার মত হলে—ফস্ফো অ্যাসিড ৬, ইট চূর্ণের মত তলানিতে—লাইকো ৩০, নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০ বা নাক্স-ভমিকা ৩০। সাদা তলানিতে ও সেই সঙ্গে পিঠে বেদনা থাকলে—অক্সালিক অ্যাসিড ৬ বা গ্র্যাফাইটিস ৩০।

শিশুদের রক্ত-প্রস্রাব

হাম, বসন্ত, অর্শ, পাথরী প্রভৃতিতে কখনও কখনও রক্ত প্রস্রাব হয়। ক্যাম্ফার θ, ক্যান্হা ৩x, মিলিফোলিয়াম ১x, বেল ৩, সার্স। ৩x এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। পড়ে গিয়ে আঘাত লেগে রক্ত প্রস্রাবে—আর্ণিকা ৩x, কালচে রক্ত প্রস্রাবে—হ্যামামেলিস ৩x। অনেক ক্ষেত্রে ক্যাল্কে কার্ব ৩০ ভাল কাজ দেয়।

শিশুদের ন্যাবা বা কামলা

ভূমিষ্ঠ হবার দু-একদিন পর কখনও কখনও শিশুর দেহ ও চোখের শ্বেতাংশ হলদে হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ ন্যাবা রোগে যেমন প্রস্রাবের বর্ণ হলদে বর্ণের হয়ে থাকে সেরূপ হয় না। ক্যামোমিলা ৬ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। যদি ক্যামোমিলায় উপকার না হয়, তা হলে—মার্কিউরিয়াস ৬ প্রযোজ্য, তা ব্যর্থ হলে—চায়না ৩ ব্যবস্থা। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকলে—নাক্স ভমিকা ৩০ এবং উদরাময় থাকলে—পডোফাইলাম ৩, উপযোগী। পুরানো ন্যাবায়—চেলিডোনিয়াম ৬ ফলপ্রদ।

শিশুদের যকৃৎ দোষ

বার বার জ্বর হলে (বিশেষ করে রাতে) শিশু শীর্ণকায় হতে থাকে এবং যকৃতের দোষ জন্মে। দেখতে দেখতে যকৃৎটি বেড়ে উঠে ও শক্ত হয়, ক্রমে আহারে অরুচি, পেটটি বড়, কোষ্ঠকাঠিন্য বা তরল ভেদ (মলের রং সাদা বা কাল অথবা আম সংযুক্ত বা রক্তময় , ন্যাবা, সর্বাঙ্গে হলুদ বর্ণ প্রভৃতি কুলক্ষণ ঘটে। দু'বৎসরের কম বয়স্ক শিশুর এই পীড়া বড়ই ভয়াবহ. সাবধানে চিকিৎসা করা বিধেয়। ক্যাল্কে-আর্স ৩০ এ রোগের প্রধান ঔষধ। কোষ্ঠকাঠিন্য—সাল্ফার ৩০ বা ক্যাল্কে কার্ব ৬। যকৃত শক্ত হতে থাকলে মার্ক-আয়োড ৩ বা ক্যাল্কে কার্ব ৬, ন্যাবায়—মার্ক ৬, মুখে বা হলে—নাইট্রিক অ্যাসিড ৬, কষ্টকর কাশিতে—ফস্ফরাস ৬, শিশু নিতান্ত শীর্ণ হতে

থাকলে—আর্জ নাই ৬, শোথ হলে—আর্স ৬ ও এপিস ৩ প্রযোজ্য। সালফ ৩০, নাক্স-ভম ৬, ব্রাইয়ো ৬ প্রভৃতি সময় সময় দরকার হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে রোগের বৃদ্ধি হলে সাইলিসিয়া ৬, ২০০ প্রযোজ্য। পথ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। বার্লি ব্যবস্থা। স্তন্যদায়িনীর অম্লের পীড়া না থাকলে অল্প মাত্রায় স্তন্যপান করানো যেতে পারে। অন্য দুধ বর্জনীয়। ছোট বাছুরের মূত্র গরম করে যকৃতের উপর সেঁক দেওয়া উপকারী।

স্তন্যদায়িনী বা শিশুকে যেন চুণের জল খাওয়ানো না হয়, স্তন্যদায়িনী যেন পানের সাথেও চুন না খান।

শিশুদের কান্না

শিশু বেশী কাঁদলেই তার কোন রকম অসুখ বা অসুবিধা ঘটেছে বুঝতে হবে। কি কারণে কাঁদছে তা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। কানে হাত দিয়ে কাঁদলে, কানের অসুখ; মুখের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে কাঁদলে, দাঁত উঠবার কষ্ট; হাঁটু গুটিয়ে পেটের উপর রাখলে পেট কামড়ানো; কর্কশ স্বরে কাঁদলে, বাক যন্ত্রের অসুখ; কাশতে কাশতে কাঁদলে, বক্ষঃস্থলের পীড়া; করুণ স্বরে কোঁকিয়ে কোঁকিয়ে কাঁদলে, ফুসফুসের পীড়া কল্পনীয়। সময় সময় পিঁপড়ের কামড়েও শিশু হঠাৎ কেঁদে উঠে।

উত্তপ্ত ও শুকনো শরীর এবং অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রাহীনতা লক্ষণে—অ্যাকোন ৩x; মাথা চোখ-মুখ লালবর্ণ, হঠাৎ চমকিয়ে উঠা লক্ষণে—বেল ৬; শিশুর খিটখিটে স্বভাব, অবিরত কান্না, কোলে উঠে বেড়াবার ইচ্ছা, পেট কামড়ানোর জন্য হাঁটু গুটিয়ে থাকা এবং জ্বর থাকলে—ক্যামোমিলা ৬ (বিশেষ করে দাঁত উঠবার সময় নানা প্রকার অসুখ হয়ে শিশু অবিরত কাঁদলে বিশেষ উপযোগী); ক্যামোমিলা ব্যর্থ হলে রুবিনীর ক্যাম্ফার দু-এক ফোঁটা দেওয়া যেতে পারে। কান ব্যথায়—পালসেটিলা ৬, ৩০। কেউ কেউ পালসেটিলা θ ২।১ ফোঁটা কানে দিতে উপদেশ দেন। মুলেন-অয়েল বা প্ল্যান্টাগো θ ২।১ ফোঁটা কানে দিলে উপশম হয়। ঈষদুষ্ণ সরষের তেলও ২।৩ ফোঁটা কানে দিলেও উপশম হতে পারে। স্নায়বিক উত্তেজনা হেতু অনিদ্রায়—কফিয়া ৬; কোষ্ঠকাঠিন্য বা পেট ফাঁপার জন্য কাঁদলে—নাক্স-ভমিকা ৩০; পেটে শূলবেদনায় শিশু কেঁদে অস্থির হলে—ম্যাগ্নেসিয়া ফস ৩x (উষ্ণ জলসহ) প্রযোজ্য। শূলে বেদনায় শিশু সামনের দিকে ভাঁজ হয়ে ক্রন্দন করলে—কলোসিন্থ ৬, ৩০। কান্না থামানোর জন্য আফিং ঘটিত কোনরূপ ঔষধ সেবন করিয়ে ঘুম পাড়ানো নিতান্ত অনুচিত। জোয়ান গরম করে ন্যাকড়ার পুঁটলি করে নাভির উপর সেঁক দিলে পেট ব্যথায় উপকার দর্শে।

শিশুদের প্রদর

ঠাণ্ডা লাগা, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্নতা, ক্রিমি-দোষ প্রভৃতি কারণে ছোট বালিকাদের প্রদর ঘটে থাকে; ক্যাল্কে-কার্ব ৬, সিপিয়া ৬, সিনা ৩x এ রোগের প্রধান ঔষধ।

শিশুদের ধবল

(Leucoderma)

অনেকে একে শ্বেতকুষ্ঠও বলে থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ এটি কুষ্ঠ বা কোন চর্মরোগ নয়। সুতরাং রোগীকে স্বতন্ত্র রাখা বা ঘৃণা করার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ চর্মের স্বাভাবিক বর্ণের (Pigment) উপাদান বিকৃতি বা অভাবের জন্য কারও কারও চর্ম দুধের মত সাদা দেখালে তাকে আমরা ধবল বলে থাকি। যদিও এর নিদান-তত্ত্ব আজ অবধি স্থিরীকৃত হয় নি, তথাপি শিশুর সর্বাঙ্গীণ বা স্নায়বিক দুর্বলতাই যে এর প্রধান কারণ সে বিষয়ে সংশয় নেই। সাধারণতঃ আট বছরের কম বয়স্ক শিশুদেরই এ রোগ হতে দেখা যায়। মুখমণ্ডল, গ্রীবাদেশ, হাত বা বুকের উপর প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা দাগ প্রকাশ পায়। ক্রমে এই দাগগুলি চাক্তি,চাকা মত হয়; অবশেষে এই চাকাগুলো ধীরে ধীরে জুড়িয়ে কতকটা ফোস্কার মত দেখায়। শিশুর সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য ও স্নায়ুমণ্ডলের উপর যে সমস্ত ঔষধ কাজ করে, সে সমস্ত ঔষধই এ রোগে ফলপ্রদ—চর্মরোগের ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল হয় না। আর্সেনিক অ্যাল্বাম ৩০ বা আর্সেনিক আয়োড ৬x বিচূর্ণ কয়েক সপ্তাহ ব্যবহার করলে রোগ ক্রমশঃ নিরাময় হয়ে থাকে; কিন্তু আর্স-সালফ-ফ্লেভাম ৬x প্রয়োগে অধিকতর উপকার পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল আর্সেনিক প্রয়োগেও কোন ফল পাওয়া না গেলে বিশেষ করে (বুক ধড়ফড় করা, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত প্রভৃতি অবসন্নতা জ্ঞাপক লক্ষণে) –ফস্ফোরাস ৬ প্রয়োগ অনেক স্থলে আশানুরূপ ফল দর্শিয়ে থাকে। শুয়ে থাকলে আরাম বোধ, অনিদ্রা (বিশেষ করে রাত তিনটের পর), মানসিক অবসন্নতা, স্মৃতিলোপ প্রভৃতি লক্ষণে—জিঙ্ক-ফস ১x, ৩x বিচূর্ণ। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত যুবতীদের ধবল রোগে—ইগ্নেসিয়া ৬ উপযোগী। সালফার ৩০, থুজা ৬, ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩, ক্যালকেরিয়া ফস ৬x বিচূর্ণ, অ্যান্টিম-টার্ট ৬, নাইট্রিক অ্যাসিড ৬, এক্স-রে ৩০, জিঙ্কাম ৬ ও রাস-টক্স ৬ সময় সময় উপযোগী। উল্লিখিত ঔষধাদি দ্বারা রোগ সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় হবার সম্ভাবনা সমধিক। বাহ্য প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। তবে আখরোট ফলের শাঁস ধবলের উপর ঘষলে অথবা বুঁচকীদানা ও অশ্বত্থগাছের মূল ছোট বাছুরের মূত্রসহ বেঁটে প্রলেপ দিলে সমধিক উপকার হয়।

দুধ, কড-লিভার অয়েল; পেট্রোলিয়াম ইমালশন, সুপক্ক পুষ্টিকর ফল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য যাতে স্নায়ুর পুষ্টিসাধন ও রক্ত উৎপাদন করে, এরূপ আহার এবং স্বাস্থ্যকর পার্বত্য প্রদেশ বা সমুদ্র-তীরে বায়ু পরিবর্ত্তন উপকারী। সর্বাঙ্গে গঙ্গা-মাটি লেপন ও গঙ্গাস্নানে উপকার হয়। মিষ্টি, আচার প্রভৃতি অম্ল, যে সমস্ত খাদ্য হজমের ব্যাঘাত ঘটায় তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

শিশুদের ছিন্নোষ্ঠ নিবারণ

কোন কোন বংশে ক্রমান্বয়ে ছিন্নোষ্ঠ—গন্নাকাটা বা শশকোষ্ঠ (Hare-lip) শিশু জন্মাতে থাকে। ভাবী সন্তান-সন্ততিগণকে তা থেকে মুক্ত করতে হলে, গর্ভাবস্থায়

তিন থেকে সাত মাস পর্যন্ত গর্ভিণীকে ক্যাল্কে-সালফ ১২x বিচূর্ণ প্রতিদিন সকাল-বেলায় ও সন্ধ্যার সময় এক গ্রেণ মাত্রায় সেবন বিধেয়। গন্নাকাটায় অস্ত্র চিকিৎসারও আবশ্যক হতে পারে।

শিশুদের তোৎলামি
(Stammering)

স্ট্র্যামোনিয়াম ৩ বা হায়োসায়ামাস ৩ কিছুদিন ব্যবহার করলে সুফল দর্শাতে পারে। মিষ্টদ্রব্য খাওয়া এবং ক্রোধ পরিহার কর্তব্য ; সকাল-সন্ধ্যায় জিভ চেঁচে ধোয়া ও কথা বলবার সময় একটি মার্বেল, সীসা বা ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডটি ঝুলিয়ে মুখে রাখলে গলায় কথা আটকাবার আশঙ্কা কম থাকে।

শিশুদের খুঁড়িয়ে হাঁটা
(Limping)

পড়ে গিয়ে বা আঘাত প্রাপ্তির জন্য শিশু খুঁড়িয়ে হাঁটলে—আর্ণিকা ৩। দুর্বলতা বা ধাতুগত দোষের জন্য খুঁড়িয়ে হাঁটলে—সালফ ৩০ বা ক্যাল্কে-কার্ব ৩ প্রযোজ্য।

শিশুদের শীর্ণতা বা পুঁয়ে পাওয়া
(Marasmus)

এই পীড়া ছোট ছোট শিশুদেরই হয়, বয়স্ক বালক-বালিকাদের প্রায় হয় না। শিশুর রাক্ষুসে ক্ষুধা, প্রচুর খায় অথচ দিন দিন শরীর শুকিয়ে অস্থি চর্মসার হয়, গায়ের চামড়া কুঁচকিয়ে বৃদ্ধের মত দেখায়, অস্থি বিকৃতি ঘটে এবং সর্বদা ঘ্যান ঘ্যান করে। শরীরের নিম্ন দেশ শীর্ণ হয়।

চিকিৎসা

ক্যাল্কেরিয়া-ফস ৩x, ৩০—প্রচুর খায় অথচ কৃশ হয়ে যায়, মেরুদণ্ডের দুর্বলতা, শিশু হাঁটতে পারে না, দুগ্ধ সহ্য হয় না, মাথার খুলি কোমল, ব্রহ্ম তালু শীঘ্র জোড়া লাগে না।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩০, ২০০—মেদপূর্ণ থলথলে শরীর, জড়ভরতভাব, নড়াচড়া করতে চায় না, মাথায় প্রচুর ঘাম, গ্রন্থিসমূহ স্ফীত, দাঁত উঠতে দেরী, অম্লগন্ধ মল ও সর্বাঙ্গে অম্লগন্ধ। মুখমণ্ডল ম্লান কোটর প্রবিষ্ট চোখ।

সাইলিসিয়া ৩x, ১২—শিশুর পেটটি বড় ও শক্ত, হাঁটু সরু, মেরুদণ্ড বক্র, দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম।

সার্সাপ্যারিলা ৩০, ২০০—অত্যন্ত শীর্ণতা, চর্ম শুকনো, শিথিল, চর্ম ঝুলে পড়ে, মুখ বৃদ্ধের মত, বৃহৎ উদর, অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, রসপূর্ণ চর্মরোগ, মুখক্ষত।

অ্যাব্রোটেনাম ৬, ২০০—রাক্ষুসে ক্ষুধা, খায়-দায় বেশ অথচ শুকাতে থাকে,

বৃদ্ধের মত কুঞ্চিত মুখমণ্ডল, ভাল হজম হয় না। শীর্ণতা নিম্নাঙ্গে আরম্ভ হয়ে উর্ধ্বাঙ্গে বিস্তৃত হলে।

আয়োডিয়াম ৩০—রাক্ষসের মত ক্ষুধা, প্রচুর খায় অথচ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ক্ষুধা পায়, শরীর শীর্ণ হতে থাকে, শীর্ণতা উর্ধ্বাঙ্গ থেকে নিম্নাঙ্গে বিস্তৃতি, গলগ্রন্থির বিবৃদ্ধি।

সালফার ৩০, ২০০—কোন ঔষধ প্রয়োগে ফল না হলে ইহা ফলপ্রদ। দেহের তুলনায় মাথাটি বড়, নোংরা থাকতে পছন্দ করে, স্নান করতে চায় না, শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয় ঠোঁট দুটি লাল।

নেট্রাম মিউর ৩০, অ্যাসিড নাইট্রিক ৬, অ্যাসিড-ফস ৩০ প্রভৃতি ঔষধও সময় সময় আবশ্যক হতে পারে।

শিশুর গায়ে জলপাই তেল (Olive oil) বা কডলিভার অয়েল বা খাঁটি সরষের তেল মালিশ করলে উপকার হয়। বিশুদ্ধ মুক্ত হাওয়ায় বেড়ানো এবং গায়ে মৃদু রৌদ্র লাগানো এবং ফলের রস, দুধ, মাখন, ছানা, মাছ, ডিমের কুসুম প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার্য্য গ্রহণ উপকারী।

শিশুদের রিকেটস বা বালাস্থি বিকৃতি
(Rickets)

রক্তস্থ ক্যালসিয়ামের পরিমাণ হ্রাসই এ রোগের কারণ। ক্যালসিয়ামের সাহায্যে দেহস্থ অস্থি সমূহ দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয় সে কারণে ক্যালসিয়ামের অভাববশতঃ তা নমনীয়তা নিবন্ধন অস্থিসমূহ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। শরীরে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ যথোপযুক্ত বজায় রাখতে ভিটামিন-ডি (Vitamin-D) একমাত্র সহায়। খাদ্য মারফৎ এই ভিটামিন শরীরে গৃহীত হয় অথবা সৌর আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি (Ultra Violet Ray) চামড়ার নীচে চর্বির সাথে যৌগিক ক্রিয়ার ফলে এই ভিটামিন উৎপন্ন করে। সে কারণে রিকেট আক্রান্ত শিশুর পক্ষে ভিটামিন—ডি প্রধান খাদ্য (যথা, কডলিভার অয়েল, মাখন, ডিমের কুসুম ইত্যাদি) এবং সূর্য-রশ্মি সেবন সমধিক স্বাস্থ্যবান হতে পারে আবার স্থূলকায় শিশুরও রিকেট রোগাক্রান্ত এবং দুর্বল হওয়া বিচিত্র নয়। তরল ভেদ, মাথায় ঘাম, দাঁত উঠতে দেরী, হাত-পায়ের গাঁটে স্ফীতি ও বেদনা, মাথার অস্থির স্ফীতি ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তি, বুকের পাঁজরার সন্ধিস্থলের উচ্চতা, মাংসপেশীর কোমলতা, অপুষ্ট অস্থিচয়, শ্রম বিমুখতা বা শ্রমসাধ্য কাজে অক্ষমতা, পিঠের শিরদাঁড়ার বক্রতা প্রভৃতি এ রোগের প্রধান লক্ষণ। ক্যালকেরিয়া-ফস ১২x বিচূর্ণ এ রোগের প্রধান ঔষধ (বিশেষ করে শীর্ণকায় বা রক্তহীন শিশুর পক্ষে) স্থূলকায় শিশুর পক্ষে ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬, ৩০। কৃশকায় ধূমল রোগসহ বালাস্থি বিকৃতি ঘটলে—ফস্ফোরাস ৬, ৩০ উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাইলিসিয়া ৬, অ্যাসিড-ফস ৬ বা

সালফার ৩০ সময় সময় উপযোগী। খড়ি মাটি বিশিষ্ট দেশে শিশুকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরিত করা উপকারী। ভাল দুধ ও টাটকা শাক-সব্জি সুপথ্য।

শিশুদের অযথা বাড়

শিশু কখনো কখনো বেশী ঢ্যাঙ্গা হয়, বুকের কেবল দৈর্ঘ্য বাড়ে: সব সময় ঘুমাবার প্রবল ইচ্ছা, হজমের শক্তি ও স্মৃতি শক্তির হ্রাস, হাঁটতে অসমর্থ, শীর্ণতা, শ্বাসকষ্ট, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। পাইনাস সিল্ভেষ্ট্রিস ৩, ৬ (বিশেষ করে নিম্নাঙ্গ শীর্ণ ও গোড়ালি দুর্ব্বল হতে থাকলে এবং গ্রন্থিবাত ও চুলকানি প্রভৃতি লক্ষণে); সালফার ৩০ (হাত-পা লিকলিকে সরু এবং ছোটাছুটি করে খেলতে অক্ষম)। ক্যালকেরিয়া ফস ১২x বিচূর্ণ, ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০ ও অ্যাবিস—ক্যানাডেন্সিস এ রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

শিশুদের ধাতু দোষ বা কৌলিক পীড়া

নিম্নলিখিত রোগ তিনটি অনেক স্থলেই পিতা মাতাদের থেকে শিশুদের বর্ত্তে থাকে:—(১) গুটিকা দোষ, (২) গণ্ডমালা (৩ উপদংশ।

(১) গুটিকা দোষ

(Tuberculosis)

ফুসফুস, মাথা, অন্ত্রাদিতে বা শিশুর যে কোন শারীরিক যন্ত্র বা তন্তুতে গুটিকাচয় Tubercles) জন্মায়। এই গুটিগুলি ধুসর বা পীতাভ পনির-খণ্ডবৎ দেখায় এবং তারমধ্যে জীবাণুর (Tuberculous bacilli) পাওয়া যায়। ফুসফুসে গুটিকা হলে, ক্ষয়কাশি (Pthisis) রোগ জন্মায়, মাথায় হলে—মস্তিষ্ক ঝিল্লি প্রদাহ (Tubercular maningitis) রোগ সৃষ্টি করে।

ফস্ফোরাস ৬ এ রোগের প্রধান ঔষধ। শিশু কাহিল বা রক্তহীন হলে—ক্যালকে-ফস ৬x চূর্ণ প্রযোজ্য। মুখ দিয়ে রক্ত উঠলে বা নাক দিয়ে রক্তস্রাব, জ্বর, ঋতুকালে রজঃ নিঃসরণের অভাব প্রভৃতি লক্ষণে—ফেরাম-ফস ৬x উপযোগী। জ্বর, ঘাম, ভেদ, কাশি (সন্ধ্যা ও সকালে বাড়ে), ফুসফুসে তীব্র বেদনা (নকল চড়লে বাড়ে) প্রভৃতি লক্ষণে—আর্সেনিক ৬ সেবন করা বিধেয়। হিপার-সালফার ৬, সাইলিসিয়া ৩০, সালফার ৩০, লাইকোপোডিয়াম ১২ ও আয়োডিয়াম ৬ সময় সময় আবশ্যক হতে পারে। ব্যাসিলিনাম ও পাইরোজেন প্রয়োগ করে ডাঃ ফিসার কোন ফল পাননি।

পুষ্টিকর খাদ্য ভোজন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, খটখটে প্রস্তুত ঘরে বাস প্রভৃতি স্বাস্থ্যবিধি পালনীয়।

(২) গণ্ডমালা (Scrofula)

এটি প্রথমোক্ত গুটিকা দোষ রোগের এক অবস্থা বিশেষ; এই পীড়ায় শরীরের গ্রন্থিগুলি (বিশেষ করে গ্রীবার গ্রন্থিচয়) ফুলে বেদনা যুক্ত হয়, প্রায়ই পেটের অসুখ

বা সর্দি লেগে থাকে এবং চোখ ও কান দিয়ে পুঁজস্রাব হয়। ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩০ বা নেট্রাম সালফ ১২x বিচূর্ণ ও ২০০ এর প্রধান ঔষধ। গুটিকা-দোষ রোগের ঔষধাবলী থেকে ঔষধ নির্বাচন পূর্বক সেবন ও পথ্যাদির নিয়ম পালনীয়।

(৩) শিশু-উপদংশ (Infantile Syphilis)

পিতৃ বা মাতৃকুলে উপদংশ রোগ থাকলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবামাত্র বা কয়েকদিন পরে এ পীড়ার নিম্ন লিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। শিশু শীর্ণ হতে থাকে ও নিয়ত কাঁদতে থাকে এবং নিঃশ্বাস ত্যাগে ব্যতিক্রম, চর্মে চুলকানি ও ঘা প্রভৃতি প্রকাশ পায়। শিশুর উপদংশবিষ অন্যের শরীরে সংক্রমিত হলে তারও এ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। মার্কসল ৩০ এর উৎকৃষ্ট ঔষধ। অধিক চুলকানি ও ক্ষত লক্ষণে—নাইট্রিক অ্যাসিড ৩০ অরাম মেট ৩০, থুজা ৩০, সিফিলিনাম ৩০, ২০০ ; ব্যাডিয়াগা ৩, সাল্ফার ৩০ প্রভৃতি ঔষধ সময় সময় উপযোগী।

শিশুদের শোথ (Dropsy)

লক্ষণ—1. অনেক সময় সারা দেহে কিছুটা ফোলা ফোলা ভাব দেখা যায়। টিপলে গর্ত মত হয়।

2. কখনো কখনো শুধু দেহের কোনও কোনও সন্ধিতে শোথ বা ফোলা দেখা দেয়।

3. কখনো পেট বা বুকেও শোথ লক্ষণ দেখা যায়।

4. শ্বাসকষ্ট, বমি বা বমনেচ্ছা, উদরাময়, প্লীহা বৃদ্ধি প্রভৃতি হতে পারে।

5. অনেক সময়ে কোষ্ঠকাঠিন্য হয় ও মল কঠিন হয়।

6. মাথা ভার, তন্দ্রার ভাব, হার্ট দুর্বল। নাড়ী গতি হীন বা দ্রুত হতে পারে। কখনও দুর্বল হয়।

7. মূত্র অল্প, পেটে ও বুকে ভারবোধ, অতিরিক্ত পিপাসা, মূত্র কম বা অতিকম হওয়া বা ইউরিয়া রোগ হতে পারে।

8. কখনো কখনো আচ্ছন্ন ভাব বা মূর্চ্ছা হতে পারে।

চিকিৎসা

সারা দেহের শোথ লক্ষণে—এপিস মেল ৩, ৬, আর্সেনিক ৩, ৬, অ্যাপোসাইনাম প্রভৃতি ঔষধে খুব ভাল কাজ হয়। নেট্রাম সালফ্ ৩x বা ৬x ভাল কাজ দেয়।

দেহের কোন সন্ধি বা গাঁটের শোথ হলে সব সময় চিন্তা করে লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ দিতে হবে। অ্যাকোনাইট ৩x—৩০, পালসেটিলা ৩, ৬, আয়োডিয়াম ৬, ৩০, রাসটক্স ৬ প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ অনুযায়ী।

শিশুর গোড়ালিতে যদি শোথ হয়, তা হলে তা খুব কষ্ট দেয়। চায়না ৩. ৬ আর্সেনিক (দেহ জ্বালা ভাব থাকলে) ৬, ফেরাম্ ফস ৩x, ৬x প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

মাথার বা মস্তিকের শোথ লক্ষণে– হেলিবো ৩, ৬, বেলেডোনা ৬, এপিস্ ৬ প্রভৃতি।

হৃৎপিণ্ডের বা বুকের শোথ লক্ষণে—লক্ষণ বিচার করে হেলিবোর, স্পাইজেলিয়া ৩, ৬ অথবা ক্রোটেলাম, ক্যাক্টাস মাদার। ডিজিটালিস, ১x বা ৩x হার্ট ট্রাবলে প্রয়োজন হতে পারে।

পেটে শোথ হলে—অ্যাপোসাইনাম মাদার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। প্রয়োজনে ক্রোটন টিগালিয়াম, আর্সেনিক, চায়না, এপিস্ দিতে হবে।

যকৃৎ বা উদরের শোথ হলে একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ অ্যাপোসাইনাম।

পায়ের শোথে অ্যাসেটিক অ্যাসিড্ ২।

টেরিবিন্থ ৩, ৬ প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাত বা মূত্র যন্ত্রের শোথ লক্ষণে।

যকৃৎ পীড়া, উদরাময়. শোথ প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রয়োনিয়া ৩—৩০।

মূত্রাশয় প্রভৃতির গোলমাল এবং সর্বাঙ্গীণ শোথে কাহিন্কা ৩x—৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. শরীরে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্য দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।
2. রোজ ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করা ভাল।
3. খাদ্যের সঙ্গে লবণ খাওয়া নিষিদ্ধ।
4. লেবু পুষ্টিকর খাদ্য। ঝোল, মানকচু, বেলপাতা ভিজানো জল, মাছের ঝোল, উচ্ছে, পলতা পাতা, পটল, সীম, কচি মুলো প্রভৃতি তরকারী উপকারী। Hydroprotein বা Protinex, হরলিক্স্, কম্প্লান প্রভৃতি খাদ্য উপকারী।

শিশুদের গ্রন্থি প্রদাহ

কারণ—অনেক সময় শিশুদের দেহের বিশেষতঃ গলার, একটি বা একাধিক গ্রন্থি ফুলে ওঠে ও তার সঙ্গে গ্রন্থি প্রদাহ ও জ্বর হতে থাকে।

এক ধরণের ভাইরাস জাতীয় জীবাণুর আক্রমণ এ রোগের কারণ বলে জানা যায়। শিশুদের মধ্যে অনেক সময়ই এই রোগ হয়।

মাম্স হলে Parotid গ্রন্থি ফোলে। এতে গলার Cervical গ্রন্থিগুলি ফোলে ও অল্প জ্বর হয়। এরোগ গণ্ডমালা বা Scrofula ও নয়।

লক্ষণ—1. এটি খুব ছোঁয়াচে রোগ। হঠাৎ শিশুর জ্বর হয়। জ্বর—100—101 ডিগ্রী অবধি ওঠে। গলা ও ঘাড় লাল হয়। গলা ও ঘাড়ের গ্রন্থিগুলি ফুলে ওঠে ও খুব ব্যথা হয়।

2. প্লীহা ও লিভার দুটোই বেড়ে যায়।

3. জ্বর অল্প দিন থাকে। কিন্তু গ্রন্থির ফোলা ও ব্যথা 5—7 দিনে কমে

যায়। কিন্তু 2—3 সপ্তাহ থাকতে পারে।

4. অনেক সময় রোগ সেরে গেলেও তা Relapse করে ও তার ফলে তারা খুব কষ্ট পায়।

5. অনেক সময়ে চিকিৎসা না হলে, গ্রন্থি পেকে উঠতে পারে এবং বিপজ্জনক উপসর্গ দেখা যায়। অন্যান্য বীজাণুর আক্রমণ ঘটেও এরূপ হতে পারে।

উপসর্গ—গ্রন্থি পেকে উঠলে তা থেকে বিপজ্জনক অবস্থা দেখা দিতে থাকে।

চিকিৎসা

শিশুদের গ্রন্থি প্রদাহ বা গণ্ডমালা প্রভৃতি নানা কারণে হতে পারে। তার মধ্যে প্রধান হলো দেহে পুষ্টির অভাব প্রভৃতি।

অনেক সময় এই রোগে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে আয়োডিয়াম মাদার লাগালেই সেরে যায়।

তাতে কাজ না হলে ঐ সঙ্গে আয়োডিয়াম ৬x—৩০ খাওয়াতে হবে।

মাদার লাগানো এবং ৬—৩০ খাওয়ানো একত্রে চালালে খুব দ্রুত ভাল ফল দেয়। প্রায় অব্যর্থ বলা যায়।

এ ছাড়া আর্স আয়োড্ ৩০, ২০০ এই রোগের একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

ক্যাল্কেরিয়া আয়োড্ ৩০ বা ব্যারাইটা আয়োড ৩০ সেবন এবং সঙ্গে আয়োডিয়াম মাদার বাহ্য প্রয়োগ প্রভৃতিতেও ভাল ফল দেয়।

ল্যাপিস্ অ্যাল্বাম্, কেলি আয়োড্, স্পঞ্জিয়াও পুরোনো রোগে ভাল ফল দেয়।

গলগণ্ড সহ জড়বুদ্ধি লক্ষণে, শরীর বিকৃতি, দেহ ঠিক মতো গঠিত হয় না। পেট ফোলা ও ঝুলে পড়া প্রভৃতিতে থাইরয়ডিন ৩x দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

দেহ মোটা, বেঁটে, ঠিকমতো গঠিত হয় না লক্ষণে, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব ৩—৬ ভাল ফল দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. জ্বর থাকলে আলো বাতাস যুক্ত ঘরে রাখলে উপকার হয়। রোগীকে সব সময় ঢেকে রাখতে হবে। পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

2. জ্বর বেশি হলে স্পঞ্জ করানো কর্তব্য।

3. জ্বর অবস্থায় গ্লুকোজ, মিষ্টি ফলের রস, হরলিকস,হাইড্রোপ্রোটিন, প্রোটিনেক্স, প্রোটিনিউল্স প্রভৃতি খেতে দিতে হবে। ভাল হলে ও জ্বর ছাড়লে হালকা ঝোল ভাত পথ্য।

4. টকখাদ্য বর্জনীয়।

শিশুদের রক্তশূন্যতা

কারণ—1. অপুষ্টি, খাদ্য খেতে না পারা, ভিটামিনের অভাব প্রভৃতি।

2. দীর্ঘ দিন নানা রোগে ভুগলে হতে পারে।

3. ম্যালেরিয়া, কালা জ্বর প্রভৃতিতে হতে পারে।
4. উদরাময় ও পরিপাক যন্ত্রাদির গোলযোগে দীর্ঘদিন ধরে ভোগা।

লক্ষণ—1. দেহে রক্তের অভাব হয় এবং হাত পা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
2. চোখের কোণ সাদা হয়। হাতের নখ সাদা থাকে ও ফ্যাকাশে থাকে
3. দুর্বলতা, মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় ~র থাকে।
4. অনেক সময়ে অতিরিক্ত শীর্ণতা দেখা যায়।
5. হার্টের দুর্বলতা থাকতে পারে ঐ সঙ্গে।
6 ক্ষুধামান্দ্য, উদরাময় দেখা দেয়।
7. অনেক সময়ে এই সঙ্গে শোথ (Dropsy) পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

চিকিৎসা

রক্তশূন্যতা বা রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে শ্রেষ্ঠ ঔষধ হলো ফেরাম রিডাক্টাম ১x—৩ বা চায়না ১x—৩।

খুব মোটা শিশুদের জন্য—ক্যালকেরিয়া কার্ব ৩, ৬ ভাল ঔষধ।

আর্সেনিক ৩x—৩০ বা এপিস ৩—৩০ এই রোগের ভাল ঔষধ।

কার্বো ভেজ ৩—৩০ এই রোগে ভাল ফল দেয়।

বায়োকেমিক মতে—ফেরাম্ ফস্ ৩x, ৬x ভাল ফল দেয়।

নেট্রাম সালফ ৬x—৩০x মাঝে মাঝে খুব ভাল ফল দেয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে প্লাম্বাম অ্যাসেটিকাম্ ভাল ফল দেয়।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

1. ভিটামিন যুক্ত ও পুষ্টিকর হালকা খাদ্য উপকারী।
2. পেটের রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে।
3. অন্যান্য রোগ থাকলে তার চিকিৎসা করতে হবে।
4. উপযুক্ত আলো বাতাস ও খাদ্য ব্যবস্থা করতে হবে।

———

ঊনবিংশ অধ্যায়।

আকস্মিক দুর্ঘটনা ও তার চিকিৎসা

(Accidents and treatments)

আগুনে পোড়া

দগ্ধস্থানে জল ঢালা একেবারে নিষেধ। পড়ে থাকা জামা-কাপড়ে আগুন লাগা মাত্র সতরঞ্চ, বালিশ, কাঁথা বা গালিচা চাপা দিলে, কিংবা মাটিতে গড়াগড়ি দিলে আগুন নিভতে পারে। নারকেল তেল (মসীনার তেল বেশি উপকারী) সঙ্গে চুনের জল ফেনিয়ে দগ্ধ স্থানে লাগালে উপকারী। ভেসলিন, গুড়ো সোডা, বা সাবানের গাঢ় ফেনা প্রভৃতিও বাইরে থেকে লাগালে খুব ভাল। ডাক্তারদের মতে ক্যান্হারিস ১, ৬x দ্বারা দগ্ধ স্থান সর্বদা ভিজিয়ে রাখলে এবং মধ্যে মধ্যে ক্যান্হারিস ৬ সেবন করলে অতি সত্বর ফল পাওয়া যায়। হাইপেরিকাম তেল (Hypericum-Oil) দ্বারা দগ্ধ স্থান ভিজিয়ে রাখলেও অনেক সময় উপকার হয়।

আগুনে পুড়ে যাওয়ার জন্য জ্বর হলে অ্যাকোনাইট ৩ ; এতে উপকার না হলে আর্টিকা ইউরেন্স ১x প্রতি দুঘণ্টা অন্তর সেব্য, এবং আক্ষেপ লক্ষণে—ক্যামোমিলা ৬। পুঁজ দেখা দিলে সেই জায়গাটি পরিষ্কার করে নারকেল তেলের সঙ্গে ক্যালেণ্ডুলা θ মিশিয়ে লাগালে এবং পচতে আরম্ভ হলে আর্সেনিক ৬—বা ল্যাকেসিস ৬ সেব্য। দগ্ধস্থান শুকোতে বা সারতে দেরী হলে কষ্টিকাম ৬ সেবন করা উচিত। দগ্ধস্থানে যাতে না লাগে এরকমভাবে তুলো দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

আঘাত

কেটে যাওয়া বা চোট লেগে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হলে একভাগ ক্যালেণ্ডুলা θ দুইভাগ জলে মিশিয়ে লাগাতে হবে। কিন্তু রক্ত না পড়ে কালশিরা পড়লে একভাগ আর্ণিকা θ দুইভাগ জলের সঙ্গে মিশিয়ে লাগালে উপকারী। আঘাতের জন্য রক্ত পড়লে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেওয়া উচিত। রক্ত বন্ধ করার পক্ষে বরফ উৎকৃষ্ট, অভাবে চিনি বা ঠাণ্ডা জল উপকারী। মচকানো বা থেঁতলানোর জন্য ব্যথা হলে চুন ও হলুদ গরম করে লাগালে উপকারী। নরুণ বা সুঁচে কেটে গেলে বা আঘাত লাগলে বা ফুটে গেলে বা বের করার পর যন্ত্রণা করলে হাইপেরিকাম ৩ উপকারী। হাড়ে আঘাত লাগলে রুটা ৩x, এবং শরীরের সন্ধিস্থলে বা স্তনে আঘাতে কোনিয়াম ৩ ; জ্বর, ফুলে ওঠা, রক্তিমাভা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩ ; আঘাতে লেগে বেদনা হলে আর্ণিকা ৬ ; এবং জ্বর, পিপাসা, ভয় লক্ষণে—অ্যাকোনাইট ৩ সেব্য।

আক্ষেপ হলে, ইগ্নেসিয়া ৬ ; অস্থিরতায় কফিয়া ৬ ; এবং দুর্বলতা ও ঘা হলে ও সহজে রক্তস্রাব লক্ষণে, চায়না ৬ সেব্য। ঘা পেকে উঠলে হিপার-সালফ্ ৬ ; এবং তা শুকোতে

দেরি হলে সিলিকা ৬। আঘাত জনিত কালশিরা হলে হ্যামামেলিস θ জলপটি দেওয়া উচিত। আঘাত পাওয়া মাত্র জলপটি লাগালে কালশিরা পড়ে না এবং বেদনা থাকে না। লঘুপথ্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষতস্থান বেঁধে দেবার আগে দেখতে হবে যেন কাঁকর, কাচ বা কাচের কুঁচি কিংবা কাঁটা ফুটতে না পারে।

বিষ খাওয়া

অধিক পরিমাণে অহিফেন, হরিতাল, সেঁকোবিষ (আর্সেনিক) নাইট্রিক অ্যাসিড বা অন্য কোন উৎকট বিষ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় উদরস্থ হলে, অবিলম্বে মৃত্যু ঘটবার আশংকা, অতএব যত শীঘ্র সম্ভব উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকা আবশ্যক। চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত রোগী যাতে বমি করে পেট হতে তুলে ফেলে, তার চেষ্টা করা উচিত। ষ্টমাক্ পাম্প (Stomach Pump) ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়। অহিফেন খেলে যতক্ষণ না চিকিৎসক আসেন, ততক্ষণ রোগীকে ঘুমাতে দেওয়া হয় না। এমন কি রোগীকে পিঠে প্রহার করে দৌড় করানো হয় জেগে থাকার জন্য। গরম জল খাওয়ালে, গলার মধ্যে আঙ্গুল দিলে—জিহ্বার উপরে নস্য বা সরিষার গুঁড়ো লাগালে বা লবণ মিশ্রিত জল পান করালে বমি হবার সম্ভাবনা থাকে। বিষ পেট থেকে উঠে যাবার পর, ডিমের শ্বেতাংশ, কাফি, সির্কা, লেমোনেড, পেঁপে প্রভৃতি সুপথ্য। অহিফেন পেট থেকে উঠে যাবার পর বেলেডোনা θ আট-দশ ফোঁটা এবং সেঁকোবিষ উঠে যাবার পর ইপিকাক ৩ বা ভিরেট্রাম ৩ উপকারী। এবং অ্যাসিড নাইট্রিক প্রভৃতি উঠে যাবার পর গুঁড়ো চা-খড়ি গরম জলে সেবন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কার্বোলিক অ্যাসিড উদরস্থ হলে প্রচুর পরিমাণে জলপাই তেল (Olive-Oil) সেবন বিধি।

সর্প দংশন

(প্রথম চিকিৎসা) সাপ কামড়াবার পরই সেই স্থানের কিছু উপরে শক্ত করে তা বেঁধে ফেলা উচিত। যাতে সেইস্থান থেকে রক্ত শরীরে ছড়াতে না পারে। তারপর সেইস্থান আধ ইঞ্চি মত চিরে এক গ্রেণ প্যারমাঙ্গানেট অফ পটাস জলের সঙ্গে গুলে কিছুক্ষণ ঐ স্থানে ভালভাবে ঘষলে সেই স্থানটি কাল হয়ে আসবে, তখন সেই স্থান বস্ত্রাবৃত করে রাখতে হয়। দংশনেরই অব্যবহিত পরেই এরকম চিকিৎসা করলে প্রাণনাশের আশংকা থাকে না। চিকিৎসকের উপদেশ ছাড়া তা খুলবে না। (দ্বিতীয় চিকিৎসা)—সর্প কামড়ানো মাত্র সেই স্থানের কিছু উপরে দড়ি, কাপড়ের পাড় বা জুতোর ফিতা শক্ত করে বেঁধে সেই ক্ষত স্থান একটু চিরে বা কেটে একটির পর একটি মুরগীর বাচ্চাব গুহ্যদেশ একটু চিরে বা কেটে লাগালে বা ঘষলে মুরগীর বাচ্চা বিষ শোষণ করে নেয় এবং বিষের ক্রিয়ায় তখন মরে যায়। এই রকম যতক্ষণ দেহে বিষ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত একটির পর একটি মুরগীর বাচ্চা বিষ শোষণ করবে ও

মরবে ; সাপে কাটা লোকটি বিষ মুক্ত হলে মুরগীর বাচ্চা আর মরবে না। ২৫।৩০ টি মুরগীর বাচ্চা মরার পর রোগীর বিষনাশ হয়ে আরোগ্য হতে আমরা দেখেছি।

গলার মধ্যে মাছের কাঁটা প্রভৃতি আটকান

গলার মধ্যে কিছু আটকালে রুটি, ভাত বা কলা খেলে তা গলা থেকে নেমে যেতে পারে। সোন দিয়ে বের করলে তা করাও যেতে পারে। তা না হলে অস্ত্র চিকিৎসকের কাছে যাওয়া কর্ত্তব্য।

মাংসপেশীর অবসাদ

ব্যায়াম, লাফালাফি, বা ছোটাছুটি করা কিংবা অধিক পরিশ্রমের জন্য মাংসপেশীর অবসন্নতা বা শরীর ব্যথা হলে ও ফোস্কা পড়লে আর্ণিকা ৩x দেওয়া উচিত। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করালে বা উষ্ণ জলে গা মুছে দিলে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ হলে, চিৎ হয়ে পাঁচ মিনিট দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করলে তখনই দেহে নতুন বল ফিরে পাওয়া যায়।

বিষাক্ত জন্তু বা কীটাদি দংশন

ডাঁস, মৌমাছি, ভীমরুল, বোলতা, বিছা প্রভৃতি কামড়ালে হুলটি প্রথমে ছুরি দিয়ে বের করে ফেলা কর্ত্তব্য। বিষাক্ত কীট কামড়ালে লেডাম θ লাগানো এবং লেডাম ১x খাওয়ায় উপকার হয়। মশা, ছারপোকা, ডাঁস প্রভৃতি কামড়ালে লেবুর রস লেপন ও এপিস সেবন ফলপ্রদ। ভীমরুল বা বোলতা কামড়ালে, স্পিরিট ক্যাম্ফার সরষের তেল, কেরোসিন তেল, তামাক বা পিঁয়াজের রস, কিম্বা কচুগাছের আঠা ক্ষত স্থানে লাগালে উপকার হয়। বিছা কামড়ালে টাটকা গোবর বা কচুগাছের রস ক্ষতস্থানে লাগালে উপকার হয়। লবণ ঘঁষে দিলে বিশেষ উপকার হয়। শুয়োপোকা লাগলে ডুমুরপাতা জড়িয়ে কেটে দিলে উপকার হয়। ইঁদুর কামড়ালে লেডাম ৬ সেব্য। কুকুর বা শিয়াল কামড়ালে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া ও ষ্ট্যামোনিয়াম ৩x প্রত্যহ ৩।৪ বার সেবন করা উচিত। তার সঙ্গে ৩।৪ বার গুড় খাওয়া ফলপ্রদ হবে।

জলাতঙ্ক

শিয়াল, কুকুর, বিড়াল, নেকড়ে, বাঘ, বাঁদর, প্রভৃতি ক্ষেপে গিয়ে কাউকে কামড়ালে ঐ ব্যক্তিরও ক্ষেপে ওঠার সম্ভাবনা। প্রথমে জ্বালা ও বেদনা ভিন্ন অন্য কোন বড় লক্ষণ বড় একটা প্রকাশ পায় না—কিন্তু সুচিকিৎসা না হলে দশ পনেরো দিন পর জ্বরভাব, রুক্ষ মেজাজ, আক্ষেপ, প্রলাপ, দুঃস্বপ্ন, চোখের আরক্ততা এবং জলীয় পদার্থের চকচকে

জিনিষ দর্শনে ভীতি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগী দুর্বল হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতিবিলম্বে হলে হাসপাতালে গিয়ে ইনজেকশন নেওয়া কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা

দংশন করা মাত্রই লোহা পুড়িয়ে অথবা কার্বলিক বা নাইট্রিক অ্যাসিডের দ্বারা ক্ষত স্থান পুড়িয়ে দেওয়া উচিত। আখের গুড়, গাওয়া ঘি, কাঁচা গো-দুগ্ধ ও ধুতরা পাতার রস সম পরিমাণে (প্রত্যেকটি দুই তোলা) একত্রে মিশ্রিত করে প্রাতঃকালে খালি পেটে খাওয়ানো ব্যবস্থা এবং হাইড্রোফোবিনাম ৩০ প্রত্যহ দুইবার করে সপ্তাহ ধরে সেবন করা বিধি—এটা এ রোগের (বিশেষতঃ আক্ষেপাদি লক্ষণে) মহৌষধ। চোখ লাল হওয়া, মাথাধরা, কামড়াতে যাওয়া আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ৩x; এতে উপকার না হলে হায়োসায়ামাস ৩; এতে উপকার না হলে, ক্যান্থারিস সেব্য। ষ্ট্র্যামোনিয়াম এবং আর্সেনিকও এই রোগে উপযোগী ঔষধ।

জলে ডোবা

জলে ডোবার জন্য কারও নিঃশ্বাস বন্ধ বা জ্ঞানলোপ না হলে, যাতে তার বমি হয়, এবং পেটের জল উঠে যায় সেই চেষ্টা করা কর্তব্য। জলমগ্ন ব্যক্তিকে জল থেকে উঠিয়ে তাকে মুক্ত বায়ুতে ঘুরালে সহজেই পেটের জল উঠে যায়। অতঃপর কয়েক ঘণ্টা অনশনে রেখে তাকে অল্প অল্প গরম দুধ পান করানো উচিত। জলে নামার জন্য কোন ব্যক্তি মৃতপ্রায় হলে কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাসক্রিয়া পুনঃ প্রবর্তনের জন্য মুহূর্তকাল মাত্র বিলম্ব না করে তাকে উপুড় করে শুইয়ে (মুখ যাতে মাটিতে না থাকে তার জন্য তার এক বাহু কপালের নীচে রাখা আবশ্যক। এবং বুক ও পেটের নীচে কাপড়ের একটি বড় শক্ত পুঁটলি রেখে চার-পাঁচ সেকেণ্ড ধরে রোগীর পৃষ্ঠে এরকম ভাবে চাপ দেওয়া উচিত যাতে মুখ দিয়ে পেটের ও ফুসফুসের জল বের হয়ে যায়। তারপর রোগীকে চিৎ করে শুইয়ে তার দুই হাত দিয়ে তার কনুই দুটির উপরিভাগ দৃঢ়ভাবে ধারণ পূর্বক (প্রতি মিনিটে দশ পনেরো বার)। একবার উর্ধ্বে ঝাঁকিয়ে দিয়ে তুলে, আবার কনুই দুটি মুড়ে বুকের উপর ধীরে ধীরে চেপে ধরলে পুনঃ পুনঃ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়ার সূচনা করে। এই সময়ে রোগীর ফুসফুস মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশের পক্ষে যেন ব্যাঘাত না ঘটে, অর্থাৎ রোগীকে যেন অনেক লোক ঘিরে না থাকে। শ্বাস-ক্রিয়া আরম্ভ হলে রোগীর গা মুছিয়ে গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা কর্তব্য। রোগীর বিশ্রাম বা নিদ্রার যেন কিছুমাত্র বিঘ্ন না ঘটে।

চিকিৎসা

রোগীর গিলবার শক্তি জন্মাবার প্রথমে ওপিয়াম ৩০ প্রয়োগ করা কর্তব্য। ওপিয়াম ব্যর্থ হলে অ্যান্টিম-টার্ট ৩০ বা ল্যাকেসিস ৩০ প্রযোজ্য। এই সব ঔষধ

যেন সুগার-অফ-মিল্ক (দুগ্ধ শর্করা) সহ দেওয়া হয়। স্বল্প পরিমাণে গরম দুধও মাঝে মাঝে পান করান যেতে পারে।

গলায় দড়ি বা উদ্বন্ধন

কেউ গলায় দড়ি দিয়েছে দেখতে পেলে, তখনই তাকে মুক্ত করা দরকার। প্রথমেএক ব্যক্তি তার পায়েব দিক তুলে ধরবে অপর এক ব্যক্তি গলার দড়ি বা গলার কাপড়আলগা করে দিবে, তারপর তাকে নামিয়ে গলাব ফাঁসটি কেটে তার মুখে ও এক দিকের নাকের ছিদ্র বন্ধ করে অপর নাকের ছিদ্র পথে ধীরে ধীরে ফু দিতে হবে। এই অবসরে অপর ব্যক্তি গলগ্রন্থি এমনভাবে চেপে রাখবেন, যেন ওর উদর মধ্যে বায়ু ঢুকতে না পারে। বিশ-ত্রিশ সেকেণ্ডে ফুঁ দেবার পর পেটে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে চাপতে হবে তা হলে প্রায় অবরুদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হতে থাকবে। প্রতি মিনিটে ।৪ বার করে না কমলে জলে ডোবা রোগীর কৃত্রিম শ্বাসক্রিয়া সম্পাদনের উপায় ও চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বনীয়।

সাধারণ আকস্মিক দুর্ঘটনা—জলে ডোবা, আগুনে পোড়া, হঠাৎ শ্বাসরোধ প্রভৃতি প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং ঔষধাদি সম্বন্ধে উপরে দেওয়া আছে।

নতুন পর্যায়ে আকস্মিক দুর্ঘটনা সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলব।

বিমান আক্রমণে বিপত্তি

বিমান আক্রমণে ও বোমা বর্ষণে বৃহৎ অট্টালিকা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিস্তূপে পরিণত হয়, কত জীব-জন্তু জীবন্ত সমাহিত হয়। কত কিছু জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হয়। স্টীরাপ পাম্প নামে এক প্রকার নল সংযুক্ত রবারের পিচকারী দ্বারা জল সেচনে সামান্য অগ্নি নির্বাপন বেশ চলতে পারে। প্রথমেই ভগ্নস্তূপ অপসারণ ও সমাহিত লোক জনের বহিষ্করণ বা উদ্ধার, পরে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করণীয়।

শ্বাসরোধ

শ্বাসরোধ হলে কি প্রকারে শ্বাসক্রিয়া পুনঃ প্রবর্তিত করা যায়। তা পূর্বে বর্ণিত আকস্মিক দুর্ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ

অগ্নিদগ্ধ হলে তুলা বা পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড (কানি বা ন্যাকড়া) টিঞ্চার ক্যান্থারিস এ ভিজিয়ে দগ্ধস্থানে পটি প্রয়োগ করা বিধেয়। এতে যন্ত্রণার উপশম হয় ও ফোস্কা পড়ে না। ক্যান্থারিস অভাবে চুনের জল নারকেল তেলসহ (মসীনার তৈল হলে) বেশ করে মিশিয়ে বা ফেনিয়ে দগ্ধস্থানে লাগালেও বেশ উপকার হয়।

না হলে ক্যালেণ্ডুলা তৈল ব্যবহারে ঘা শুকিয়ে যায়। পুড়ে যাবার অব্যবহিত পরেই দগ্ধস্থানে ক্যান্থারিস, আর্টিকা ইউরেন্স, স্পিরিট বা সোডা প্রয়োগে জ্বালা প্রশমিত হয় এবং ঘা বাড়তে পারে না।

পুড়ে যাওয়া

পুড়ে যাবার পরে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিলে অ্যাকোনাইট, আর্ণিকা, আর্সেনিক, বেলেডোনা, কষ্টিকাম, সালফার বা অন্যান্য ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করা দরকার হয়। সাবধান, আহত স্থানে জলসেঁক যেন দেওয়া না হয়।

কাচের টুকরো বা ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড

সূক্ষ্মাগ্র দ্রব্য শরীরে বিদ্ধ হলে, সেগুলি সর্বাগ্রে সতর্কতার সঙ্গে বের করে ফেলে পরে লেডাম ৩০—প্রয়োগসহ আঘাত প্রাপ্তি স্থানে লেডাম অরিষ্ট বাহ্য প্রয়োগ করা বিধেয়।

থেঁৎলে যাওয়া

থেঁৎলে গেলে হাইপেরিকাম ৩০ প্রয়োগসহ হাইপেরিকাম অরিষ্ট, জলপাই তেল (আলভ-অয়েল) বা নারকেল তেলসহ বেশ করে মিশিয়ে ধীরে ধীরে ঐ স্থানে মর্দন করলে বেশ উপকার হয়। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে হাইপেরিকাম সুপরীক্ষিত।

মচকে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়া

মচকে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে সিম্ফাইটাম আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য প্রয়োগ বিধেয়। এই ঔষধটা ভাঙ্গা বা মচকানোর পক্ষে ভাল ঔষধ।

কানে তালা লাগা

কানে তালা লাগলে (বোমা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে) কানের মধ্যবর্তী পরদা বা পাতলা চামড়া বিদীর্ণ হয়ে গেলে, হিপার ও সাইলিসিয়া শক্তিশালী ঔষধ। একটু-আধটু গ্লিসারিন বা তৈল কানের মধ্যে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

তুলা দিয়ে কান দুটি বন্ধ করে রাখলে বিস্ফোরণের শব্দ কম শোনায়, তাহলে কানের ক্ষতির আশংকা কম হয়।

আঘাতজনিত বেদনা ও জ্বর লক্ষণে

আঘাতজনিত, বেদনা বা জ্বর হলে আর্ণিকা θ, জলের সঙ্গে মিশিয়ে বেদনা স্থানে বাহ্য প্রয়োগ ও আর্ণিকা ৩x দুই-তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন বিধি।

ভীতি, মোহাবিষ্ট ও শন্ত্রস্তভাব

ভীতি, মোহাবিষ্ট ও সন্ত্রস্তভাব হলে—অ্যাকোনাইট ৩, আর্জ নাই ৩০, আর্স ৬ ওপিয়াম ৩০, জেলস্ ৩, এপিস ৩০ ব্যবহার্য।

স্মৃতিলোপ বা ভয়

স্মৃতি লোপ বা ভয়ের জন্য কোনও রোগে, অ্যাকোনাইট, ওপিয়াম, আর্সেনিক প্রযোজ্য।

জড়ত্ব, উদাসীন্য, কম্পন বা মাথাঘোরা।

জড়ত্ব, ঔদাসীন্য, কম্পন বা মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণে—আর্জেণ্ট নাই ৩০. অ্যাসিড ফস ৬ জেলস ৬, কোনিয়াম ৩০ প্রভৃতি উপযোগী।

আত্মীয়জনিত বিরহজনিত শোকাদি

আত্মীয়জনিত, বিরহজনিত, শোকাদি লক্ষণে, ইগ্নেসিয়া—৩০।

বিংশ অধ্যায়

বিভিন্ন বিশেষ কারণে পীড়া ও চিকিৎসা

ঠাণ্ডা লেগে রোগ

সর্দি, কাশি, শূলবেদনা, উদরাময়, বেদনা প্রভৃতি রোগের মূলে ঠাণ্ডা লাগা মূলতঃ কারণ। ডাক্তারের মতে মানুষের অসুখের প্রায় অধিকাংশই পীড়াদি ঠাণ্ডা লাগার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। শরীরে শুষ্ক বাতাস (যথা, শীতকালের বাতাস) লেগে সর্দি বোধ হলে অ্যাকোনাইট ৩। শরীরে আর্দ্র শীতল বাতাস (যথা, বর্ষাকালের বাতাস) লেগে সর্দি হলে ডালকামারা, ৬। যখন গরম হাওয়া বইতে থাকে (গ্রীষ্মকালে) তখন ঠাণ্ডা লেগে সর্দি-কাশি প্রভৃতি হ'লে, ব্রাইয়োনিয়া ৬। হিম লেগে বা শীতকালে খোলা জায়গায় খেলা করলে অথবা পা ভিজে সর্দি, ঘাম, মাথা কামড়ান (বিশেষতঃ মাথা উত্তপ্ত), মুখ লালবর্ণ, নাড়ী দ্রুত, চক্ষু লালবর্ণ, গ্রীবাদেশের স্নায়ুসকলের দপদপানি প্রভৃতি লক্ষণে, গ্লোনয়িন ৩; এতে উপকার না হলে, বেলেডোনা ৬ কিংবা ব্রাইয়োনিয়া ৬ প্রযোজ্য।

ঠাণ্ডা লাগার জন্য ঘাম বন্ধ হয়ে মাথা কামড়ান, কর্ণশূল, দন্তশূল, পেটে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে ক্যামোমিলা ৬। সূতিকাগারে ঠাণ্ডা বাতাস লেগে স্ত্রীলোকদের মাথা কামড়ানি, ঘাড়ে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণে বেলেডোনা ৬। চুল ছাঁটাবার পর (বিশেষতঃ শিশুদের) সর্দির মতো লক্ষণ প্রকাশ পেলে, বেলেডোনা ৬। পা ভিজে শ্লেষ্মা জন্মালে, অ্যালিয়াম সিপা ৩। পায়ের ঘাম লোপ পেয়ে সর্দি হলে সিলিকা ৬। ঘাম শরীরে ভিজে ঘাম নিরোধের জন্য উপসর্গে রাসটক্স ৬ ব্যবহার্য।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

শরীর গরম রাখা এবং পা শুষ্ক ও ঢেকে রাখা কর্তব্য। সুরাপান নিষিদ্ধ এবং মৎস্য, মাংস বা বেশী মশলাযুক্ত খাদ্য না খাওয়াই ভাল। শোবার আগে বড় এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল। শোওয়ার আগে সর্বাঙ্গ ঢেকে শুলে ঘাম হয়ে অনেক সময় রোগের উপশম হয়। অনেক স্থলে ঠাণ্ডা জলের পরিবর্তে দুগ্ধ সম ভাগ জলসহ ফুটিয়ে খেয়ে গা গরম করলেও উপকার দর্শে।

ঠাণ্ডা লেগে সর্দি

প্রথম অবস্থায় (বিশেষতঃ শীতবোধ ও মুখ-মণ্ডলে বা মস্তকে তাপাধিক্য লক্ষণে), অ্যাকোনাইট ৩। নাক থেকে শ্লেষ্মা স্রাব পড়ার জন্য আঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তি লোপ পেলে, পালসেটিলা ৬।

সর্দি লেগে নাকে ক্ষত এবং তার সঙ্গে চক্ষু ও মাথা উত্তপ্ত হলে, বেলেডোনা ৬। সর্দির জন্য নাক বন্ধে গেলে নাক্স-ভমিকা ৬। এতে ভাল না হলে, ইপিকাক ৩। শরীরের দক্ষিণভাগের চেয়ে বামভাগে অধিক বেদনা হলে এবং মুখ ফ্যাকাশে হলে স্পাইজিলিয়া ৬। গাঢ় সর্দি স্রাব, ঠোঁট শুকনো, মাথা কামড়ানি, কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি লক্ষণে, ব্রাইয়োনিয়া ৬। রাত্রিকালে রোগ বাড়লে এবং রোগীর উদ্ধত বা খিটখিটে স্বভাব প্রভৃতি লক্ষণে, চায়না ৩x।

ঠাণ্ডা লেগে কাশি

সর্দির সঙ্গে কাশি লক্ষণে কিংবা ঔষধ সেবনে অন্যান্য লক্ষণ প্রশমিত হবার পরও শুকনো কাশি চলতে থাকলে, নাক্স-ভমিকা ৬। শুকনো কাশি এবং তার জন্য বমি বা বমি বমি ভাব লক্ষণে, ইপিকাক ৩। কাশির সঙ্গে আঠা আঠাগয়ার উঠলে (বিশেষতঃ শিশুদের পক্ষে) ক্যামোমিলা ৬; কিন্তু কাশির সঙ্গে সরল গয়ার উঠলে পালসেটিলা ৬। কাশির সঙ্গে হলুদ গয়ার উঠলে, ফস্ফোরিক এ্যাসিড ৬। শয্যায় শোয়ার পর শরীর গরম হতে থাকে, তখন কাশির লক্ষণে, নাক্স-মস্কেটা ৩। সরল কাশিতে পালসেটিলা ৬। কষ্টকর কাশি ও বমি, বুক ধড়ফড় করা—বুক জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে কার্বো-ভেজ ৬ সেবন বিধি।

ঠাণ্ডা লেগে শ্বাস

ঠাণ্ডা-লেগে দম আটকে যাওয়ার মত হলে, ইপিকাক ৩x, ইপিকাকে উপকার না হলে, আর্সেনিক ৬ সেব্য। ঠাণ্ডা লেগে হাঁপানির মতো হলে, স্যাম্বুকাস ১x ব্যবস্থা, এতে উপকার না হলে নাক্স-ভমিকা ৬ বা নেট্রাম সাল্ফ ৬x ব্যবহার্য।

ঠাণ্ডা লেগে উদরাময়

ঠাণ্ডা লেগে অনেকের উদরাময় হলে, ওপিয়াম ৬; এতে উপকার না হলে, ডালকামারা ৬ প্রয়োগ করা উচিত। উদরাময়ে কোন যন্ত্রণা থাকলে কিংবা রাত্রিতে যন্ত্রণার লাঘব বোধ হলে, ফেরাম ৬। গ্রীষ্মকালে ঘাম বের হবার সময় ঠাণ্ডা লাগার জন্য উদরাময় হলে এবং মলত্যাগে নাভির নিকট তীব্র বেদনা ও শ্লেষ্মা-রক্তাদি নিঃসরণ লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৬। সকালে রোগের বৃদ্ধিতে, সালফার ৩০। গভীর রাত্রিতে বৃদ্ধি লক্ষণে, ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৬।

ঠাণ্ডা লেগে পেটে বেদনা

তীব্র-বেদনা (বিশেষতঃ মল ত্যাগের আগে) সরলান্ত্রে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণে, চায়না ৬।

অবসন্নতা, শীতবোধ, জিহ্বা শ্বেত-লেপাবৃত, মুখে দুর্গন্ধ, পঞ্জরাস্থির নিচের ভাগে দক্ষিণ কুক্ষি থেকে বাম কুক্ষির দিকে আক্ষেপিক বেদনার সঞ্চার, তলপেটে ব্যথা ও তার সঙ্গে উদরাময় এবং শিরঃরোগ প্রভৃতি লক্ষণে নাক্স-মস্কেটা ৩। অত্যন্ত যন্ত্রণার জন্য ছট্‌ফট্ করা, পেটে খালিবোধ, বমনেচ্ছা বা বমি পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত, জলের সঙ্গে সবুজ রঙের মলত্যাগ প্রভৃতি লক্ষণে, ক্যামোমিলা ৬ প্রযোজ্য। রাত্রির বেলা ঠাণ্ডা বাতাস লাগার জন্য পেট বেদনা, উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণে মার্কিউরিয়াস ৬। ঘৃতাক্ত, তৈলাক্ত বা চর্বিযুক্ত দ্রব্যাদি খাবার পর ঠাণ্ডা লেগে পেট বেদনায়, পালসেটিলা ৬। ঠাণ্ডা লাগার জন্য পেট বেদনার সঙ্গে অনিদ্রা, ক্রন্দনশীলতা প্রভৃতি লক্ষণে, কফিয়া ৬।

ঠাণ্ডা লেগে শিরঃরোগ ।

ঠাণ্ডা লেগে তীব্র শিরঃপীড়া। (যেন মস্তক ফেটে যাচ্ছে), সমস্ত রক্ত যেন মাথার দিকে ধাবিত হচ্ছে প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। মাথার স্থানে স্থানে ভারবোধ, কান ভোঁ ভোঁ করা, কানে কম শোনা প্রভৃতি লক্ষণে, ডালকামারা ৬।

স্নানের জন্য মাথা ঘোরা, পাকাশয়ের গোলযোগ, বমি প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যান্টিম ক্রুড ৬, ব্রায়োনিয়া ৬। রোগী তার মাথার মগজ এত শিথিল মনে করে যে, মাথা নাড়লে বোধ হয় যেন মগজ তার মাথার খুলিতে ঠেকছে, মাথা ঘোরা, অনিদ্রা, আহারের পর রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স-মস্কেটা ৬।

ঠাণ্ডা লেগে চক্ষুরোগ

অত্যন্ত বেদনা, উত্তাপ, প্রদাহ, চক্ষু হতে ঝাঁজাল জল পড়া, আলোক অসহ্য প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। এতে উপকার না হলে, মার্কিউরিয়াস ৬ ; মার্কিউরিয়াস ব্যর্থ হলে হিপার ৬। চোখে ঝাপসা দেখা, যে কোন রকমে ঠাণ্ডা লাগলে রোগের বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে, ডালকামারা ৬। এতে উপকার না হলে সাল্‌ফার ৩০ এবং সাল্‌ফার ব্যর্থ হলে, ক্যাল্‌কে কার্ব ৬ উপযোগী।

ঠাণ্ডা লেগে কর্ণরোগ

কর্ণে নিয়ত গুণ গুণ শব্দ কানে কম শোনা প্রভৃতি লক্ষণে, ডালকামারা ৬। এতে উপকার না হলে সাল্‌ফার ৩০ (বিশেষতঃ পুঁজ পড়া ও তার সঙ্গে গুণ গুণ শব্দ এবং কর্ণ মধ্যে জ্বালা লক্ষণে) প্রযোজ্য। কান থেকে জল, পুঁজাদি নিঃসৃত হওয়া, কানের বাইরের দিকে ছিঁড়ে ফেলার মত বেদনা—এবং এই বেদনার জন্য ক্যামোমিলা ৬। কানে চিড়িকমারা ছিন্নকর বা কিছু ফোটার মত ব্যথা হলে, নাক্স-ভমিকা ৬। কান্না

পাওয়া, কান লাল, গরম ও চটচটে হওয়া কিংবা কান থেকে পূঁজ পড়া, কানে বা মুখে ছিঁড়ে যাবার মত ব্যথা হলে, পালসেটিলা ৬। শিশুদের কানের ব্যথা ঠাণ্ডা লেগে বৃদ্ধি বোধ করলে, পালসেটিলা উপযোগী। পালসেটিলা ব্যর্থ হলে, ডালকামারা ৬ কিংবা রাসটক্স ৬ প্রয়োগ করা উচিত। কানের মধ্যে গুণ গুণ শব্দ, কান দিয়ে পূঁজ পড়া এবং কানের চারপাশে বা গলার সামনের গ্রন্থির স্ফীতি, কান ছিঁড়ে যাচ্ছে বা গুলি বেঁধার মতো বেদনা প্রভৃতি লক্ষণে, মার্কিউরিয়াস ৬ প্রয়োগ। অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশিত হয়ে কান চুলকান এবং লাল উত্তপ্ত হয়ে কানে গুণ গুণ শব্দ ও দপদপানি লক্ষণ বর্তমান থাকলে, হিপার সালফার ৬।

ঠাণ্ডা লেগে দাঁতের ব্যথা

ঠাণ্ডা-জনিত দাঁতের ব্যথায় ক্যামোমিলা ৬, কিংবা নাক্স-মস্কেটা ৬ উত্তম ঔষধ। ঠাণ্ডা লাগলেই যাদের দন্তশূল হয়ে থাকে, তাদের পক্ষে, প্রথমে চায়না ৬ কিংবা মার্কিউরিয়াস ৬ এবং পরে সাল্‌ফার ৩০ প্রয়োগের বিধি।

ঠাণ্ডা লেগে গলা ব্যথা

অত্যন্ত শীতল জল খাওয়ার জন্য গলায় ব্যথা (বিশেষতঃ গলা সর্বদা শুকনো ও গরম বোধ, থুতু ওঠা ও তালুমূল স্ফীত হওয়া লক্ষণ)—বেলেডোনা ৬ বা সাল্‌ফার ৩০। ঠাণ্ডাজনিত গলায় ব্যথা মাত্রেই (বিশেষতঃ জিহ্বায় পক্ষাঘাতে ও অধিক ঘাম প্রভৃতি লক্ষণে, ডালকামারা ৬, বিফল হলে, মার্কিউরিয়াস ৬।

ঠাণ্ডা লেগে বমি বমি ভাব

ঠাণ্ডা লাগার জন্য (বিশেষতঃ কোন চর্মরোগ বসে যাবার পর) বমি বা বমিভাব হলে, ইপিকাক ৩ বিশেষ ফলপ্রদ। এতে উপকার না হলে এবং অম্ল বা তিতো বমি ও তার সঙ্গে ঘন ঘন শূন্য ঢেঁকুর উঠতে থাকলে, বেলেডোনা ৬। কেবল আঠা আঠা গয়ার উঠতে থাকলে ডালকামারা ৬। পরিশ্রম, আহার, বাক্যালোপ কিংবা নিদ্রার পর রোগের বৃদ্ধি মার্কিউরিয়াস ৬ বা আর্সেনিক ৬। আক্ষেপ সহ বমি হলে কিউপ্রাম ৬। বরফ জল কিংবা ঠাণ্ডা ফল খাওয়ার পর বমি বা বমিভাব হলে, কার্বোভেজ ৬।

ঠাণ্ডা লেগে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বেদনা

আক্রান্ত স্থানের অসাড়তা, আক্রান্ত স্থানে এত বেদনা যে রোগী ক্রমাগত পাশ-পরিবর্তন করে এবং তার সঙ্গে বিছানা শক্তবোধ লক্ষণে —আর্ণিকা ৩। বেদনার সঙ্গে জ্বর, শুষ্ক ত্বক, অস্থিরতা, তৃষ্ণা প্রভৃতি হলে—অ্যাকোনাইট ৩। বিশ্রামকালে এবং রাত্রে

বেদনায় বৃদ্ধি, পায়ে জ্বালা বা পা ফোলা, ত্বক শুকনো, ঘাড় আড়ষ্ট, ঘামে দুর্গন্ধ প্রভৃতি হলে—ডালকামারা ৬ বা মার্কিউরিয়াস ৬। হাঁটু, হাত বা আঙ্গুলের সন্ধি স্থলে স্ফীতি হলে, প্রথমে সাল্‌ফার ৩০ এবং পরে—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব ৬ প্রযোজ্য। বিশ্রামকালে বা রাত্রিতে রোগের বৃদ্ধি, পায়ে জ্বালা, হাত-পা ঠাণ্ডা, ঘাড় আড়ষ্ট ও দুর্গন্ধ ঘাম প্রভৃতির জন্য—ডালকামারা ৬, এটা ব্যর্থ হলে মার্কিউরিয়াস ৬। কখনও শীত কখনও বা গরমের সঙ্গে জ্বর লক্ষণে—নাক্সভমিকা ৬। শিশুদের পক্ষে অ্যাকোনাইট বা ক্যামোমিলা ৬ উত্তম ঔষধ। আবশ্যক মত নেট্রাম সালফ এবং রাসটক্স প্রয়োজন হয়ে থাকে।

অত্যধিক গরম বা তাপ লাগার জন্যে পীড়া

শরীরে অত্যধিক গরম লাগলে সর্দি গর্মি, শিরঃরোগ উদরাময়, প্রভৃতি নানা পীড়া হয়ে থাকে।

অত্যধিক গরম লাগার জন্য সর্দিগর্মি

গরমকালে উত্তপ্ত রৌদ্রের মধ্যে বা উষ্ণ বায়ুতে যারা অত্যধিক পরিশ্রম করে, তারা প্রায়ই এই রোগে আক্রান্ত হয়। হঠাৎ মাথা ঘুরে রোগী টলতে থাকে এবং পড়ে যায় ও তারপরে মরে যায়।

চিকিৎসা

ঠাণ্ডা গায়ে ঠাণ্ডা ঘাম, মাথা উত্তপ্ত একদৃষ্টি (Slaring), চোখের তারা সঙ্কুচিত বা প্রসারিত, বাকরোধ, মূর্চ্ছা বমিভাব বা বমি প্রভৃতি লক্ষণে, গ্লোনয়িন ৩। প্রবল তৃষ্ণা, মুখ লাল হওয়া বা ক্রমাগত মুখের রঙের পরিবর্তন—চোখ ঘোরে, দাঁত কড়মড় করা প্রভৃতি লক্ষণে, অ্যাকোনাইট ৩। চোখ অর্ধনিমীলিত বা স্থির দৃষ্টি, মুখ লাল, মাথা এবং সর্বাঙ্গ উত্তপ্ত, অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঁপুনি বা আক্ষেপ, শিরোঘূর্ণন, গভীর নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৩। সুরাপায়ীদের জন্য সর্দিতে নাক্স ভমিকা ১x বিশেষ ফলপ্রদ। নাক্স ভমিকায় উপকার না হলে—আর্সেনিক ৩ ব্যবহার্য।

আনুষঙ্গিক চিকিৎসা

রোগ হওয়া মাত্র রোগীকে ঠাণ্ডা জায়গায় এনে মাথায় গরম জলের ধারা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বরফ প্রয়োগ সম্পূর্ণ নিষেধ এবং রক্তমোক্ষণাদি ক্রিয়া প্রাণনাশক।

উত্তাপজনিত মাথাঘোরা

মাথায় পূর্ণতাবোধ, মাথা নীচের দিকে নেমে পড়ে, ঝুঁকলে মাথা বেদনা বাড়ে, জ্বর, তৃষ্ণা, বমি, অনিদ্রা, চমকে ওঠা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা৩; কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লে এবং কাপড়ের ভারও অসহ্য বোধ হলে, ব্রাইয়োনিয়া ৬। আগুনের তাপে থাকবার পর বা কাপড় ইস্ত্রি করবার পর (ধোপাদের) শিরঃ পীড়া জনিত বমি, বমিভাব প্রভৃতির জন্যে, ব্রাইয়োনিয়া ৬ উপকারী। উত্তাপ লাগালেই মাথা ঘোরা এবং চোখে বেদনা বোধ প্রভৃতির জন্যে, কার্বো ভেজ ৬। মাথা এত ধক ধক বা টিপ্‌টিপ করে যে, রোগীর মনে হয় যেন মাথা ফেটে যাবে, মাথা ভার, বমি প্রভৃতি লক্ষণে, গ্লোনয়িন—৩।

উত্তাপজনিত উদরাময়

গরমকালে অত্যধিক তাপে উদরাময়সহ জ্বর হলে ব্রাইয়োনিয়া ৬। গরমকালে অত্যধিক তাপে পেটে শূল বেদনা হলে এক্ষেত্রেও ব্রাইয়োনিয়া উপকারী। গরমকালে তাপ অসহ্য, গরমে কাজ করতে অসমর্থ এবং রাত্রির বেলা অধিক ঘাম ও পাকাশয় বা উদরের গোলযোগে ব্রাইয়োনিয়ায় উপকার না পেলে—অ্যান্টিম-ক্রুড ৬। তাপ জনিত বমি বা বমিভাব হলে ও অন্য ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হলে—সাইলিসিয়া ৬ ব্যবহার্য।

অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ক্লান্তিজনিত পীড়া

দুর্বলতা জনিত ক্লান্তি বা ব্যায়ামের পর ক্লান্তিবোধের জন্যে, আর্সেনিক ৬। পরিশ্রমের জন্য ঘাম ঠাণ্ডা বায়ু বা জলের দ্বারা বিলোপ করার ফলে অথবা কোন ভারী জিনিষ তুলে ক্লান্ত হয়ে পড়লে, রাস-টক্স ৬। ক্লান্তিজনিত মূর্চ্ছায় ভিরেট্রাম ৬, এতে উপকার না হলে, জেলসিমিয়াম ৩। দীর্ঘকাল অনাহার জনিত ক্লান্তিতে, কফিয়া ৬। অত্যধিক ঘাম, দুর্বলতায় ও নিশাঘর্মে, চায়না—৬।

দুর্বলতাসহ উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ও দ্রুত নাড়ীর জন্যে, অ্যাকোনাইট ৩ এবং এতে উপকার না হলে ব্রাইয়োনিয়া ৬। সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ বা গাড়ী, নৌকা, ট্রাম প্রভৃতিতে চড়বার পর বমি বা বমি বমি ভাব লক্ষণে, ককিউলাস ৬। গাড়ী প্রভৃতি আরোহণে মাথা ব্যথা, পিঠ ব্যথা, বমি ভাব ইত্যাদি কষ্টকর লক্ষণের বৃদ্ধি লক্ষণে, নাক্সভম ৩০। অত্যধিক পরিশ্রমে বা ভ্রমণাদির পর সর্বাঙ্গে টাটানি হলে, আর্ণিকা৩।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

গরম জলে স্নান বা সামান্য লবণ মিশিয়ে গরম জলে গা ডুবিয়ে রাখলে অনেক সময় ক্লান্তি নিবারিত হয়। চা পানে সব সময় উপকার হয়। এতে উপকার না হলে

রাস টক্স ৬ বা ৩০ খাওয়া খুব ভাল। গা-হাত টিপে দিলেও অনেক সময় উপকার পাওয়া যেতে পারে।

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের জন্য পীড়া

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমের জন্য উদরাময়, শিরঃপীড়া, ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স ভমিকা ৩০ (সূর্য্যাস্তকালে সেবনীয়)। এতে সম্পূর্ণ আরোগ্য না হয়ে কিছুদিন পর লক্ষণের পুনঃ প্রকাশ পেলে, সালফার ৩০। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মাথা ঘোরা প্রভৃতি লক্ষণে, বেলেডোনা ৬। উক্ত ঔষধে উপকার না হলে, বিশেষতঃ সামান্য মানসিক পরিশ্রমে মাথা ঘোরা লক্ষণে, ক্যালকেরিয়া ৬ বা ল্যাকেসিস ৩০।

আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা

অত্যধিক লেখাপড়া প্রভৃতি মানসিক পরিশ্রম, অধিকতর ব্যায়াম করা উচিত। লঘু ও পুষ্টিকর পথ্যাদি ভোজন এবং সহ্য হলে নিত্য ঠাণ্ডা জলে স্নান করা হিতকর।

রাত্রি জাগরণের জন্য পীড়া

রাত্রি জাগরণের জন্য উপসর্গে (যথা, মাথাধরা, বমিভাব, শীতবোধ, দুর্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে) নাক্স-ভমিকা ৩ বা ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। যারা আদৌ রাত্রি জাগরণ করতে পারে না তাদের পক্ষে কাকিউলাস ৬ বা ফস্ফোরিক অ্যাসিড ৩০ বিশেষ উপকারী। চা, কফি, মদ্য প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য সেবন করে ত্রিরাত্রি জাগরণের জন্য বমি বমি ভাব, শীত প্রভৃতি লক্ষণে, নাক্স-ভমিকা ৩ এবং আলোক অসহনীয় লক্ষণে, পালসেটিলা ৬, মানসিক উত্তেজনায় রাত্রিতে নিদ্রার অভাব এবং দাঁড়াইলে ক্লান্তিবোধের জন্য, চায়না ৬।

অমিতাচারের জন্য পীড়া

এর প্রধান ঔষধ চায়না বিশেষতঃ পানাহার সম্বন্ধীয় অমিতাচারের বা অত্যাচারে। এতে উপকার না হলে, অ্যাসিড-ফস, নাক্স-ভমিকা ৬, সালফার ৩০, স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৬ আবশ্যক মত দেওয়া যেতে পারে। হস্তমৈথুন জনিত অত্যধিক দুর্বলতা লক্ষণে, চায়না ৬, স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া ৬ বা অ্যাসিড-ফস ৩ প্রযোজ্য।

আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা

অসৎসঙ্গ, অশ্লীল পুস্তক পাঠ এবং সুরাপানাদি কু-অভ্যাস নিষেধ। মন সর্বদা

কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত রাখা শুভদায়ক। অত্যধিক খাওয়া বা নিদ্রা-অহিতকর। পেঁয়াজ, মাংস প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য না খাওয়াই ভাল।

রস-রক্তাদি ক্ষয়ের জন্য পীড়া

অপরিমিত ঘাম, বহুমূত্র, উদরাময়, স্তন হতে অত্যধিক দুগ্ধক্ষরণে, অপরিমিত রজঃস্রাব বা রেতঃপাত এবং রক্তপাত প্রভৃতি কারণে রক্ত বা শরীরের জলীয় ভাগের হ্রাস হয়ে থাকে। মাথা ঝিম ঝিম করা, শিরঃরোগ, দুর্বলতা, আক্ষেপ, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি এর প্রধান কারণ।

চিকিৎসা

এই রোগের সব প্রকার অসুখে চায়না ৬ প্রধান ঔষধ। চায়নায় কিছু মাত্র উপকার না হলে ফস্ফোরিক এসিড ৬ দেওয়া বিধেয়। ওটাও ব্যর্থ হলে, নাক্স-ভমিকা ৬, আর্সেনিক ৬ বা সালফার ৩০ দেওয়া উচিত।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

সম্পূর্ণ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য। দুধ ও পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া উচিত। আক্ষেপ ও মূর্চ্ছাদি অবস্থায় অল্প অল্প ঠাণ্ডা জল (বা উষ্ণ দুধসহ জল) দেওয়া উচিত।

অপরিমাণ খাদ্য খাওয়ার জন্য পীড়া

অত্যধিক গুরুপাক খাওয়া অথবা তেল জাতীয় ঘৃতাক্ত চর্বিযুক্ত খাদ্য কিংবা মাখন ভোজনের পর পেট কামড়ানি, পেটে চাপ বোধ, বমি বমি ভাব, উদগার প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পেলে, পালসেটিলা ৬। রোগীর চেহারার বিকৃতি ও অবিরত বমির ভাব হলে, ইপিকাক ৩। উদগারে তিতো, ব্রাইয়োনিয়া ৬। অত্যধিক বমি, পুনঃ পুনঃ জল পানের ইচ্ছা ও জ্বালাবোধ প্রভৃতি লক্ষণে, আর্সেনিক ৬। বরফ জল পান বা লবণের জিনিষ খাবার পর অসুখ হলে, কার্বো-ভেজ ৬। আইসক্রীম (বা কুল্পি বরফ) বা জল খাবার পর অসুস্থতায়, আর্সেনিক ৬, খুব গরম জিনিষ খেয়ে পাকস্থলীর গোলযোগে, কষ্টিকাম ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

গুরুপাক দ্রব্য বর্জ্জনীয়, ঘোল, বার্লি, পাতিলেবু, ঝোল প্রভৃতি পথ্য উপযোগী। রোগের উৎকট অবস্থায় উপবাস বা অর্ধ উপবাস বিশেষ হিতকর।

অত্যাধিক খাওয়ার জন্য শিশুর পীড়া

অত্যাধিক খাওয়া বা জোলাপ নেওয়ার জন্য শিশুর ভেদ বমি হতে থাকলে, ইপিকাক ৩x, ইপিকাক ব্যর্থ হলে পালসেটিলা ৬। কিন্তু বমিসহ ভেদ না হয়ে যদি কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকে তা হলে নাক্স-ভমিকা ৩, বেশি পরিমাণে ভেদ নিঃসরণ (অজীর্ণ মল) জন্য শিশু অত্যাধিক দুর্বল হয়ে পড়লে (বিশেষতঃ জোলাপ খাওয়ার পরে) চায়না ৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

শিশুকে বেশি পরিমাণ বা ঘন ঘন খাওয়ান উচিত নয়। জল, বার্লি, সাগু, এবং জল মিশানো দুধ দেওয়া ভাল। শিশুকে অধিক দোলা দেওয়া ভাল নয়। ক্যাষ্টর অয়েল, চুনের জল, বিট লবণ প্রভৃতি খাওয়ানো ক্ষতিকর হয় অনেক সময়।

অপরিমাণ আহারের জন্য মাথা ঘোরা

পাকস্থলীর গোলযোগের জন্য বমিভাব ও মাথা ধরা (মাথা যেন চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে) লক্ষণে, ইপিকাক ৩, মাথা ব্যথা, মাথা দপ্ দপ্ করা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, জ্বালা করা মাথা চাপ ধরে থাকে, মাথা নীচু করলে বা নাড়লে চাড়লে শিরঃপীড়া আরও বাড়লে ব্রাইয়োনিয়া ৬। বমি বমি ভাব সঙ্গে মাথা টিপ্ টিপ্ করলে বা কামড়াতে থাকলে এবং কথা বলতে কষ্ট হলে, অ্যাকোনাইট ৩; তৃষ্ণাহীনতা, মুখে পচা বা মাটির মত আস্বাদ, মাথার একদিক ধরা বা মাথা টিপ্ টিপ করা প্রভৃতি লক্ষণে, পাল্স ৬। পানাহার জনিত মাথা ভার, মুখে লবণ আস্বাদ, পেট সেঁটে ধরা আছে বোধ প্রভৃতি লক্ষণে, কার্বোভেজ—৩।

অপরিমাণ পানাহারের জন্য বমির ইচ্ছা

সব সময় বমির ইচ্ছা হলে, ইপিকাক ৩x। বমির ইচ্ছার সঙ্গে উদগার, মুখ শুকনো অথবা তৃষ্ণাহীনতার লক্ষণে, পালস্ ৬। চোঁয়া ঢেকুর উঠা বা ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ সহ উদগার হলে, অ্যান্টিম ক্রুড ৬, অবস্থাভেদে নাক্সভম ৬ উপযোগী।

অপরিমাণ পানাহারের জন্য বমি

জিহ্বা লেপাবৃত ও পাকাশয়ের গোলযোগের জন্য বমি হলে ইপিকাক ৩x। কিন্তু বমির সঙ্গে জিহ্বা পরিষ্কার লক্ষণে, অ্যান্টিম টার্ট ৬। ইপিকাকের বমির ইচ্ছা অবিরাম, অ্যান্টিম টার্টের বমির ইচ্ছা বমির পরই নিবৃত্তি। অতিরিক্ত খেলে বমি, মুখে তিতো আস্বাদ, বমির পর গলা জ্বালা হলে, পালসেটিলা—৬।

অপরিমাণ পানাহারের জন্য পেটফাঁপা

পেটফাঁপা, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট, নাভির নিকটবর্ত্তী স্থানে বেদনা, দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, জলপানের পর শীতবোধ প্রভৃতি লক্ষণে (বিশেষতঃ কফি প্রভৃতি বায়ু বৃদ্ধিকর দ্রব্য আহারের পর রোগ হলে) চায়না ৬। তরল পদার্থ পানের পর উপসর্গে, নাক্স ভমিকা, তেল বা ঘি, চর্বিযুক্ত খাদ্য খাওয়ার পর বেশি পরিমাণে জল খেয়ে পেট ফাঁপলে এবং পেট ভুটভাট করতে থাকলে, পালসেটিলা। যাদের নিয়তই পেট ফাঁপে তাদের পক্ষে কার্বো ভেজ ৬x চূর্ণ উপকারী।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

যাদের সব সময় অত্যন্ত দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয় তাদের ডিম খাওয়া উচিত নয়।

অপরিমাণ পানাহারের জন্য শূলবেদনা

যাদের পর দা অত্যধিক খেলে শূল বেদনা হয়, পালসেটিলা ৬ বা ইপিকাক ৩x। পেট কামড়ানি, পেট ব্যথা এবং পেটে দারুণ শূল বেদনার জন্য রোগী মুচড়ে পড়লে কলোসিন্থ—৬।

অপরিমাণ পানাহারের জন্য উদরাময়

পাকাশয়ের গোলযোগের জন্য উদরাময় হলে পালসেটিলা ৬। বমির ইচ্ছা বা বমির সঙ্গে উদরাময় হলে ইপিকাক ৩x। উদরাময়ের সঙ্গে অনিদ্রায়, কফিয়া ৬, মলত্যাগের পর দুর্বলতা, পেটে বেদনা এবং তা তলপেট হতে উপর দিকে উঠতে থাকলে ও বমির ইচ্ছা হলে, নাক্স ভমিকা ৬। দুর্গন্ধ ভেদ বমি ও উদরে জ্বালা ও বেদনা হলে আর্সেনিক—৬।

অপরিমাণ পানাহারের জন্য অনিদ্রা

অত্যধিক খাওয়ার জন্য অনিদ্রায় কফিয়া ৬ (বিশেষতঃ শিশুর পক্ষে)। উগ্র কফিপান জনিত অনিদ্রায়, নাক্স ভমিকা ৩x।

অপরিমাণ পানাহারের জন্য বোবায় ধরা

ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ এক রকম যন্ত্রণা হয়, বুকে চাপবোধ হয়, হাত পা নাড়বার বা কথা বলবার শক্তি থাকে না—দম আটকাবার মত হয়। কেবল গোঁ গোঁ শব্দ বের হতে থাকে, কিছুক্ষণ এই রকম কষ্ট ভোগের পর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এর নাম বোবায় ধরা বা বুক চাপা স্বপ্ন। মদ খাওয়ার পর এই রকম স্বপ্নে, নাক্স-ভমিকা ১x, কিন্তু খুব পেট ভরে খাওয়ার পর হলে নাক্সভমিকা ৩, অজীর্ণতার জন্য হলে, পালসেটিলা—৬।

আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা

অতিরিক্ত খাওয়া বা যাতে অজীর্ণ হয় এইসব জিনিষ খাওয়া উচিত নয়। খাওয়ার পর শোয়া নিষেধ।

অপরিমাণ খাওয়ার দোষে পিত্ত

খাওয়ার দোষে গায়ে পিত্ত (পিত্ত দুষ্ট এক প্রকার উদ্ভেদ) দেখা দিলে ও তার সঙ্গে শীত হলে, পালসেটিলা ৬, পিত্ত সঙ্গে বমি বা শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্টবোধ হলে ইপিকাক ৩x, এতে ফল না হলে ব্রাইয়োনিয়া ৬।

বরফ খাওয়া বা ঠাণ্ডা জল খাওয়ার জন্য পীড়া

বহু দিন ধরে বরফ বা ঠাণ্ডা খাবার খাওয়ার জন্য অজীর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গে, কার্বোভেজ ৬। গরমকালে ঠাণ্ডা জল খাওয়া বা বরফ খাওয়ার পর সহসা পীড়া হলে, ওপিয়াম ৬ বা গ্লোনয়িন ৩। তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্য পাকস্থলীর গোলযোগে, সাইলিসিয়া ৬।

কোন্ ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ বেশ খাটে

(The Remedy is Followed Well)

ঔষধের নাম ও তার পরবর্তী অনুকূল ঔষধগুলি

অরাম মেট—অ্যাকোন, বেল, ক্যাল্কে, চায়না, লাইকো, মার্ক, অ্যাসিড নাই, পালস, রাস, সিপি, সালফ, সাইলিসিয়া।

আয়োডিয়াম—ব্যাডি, লাইকো, পালস্, অ্যাকোন, আর্জ নাই, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে ফস, কেলিবাই, মার্কসল, ফস্ফো।

আর্জেণ্টাম-নাই—ক্যাল্কে, কেলি-কার্ব, লাইকো, মার্ক, পালস্, সিপি, স্পাই, স্পঞ্জি, ব্রাইয়ো, ভিরে, হাইড্রো।

আর্জেণ্টাম-মেট—ক্যাল্কে, পালস্, সিপি।

আর্ণিকা—অ্যাকোন, ইপি, রাস, ভেরে, হাইড্রো, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ব্যারা.মি, ক্যাষ্ট, ক্যাল্কে, চায়না, ক্যামো, ক্যালেণ্ডু, কোনি, হিপার, অ্যায়োড, নাক্স, ফস্ফো, লেডাম, পালস্, সোরি, রুটা, অ্যাসিড-সালফ, সালফ্, বার্বা।

আর্সেনিক-অ্যাল্ব—আলি-স্যাট, কার্বো-ভেজ, নেট্রাম সালফ, ফস্ফো, পাইরো, থুজা, এপিস বেল, ক্যাষ্ট, ক্যামো, চায়না, সাইকিউ, ফেরাম, অ্যাসি-ফ্লু, হিপার, আয়োড, ইপি, কেলিবাই, লাইকো, মার্ক, নাক্স, ব্যারা কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, চেলি, ল্যাকে, সালফ, রাস।

অ্যাকোনাইট—আর্ণি, কফি, সালফ, অ্যাব্রো, আর্স, বেল,ব্রাইয়ো, ক্যাক্ট, ক্যাল্কে কাকিউ, ক্যান্থা, হিপার, ইপি, কেলি ব্রোম, মার্ক, পালস্, রাস, সিপি, স্পাইজি, স্পঞ্জ, সাইলি।

অ্যাগারিকাস—বেল, ক্যাল্কে, কিউপ্রাম, মার্ক, ওপি, পালস্, রাস, সাইলি, ট্যারেন্টু, টিউবার।

অ্যাগনাস ক্যাক্টাস—আর্স, ব্রাইয়ো, ক্যালেডিয়াম, ইগ্নে, লাইকো, সালফ, সেলিনি।

অ্যাঙ্গাষ্টুরা—বেল, ইগ্নে, লাইকো, সিপি।

অ্যাণ্টিম ক্রুড—ক্যাল্কে, ল্যাকে, মার্ক, পালস্, সিপি, সাল্ফ, সিলা।

ঔষধের নাম ও তার পরবর্তী প্রতিকূল ঔষধগুলি

অ্যাণ্টিম টার্ট—ব্যারা কার্ব, সিনা, ক্যাম্ফ, পালস্, সিপি, সালফ, টেরি, কার্বো ভেজ, ইপি।

অ্যানাকার্ডিয়াম—লাইকো, পালস্, প্ল্যাটি।

অ্যান্থ্রাক্সিনাম—অরাম-মি, সাইলি।

অ্যামন কার্ব—বেল, ক্যালে, লাইকো, ফস্ফো, পালস্, রাস, সিপি, সালফ,ভিরে, ব্রাইয়ো।

অ্যামন মিউর—অ্যাণ্টিম ক্রুড, কফিয়া, মার্ক, ফস্ফো, রাস।

অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া—লাইকো, সিপি, পালস্, সালফ।

আর্টিমিসিয়া—কষ্টি (Wine) নামে সুরায় আর্টিমিসিয়া ঔষধটি সেব্য।

অ্যালিউমিনা—আর্জ মেট, ফেরাম।

অ্যালো—কেলি বাই, সিপি, অ্যাসিড-সালফ, সালফ।

অ্যালিয়াম সেপা—ক্যাল্কে, সাইলি, ফস্ফো, পালস্, সার্সা, থুজা।

অ্যালিয়াম স্যাটাইভা—আর্স।

অ্যাসিফিটিডা—চায়না, মার্ক, পালস্।

অ্যাসারাম-ইউ—বিসমাথ, কষ্টি, পালস্, সাইলি, অ্যাসিড সালফ।

অ্যাসিড অ্যাসেট—চায়না।

অ্যাসিড নাইট্রিক—আর্ণি, অরাম, বেল, ক্যাল্কে, কার্বোভেজ, সিকেলি, কেলি কার্ব, ক্রিয়ো, মার্ক, ফস্ফো, পালস্, সিপি, সাইলি, সালফ,থুজা, আর্স, ক্যালেডিয়াম।

অ্যাসিড-ফস—আর্স, বেল, ক্যাল্কে-ফস, কষ্টি, চায়না, ফেরাম, অ্যাসিড ফ্লু, ফেরাম ফস, কেলি-ফস, লাইকো, নেট্রাম-ফস, নাক্স, সিপি, পালস্, রাস, সেলিনি, সালফ, ভিরে।

অ্যাসিড-ফ্লু—গ্র্যাফা, অ্যাসিড-নাই, সাইলি।

অ্যাসিড মিউর—ক্যাল্কে, কেলি কার্ব, পালস্, সিপি, সাইলি, নাক্স।

অ্যাসিড সালফ—আর্ণি, রুটা, ক্যালে, কোনি, লাইকো, প্ল্যাটি, সিপি, সালফ, পালস্।

ইউপেটোরিয়াম পার্ফ—নেট্রাম মি, সিপি, টিউবারকু।

ইউফর্বিয়াম—ফেরাম, ল্যাকে, পালস্, সিপি, সালফ।

ইউফ্রেসিয়া—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, কোনি, মার্ক, নাক্স, ফস্ফো, পালস্, রাস, সাইলি, সালফ, লাইকো।

ইগ্নেসিয়া—বেল, ক্যাল্কে, চায়না, ককিউ, লাইকো, পালস্, রাস, নাক্স, সিপি, সালফ, জিঙ্ক, সাইলি, নেট্রাম-মি।

ইথুসা—ক্যাল্কে।

ইপিকাক—অ্যান্টিম ক্রুড, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, এপিস, ক্যাডমি, ক্যামো, চায়না, ইগ্নে, নাক্স, পালস্, পডো, বিউম, সিপি, সালফ, ট্যাবা, ভেরে, অ্যান্টিম টার্ট, কিউপ্রাম, আর্স।

এপিস—আর্স, গ্র্যাফা, আয়োড, কেলি বাই, লাইকো, ফস্ফো, স্ট্র্যামো, সালফ, আর্ণি, নেট্রাম মি।

এরাম—ইউফর্বি।

ওপিয়াম—অ্যাকোন, অ্যান্টিম টার্ট, বেল, ব্রাইয়ো, হায়ো, নাক্স মস্ক, নাক্স ভম, স্যাম্বু।

ওলিয়েণ্ডার—কোনি, লাইকো, নেট্রাম মি, পালস্ রাস, সিপি, স্পাই।

ওসিমাম—ডায়াস্কো।

ককিউলাস—আর্স, বেল, হিপার, ইগ্নে, লাইকো, নাক্স, রাস, পালস্, সালফ ওপি।

কফিয়া—অরাম, বেল, অ্যাসিড-ফ্লু, লাইকো, নাক্স, সালফ, অ্যাকো।

কোর্যালিয়াম—সালফ।

কলচিকাম—বেল, ব্রাইয়ো, কষ্টি, ক্যামো, নাক্স, সালফ, রাস, সিপি।

কলোসিন্থ—বেল, ব্রাইয়ো, কষ্টি, ক্যামো, নাক্স, সালফ, স্ট্যাফি, মার্ক।

কষ্টিকাম—অ্যান্টি-টার্ট, অরাম, গুয়ে, কেলি আয়োড, ক্যাল্কে, নাক্স, পালস, রাস, সিপি, সাইলি, স্ট্যানাম, সালফ, লাইকো, পেট্রোসে, কার্বোভেজ।

কার্বো-অ্যানিমেলিস—আর্স, বেল, ব্রাইয়ো অ্যাসিড-নাই, ফস্ফো, পালস্, সিপি, সাইলি, সালফ, ভিরে (কার্বোভেজ) ক্যাল্কে ফস।

ঔষধের নাম ও তার পরবর্তী অনুকূল ঔষধগুলি

কার্বোভেজ—আর্স, অ্যাকোন, চায়না, লাইকো, নাক্স, অ্যাসিড ফস, পালস্, সালফ, ভেরে, ড্রসে, ক্যালি কার্ব, ফস্ফো।

কিউপ্রাম অ্যাসেট—ক্যাল্কে, জেলস্, সাইকিউ, জিঙ্ক।

কিউপ্রাম-মেট—আর্স, বেল, কষ্টি, সাইকিউ, হায়োসা, পালস্, ষ্ট্রামো, ভিরে, জিঙ্ক, ক্যাল্কে।

কেলি-আয়োড—অ্যাসি নাই।

কেলি-কার্ব—কার্বো ভেজ, নাক্স, অ্যাসিড নাই, ফস্ফো, সিপি অ. , অ্যাসিড ফ্লু, লাইকো, পালস্, সালফ।

কেলি নাইট্রিকাম—বেল, ক্যাল্কে, পালস্, রাস, সিপি, সালফ।

কেলি বাই—অ্যান্টিম টার্ট, আর্স, পালস্, বার্বে।

কেলি ব্রোমেটাম—ক্যাক্ট।

কেলি সালফ—অ্যাসিড অ্যাসে, আর্স, ক্যাল্কে, হিপার, কেলি কার্ব, পালস্, রাস, সিপি, সাইলি, সালফ।

কোনিয়াম—ব্যারা-মি, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে আর্স, সাইকিউ, ড্রসে, লাইকো, নাক্স, সোরি, ফস্ফো, পালস্, রাস, ষ্ট্র্যামো, সালফ।

ক্যাক্টাস—ডিজি, ইউপেটো-পার্ফ ল্যাকে, নাক্স, সালফ।

ক্যাডমিয়াম- বেল, কার্বো ভেজ, লোবে, অ্যাসিড নাই।

ক্যানাবিস-স্যাটাইভা—বেল, হায়োসা, লাইকো, নাক্স, ওপি, পালস্, সালফ, ভিরে।

ক্যান্থারিস—ক্যাম্ফ, বেল, কেলি আয়োড, কেলি বাই, মার্ক, ফস্ফো, পালস্, সিপি, সালফ।

ক্যামোমিলা—বেল, ম্যাগ-কার্ব, পালস্, অ্যাকোন, আর্ণি, ব্রাইয়ো, ক্যাক্ট, ক্যাল্কে, ককিউ, ফর্মি, নাক্স, রাস, সাইলি, সিপি, সালফ।

ক্যাল্কেরিয়া আর্স—কোনি, গ্লোন, ওপি, পালস্।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব—বেল, রাস, অ্যাগাব, বোরাক্স, বিসমাথ, ড্রসে, ডালকা, ইপি, কেলি বাই, লাইকো, নেট্রাম-কার্ব, গ্র্যাফা, নাক্স-ভম, ফস্ফো, পালস্, পডো, প্ল্যাটি, সাইলি, সিপি, সার্সা, টিউবার, থেরিডিয়াম।

ক্যাল্কেরিয়া-ফস—হিপার, রুটা, সালফ, জিঙ্ক, রাস, আয়োড, সোরি।

ক্যাল্কেরিয়া ফ্লুয়োরেটা—ক্যাল্কে, ফস, অ্যাসি-ফস, নেট্রাম-মি, সাইলি।

ক্যালমিয়া— ক্যাল্কে, লাইকো, নেট্রাম-মি, পালস্, স্পাইজি, অ্যাসিড বেঞ্জো।

ক্যালেডিয়াম—অ্যাসি-নাই, অ্যাকোন, কষ্টি, পালস্, সিপি।

ক্যালেন্ডুলা—হিপার, আর্ণি, আর্স, ব্রাইয়ো, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, রাস।

ক্রিয়োজোটাম—আর্স, বেল, ক্যাল্কে, কেলি কার্ব, লাইকো, অ্যাসি-নাই, নাক্স, রাস, সিপি, সালফ।

ক্রোকাস—চায়না, নাক্স, পালস্, সালফ।

ক্রোটন টিগ্লিয়াম—রাস।

ক্লিমেটিস ইরেক্টা—ক্যাল্কে, রাস, সিপি, সাইলি, সালফ।

গ্যুয়েকাম—ক্যাল্কে, মার্ক।

গ্র্যাফাইটিস—আর্স, কষ্টি, হিপার, ফেরাম, লাইকো. ইউফর্বি, নেট্রাম-সালফ, সাইলি।

চায়না (সিঙ্কোনা)—ফেরাম, অ্যাসি অ্যাসে, আর্স, আর্ণি, অ্যাসাফি, বেল, ক্যাল্‌কে, কার্বো-ভেজ, ক্যাল্‌কে-ফস, ল্যাকে, মার্ক, পালস্‌, ফস্ফো, অ্যাসি ফস, সালফ, ভিরে।

চেলিডোনিয়াম—অ্যাকোন, আর্স, ব্রাইয়ো, ইপি, লেডাম, লাইকো. নাক্স, সিপি, স্পাইজি, সালফ, কোর‍্যাল।

জিঙ্কাম-মেট—ক্যাল্‌কে-ফস, হিপার, ইগ্নে, পালস্‌, সিপি, সালফ্‌।

জেলসিমিয়াম—ব্যাপটি, ক্যাক্ট, ইপি।

টিউক্রিয়াম—চায়না, পালস্‌, সিপি।

টিউবারকিউ—সোরি, হাইড্রো, সালফ, বেল, ক্যাল্‌কে, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাল্‌কে আয়োড, সাইলি, ব্যারা-কার্ব, পালস্‌, সিপি, থ্‌জা।

ট্যাবাকাম—কার্বোভেজ, হাইড্রোফো।

টেরিবিন্থিনা—মার্ক কর।

ট্যারাক্সাম—আর্স, বেল, চায়না, অ্যাসাফি, লাইকো, রাস, সালফ, স্ট্যাফি।

ডালকামারা—ব্যারা-কার্ব, ক্যাল্‌কে, কেলি-সালফ, বেল, লাইকো, রাস সিপি।

ডিজিট্যালিস—ব্রাইয়ো, বেল, ক্যামো. চায়না, লাইকো. নাক্স, ওপি, ফস্ফো, পালস. সিপি, সালফ, ভেরে, অ্যাসি-অ্যাসে।

ড্রসেরা—নাক্স, ক্যাল্‌কে, সিনা, পালস. সালফ্‌, ভেরে, কোনিয়াম।

থ্‌জা—আর্স, নেট্রাম-সালফ, স্যাবাই, মেডোর, সাইলি, অ্যাসাফি, ক্যাল্‌কে, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, লাইকো. মার্ক, অ্যাসি-নাই, পালস্‌, সালফ, ভ্যাক্সি।

নাক্স ভমিকা—ক্যাল্‌কে, কেলি-কার্ব, সিপি, সালফ, এ্যাকাটি-স্পাই, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাক্ট, কার্বো ভেজ, ককিউ, কলচি, হায়োসা, লাইকো, ফস্ফো, পালস্‌, রাস, সিপি, অ্যাসি-ফস, ইস্কিউ, সালফ।

নেট্রাম কার্ব—ক্যাল্‌কে, নাক্স, অ্যাসিড-নাই, পালস্‌, সালফ, সেলিনি, সিপি।

নেট্রাম মিউর—এপিস, ক্যাপ্সি, ইগ্নে, সিপি, ব্রাইয়ো, ক্যাল্‌কে, হিপার, কেলি কার্ব পালস্‌, রাস, সালফ, থ্‌জা।

নেট্রাম সালফ—আর্স, থ্‌জা, বেল।

পডোফাইলাম—সালফ।

পার্টুসিন—কোর‍্যাল, কষ্টি, পডো, এপিস।

পালসেটিলা—অ্যালি-সেপা, অ্যাসি-সালফ, আর্জেণ্ট-নাই, লাইকো, সাইলি, কেলি-মি, কেলি-সালফ, (টিউবার), ক্যামো, অ্যাণ্টিম-ক্রুড, অ্যাণ্টিম টার্ট, অ্যানাকা, অ্যাসাফি, আর্স, বেল, ক্যাল্‌কে, ইউফর্বি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি-বাই, অ্যাসিড-নাই, নাক্স, রাস, সিপি, সাল্‌ফ, ফস্ফো।

পেট্রোলিয়াম—ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, লাইকো, অ্যাসি-নাই, নাক্স, পালস্, সাইলি, সালফ, সিপি।

প্যারিস-কোয়াড্রি—ক্যাল্কে, লেডাম, লাইকো, নাক্স, ফস্ফো, পালস্, রাস, সিপি, সালফ।

প্লাম্বাম—আর্স, বেল, লাইকো, মার্ক, ফস্ফো, পালস্, সালফ।

প্ল্যাটিনাম—অ্যানাকা, আর্জ-মেট, বেল, লাইকো, পালস্, রাস, সিপি, ভেরে, ইগ্নে, ক্যালেডিয়াম।

ফস্ফোরাস—আর্স, অ্যালি-সেপা, কার্বো-ভেজ, ইপি, বেল, ব্রাইয়ো, চায়না, কেলি-কার্ব, ক্যাল্কে, পালস্, রাস, সিপি, সেলিনিয়াম, সালফ।

ফেরাম অ্যালুমি, চায়না, হ্যামা, অ্যাকোন, আর্ণি, বেল, কোনি, লাইকো, মার্ক, ফস্ফো, সালফ, ভেরে।

বার্বারিস—লাইকো।

বিসমাথ—বেল, ক্যাল্কে, পালস্, সিপি।

বেলেডোনা—ক্যাল্কে, অ্যাকোন, আর্স, ক্যাক্ট, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, কোনি, ডালকা, হিপার, হায়োসা, ল্যাকে, মার্ক-বিণ, মস্ক, সালফ, ভেলেরি, ভেরে, চায়না।

বোভিস্টা—অ্যালিউমি, ক্যাল্কে, রাস, সিপি, ভেরে।

বোরাক্স—ক্যাল্কে, নাক্স, আর্স, ব্রাইয়ো, লাইকো, ফস্ফো, সেলি।

ব্যাডিয়াগা—আয়োড, মার্ক, সালফ, ল্যাকে।

ব্যাপ্টিসিয়া—হ্যামা, অ্যাসিড-নাই, টেরিবি, ক্রোটে, পাইরো।

ব্যারাইটা-কার্ব—ডালকা, অ্যান্টিম-টার্ট, কোনি, (ক্যাল্কে), চায়না, ফস্ফো, পালস্, রাস, সিপি, সাল্ফ, লাইকো, মার্ক, অ্যাসিড-নাই, সোরি, টিউবার।

ব্যাসিলিনাম—ক্যাল্কে-ফস, ল্যাকে, কেলি-কার্ব, হাইড্রা।

ব্রাইয়োনিয়া—অ্যালিউমি, রাস, কেলি-কার্ব, নেট্রাম আর্স, আব্রো, ডালকা, হায়োসা, অ্যাসি-মি, নাক্স, ফস্ফো, পালস্, রাস, সাইলি, স্যাবাডি, সেলে, সালফ, ড্রসেরা।

ব্রোমিয়াম—আর্জনাই, কেলি কার্ব।

ভাইয়োলা ওডো—বেল, রাস, সিপি, স্ট্যাফি।

ভার্বাস্কাম—বেল, চায়না, লাইকো, পালস্, স্ট্র্যামো, সিপি, রাস, সালফ।

ভেরেট্রাম অ্যালবাম—আর্ণি, অ্যাকোন, আর্স, আর্জ নাই, বেল, ক্যাল্কে ফস কার্বো-ভেজ, ক্যামো, চায়না, কিউপ্রাম, ড্রসে, ইপি, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, স্যাম্বু, ডালকা।

ভেলেরিয়ানা—ফস্ফো, পালস্।

মার্কিউরিয়াস-সল বা ভাইভাস—ব্যাডি, আর্স, অ্যাসিফি, বেল, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে ফস, কার্বোভেজ, চায়না, ডালকা, হিপার, আয়োড, ল্যাকে, লাইকো, অ্যাসি-মি, অ্যাসিড-নাই, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, থুজা।

মেজেরিয়াম—ক্যাল্কে, কষ্টি, ইগ্নে, লাইকো, মার্ক, ফস্ফো, পালস্।

মেডোরিনাম—সালফ, থুজা ।

মেনিয়্যান্থিস—ক্যাপ্সি, লাইকো, পালস্, রাসটক্স ।

ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব—ক্যামো, কষ্টি, ফস্ফো, পালস্, সিপি, সালফ ।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউর—বেল, লাইকো, নেট্র-মি, নাক্স, পালস্, সিপি ।

ম্যাঙ্গেনাম অ্যাসে—পালস্, রাস, সালফ ।

রডোডেন্ড্রন—আর্ণি, আর্স, ক্যালে, কোনি, লাইকো, মার্ক, নাক্স, পালস্, সিপি, সাইলি, সালফ ।

র‍্যানানকিউল্যাস-বাল্বো—ব্রাই, ইগ্নে, কেলি-কার্ব, নাক্স, রাস, সিপি, স্যাবাডি ।

রাসটক্স—ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে আর্স, আর্ণি, বেল, বার্বা, কষ্টি, ক্যাল্কে ফস, ক্যামো, কোনিয়াম, গ্র্যাফা, হায়োসা, ল্যাকে, মার্ক, অ্যাসি-মি, নাক্স, পালস্, ফস্ফো, অ্যাসি-ফস, সালফ, ড্রসে ।

রাস-ভেন—রাসটক্স ।

রাস-র‍্যাড—রাসটক্সের পরবর্ত্তী অনুকূল ঔষধগুলি ।

রিউম—ম্যাগ্নে-কার্ব, বেল, পালস্, সালফ ।

রিউমেক্স—ক্যাল্কে ।

রুটা—ক্যালকে-ফস, ক্যাল্কে, কষ্টি, লাইকো, অ্যাসিড ফস্, পালস্, সিপি, সালফ, অ্যাসি-সালফ ।

রেডিয়াম ব্রোম—রাস ভেন, সিপি, ক্যাল্কে ।

লরোসিরেসাস—বেল, কার্বো-ভেজ, ফস্ফো, পালস্, ভিরে ।

লাইকোপোডিয়াম—আয়োড, ল্যাকে, পালস্, চেলি, ইগ্নে, ইপি, কেলি-আয়োড, কেলি কার্ব, লেডাম, নাক্স, ফস্ফো, ষ্ট্র্যামো, সিপি, সাইলি, ভিরে, ড্রসে (ক্যাল্কে), থেরিডিয়ন ।

লেডাম—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইয়ো, চেলি, নাক্স, পালস্, রাস, সালফ, অ্যাসিড-সালফ ।

ল্যাকেসিস—লাইকো, আসি-নাই, হিপার, কেলি আয়োড, অ্যাকোন, আর্স, অ্যালিউমি, বেল, ব্রোম, কার্বো-ভেজ, কষ্টি, কোনি, ক্যাক্ট, ক্যাল্কে, চায়না, হায়োসা, কেলি বাই, মার্ক, সাইকিউ, নাক্স, নেট্রাম, ওপি, ফস্ফো, রাস, সালফ, ট্যারেন্টু, ইউফর্বি, মার্ক প্রটো-আয়োড ।

ষ্ট্যানাম—কষ্টি, কলোসি, ক্যাল্কে, অ্যাসিড-ফ্লু, কেলি কার্ব, ইগ্নে, লাইকো, পালস্, নাক্স, রাস, সালফ, সেলিনি ।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইয়ো, কিউপ্রাম, হায়োসা, নাক্স ।

সাইকিউটা ভিরোসা—বেল, হিপার, ওপি, পালস্, সাইলি, ষ্ট্যানাম ।

সাইলিসিয়া (সিলিকা)—ক্যাল্কে, সালফ, অ্যাসি-ফ্লু, আর্স, অ্যাসাফি, বেল, ক্লিমে, গ্র্যাফা, হিপার, লাইকো, নাক্স, রাস, সিপি, সালফ, টিউবার ।

সার্সাপ্যারিলা—অ্যালি সেপা, মার্ক, বেল, হিপার, ফস্ফো, রাস, সালফ।

সাল্ফার—অ্যালো, নাক্স, সোরা, অ্যাকোন, পালস্, আর্স,ব্যাডি, ইস্কিউ,অ্যালি-উমি, এপিস, বেল, ব্রাইয়ো, ব্যারা-কার্ব, বার্বা, বোরাক্স, কার্বো-ভেজ, ইউফর্বি, গ্র্যাফা, গুয়ে, সার্সা, কেলি কার্ব, মার্ক, অ্যাসি-নাই, ফস্ফো, পডো, রাস, সিপি, স্যাম্বু, ড্রসেরা, ক্যাল্কে-কা ও লাইকো, সাল্ফারের পর ক্রমান্বয়ে খাটে।

সিকেলি-কর—অ্যাকোন, আর্স, বেল, চায়না, মার্ক, পালস্।

সাইক্লামেন—ফস্ফো, পালস্, রাস, সালফ।

সিনা (সাইনা)—ক্যাল্কে, চায়না, ইগ্নে, নাক্স, প্ল্যাটি, সালফ, রাস, সাইলি, স্ট্যানাম।

সিপিয়া—নেট্রম-কার্ব, নেট্রম-মি, স্যাবাডি, সালফ, বেল, ক্যাল্কে, কোনিয়াম, কার্বোভেজ, ডাল্কা, ইউফর্বি, গ্র্যাফা, লাইকো, পেট্রো, পালস্, সার্সা, সাইলি, রাস, ট্যারেন্টু, ফস্ফো, অ্যাসি-নাই।

সিম্ফোরিকার্পাস অ্যামেরিকানা—বার্বা, কোনিয়াম, কোয়েকার্স।

সিলা-ম্যারিটিমা—আর্স, ইগ্নে, নাক্স, রাস, সাইলি, ব্যারা কার্ব।

সেলিনিয়ম—ক্যাল্কে, ফস, মার্ক, সিপি।

সিন্টাল— বেল, কার্বো-ভেজ, ম্যাগ-কার্ব, সালফ।

সোরিনাম—সালফ, টিউবার, অ্যালিউমি, বোরাক্স, ব্যারা-কার্ব, কার্বোভেজ, চায়না, হিপার, লাইকো।

স্পাইজিলিয়া— আর্ণি, অ্যাকোন, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, সিমিসি, ডিজি, আইরিস, কেলি-কার্ব, ক্যাপ্সি, নাক্স, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, জিঙ্ক।

স্পঞ্জিয়া—ব্রোমি, ব্রাইয়ো, কোনিয়াম, কার্বো-ভেজ, অ্যাসি-ফ্লু, হিপার, কেলি-ব্রোম, নাক্স, ফস্ফো, পালস্।

স্যাবাইনা—থুজা, আর্স, বেল, রাস, স্পঞ্জ, সাল্ফ।

স্যাবাডিলা—সিপি, আর্স, বেল, নাক্স, পালস্।

স্যাম্বুকাস—আর্স, বেল, কোনিয়াম, ড্রসে, নাক্স, ফস্ফো, রাস, সিপি।

হাইড্রোফোবিনাম—নেট্র-কা, নেট্র-মি, ন্যাজা, ও ল্যাকে প্রভৃতি সর্প বিষ।

হায়োসায়ামাস—বেল, ফস্ফো, পালস্, স্ট্র্যামো, ভিরে।

হিপার-সালফার—ক্যালেন্ডু, অ্যাব্রো, অ্যাকোন, অরাম, বেল, ব্রাইয়ো, আয়োড, ল্যাকে, মার্ক, অ্যাসি-নাই, পালস্, নাক্স, রাস, সিপি, স্পঞ্জি, সাইলি, সালফ, আর্ণি, জিঙ্ক।

হেলিবোরাস—বেল, ব্রাইয়ো, চায়না, লাইকো, নাক্স, ফস্ফো, পালস্, সালফ, জিঙ্ক।

হ্যামামেলিস—ফেরাম, আর্ণি।

কোন ঔষধের পর কোন্ কোন্ ঔষধ খাটে না বা অনিষ্ট করে
(Inimical or Incompatible Remedies)
ঔষধের নাম ও ওর পরবর্তী প্রতিকূল ঔষধগুলি

অরাম-মি-নে—কফি, সুরাসার।
আর্জেণ্টাম-নাই—কফি।
আর্ণিকা—সুরা।
অ্যাট্রোপিন—জেলস্।
অ্যামোনিয়াম-কার্ব—ল্যাকে।
অ্যালো-সক্রোটিনা—অ্যালি-সেপা, অ্যালি-স্যাট।
অ্যালিয়াম-সেপা—অ্যালো, অ্যালি-স্যাট, সিলা।
অ্যালিয়াম-স্যাট—অ্যালো, অ্যালি-সেপা, সিলা।

অ্যাসিড-অ্যাসে—আর্ণি, বোরাক্স, কষ্টি, র‍্যানান, সার্সা, বেল, নাক্স, ল্যাকে, মার্ক।

অ্যাসিড-নাই—ল্যাকে, ক্যাল্‌কেরিয়া-কার্ব।
অ্যাসিড-ল্যাক্টিক—কফি।
ইগ্নেসিয়া—কফি, নাক্স, ট্যাবা।
এপিস—রাস, ফস্ফো।
অরাম-ট্রাইফিলাম—ক্যালেডিয়াম।
ককিউলাস ইণ্ডিকা—কফি, কষ্টি।
কফিয়া ক্রুডা—ক্যান্থা, কষ্টি, ককিউ, ইগ্নে, সিষ্টাস, মিলি, ষ্ট্র্যামো, ক্যাম্ফার।
কলচিকাম—অ্যাসি-অ্যাসে।
কলোফাইলাম—কফি।
কষ্টিকাম—অ্যাসিড-অ্যাসে, কফি, ফস্ফো, ককিউ ও সব রকম অ্যাসিড।
কার্বো অ্যানি—কার্বো-ভেজ।
কার্বো ভেজ—কার্বো অ্যানি, ক্রিয়ো।
কেলি-নাইট্রি—ক্যাম্ফার বা কর্পূর ঘ্রাণ নিয়ে।
কেলি বাই—ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব।
ক্যানাবিস-স্যাটাইভা—ক্যাম্ফার।
ক্যান্থারিস—কফি।
ক্যামোমিলা—জিঙ্ক, নাক্স।
ক্যাম্ফার—ক্যালেণ্ডু।
ক্যাল্‌কে-কার্ব—সালফ, ব্যারা-কার্ব, ব্রাইয়ো, অ্যাসিড নাই।
ক্যালেডিয়াম—অরাম।
ক্যালেণ্ডুলা—ক্যাম্ফার।

চায়না—ক্রিয়ো।

চিঙকাম—ক্যাম্ফো, নাক্স, সরুবা।

জেলসিমিয়াম—ওপি

ট্যাবাকাম—ইগ্নে।

ডাল্‌কামারা—ল্যাকে, বেল, অ্যাসিড-অ্যাসে।

ডিজিটেলিস—চায়না, নাইট্রি-স্পিরিটাস, ভলিকস্।

নেট্রাম-মিউর—পডো।

পডোফাইলাম—লবণ।

প্যারিস—ফেরাম ফস।

ফসফরাস—কষ্টি, এপিস।

ফেরাম ফস—প্যারিস।

ফেরাম-মেট—অ্যাসিড-অ্যাসে, চা এবং বিয়ার নামে এক প্রকার মদ।

বেলেডোনা – ডালকা, অ্যাসিড-অ্যাসে, ভিনিগার।

বোভি- [illegible] কফি।

বোরাক্স—অ্যাসিড-অ্যাসে, ভিনিগার, সুরা।

ব্রাইয়োনিয়া—ক্যালকে কার্ব।

মর্ফিনাম—ভিনিগার।

মার্কিউরিয়াস সল বা ভাইভাস অ্যাসিড-অ্যাসে, সিলিকা বা সাইলি।

মিলিফোলিয়াম—কফি।

রাসটক্স—এপিস।

রাস র‍্যাড—রাসটক্সের প্রতিকূল ঔষধ।

র‍্যানানকিউলাস বাল্বো—অ্যাসিড-অ্যাসে, স্ট্যাফি, সাল্ফ, লাইকো, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্সিস, সুরাসার ও ভিনিগার।

লাইকোপোডিয়াম—কফি।

লেডাম—চায়না।

ল্যাকেসিস—অ্যাসিড-অ্যাসে, অ্যাসিড-কার্ব, অ্যাসিড নাই, অ্যামন-কার্ব, ডাঃ সোরি (সিপি)।

স্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া—র‍্যানান।

স্ট্র্যামোনিয়াম—কফি।

সাইলিসিয়া বা সিলিকা—মার্ক।

সার্সাপ্যারিলা—অ্যাসিড-অ্যাসে।

সাল্‌ফার—র‍্যানান।

সিঙ্কোনা—চায়না দ্রষ্টব্য।

সিপিয়া—ব্রাইয়ো, ল্যাকে, পেট্রোলিয়াম।

সিলা ম্যারিটিমা—অ্যালিয়াম সেপা, অ্যালিয়াম-স্যাট।
সিষ্টাস—কফি।
সেলিনিয়াম—চায়না, সুরা।
স্যোবিনাম—কোনি, ল্যাকে (সিপিয়া)।
হিপার—স্পঞ্জ।

কোন্ ঔষধের বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ ঔষধ বা বস্তুতে নষ্ট করে

(The Remedy is Antidoted by)

ঔষুধের নাম ও ওর প্রতিবিষ (Antidotes)

অরাম মেট—বেল, চায়না, কফি, কিউপ্রা, মার্ক, সালফ, স্পাই, ক্যাম্ফ।

অস্ট্রিয়া (Ostrya)—ব্রাইয়ো, নাক্স।

অসমিয়াম—বেল, মার্ক, হিপার, স্পঞ্জ, অ্যাসিড-ফস্, সিলি।

আইরিস—নাক্স।

আয়োডিয়াম—অ্যান্টি-টা, এপিস, আর্স, অ্যাকোন ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, চিনি-সালফ, ফেরাম, গ্র্যাফা, হিপার, ওপি, ফস্ফো, স্পঞ্জ, সালফ, থুজা, জল মিশ্রিত ময়দা।

আর্জেণ্টাম-নাই—আর্স, ক্যাল্কে, লাইকো, নেট্রা-মি, মার্ক, সিলি, ফস্ফো, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, আয়োড, দুগ্ধ।

আর্জেণ্টাম-মেট—মার্ক, পালস্।

আর্টিকা—শামুকের রস।

আর্ণিকা—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, সাইকিউ, ইগ্নে, ইপি, অ্যামন-কার্ব, সেনেগা, ফেরাম।

আর্সেনিক আয়োড—ব্রাইয়ো।

আর্সেনিক অ্যাল্ব—চিনি সালফ, কার্বো ভেজ, চায়না, ইউফার্বি, ফেরাম, গ্র্যাফা, হিপার, আয়োড, ইপি, কেলিবাই, মার্ক, নাক্স-ভম, নাক্স-ম, ওপি, স্যাম্বু, সালফ, ট্যারা, ভিরে, ল্যাকে।

আর্সেনিক হাইড্রো—অ্যামন-অ্যাসেট, নাক্স।

অ্যাকোনাইট ন্যাপ—অ্যাসিড-আসে, বেল, কার্বো, কফি, নাক্স, সালফ, ক্যামো, ভিরে, সিমি‌স, পেট্রো, সিপি, ভিনিগার, সুরাসার ও সুরা।

অ্যাক্টিয়া-রেসি—অ্যাকোন, ব্যাপ্টি।

অ্যাগারিকাস—ক্যাল্কে, পালস্, রাস, ক্যাম্ফ, সুরা, চর্বি বা তেল, কফি।

অ্যাগ্নাস ক্যাষ্টাস—ক্যাম্ফ, নাক্স, নেট্র-মি, লবণাক্ত জল।

অ্যাঙ্গাষ্টিউরা—ব্রাইয়ো, বেল, কফি।

অ্যাট্রোপিন—বেল, ওপি, ফাইজস।

অ্যান্টিমোনিয়াম টার্ট—অ্যাসাফি, চায়না, ককিউ, ইপি, লরো, ওপি, পালস্, রাস, সিপি, কোনি, মার্ক।

অ্যানাকার্ডিয়াম—ক্লিমে, ক্রোটন, কফি, ব্যানান, রাস।

অ্যান্থ্রাক্সিনাম—এপিস, আর্স, ক্যামো, অ্যাসিড-কার্ব, কার্বো ভেজ, ক্রিয়ো, ল্যাকে, পালস্, রাস, সিলি, অ্যাসিড সালফ, চায়না।

অ্যামিল নাইট্রেট—ক্যাক্ট।

অ্যামন কষ্ট—আর্জ-নাই, উদ্ভিজ, অম্ল, ভিনিগার।

অ্যামন কার্ব—আর্ণি, ক্যাম্ফার, হিপার, ল্যাকে, যে কোন উদ্ভিজ অম্ল, রেড়ির তেল, জলপাই তেল প্রভৃতি।

অ্যামন মিউর—ক্যাম্ফ, হিপার, কফি, নাক্স।

অ্যাম্ব্রাগ্রিসিয়া—ক্যাম্ফ, কফি, পালস্, নাক্স, স্ট্যাফি।

অ্যারালিয়া—তাম্রকুটের ধূমপান।

অ্যালিউমিনা—ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ইপি, পালস্।

অ্যালিউমেন—অ্যালো, ক্যামো, নাক্স, ইপি, সালফ।

অ্যালো সক্রোটিনা—ক্যাম্ফ, লাইকো, নাক্স, সালফ, অ্যালিউমেন, সবিষা।

অ্যালিয়াম সেপা—আর্ণি, ক্যামো, কফি, নাক্স, থুজা, ভিরে।

অ্যালিয়াম-স্যার্ট—লাইকো।

অ্যাসাফিটিডা—ক্যাম্ফ, কষ্টি, চায়না, মার্ক, পালস্, ভেলেরি।

অ্যাসারাম—অ্যাসিড-অ্যাসে, ক্যাম্ফ, উদ্ভিজ অম্ল, ভিনিগার।

অ্যাসিড অক্স্যালিক—ম্যাগ্নে কার্ব, ক্যাল্কে-কার্ব।

অ্যাসিড অ্যাসে—অ্যাকোন, নেট-মি, ম্যাগ্নেকার্ব, সিপি, ট্যাবা।

অ্যাসিড কার্ব—খড়ি, দুধ ও চিনি মিশানো চূনের জল।

অ্যাসিড-নাইট্রি—ক্যাল্কে, হিপার, কোনি, মার্ক, মেজি, সালফ, পেট্রো।

অ্যাসিড ফস—স্ট্যাফি, কফি, ক্যাম্ফ।

অ্যাসিড ফ্লু—সিলি।

অ্যাসিড মিউর—ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ইপি।

অ্যাসিড ল্যাক্ট—ব্রাইয়ো।

অ্যাসিড সালফ—ইপি, পালস্।

অ্যাসিড হাইড্রো—ক্যাম্ফ, কফি, ফেরাম ইপি, ওপি, নাক্স, ভিরেট্রি।

ইউফর্বিয়াম—অ্যাসিড অ্যাসে, ক্যাম্ফ, ·িপ বা লেবুর রস বেশি পরিমাণে।

ইউফ্রেসিয়া—ক্যাম্ফ, কষ্টি, পালস্।

ইগ্নেসিয়া—পালস্, আর্ণি, ক্যাম্ফ, কফি, অ্যাসিড অ্যাসে, ককিউ, ক্যামো, নাক্স।

ইপিকাক—আর্ণি, আর্স, চায়না, নাক্স, ট্যাবা।

ইথুজা উদ্ভিজ-অম্ল।

ইল্যাপ্স কোরালিনাস—আর্স ; সুরাসার, তাপ।

এপিস মেলিফিকা—ক্যান্থা, ইপি, ল্যাকে, লেডাম, নেট্র-মি, প্ল্যান্টে, অ্যাসিড-কার্ব, আর্টিকা অথবা জলপাই তেল বা পিঁয়াজ।

অবাম—অ্যাসিড-আসে, বেল, পালস্, অথবা মাখন-তোলা দুধ বা ঘোল।

এইলান্থাস্—নাক্স, রাস, সুরাসার।

এস্কিউলাস হিপ—নাক্স।

ওপিয়াম—অ্যাসিড অ্যাসে, বেল, ক্যামো সাইকিউ, কফি, কিউপ্রাম, জেলস, ইপি মার্ক, অ্যাসিড-মিউর, নাক্স, পালস্, ভিরে, জিঙ্ক, আর্জ-নাই, ক্যাম্ফ, সার্সা, সালফ, মদ, কফি।

ওলিয়েন্ডার,—ক্যাম্ফ, সালফ।

ককিউলস ইণ্ডিকা—ক্যাম্ফ, ক্যামো, কিউপ্রাম, ইগ্নে, নাক্স, স্ট্যাফি।

কফিয়া—অ্যাকোন, অ্যাসিড অ্যাসে, ক্যামো, চায়না, প্লাটি, মার্ক, পালস্, ইগ্নে, সালফ, ট্যাবা।

কোবাল্টিয়াম—ক্যাল্কে, মার্ক।

কলচিকাম—বেল, ক্যাম্ফ, ককু, লেডাম, নাক্স, পালস্, স্পাইজি, চিনি মধু।

কলিন্সোনিয়া—নাক্স।

কলোসিন্থ—ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্যামো, কফি, ওপি, স্ট্যাফি।

কষ্টিকাম—অ্যান্টিম টার্ট, কফি, কলোসি, ডালকা, গুয়ে, নাইট্রি, স্পিরিটাস, ডালিস, নাক্স, অ্যাসাফি।

কার্বো অ্যানি—আর্স, ক্যাম্ফ, নাক্স, ল্যাকো কফি, ভিনিগার, মদ্য।

কার্বোভেজ—আর্স, ক্যাম্ফ, কফি, ল্যাকে, নাইট্রি-স্পিরিটাস ডাল, কষ্টি, ফেরাম।

কিউপ্রাম-আর্স—আর্সেনিক অ্যাল্ব দ্রষ্টব্য।

কিউপ্রাম-অ্যাসে—বেল, চায়না, সাইকিউ, ডালকা, হিপার, ইপি, মার্ক, নাক্স।

কিউপ্রাম মেট—বেল, ক্যাম্ফ, সাইকিউ, চায়না, ককিউ, কোনি, ডালকা, হিপার, ইপি, মার্ক, নাক্স, পালস্, ভিরে, অরাম, ক্যামো, চিনিও দুধের সঙ্গে ডিমের শ্বেতাংশ।

চিনিনাম সালফ—আর্নি, আর্স ক্যাল্কে, কার্বোভেজ, ফেরাম, হিপার, ল্যাকে, নেট্র-মি পালস্।

কেলি-আয়োড—অ্যামন মিউর, আর্স, মার্ক, চায়না, রাস, সালফ, ভেলেরি, আর্জ নাই, অরাম, হিপার, অ্যাসিড-নাই।

কেলি-কার্ব—ক্যাম্ফ, কফি, নাইট্রি-স্পিরিটাস ডালিসস, ডালকা।

কেলি কার্ব—হাইড্রো।

কেলি নাই—ইপি, নাইট্রি, স্পিরিটাস ডালিসস, (ঘ্রাণ নেওয়া)।

কেলি বাই—আর্স, ল্যাকে, পালস্, অম্ল, খড়ি ; দুগ্ধ।

কেলি ব্রোম—ক্যাম্ফ, হেলোনি, নাক্স, জিঙ্ক, উদ্ভিদ অম্ল।

কেলি মিউর—বেল, ক্যাল্কে, সালফ, হাইড্রো, পালস্।

কোবা—জেলস।

কোনিয়াম—কফি ডাল্কা, অ্যাসিড-নাই, নাইট্রি-স্পিরি-ডাল ; মদ্য।

কোপেভা—বেল, ক্যাল্কে, সালফ, মার্ক-কর (পুরুষ), মার্কসল, (স্ত্রী লোক)

কোব্রা (ন্যাজা)—ট্যাবা।

ক্যাক্টাস—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, চায়না, ইউপেটো পার্ফ।

ক্যানাবিস-স্যাট—ক্যাম্ফ, মার্ক।

ক্যান্থারিস—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, সিম্ফাই, লরো, পালস্, রিউম।

ক্যাপ্সিকাম—ক্যালেডি, ক্যাম্ফ, চায়না, সিনা, অ্যাসিড-সালফ, গন্ধক।

ক্যামোমিলা—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, বোরাক্স, ক্যাম্ফ, চায়না, ককিউ, কফি, কলোসি, কোনি, ইগ্নে, পালস্, ভেলেরি।

ক্যাম্ফার—ক্যান্থা, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্সিস, ওপি, ফস্ফো।

ক্যাল্কে আর্স—গ্লোনো, পালস্, কার্বো-ভেজ।

ক্যাল্কেরিয়া কার্ব—ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, চায়না, ইপি, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্সিস, নাক্স, সিপি, সালফ, হিপার, আয়োড, অ্যাসিড নাই।

ক্যালমিয়া—অ্যাকোন, বেল, স্পাই।

ক্যালেডিয়াম—ক্যাপ্সি, কার্বো-ভেজ, হায়ো, ইগ্নে, মার্ক, জিঞ্জি।

ক্যালেণ্ডুলা—আর্ণি।

ক্রিয়োজোটাম—অ্যাকোন, নাক্স, ফেবাম।

ক্রোকাস-স্যাটে—অ্যাকোন, বেল ওপি।

ক্রোটন-টিগ—অ্যানাকা, অ্যাণ্টিম-টার্ট, ক্লিমে, রাস, র‍্যানান।

ক্রোটেলাস হরিডাস—ল্যাকে ; (ক্যাম্ফ, কফি, ওপি, সুরা ও তাপ)—মৃদু প্রতিবিষ গ্যাম্বোজিয়া।

ক্লিমেটিস—ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ক্যামো, অ্যানাকা, ক্রোটন, রাস, র‍্যানান।

ক্লোরাম—ব্রাইয়ো, লাইকো, প্লাম্বাম, অ্যাসেট।

ক্লোরাম হাইড্রেট—ডিজি, মস্কাস, তড়িৎ।

গুয়েকাম—নাক্স।

গ্যাম্বোজিয়া—ক্যাম্ফ, কফি, কলোসি, কেলি কার্ব, ওপি।

গ্রাফাইটিস—অ্যাকোন, আর্স, নাক্স, চায়না, সুরা।

গ্লোনয়িন—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, কফি, নাক্স।

গ্র্যাটিওলা—কষ্টি, বেল, ইউফার্বি, নাক্স।

চায়না—আর্ণি, এপিস, আর্স, অ্যাসাফি, বেল, ব্রাইয়ো, কার্বো-অ্যা, কার্বো-ভেজ, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাপ্সি, কষ্টি, সিড্রন, সিনা, ইউপেটো পার্ফ, ফেরাম, ইপি, ল্যাকে,

লেডাম, লাইকো, মিলি, মার্ক, নেট্র-কার্ব নেট্র মি, নাক্স, পালস্, রাস, সিপি, সালফ, ভিরে।

চেলিডোনিয়াম—অ্যাকো, ক্যামো, কফি, ক্যাম্ফ, অ্যাসিড, (শক্তিকৃত) সুরা।

জিঙ্কাম-মেটালিকাম—ক্যাম্ফ, হিপার, ইগ্নে, লোবে।

জিজিয়া—কার্বো-অ্যা।

জিঞ্জিবার—নাক্স।

জেলসিনিয়াম—অ্যান্ট্রাফ, চায়না, কফি, ডিজি, নেট্র-মি, নাক্স, মস্ক, স্ট্যাফি।

জ্যাবোর‍্যাণ্ডি—বেল।

টিউক্রিয়াম—ক্যাম্ফ।

ট্যাবেকাম—অ্যাসিড-অ্যাসে, আর্স, ক্রিমে, ককিউ, ইগ্নে, ইপি, লাইকো, ফস্ফো, নাক্স, পালস্, সিপি, ভিরে, স্ট্যাফি, ক্যাম্ফ, কফি, জেলস, ক্যালমি, প্ল্যাণ্টে, স্পাই ; ভিনিগার, সুরা, টক, আপেল।

টেরিবিন্থিনা—ফস্ফো।

টেলুরিয়ম—নাক্স।

ট্যারাক্সেকাম—ক্যাম্ফ।

ট্যারেণ্টুলা—(মৃদু প্রতিক্রিয়া)—বোভিস্টা, কার্বো-ভেজ, চেলিডো, কিউপ্রাম, জেলস, ম্যাগ্নেকার্ব, মস্কাস, পালস্।

থ্রোম্বিডিয়াম—মার্ককর, ষ্ট্যাফি।

ডলিকস—অ্যাকোন।

ডালকামারা—কিউপ্রাম, ইপি, কেলি কার্ব, মার্ক, ক্যাম্ফ।

ডিজিটেলিস—এপিস, ক্যাম্ফ, ক্যাল্কে, (কলচি) নাক্স, অ্যাসিড নাই, ওপি, উদ্ভিজ্জ অম্ল, ভিনিগার, ইথার।

ডাফনে ইণ্ডিকা—ব্রাইয়ো, ডিজি, রাস, সিপি, সাইলি, জিঙ্ক।

ড্রসেরা—ক্যাম্ফ।

থিয়া—কলচি, ক্যাম্ফ, ক্যামো, মার্ক, পালস্, সালফ ষ্ট্যাফি।

নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস—ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, কষ্টি, কোনি, কেলি-কার্ব, নেট্রাম-কার্ব, নেট্রা-মি, ওপি, সিপি।

নাক্স-ভমিকা—অ্যাকোন, আর্স, ক্যামো, ককিউ, কফি, ইউফর্বি, ওপি, পালস্, থুজা, অ্যাম্ব্রা, ইগ্নে, আইরিস, প্ল্যাটি, ষ্ট্র্যামো, সুরা, ক্যাম্ফ, জেলস, লরো, ওপি, ভেলেরি, জিঙ্ক।

নিকোটিনাম—ট্যাবেকাম এর প্রতিবিষ দ্রষ্টব্য।

নেট্রাম কার্ব—ক্যাম্ফ, নাইট্রি-স্পিরিটাস্-ডালসিস্।

নেট্রাম ফস—এপিস, সিপি।

নেট্রাম-মিউর—আর্স, ফস্ফো, সিপি, নাক্স, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডালসিস, (ঘ্রাণ নেওয়া)।

পডোফাইলাম—কলোসি, লেপ্টান্ডা, নাক্স।

পালসেটিলা—অ্যাসাফি, কফি, ক্যামো, ইগ্নে, নাক্স, ষ্ট্যানা, অ্যান্টি-টা, ক্যাল্‌কে, ফস, অ্যাসিড, (শক্তিকৃত), ক্যামোমিলা, ও পালসেটিলা, পরস্পর (প্রতিবিষ) অথচ পরস্পর পরবর্তী অনুকূল ওষুধ বেশ খাটে। পালসেটিলা ন্যাট—অ্যান্টিম ক্রুড।

পেট্রোলিয়াম—অ্যাকোন, ককিউ, নাক্স, ফস্ফো।

প্যারিস—ক্যাম্ফ, কফি।

প্লাম্বাম—অ্যালিউমিন, অ্যালিউমেন, অ্যান্টিম ক্রুড, আর্স, বেল, ককিউ, কষ্টি, হিপার, ওপি, হাইয়ো, কেলিব্রোম, ক্রিয়ো, নাক্স-ভম, নাক্স-ম, পেট্রো, প্ল্যাটি, অ্যাসিড সালফ, ষ্ট্র্যামো, জিঙ্ক, ইথুজা।

প্ল্যাটিনাম—বেল, নাইট্রি-স্পিরিটাস ডল্সিস, পালস, কলচি।

প্ল্যান্টাগো—মার্ক।

ফস্ফোরাস—কফি, ক্যাল্‌কে, মেজি, নাক্স, সিপি, টেরি, আর্স, ক্যাম্ফ, ক্লোরোফর্ম।

ফাইজষ্টিগমা—আর্ণি, কফি, লিলি, বমিকারক ঔষধ।

ফাইটোল্যাক্কা—বেল, কফি, ইগ্নে, আইরিস, মার্ক, মেজি, নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডল্সিস, ওপি, সালফ, দুধ, লবণ।

ফেরাম আর্স—আর্ণি, বেল, চায়না, হিপার, ইপি, পালস্‌, সালফ, ভিরে, বিয়ার।

ফেলান্ড্রিনাম—রিউম।

বার্বেরিস—ক্যাম্ফ, বেল।

বিসমাথ—কফি, ক্যাল্‌কে, ক্যাপ্সি, নাক্স।

বিউফো—ল্যাকে, সেনেগা।

বেলেডোন—অ্যাকোন, কফি, হিপার, হায়েসা, মার্ক, ওপি, পালস্‌, স্যাবাডি, মদ্য।

বোভিষ্টা—ক্যাম্ফ।

বোরাক্স—ক্যামো, কফি।

ব্যারাইটা-কার্ব—অ্যান্টিম-টার্ট, বেল, ক্যাল্‌কে, ডালকা, মার্ক, জিঙ্ক।

ব্রাইয়োনিয়া—অ্যাকোন, অ্যালিউমি, ক্যাম্ফ, ক্যামো, বেলি, ক্লিমে, কফি, ইগ্নে, নাক্স, অ্যাসিড-মি পালস, রাস, সেনেগা, অ্যান্টিম-টার্ট, ফেরাম।

ব্রোমিয়াম—অ্যামনকার্ব, ক্যাল্‌কে, ম্যাগ্নে, কার্ব, ওপি, (কলচি)।

ভাইবার্ণাম—অ্যাকোন, ভেরে।

ভায়োলা-ওডোরেটা—ক্যাম্ফ।

ভায়োলা ট্রাইকলার—ক্যাম্ফ, মার্ক, পালস্‌, রাস।

ভার্বাস্কাম—ক্যাম্ফ।

ভিরেট্রাম-অ্যাল্বাম—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাম্ফ, চায়না, কফি, (ষ্ট্যাফি)।

ভিস্কাম-অ্যাল্বাম—ক্যাম্ফ, চায়না।

ভেরিওলিনাম—অ্যান্টিম-টা, ম্যালেণ্ড্রি, স্যারাসি, থুজা, ভ্যাক্সি।

ভিরেট্রাম-ভিরিডি—অত্যুষ্ণ কফি।

ভেলেরিয়ানা—বেল, ক্যাম্ফ, পালস্, মার্ক, সিনা, কফি।

ভ্যাক্সিনিনাম—এপিস, অ্যান্টিম টা, ম্যালেণ্ড্রি, মিলি, থুজা।

মর্ফিনাম—অ্যাকোন, ইপি, অ্যাট্রোপি, অ্যাভেন-স্যাট, বেল, কফি।

মস্কাস—ক্যাম্ফ, কফি।

মার্কিউরিয়াস—(সল বা ভাইভাস)—আর্স, অরাম, অ্যাসাফি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যালেণ্ডিয়াম, কার্বো-ভেজ, ক্যাল্কে, চায়না, কিউপ্রাম, কোনি, কোব্যাল, ক্লিমে, ডালকা ফেরাম, গুয়ে, হিপার, আয়োড, কেলি আয়োড, কেলি-ক্লোর, কেলিবাই, ল্যাকে, মেজি, অ্যাসিড-নাই, নাক্স-ম, ওপি, পডো, ফাইটো, র‍্যানান, সার্সা, স্ট্যাফি, সিপি, স্টিলিঞ্জি, স্পাই, সালফ, ষ্ট্র্যামো, ভেলেরি, ক্যান্সি, কষ্টি, সিনা, হাইড্রো, হায়ো, আইরিস, ল্যাকে, কেলি-মি, লাইকো, অ্যাসিড-মি, নাক্স ভম, পালস্, টেরি, থুজা।

মাইরিকা—ডিজি।

মার্কিউরিয়াস কর—লোবে, মার্ক সল, সিপি, এবং পূর্বোক্ত "মার্কিউরিয়াস" এর প্রায় প্রতিবিষ।

মার্কিউরিয়াস ডাল্সিস—হিপার।

মার্কিউরিয়াস-প্রটো-আয়োড—হিপার, লাইকো।

মার্কিউরিয়াস-বিন-আয়োড—হিপার।

মিনিয়্যান্থিস—ক্যাম্ফ।

মিফাইটিস—ক্যাম্ফ, ক্রোটে।

মেজেরিয়াম—অ্যাকোন, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, কেলি আয়োড, মার্ক, নাক্স, ক্যাম্ফ, অ্যাসিড (শক্তিকৃত)।

মেডোরিনাম—ইপি, নাক্স-ভম।

ম্যাগ্নেশিয়া কার্ব—আর্স, ক্যামো, মার্ক-সল, পালস্, রিউম, কলোসি।

ম্যাগ্নেসিয়াম ফস—বেল, জেলস, ল্যাকে।

ম্যাগ্নেসিয়া-মিউর—আর্স, ক্যাল্কে, ক্যামো, নাক্স।

ম্যাঙ্গেনাম অ্যাসেটিকাম—কফি, ক্যাম্ফ, মার্ক সল।

ম্যালেরিয়া-অফি—ব্রাইয়ো, নাক্স, আর্স, রাস।

রাসটক্স—অ্যানাকা, (অ্যাকোন) অ্যামন কার্ব, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, কফি, ক্লিমে, ক্রোটন, গ্র্যাফা, গুয়ে, ল্যাকে, র‍্যানান, সালফ, সিপি, কিউপ্রাম, স্যাঙ্গু, লেডাম, মার্ক, প্ল্যাণ্টে।

রাস-ভেন—ব্রাইয়ো, ক্লিমে, অ্যাসিড নাই, ফস্ফো, র‍্যানান।

রাস র‍্যাড—উপরের মতোই।

রিউম—ক্যাম্ফ, ক্যামো, কলোসি, মার্ক, নাক্স, পালস্।

রুটা—ক্যাম্ফ।

রেডিয়াম-ব্রোমাইড—রাস-ভেন (টেলু ?)।

রডোডেনড্রন—ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ক্লিমে, রাস, নাক্স।

র‍্যানান-বাল্বো—অ্যানাকা, ক্লিমে, ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ক্রোটন, পালস্, রাস

র‍্যাফেনাস—প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান।

লরোসিরেসাস - ক্যাম্ফ, কফি, ইপি, নাক্স-ম।

লাইকো—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, কষ্টি, ক্যামো, গ্র্যাফা, নাক্স, পালস্।

লেডাম—ক্যাম্ফ, রাস।

লিলিয়াম-টিগ—হেলোনি, নাক্স, পালস্, প্ল্যাটি।

লোবেলিয়া—ইপি।

ল্যাকেসিস—অ্যালিউমি, আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যামো, ককিউ, কার্বো-ভেজ, কফি, হিপার, লেডাম, মার্ক, অ্যাসিড নাই, অ্যাসিড ফস, নাক্স, ওপি, সিপি, ট্যারেণ্টু, সিড্রন।

স্টিলিঞ্জিয়া—ইপি।

ষ্ট্যানাম—পালস্।

ষ্ট্যাফিস্যাগ্রিয়া—অ্যামব্রা, ক্যাম্ফ।

ষ্ট্রিকনিনাম—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, ক্লোরোফর্ম, অ্যাসিড-নাই, আর্স, কফি, হায়োসা, ওপি, ভিরে-ভি, সাল্ফার ৩০ (ট্যাবা ?)।

ষ্ট্রামোনিয়াম—অ্যাসিড-অ্যাসে, বেল, হায়োসা, নাক্স, ওপি, পালস্, ট্যারা ক্যাম্ফ, লেবুর রস।

সাইকিউটা—আর্ণি, কফি, ওপি, কিউপ্রাম-অ্যাসে ট্যাবা।

সিনা—আর্ণি, ক্যাম্ফ, চায়না, ক্যাপ্সি।

সার্সাপ্যারিলা—বেল, মার্ক, সিপি।

সাল্ফার—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ, আর্স, ক্যামো, চায়না, কোনি, কষ্টি, নাক্স, মার্ক, পালস্, রাস, সিপি, সাইলি, থুজা।

সিকেলি—ক্যাম্ফ, ওপি।

সাইক্লামেন—ক্যাম্ফ, কফি, পালস্।

সিনাবেরিস—হিপার, অ্যাসিড নাই, ওপি, সাল্ফার।

সিপিয়া—অ্যাকোন, অ্যাণ্টিম-টা, রাস, সালফ, অ্যাণ্টিম ক্রুড, উদ্ভিজ, অম্ল (Acid মাত্রেই) নাইট্রি-স্পিরিটাস-ডাল্সিস ঘ্রাণ নেওয়া।

সিফিলিনাম—নাক্স-ভম।

সিয়োনেথাস—নেট্র মি।

সিলা ম্যারিটিমা ক্যাম্ফ।

সিলিকা—ক্যাম্ফ, অ্যাসিড-ফ্লু, হিপার।

সিষ্টাস—সিপি, রাস, ক্যাম্ফ।
সিড্রন—ল্যাকে, বেল।
সেনেগা—আর্ণি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ।
সেলিনিয়াম—ইগে, পালস্ (অ্যাসিড মি)
সেবাল সের‍্—সিলিকা, পালস্।
সোরিনাম—কফি।
স্কুকাম চাক—ট্যাবে।
স্পাইজিলিয়া—অরাম, ক্যাম্ফ, ককিউ, পালস্।
স্পঞ্জিয়া—অ্যাকোন, ক্যাম্ফ।
স্যাবাইনা—ক্যাম্ফ, পালস্।
স্যাবাডিলা—ক্যাম্ফ, কোনি, পালস্।
স্যাম্বিউকাস—আর্স, ক্যাম্ফ।
স্যারাসিনিয়া—পডো।
হাইড্রোফবিনাম—অ্যাগাস, বেল, সিড্রন, হায়ো, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো।
হাইপেরিকাম—আর্স, ক্যামো, সালফ।
হায়োসায়ামাস—অ্যাসিড-অ্যাসে, বেল, চায়না, ষ্ট্র্যামো, ভিনিগার।
হাইড্র্যাষ্টিস—সালফ।
হিপার সালফ—অ্যাসিড অ্যাসে, আর্স, বেল, ক্যামো, সাইলি।
হেলিবোরাস—ক্যাম্ফ, চায়না।
হ্যামামেলিস—আর্ণি, ক্যাম্ফ, চায়না, পালস্।

———

একবিংশতি অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত ভেষজ-লক্ষণ সংগ্রহ

১। **আর্ণিকা**—আঘাত লাগলে বা থেঁৎলালে অথবা ঘা হলে যে রকম ব্যথা হয়, সর্বাঙ্গে সেই রকম ব্যথা অনুভব করে। শয্যা কঠিন মনে হয়। বেদনাজনিত হলে একভাবে সর্বক্ষণ থাকতে পারে না। এপাশ-ওপাশ করে। মস্তিষ্কে জ্বালা। মাথা, মুখমণ্ডল প্রভৃতি গরম, কিন্তু নিম্নাংশ ও পা শীতল। কালশিটে পড়া, আঘাত এবং রক্তস্রাব। অচৈতন্য বা মোহ ভাব। জ্বরে ছট্‌ফট্ করে, অথবা মনে করে যে ভাল আছে। আঘাত বা শরীরের বেশি শ্রমের জন্য পীড়া। গাঢ় ঘুম বা মোহ ভাব। প্রসবের পর পক্ষাঘাত বা প্রসবের পর নানা অশুভ লক্ষণ। জনতার মধ্যে যেতে ভয় লাগে। যে কোনও ভাবে আঘাত বা পতনজনিত আঘাত, হাড় বা উপাস্থি[illegible] আঘাত, পেশীতে আঘাত প্রভৃতি। কাল্‌শিটে পড়া লক্ষণে বা আঘাতে আর্ণিকা মাদার বাইরে প্রয়োগ করলেও উপকার হয়।

২। **আর্সেনিক** —শরীর ও মনের দারুণ যাতনা। রোগী অত্যন্ত অস্থির, কিন্তু প্রচণ্ড দুর্বলতার জন্য নড়তে-চড়তে পারে না। হঠাৎ অবসন্ন হয়ে পড়ে বা রোগীর জীবনীশক্তি হ্রাস পায়।

গাত্র দাহ, কিন্তু বস্ত্রাদি দিয়ে ঢাকলে বা উত্তাপে জ্বালা কমে, দুর্দমনীয় তৃষ্ণা—কিন্তু অ্যাকোনাইট বা ব্রায়োনিয়ার রোগীর মত একসঙ্গে অনেকটা জল খায় না। বারে বারে অল্প অল্প করে জল খেয়ে থাকে। নড়লে-চড়লে বা সিঁড়িতে ওঠানামা করলে খুব শ্বাসকষ্ট হয়। ভেদ-বমি একসঙ্গে। খাওয়া বা জলপান করলেই ভেদ-বমি বৃদ্ধি পায়। শীতল খাদ্য বা পানীয় খাবার ফলে উদরাময়, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ। রাত 12টার পর থেকে 3টে পর্যন্ত যে কোনও রোগের বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা বাতাস, ঠাণ্ডা ঘর বা ঠাণ্ডা লাগলে বা নড়া-চড়া করলে রোগ বৃদ্ধি। গরম বাতাসে, গরম ঘরে বা গরম লাগলে রোগ কমে। জলের মত মল অথবা সবুজ ও কালো রঙের জ্বালাযুক্ত মল। মাঝে মাঝে বমি। অতিসার বা কলেরা। সূতিকা জ্বর নারীদের। পাকস্থলিতে খুব জ্বালাযুক্ত বেদনা। আল্‌সার। চর্মে জ্বালাকর চুলকানি। চুলকানি থেকে চর্মের খোলস উঠে যাওয়া। পুরানো সবিরাম জ্বরে কুইনিন ব্যর্থ হলে। শোথ, পুরানো পচা ক্ষত প্রভৃতি। একা থাকতে ভয়, আবার পরিচিতদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও ইচ্ছা করে না।

মৃত্যুর ভয়, মানসিক অস্থিরতা, শারীরিক দুর্বলতা, জ্বালা, পিপাসা, উত্তাপে উপশম। মাঝরাতে বা মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি। এগুলি আর্সেনিকের প্রধান সব লক্ষণ।

৩। **অ্যাকোনাইট** —জনতার মধ্যে যেতে ভয় হয়। মৃত্যুতে ভয় হয়—বলে আমি আর বাঁচবো না। শারীরিক বা মানসিক উদ্বেগ। যন্ত্রণায় অস্থির হয়। যে

কোনও তরুণ রোগের হঠাৎ ভীষণ বেগে আক্রমণ (বিশেষতঃ স্থূলকায় ব্যক্তিদের)। শীতকালের শুকনো ঠাণ্ডা বায়ু লেগে (বা ঘাম বন্ধ হওয়া হেতু)। বা ভয় পেয়ে কোন পীড়া জন্মালে। প্রদাহ জনিত রোগের প্রথম অবস্থায়, যথা—জ্বর, জল-বসন্ত, হাম, সর্দি, শুষ্ক কাশি, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, বাত, সন্ধি-বাত, প্রভৃতি পীড়ার প্রথম অবস্থায়। বস্ত্রত্যাগ করলে বা খোলা বাতাস লাগলে রোগের উপশম। গরম ঘরে বা কাঁথে শুলে রোগের বৃদ্ধি পায়। অত্যন্ত পিপাসা, গা শুকনো ও উষ্ণ, সম্পূর্ণ ঘামাভাব হয়। নাড়ী কঠিন দ্রুত ও পূর্ণ ; মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, শ্বাসকষ্ট, প্রস্রাব রক্তবর্ণ, হৃদস্পন্দন প্রভৃতি হয়।

৪। অ্যান্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম —ঠাণ্ডা লেগে পীড়া হয়। শ্বাসতন্ত্রের রোগে বায়ু নির্গমন পথে প্রচুর শ্লেষ্মা সঞ্চয় বা ঘড়ঘড় শব্দের সঙ্গে শ্লেষ্মা, তা কেসে উঠান যায় না।

গলায় ঘড়ঘড় শব্দ—মনে হয় যেন অনেক শ্লেষ্মা উঠবে, কিন্তু তা ওঠে না। শ্বাস যন্ত্রের পীড়ার রোগী নীল হয়ে যায়, গলায় শ্লেষ্মার শব্দে মনে হয় যেন এখনই শ্বাস রোধ হবে। দেহ ঠাণ্ডা, ঠাণ্ডা ঘাম হয়, মুখ-মণ্ডল ফ্যাকাশে বা নীলবর্ণ, সর্বাঙ্গে (বিশেষতঃ হাত ও মাথা) কাঁপে, দুধে অরুচি, অম্লে অরুচি, জিভে সাদা লেপা হয়। তৃষ্ণাহীনতা, বায়ু ওঠা, উদ্গার বা শ্লেষ্মা উঠে গেলে রোগের উপশম হয়। ফুসফুসের পক্ষাঘাত বা শোথ হবার আশঙ্কা। চর্মে সবুজ কণ্ডু, বসন্ত, শিশুদের বায়ুনালী প্রদাহ ; শ্লেষ্মাবমন, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট এবং কটিবাত। শিশু খুঁতখুঁতে। কেউ ছুঁলে বা আদর করলে বিরক্ত হয়। বমি হলে বমনেচ্ছার নিবৃত্তি অ্যান্টিমের এক বিশিষ্ট লক্ষণ।

৫। অ্যাসিড নাইট্রিক—অধিক পরিমাণে পারদ ঘটিত ঔষধের অপব্যবহার হেতু এইসব রোগ। গর্মীর পীড়া, গলায় ক্ষত, যকৃতের পুরাতন রোগ, গুহ্যদ্বারে নালী-ঘা, রক্তস্রাবী অর্শ, মল নির্গমকালে ও পরে গুহ্যদ্বারে তীব্র যন্ত্রণা, ঘাম বা প্রস্রাবে অশ্বমূত্রের মতো দুর্গন্ধ, পুরাতন শ্বেত-প্রদর। যৌবনে যাদের উপদংশ বা প্রমেহ পীড়ার ইতিহাস আছে বা অতিরিক্ত পারদ ঘটিত ঔষধ ব্যবহার করেছে, তাদের সহজে সর্দি লাগা, উদরাময়, অর্শ, মলদ্বারে, মুখে বা মূত্রনালীর মুখে, চোখের বা নাকের বা যোনিতে রক্তস্রাবী—অসমান পার্শ্ব বিশিষ্ট ক্ষত প্রভৃতি নাইট্রিক অ্যাসিড প্রয়োগের উপযোগী ক্ষেত্র।

৬। অ্যাসিড ফস্ফোরিক —তন্দ্রালু বা উদাসীন ভাব, সামনে যা ঘটছে রোগী তা জানতে পারে না, কিন্তু জানলে বেশ জ্ঞানের উদ্রেক হয়। শোক, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, বা ইন্দ্রিয় সেবার আধিক্যবশতঃ দৌর্বল্যকর পীড়া সব. প্রস্রাবের রং দুধ বা জলের মতো, শরীর দীর্ঘ ও বাড়ন্ত গঠন। দীর্ঘকাল স্থায়ী বেদনাহীন উদরাময়। শুক্রমেহ হস্তমৈথুনের কুফল। গণ্ডমালা জনিত অস্থিক্ষত, ধ্বজভঙ্গ, শ্বেত

প্রদর রাত্রিবেলা অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ, মূত্র দুধের মতো অথবা স্বচ্ছ অণ্ডলালার মতো হয়। বহুমূত্র, দুর্বল, স্বপ্ন দেখে ঘুমের মধ্যে।

৭। **ইপিকাক** —হাঁপানি, সাঁই-সাঁই ও ঘড় ঘড় শব্দযুক্ত শ্বাসকষ্ট। সব সময় গা বমি বমি ভাব। শিরঃপীড়ার সঙ্গে বমনেচ্ছা। জরায়ু, নাক, মুখ, গুহ্যদ্বার হতে উজ্জ্বল বর্ণের রক্ত স্রাব। ঘাসের মত কিম্বা সবুজ বর্ণের ভেদ।

একদিন অন্তর পালাজ্বর, কুইনিনের অপব্যবহার জনিত জ্বর, অনিয়মিত জ্বর বা শিশুদের জ্বরের প্রথম অবস্থায় সবুজ বর্ণের অম্লযুক্ত উদরাময় এবং তার সঙ্গে অল্প অল্প রক্তের চিহ্ন, ঘাসের মত সবুজ ভেদ, হুপিং কাশি, কাশতে কাশতে বমি, (আমাশয় মিশ্রিত মল)। নাভি-প্রদেশে বেদনা। বমি ও অবিরত বমনেচ্ছা (বমন সত্ত্বেও বমনেচ্ছা বর্তমান) এর প্রয়োগ লক্ষণ।

৮। **ওপিয়াম** —রোগী, বেদনা মোটেই অনুভব করতে পারে না। ঘুম পায়, কিন্তু ঘুমোতে পারে না। মুখ দিয়ে বিষ্টা বমন, ঘাম সত্ত্বেও গা খুব গরম। ঘোর অচৈতন্য অথচ খুব নাক ডাকে। চক্ষু তারা প্রসারিত। মস্তিষ্কের অবসন্নতা। গলা ঘড় ঘড় করে শ্বাস-প্রশ্বাসে। নিস্তেজ ভাব। চক্ষুতারা আকুঞ্চিত। গভীর নিদ্রা। তার সঙ্গে অর্ধেক মেলা চক্ষু। নিদ্রাকালে বিছানার চাদর খোঁটে। তন্দ্রাভাব ওপিয়াম প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

৯। **ক্যালকেরিয়া কার্ব** —থলথলে চেহারা বা কোমলাস্থি ব্যক্তি। ঠাণ্ডা লাগলে সহজেই পীড়ার সৃষ্টি হয়। নৈশ ঘর্ম। পা খুব ঠান্ডা এবং সহজেই শীতবোধ। শিশুর ব্রহ্মতালু যথা সময়ে পূরে না ওঠা। যথা সময়ে হাঁটতে না পারা বা দাঁত না ওঠা। চক্ষু প্রদাহ। গ্রন্থি স্ফীতি। অত্যধিক ঋতু ও তার সঙ্গে হাঁটু হতে পায়ের তলা পর্যন্ত বরফের মত শীতল ও আর্দ্র। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বে ঋতু প্রকাশ। দুগ্ধবৎ শ্বেত প্রদর। সঙ্গমকালে শীঘ্র শীঘ্র রেতঃ স্খলন এবং তার সঙ্গে দুর্বলতা। রাত্রিতে মস্তকে ঘর্ম। পূর্ণিমার কাছাকাছি বা সময়ে রোগের বৃদ্ধি। শীতল বাতাসে ও ব্যথিত পার্শ্বে শয়ন করলে রোগের উপশম। সবুজ বা কাল রঙের জ্বালাযুক্ত ভেদ, মধ্যে মধ্যে বমি। অতিসার বা সকল প্রকার পুরাতন পীড়ায় একদিন অন্তর রোগের বৃদ্ধি। এই ঔষধের পর সালফার প্রযোগ নিষিদ্ধ।

১০। **কার্বো ভেজিটেবিলিস** —প্রখর রৌদ্রে বা আগুনের তাতে কাজ করা জনিত অসুখ। হিমাঙ্গ অবস্থায় জীবনী শক্তি প্রায় নিঃশোষিত—দেহ বরফের মত শীতল ও নীলবর্ণ এবং রোগী নিয়ত বাতাস করতে বলে। যে কোন পীড়ার অন্তিম দশায় যখন প্রচুর শীতল ঘর্ম, জিহ্বা শীতল, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণে। উদ্গার, বুক-জ্বালা। পেট সেঁটে ধরা। পেট ফাঁপা সঙ্গে বায়ু নিঃসরণ (ঊর্দ্ধদিকে) বা ঢেঁকুর। সান্নিপাতিক জ্বর হয়। অর্শ, উদরাময়, দাঁতের ব্যথা, দাঁতের মাড়িতে ঘা, মাড়ী থেকে সহজে রক্তনিঃসরণ। পচা দুর্গন্ধ ক্ষত, স্বরভঙ্গ, অজীর্ণ, মুমূর্ষ অবস্থায় পদতল

থেকে উরুদেশ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়। রোগীর ক্রমশঃ বাতাস পেতে ইচ্ছা এটা কার্বো-ভেজের লক্ষণ।

১১। **ক্যামোমিলা** —খিটখিটে স্বভাব, অসহনীয় বেদনা (ব্যথা, বাধক বেদনা, প্রসব বেদনা, দন্তশূল) প্রভৃতি উপসর্গে রোগী ঘুমোতে পারে না বা কেঁদে অস্থির হয়। অসহ্য বেদনা ও মাঝে মাঝে বেদনাক্রান্ত অঙ্গটির অসারতা বা ঝিঁ ঝিঁ ধরা। রাত্রিকালে পদতল যেন জ্বলতে পুড়তে থাকে। নিদ্রাবস্থায় কাশি। শিশুর দন্তোদগমকালীন রোগ সব (যথা, পীত বা সবুজ বর্ণের উদবাময়, তড়কা, জলের সঙ্গে সঙ্গে—ছ্যাকরা ছ্যাকরা মল, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ সবুজ বা হরিদ্রাভ আম-সংযুক্ত ভেদ)। দন্তোদগমকালে অত্যন্ত কষ্ট, পেটে বেদনা, দন্ত ওঠবার সময়ে শিশুর একদিকের গাল গরম ও অপরদিকে শীতল এবং যন্ত্রণাদায়ক অস্থিরতা। শিশু সর্বদা খিট খিটে ও সামান্য কারণেই রেগে ওঠা, কোলে করে বেড়ালে ভাল হয়।

১২। **চায়না** —শরীর থেকে অতিরিক্ত রস, রক্ত, শুক্রাদি নিঃসরণ হয়। পুঁজস্রাব বা দুগ্ধক্ষরণের জন্য চায়না প্রয়োগে দুর্বলতা দূর এবং রোগী নিরাময় হয়। নির্দিষ্ট সময়ে (যথা—ঠিক একদিন অন্তর) কোন রোগের প্রকোপ। যে কোনও জায়গা থেকে রক্তস্রাব প্রবণতা আছে। কালো রং-এর চাপ চাপ রক্তস্রাব এবং তার সঙ্গে মূর্চ্ছা। দৃষ্টিহীনতা ও তার সঙ্গে কান ভোঁ ভোঁ করে। রক্ত স্বল্পতা, রক্তে জলের ভাব বেশি। পেট ফাঁপ, উদর যেন বায়ুপূর্ণ হয়েছে অনুভব করে। (উপর পেট ফাঁপা কার্বো ভেজ, তলপেট ফাঁপা লাইকো) দিতে হবে। উদ্গারে, বায়ু নিঃসরণেও উপশম হয় না।

(উদ্গারে উপশম বোধ—কার্বোভেজ)—বেদনাহীন উদরাময় (হলদে, মেটেবর্ণের জলের মত ভেদ)। ফল খেয়ে উদরাময় হয়। স্পর্শ অসহিষ্ণু (এমনকি গায়ে বায়ুর সংস্পর্শেও রোগী থাকতে পারে না) ম্যালেরিয়াতে অবিরাম জ্বর (যে জ্বরে শীত, গরম, ঘাম—এই তিনটি অবস্থা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়)। জ্বর অগ্রগামী, প্রতিদিন আগের দিনের দুঘণ্টা আগে আক্রমণ হয়। রাতে জ্বর হয় না।

১৩। **থুজা** —হ্যানিমানের মতে থুজা একটি প্রমেহ বিষ দোষক-দোষঘ্ন (Anti-sycotic) মষাংকুর (vegetation) যথা—শ্লেষ্মা-গুটি বস্তু বিশিষ্ট অর্বুদ (যাহা জরায়ু, কণ্ঠ, নাসারন্ধ্র, কর্ণ বা সরলান্ত্রে জন্মে)। আঁচিল, প্রদাহ জনিত উপমাংস প্রভৃতি লক্ষণে থুজা ভাল ঔষধ। অবরুদ্ধ প্রমেহ হয়। মূত্রমার্গ, প্রদাহ, গাঢ় স্রাব, মূত্রত্যাগের পর বেদনা ও প্রস্রাবের ধারা দ্বিধা বিভক্ত হয়। কর্ণ বা নাসিকা থেকে ঘন সবুজ বর্ণ শ্লেষ্মা নির্গমন হয়। দাঁত উঠবামাত্র দন্তমূলের ক্ষয় হয়। কিন্তু অগ্রভাগ অক্ষত থাকে (মেজি অগ্রভাগের ক্ষয়—ষ্ট্যাফি)।

বস্ত্রাচ্ছাদিত অঙ্গে উদ্ভেদ বা অনাচ্ছাদিত অঙ্গে ঘাম (বিপরীত সাইলি)। টিকা দেবার পর বা বসন্ত রোগ আরোগ্য হবার পর শরীর ভালভাবে না শোধরালে বা প্রমেহস্রাব অবরোধ জনিত উপসর্গাদিতে এ বিশেষ কার্যকরী। বহিংহোসেন বা

অন্যান্য কারও কারও মতে থুজা বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট আরোগ্যকারী ও প্রতিষেধক ঔষধ। উদর মধ্যে একটি জীবিত প্রাণী নড়ছে অনুভব, থুজার একটি বিশেষ লক্ষণ।

১৪। **নাক্স-ভমিকা** —শীর্ণ মলিন দেহ হয়। খিটখিটে মেজাজ হয়। সহজেই বিরক্ত হয় ও সর্বদা ঝগড়া করে। হিংসুটে, পিত্তপ্রধান ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ এবং সব সময় কোনও না কোন উদর পীড়া—এরকম হলে এটা মন্ত্রশক্তির মতো কাজ করে। স্পর্শকাতরতা—শব্দ, আলো ও গন্ধ মোটেই সহ্য করতে পারে না। খেঁচুনি বা তড়কা হয়। প্রবল জ্বরাবস্থাতেও শীত বোধ করে মাদক, উত্তেজক, তিক্ত বা গরম ঔষধ সেবন জনিত উপসর্গ। বার বার মলত্যাগের চেষ্টা কিন্তু অল্প অল্প মলত্যাগ হয়, খোলসা হয় না। নিদ্রাভঙ্গের পর ক্লান্তিবোধ আসে। আহারের দু-এক ঘণ্টা পর তল পেটে ব্যথা হয়। বমি বা বমিভাব হয়। মলত্যাগের পরই বেদনা সাময়িক কমে (বিশেষতঃ রক্ত আমাশয় রোগে)। অর্শ সঙ্গে চুলকানি, অন্ধবলী, সর্দি, দিনের বেলা তরল, রাত্রিতে শুষ্ক হয়। প্রাতঃকালে রোগের বৃদ্ধি হয়। গলায় যেন কিছু আটকে থাকে মনে হয়। কোষ্ঠকাঠিন্যের সঙ্গে মলত্যাগের চেষ্টা। শুষ্ক কাশি ও সর্দি। কখনো উদরাময় বা কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। শূলবেদনা, পেটফাঁপা, বুকজ্বালা, মাথাধরা ও তার সঙ্গে মাথাঘোরা প্রভৃতি হয়। কেউ কেউ বলেন সূর্য্যাস্তকালে বা নিদ্রার আগে নাক্স প্রয়োগ করলে উপকার হয়।

১৫। **নেট্রাম-মিউর** —পরবর্তী বায়োকেমিক ঔষধাবলী দ্রষ্টব্য।

১৬। **পালসেটিলা** —গুরুপাক দ্রব্য পান-ভোজন জনিত অজীর্ণতা হয়। জিহ্বা লেপাবৃত বা পীতবর্ণ হয়। পিত্ত ও শ্লেষ্মা বমি হয়। অম্ল, বুকজ্বালা, সাদা আমযুক্ত উদরাময় হয়। হাম, হামের পর বধিরতা, পানি বসন্ত প্রভৃতি হয়। কর্ণে বেদনা, কর্ণ থেকে পুঁজস্রাব, বাত—সন্ধিবাত হয়। জ্বর বিরাম বা স্বল্প-বিরাম জ্বর হয়। মাথায় ঠাণ্ডা লেগে নাক দিয়ে শ্লেষ্মা স্রাব পড়ে। চোখের পাতা জুড়েয়ে যায়। অনিয়মিত ঋতু; ঋতুর রক্ত চাপ চাপ ও কালো বেদনাযুক্ত ঋতু হয়। শ্বেতপ্রদর, অণ্ডকোষ প্রদাহ, ঋতু অবরোধ, প্রমেহ রোগের উপসর্গের, সবসময় পরিবর্তনশীল—এই হাসি, এই কান্না, ভেদের প্রকৃতি ও বর্ণ প্রতিবারই বিভিন্ন হয়। ক্রমাগত স্থান পরিবর্তনশীল বেদনা হয়। বেদনার সঙ্গে শীত শীত ভাব ও মুখ শুষ্ক, অথচ তৃষ্ণা নেই। প্রসবকালে পালসেটিলা সেবনে শীঘ্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা। ভ্রূণ দেহে স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকলে ও মাথা ঘুরে সামনের দিকে আসে ও সুপ্রসব হয়। সহজে ক্রন্দনশীল বা ধীর স্বভাব লোকের (স্ত্রীলোকের) পক্ষে এটা সাময়িক উপযোগী।

১৭। **ফস্ফোরাস** – লম্বা ছিপছিপে চেহারা ও ফর্সা চেহারার বৃদ্ধিমান ব্যক্তিদের পীড়ায় ফসফরাস বিশেষ ফলপ্রদ।

বৃদ্ধের চেয়ে শিশু, যুবকদের পীড়াতেই এই ঔষধটি বেশি ব্যবহৃত হয়। ফসফরাসের যুবক ঢ্যাঙা চেহারা বিশিষ্ট এবং সামনের দিকে ঝুঁকে চলে।

রক্তস্রাবী ধাতু, সামান্য আঘাতেই শরীর থেকে প্রচুর রক্তস্রাব হয়। মুখ, পাকস্থলী, গুহ্যদ্বার প্রভৃতি অঙ্গে দারুণ জ্বালা বোধ হয়। মেরুদণ্ডের ও পৃষ্ট ফলকাস্থির মধ্যবর্তী স্থানে জ্বালা। সকাল থেকে রাত্রির দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কাশির বৃদ্ধি। প্রচুর ভেদ—ভেদে সাগুদানার মতো ছোট ছোট পদার্থ ভাসমান ও মলদ্বার ফাঁক হয়ে থাকে। ঠাণ্ডা জল খেতে প্রবল ইচ্ছা করে কিন্তু পাকাশয়ের কাছে গিয়ে উষ্ণ হওয়া মাত্রই বমি হয়। কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা ও রক্ত নিঃসরণ। স্বরভঙ্গ, স্বরলোপ হয়। যক্ষ্মা, ধ্বজভঙ্গ, শীঘ্র শীঘ্র ঋতুস্রাব হয়। দাঁতের গোড়া শিথিল এবং ওটা থেকে সহজেই রক্ত নিঃসরণ হয়। বুকের কোন ফোঁড়া অস্ত্র করবার পর যদি নালী ঘা হয়, তা হলে এই ঔষধ উপকারী।

১৮। ফেরামমেট —রক্ত স্বল্পতা, সর্বাঙ্গীণ দুর্বলতাজনিত মাথাধরা। মূত্রস্থলীর ও মূত্রনালীর প্রদাহ হয়। কখনও রাক্ষুসে ক্ষুধা আবার কখনও ক্ষুধার সম্পূর্ণ অভাব হয়। শারীরিক কোনও যন্ত্র থেকে রক্তস্রাব হয়। মুখ-মণ্ডল লালবর্ণ (বিশেষতঃ কম্পাবস্থায়) বেদনাহীন অজীর্ণ ভেদ হয়। ম্যালেরিয়া সমস্ত দিনের ভুক্তদ্রব্য রাত্রিকালে বমি বা উদ্গার। মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে, বুক ধড়ফড়ানি করে। রক্ত বমন, হাঁপানি প্রভৃতি পীড়ার রোগী ধীরে ধীরে বেড়ালে উপশম বোধ করে। পুরাতন উদরাময়, পক্ষাঘাত, অতিরজঃ এবং চা বা কুইনিন ব্যবহার জনিত পীড়া কোমলাঙ্গী স্ত্রী লোক এবং স্নায়ু ও ঋতুস্রাব ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তিদের পক্ষে এই ঔষধ উপযোগী।

১৯। বেলেডোনা —থল থলে চেহারা ও উজ্জ্বল রক্তাভ মুখমণ্ডল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পীড়ায় এই ঔষধটি ব্যবহৃত হয়। বেলেডোনা রোগীর সহজেই ঠাণ্ডা লাগে। চটপটে, তাড়াহুড়ো করে কাজ করে। সব রোগেই বেলেডোনা রোগীর কাজকর্ম প্রদীপ্ত। তরুণ রোগের প্রবল আক্রমণে বেলেডোনা রোগী ভূত-প্রেতাদি এবং ভল্লুকাদি বন্য জন্তু দেখে এবং ভয় পেয়ে বিছানা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রলাপে হাতের কাছের জিনিষপত্র ভাঙ্গতে চায়। কামড়াতে চায় ও গালমন্দ করতে থাকে। প্রচণ্ড হাসে বা দাঁত কড়মড় করে। সামান্য কারণে সে এত উত্তেজিত হয় যে, তাকে থামানো প্রচণ্ড কষ্টকর হয়। (প্রলাপে অবিরত হাসা, কাঁদা বা গান করা লক্ষণে—স্ট্র্যামো)। শরীরের কোনও স্থান উত্তপ্ত, স্ফীত, লালবর্ণ, দপদপে জ্বালাকর বেদনাযুক্ত হয়। স্থানিক রক্ত সঞ্চয় ও প্রদাহ হয়। (পূঁজোৎপত্তির পূর্বে অর্থাৎ ফোঁড়া ও ব্রণের প্রথম অবস্থায়)। যে কোনও রোগে বেদনা সহসা আরম্ভ ও সহসা উপশম বেলেডোনার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ।

২০। ব্রাইয়োনিয়া —বাত ও পিত্ত প্রধান-ধাতু-বিশিষ্ট ব্যক্তির পীড়ার এই ঔষধটি বিশেষভাবে কার্য্যকরী। সর্বাঙ্গীণ শুষ্কতাই এর লক্ষণ। মুখ ও পাকাশয়ের শুষ্কতা জনিত পিপাসা, অন্ত্রের শুষ্কতা জনিত কোষ্ঠ-কাঠিন্য, গাত্র চর্মের শুষ্কতা জনিত ঘাম ভাব হয়। শুষ্ক কাশি, ফুসফুস বেষ্টের শুষ্কতা জনিত কাশি ও

প্রুরিসি। (কেলিকার্ব), মূত্র কালচে বা ধূসর ও অল্প, ঔষধটিতে বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। ওষ্ঠ, মুখ বা পাকস্থলী শুষ্ক—তাই রোগী অনেকক্ষণ অন্তর বেশি জল খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করে। প্রবল গ্রীষ্ম বা বর্ষাকালে, শুকনো ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়ে রোগ। ঋতুকালে ঋতুস্রাবের পরিবর্তে নাক দিয়ে রক্তস্রাব। স্তন কঠিন হয়, উত্তপ্ত ও বেদনাযুক্ত হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য কিন্তু মল প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব। মল দেখতে শুষ্ক, কঠিন, দগ্ধ ঝামা ইঁটের মত। শুকনো কাশি হয়। সন্ধিবাত (বিশেষতঃ যখন নড়াতে কষ্টবোধ হয়) ও কটিবাত, বাতজ্বর। সূচবেধার বা কেটে যাওয়ার মত বেদনা এবং নড়লে-চড়লে রোগের বৃদ্ধি। স্থিরভাবে থাকলে উপশম হয় ব্রাইয়োনিয়া প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। যে কোন পীড়া হোক না কেন প্রলাপে দৈনন্দিন কাজের কথা বললে বা বাড়ীতে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলে ব্রাইয়োনিয়া প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয়।

২১। **ভেরেট্রাম অ্যালবাম**—যে কোনও পীড়া হোক না কেন শরীর শীর্ণ ও বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়। মলিন ও ফ্যাকাশে চেহারা আর চোখমুখ শুকনো, মৃত্যু আসন্ন এরূপ অবস্থায় ভেরেট্রামকে স্মরণ করা কর্তব্য ' হাইড্রো অ্যাসিড, কার্বো-ভেজ ক্যাম্ফার)। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া, কলেরা, আমাশয়, নিউমোনিয়া, প্রভৃতি তরুণ পীড়ায় উল্লিখিত লক্ষণগুলি থাকলে ভেরেট্রাম দ্বারা সুন্দর ফল পাওয়া যায় ওলাওঠা, চালধোয়া জলের মতো প্রচুর পরিমাণে ভেদ ও বমি, সর্বাঙ্গীণ শীতলতা, আক্ষেপ, শূল, দুর্বলদের শীতল ঘাম, স্নায়ুশক্তির অবসন্নতা, প্রলাপ, কাঠ বমি বা বমির সঙ্গে কপালে ঠাণ্ডা ঘাম—এর নির্দেশক লক্ষণ। উন্মাদরোগ ও তার সঙ্গে দ্রব্যাদি ছিঁড়ে বা কেটে ফেলার ইচ্ছা, নিস্তব্ধ ভাব। প্রচুর স্রাব, মল, মূত্র, বমন, লালা, ঘর্মাদি প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়।

২২। **মার্কিউরিয়াস-ভাইভাস ও সলিউবিলিস** ডাক্তার ন্যাস বলেন ফোড়া পাকাতে হলে মার্কিউরিয়াস নিম্নক্রম এবং এটা বসাতে হলে উচ্চক্রম প্রয়োগ করা উচিত। মার্কিউরিয়াস রোগীর প্রায়ই দাঁতের মাড়ি ফোলে ও ছিদ্রযুক্ত হয় এবং তা থেকে রক্ত পড়ে। জিহ্বা ফুলে ও ঝুলে পড়ে এবং জিহ্বাতে দাঁতের ছাপ দৃষ্ট হয়। জিহ্বা সরস, মুখে দুর্গন্ধ, লালাপূর্ণ অথচ প্রবল তৃষ্ণা থাকে, প্রচুর লালাস্রাব। দিবারাত্রি ঘাম কিন্তু তাতে উপশম হয় না। গলার ভিতরে ঘা। লালা নিঃসরণ হয়। লালার ধাতবস্বাদ। মুখের ভিতরে ঘাম, দন্তবেদনা, কর্ণ থেকে পুঁজ নিঃসরণ এবং চোখ ওঠা প্রভৃতিতেও মার্কিউরিয়াস উৎকৃষ্ট ঔষধ। যকৃতের প্রদাহ ডানদিকে শুলে বেদনার বৃদ্ধি। যকৃৎ শক্ত, স্ফীত ও বেদনা যুক্ত। গর্মির ঘা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশমান। উপদংশ, বাত, বাগী, উপদংশের বাগী এবং যে সমস্ত ক্ষতে সহজে পুঁজ সঞ্চার হয় না। আমের সঙ্গে রক্তবমি, কোঁথ পাড়া (বিশেষতঃ মলত্যাগকালে) লক্ষণে এর নিম্নশক্তি কার্যকরী। রাত্রিতে বিছানায় পীড়ার বৃদ্ধি মার্কিউরিয়াস প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ।

২৩। **রাসটক্স** —জিহ্বা লেপাবৃত ফাটাফাটা এবং জিহ্বার অগ্রভাগে ত্রিকোণাকার, লালবর্ণে চিহ্নিত।

আন্ত্রিক জ্বরের মত উপসর্গ হয়। মৃদু প্রলাপ হয়। মোটর পেশীর বাত। কটিদেশে স্নায়ুশূল (বাঁ ভাগে)। বাঁ বাহুর বেদনা হয়। হৃদ রোগে গিলবার সময় স্কন্ধ দেশে বেদনা হয়। জ্বরের শীতাবস্থায় কষ্টকর শুকনো কাশি হয়। বাত বিশেষতঃ পুরাতন বাত। কটিবাত, বাতের পক্ষাঘাত। ফোস্কাযুক্ত বিসর্প, পানি বসন্ত; সমস্ত শরীরে হামের মতো লাল বর্ণ পীড়কা। অতিসার সম্বলিত সান্নিপাতিক জ্বর। চর্মরোগ (অসহ্য জ্বালা বা চুলকানি) এবং কাউর। নড়াচড়ায় পীড়ার উপশম বোধ এবং শান্ত থাকলে বৃদ্ধি (বিপরীত—ব্রাইয়ো) রাসটক্সের প্রধান লক্ষণ।

২৪। **লাইকোপোডিয়াম** —বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় সুচতুর কিন্তু দুর্বল, অবসন্ন মন, দুর্বল স্মৃতিশক্তি বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সহজেই যাদের ক্রোধ জন্মে তাদের স্মরণ করা কর্তব্য। নিউমোনিয়া (দ্বিতীয় অবস্থায় ইষ্টক চূর্ণের রং বিশিষ্ট শ্লেষ্মা নির্গমন ও নাকের পাটা দুটি অবিরত ওঠানামা করতে থাকলে)। অন্ত্র বৃদ্ধি, ফোঁড়া, যে কোনও পীড়া দক্ষিণ অঙ্গে আরম্ভ হয়ে বাম দিকে প্রসারণ, পেট ফাঁপার সঙ্গে অধোদিকে বায়ু নিঃসরণ, নিম্নপেটে বায়ু সঞ্চয় (উর্দ্ধোদরে কার্বো—সমস্ত পেটে সিঙ্কো)। অপরাহ্ণ চারটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত রোগের প্রকোপ। এক পা ঠাণ্ডা অন্য পা গরম। ক্ষুধা, কিন্তু অল্প আহারেই ক্ষুধার নিবৃত্তি বা পেটে ভারবোধ। ঘামের পরই তৃষ্ণা এই কটি লাইকোর বিশেষ লক্ষণ। ডিপথিরিয়া রোগের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী প্রথমে ডানদিকে আরম্ভ হয়ে পড়ে বাঁদিকে প্রসারণ করে। (বিপরীত—ল্যাকেসিস, ল্যাক ক্যান)। বৃদ্ধদিগের রতি শক্তির দৌর্বল্যতা এবং যুবকদের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা বা হস্ত মৈথুনকারীদের ধ্বজভঙ্গের পীড়ায় লাইকো বিশেষ ফলপ্রদ।

২৫। **ল্যাকেসিস** —পীড়ার ফলে জীর্ণশীর্ণ চেহারা, খিটখিটে মেজাজ, সহজেই ক্রোধের উদ্রেক ও জটিল প্রকৃতির বা বাচাল রোগীদের পক্ষে একটি বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ। অবসন্নতা, নিদ্রাভঙ্গের পর যে কোন রোগের বৃদ্ধি। বাম অঙ্গে পীড়া, বাঁ অঙ্গে পীড়া আরম্ভ হয়ে দক্ষিণ অঙ্গে প্রসারণ (ল্যাক-ক্যা—বিপরীত লাইকো)। ডিপথিরিয়া ও টনসিলের রোগ, শরীর যেন সেঁটে ধরে বা কষে ধরে, রক্তচক্ষু, দুর্বলের মতো জিহ্বা বা অন্য কোনও অঙ্গে কম্পন। গলায় বেদনা হয়। গলায় কাপড় রাখতে বা জামার বোতাম আটকাতে পারে না, (শ্বাস রোধ হয়ে যাবে বলে মনে হয়)। কান ব্যথা হয়। গায়ের অস্থি থেকে কান পর্যন্ত ছিঁড়ে যাওয়ার মতো বেদনা হয়। পিপাসা নেই, অথচ গলা শুকনো। পঁচা দুর্গন্ধযুক্ত ভেদ অসাড়ের মতো নির্গমন। গ্রীষ্মকালে উদরাময়। চর্মের নীলাভ বা চর্মে বেগুনী আভা বিশিষ্ট দূষিত ক্ষত। রক্তস্রাব প্রবণতা, সামান্য ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তস্রাব, রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না। দূষিত ক্ষত, ক্ষতে দারুণ বেদনা। কর্কট ক্ষত, প্রথমে বাঁ দিকে আক্রমণ করে ক্রমে দক্ষিণ দিকে

প্রসারিত হয়। আক্রান্ত স্থান কালো—নীলাভ অথবা বেগুনী রং। গরম পানীয় গলাধঃকরণে অধিক কষ্ট। দারুণ অবসাদ ভাব। জরায়ু থেকে অল্প রক্তস্রাব (রক্ত হয় কালো রং এর) ঋতুর সময়ে প্রসবের মতো বেদনা। স্ত্রী লোকদের রজো নিবৃত্তি কালের রোগ। প্লেগ রোগ।

২৬। **সাল্‌ফার** —সাল্‌ফার রোগী খুব অপরিষ্কার থাকে। তার পরিচ্ছন্নতাজ্ঞান মোটেই নেই (খুব পরিচ্ছন্নতা—আর্স), গায়ে চুলকানি ও একজিমাদি চর্মরোগ থাকে। সামনের দিকে কুঁজো হয়ে হাঁটে, দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারে না।' দাঁড়ালেই কষ্ট হয়। সাল্‌ফার শিশু স্নান করতে চায় না। রোগী খুব তাড়াতাড়ি কাজকর্ম করে। দেরী করতে ভালোবাসে না। হাত-পা, মাথার তালু সব সময় জ্বালা করে। নিদ্রাকালে জ্বালা উপশমের জন্য—পা দুটি বিছানার থেকে বাইরে রাখে। যে কোনও চর্মরোগ বা পুরাতন পীড়ায় এটা উপকারী। চুলকানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ, কফ বা বাত, স্ফোটক, আঙ্গুলহাড়া। ছোট ক্রিমি, আমের সঙ্গে মল। অম্বল গন্ধযুক্ত উদরাময়। প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর প্রচুর মলত্যাগ (অ্যালোস, সোরিনাম)। মলের গন্ধ যেন রোগীর সঙ্গে সঙ্গে যায়, মনে হয় রোগী জামা-কাপড় পরে মলত্যাগ করছে। মাথার ভেতর যেন গরম জল ফুটছে এরকম মনে হয়। মূত্র ত্যাগ কালে সর্বাঙ্গে জ্বালা হয়। স্নান বা গা ধুবার পর বিছানার গরমে দু-প্রহর রাত্রির পর রোগের বৃদ্ধি ঔষধ প্রয়োগের প্রধান লক্ষণ। সাল্‌ফার খাওয়ার আগে ক্যাল্‌কে কার্ব খাওয়া নিষিদ্ধ।

২৭। **সাইলিসিয়া** —পরবর্তী বায়োকেমিক ঔষধগুলি দ্রষ্টব্য।

২৮। **সিকেলিকর** —ক্ষীণ, মলিন চেহারা ও খিটখিটে মেজাজ লোকেদের পীড়ায়, বিশেষতঃ স্ত্রী লোকদের পীড়ায় এই ঔষধটি কার্য্যকরী। রক্তস্রাব-প্রবণ ধাতুতে এই ঔষধটি বিশেষ ফলপ্রদ। স্ত্রীলোকদের ঋতুস্রাব কালে স্রাব আরম্ভ হয়ে যথা সময়ে ওটা বন্ধ না হলে এবং অবিরত জলের মতো পাৎলা স্রাব হতে থাকলে বা গর্ভস্রাবের পর কম স্রাব হলে সিকেলি বিশেষ ফলপ্রদ। যদি বৃদ্ধ লোকদের ক্যান্সার প্রভৃতি দূষিত ক্ষতাদি শীঘ্র আরোগ্য না হয়ে—পুঁজ রক্তাদির মত স্রাব হতে থাকে এবং শুকনো গ্যাংগ্রিন পীড়া অথবা রক্তার্বুদে নির্বাচিত ঔষধে আরোগ্য না হয়—সেরকম ক্ষেত্রে সিকেলি একটি মহা ঔষধ। ওলা ওঠার আক্ষেপ বা খিলধরা, আঙ্গুলগুলি পশ্চাৎদিকে প্রসারিত থাকে বা বেঁকে যেতে পারে। ওলা ওঠায় গাত্রদাহ—সব সময় বাতাস ভালবাসে, হাত-পা অবশ ও শ্বাসরোধ ভাব। অসাড়ে দুর্গন্ধ সবুজ বর্ণ প্রচুর ভেদ। সর্বাঙ্গীণ ঠাণ্ডা, কিন্তু রোগী শরীরে অসহ্য ব্যথার জন্য ছটফট করে। উত্তাপ প্রয়োগ বা আবরণে জ্বালার উপশম না হয়ে বরং বৃদ্ধি। ঠাণ্ডায় উপশমের জন্য মেঝেতে শুতে চায়। আমাশয় থেকে রক্তস্রাব, অধিক পরিমাণে ও অধিক দিন স্থায়ী ঋতু। গর্ভস্রাবের আশংকা (তৃতীয়, চতুর্থ মাসে গর্ভস্রাবের আশঙ্কায় সিকেলি একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ) (স্যাবাইনা) প্রসব ক্রিয়া শীঘ্র সম্পন্ন করবার জন্য সিকেলি (বিশেষতঃ θ বা নিম্নক্রম)।

প্রসবকালে নিয়মিত রূপে বেদনা উপস্থিত না হলে বা প্রসবদ্বার প্রসারিত হবার পরও অনিয়মিত বেদনার জন্য প্রসব কার্য অগ্রসর না হলে সিকেলি সুন্দর কাজ করে।

২৯। **সিনা বা সাইনা** —শিশুদের পীড়ায় এটা অধিক কার্যকরী। সিনার শিশুর পেটে ক্রিমি থাকে। মেজাজ খিটখিটে হয়। চোখের কোণে কাল দাগ পড়ে, এটা ওটা চায় কিন্তু কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। সব সময় কোলে উঠতে চায় বা বেড়াতে চায়। সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করে। সারাদিন কেবল খেতে চায়। মিষ্টি খাবার প্রবল আগ্রহ। সব সময় নাক খোঁটে (ক্রিমি থাকুক বা না থাকুক) খিটখিটে স্বভাব শিশু সব সময় ঢোঁক গেলে, যেন কিছু গলায় ঠেলে উঠছে, সহসা পুনঃ পুনঃ জ্বর, অনিদ্রা হয়। ঘুংড়ি কাশি হয়। খেঁচুনি বা তড়কা—দাঁত কিড়মিড় করে। অঘোর অবস্থা (ক্রিমি জনিত); অন্ত্রে ক্রিমি, আহারে অরুচি বা দুষ্ট ক্ষুধা। নিদ্রা অবস্থায় বিছানায় ছটফট করে। হুপিং কাশি বা প্রবল কাশি। ক্রিমিজনিত উপসর্গ। অবিরাম জ্বর (ক্রিমি থাকুক বা না থাকুক) প্রভৃতি লক্ষণে সিনা প্রযোজ্য।

৩০। **হিপার সালফার** —পুঁজ উৎপাদন এবং সংবর্দ্ধন এর প্রধান কার্য। পুঁজ রক্তাদির মত স্রাব হতে থাকে এবং শুকনো গ্যাংগ্রিন পীড়া অথবা রক্তার্বুদ নির্বাচিত ঔষধে আরোগ্য না হয়, শীতল বায়ু বা সামান্য বেদনা অসহনীয়। সামান্য আঘাত পেলে বা ছিঁড়ে গেলে এতে পুঁজ সঞ্চার হয়। পুঁজ উৎপাদন ও নিবারণে উপযোগী 'বোরি ক প্রভৃতি ডাক্তারগণ বলেন) যে, ফোঁড়া পাকিয়ে ফাটাতে হলে (অর্থাৎ পুঁজোৎ-পাদনার্থ) হিপার নিম্নক্রম (যথা ২x বিচূর্ণ) প্রযোজ্য এবং ফোঁড়া বসাতে হলে (অর্থাৎ পুঁজ উৎপাদন নিবারণার্থ) হিপার উচ্চক্রম (যথা ৩০—২০০ প্রযোজ্য) রক্ত পুঁজবোধ ফুস্কুড়ি। পুঁজ যুক্ত ক্ষত। পচা ক্ষত। চারধার লালবর্ণ, শুকনো শীতল বায়ু লেগে ঘড়ঘড়ে কাশি, ঘুংড়ি বা হাঁপানি, গলমধ্যে যেন মাছের কাঁটা আটকান রয়েছে বোধ (এটা গলক্ষতে পুঁজ জন্মাবার পূর্ব লক্ষণ) দপদপে বা খোঁচানো বেদনা। শীতবোধ, অহর্নিশি ঘাম। পেশীর দুর্বলতার জন্য কষ্টে মলত্যাগ ও ধীরে ধীরে মূত্রত্যাগ। পারদ অপব্যবহার জনিত উপসর্গাদি। সোরা ও উপদংশ ধাতু। স্বরভঙ্গ। শ্বাসকষ্ট (বিশেষতঃ ঘুংড়ি কাশির প্রথম অবস্থায়)। স্ফোটক। আঙ্গুলহাড়া। মাথার শক্ত ফুস্কুড়ি। পুরাতন কাশি, পুরাতন অগ্নিমান্দ্য। অর্শ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য। কর্ণ হতে পুঁজ নিঃসরণ। উপদংশ জনিত ক্ষত ও দুর্গন্ধ পুঁজ-নিঃসরণ, গণ্ডমালা ধাতু। পারদ অপব্যবহার জনিত রোগ এবং পশ্চিমে বাতাসে রোগের বৃদ্ধি লক্ষণে উপযোগী। যকৃৎ দোষেও এটা সুফলপ্রদ হয়।

৩১। **হ্যামামেলিস** —শরীরের কোন শিরা হতে কৃষ্ণবর্ণ (Passive) রক্তস্রাব হ্যামামেলিস প্রয়োগের নির্দেশক লক্ষণ। রক্তস্রাবী—অর্শ। মলদ্বারে ও কোমরে, অত্যধিক বেদনা। ভারী বোধ ও জ্বালা। আভ্যন্তরিক যন্ত্র (যথা চক্ষু, কর্ণ, নাক ফুসফুস, জরায়ু, মলদ্বার প্রভৃতি) হতে কাল কাল চাপ চাপ রক্তস্রাব। স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের

শিরা-স্ফীতি, জরায়ু হতে প্রচুর পরিমাণে কাল রক্তস্রাব। এই ঔষধের আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার প্রয়োগই প্রচলিত।

বায়োকেমিক ঔষধাবলী

বায়োকেমিক নিদান তন্ত্রের উদ্ভাবক ডাক্তাররা বলেন যে রক্তের (শ্বেতাংশ বা অন্ডলালা (Albumen), মেদ, শর্করা, জল, অম্ল, ক্ষারাদি পদার্থগুলি (Inorganic Salts—অজৈব লবণ) জীব, জন্তু ও শোণিতের প্রধান উপাদান। নিম্ন বর্ণিত ক্যাল্কেরিয়া-ফ্লুয়োরিকা থেকে সাইলিসিয়া পর্যন্ত এই দ্বাদশটি লবণ (Salt) দ্বারা জীব দেহের সব তন্তু (Tisue) ও অনুকোষ (Cells) গঠিত। (কিন্তু জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে জীবদেহে ক্যাল্কেরিয়া সালফিউরিকা নেই। ডাক্তার বলেন, দেহে এই সব অজৈব লবণের কোনটির অভাব হলে তন্তু ক্ষয় পেয়ে পীড়া জন্মে ঃ এবং তাঁর অভিমত এই যে, সেই ঘাটতি লবণ তার সঙ্গে অজৈব লবণ দ্বারা এই সব অজৈব লবণের কোনটির অভাব হলে পূরণ করা হয়। সেই হেতু দ্বাদশাদি বা (একাদশটি) লবণের নাম তন্তুজায় তন্তু (Tissue Remedies)। তাঁর এই উক্তি কতদূর—প্রামাণিক সেটির বিচার এখানে—অপ্রাসঙ্গিক। তবে উল্লিখিত ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথিক মতে সুস্থদেহে পরীক্ষিত (Proved) হয়ে এটা রুগ্ন দেহে বার বার ফলপ্রদ করায় বারোটি ঔষধের প্রধান লক্ষণগুলি নিচে আলোচনা করা হলো।

বায়োকেমিক ঔষধের ক্রম হোমিওপ্যাথিক ফার্মাকোপিয়া মতেই প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। ডাক্তার বলেন কিন্তু হোমিওপ্যাথিগণ সব ক্রমই অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করে থাকেন।

১। **ক্যালকেরিয়া ফ্লুয়োরিকা** —১২x, ২00x—অস্থিতে অর্বুদ, কঠিন আব, অস্থি সংযোগস্থলের বিবৃদ্ধি। গ্রন্থির স্ফীতি ও কাঠিন্য, চোখে ছানি, স্নায়ু-স্ফীতি হয়। ভগন্দর পীড়ায় শোষ। অন্ত্র বৃদ্ধি, অর্শ জরায়ু থেকে স্রাব হয়। কানে শক্ত খোল। হাত ফাটা, আলগা, অসমান ব্যথাযুক্ত দাঁত। শিশুর বিলম্বে দন্তোদ্গম। কাশি ও তার সঙ্গে হলদে চাপ গয়ার নিঃসরণ। শারীরিক যন্ত্রের (বিশেষতঃ জরায়ুর) স্থানচ্যুতি—হৃৎপিন্ড ও কোষ এবং শিরার বৃদ্ধি। স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠনালী শুষ্কবোধ।

বিশ্রামকালে ও আর্দ্র ঋতুতে পীড়ার বৃদ্ধি এবং উষ্ণতা প্রয়োগে পীড়ার উপশম এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

২। **ক্যাল্কেরিয়া ফস্ফোরিকা** —২x, ২00x—গন্ডলালা ক্ষরণ, রক্ত স্বল্পতা। আহারে সত্ত্বেও শিশুর দৈহিক পুষ্টির অভাব। অজীর্ণতা, শরীর শুকিয়ে যায়। দেহের কোনও অস্থি ভেঙ্গে গেলে তা ভালোমতো জোড়া লাগে না। শিশুর ব্রহ্মতালু কোমল বা তার পরিপুষ্টির অভাব। অস্থি ব্যাধি, জানুর সংযোগ স্থলে শ্বেতবর্ণ স্ফীতি হয়। খিলধরা, খেঁচুনি ও অবসন্নতা হয়। হাত-পা ঠান্ডা হয়। বর্ষাকালে বাতের পীড়া হয়। মস্তিষ্কে জল সঞ্চয়। মেরুদন্ড ও গ্রীবা বলহীন। মাথা ধরা

হয়। কপালে প্রচুর ঘাম (স্থূলকায় শিশুর)। ঋতুর পরিবর্তন। আদ্র্তা বা নড়াচড়ায় পীড়ার বৃদ্ধি ও শয়ন করলে পীড়ার উপশম এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

৩। **ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকা** ৩x, ২০০x—স্ফোটক, সর্দি,—সাদাটে হলদে ভাব। কোনও অঙ্গে পুঁজ উৎপত্তির উপক্রম। নেত্রনালী, কর্ণিয়ার ক্ষত কিংবা ক্ষত. পুরাতন আমাশয় বা পুরাতন ক্ষত হতে পাতলা পুঁজস্রাব অথবা তজ্জনিত ঘুসঘুসে জ্বর ভাব। মাড়ীতে ফুস্কুড়ি। যকৃৎ বা মূত্র যন্ত্রের পীড়া। নিউমোনিয়া ওব্রঙ্কাইটিসের তৃতীয় অবস্থা। মাথা ধরা, গা বমি বমি ভাব। স্নায়ুশূল, ব্রঙ্কাইটিসের তৃতীয় অবস্থা। দেহে স্পর্শানুভব শক্তি অধিক। ফল ও অম্ল খেতে ইচ্ছা করে। ফুস্কুড়ি বা ফোঁড়া (বিশেষতঃ মুখে) পুরাতন বাত, চর্মরোগ হয়।

৪। **কেলিমিউরিয়েটিকাম**—৬x, ২০০x—প্রদাহের দ্বিতীয় অবস্থায় এটি সমধিক ফলপ্রদ। এটা প্রধানতঃ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর কার্য্যকরী। শ্বেত বর্ণের শ্লেষ্মা নিঃসরণ। জিহ্বার পেছন দিকে সাদা এবং ধূসর বর্ণের দাগ। পীড়ার পুরাতন অবস্থায় চাপ চাপ সর্দি। কাশি, স্বরভঙ্গ, শুকনো শ্লেষ্মা, গলা, কানের বীচি আওড়ানো। বায়ুনালী সংক্রান্ত পীড়া। গা বমি বমির সঙ্গে শিরঃ পীড়া। কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ করে।

মুখের মধ্যে লালার অভাব, ডিপথিরিয়া (প্রধান ঔষধ)। অজীর্ণতা, মৃগীরোগ. বাত, বাতজনিত অস্থি সংযোগস্থল স্ফীত, শীত স্ফোটক, গা ময় খুস্কি ও মরা মাস। পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncles), কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, পাণ্ডুরোগ, ইউষ্টেচিয়ান টিউবের (বর্ণ পটহ ও গলকোষ মধ্যবর্তী নল) প্রদাহ জনিত বধিরতা, কানে পুঁজ (পুরাতন রোগে) গলক্ষত, পানি বসন্ত, বসন্ত, আরক্ত জ্বর, বিসর্প রোগ, একজিমা. ফুসফুস-প্রদাহ (নিউমোনিয়া) ফুসফুস বেষ্ট-প্রদাহ (প্লুরিসি) শ্বেত-প্রদর, উপদংশ রোগ, প্লেগ, অজীর্ণের জন্য হাঁপানি, শ্বেতসার বিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন জনিত পেটের বেদনা প্রভৃতি। গুরুপাক দ্রব্যাদি ভোজন ও নড়লে চড়লে রোগের বৃদ্ধি এই ঔষধের লক্ষণ।

৫। **কেলি ফস্ফোরিকাম** —৩x, ২০০x—এটা মাংসপেশী, স্নায়ু, মস্তিকে ও রক্তের উপর কার্য্যকরী। মন কোমল ও মানসিক ধৈর্যের অভাব (বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেও শিশুর মত কাঁদতে থাকে) স্নায়বিক অবসন্নতা, স্নায়বিক কম্পন, স্নায়ুরোগ, রক্তদুষ্ট লক্ষণাদি—পচন শীল অবস্থা, সান্নিপাতিক জ্বর, দুষ্টক্ষত, মল ও স্রাব মাত্রই অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। দেহের কোন স্থানে পচনের অবস্থা। গা ময় ফুস্কুড়ি, দুর্গন্ধ সর্দি, নাকের থেকে দুর্দম্য স্রাব নিঃসরণ, উদরাময়, কর্ণ বেদনা, ঘাড়ের আড়ষ্টতা, হাঁপানি, সর্দি-কাশি জনিত গ্রীষ্মকালের জ্বর। চক্ষু রক্তবর্ণ, পক্ষাঘাতের মত অবস্থা, মৃগীরোগ, অধিক পরিমাণে সুরাপান জনিত অবস্থা। পেটে বেদনা, অত্যন্ত দুর্বলতা, (মানসিক বা শারীরিক)। রক্তের বর্ণ কৃষ্ণাভ। নাড়ী দুর্বল—নাড়ীর গতি প্রথমে দ্রুত ও পরে ধীর। স্মৃতি শক্তির হ্রাস—অজীর্ণতা, সূতিকা-জ্বর, কৃষ্ণবর্ণ বসন্ত, রক্তস্রাব,

অত্যধিক রজঃস্রাব। গা ময় খুস্কি, জরায়ু হতে রক্তস্রাব, অণ্ডলালাযুক্ত মূত্র, গন্ধেন-বায়ু, উন্মত্ততা, নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ, আলো বা খোলা জায়গায় যেতে ভয়। শিরোঘূর্ণন। আমাশয় প্রদাহ, পাকাশয় ক্ষত, হুপিং কাশি। বাত আমবাত, পরিশ্রমজনিত হাঁপ বা খিলধরা। শব্দ, ঠাণ্ডা, বাতাস—বেশি শ্রম বা পড়াশুনায় পীড়ার বৃদ্ধি, মৃদু ভ্রমণ, সদালাপ, আহার এবং উষ্ণতায় উপশম এই ঔষধের লক্ষণ।

৬। কেলি সালফিউরিকাম —৬x, ২০০x—শ্লেষ্মাময় হলদে আঠার মত স্রাবে এবং সব রকম প্রদাহ, শ্লেষ্মাদির তৃতীয় অবস্থায় এটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনেক প্রকার চর্ম রোগে এটা উপকারী। ঘড়ঘড়ে শ্লেষ্মা ও সর্দিগর্মি, হাঁপানি। গলা, কান ব্যথা হয়। মাথা ধরা (ঠাণ্ডা বাতাসে উপশম)। খুস্কি। আগুনের আঁচ লাগলে মাথা ঝলসে যায়। গা ময় দাদ ও মরামাস। অক্সিজেনের অভাবের জন্য মাথাঘোরা। শীতবোধ, বস্তশূল প্রভৃতি। আরক্ত জ্বর, হাম, বসন্ত, বিসর্প রোগ, বায়ুনলীভুজ প্রদাহ (Bronchitis) ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি, ফুসফুস প্রদাহ, নিউমোনিয়া, ওলাওঠা, সান্নিপাতিক জ্বর প্রভৃতি রোগের তৃতীয় অবস্থা। ম্যালেরিয়া জ্বর, পাকাশয়ের শ্লেষ্মাজনিত পাণ্ডুরোগ, শূলবেদনা, পাকাশয়ের ভারবোধ, অজীর্ণতা, ঠোঁটের ছাল নির্মোচনে। মুখ-মণ্ডল, জিহ্বা, মুখ গহ্বর বা যে কোনও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উপর উপত্বক সৃষ্টি।

অর্ধ অঙ্গের পক্ষাঘাত, নাসারন্ধ্র বা কান থেকে অত্যন্ত দুর্গন্ধ স্রাব নিঃসরণ। কর্ণে অর্বুদ, একজিমা, ফোঁড়া, হাম বিলোপজনিত উপসর্গাদি, নখরোগ প্রভৃতি।

ঘরের ভিতর (বিশেষতঃ জানলা বন্ধ থাকলে), গরম স্থানে বা গ্রীষ্মকালে এবং সূর্যাস্তের পরক্ষণে পীড়ার বৃদ্ধি। ঠাণ্ডা বাতাসে, খোলা জায়গায়, উষ্ণ, শুষ্ক ঋতুতে উপশম—এই ঔষধের নির্ণায়ক লক্ষণ।

৭। নেট্রাম মিউরিয়েটিকাম —১২x, ২০০x—নৈরাশ্য, নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় জ্ঞান। অনবরত তৃষ্ণা, অত্যন্ত দৈহিক শীর্ণতা, মুখ শুকনো হয়। লবণ খাবার প্রবল ইচ্ছা হয় ও কোষ্ঠকাঠিন্য এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ। রক্তহীনতা, মুখ ফ্যাকাশে, মাথা ধরা, হৃদপিণ্ডাদির স্পন্দন হতে দেখা যায়। মানসিক বিষণ্ণতা। গলা সরু ও ক্ষীণ। ঠোঁট শুকনো। ওষ্ঠ প্রান্তে ক্ষত। অধর ও ওষ্ঠের মধ্যস্থানে ফাটা। জ্বর ঠুঁটা, আঙ্গুলহাড়া, পায়ের আঙ্গুলে কড়া, নখের নানা রকম রোগ। সব সময় ম্যালেরিয়া জ্বর (দশটা-এগারোটার সময় কম্প, শীতাবস্থায় বা তার আগে তৃষ্ণা—উষ্ণাবস্থায় তৃষ্ণাহীনতা, প্রবল শিরঃপীড়া, কুইনিন আটকান জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ) পরিষ্কার জলের মতো শ্লেষ্মাস্রাব। সাদা গাঁজলা যুক্ত লালা, ভাল খাওয়া-দাওয়া সত্ত্বেও রোগা থাকে, ভগন্দর, ক্ষতযুক্ত নাড়ী, পৃষ্ঠে বেদনা (রোগী মনে করে যেন তার পিঠ ভেঙ্গে যাচ্ছে)। রোগীর শরীর সব সময় তেল মাখান দেখায়। সহসা রক্ত-সঞ্চালন ক্রিয়ার লোপ। যে কোন তরুণ পীড়াতে হৃদপিণ্ডের পেশীগুলির

পক্ষাঘাত ফুসফুস, পাকাশয় প্রভৃতি থেকে রক্তস্রাব। অতিমাত্রায় সুরাপান হেতু প্রলাপাদি উপসর্গ। ফুসফুসের শোথ, গ্রীষ্মকালের সর্দি জ্বর। গভীর নিদ্রা বা অনিদ্রা। মৃগীরোগ ও তার সঙ্গে মুখ দিয়ে লালা নিঃসরণ, সর্দি কাশি (৬x।) সেবন এবং কপালের ও ব্রহ্ম তালুতে ঠাণ্ডা হিতকর। কিন্তু আগে পিছনে বা ঘাড়ে যাতে জল না লাগে সে বিষয়ে সাবধান থাকা কর্তব্য। বোলতা, ভীমরুল, জ্বর, আমবাত বা গা চুলকানি, সন্ধিবাত প্রভৃতি হয়।

শীতকালে—সমুদ্রতীরে বাসজনিত, প্রসবের পর, আর্সেনিক, মার্কারী, নাইট্রেট অভ সিলভার প্রভৃতি অপব্যবহারে রোগের বৃদ্ধি। খোলা জায়গায় বাস, ঠাণ্ডা জলে স্নান, দক্ষিণ পাশে শুলে প্রভৃতির উপশম এই ঔষধের লক্ষণ।

৮। **নেট্রাম ফস্ফোরিকাম** —৩x, ২০০x—এটা অম্ল রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। টক ঢেকুর—বা টক বমি। বাত বা সন্ধিবাত। ঘামে টক গন্ধ। শরীরে মলমূত্র (ইউরিক অ্যাসিড) বর্তমান। চোখ থেকে হলুদ বর্ণের স্রাব বের হয়। মূত্রের সঙ্গে হলুদ রঙের স্রাব বা জ্বালা হয়। সব সময় ম্যালেরিয়া জ্বর তার সঙ্গে বমি। প্রচুর পরিমাণে অম্ল দুধ ক্ষরণ। মেরুদণ্ডের ক্ষীণতা। দেহ দুর্বল হয়। উদরাময় বা অম্লজনিত ভাব। শিশুর গায়ে টক গন্ধ হতে পারে। বেশি করে চিনি বা মিছরির সঙ্গে দুধ সেবনের ফলে শিশুর ল্যাকটিক—অ্যাসিড বর্তমান। মেদ ও রক্তস্রাবী গ্রন্থির স্ফীতি। বুক জ্বালা ও মুখ দিয়ে রক্ত নিঃসরণ, পাকাশয়ের অম্লজনিত অজীর্ণতা। টিকার পরবর্তী কুফল। মাথা ঘোরে, নিঃশ্বাসে অম্ল গন্ধ। চক্ষু প্রদাহ। এক কান গরম ও লালবর্ণ তার সঙ্গে চুলকায়, নাক চুলকায়, সব সময় দুর্গন্ধ অনুভব করে। মুখ লাল বা স্ফীত, অম্ল বা তামাটে স্বাদ। জিহ্বার উপরে হলদে দাগ। পাকাশয়ে বায়ু সঞ্চয়। ক্রিমিজনিত পেট ব্যথা বা রক্ত দুষ্টি। কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মলত্যাগ কালে কোঁথ পাড়া, মলের রং সবুজ। অম্লরোগের জন্য মূত্র ধারণে অসমর্থ। শ্বেত প্রদর। জানু, গুল্ম প্রভৃতি সন্ধিস্থানে বেদনা। চুলকানির জন্য অনিদ্রা। একজিমা—স্রাবের বর্ণ মধুর বর্ণের ন্যায়। শিশুর শীর্ণতা-প্রাপ্তি, ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রাপাতকালে, চর্বিযুক্ত বা মিষ্ট খাদ্য ভোজনের জন্য রোগের বৃদ্ধি।

৯। **নেট্রাম সালফিউরিকাম** —১২x, ২০০x—পিত্ত রোগীদের এবং জ্বালা বাত—আর্দ্রতা, জলো হাওয়া প্রভৃতি যাদের মোটেই সহ্য হয় না, তাদের পক্ষে এটা মহৌষধ। পিত্তজ্বর ও পিত্তবমি, উদ্গার, উদরাময়, পিত্তজনিত শিরঃপীড়া, তিক্ত স্বাদ, কটা জিহ্বা—এটা ইনফ্লুয়েঞ্জার একমাত্র ঔষধ। পাণ্ডুরোগ, পীতজ্বর, পাকাশয়ের বায়ু সঞ্চারের জন্য ফিক বেদনা। ম্যালেরিয়া জ্বর, মূত্র পিণ্ডের পীড়া, অজীর্ণ রোগ, হাঁপানি, বায়ু নালীর মধ্যে শ্লেষ্মা সঞ্চয় ও তার সঙ্গে হলদে বা সবুজ বর্ণের কফ নিঃসরণ। নিদ্রাকালে হাত-পা মোচড়ান বা খেঁচুনি। প্রলাপ, মস্তিষ্কে আঘাত প্রাপ্তির জন্য মানসিক যাতনা। কোষ্ঠ-কাঠিন্য, ওলাওঠা, উদরাময়, শিশু বিসূচিকা। সীসকশূল (Lead Colic or Printer's Colic) রোগে ২x শক্তি

সেব্য। রক্তে শ্বেতকনিকাধিক্য ও লোহিত কণার হ্রাস, পিত্তকোষে যাতনা, পুরাতন প্রমেহ রোগ, বাত বা সন্ধিবাত (বিশেষতঃ শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু-বিশিষ্ট লোকদের)। যকৃৎ পীড়ার জন্য শোথ। মূত্র নিরোধ, মূত্র ধারণে অসমর্থ, স্নায়ুশূল (ম্যালেরিয়া জনিত)। স্তনে দুগ্ধ সঞ্চয় জনিত স্তন স্ফীতি এবং অন্যান্য উপসর্গাদি, চোখের পাতা বিজরিত (রোগীর আলোয় যেতে ভয়)। কর্ণশূল, কর্ণে ঢং ঢং শব্দ শ্রবণ। নাক থেকে (উপদংশ জনিত) দুর্গন্ধ পুঁজস্রাব। নাক মুখে (লংকাবাটার মত) জ্বালা। খাদ্য মাত্র স্বাদ হীন। দন্তশূল ও তার সঙ্গে মাড়ীতে জ্বালা। ধূমপানে উপশম বোধ। পাথুরী রোগ। গর্ভাবস্থায় বমি। কাশির সময়ে বুকে ব্যথার জন্য দু-হাত দিয়ে চেপে ধরা।

পায়ে বা গুল্ফে শোথ। গভীর নিদ্রা হয়। হাঁপানি জনিত হলে রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। দদ্রু (২০০x শক্তি) বহুমূত্রে নেট্রাম ফস সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বর্ষা হাওয়া, আর্দ্রভূমি বা জলাশয়ের সামনে বাস করা, জলজ উদ্ভিদ বা মৎসাদি আহার এবং বাঁ পার্শ্বে প্রভৃতিতে রোগের বৃদ্ধি হয়। শুকনো, গরম, খোলা স্থানে বাস করলে পীড়ার উপশম ঔষধটির বিশেষ লক্ষণ।

১০। **ফেরাম ফস্কোরিকাম**—১x, ২০০x—চক্ষু, কর্ণ, দাঁত এবং পাকাশয়ের যে কোনও ক্ষতের জন্য প্রদাহের প্রথম অবস্থায় বিশেষ উপযোগী। বায়ু নলীভূজ প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস) ফুসফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া), ফুসফুস বেষ্ট প্রদাহ (প্লুরিসি), প্রাদাহিক জ্বর সময়। শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, বাত, কটিবাত, বিসর্পরোগ, গলক্ষত, কাশি, সর্দি ; মস্তকে শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রাথমিক অবস্থায়। উজ্জ্বল লোহিত শোণিত স্রাব, অর্শ, আমাশয়, নাক দিয়ে রক্ত নিঃসরণ, ফোটক পৃষ্ঠ ব্রণ, শরীরের যেখানে সেখানে ফোলা। মূত্ররোধে অসমর্থ। শিরঃপীড়ার সঙ্গে মাথা দপদপ করা। ঠাণ্ডা লাগার জন্য বেদনা যুক্ত উদরাময়। অজীর্ণতা, বমি।

অর্শরোগে ফেরাম ফস ৩x জলপটি বা মলম লাগানোর ঔষধ। নড়লে-চড়লে বা উত্তাপ প্রয়োগ এই রোগের বৃদ্ধি এবং ঠাণ্ডায় উপশম লক্ষণে ফেরাম ফস ফলপ্রদ।

১১। ম্যাগ্নেসিয়া **ফস্ফোরিকা** —১x, ২০০x—খিলধরা, স্নায়ুশূল, প্রভৃতি নানা প্রকার বেদনার এটি একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। গরম জলের সঙ্গে নিম্নক্রমের বিচূর্ণ সেবনে বেদনার নিবৃত্তি হয়। মাথা, মুখ, দাঁত, পাকাশয়েতে বেদনা হয়। স্নায়ু-শূল, ঘ্রাণশক্তি লোপ, খিলধরা, খেঁচুনি, হুপিংকাশি, পেশীতে খিলধরা, ধনুষ্টংকার, আক্ষেপের জন্য মূত্রনিরোধ। আক্ষেপের সঙ্গে দীর্ঘকাল সুরাপানের জন্য নানারকম উপসর্গ। হৃদপিণ্ডে ব্যথা, হাঁপানি, রক্তস্রাবী অর্শ। জলের মতো পাতলা সর্দি নিঃসরণ (ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি ও গরমে উপশম)। দাঁত বেদনা, দাঁত কপাটি লাগা, হিক্কা, পক্ষাঘাত, তোতলামি, তালুমূল প্রদাহ, পিত্তশিলা ও তার সঙ্গে শূলবেদনা (৩x,

গরম জলে সেবন)। পাকাশয়ে বায়ুসঞ্চার হতে পারে। মৃগীরোগ। অতিরিক্ত ঘাম বা অনিদ্রা হয়।

ধীরে ধীরে স্পর্শ করলে বা ঠাণ্ডা লাগলে বেদনার বৃদ্ধি (বিশেষতঃ দক্ষিণ অঙ্গে তাপ প্রয়োগে অথবা জোরে চেপে ধরলে বা ঘষে দিলে বেদনার উপশম হয় এই ঔষধটির লক্ষণ।

১২। সাইলিসিয়া বা সিলিকা —২x, ২০০x—পৃষ্ঠাঘাত, আঙ্গুলহাড়া, ক্ষত, ব্রণ, ফোঁড়া, টিকাজনিত ঘা, অর্বুদ প্রভৃতি যে সব প্রদাহ থেকে তরল পুঁজ বের হয়। হৃষ্টপুষ্ট শিশুর মস্তকে ঘাম, উদর বড়, কিন্তু হাত-পা ক্ষীণ, কোষ্ঠ-কাঠিন্য, মলের কিয়দংশ বের হয়ে পুনরায় মলতন্ত্রে প্রবেশ, জীবনী শক্তি ও দৈহিক উত্তাপের অভাব, সহজেই সর্দি লাগে, পুরাতন শিরঃপীড়া, পায়ে বা কপালে অস্বাস্থ্যকর দুর্গন্ধ ঘাম হয়। অস্থিক্ষত, উরু সন্ধির পীড়া প্রভৃতি অস্থি ব্যাধি। রাত্রিতে ঘাম, (বিশেষতঃ মাথায় ও ঘাড়ে)। দীর্ঘকাল স্থায়ী মৃদু জ্বর, যক্ষ্মারোগ, পুরাতন বাত বা সন্ধিবাত। শারীরিক শক্তির চেয়ে মানসিক শক্তির প্রাচুর্যের জন্য শীঘ্র ক্লান্তি বোধ, শ্রবণ শক্তির প্রবণতা বেশি। কথাবার্তা না বলে চুপ করে থাকতে ইচ্ছা করে।

অন্তরে খুব শীতবোধ করে। মাংস বা গরম খাদ্যে অরুচি। চুল উঠে যায়। সন্ন্যাস রোগ, নাকের ডগা লাল বা ক্ষতযুক্ত, নকের অস্থিতে অর্বুদ ও ঘা, তা থেকে পুঁজস্রাব, জিহ্বায় বা ওষ্ঠ প্রান্তে ঘা, শ্বেত প্রদর, স্নায়ু শূল, পাথুরী রোগ, চোখে পুঁজ, জানুর সন্ধিতে শোথ। মৃগীরোগ (অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় বাড়ে)। যন্ত্রণাপ্রদ অর্শ; দুর্গন্ধ উদরাময়। স্তনে বা স্তনের বোঁটায় ক্ষত, পুরাতন বায়ুনলী-ভুজ প্রদাহ। হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন। পুরাতন রোগ হতে পারে। রাত্রিতে, পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় এবং ঠাণ্ডায় রোগের বৃদ্ধি, উত্তাপে বা গরম ঘরে, মাথায় গরম কাপড় জড়ালে বা অল্প অল্প গরম জলে স্নান করলে এই রোগের উপশম এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

সংক্ষিপ্ত রেপার্টরী (Repertory)

রেপার্টরী অর্থাৎ রোগীর প্রধান প্রধান লক্ষণ ও ঔষধ নির্বাচনের সহায়ক। চিকিৎসার সময় সব ঔষধের সঠিক নির্বাচন করা সম্ভব হয় না। চিকিৎসকরা রেপার্টরীর সাহায্যে সহজেই লক্ষণগুলির কোনও একটি বিষয়ে পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে সদৃশ-বিধান-নীতি অনুসারে সঠিক ঔষধটি নির্বাচন করতে সমর্থ হন।

হুপিং কাশির চিকিৎসার সময়ে প্রথমে ড্রসেরার কথাই মনে পড়ে। কিন্তু সর্দি মাথা ব্যথার সঙ্গে ভ্রূর উপরে ও নীচে ফোলা বর্তমান থাকে, তখন কেলি কার্ব দ্বারা উপকার হয়। আবার ড্রসেরার সমস্ত লক্ষণ থাকা সত্ত্বেও বমির সময়ে যদি কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দেয়, তবে ভেরেট্রাম-অ্যালবাম ফলপ্রদ। সুতরাং বাহ্যতঃ দৃশ্যমান লক্ষণ সব এক থাকলেও কোন একটি বিশেষ উপসর্গ ভেদে ঔষধেরও ব্যতিক্রম হয়। এই জন্যই

হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ নির্বাচন একটু আয়াসসাধ্য। কোন ঔষধে প্রয়োগে ঈপ্সিত ফল না পেলে বহু ব্যক্তি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। যে লক্ষণে যে ঔষধটির কথা মনে পড়া উচিত, সেই ঔষধটি নিম্নে দেওয়া হয়েছে—

মন (Mind)

অকাল পক্কতা (Precocity)—মার্কিউরিয়াস-সল।

অঙ্গ ভঙ্গী (Gesturus)—আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, ক্যানা ইণ্ডি, কফি, হাইয়ো, মস্ক, ন ক্স-ভম, নাক্স-ম, প্ল্যাটি, প্ল্যাম্ব, পালস্, সিপিয়া, ষ্ট্র্যামো ট্যারে, ভিরে।

,, কেশাকর্ষণ করে, নিকটের লোকের—বেলেডোনা।

অঙ্গ ভঙ্গী—খেলা করে আঙ্গুল দিয়ে—বেল, ক্যাল্কে, ক্রোটে, ব্রাইয়ো, কেলি-ব্রোম।

,, খোঁটে, বিছানা—অ্যাকোন, অ্যাণ্টিম ক্রুড, হাইয়ো, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যামো, চায়না, সিনা, কলচি, কোনি, হেলি, হিপার, লাইকো, মিউর-অ্যা, নেট্রাম-মি, ওপি, ফস্, সোরি, রাসটক্স, ষ্ট্রামো, সালফ, ভিরে, জিঙ্ক।

,, নির্বোধের মতো, পাগলের মতো—বেল, সিকিউ, কুপ্রাম, হাইয়ো, ইগ্নে, কেলি-ফস, ল্যাকে, মার্কসল, মস্ক, নাক্স, ওপি সিপিয়া, ষ্ট্রামো, ভিরে।

,, মাতালের মত, নেশাখোরের মত—হাইয়ো।

অচৈতন্য—অ্যাকোন, অ্যালুমি, এইল্যান্থ, অ্যাণ্টি-টা, এপিস, অ্যাপো, আর্জ নাই, আর্ণি, আর্স, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, ক্যানা-ই, ক্যান্থা, কার্বো-ভেজ, কষ্টি।

অচৈতন্য—ক্যামো, সিকিউ, সিনা, কফি, কুপ্রাম, সাইকা, ডিজি, জেলস, হেলি, হাইড্রো-অ্যা, হাইয়ো, ইগ্নে, ইপি, ল্যাকে, মস্ক, লেডাম নাক্স-ম, ওপি, ফস, অ্যা-ফস, প্ল্যাটি, প্লাম্ব, পালস্, রাস-টক্স, ষ্ট্র্যামোনিয়াম, জিঙ্ক।

,, অচল প্রতিমূর্তির মত—হাইয়োসায়ামাস, ষ্ট্র্যামোনিয়াম।

,, আহারের পর—কষ্টি, ম্যাগ-মি, নাক্স ভম, ফস্-অ্যা। আঘ্রাণে গন্ধ—নাক্স ভমিকা, ফস্ফোরাস, উত্তেজনার পর—নাক্স মস্কেটা।

,, উদরাময়ের পর—আর্সেনিকাম-অ্যাল্বাম।

,, উপ্তেদ্দ বসে গিয়ে—জিঙ্কাম-মেটালিকাম।

,, ঋতুর আগে—নাক্স মস্কেটা, মিউরেক্স, পার্পিউরিয়া।

,, ঋতুর সময়—এপিস, ইগ্নেসিয়া, সাল্ফার, পালসেটিলা।

,, পরে—চায়না, ল্যাকেসিস, লাইকোপোডিয়াম।

,, ঋতু বন্ধ হয়ে—অ্যাকোন, ক্যামোমিলা, চায়না, কোনিয়াম, লাইকো, নাক্স মস্কেটা, নাক্স-ভম, ভিরেট্রাম অ্যাল্বাম।

,, একা থাকলে—অ্যাসিড ফস্ফোরিক।

,, কথা বলতে বলতে—লাইকোপোডিয়াম।

,, —কথা জিজ্ঞাসা করলে অধিক উত্তর দেবে, পরক্ষণেই আবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে—আর্ণিকা, ব্যাপটি, হাইয়ো।

,, গর্ভাবস্থায়—নাক্স-মস্কেটা, নাক্স-ভম. সিকেলি-কর।

,, চিৎকার সহ মধ্যে মধ্যে—বেলেডোনা।

,, তন্দ্রাভাব সঙ্গে—অ্যাসিড ফস।

,, দৃষ্টি ও স্মরণ শক্তির লোপ সহ—ষ্ট্র্যামোনিয়াম।

,, নড়াচড়ায়—আর্সেনিক অ্যাল্বাম, ভিরেট্রাম অ্যাল্বাম।

,, প্রসবের সময়—সিমিসি, কফিয়া, নাক্স ভম, পালস্, সিকেলি।

,, মৃতের জন্য—আর্ণিকা-মণ্টেনা।

,, রক্ত দর্শনে—নাক্স-মস্কেটা

,, সঙ্গমের পর—অ্যাগারিকাস, অ্যাসাফিটিডা, ডিজিট্যালিস।

অধৈর্য্য—অ্যাকোন, এপি, আর্স, অরাম, ব্যারা-কা, বেল, ব্রাইয়ো, কার্বোভেজ, ক্যামো, চায়না, সিমি, কলোসি, ডালকা, জেলস, হেলি, হিপার, হাইয়ো. ইগে, আইয়ো, ইপি, কেলিকার্ব, কেলি বাই, কেলি ফস, লাইকো, নেট্রা-মি, নাক্স ভম, ফস-অ্যা, সিপি, সাইলি, থুজা, জিঙ্ক।

অধৈর্য্য—অপরের কথা, বললে—জিঙ্কাম মেটালিকাম।

,, বালক-বালিকারা খেলা করতে দেখলে—অ্যানাকার্ড।

,, চুলকানির জন্য—অসমিয়াম।

,, তুচ্ছ কারণে—কেলি ফস, মেডোরিনাম, মাকর্স'ল, অ্যাসিড সালফ. সাল্ফার।

,, অনিদ্রা—আহারে—আর্স, বেল, কষ্টি, গ্র্যাফা, হাইড্রো, ইগ্নে, কেলিকা, কেলিফস, ওপি, ফাইটো, প্ল্যাটি, ট্যাবেকাম, ভিরেট্রাম-অ্যাল্ব।

,, কথা বলতে - অ্যাকোন, অ্যাগা, অ্যালো, অ্যাণ্টি ক্রু, আর্জ-মে, আর্জ-নাই, আর্ণিকা, আর্স, অরাম, ব্যাপটি, বেল, ক্যাল্কে, কার্বো-অ্যা, কার্বো-ভেজ, কষ্টি, চায়না, সিমি, সিনা, গ্র্যাফা, হেলি, ইগ্নে, লাইকো, মিউ-অ্যা, নেট্র-মি, নাক্স,-মস্ক, ওপি, ফস-অ্যা, ফস, প্ল্যাটি, সালফ, ভিরে।

অনিচ্ছা—কথার উত্তর দিতে—অ্যাগা, আর্ণি, কলোসি, গ্লোন, হাইয়ো, ফস্ফ-অ্যাণ্ট্, ফস, পালস্, স্ট্যানাম, সাল্ফার।

,, মানসিক কর্মে—(Adversion or Mental Work)—অ্যাকোন, অ্যাগা, অ্যালো, অরাম, ব্যাপটি, বেল, ব্রোমি, ক্যাল্কে, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজ, চেলি, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, নেট্র-মি, নাইট্রিক-অ্যা, ফস, পিক্রিক-অ্যা, সিপি, সাইলি, স্ট্যাফি, সাল্ফ, থুজা।

খেলা করতে—ব্যারা-কার্ব, সিনা, হিপার, রিউম।

,, গাড়ী চড়তে—সোরিনাম।

,, পাঠে—অ্যাকোন, কার্লস, সাইলি. নাক্স-ভম।

বাড়ী ছেড়ে যেতে (Home-sickness)—অরাম, ক্যাল্কে ফস, ক্যাপ্সি, কার্বো-অ্যানি, কষ্টি, ক্লিমে, হাইয়ো, কেলি-মি, নেট্রাম-মি. ফস-অ্যা, সাইলি, স্ট্যাফি ।

অক্ষম—অ্যানাকার্ড, অ্যাসিড-ফস, নেট্রাম কার্ব, বেল, রুটা, হাইয়ো।

অবিশ্বাস—অ্যাসিড-ফস, কষ্টি, ব্যারা কার্ব, বেল, সাইলি ।

অল্পবুদ্ধি—অ্যাসিড-ফস. অ্যাসিড-ফ্লু, ওপিয়াম, ক্যাল্কে কার্ব, নেট্রাম কার্ব, লাইকো, সিপিয়া ।

অযথার্থ-কল্পনা—অ্যাসিড ফস, ইগ্নেসিয়া, ককিউলাস, বেল ।

অহংকারী—প্ল্যাটিনা, ভেরেট্রাম, মার্ক-সল, লাইকো, সালফ্ ।

আত্মহত্যার ইচ্ছা—অরাম-মেট, আর্সেনিক, কেলি কার্ব, চায়না, নাক্স-ভম, সোরিনাম।

আনন্দিত—ক্যানাবিস-ইণ্ডিকা, নেট্র-কা, নাক্স-ম, নাক্স-ভম, ওপি, সাল্ফার, ল্যাকেসিস ।

আমোদের ইচ্ছা—ল্যাকে ।

বিরক্ত—মিলিফোলিয়াম ।

আলস্য—চেলিডো, চায়না, নেট্রাম-মিউর, অ্যাসিড-নাইট্রিক, অ্যাসিড-ফস্, পালস্, সিপিয়া, সালফ ।

আশাপূর্ণ—অরাম, ফেরাম মেট, হাইড্র্যাস্টিস ।

আশাশূন্য—অরাম-মি, অরাম-মে, আর্ণিকা, আর্স, ইগ্নে, ওপি, কষ্টি, ক্যামো, ক্যাল্কে, জেলস, গ্র্যাফা, চায়না, থুজা, নেট্রাম-মি, পালস্, প্ল্যাটিনা, হাইয়ো, লাইকো, সালফ ।

উত্তেজিত মন—অরাম-মে, অ্যাকোন, অ্যাণ্টি-ক্রু, অ্যাসিড-নাই, ইগ্নে, কষ্টি, কার্বো-এ, ক্যামো, ক্যাল্কে, চায়না, থুজা, নাক্স, পালস্, প্ল্যাটিনা, বেল, ব্রাইয়ো, সাইলি, সিপিয়া ।

উদ্বেগ—অ্যাকোন, আর্জ-না, আর্স, অ্যানাকার্ড, বেল, হাইয়ো, ইগ্নেসিয়া, কেলি ফ্লোর, ল্যাকে, লাইকো, প্ল্যাটিনা, ফস, স্ট্রামো, ভিরে ।

উন্মাদ হবার পর—ক্যাল্কে-কার্ব, সোরিনাম ।

একগুঁয়ে—অ্যালুমি, অ্যানাকা, অ্যাণ্টি-টা, ক্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, সিনা, ইগ্নে, লাইকো, নাক্স-ভম, সাইলি ।

একা থাকতে ইচ্ছা—আর্সেনিক অ্যাল্বাম ।

একা থাকতে পারে না—ষ্ট্রামোনিয়াম ।

ঔদাসীন্য—কার্বো-ভেজ, চায়না, লিলি-টিগ, মেজেরিয়াম, নেট্রাম-কার্ব, পালস্, ফস-অ্যা, সিপিয়া, ফস্ফো ।

কলহপ্রিয়—অরাম, ইগ্নে, ক্যামো, নাক্স-ভম, সালফ ।

কামোন্মাদ (Nymphomania)—ক্যানা-স্যাট, ক্যাম্ফা, হাইয়ো, অরিগে, নাক্স-ভম, ল্যাকে, লিলি টিগ, ফস্ফো, প্ল্যাটি ।

কৃপণ—আর্সেনিক, অ্যাম্ব, লাইকো, পালস্, সিপিয়া।

ক্রন্দনস্বভাব—এপিস, কষ্টি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, পালস্, কেলি-ব্রো, নেট্র-মি, লাইকো, প্ল্যাটিনা, ভিরে।

কোমল স্বভাব—আর্ণিকা, আর্স, নেট্রা মি, রাসটক্স, সাইলি।

খুঁতখুঁতে স্বভাব—আর্সেনিক অ্যাল্বাম।

খিটখিটে „—অ্যান্টিম-ক্রু, ক্যামো, ক্যাল্কে-কার্ব নাক্স-ভম, প্ল্যাটি সিনা, সালফ।

গম্ভীর স্বভাব—কফি, ক্যাল্কে, নাক্স-মস্ক, বেল।

গর্বিত—গ্র্যাফা, হাইয়ো, লাইকো, প্ল্যাটি, ফস, সিপিয়া।

দীর্ঘসূত্রী—অ্যানাকা, কার্বো-ভেজ, ফস, সিপিয়া।

দুর্বল মন—অ্যানাকার্ড, ইথুজা, অ্যাসিড-ফস, জিঙ্ক।

দুঃখিত স্বভাব—ইগ্নেসিয়া, অ্যাকোন, ক্যাল্কে-কার্ব, চায়না, মার্ক-সল, রস-টক্স।

ধীর স্বভাব—অ্যালুমি, ক্যাল্কে, বেল, সাইকিউটা, জেলস্, ইগ্নেসিয়া, ল্যাকে, পালস্।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—আর্স, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, কফিয়া, লাকে, ওপি, ফস্ফো, পালস্।

নাস্তিক—অ্যানাকা, কলোসি, ক্রোকা।

নিন্দুক—অ্যানাকা, আর্স, বেল, হাইয়ো, নাক্সভম, সিপি, ভিরেট্রাম।

নির্বোধ আচরণ—এপিস, বেল, চায়না, ষ্ট্র্যামো, ভিরে।

নির্ভীক—ইগ্নে, ওপি, গুয়েকাম।

নির্লজ্জ—হাইয়ো ফস, সিকেলি।

নিষ্ঠুর—অ্যানাকা, আর্স, প্ল্যাটি।

নৈরাশ্য—অরাম, আর্স, ক্যাল্কে, কফি, হেলি, ইগ্নে, সোরি।

পরদুঃখ কাতর—সিকি, ইগ্নে, নেট্রাম-মি, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভ, পালস্।

পরিবর্তনশীল প্রকৃতি—ইগ্নে, পালস্, প্ল্যাটিনা, সিপিয়া।

বাচালতা—(Loquacity)—হাইয়ো, ল্যাকে, ব্যারা-কার্ব, সিফি।

বিতৃষ্ণা জীবনে—অ্যান্টিঃক্রুড, অরাম চায়না, কেলি ফস, ল্যাকে।

বিতৃষ্ণা পরিবারের প্রতি—অ্যানাকা, নেট্র-কা, সিপি, নেট্রাম-মি।

বিতৃষ্ণা সমাজের প্রতি—অ্যানাকা।

বিতৃষ্ণা সন্তানের প্রতি—লাইকো।

বিতৃষ্ণা স্ত্রীর প্রতি—আর্স, নেট্র-সা, প্ল্যাটি, স্ট্যাফি।

বিরক্ত—অ্যান্টিম ক্রুড, ক্যামো, চায়না, স্ট্র্যামো।

বিরক্ত জীবনে—আর্স অরাম, চায়না, নেট্রা-মি, নাইট্রি-অ্যা, রাস-টক্স।

বিষণ্ণ—অ্যাগা, অ্যানাকা, আর্ণিকা, অরাম, ব্রাইয়ো, ফস-অ্যা, প্ল্যাটি, পালস্, সাইলি, সালফ।

ভীত—অ্যাকোন, আর্জ-না, বেল, গ্র্যাফা, অ্যাকোন, অ্যাগা, ষ্ট্যাফি।
ভবিষ্যদ্বাণী— Prophecy) —অ্যাকোন, অ্যাগা, ষ্ট্র্যামো।
,, মৃত্যু দিনের— অ্যাকোন, আর্জ-নাই।
ভয় প্রাতঃকালে—গ্র্যাফা, নাক্স-ভম, পালস্।
,, সন্ধ্যায়—অ্যান্টি-টা, ক্যাল্কে, কষ্টি, লাইকো, ফস, পালস্।
,, রাত্রিরে—আর্স, বেল, ব্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, ইপি, রাসটক্স, সাল্ফার।
,, অন্ধকারে—ক্যানাই-ই, ষ্ট্র্যামো।
,, উন্মাদ হবে—ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যানা-ই।
,, একা থাকলে— আর্স, হাইয়ো।
,, কলেরার ওলাওঠার—ল্যাকে, নাইট্রি অ্যা।
,, কল্পিত বস্তুতে—বেল।
,, জীব জন্তুর- বেল।
,, কুকুরে—বেল, কষ্টি, চায়না, ষ্ট্র্যামো, টিউবার্কু।
,, জনতার মধ্যে যেতে—অ্যাকোন, অরাম, জেলস্ লাইকো, নেট্র-মি, পালস্।
,, জন্তুদের—চায়না।
,, জলে—জেলস, হাইয়ো, ল্যাকে।
,, দস্যুর—আর্স, ইগ্নে, ল্যাকে, নেট্রা-মি।
,, কেউ নিকটে এলে—অ্যাম্ব্রা, আর্ণি, বেল।
,, শিশু কাউকে কাছে আসতে দেয় না—সিনা, কুপ্রাম-অ্যাসেট।
,, পাছে স্পর্শ করে—আর্ণিকা।
,, নির্জনতার—আর্জ-নাই, সিপি।
,, পীড়া হবে—আর্জ-নাই, ক্যাল্কে, লিলি-টিগ, নাক্স-ভম, ফস-অ্যা, ফস।
,, প্রসবের সময়—অ্যাকোন, আর্স, কফি, প্ল্যাটি।
,, ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হবে—সোরিনাম।

মৃত্যুভয়—অ্যাকোন, আর্স, সিমি, নাইট্রি-অ্যা, ফস, কেলিফস।

ভীরুতা—আর্জ-নাই, আর্স, বোরা, ক্যাল্কে, জেলস, কেলি-কার্ব, লাইকো, নেট্র-কার্ব, সিপিয়া।

স্নেহশীল—(Affectionate)—অ্যামোনিয়াম।
স্বার্থপরতা (Selfishness)—অ্যাগা, মেডো, পালস্, প্লাইরো, সালফ।
স্মরণশক্তি (Memory) প্রখর—বেল, কফি, হাইয়ো ল্যাকে, ওপি।
স্মরণশক্তি দুর্বল—অ্যানাকা, আর্স, বেল, কষ্টি, কোনি, হিপার, হাইয়ো, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি, অ্যা, নাক্স-মস্ক, ফস-অ্যা, ফস, ভিরে।
লোভী—প্যালসেটিলা।

সন্দিগ্ধচিত্ত—কষ্টিকাম, হায়োসায়েমাস।

হিংসুক (Malicious)—অ্যানাকার্ড, আর্সেনিক-অ্যাল্ব, ক্যাল্কে, ক্যামো, হিপার, হাইয়ো, নাক্স-ভম।

মস্তক (Head)

অজ্ঞান—আর্ণিকা, এপিস, অ্যাসিড-ফস, অ্যাসি-মি, ওপি, নাক্স-ভম, ব্যাপটি, বেল, ভেরেট্রাম, রাসটক্স, হাইয়ো, স্ট্রামো।

অজ্ঞান অবস্থা—কোনি, নাক্স-ভম, নাক্স-মস্ক, ফস্ফ, বেল, রাস-টক্স, হাইয়ো।

অস্থি ফোলা (Nodes)—কষ্টি, চায়না, কেলি,-অ্যা, ফাইটো, সাইলি, থুজা।

আঘাত করছে যেন ভেতরে থেকে মাথার খুলিতে—আর্স, বেল, চায়না, লরো।

আঘাতের জন্য মস্তিষ্কে বিকম্পন—(Concussion of brain)—আর্ণি, বেল, সিকে, হেলি, হাইয়ো, নাক্স মস্ক, রাসটক্স, সিপি, সালফ।

আব (Wens)—ব্যারা, কার্ব ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, হিপার, কেলি কা, সাইলি।

আলগা বোধ, ঢিলা বোধ (Looseness of brain)—চায়না।

একজিমা (Eczyma)—ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, হিপার, লাইকো, মেজে, ফাইটো, সোরি, সালফ।

" এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত চুলের ধারে ধারে পেছনদিকে—পেট্রো-লিয়াম, সাল্ফার।

" চটা ওঠা (Scales, Crusts)—ক্লিমে, ক্রোটন-টিগ, ডালকা, গ্র্যাফা, হিপার, মার্ক, মেজে, নেট্র-মি, পেট্রো, ফাইটো, সোরি, সালফ।

কষেধরা—অ্যাকোন, অ্যান্টি-টা, আর্ণি, কক্কু, গ্র্যাফা, হাইয়ো।

ক্লান্তি বোধ—এপিস, কোনি, নেট্র-মি, নাক্স-মস্ক-ফস্ফ-অ্যা, সোরি।

খালিখালি বোধ—(Empty Hollow Sensation)-আর্জ-মেট, কার্বো-ভেজ, কফি, কোর্যা-রু, কুপ্রাম, গ্র্যাফা, ফস।

মাথার খুলি তুলে ফেলছে যেন—ক্যানা-ই, ল্যাক-ডি।

খুস্কি (Dandruf)—আর্স, ক্যান্থা, গ্র্যাফা, লাইকো, মেডো, মেজে, নেট্র-মি, ফস, সোরি, স্ট্যাফি, সালফ, থুজা।

মাথাঘোরা (Vertigo)—অ্যাকোন, ইলা, অ্যান্টি-ক্রু, এপিস. আর্ণি, আর্স, অ্যান্টি, অরাম-মেট, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, ক্যানা-ই, কার্বো-ভেজ, কষ্টি, সিড্রন, চেলি, চায়না, কোনি, ডিজি, ফেরাম-ফস, জেলস, হাইয়ো, ইগ্নে, লাইকো, ফস্ফো, ফাইটো, পডো, পালস্, রাস-টক্স, স্যাঙ্গু, সিকে, সাইলি, সালফ, ষ্ট্র্যামো, টোর, থুজা, ভিরে, জিঙ্ক।

" প্রাতঃকালে—কার্বো-অ্যা, চায়না, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ-মি, নেট্র-মি, নেট্র-ফস, নাক্স-ভম, পালস্, ফস, সাইলি, সালফ, জিঙ্ক।

মাথাঘোরা পূর্বাহ্নে—ল্যাকে, লাইকো, নেট্র-মি, ফস, সালফ, জিঙ্ক।

,, মধ্যাহ্নে—ক্যাল্‌কে-অ্যাসে, কষ্টি, ফস, সালফ।
,, অপরাহ্নে—অ্যান্থ্রা, ব্রাইয়ো, চেলিডো, চায়না, কুপ্রাম. ভায়ো, গ্লোন, লাইকো, মার্ক, নেট্র-মি, নাক্স-ভম, ফস-অ্যা, ফস, পালস্‌, রাস-টক্স, সিপি, সাইলি, সালফ, থুজা।
,, সন্ধ্যাকালে—অ্যামন কা, এপিস, আর্স, ক্যাল্‌কে, সাইক্লা, গ্র্যাফা, হিপার, কেলি-কা, ল্যাকে, নাই-অ্যা, নাক্স-ভম, অ্যাসিড-ফস, পালস্‌, সাইলি।
,, রাত্রে—অ্যামন-কার্ব, স্পঞ্জি।
,, খাওয়ার পর—গ্র্যাটি, নাক্স-ভম, ফস।
,, পর—ক্যামো, ককু, কেলি-বা, কেলি-কা, ল্যাকে. নেট্র সা, নাক্স-ভম, পেট্রো, পালস্‌, রাস-টক্স, সালফ, ট্যারে।
,, খাওয়ার এক ঘণ্টা পব—সেলিনি।
,, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে—ক্যাল্‌কে, কেলি-বা।
,, কান ভোঁ ভোঁ করে সঙ্গে—কার্বোভেজ।
,, কাশির সময়—কফি, কেলি-বা, মস্ক।
,, কোষ্ঠবদ্ধের সময়—ক্যাল্‌কে-ফস, নেট্র-সা, নাক্স-ভম।
,, ফুলের গন্ধ (Odour of Flowers)—হাইয়ো, নাক্স-ভম, ফস।

মাথাঘোরা গরম ঘবে—ক্রোকা, গ্র্যাটি, লাইকো, পালস্‌ স্যানি।
,, গর্ভাবস্থায়—জেলস, নেট্রাম-মি, ফস।
,, গাত্রোত্থানে—(On Rising)—অ্যাকোন, এ্যাইল্যান্থ, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যানা-ই নেট্রাম-মি, ফস, রাসটক্স।
,, গাড়ী চড়লে—অ্যাকোন, হিপাব, সাইলি।
,, গোলমালের জন,—থেরি।
,, সমস্ত জিনিষ যেন ঘুরছে—অ্যালুমি, আর্জ-না, অরাম, বেল, আর্ণি, ব্রাইয়ো, ক্যাল্‌কে, চেলি, ককু, সাইক্লা, লাইকো, নাক্স,-ভম, ফস।
,, যেন সব পদার্থ চক্রাকারে ঘুরছে—অ্যালু-মি, ব্রাইয়ো, চেলি, ককু, ল্যাইকা, লাইকো, মিউ-অ্যাসি, নেট্র-মি, নাক্স-ভম, সোরি।

মাথাঘোরা ঘোড়ায় চড়লে—কোপে, রাস-টক্স।
,, চোখ বন্ধ করলে—অ্যালুমি, অ্যান্টি-টা, এপিস, আর্জ-না, আর্ণি, আর্স, চেলিডো, হিপার, ল্যাকে ফস-অ্যা, সিপি, সাইলি, থ্রামো, সোরি।
,, চোখ খুললে—(On openink eyes)—অ্যালু-মি, ফিলা।
,, চা-পানের পর—নেট্রা-মি, সিপি।
চাইলে আলোর দিকে—কুপ্রাম, প্লাম্ব, থুজা, জিঙ্ক।
,, ,, উপর দিকে—ফস, পালস্‌।
,, ,, চাইলে একদৃষ্টে—নেট্র-মি, স্পাই।

,, চাইলে নিচের দিকে—ফস, স্পাইজিলিয়া, সালফ।

,, চাইলে দৃষ্টি ক্ষীণতার সঙ্গে—সাইক্লা, ফেরাম, জেলস, নাক্স-ভম, ফস।

,, ধূমপানের জন,—জেলস, নেট্র-মি, ট্যাবে।

,, নড়াচড়া করলে—বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে-ফস, চায়না, ফস।

,, নামতে নিচে—বোরাক্স, ফেরাম।

,, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে—বোরাক্স, কোনি, প্ল্যাটি।

,, নাক থেকে রক্তস্রাবের সঙ্গে—অ্যাকোন, অ্যান্টি ক্রুড, কার্বো, ব্রাইয়ো।

,, নিদ্রার পর—ক্যাল্কে, কার্বোভেজ, চায়না, ল্যাকে, নাক্স-ভম, সিপি।

, বিবমিষার সঙ্গে (With Nausea)—অ্যাকোন, অ্যান্টি ক্রুড, আর্ণি, চিনি-সা, ফস, পেট্রো।

,, বেড়ানোর সময়—চায়না, নেট্র-মি, নাক্স-ভম, পালস্।

চুল উঠে যায় (Alopecia)—অরাম, ফ্লু-অ্যাসি, গ্র্যাফা, লাইকো, নাই-অ্যা, সাইলি, সালফ।

,, উঠে মুঠো মুঠো—লাইকো, মেজে, ফস।

,, উঠে গর্ভাবস্থায়—ল্যাকে।

,, জটা বাঁধে—মেজে, নেট্র-মি, সোরি।

,, টাক পড়ে—অ্যানাকা, এপিস, গ্র্যাফা, ফস, সাইলি, সিপি।

,, পেকে যায়—লাইকো।

জল সঞ্চয় বা শোথ—অ্যাকোন, এপিস, আপোসা, আর্জ-নাই, আর্ণিকা, আর্স, ব্যাসিলি, বেল, ব্যারা-কা, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যান্থা, ডিজি, জেলস, হেলিবোর; আয়োড, কেলি-ব্রো, কেলি-আ, সাইলি, সালফ, টিউমার, জিঙ্কাম-মেট।

মাথা জড়িয়ে রাখতে চায়—আর্স, হিপার, সোরি, সাইলি, থুজা।

,, মধ্যে টিউমার—প্লাম্বাম।

,, পক্ষাঘাত—জিঙ্ক।

মাথা মৃদু ভাবাপন্ন (মদ খাওয়ার পর)—ওপি, ক্যাল্কে, নাক্স, নেট্রাম-মি—পেট্রোল, সাল্ফার, সিপিয়া।

মেনিনজাইটিস—আর্জ-নাই, আর্ণিকা, অ্যাকোন, অ্যান্টি-টা, এপিস, অ্যাসিড-অক্স, অ্যাসিড কার্ব, ওপি, ককু, ক্যাল্কে, কিউপ্রাম-এ, ক্যান্থারিস, ক্যাম্ফার, জিঙ্ক. জেলস, গ্র্যাটিও, গ্নোন, ফেরাম, বেল, ব্রাইয়ো, ষ্ট্র্যামো, সালফার, সাইলি সিপিয়া, হাইয়ো, হেলোনি।

,, শিশুর—অ্যাকোন, এপিস, আর্ণিকা, ওপি, ক্যামো. ষ্ট্র্যামো, সালফার।

শিরঃপীড়া—আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যামো, চায়না, কফি, ফেরাম-ফস, গ্নোন, গ্র্যাফা, হিপার, ইগ্নে, আইরি, কেলি-বা, কেলি-কা, ক্রিয়ো, ল্যাক-ডি, ল্যাকে, নাই-অ্যা, নাক্স-মস্ক, নাক্স-ভম, পড়ো, পালস্, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, সিড্রন, সালফ থেরি, ট্রিলি, জিঙ্ক।

,, প্রাতঃকালে—অ্যাগারিকাস।
,, প্রথমে নড়াচড়া করতে—ব্রাইয়ো।
,, মধ্যাহ্নে—ন্যাজা, নেট্রাম।
,, অপরাহ্নে—অ্যাকোন, বেল, কুপ্রাম, ভিরে, ল্যাক-ক্যান, লাইকো, সাল্‌ফার।

শিরঃপীড়া সন্ধ্যাকালে—অ্যালি-সি, আম্ব্রা, বেল, কার্বো-ভেজ, কেলিবাই, পালস্‌, সাইলি।
,, রাত্রে—আণ্টি-টা, বেল, কফি, মার্ক।
,, অজ্ঞানতাসহ—নেট্র-মি।
,, অন্ধতাসহ—বোভি, ক্রো.টল-হরি, মস্কাস, নেট্রাম মি, নাক্স-ভম, সাইলি, ভিরে।
,, আনন্দের জন্য—কফি, সাইক্লা, ওপি, পালস্‌।
,, উচ্চে আরোহণ করতে—জেলস, ল্যাকে, ফস, সাইলি।
,, উঁচু সিঁড়ি দিয়ে—বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্‌কে, গ্লোন, নাক্স-ভম, ফস, স্পঞ্জি, সালফ।
,, আলোর জন্য—বেল, ক্যালকে।
,, উত্তেজনার পর—নেট্র-মি, নাক্স-ভম, ফস-অ্যা, পালস্‌, ষ্ট্যাফি।
,, ঋতুর পরিবর্তনে—ব্রাইয়ো, নাক্স-মস্ক, ফস, রাস-টক্স, সাইলি।
,, কাশবার সময়—বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাপ্সি, কোনি, নেট্র-মি, ফস, স্কুই, সালফ।
,, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য—ব্রাইয়ো, নেট্র-মি, নাক্স-ভম।
,, গাড়ীতে চড়লে—কফি, সিপিয়া।
,, গীত বাদ্যে—কফি, ফস-অ্যা, ফস।
,, গোলমালের জন্য—বেল, থেরি।
,, চোখের পরিশ্রমে—কেলি-কা, লাইকো, নেট্র-মি, রূটা, সাইলি।
,, চুল কাটার পর—বেল, গ্লোন, লেডাম, পালস, সিপি।
,, চুল আঁচড়ালে—ব্রাইয়ো, চায়না, ইগ্নে।
,, ঝাঁকি লাগলে—বেল, ব্রাইয়ো, লেডাম।
,, টুপির চাপে—ক্যাল্‌কে-ফস, কার্বো-ভেজ, নাইট্রি-অ্যা, সাইলি।
,, ঠাণ্ডা লেগে—বেল, ব্রাইয়ো, ক্যামো, নাক্স ভম, ফস, সাইলি।
,, গায়ে ঠাণ্ডা লেগে—পালস্‌, সাইলি।
,, মস্তকে ঠাণ্ডা লেগে—অরাম, বেল, লেডাম, সিপি, সাইলি।
,, দুঃখজনিত—ইগ্নে, ফস-অ্যা, পালস্‌, ষ্ট্যাফি।
,, নৌকার ভ্রমণে—ট্যাবে।
,, পরিপাকের গোলযোগে—অ্যাণ্টি-ক্রু, ব্রাইয়ো, নাক্স-ভম, ফস, পালস্‌, সালফ।

,, মানসিক পরিশ্রমে—অরাম, ক্যাল্‌কে, ক্যাল্‌কে-ফস, ইগ্নে, লাইকো, নাক্স ভম, ফস, ফস-অ্যা, পালস্‌, সাইলি।

শিরঃপীড়া বাত জনিত—ব্রাইয়ো, ডালকা, নাই-অ্যা, ক্যাল্‌কে-ফস, ক্যাক্টাস, ক্যালমিয়া, ফাইটো, সাল্‌ফার, সাইলি, স্যাঙ্গু।

,, মুক্ত বাতাসে—বেল, ক্যাল্‌কে, কফি, মার্ক, নাক্স-ভম।

,, ঠাণ্ডা বাতাসে—আর্স, অরাম, কষ্টি, ডালকা, কেলি কা, নাক্স-মস্ক, নাক্স ভম, ফস, পালস্‌, রাস-টক্স, সিপিয়া, সালফ।

,, বুনানোর কাজ করলে—কার্বো-অ্যানি।

,, ভীত হবার পর—অ্যাকোন, ইগ্নে, ওপি, পালস্‌।

,, মদ্যপান জনিত—ক্যাল্‌কে, চায়না, কফি, জেলস, ইগ্নে, ল্যাকে, লেডাম, লাইকো, নাক্স-ভম, ষ্ট্র্যামো, সালফ।

,, রৌদ্র লেগে—বেল, ব্রাইয়ো, গ্লোন, ল্যাকে, নেট্র-ফস।

,, মাংস ভোজনের পর—কষ্টি, পালস্‌।

,, পেছনের দিক (Occipital)—কার্বোভেজ, কষ্টি, নাক্স-ভম, পিক্রি, পেট্রো।

,, পার্শ্বে (Hemicrania)—আর্জ নাই, কেলি-আ, নাক্স-ভম, ফস, সোরি, সিপি।

শিরঃপীড়া ব্রহ্মতালুতে (Vertex)—অ্যানাকা, বেঞ্জ-অ্যা, ক্যাক্ট, কার্বো-ভেজ লাইকো, মার্ক, মেজে, নাক্স-ভম, ফস, ফস-অ্যা, ফাইটো, সিপি, সাইলি।

,, রগে (Temples)—আর্ণি, বেল, ক্যামো, ট্যারাক্স, ষ্ট্যানাম।

,, কপালে—আইরিস, মার্কু-আ-ফ্লে, পালস্‌, সালফ।

,, কপালে দক্ষিণ—প্রুণ-স্পা, হিপার, লরো, মেজে, ফাইটো।

,, কপালে বাম—অ্যাসারাম, থুজা।

,, চোখের উপরের দিক—এপিস, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্রোকা, জেলস, গ্লোন, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভম, ফস। প্রসবের পর—হাইপেরিকাম।

,, স্কুল বালিকার—ক্যাল্‌কে-ফস, পালস্‌।

,, প্রকৃতি—অজ্ঞানাভিভূত করে—বেল, কার্বোভেজ, হাইয়ো, গ্লোন, কেলি-বা, লরোসি, ওপি, ফস, পালস্‌।

শিরঃপীড়া কটকট করে—(Aching) অনবরত—অ্যালো, আর্জ-নাই, ব্যাপটি, বেল, সিপি, সিনা, চায়না, জেলস, ইগ্নে, কেলি-বা, লেপট্যাণ্ড্রা, ফেল্যাণ্ড্রি, প্লাম্ব, স্কুটেলেরিয়া।

,, প্রকৃতি, কাটছে যেন—আর্ণিকা, অরাম, বেল, আইরি, কেলি-আর্স, ল্যাকে, সাইলি।

,, খোঁচানোর মত—অ্যাকোন, বেল, কোনি, ফেরাম, সিপি, নেট্র-মি, টেরি।

" চেপে ধরা—অ্যাকোন, অ্যালো, অ্যানাকার্ড, বেল, ব্রাই, ক্যাক্ট, ক্যামো, ক্যাপ্সি, চেলিডো, সিমি, কার্বো-অ্যা, ইউপেটো, ফেরাম, গ্লোনয়িন, অ্যাসি-নাই, কেলি-কা, ল্যাকেসিস, পেট্রল, পালস্, রাসটক্স, সালফ, স্পঞ্জি, স্ট্যানাম।

বেদনার প্রকৃতি, চেপে ধরা সাঁড়াশি দিয়ে—এ্যাকটি-স্পাই, বিসমাথ, ক্যাক্টাস, ক্যাপো, লাইকো, ফস-অ্যা, প্ল্যাটি, পালস, ভার্বে।

" চাপ বোধ, যেন ভারী, জিনিষ, চাপান আছে—অ্যানাকা, ক্যাক্ট, ন্যাজা, সিমিসি, নাক্স-ভম, ওপি, পেট্রো, সালফ।

বেদনার প্রকৃতি চিবোচ্ছে যেন—ক্যাল্কে, নেট্রাম, ফস, লাইকো, নেট্র-মি।

" চিমটি কাটার মতো—কষ্টি, লাইকো, মেজে, পেট্রো, ফস, সাইলি।

" ছিদ্র করছে বা খুঁড়ছে যেন—আর্জ-না, কফি কলোসি, হিপার, ইগ্নে, মেজে, নেট্রমি, প্ল্যাটি, সিপি, পালস্, স্পাই।

" ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন—অ্যাকোন, আর্ণি, হাইপো, মার্ক, সালফ।

" জ্বালা—অ্যাকোন, মেজে, ফস।

" ঝাঁকি দেওয়ায়—বেল, সিপি, সালফ।

" ঠেসে ধরে আছে যেন—চায়না, মার্ক, কেলি-কা, কষ্টি, নাক্স-ভম, সালফ।

" থেঁতলানোর সময়—আর্ণিকা, হেলি, ইগ্নে, ইপি, রাসটক্স, রুটা, ভিরে।

" দপদপানি—অ্যাকোন, বেল, চায়না, চিনি-সা, গ্লোন, ল্যাকে, লাইকো, সাইলি, সালফ, বেল, ব্রাইয়ো, আইযো, কেলি-বা, পেট্রো, ফস পালস্, স্পাইজি, স্যাঙ্গু, সিপি।

" পেরেক বিঁধেছে যেন—অ্যাগা, কফি, হিপার, ইগ্নে, পালস্, সিপি, থুজা।

" ফেটে যাবে যেন—অ্যামন-মি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাপ্সি, কষ্টি, চায়না, নেট্রাম-মি, গ্লোন, লাইকো, ওলি, সাইলি, স্পঞ্জি।

বেদনা মন্দ মন্দ (Dull)—চায়না, সিপি, লাইকো, নাক্স-ভ, ওপি, রাসটক্স।

" মোচড়ানো—ইথুজা, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, কেলি-কা, পেট্রো, রাসটক্স, স্যাবা সাইলি।

" সূঁচফুটানোর মতো—অ্যাকোন, অ্যালু-মি, অ্যাণ্টি-টা, আর্ণি, বেল, বোরাক্স, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, কষ্টি, সিফি, কোনি, হিপার, হাইয়ো, ইগ্নে, কেলি-কা, লাইকো, পেট্রো, পালস্, রাস-টক্স, স্কুইলা, সাল্ফার।

" স্পর্শ সহিষ্ণু (Sensitive)—আর্স, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাম্ফা, কার্বো ভেজ, চায়না, ফেরাম, জেলস, গ্লোন, ইগ্নে, ক্রিয়ো, লাইকো, মার্ক, মেজে, নাক্স-মস্ক, নাক্স-ভম, পেট্রো, রাসটক্স, সিপি, সাইলি, স্পাই।

" উপশম অন্ধকারে—স্যাঙ্গু সাইলি।

" আবৃত করলে মাথা—অরাম, বেল, ব্রাইয়ো, কলচি, কোনি, কুপ্রাম, হিপার, ম্যাগ-মি, নাক্স-মস্ক, সোরি, স্যানি, রাসটক্স, রডো, স্ট্যান্স, স্কুই, সিপি।

বেদনার উপশম, খাওয়ালে—অ্যানাকা, কেলি, লিথিকা, লাইকো।
" উপশম, ঋতুর সময়ে স্রাব নির্গত হতে থাকলে—বেল, ক্যাম্পি; ল্যাকে, জিঙ্ক।
" উপশম ঘামের পর—নেট্র-মি, সালফ।
" উপশম চোখ বন্ধ করলে—অ্যাকোন, বেল, চেলি, সাইলি, সালফ।
" উপশম চা পানে—কার্বো-অ্যা।
" উপশম টিপে দিলে—অ্যালুমি, ক্যাল্কে, আর্জ-নাই, বেল, ব্রাইয়ো, চায়না, গ্লোন, হায়োসা, কেলি-বা, ল্যাকে, লাইকো, নেট্র-মি, নাক্স-ভম, পালস্, স্যাঙ্গু।
" উপশম ধূমপানে—অ্যামন-কা, ক্যাল্কে ফস, কার্বো-অ্যা, ন্যাজা।
" উপশম নড়াচড়ায়, আস্তে আস্তে—ক্যাম্পি, মিউ-অ্যা, নাক্স-মস্ক, পালস্, রাসটক্স।
" উপশম জোরে—সিপিয়া।
" উপশম নাক দিয়ে রক্ত পড়লে—অ্যান্টি-ক্রু, বিউফো, ব্রাইয়ো, ডিজি, ফেরাম, ফস, মেলিলো।
" উপশম নিদ্রার পরে—গ্লোন, ল্যাকে, ফস।
বেদনার উপশম প্রস্রাবে, বহুবার—জেলস, ইগ্নে।
" " খোলা বাতাসে—আর্স, কার্বো-ভেজ, কফি, সিমি, গ্লোন, হেলি, কেলি-বা, লাইকো, নেট্রাম-মি, সিকে, ফস, পালস্, ট্যারে।
" উপশম বেড়ানোর পর মুক্ত বাতাসে—অ্যান্টি-ক্রু, ক্রোকে, ল্যাকে, লাইকো নেট্রাম-মি, ফস, পালস্, সিপি, সালফ, থুজা।
" উপশম মদ্যপানে—ইগ্নে, ক্রিয়ো, জেলস।
" উপশম মাদক দ্রব্য সেবনে—অ্যান্টি-ক্রু, ব্রাইয়ো, কার্বো-ভেজ, নাক্স-ভম।
" উপশম মস্তক অনাবৃত রাখলে—গ্লোন।
উপশম নড়লে—অ্যাগা, চায়না, সিনা, প্ল্যাটি।
" উপশম মানসিক পরিশ্রমে—হেলোনি, পিক্রি-য়্যা।
" উপশম রাত্রিকালে—মিউ. ম্যাগ-কা, স্পাই, হ্যামা।
" উপশম শুয়ে থাকলে—বেল, ব্রাই, ব্যাপটি, ক্যাল্কে, চায়না, ইগ্নে, লাইকো, নেট্রাম, নাইট্রি-এ্যা, নাক্স-ভ, ফস্ফ-অ্যা।
বেদনার উপশম সন্ধ্যায়—ব্রাইয়ো, নেট্র-মি।
বেদনার বৃদ্ধি অন্ধকার ঘরে—অ্যাকোন, বেল, পডো, সিপি, সাইলি।
" " আস্তে আস্তে বাড়ে, আস্তে আস্তে কমে—প্ল্যাটি।
" " আস্তে আস্তে আরম্ভ হয়, হঠাৎ কমে যায়—আর্জ মেট, কষ্টি, সালফ, অ্যাসিড।

" " তাড়াতাড়ি কমে যায়—আর্জ-না, বেল, মার্ক কর।

" " খাওয়ার পর—অ্যামন কার্ব, আর্ণিকা, আর্স, ব্রাইয়ো, লাইকো, নাক্স-ভম।

" " কফিপানে—অ্যাক্টি-স্পাই, ইগ্নে, নাক্স ভম।

" " দুধ খেলে—ব্রোমি।

" " কথা বললে—ক্যাক্ট, ইগ্ন, মেজে।

" " গন্ধে - সিলি, কফি ইগ্নে।

" " চোখে আলো লাগলে—বেল ইগ্নে, ল্যাকডি, কেলি-বা, নাক্স-ভম, স্যাঙ্গু, সাইলি।

" " চোখ ঘুরালে বা নাড়লে—বেল ব্রাইয়ো ক্যাম্পি, চায়না, কুপ্রাম, নাক্স-ভম ওপি, সিপি, স্পাইজি।

" " ঝাঁকি লাগলে বেল ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, চায়না, লেডাম, নেট্র-মি নাক্স-ভম, ফস, রাসটক্স, সিপি, সাইলি, স্পাইজি, থেরি।

বেদনার বৃদ্ধি টুপির চাপে—ক্যাল্কে-ফস, কার্বোভেজ, নাইট্রিক-অ্যা, সাইলি।

" " নড়াচড়ায়—বেল ব্রাইয়ো, মেজে।

" " নিদ্রার পর—নেট্র-ম।

" " নিদ্রা না হলে, বেশি রাত্রি পর্যন্ত—কার্বোভেজ, লরো, নাক্স-ভম।

" " পাঠে—ক্যালমে, নেট্র-মি, প্ল্যাটি।

" " পেছনে হেলিলে—গ্লোনো।

" " মানসিক পরিশ্রমে—অরাম, ক্যালকে, ককিচ, গ্লোন, ইগ্নে, ল্যাকে, লাইকো, নেট্র-কা, নাক্স-ভম, ফস, ফস-অ্যাসি, পিক্রি-অ্যাসি, সোরি, পালস্, সিপি, সাইলি, স্ট্যাফি, সালফ।

" রাগ হলে—নাক্স-ভম।

" শয়ন করলে—বেল।

মাথা ভারী বোধ—অ্যাকোন, আর্ণি, বেল, ব্রাই কার্বো-ভেজ, চায়না, ডিজি, ড্রসে, ডালকা, গ্লোন, হাইয়ো, ইগ্নে, কেলি-কা, ল্যাকে, লাইকো, মিউ-অ্যা, নেট্র মি, পেট্রো, সিপি, সাইলি, স্পঞ্জি, সালফ, থুজা, নাক্স-ভম।

মাথায় রক্তাধিক্য—এপিস, ফেরাম, বেল, ব্রাইয়ো, কেলি, ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, চায়না, হেলি, ব্রাইয়ো, মেলি, নাক্সভম, স্পঞ্জি, সাইলি, স্ট্যাফি, সালফ, ট্যারে।

" শূন্যবোধ - আর্জ-মেট, কার্বোভেজ, কফি, কোর‍্যা-রু, কুপ্রাম, গ্র্যাফা, ম্যাঙ্গি, ফ্লুস, নাক্স ভম, পালস্, সিপিয়া।

চক্ষু (Eye)

অঞ্জনী (Hordeolum)—এপিস, অরাম, কষ্টি, চেলি, কোনি, ফেরাম-ফস,

গ্র্যাফা, লাইকো, মার্ক, নেট্র-মি, ফস অ্যা, পালস্, সোরি, রাস, সিপি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, থুজা, হিপার।

" উপরের পাতায়—বেল, ফেরাম, ফস-অ্যা, পালস।

" নিচের পাতায়— গ্র্যাফা ফস, রাস-টক্স, সেনেগা।

অর্বুদ (Tumours) পাতায়—ক্যাল্কে, কষ্টি, হিপার, নেট্র-মি, নাইট্রি-অ্যা, ফস, পালস্, সাইলি, ষ্ট্যাফি থুজা।

" কর্কট (Cancer)—হাইড্রো, ল্যাকে, ফাইটো, থুজা।

" কোষাবুর্দ (Cystic Tumours)—গ্র্যাফা, মার্ক, সাইলি।

" দানাময় (Nodules)—সাইলি, ষ্ট্যাফি, থুজা।

" আব (Wens)—গ্র্যাফা।

অস্বচ্ছতা চক্ষুর শুক্ল মণ্ডলের (Corneal opacity)—এপিস আর্জ-না, ক্যাডমি, ক্যাল্কে, কোনি, ইউফ্রে, হিপার, ল্যাকে, মার্ক-আ-ফ্লে, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা, সাইলি।

" বসন্তের পর—সাইলি।

" ক্ষত বা আঘাত জনিত—ইউফ্রে।

অসাড় চোখের চারিদিকে (Numbness Around Eyes)—অ্যাসাফি।

আলোক অসহিষ্ণুতা (Photophobia)—অ্যাকোন, আর্জ-নাই, আর্স, ব্যারা কা, কষ্টি, বেল, চায়না, ইউফ্রে, গ্র্যাফা, লাইকো, নেট্র-মি, নেট্র-সা, নাক্স-ভম, ওপি, ফস, ফাইটো, সোরি, পালস্, রাস-টক্স, সাইলি, স্পাইজি, সালফ।

আলোক অসহিষ্ণুতা বাতির—ক্যাল্কে, ইউফ্রে, ইপি, ল্যাক-ডি, মার্ক।

" অসহিষ্ণুতা ল্যাম্পের—ক্যাল্কে, ক্রোটে, নেট্র-মি, ফস, পালস্।

আলোক অসহিষ্ণুতা সূর্যের—অ্যাকোন, আর্স, ব্রাইয়ো, চায়না, অ্যাসাফি, গ্র্যাফা, ইগ্নে, লিথি, সালফ, ফস-অ্যা।

উত্তাপ ভিতরে—অ্যাকোন, আর্জ-না, আর্স, বেল, ক্যাম্ফা, ক্যামো, চেলি, চায়না, ক্লিমে, গ্লোন, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলি-বা, লাইকো, মার্ক, মেজে, নেট্র-সা, নাইট্রি অ্যা, ওপি, সোরি, রুটা, স্পাইজি, সালফ।

কালশিরে (Ecclymosis) আঘাত জনিত—অ্যাকোন, আর্ণি, বেল, ক্যাক্ট, কোনি, ক্রোটে-হ, কুপ্র-অ্যা, হ্যামা, কেলি-ক্লো, ল্যাকে, লেডাম, লাইকো, নাক্স-ভম, ফস সালফ-অ্যা।

" পাতায়—আর্ণিকা, লেডাম।

চোখের পাতায় একজিমা—গ্র্যাফা, মেজে, টেলু, থুজা, পুঁজবটি (Pustules)—মার্ক, সালফ, টেলু।

রসগুটি (Vesicles)—মিনি, ক্রোটন-টিগ, সোরি, সার্স।

" পাতায় স্কার্ভ—মেজে, পেট্রো, সীপ।

" হাংপিজ —গ্র্যাফা, সোরি, সালফ।

" চুল উঠে যায় —এপিস, আর্স, মার্ক, রাসটক্স, মেলি, স্ট্যাফি, সালফ।

চোখের পাতায় চুলকানি —আর্জ-মেট, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্রোটন-টিগ, গ্র্যাফা, হিপার, কোল-বা, মেজে, পেট্রো, ফস-অ্যা পালস্, রাসটক্স, সালফ, সিপি, টেল্।

" ছানি (Cataract)— এপিস ব্যারে-কার্ব, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফ্লো, সিনেমেরি কোনি, কোস-কার্ব, লাইকো, ম্যাগ-কার্ব, ফস, পালস্, সিকে, সাইলি, সীপিয়া।

চোখের ছানি অস্ত্র করার পর - আর্ণিকা।

" " আঘাত জনিত আর্ণিকা, কোনি।

" " জালের মত—কাষ্ট, প্লাম্ব।

" " বৃদ্ধদের কার্বো-অ্যানি, সিকেলি।

চোখ থেকে জল পড়ে (Lachrymation)—অ্যাকোন, অ্যাগা, আইল্যান্থ, অ্যালি সে, আর্জনাই, আর্ণিকা, ক্যাপ্সি, কার্বো অ্যা, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, চেলি, কলচি, কোনি, ইউফ্রে, পার্পো, ফেরাম, ফ্লু-অ্যা, গ্র্যাফ, হ্যামা, হিপার, ইগ্নে, মেজে, নেট্র-মি, নেট্র-সা নাইট্রি-অ্যা, ওপি, সোরি, পালস্, রাস-টক্স, স্যাবাডি, স্যাম্বু, সেলে, সিপি, সাইলি, সালফ, থুজা।

চোখ থেকে জল পড়ে প্রাতঃকালে—নেট্র-মি, সিপি, সালফ।

" " জল পড়ে দিবসে —অ্যালু-মি।

" " জল পড়ে রাত্রে —অ্যাকোন, অ্যালি-সে।

" " জল পড়ে কাশবার সময়—অ্যাগা, ইউপে-পার্ফো, ইউফ্রে, গ্র্যাফা, নেট্র মি, ফাইটো, স্যাবাডি।

" " জল পড়ে সর্দির সঙ্গে—অ্যালি-সে, ইউফ্রে, নাক্স ভম, টেল্।

অশ্রু হাজাকর (Tears Acrid)—ইউফ্রে।

" উত্তপ্ত—এপিস, রাসটক্স।

" জ্বালা করে—চায়না, সালফ।

চোখের পাতা জুড়ে যায়—আর্জ-নাই, ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্যামো, গ্র্যাফা, ক্রিয়ো, লাইকো, ফস, সিপি, মেডো, রাসটক্স, সালফ।

" অতীন্দ্রিয় বিষয়ে দর্শন শক্তি—ফস্ফ।

দৃষ্টি ধূম্র (Foggy)—ক্যাল্কে, কষ্টি, ক্রোকা, জেলস, মার্ক, ফস, সালফ।

চোখে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখা—ষ্ট্র্যামো, হাইয়ো।

" অন্ধ, ঋতুকালে—পালস্।

" " অল্প দৃষ্টি—অরাম-মে, অ্যাসিড নাই, ইউফ্রে, কষ্টি, ক্যাল্কে, ক্যানাসা, চায়না, জেলস, পালস্, ফস্ফ, বেল, মার্ক, ল্যাকে, লাইকো, সালফ, সাইলি, সাইক্লা, হিপার।

চোখে অস্পষ্ট দৃষ্টি (দৃষ্টির দুর্বলতা)—অরাম, বেল, ক্যাল্কে, ক্যানা-সা, কষ্টি, কোনি, এনাকার্ডি, সালফার, সাইলি, হিপার, ইউফ্রে, ল্যাকে, লাইকো।

" অর্ধ দৃষ্টি (Hemiopia),—অরাম, আর্স, ককু, ক্যাল্‌কে, গ্লোন, জেলস, লাইকো, লিথি-কা, সাইক্লা, সিপি, ষ্ট্র্যামো।

" রাত্রিতে না দেখা (রাত-কানা)—চায়না, নাক্স, পেট্রো, বেল, ফস্ফ, ফেরাম, ভিরেট্রাম, র‍্যানা বা, ষ্ট্রিকনি নাই, হাইয়ো, হেলিবো।

" আগুন দেখে চোখ বুজলে—বেল, কোল-কা, ফস্ফ, স্পাইজি।

চোখের সামনে যেন কাপড় আছে অনুভব—আর্স, এসিড-নাই, কষ্টি, ক্যাল্‌কে. ক্রিয়ো, প্লাম্বাম, নেট্রাম মি, ষ্ট্যানাম, সিপিয়া, সালফ।

" সামনে মাকড়সার জাল আছে অনুভব—অ্যাগারি, ট্যারেণ্টুলা।

" সামনে, বস্তু সব পড়তে দেখে—গ্র্যাফা, নেট্র-মি. পালস্‌, বেল, ফস, ল্যাকে, ষ্ট্র্যামো, সাইক্লা, সালফ।

" সামনে-সব বস্তু ছোট দেখায় অরাম, মার্ক, অ্যালি-সে, গ্লোন, হাইয়ো, কেলিকো, লাইকো।

চোখের সামনে পড়বার সময় অক্ষরগুলি জড়িয়ে যায়—ক্যানা-ই, নেট্র-মি, রুটা, ষ্ট্যাফি, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।

" সামনে অক্ষর সব নড়তে থাকে—আর্জ-নাই, সিপিয়া।

" সামনে অক্ষর সরে যায়—ক্যানা ই, নেট্র-মি, রুটা, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্র্যামো, সাইলি।

দ্বিত্ব দৃষ্টি—(Double vision diplopia)—জেলস, হাইয়ো, নাইট্রি-অ্যা

নিকট দৃষ্টি, নিকটে দেখতে পায় (Myopia)—ফস, ফস-অ্যা, ফাইসো, পালস্‌।

দ্রব্য সব বড় দেখায়—হাইয়ো, নাক্স-মস্ক।

সব রংই কালো দেখায়—নেট্র-মি, ফস, ল্যাকে, সালফ, সাইলি।

" " নীলবর্ণ দেখে—অরাম, বেল, সিনা, ল্যাকে, লাইকো, ষ্ট্র্যামো।

" " পীতবর্ণ দেখে—আর্স, বেল, ক্যাম্ফা, সিনা, সাইক্লা, ফস্ফ, রুটা, ল্যাক এসিড।

সব রংই বেগুন দেখায়—সিনা।

সব রংই সব লাল দেখায়—বেল, ক্যাক্ট, কোল-বা, ফস।

কর্ণ (Ear)

কর্ণে উদ্ভেদ—ব্যারা কার্ব, ক্যাল্‌কে-কার্ব, পেট্রো, সোরি, সিপি।

কর্ণের ভিতরে ফোড়া—মার্ক পিক্রি-অ্যা, রাস-টক্স, সালফ।

" পিছনে উদ্ভেদ—ব্যারা-কার্ব, ক্যাল্‌কে-কার্ব, গ্র্যাফা, লাইকো মার্ক, ওলি পেট্রো, সিফ, সালফ।

" পিছনে একজিমা—ক্যাল্‌কে-কার্ব, লাইকো, সোরি।

" পেছনে পূঁজগুটি—সোরি, পালস্‌।

" " ফাটাফাটা - গ্র্যাফা, হিপার, লাইকো, পেট্রো, সিপি, সালফ।
" এরিসিপেলাস—এপিস।
" মূল প্রদাহিত ও স্ফীত—অরাম, আর্স, অ্যামন-কা, ক্যাপ্সি, গ্র্যাফাইট, বেল, ব্রোমি, ক্যামো, চায়না, নাইট্রি-অ্যা, রাসটক্স, সাইলি।
" চটা—গ্র্যাফা, স্ট্যাফি।
" কামড়ান—ক্যাপ্স, ক্যামো, ডালকা, পালস, ফস্ফ, সালফার, সিমিসি, ল্যাকে, ভার্বা, বেল।
" কম্পা—আর্ণিকা, আর্স ইগ্নে অ্যাসিড-নাই, অ্যাসিড-ফস অ্যাসিড-সা, কষ্টি, কার্বো-অ্যা, কোনিয়াম, ক্যাল্‌কে কার্ব, কেলি মি, কিউপ্রাম, গ্র্যাফা, চায়না জেলস, ফস্ফ, মেজেরি, ম্যাঙ্গেনাম, সালফার হাইয়ো।
শ্রবণ শক্তি প্রখর—বেল, চায়না, কফি, নাক্স ভম ওপি, সাইলি।
" " দুর্বল—(Impaired)—অরাম, বেল, কার্বো-অ্যানি, চায়না, কুপ্রাম, গ্র্যাফা লাইকো, পেট্রো ফস, ফস-অ্যা, পালস, সিকেলি, সাইলি, সালফ।
" কুইনাইনের অপব্যবহারে—ইপি, ক্যাল্‌কে-কার্ব।
" " পারদের অপব্যবহারে—অ্যাসাফি, অ্যাসিড-নাই, কার্বোভেজ, পেট্রো, স্ট্যাফি, সাল্‌ফার, হিপার।
" " কর্ণে সর্দিজনিত—আইয়ো, অ্যাসিড-নাই, ক্যাল্‌কে-কার্ব, কেলি-সা, ম্যাঙ্গে, পেট্রো, পালস্।
" " শুষ্কতা জনিত—কেলি-মি।
" " খোলা হাওয়া জনিত—কষ্টি, কোনিয়াম, পালস্।
" " ঋতুর আগে—ক্রিয়ো, ফেরাম।
" " ঋতুর সময়—ক্যাল্‌কে-কার্ব, ক্রিয়ো, লাইকো।
" " গর্ভাবস্থায়—ক্যাপ্সি।
" " গর্ভাবস্থায় টন্সিল বৃদ্ধির জন্য—অরাম, অ্যাসিড নাই, কেলি-বা, ফাইটো মার্ক, স্ট্যাফি, সাল্‌ফার।
" " গর্ভাবস্থায় টাইফয়েডের পর—এপিস আর্জ-নাই, অ্যাসিড-নাই, ফস-অ্যা।
" " ঠাণ্ডা লেগে—পালস্।
" " গর্ভাবস্থায় হামের পর—কার্বো-ভেজ, মার্ক, পালস্, সাইলি।

কর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া বোধ—আর্জ-নাই, অ্যাগার কার্বো-ভেজ, কষ্টি, চায়না, কোনি, লাইকো, মেজে নাইট্রি-অ্যা, ফস, পালস্, সাইলি।
কর্ণে পুঁজ—টেলুরি, মার্কসল, সোরিনাম।
কর্ণে শব্দ, গুঞ্জনবৎ—অ্যাগ্নাস, অ্যানাকা, বেল, কষ্টি, চায়না, চিনি-সা, গ্র্যাফা, লাইকো, নাক্স-ভম, ফস-অ্যা, স্পাইজি, সাল্‌ফার।

" গড় গড় শব্দ (মেঘ ডাকার মত)—এগ্রিস, ব্রাইয়ো, প্ল্যাটি, সিপি।
" গুণগুণ —চায়না।
" "— মৌমাছির ডাকের মত)—কষ্টি, গ্র্যাফা, নাক্স, পালস্, চায়না, লাইকো, বেল, সাল্ফার, স্পাইজি।
" ঘণ্টার মত—অ্যাকোন বেল, ক্যাক্ট, ক্যাল্কে, ক্যানা-ই, কষ্টি, চায়না, চিনিসা, পেট্রো, সোরি, পাল্স্, সাল্ফার।
" ঘড়ির মত—কষ্টি, ক্যাল্কে পালস্, পেট্রো, ফস্ফ, সাইলি।
" ঢাকের বাজনার মত—কষ্টি, ফস।
" ফড় ফড় (Fluttering —বেল, ক্যাল্কে, মার্ক, ফস-অ্যা, প্ল্যাটি।
বাঁশীর মত—অ্যাম্ব্রা, নাক্স-ভম, চায়না, স্পাইজি।

নাসিকা (Nose)

নাকের অস্থিক্ষয় (Caries)—অ্যাসাফি, অরাম, অরাম-মি, হিপার, মার্ক অ্যা-ফ্লে, ফস, সাইলি, ষ্টিলি।
" (Warts)—কষ্টি, নাই-অ্যা, থুজা।
" ক্ষত (Ulcers)—অরাম, অরাম-মি, কেলি-বাই, থুজা, নাইট্রি-অ্যা, সাইলি, সিপিয়া, সাল্ফার।
" গলিত ক্ষত—(Ozaema —অ্যাসাফি অরাম, হিপার, কেলি বা, কেলি-আয়োড, মার্ক, পালস্, সিপি, সাইলি।
" দুর্গন্ধ—অরাম, বেল, ক্যাল্কে-কার্ব, গ্র্যাফা, কেলি বা, প্যারি, ফস, সালফার।
" পচা গন্ধ—ক্যাল্কে, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা, পালস্।
নাকে রন্ধনের গন্ধ অসহ্য বোধ—আর্স, ক্যালেডি, কষ্টি, সিপিয়া।
" পুঁজবটি—হিপার, পেট্রো, সোরি, সাইলি।
ঘ্রাণশক্তি প্রখর—(Acute)—অরাম, বেল, চায়না, কফি, গ্র্যাফা, লাইকো, নাক্স-ভম, ওপি, ফস।
ঘ্রাণ শক্তির হ্রাস—বেল, ক্যাল্কে, হাইয়ো, সিপি, সাইলি।
ঘ্রাণশক্তি নষ্ট (Loss of)—বেল, ক্যাল্কে হিপার, নেট্র-মি, ফস, প্লাম্ব, পালস্, সিপি, সাইলি।
দুর্গন্ধযুক্ত নিশ্বাস (Fetid Exhalations)—আর্স, অরাম, ক্যাল্কে-ফ্লুঅর, গ্র্যাফা, কেলি-বা, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা, ফস, পালস্, সিপি, সাইলি, সাল্ফার।
নড়া নাকের পাতাদ্বয় পাখার মত নড়া (Fan-Like Motion of the Nasi)——অ্যান্টিম টার্ট, ব্রোমি, চেলিডো, লাইকো, ফস, স্পঞ্জি।
" চড়ার—নিউমোনিয়ায়—অ্যান্টি-টার্ট ব্রিয়ো, লাইকো, ফস, সালফ।

নাক ডাকা—অ্যাসক্লি-টি, অরাম, ইল্যাপ্স, লাইকো, নাক্স-ভম, পালস্, স্যাম্বু।
" শিশুদের—ডালকা, নাক্স-ভম, পালস্, স্যাম্বু।
প্রদাহ—আর্ণিকা অ্যাসাফি, অরাম, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, ক্যান্থা, কষ্টি, কোনি, ক্রোটন-টিগ, ফ্লু-অ্যা, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-আ-রু, ফস, পালস্, রাসটক্স সিপি সাল্ফার।
" অগ্রভাগ—অরাম, কার্বো-অ্যা, কষ্টি, কেলি-না ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা, রাসটক্স, সিপিয়া।
" অস্থির—অরাম, অরাম মি, হিপার।
" ফাটা অ্যান্টি-ক্রু অরাম, অরাম-মি, গ্র্যাফা, পেট্রো।
" ফাটা অগ্রভাগ—অ্যালুমি, কার্বো-অ্যা।
" " খাঁজ সর্ব—গ্র্যাফা, মার্ক।
" " পাতা—অরাম, হিপার, মার্ক, পেট্রো।
" ফোলা—অ্যালু-মি, এপিস আর্ণিকা, আর্স, অরাম ব্যাপটি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে কার্ব, ক্যাল্কে-ফস, ক্যান্থা, কক্কু, ফেরাম-আর্স, গ্র্যাফা, গুয়ে, হিপার, আইয়ো, কেলি-বা কেলি-কার্ব, ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ-মি, মার্ক-কর, মার্ক, ফস, সিপি, সাল্ফার।
" অগ্রভাগ বেল, বোর‍্যাক্স, ব্রাইয়ো, কষ্টি, চেলিডো, ক্রোটে হ, কেলি-কার্ব, সিপিয়া, সাল্ফার।

নাক ফোলা অস্থি—হিপার, হাইড্রো, কেলি-আর্স, মার্ক-আ-রু, ফস।
" বন্ধ (Obstruction—অ্যাগা, অ্যালি-সে, অ্যালু-মি অ্যাম্ব্রা, অ্যামন-কার্ব, অ্যান্টি-ক্রু, আর্স, এরাম-ট্রি, অরাম, ইল্যাপ্স, ক্যাম্পি, কেলি-বা, লাইকো, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, পালস্, স্যাম্বু, টিউ, ফস্ফ।
" বন্ধ সবুজ বর্ণ স্রাবসহ -ফস্ফ, লাইকো।
" বেদনা—ফস্ফ, রিউম।
" মামড়ি—কষ্টি, কেলি-কার্ব, ফ্যাগো সিফিলি, স্যানিকিউ।
" লালবর্ণ—অ্যালুমি, এপিস, জিঙ্ক, নেট্র-কা, চায়না, জিঙ্কাম, সোরি, সালফার।
" শুকনো—কার্বো-ভেজ, কেলি-বাই, গ্র্যাফা, ব্যারা-কা, লাইকো, নাক্স-ভম, সাল্ফার, স্যাম্বু, সাইলি, স্পঞ্জি, ষ্টিক্ট
" রক্তস্রাব—আর্ণিকা, ইপি, অ্যাকোন, অ্যাগারি, অ্যাম্ব্রা, অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যাসিড-নাই, ক্যাল্কে-কার্ব, ক্রোকাস, চায়না, পালস্, প্ল্যাটিনা, ফস্ফ, বেল, ব্রাইয়ো, মার্ক, রাসটক্স, মেডোরি, মেলিলো, সিলিকা, লাইকো, ল্যাকে, সিকেলি, সাল্ফার।

" রক্তস্রাব কাল—ক্রোকাস, নাক্স-ভম, হ্যাম্যা, ল্যাকে।

" " চটচটে—কেলি-বাই, ক্রোকাস।

" " পাণ্ডুবর্ণ—ডালকা, বেল হাইয়ো, স্যাবাইনা।

" " (দড়ির মতো) কেলি-বাই, ক্রোকাস, প্ল্যাটিনা, বাসটক্স।

" " জমাট—ক্যামো, ক্রোকাস, রাসটক্স।

" " টকটকে লাল—বেল, ইপি, হাইয়ো।

" " ঋতুবন্ধজনিত—অ্যাসি-অ্যাসে, ক্রোটেলাস, চায়না, পালস্, ফস্ফ, ব্রাইয়ো, মিলিফো।

" ঝাড়লেই রক্তস্রাব—ফস্ফ, সাল্ফার।

" সর্দি (Coryza)—অ্যাকোন, অ্যাম্ব্রা আর্স, অরাম, বেল, ব্রোমি, কার্বো-ভেজ, ফেরাম ফস, কেলি-আয়োড, নাক্স-ভম, সাইলি, ষ্ট্যাফি।

নাকে সর্দি, ক্রনিক—থুজা।

" " স্রাব (Discharge) উষ্ণ—অ্যাকোন, লাইকো।

" " ঘন (Thick)—অ্যামন-মি আর্স, কেলি-বাই, নেট্র-সা, পালস্, স্পঞ্জি, থুজা।

" সর্দি চটচটে (Tough Viscid)—হাইড্রো কেলি-বাই কেলি-আয়োড, সাইলি।

" সর্দি স্রাব জলের মতো (Watery)—অ্যাকোন, অ্যাসি-সে, আর্স, অরাম, ইউফ্রে, গ্র্যাফ, মার্ক, নাক্স-ভম, প্ল্যান্টে, টেল্।

" সর্দি জ্বালাযুক্ত (Burnning)—অ্যালি-সে, পালস্।

" " তরল (Thin)—বোভি, গ্র্যাফ, ল্যাকে, নেট্রাম-কার্ব, স্যাবাডি সাল্ফার।

নাকে সর্দি দুর্গন্ধযুক্ত (Fetid offensive)—অ্যাসাফি, অরাম, ক্যাল্কে, নেট্রাম কার্ব, নাইট্রি-এ্যা সাইলি, সালফার, থুজা।

" " প্রচুর (Copious)—অ্যালি-সে, আর্স, ব্রাই, নেট্রাম ফস।

" " পূঁজের মত (Purulent)—অরাম, ক্যাল্কে কোনি, কেলি-বাই।

" " স্রাব রক্তাক্ত - আইল্যান্থ, অ্যালি-সে অ্যালু-মি, আর্স, এপিস, বেল, হিপার, কেলি বাই, কেলি-অ্যা, নাইট্রি-অ্যা।

" " স্রাব সাদা—নেট্র মি।

" " স্রাব সবুজাভ—মার্ক, পালস্, সিপিয়া।

নাকে " হলুদ রংয়ের—অরাম-ট্রি, অরাম, ক্যাল্কে ফস, হিপার, গ্র্যাফা, হাইড্রা, কেলি-বাই, কেলি-সা, লাইকো, নাইট্রি-অ্যা, সালফ, ফস।

" হলুদের মতো সবুজ—হাইড্রা, কেলি-বাই, পালস্, থুজা।

" " হজনশীল (Excoriating)—অ্যালি-সে, অ্যামন-মি, আর্স, আয়োড, গ্র্যাফ, ক্রিয়ো, নাইট্রি অ্যা, নাক্স-ভম।

" হাঁচি—অ্যালি-সে, অ্যাকোন, অ্যাম-ট্রি, অ্যামন-মি, হাইয়ো, আর্স, ব্রাইয়ো, ইউপে পার্ফ, কার্বো ভেজ, চায়না, নাক্স ভম, রাসটক্স, স্যাবাডি, সালফ, সিপিয়া।

" " প্রাতঃকালে—সার্স্ফার, অ্যালি-সে, কষ্টি, সাইক্লেমে, জেলস, কেলি, ক্রিয়ো, পালস্, নাক্সভম।

" " সন্ধ্যা। অইয়ো, পালস্, সালফ।

" " রাত্রে—অ্যাম-ট্রি, ইল্যাপ্স, ব্যুকক্স।

" " গরম ঘরে অ্যালি সে।

" " গায়ের কাপড় খুললে হিপার সালফ, রাসটক্স।

" " সদা সর্বদা অ্যালি সে, আর্স অরাম, বেল, ব্রোমি, কষ্টি, সাইক্লা, ড্রসেরা, ডালকা, হিপার, ক্রিয়ো, লাইকো নাক্স-ভম, ফস প্ল্যাণ্টা, ষ্টিক্টা সালফ, জিঙ্ক।

মুখমণ্ডল (Face)

আক্ষেপ (Convulsions)—আর্স, কষ্টি, সিকি, কুপ্রাম, লাইকো, হাইয়ো, ইগ্নে, ল্যাকে, জিঙ্ক।

আঁচিল (Warts)—ক্যাল্কে, কষ্টি, ডালকা, কেলি-কার্ব, নাইট্রি-অ্যা, সিপি, থুজা।

" ওষ্ঠে—নাইট্রি অ্যা থুজা।

উত্তাপ—বেল, ব্রোমি, ব্রাইয়ো সিনা, পালস্।

ঘাম—বেল, ক্যাল্কে, লাইকো, ওপি, নাক্স-ভম, পাইলি, ট্যাব, ভেরেট্রাম।

ঠাণ্ডা ঘাম—আর্স, ক্যাক্ট, ক্যাম্ফ কার্বো ভেজ চায়না, মার্ক কর, ভেরেট্রাম।

মুখের গতি চাবানো মতো—অ্যাকোন, বেল ক্যাল্কে, ব্রাইয়ো, ষ্ট্র্যামো, ফস, হেলি।

উদ্ভেদ চামড়ার—কষ্টি, ডালকা, গ্র্যাফা, হিপার, কেলি ব্রোম, কেলি-আয়োড, লেডাম, নেট্রাম, পেট্রো, সোরি পালস্ রাস-টক্স সালফ।

" চর্মের ঠোঁটে—নেট্র মি, রাসটক্স, সিপিয়া।

" চর্মের উপরের—আর্স, কোঁপ্রকা, কেলি-বা, ক্রিয়ো, লাইকো ব্যারাইটা-কা, ষ্ট্যাফি, সালফার।

" চর্মের নিচে—ইগ্নে, প্লাটিনা, ব্রাইপা, সিপিয়া।

" চামড়া কপালে—অ্যান্টিক্রুড ক্রিয়ো, লেডাম, নেট্রাম নাক্স-ভম, সালফ, সিপিয়া।

" চর্মের গণ্ডে—অ্যান্টি-ক্রুড, ক্রিয়ো রাস টক্স, ষ্ট্যাফি।

" চিবুক—নেট্র মি, রাসটক্স, সিপিয়া।

" চর্মের মুখের চারিদিকে—অ্যাণ্টি টার্ট, আর্স, গ্র্যাফা, কেলি-কার্ব, ক্রিয়ো, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা, পেট্রো, রাস-টক্স, সিপিয়া, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফ।
" মুখের কোণে (Cotnecs)—মার্ক, নাইট্রি-অ্যা।
" চর্মে আমবাত—এপিস, আর্স, নেট্রা মি, রাস টক্স, সালফ, সিপিয়া।
" " একজিমা আর্স, ক্যাল্কে, কষ্টি, সিকিউ, ক্রোটন, ডালকা, গ্র্যাফা, হিপার, মার্ক, মেজে, পেট্রো সোরি, রাস-টক্স, সালফ।
" " পুঁজ গুটিকা অ্যাণ্টি টার্ট ক্যাল্কে কার্ব, কার্বো-ভেজ, কষ্টি, কোনি হিপার, কেলি আয়োড নাইট্রি অ্যা।
" " পীড়কা (Rash)—বেল, গ্র্যাফা, হিপার, পালস, রাস-টক্স।
" " ফাটা (Fissures)—গ্র্যাফা, মার্ক, পেট্রো, সোরি, সাইলি।
" " ফুস্কুড়ি (Pimples)—অ্যাণ্টি-ক্রুড, আর্স, কার্বো-অ্যানি, কষ্টি, সিকিউটা, গ্র্যাফা, হিপার, লেডাম, মিউ অ্যা, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা, সোরি, রাস-টক্স, সাল্ফার।
" " ফোড়া ছোট (boils)—বেল, ক্যাল্কে, হিপার, মেজে, কেলি-আয়োড, সাইলি, সাল্ফার।
" " বড় ফোঁড়া (Abscess)—হিপার, কেলি অ্যা, মার্ক, ফস, সাইলি।
" " ফোস্কা—ক্রোটন-টিগ গ্র্যাফা, নাইট্রি-অ্যা, নেট্র-মি, সোরি, পেট্রো, রাসটক্স, সিপিয়া, সাইলি, সালফ।
" " ফোস্কা ওষ্ঠে—কার্বো-অ্যানি, কোনি, নেট্র মি।
" " কোণে—অ্যাগা, সিফি, সেনে।
" " ললাটে নেট্র মি, সোরি, রাসটক্স।
" মুখব্রণ (Acne)—অ্যাণ্টি-ক্রুড, কার্বো-ভেজ, কার্বো-অ্যা, কষ্টি, হিপার, নেট্র, মি, নাইট্রি-অ্যা, সোরি, পালস।
" পাটল (মদ্যপায়ীদের মুখে লাল ব্রণ) (Rosacea)—কার্বো-অ্যানি কার্বো-ভেজ কষ্টি ইউজি, ল্যাকে পেট্রো, সোরি, সালফ
" ফাটা ওষ্ঠ—অরাম ট্রি, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ল্যাকে, সালফ, সিপিয়া।
" ফাটা, কোণে (Corner of Mouth)—এরাম ট্রি, কণ্ডু, গ্র্যাফা।

ফোলা—এপিস, আর্ণিকা, আর্স, বেল, বোভি, ব্রাইয়ো, ক্যাম্মো, হিপার, লাইকো, মার্ক, নেট্র-মি ওপি, রাসটক্স।
" ওষ্ঠ—এপিস, অরাম ট্রি বেল, ব্রাই, নেট্র-মি, সিপি।
" চোখের নিচে—এপিস, আর্ণিকা, আর্স, কেলি-বাই, কেলি আয়োড।
" নাকের গ্রন্থি (Submaxillary glands)—অরাম-ট্রি, ব্যারা-কার্ব ব্রোমি, ক্যাল্কে-কার্ব, চায়না, গ্র্যাফা, হিপার, লাইকো, কেলি-কার্ব কেলি-আয়োড, ল্যাকে, ল্যাক-ক্যান, সোরি, রাস-টক্স, সাইলি।

" নাকের গ্রন্থির কঠিনতা সহ—ব্রোমি, ক্যাল্‌কে-কা, গ্র্যাফা, কেলি-কার্ব, রাস টক্স।

মুখ ভাব ভঙ্গিমা (Appearance)—

" উৎকট, বন্য (wild)—অ্যানা, এপিস, আর্স, বেল, ষ্ট্র্যামো।

" উৎকণ্ঠিত —অ্যাকোন, ইথুজা, আর্স, ব্যাপটি, বেল, বোর‍্যাক্স, ক্যাম্ফ, চেলিডো চিনি-সা, ক্যাপ্সি, লাইকো, স্পাঞ্জিয়া, সালফ, ভিরে।

" ক্লোরোটিক—ক্যাল্‌কে, কফি, ফেরাম, হেলি।

উত্তাপ—বেল, বোর‍্যাক্স, ক্যামো।

" জিহ্বায়—এপিস, বেল, মেজে ফাইটো।

কম্পন জিহ্বায় —আগা, এপিস, অরাম, বেল, ক্যাম্ফ ক্রোটে-হ, জেলস, হেলি, হাইয়ো, ইগ্নে ল্যাকে ষ্ট্র্যামো।

কম্পন জিহ্বায়—অ্যাগা, এপিস, অরাম, বেল, ক্যাম্ফ, ক্রোটে-হ, জেলস, হেলি, হাইয়ো, ইগ্নে ল্যাকে ষ্ট্র্যামো।

কাঁটা (Papillae Erect)—আর্জ-না, আর্স, অরাম-ট্রি, বেল, হাইড্রো, ল্যাকে, মার্ক, ফস, ট্যাবে।

ক্ষত (Aphthea)—আর্স, ব্যাপটি, বার্বে, বোর‍্যাক্স, ক্যাল্‌কে, মার্ক, মিউ-অ্যা, সাল ফাব।

" বালক বালিকাদের—বোরাক্স, মার্ক, মিউ-অ্যা, নাক্স ভমিকা, সালফ-অ্যা।

" রক্ত পড়ে সহজেই—বোরাক্স।

" জিহ্বার—বোরাক্স, হেলি, ল্যাকে, মার্ক-সল, মিউ-অ্যা, নেট্র-মি, ফস, সালফ।

ক্ষত (Ulcer)— আর্স, আইয়ো, কেলি আয়োড, ল্যাকে, ফাইটো।

" উপদংশজ—অরাম ফ্লু অ্যা, হিপার, কেলি-সা, কেলি-আয়োড, ল্যাকে, সিপি।

" জিহ্বায় - এপিস, অরাম, আর্স, ব্যাপটি, কেলি অ্যা, মার্ক, মার্ক-আ-রু, মিউ অ্যা, সোরি কেলি-কা, লাইকো, নেট্র-মি, নাইট্রি অ্যা, ফস, প্ল্যাটি, সিপি পালস, সালফ।

মুখ জড় ভরতের মতো (Idiotic)—ক্যাল্‌কে ল্যাকে লরো, লাইকো।

" নিদ্রালুতা—ক্যানা ই, ওপি, নাক্স-মস্ক।

" বৃদ্ধের মতো—অ্যাব্রো, ক্যাল্‌কে, ওপি, নেট্র-মি।

" বোকা আর্জ-নাই, আর্ণিকা, আর্স, ক্যানা-ই, ফেরাম, হেলি, হাইয়ো, ষ্ট্র্যামো।

" রুগ্ন—আর্স, চেলি, চায়না, সিনা, ডিজি, আইয়ো, নেট্র-মি, ফস।

" হত বুদ্ধি ভাব (besotted)—ব্যাপটি, কফি, জেলস, ওপি, ষ্ট্র্যামো।

" মণ্ডলের মাকড়সার জালের মতো অনুভব —ব্যারা কার্ব, বোরাক্স, ক্যালেডি, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, লরো, র‍্যানা-এস।

" রক্তাধিক্য—অ্যাকোন, অ্যামিল, এপিস, বেল, ব্রাইয়ো, জেলস, গ্লোনা, আইয়ো, ল্যাকে ফস, পালস্।

মুখবিবর (Mouth)

অসাড় জিহ্বা (Numbness)—অ্যাকোন, ক্যালকে ফস, কলচি, ফ্লু-অ্যা, জেলস, হেলি, নেট্র-মি নাক্স মস্ক রিউম।

ক্ষত জিহ্বায় উপদংশজ কেলি-বা কেলি-আয়োড, মার্ক, নাইট্রি অ্যা, ফাইটো।

" জিহ্বার ধারে —নাইট্রি-অ্যা।

" মাড়ীতে —হিপার আইয়ো কেলি-বাই, কেলি আয়োড, ক্রিয়ো, ল্যাকে, লাইকো, সোবি সিপিয়া, সাইলি, নেট্র-মি, মিউ-অ্যা স্ট্যাফি।

" গন্ধ জঘন্য Offensive)—কার্বোভেজ, ক্যামো চেলিডো, কেলি-ফস্

" ক্রিয়ো ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-কর, নেট্র-মি, নাইট্রি-অ্যা, পালস।

" পচা—আর্ণিকা, আর্স, মার্ক, নেট্র-মি, নাইট্রি অ্যা, স্পাইজি।

চিবোচ্ছে যেন কিছু – অ্যাকোন, বেল ব্রাইয়ো, হেলি, ষ্ট্র্যামো।

" ঘুমাতে ঘুমাতে – ক্যাল্কে, সিপিয়া।

জিহ্বায় চুল আছে ভাব - কেলি-বা, নেট্র মি, সাইলি।

" ঠাণ্ডা বোধ (Cold tongue)—আর্স, কার্বোভেজ, কলচি, কুপ্রাম সা, আইরি-ভা, লরো, ফস-অ্যা।

" দন্তের দাগ (Indented Tongue)—আর্স, কার্বোভেজ, চেলি, হাইড্রা, আইয়ো, মার্ক, সিফি, রাসটক্স, পডো।

" নড়া কষ্টকর —হাইয়ো, ল্যাকে।

" পক্ষাঘাত—কষ্টি, কোনি কু-প্রাম, জেলস, হেলি, হাইড্রো-অ্যা, লাইকো, মিউ-অ্যা, রাসটক্স, ষ্ট্র্যামো।

" পুঁজগুটি —অ্যান্টিম-টার্ট, হিপার, মিউ-অ্যা।

" প্রদাহ – অ্যাকোন, এপিস, অর্জ-নাই আর্ণিকা আর্স, ক্যান্থা, ক্রোটে হ, ল্যাকে মার্ক, নেট্র-মি নাইট্রি-অ্যা, সাইলি সালফ।

" ফাটা (Fissured Tongue) – আইল্যান্থ আর্স, এপিস, অরাম-ট্রি, ব্যাপটি, বেল, বেঞ্জো অ্যা, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, কার্বো ভেজ, ক্যামো চায়না, ক্রোটে হ, হাইড্রা, কেলি-বা ল্যাকে, লাইকো, ম্যাগ মি, ফস রাস-টক্স, সালফ।

" ফুলা—অ্যাকোন, অ্যামন-মি, এপিস, আর্ন, অরাম, ব্যাপটি, বেল, মার্ক।

মাড়ীতে নালী ঘা (Fistula in gums) - ব্যারা কা, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, কেলি-কার্ব, লাইকো, নেট্র-মি, সাইলি, ষ্ট্যাফি, সালফ।

" প্রদাহ— অ্যালু, ক্যাপ্সি, ক্যামো, লাইকো, কেলি-ক্লোর, ক্রিয়ো, মার্ক-কর, নেট্র-মি, সাইলি।

" ফুলা— আর্স, বোরাক্স, চায়না, ল্যাকে, মার্ক, মার্ক-সা, নেট্র-মি, নাইট্রি-অ্যা, সাইলি, সালফ-অ্যা।

জিহ্বায় ফুস্কুড়ি—(Pimples)- বেল, বার্বে, ক্যাল্‌কে-ফস, লাইকো, গ্র্যাফা, প্লাম্ব, নাক্স ভম।

মাড়ীতে ফোঁড়া (gum boils)—কার্বো-ভেজ কেলি-ক্লোর, কেলি-আয়োড, লাইকো, মার্ক, নেট্র মি, ফস, সাইলি।

জিহ্বার বর্ণ অপরিষ্কার—ক্যাল্‌কে, ক্যাম্ফ, কার্বো-ভেজ, চায়না, কেলি-ক্লোর, নেট্রাম-সালফ।

" বর্ণ অপরিষ্কার, কাল—আর্জ-নাই, আর্স, কার্বো-ভেজ, কার্বো-অ্যানি, চায়না, কেলি-কা লাইকো, ওপি, মার্ক কর, ফস, ভিরে।

" বর্ণ অপরিষ্কার মধ্য ভাগে—মার্ক, ফস।

" বর্ণ লাল, ধারে ধারে (Red-Edges)— নাক্স-ভম, মার্ক।

" বর্ণ নীল—অ্যান্টিম-টার্ট, আর্স, কার্বো-ভেজ, ডিজি, মিউ অ্যা, প্ল্যাটি, প্লাম্ব।

" বর্ণ পিঙ্গল পাঁশুটে (Brown)—আইল্যান্থ, আর্ণিকা, আর্স, বেল, ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, চিনি-আর্স, হিপার, হাইয়ো, কেলি-ফস, লাইকো, এপিস, সিকেলি, সিপিয়া, সালফ, স্পঞ্জিয়া।

" বর্ণ লাল—আর্স, বেল, নাইট্রি-অ্যা, রাসটক্স।

" অগ্নির মতো (Fiery Red)—এপিস, বেল, ক্যাম্থা।

" বর্ণ লাল ডোরা দাগ মধ্য ভাগ থেকে পিছন দিক—(Stripe Down Centre)—আর্জ নাই, বেল, ক্যামো, কেলি-বাই, ফস, ভিরেট্রাম-ভি।

" বর্ণ লাল অগ্রভাগে—আর্স, আর্জ-নাই, ফাইটো, রাসটক্স, রাস-ভে।

" বর্ণ লাল অপরিষ্কার, অগ্রভাগে ত্রিকোণাকার (Triangular)—রাসটক্স।

" বর্ণ লাল, ধারে ধারে—আর্স, চেলিডো, মার্ক।

" " সবুজ—নেট্র-সা।

" " সাদা— অ্যান্টিম-ক্রু, ব্রাইয়ো, মার্ক, হাইয়ো, স্পাইজি, পালস।

" " সাদা—দুধের মতো - অ্যান্টি ক্রুড, গ্লোনো।

" " উভয় ধারে (Both Sides)— কষ্টি, ক্যামো, কেলি-সা।

" " সাদা এক ধারে —রাস টক্স।

" " " মধ্যভাগে— ব্রাইয়ো, কেলি ক্লোর, পেট্রো।

" হলদে—অ্যাণ্টিম ক্রুড, চেলিডো, মার্ক, নাক্স-মস্ক, রাসটক্স, স্পাই।
" বর্ণ হলদে মলিন (dirty)—মার্ক, মার্ক-কর, সাইলি, সিপিয়া।
মাড়ীর বর্ণ ফ্যাকাশে - চেলিডো, সাইক্লা, ফেরাম, মার্ক-কর, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, প্লাম্ব।
মাড়ীর বর্ণ লাল—এপিস অরাম বেল ডালকা কার্বো-অ্যানি ক্যামো, ডলিকস, আইয়ো, ল্যাকে ক্রিয়ো, মার্ক, নেট্র-সা সিপিয়া।
" বর্ণ সাদা—ক্রোটে-হ, ফেরাম, কেলি-বা, মার্ক, নাই-অ্যা, ষ্ট্যাফি।
বাক্য অস্পষ্ট—কফি, ল্যাকে।

বাক্য কষ্টকর (Difficult)—ল্যাকে, ওপি, অ্যাগা, ব্যাপটি, বেল, কার্বো-ভেজ, কষ্টি, সিফি, কফি, কোনি, ক্রোটে-হ, ডিজি, গ্র্যাফা, কেলি-ব্রোম, ল্যারোসি, লাইকো, মার্ক, মেজে, নাক্স ভম, ষ্ট্র্যামো।
" কম্পনশীল -অ্যাকোন, অ্যাগা ক্যাল্হা, ইগ্নে মার্ক।
" তোৎলা—বেল মার্ক, নাক্স-ভম, ফস, প্ল্যাটি।
" দুর্বোধ্য (Unintelligible)—ষ্ট্র্যামো।
" ধীরে ধীরে (Slow)—ল্যাকে।
" বন্ধ (Wanting)—নাইট্রি-অ্যা, কষ্টি, নাক্স-ভম।
" ক্ষীণ (Weak)—ষ্ট্যানাম।
" ভারী (thick)—ল্যাকে, নাক্স-ভম।
" জিহ্বা বের হয়ে পড়ে (Protrudes)—নেট্র-মি, ফাইটো।
" ভারী বোধ (Heaviness)—নেট্র-মি।

জিহ্বায় রসগুটি (Vesicles)—অ্যানা, আর্স, কষ্টি, এপিস, লাইকো, নেট্র-মি, নাইট্রি-অ্যা, রাসটক্স।
" রসগুটি জ্বালাযুক্ত—এপিস, লাইকো, নেট্র মি।
" অগ্রভাগে রসগুটি—কষ্টি, গ্র্যাফা, লাইকো, নেট্র-মি।
" শক্ত (Stiff)—বেল।
" " শিথিল (Flabby)—ক্যাম্ফ।
" " শীতাদ রোগী, মাড়ী স্পঞ্জের মত ফোঁপরা ফোঁপরা ও সর্বদাই ও থেকে রক্ত ও পুঁজ পড়ে। (Scoabutic Gums)—আর্স, এন্টা, কেলি-ক্লো, ক্রিয়ো, মার্ক, মিউ অ্যা।
" শুষ্ক—অ্যাকোন, অ্যাগা এপিস, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাম্ফ, কষ্টি, কফি, কুপ্রাম, চায়না, হেলি, হাইয়ো, ল্যাকো, মার্ক, মিউ-অ্যা, ভিরে-ভি।
" " প্রাতঃকালে—ওপি।
" " নিদ্রাভঙ্গে—ওপি, পালস, রাসটক্স, সালফ।
" " সন্ধ্যায়—নাক্স-মস্ক।

" " পিপাসা হীনতা—পালস্ ।
" " বোধ—আর্স, ক্যাল কে, নাক্স মস্ক, ওপি, ।
স্বাদ টক—আর্জ না, ইগ্নে, ফস, লাইকো, অ্যাকোন. সোরি. পালস্, সালফ ।
" " ধাতুর—(Metallic)—কফি, মার্ক, রাসটক্স ।
" " পচা—(Putrid) অ্যানা, ক্যাপ্সি, সোরি, পালস্ ।
" মাংসের মতো—পালস্ ।
" ডিমের মতো—মার্ক, মিউ অ্যা ।
" পান্‌সে (Insipid)—অ্যানা, মার্ক, পালস্ ।
" বিস্বাদ—মার্ক, নেট্র-সা, নাক্স-ভম, সালফ ।
" মেটে—(Eearthy)—ফেরাম, ইপি, নাক্স-মস্ক ।
" মিষ্ট—ডালকা, মার্ক, পালস্, সালফ ।
" লবণভাব—মার্ক-কর, নেট্রাম-মি ।
" নষ্ট (Wanting loss of)—ফস, পালস, ষ্ট্র্যামো ।
" " খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ পায় না—হেলি, নেট্রমি, পালস্ ।
রক্তস্রাব—চায়না, ক্রোটে হ. হিপার, ফস, আর্ণিকা, বেল, কার্বো-ভেজ, ইপি, ফেরাম ।
" জিহ্বা থেকে—অরাম-ট্রি বোরাক্স ।
" মাড়ী „—কার্বো-ভেজ, ল্যাকে, মার্ক, নেট্র মি, ক্রোটে-হ, মার্ক-কর, নাইট্রি-অ্যা ।
লালাস্রাব—আইয়ো, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা. নাক্স-ভম ।
" চটচটে—(Tenacious)—চেলিডো, মার্ক-কর ।
" রক্তাভ—(Bloody)—বিউফো, নাইট্রি অ্যা, ফস ।

দন্ত (Teeth)

দাঁত আলগা—কার্বো-ভেজ, হাইয়ো, মার্ক-কর, নাইট্রি অ্যা. সাইলি ।
" কড়মড় করা (Grinding)—ওপি, বেল, হাইয়ো, আর্স, সিনা ।
" ক্ষয়শীল (Carious, decayed, Hollow)—অ্যান্টি-ক্রুড, বেল, বোরাক্স, মার্ক, মেজে, নেট্র কার্ব, প্লাম্ব, থুজা, ক্রিয়ো ।
" মল (Sardes)—আইল্যান্থ. আর্স, ব্যাপটি চায়না ফস, রাসটক্স ।
" কাল—চায়না, ফ্লু-অ্যা, কোনি ।
" ওঠা কষ্টকর—ক্যাল্‌কে, ক্যামো, ইং ফাইটো, পডো, রিউম ।
" বিবর্ণ, কাল—চায়না, মার্ক, ষ্ট্যাফি. আর্জ-না. নাইট্রি-অ্যা, থুজা ।
" শূল—অ্যাকোন, কফি, ক্যামো, ক্যাল্‌কে, ক্রিয়ো. গ্লোন, চায়না, জিঙ্ক, নেট্র-কা, প্ল্যান্টাগো, বেল, ব্রাইয়ো, মার্ক, ল্যাকে, সিপিয়া ।

দন্তশূল উপরের—অ্যামন কার্ব, কার্বোভেজ, চায়না, জিঙ্ক।
" নীচের দাঁত – কষ্টি, কার্বোভেজ, ক্যাম্ফা, ক্যামো, নেট্র কা, বেল সিপিয়া, ষ্ট্যাফি, ফস, লরো।
" ডানদিকের—অ্যাসিড ফ্লু, অ্যাকোন, কার্বো-অ্যা, ক্যাল্‌কে, বেল, ব্রাইয়ো, ষ্ট্যাফি।
" বামদিকের – কষ্টি, ক্যামো, ক্লিমে, থুজো, মেজে, সালফ, সিপিয়া।
" শেষের দাঁত (Molar Teeth)— অ্যাসিড ফস, কার্বো-ভেজ, ক্রিয়ো, চায়না, জিঙ্ক, হাইয়ো।
" নড়া দাঁত—অ্যাসিড নাই, কার্বো-ভেজ, জিঙ্ক, মার্ক, মার্ক-কর, হাইয়ো।
" পচা দাঁত (Caries —অ্যান্টিম ক্রুড নেট্র-কা প্লাম্বাম, বেল, বোরাক্স, মার্ক, মেজেরি ষ্ট্যাফি সিপিয়া।
" শিশুর –অ্যাসিড ফ্লু, ক্রিয়ো ষ্ট্যাফি।
" কেবল সন্ধ্যা বলা—পালস।
" রাত্রিতে—অ্যান্টিম ক্রুড, ক্যামো, ফস্ফ, মার্ক সালফ।
" ঋতুর পরিবর্তনে—আর্স, মার্ক, রাসটক্স।
" খাওয়ার পর—অ্যান্টিমক্রুড।
" স্ত্রীলোকের ঋতুর আগে ও পরে – নেট্র-মি, পালস্‌।
" " " সময়—সিপিয়া, ষ্ট্যাফ।
" কুইনিনের অপব্যবহারে—হিপার, পালস।
" গর্ভাবস্থায়—সিপিয়া।
" গরম পান জনিত—কফি, ক্যামো, সিপিয়া।
" বালক-বালিকাদের—কফি, ক্যামো।
" প্রসারিত হয় কর্ণে—ক্রিয়ো, রডো, সিপিয়া, সালফ।
" প্রসারিত হয় মাথায় – অ্যান্টিম-ক্রুড।
" মুখমণ্ডলে—মার্ক।
" দাঁত লম্বা বোধ অ্যান্টি ক্রুড, কষ্টি, ল্যাকে।
" চেপে ধরা বোধ—(Pressing)—মার্ক।
" চিবানো বোধ—অ্যান্টি-ক্রুড, নাক্স-ভম, পালস্‌, ষ্ট্যাফি।
" চিড়িক মারা ঝাঁকি লাগা— ক্যাল্‌কে।
" ছিড়ে ফেলছে যেন—অ্যাকোন, কষ্টি, মার্ক, সিপিয়া।
" দপদপ করা কষ্টি, চায়না, বেল, সিপিয়া।
" সূঁচ ফোটানোর মতো—কষ্টি, ব্রাইয়ো, লাইকো, সিপিয়া।
" দাঁতে দাঁত চাপলে—কষ্টি, কলচি।
" উপশম, খাওয়ার পরে—রডো।

,, উপশম উত্তাপ প্রয়োগে—আর্স।

,, ,, গরমে—নাক্স-ভম, নাক্স-মস্ক, মস্ক, ম্যাগ-ফস, রাসটক্স, রডো।

,, ,, দাঁতে দাঁত চাপলে—ফাইটো।

,, ,, ঠাণ্ডা জলে—কফি, পালস্, ব্রাইয়ো।

,, ,, খোলা বাতাসে—অ্যাণ্টি-ক্রুড, পালস্।

,, বৃদ্ধি খাওয়ার পরে—অ্যাণ্টি-ক্রুড, ষ্ট্যাফি।

,, ,, গরমে বাহ্যিক (Exterdal warmth)—পালস্।

,, ,, বিছানার—ক্যামো, পালস্, মার্ক।

,, ,, পানীয় পান—কফি, ক্যামো, ল্যাকে, পালস্, সিপিয়া।

,, বৃদ্ধি ,, ঠাণ্ডা পানীয় পানে—অ্যাণ্টি-ক্রুড, হিপার, ল্যাকে, রাসটক্স, ষ্ট্যাফি।

,, ,, ঠাণ্ডা বাতাসে—কষ্টি, ক্যামো।

গলমধ্য (Throat)

ক্ষত—আর্স, হিপার, মার্ক, মার্ক-কর, নাইট্রি-অ্যা। খসখসে বোধ (Roughness)—আর্জ-মেট, নাক্স-ভম।

,, গিলতে কষ্ট—কেলি কার্ব ব্যারা-কার্ব, ব্রাইয়ো, ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা, রাসটক্স, ষ্ট্র্যামো।

গিলতে কষ্ট তরল পদার্থে—ল্যাকে, লিসিন, ষ্ট্র্যামো।

,, আটকে যায়—(Impeded)—হাইয়ো।

,, আটকায় এবং সজোরে বের হয়ে আসে—নেট্রাম মি।

,, পারে না—হাইয়ো, ষ্ট্রামো।

,, পারে না, অন্ননালীর সঙ্কোচনের জন্য—ব্যারা-কার্ব।

গিলতে পারে না, পক্ষাঘাতের জন্য—ষ্ট্র্যামো।

চাঁছা বোধ (Scraping)—অ্যানাকা, চায়না, মেজে, নাক্স-ভম, সালফ, ভিরে।

ঝিল্লী কৃত্রিম পর্দা, ডিপথিরিয়া—আর্স, এপিস, কেলি-বাই, ল্যাক-ক্যা, ব্রোমি, ল্যাকে, লাইকো, ফাইটো, রাসটক্স।

,, দক্ষিণ পার্শ্বে—ল্যাকে, মার্ক-কর, ম্যান্সি।

,, ধূসর বর্ণ—ফাইটো।

,, সাদা—কেলি-ক্লোর, ল্যাক-ক্যা, নাইট্রি-অ্যা, ফাইটো।

প্রদাহ (Inflammation)—অ্যাকোন, আর্জ-নাই, ব্যারা-কার্ব, বেল, ক্যাপ্সি হিপার, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নাইট্রি-অ্যা।

টনসিলের (Tonsilltis)—অ্যালু-মি, ব্যারা-কা, বেল, হিপার, ল্যাকে, সাইলি।

ফুলা—আইল্যান্থ, বেল, হিপার, ল্যাকে, মার্ক, ফাইটো।
,, আলজিহ্বা—এপিস, কেলি-আয়োড, মার্ক-কর, ফস, সাইলি।
,, টনসিল—ব্যাপটি, ক্যামো, ব্যারা-কার্ব, বেল, হিপার, ল্যাকে, লাইকো, ফাইটো, সালফ।

বৃদ্ধি—আলজিহ্বা (Uvula Elongated)—কেলি-বাই, ক্রোটন-টিগ, হাইয়ো, ফস।

বৃদ্ধি—টনসিল—ব্যারা-কা, ব্যারা-মি, ল্যাকে, লাইকো।

বেদনা গিলবার সময়—আর্জ-মেট, আর্স, অরাম-ট্রি, বেল, চায়না, হিপার, ল্যাক-ক্যা, মার্ক।
,, গিলবার, তরল পদার্থ—মার্ক-কর।
,, ঢোক গিলবার সময়—ব্যারা-কার্ব, ল্যাকে।
,, খোঁচান ফুটানো (As From Splinter)—আর্জ-নাই, ডালকা, হিপার, কেলি-কার্ব।
,, চিরে যাওয়ার মতো (Rawness)—আর্জ-মেট, আর্জ-নাইট্রি, কষ্টি, মার্ক-কর, নাক্স-ভম, টিলি।
,, চিরে যাওয়ার মতো, কাশবার সময়—আর্জ-মেট, স্পঞ্জিয়া।
,, ,, গিলবার সময়—আর্জ-মেট, স্ট্যানাম।
,, ,, যাওয়ার মতো—ঠাণ্ডা বাতাস টানলে—নাক্স-ভম।

জ্বালাকর—ক্যাপ্সি, মার্ক-কর, মেজে, নেট্রাম-মি, স্যাঙ্গু, সালফার, অ্যাকোন, আর্স, ক্যাম্ফা, কষ্টি।
,, জ্বালাকর, রাত্রিতে—ব্যারা-কার্ব।
,, টাটানি (Soreness)—আর্জ-মেট, বেল, আর্জ-নাই, ব্যাপটি, ক্যালকে, নাইট্রি-অ্যা।
,, চিরে দক্ষিণ পার্শ্বে—লাইকো।
,, ,, বাম—ল্যাকে।

বেদনা চিরে ঋতুর সময়—ল্যাক-ক্যা।
,, ,, কাশবার—আর্জ-মেট।
,, ,, গায়কদের—অরাম-ট্রি, রাস-টক্স।
,, সূঁচ ফোটানোর মতো (Stitching)—এপিস।
,, গিলবার সময়—ব্রাই, হিপার, সাইলি, নাইট্রি-অ্যা, সালফ।
,, উপশম গরমে—আর্স, হিপার।
,, ,, গরম পানীয় সেবনে—হিপার, লাইকো।
,, বৃদ্ধি গরমে—ল্যাকে, কক্কাস।
,, ,, পানীয় পানে—ল্যাকে, ফাইটো।

গলগণ্ড (Goitre)—ক্যালকে, স্পঞ্জি, আইয়ো।

স্বরযন্ত্র বা বায়ুনলী (Larynx and Trachea)

ঘড় ঘড় শব্দ (Rattling) স্বরযন্ত্রে—অ্যান্টিম টার্ট, আর্জ-না, ব্রোমি, স্পঞ্জি, কেলি-বা।

„ বায়ুনলীতে (Trachea)—আমন-কার্ব, অ্যাণ্টি-টার্ট, ব্যারা-কার্ব হিপার, ইপি, লবো, সিপি, সালফ।

ঘুংড়ি কাশি Croup)—অ্যাকোন, ব্রোমি, হিপার, স্পঞ্জি।

স্বরযন্ত্রের বেদনা (Pain in larynx)—অ্যালি-সে, ল্যাকে, ফস।

স্বরযন্ত্রের „ কথা বলবার সময়—ফস্।

„ „ গিলবার সময়—স্পঞ্জি।

„ „ চাপলে—ফস।

„ „ কাশবার সময়—ব্রাইয়ো, কষ্টি, কেলি-ফস।

বেদনা ক্ষতবৎ স্বরযন্ত্রে—আর্জ-মেট, ক্যামো, ফস।

„ „ কাশলে—ব্রোমি, পালস্, সালফ।

„ „ বায়ুনলীতে—কষ্টি, ফস, রুমেক্স।

„ „ কথা বলবার সময়—আর্জ-মেট।

„ চেপে ধরার মত স্বরযন্ত্রে (Pressing on larynx)—চেলিডো।

„ হুল ফোটানোর মতো স্বরযন্ত্রে (Stinging)—নাইট্রি-অ্যা।

শুকনো বোধ, স্বরযন্ত্রে (Dryness of larynx)—বেল, কোনি, ল্যাকে।

শোথ গ্লটিসের (Oedema Glottis)—এপিস, কেলি-বাই।

শ্লেষ্মা, স্বরযন্ত্রে—কেলি-বাই।

„ বায়ুনলীতে—অরাম-ট্রি, স্কুই, স্ট্যানাম।

সর্দি (Catarrh)—অ্যান্টিম টার্ট, আর্স, ক্যাল্কে-কা, প্যাঙ্গে, মার্ক, নাক্স-মস্ক, সালফ।

সর্দি বৃদ্ধদের—অ্যাণ্টিম-টার্ট।

„ হঠাৎ—আর্স।

„ হামের পর—কার্বো-ভেজ।

„ স্বরযন্ত্রের -ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-সা, রুমেক্স।

স্বর অস্পষ্ট—ব্রোমি।

„ কর্কশ—(Husky)—ড্রসে, ফস।

„ ক্ষীণ (Weak)—অ্যান্টিম ক্রুড, ক্যান্থা, হিপার, স্ট্যানাম, ভিরেট্রাম।

„ নাকী (Nasal)—কেলি-বাই।

„ পরিবর্ত্তনশীল—(changeable)—অরাম-ট্রি।

„ বসা (Hollow)—ড্রস, স্যাঙ্গু, স্পঞ্জি, ভেরে।

„ ভাঙ্গা (Hoarseness)—অ্যাকোন, অ্যালি-সে, আর্জ-নাই, অরাম-ট্রি।

স্বর ভাঙ্গা—বেল, ব্রোমি, ক্যাল্কে, কেলি-বা, ল্যাকে, ম্যাঙ্গে, স্ট্যানাম, স্পঞ্জি, টেল্।
" ভাঙ্গা, প্রাতে—ক্যাল্কে, কষ্টি, ফস।
" " সন্ধ্যায়—কার্বো-ভেজ, ফস।
" " কাশির সঙ্গে—অ্যাকোন, বেল, হিপার।
স্বরভাঙ্গা কাঁদবার সময়—বেল।
" গান গাইবার—অ্যাগা, অরাম-ট্রি।
" পুরাতন—ব্রোমি, ফস।
" অস্পষ্ট স্বরযন্ত্র অত্যধিক ব্যবহারের জন্য—অরাম-ট্রি, রাস-টক্স।
" খুক্ খুক্ করে (Short hecking)—কাশি এবং স্বরভাঙ্গা—স্ট্যানাম।
" গায়ক এবং বক্তাদের—আর্জ মেট, অ্যান্টিক্রুড।
" রুক্ষ (Rough)—বেল, কার্বো-ভেজ, হাইড্রো, কেলি-বা, ফস, পালস্।
" রুক্ষ লুপ্ত (Lost)—অ্যালু, অ্যান্টি-ক্রুড, আর্জ মেট, ব্রোমি, কার্বোভেজ ফস, স্ট্র্যামো, আর্জ-নাইট্রি।
" রুক্ষ গায়কদের—আর্জ-মেট।
" পক্ষাঘাতের জন্য—কষ্টি।
" " হঠাৎ—কষ্টি।
শ্বাস প্রশ্বাস অনিয়মিত (Irregular)—অ্যান্টিম টার্ট, আইল্যান্থ, বেল, কুপ্রাম, ডিজি, মার্ক, ওপি।
শ্বাস কষ্টকর (Difficult)—এপিস, আর্স, ক্রোটন-টিগ, ফেরাম, ইপি, ক্যাক্টস, কেলি-ব্রাই, ল্যাকে, লোবে, লাইকো, কু-প্রাম, নেট্রাম-সা, নাক্স-ম, ওপি, ফস, পাল্স, সালফ।
" খাবি খাওয়ার মতো (Gasping)—এপিস্, লাইকো।
" ক্ষুদ্র (ছোট ছোট)—অ্যান্টিম-টা, আর্স, কার্বো-ভেজ, চেলিডো, ফস, ব্রাইয়ো, স্ট্যানাম, সাইলি।
" গভীর (deep)—ইগ্নে, ইপি, ওপি, ক্যাম্পি, ফস, ব্রাইয়ো, ল্যাকে, স্ট্যানাম, সাল্ফার, সাইলি, সেলিনিয়াম।
" গরম—অ্যাকোন, কার্ব নি-সা, সাল্ফার, ফস।
" প্রশ্বাস গরম, শীতাবস্থায়—রাস-টক্স।
" ঘড়ঘড় করা (Rattling)—অ্যান্টি-টা, আর্স, ইপি, কেলি-সা, কুপ্রাম, চায়না, পালস্, ডালকা, লাইকো।
" ঠাণ্ডা—ক্যাম্ফ, কার্বোভেজ।
" দমবন্ধের মতো—অ্যান্টি-টার্ট, আর্স, ইপি, কেলি-আ, চায়না, ল্যাকে, ফস্ফ, সাল্ফার, স্পঞ্জিয়া, হিপার।
" দীর্ঘ নিশ্বাস (Sighing)—ইগ্নে, ইপি, ব্রাইয়ো, ওপি, ফস।

শ্বাস দ্রুত (Accelemoted)—অ্যাণ্টি-টার্ট, অ্যাকোন, আর্স, ইপি, কার্বো, কিউপ্রাম, চেলিডো, জেলস, ফস, বেল, ব্রাইয়ো, সিপিয়া, লাইকো।

„ নাক ডাকা—ওপি।

„ ধীরে ধীরে—বেল, ওপি।

„ বাধাযুক্ত (Impeded obstructed)—সিনা, নাইট্রিক-এ।

„ বন্ধ, (Arreated)—কুপ্রাম ব্রাইয়ো স্যাম্বু।

„ সশব্দে—ক্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, ল্যাকে, সালফার, ফস্ফ।

„ শিস্ দেওয়ার মতো (Whistling)—চায়না।

„ সাঁই সাঁই শব্দ—আর্স, ইপি, কার্বোভেজ, কেলি-কার্ব।

„ হাঁপানির মতো—অ্যাণ্টি-টার্ট, অ্যাম্ব্রা, আর্স, আর্জ-না, ইপি, এপিস, লোবেলিয়া, পালস্ ফস, স্যাম্বু, স্পঞ্জি, সালফ, ষ্ট্র্যামো।

„ পচা গন্ধযুক্ত—কার্বো-ভেজ, ক্যাপ্সি, মার্ক।

কাশি (Cocgh)

কাশি দিনে—অ্যামন-কা, ইউফ্রে, নেট্র-সা, ফস।

„ সন্ধ্যায়—আর্স, ইগ্নে, ক্যাল্কে, লাইকো, পালস্।

„ রাত্রিবেলা—অ্যাকোন, আর্স, ক্যামো, কেলি-বা, গ্র্যাফা, পালস্, ল্যাকে, সিপি, সাল্ফার।

„ অনবরত (Constant)—অ্যালুমি, চায়না, লাইকো, স্পঞ্জি।

„ অনবরত রাত্রে—স্কুই, সিপি।

„ „ প্রথমে—কষ্টি, পালস্।

„ „ শুলে বাড়ে, বসলে কমে—হাইয়ো, পালস্, রাসটক্স।

„ আকস্মিক এবং থেকে থেকে প্রবল কাশি (Paroxysmal)—বেল, সিনা, ড্রসে, হিপার, হাইয়ো, ষ্ট্যানাম, ভিরে।

„ কুকুরের ডাকের মত ঘং ঘং শব্দ—অ্যাকোন, বেল, হিপার, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো।

„ খুক খুক করে (Short)—অ্যাকোন, ইগ্নে, কফি, সিপি, ষ্ট্যানাম।

„ খকখকে (Hecking)—অ্যালুমি, আর্স, ইগ্নে, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-সা, হিপার।

„ ঘুংড়ি (Croup)—অ্যাকোন, ল্যাকে, হিপার।

কাশিব সময় দুই হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে—ব্রাইয়ো, আর্ণিকা, নেট্রাম সা, সিপি।

„ টান বিশিষ্ট আক্ষেপিক (Spasmodic)—ইপি, কু-প্রাম, ড্রসেরা, নাক্স-ভম, সিনা, ব্রাইয়ো, পালস্ হাইয়ো।

শুকনো—অ্যাকোন, অ্যালুমি, আর্স, ইগ্নে, ফস, পেট্রো, ব্রাইয়ো, হাইয়ো।

„ স্বরভঙ্গসহ (Hoarseness)—অ্যাকোন, বেল, হিপার, স্ট্যানাম, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, সিনা, কুপ্রাম, ড্রসে, ডালকা, হিপার, হাইয়ো, কেলি-বা, লাইকো, নেট্র-মি, সালফ।

গয়ার দড়ির মল—কেলিবাই, হাইড্রো।

„ দুর্গন্ধযুক্ত ও সবুজবর্ণ—অ্যাসিড-নাই, ফেলান্ড্রি, ল্যাকে।

„ আস্বাদ চর্বির মত—কষ্টি, পালস্।

গয়ার আস্বাদ টক—ক্যাল্কে, নাক্স, মস্ক।

„ „ তামার মতো—কেলি-বাই, কু প্রাম, নেট্র-মি, ল্যাকে।

„ „ তিতো—ক্যামো, পালস্, নাক্স।

„ „ ধাতুবৎ—জিঙ্ক, নাক্স, পালস্।

„ „ পুরাতন সর্দির মতো—পালস্, সাল্ফার।

„ „ মিষ্টি—ক্যাল্কে, স্ট্যানাম, ফস।

„ „ লবণাক্ত—আর্স, পালস্, ফস্ফ, সিপিয়া।

„ উঠে না—ইপি, অ্যাকোন, ফস্ফ, স্পঞ্জি।

„ কালবর্ণ—ক্যামো, ক্রিয়ো, ক্রোকাস, নাক্স-ভম।

„ চটচটে—ক্রোকাস।

„ চিত্র বিচিত্র করা—চায়না, ফেরাম, ব্রাইয়ো।

„ দুর্গন্ধযুক্ত—ক্যাল্কে, নেট্র-কার্ব, স্যাঙ্গু।

„ পচা—কেলি-বা, সাইলি।

„ পাণ্ডুবর্ণ—ডালকা, ফস, বেল, হিপাব।

„ ইঁটের গুড়োর মতো—ব্রাইয়ো, ফস।

„ রক্তাক্ত—অ্যাসিড, ইপি, ফস, পালস্, সাল্ফার।

„ রক্তসহ—আর্ণিকা, ইপি, অ্যাকোন নাক্স, ওপি, পালস্, কার্বো-ভেজ, লেডাম, রাসটক্স, ফেরাম, হাইয়ো, হিপার, সালফ।

„ সবুজাভ—লাইকো, পালস্।

„ „ সাদা—অ্যাণ্টি-টার্ট, ইপি।

„ হলুদাভ—ক্যাল্কে-কার্ব, পালস্, ফস্ফ।

বক্ষঃস্থল (Chest)

অর্বুদ বগলে—ব্যারা-কা, পেট্রো।

„ স্তনে (স্ত্রী লোকের)—কার্বো-অ্যানি, কোনি, গ্র্যাফা, মার্ক।

„ সুপারির মতো স্তনে (পুরুষের)—ক্যাল্কে-ফস।

আক্ষেপ (Spasm)—অ্যাসার্ফি।

উদ্বেগ (Anxiety)—অ্যাকোন, আর্স, ফস।

,, হৃদপিণ্ড প্রদেশে—অ্যাকোন, অ্যাণ্টিম-টার্ট, ইগ্নে, ইপিকাক, কার্বো-ভেজ ক্যাপ্সি, ফস।

,, কঠিনতা—স্তনের—কোনো, সাইলি। দক্ষিণ স্তনের—কোনি। বাম স্তনের—সাইলি। কাঠিন্য (Induration) বগলের বিচির—আইয়ো, ক্যাল্কে, কার্বো-অ্যানি, কেলি কার্ব, সাইলি।

,, স্তনের—কার্বো-অ্যানি, ক্যামো, সাইলি, কোনিয়াম।

ক্ষয়কাশ—অ্যাগা, আর্স-অ্যা, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস, কেলি-অ্যা, কেলি-কা, হিপার, লাইকো, পালস্, সোরি, সিপি, সাইলি, স্পঞ্জ, সালফ টিউবার, জিঙ্ক।

খালি খালি বোধ (Hollow Emptyness)—স্ট্যানাম।

ঘাম—আর্জ মেট, ইউফ্রে, কফি, ক্যাল্কে, সেলি।

,, বগলে—(Axilla)—ব্রাইয়ো, সিড্রন, ডালকা, সোরা, সিপি।

,, বগলে দুর্গন্ধযুক্ত—হিপার, সালফ।

রসুনের গন্ধযুক্ত—সালফ।

চাপ বোধ বা ভারবোধ (Oppression —অরাম, অ্যাকোন, অ্যাগা, আর্স, এপিস, ফস, কার্বো-ভেজ, কুপ্রাম, ইগ্নে, ইপি, নাক্স-ভম, পালস্, ফেরাম, ব্রাইয়ো, সিপি, সালফ।

চাপ সন্ধ্যায়—বেল, সিপি।

,, উপরে উঠতে—(Accending)—অ্যাকোন, আর্স।

,, কথা বলবার সময়—ড্রসে, ফস।

,, গরম ঘরে—এপিস। ঢেলা, স্তনের মধ্যে—কার্বো-অ্যানি, কোনিয়াম, ফাইটো, সাইলি।

দুর্বলতা—কার্বো ভেজ, ক্যাল্কে, ফস-অ্যা, ফস, স্ট্যানাম।

,, প্রাতে জাগরিত হলে—ডিজি, কার্বো-ভেজ।

,, কথা বলবার পর—স্ট্যানাম।

,, কাশির জন্য—স্ট্যানাম।

,, জাগরিত হলে—কার্বো-ভেজ।

নালী ঘা—(Fistulous Opening) স্তনে—কষ্টি, ফাইটো, মার্ক, ফস, হিপার, সাইলি।

পচন (Gangrene), ফুসফুসের—আর্স, ক্রিয়ো, কার্বো-অ্যানি. ল্যাকে।

পক্ষাঘাত—ফুসফুসের (Paralysis of Lungs)—অ্যান্টিম-টার্ট, কার্বো-ভেজ, ব্যারা-কার্ব, ল্যাকে।

,, ফুসফুসের বৃদ্ধদের—ব্যারা-কার্ব, চায়না।

,, ফুসফুসে—হৃদপিণ্ডের—কার্বো-ভেজ, ওপি, ল্যাকে।

পূঁজ-সঞ্চয় (Suppuration) ফুসফুসের—ক্যাল্কে, হিপার, ফস, সাইলি।
,, প্লুরার মধ্যে (Empyema)—আর্স, কেলি-কা, মার্ক, সাইলি।
,, স্তনে (Mammæ)—ফাইটো, সাইলি, সালফ, হিপার।

পূর্ণতা বোধ (Fullness)—অ্যাকোন, এপিস, ল্যাকে, পালস্।
,, হৃৎপিণ্ডের—ল্যাকে, পালস্, সালফ।

প্রদাহ বায়ুনলীর (Bronchitis)—অ্যান্টি-টা আর্স, ইপি, ড্রসে, ফেরাম ফস. ব্যারা-মিউর, ব্রাইয়ো, লাইকো, পালস্, ফস, সাইলি, হিপার, স্ট্যানাম।

,, ফুসফুসে (Pneumonia or Bronco—P,)—অ্যাকোন, অ্যান্টি-টার্ট, আর্স, কার্বো-ভেজ, চেলিডো, ফেরাম-ফস, হিপার, ব্রাইয়ো, মার্ক, ফস, পালস্, রাসটক্স, সেনে, সিপি, সালফার।
,, প্লুরো-নিউমোনিয়া (Pleuro—P)—আণ্টি-টা, ব্রাইয়ো, ফস।
,, প্লুরার (Pleurisy)—অ্যাকোন, ব্রাইয়ো, সালফ, এপিস, ফেরাম-ফস, সাল্ফার।
,, স্তনের—অ্যাকোন, এপিস, বেল, ব্রাইযো, কার্বো-আনি, কোনি, হিপার, মার্ক, সালফ।

প্রসারণ (Dilatation), হৃৎপিণ্ডের—ক্যাক্ট, আইয়ো।
,, ফুসফুসের (Emphysema)—অ্যামন-কার্ব, অ্যান্টি টার্ট, ল্যাকে, সোরি, হিপার।

ফাটা, স্তনের বোঁটা (Cracked Nipples)—আর্ণিকা, ক্যাক্ট, গ্র্যাফা, ফাইটো, র‍্যাটা।

ফুলা, বগলের গ্রন্থি সহ (Axillary)—ব্যারা-কা, কার্বো-অ্যানি, কোনি, নাইট্রি-অ্যা, সাইলি, হিপার।
,, স্তন (Mammae-Mastitis)—কার্বো-অ্যানি, কোনি, হিপার, মার্ক, ফাইটো, সাইলি, পালস্।

ফোঁড়া বগলে—এপিস, আর্স, নাইট্রি-অ্যা, হিপার, সাইলি।
,, ফুসফুসে—ক্যাল্কে, হিপার, সাইলি।
,, স্তনে—এপিস, গ্র্যাফা, ব্রাইয়ো, বেল, মার্ক, ফাইটো, হিপার, সালফ।

বৃদ্ধি (Hypertrophy), হৃৎপিণ্ডের—অ্যাকোন, ক্যাক্ট, কেলি-কার্ব, স্পঞ্জি।

বিসর্প (Erysipelas), স্তনে—এপিস, বেল, ল্যাকে, কার্বো-অ্যানি, কার্বো-ভেজ, গ্র্যাফা।

স্পন্দনাধিক্য, হৃৎপিণ্ডের (Palpitation)—অ্যাকোন, অ্যামিল-নাই আর্জ-নাই, আইয়ো, কল্চি, চায়না, ডিজি, লাইকো, নেট্র-কা, ফস, নেট্রাম-মি, পালস্, সিপি, ট্যারে, ভিরেট্রাম।

স্পন্দনাধিক্য—প্রান্তে—ফস, স্পাইজি।

স্পন্দনাধিক্য সন্ধ্যায়—ফস ।

,, রাত্রির বেলা—আর্জ-নাই, ক্যাল্‌কে, পালস্‌ ।

,, মধ্য রাত্রিতে—স্পঞ্জি ।

,, খাওয়ার পর—ক্যাল্‌কে, ল্যাকে, পালস্‌ ।

,, উঠতে সিঁড়ি দিয়ে—আর্স, ক্যাল্‌কে, সালফ ।

,, উত্তেজনার পর—আর্জ-নাই, ফস ।

,, উদ্বেগসহ—(With Anxiety)—অ্যাকোন, আর্স, ক্যাল্‌কে, চায়না, ডিজি, নেট্রাম-মি, পালস্‌, সালফ ।

,, নড়াচড়া করলে—ক্যানা-সা, ডিজি, ফস, সোরি, স্পাইজি ।

,, প্রচণ্ড (Violent)—আর্জ-নাই, ডিজি, নেট্র-মি, সি‍পি ।

,, শোয়া অবস্থায়—নাক্স-ভম, পালস্‌, সালফ ।

,, শোয়া অবস্থায—বাম কাত হয়ে—নেট্র-মি, ফস, সোরি, পালস্‌ ।

,, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে—আর্জ-মেট ।

বেদনা—অরাম, অ্যামন-কা, অ্যামিল-না, অ্যাণ্টিক্রু, আর্ণিকা, এপিস, ক্যাক্টাস, বেল, ব্রাইয়ো, অকজ্যা, র‍্যানা-ব, স্পাইজি, স্পঞ্জি ।

,, সন্ধ্যায়—কেলিকার্ব ।

,, রাত্রিতে—আর্স ।

,, উত্তাপের সময় (During heat)—অ্যাণ্টি-ক্রুড ।

,, কথা বলবার সময়—বোরাক্স ।

,, কাশবার সময় - কষ্টি, কার্বো-ভেজ, কোল-না, ড্রসে, বেল, ব্রাইয়ো, লাইকো, পালস্‌, স্কুই, স্ট্যানাম, সালফ, ভিরে ।

,, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে—কেলি-বা, বোরাক্স, ব্রাইয়ো, সোরি ।

,, দক্ষিণ পার্শ্বে—চেলিডো ।

,, বাম পার্শ্বে—নেট্রাম-মি, ফস, র‍্যানা-ব ।

,, প্রশ্বাস গ্রহণ কালে—অ্যাকোন, বোরাক্স, ব্রাইয়ো, স্কুই ।

,, পার্শ্বে, অপরাহ্নে—লাইকো ।

,, কথা বললে—বোরাক্স ।

,, কাশবার সময়—মার্ক, স্কুই ।

,, প্রশ্বাস গ্রহণে—কেলি-কার্ব, ব্রাইয়ো, স্কুই ।

,, স্তনে—কোনি, মার্ক, সাইলি ।

,, হৃৎপিণ্ডে—অ্যাকোন, আর্জ-নাই, ক্যাক্ট, ক্যালমি, পালস্‌, রাসটক্স, সিমি, স্পাই ।

হৃৎপিণ্ড পাদোশ—আরাম-মি ।

বেদনা কাটছে যেন তীব্র (Cutting pain, Sharp pain)—কেলি-কার্ব, নেট্রাম মিউর।

বেদনা ছিঁড়ে ফেলছে যেন (Tearing)—কলচি, নাক্স-ভম।

„ টন-টন করা, কাশিতে—আর্ণিকা, কার্বো-ভেজ, ড্রসেরা, ফস, স্পঞ্জি, স্ট্যানাম।

বেদনা কাশির সময়—আর্ণিকা, ব্রাইয়ো।

„ প্রশ্বাস গ্রহণে—ক্যামো, সাইলি।

„ স্তনের বোঁটায়—আর্ণিকা, কষ্টি, ব্যাপটি।

„ সূঁচ ফোটানোর মতো (Stiching)—কলচি, ক্যামো, কেলি-কা, ব্রাইয়ো, নেট্রাম-মি, ফস, স্পাইজি, স্কুই, সালফ।

ভারবোধ (Heaviness)—অরাম, নাক্স-মস্ক, কেলি-বা, ফস, সালফ।

শোথ—অ্যাপো, আর্স, এপিস, কেলি-কার্ব, ব্রাইয়ো, লাইকো, হেলি।

সঙ্কোচন (Constriction ; Tension, Tightness)—অ্যাকোন, আর্স, ইগ্নে, ল্যাকে, লোবে, লাইকো, ভেরেট্রাম।

সর্দি—অ্যান্টি-টার্ট, আর্স, ক্যাল্কে, কেলি-বাই, ডালকা, নাক্স-ভম, পালস্, ব্যারা মিউর, ব্রাইয়ো, মার্ক, হিপার, লাইকো, স্যাঙ্গু, সালফ।

হৃৎশূল (Angina Pectoris)—অকজ্যা-অ্যা, অরাম-মি, অ্যামন-কা, আর্ণিকা, আর্স, চিনি-আ, রাসটক্স, স্পাইজি, আর্জ-নাই, ফস, স্পঞ্জি।

পৃষ্ঠদেশ (Back)

আড়ষ্টভাব (Stiffness)—কষ্টি, নাক্স-মস্ক, বার্বে, রাসটক্স।

„ ঘাড়ে (Cervical Region)—অ্যাগার, অ্যানাকা, আর্জ-মেট, ইউফ্রে, ইগ্নে, ইন্ডি, কষ্টি, চেলিডো, নাইট্রিক-অ্যা, নাক্স-ভম, ব্যারা-কা, বেল, ল্যাকে, ল্যাক-ন্যা, রাস-টক্স, সাইলি।

কার্বাঙ্কল—অ্যান্থ্রা, ট্যারেণ্টুলা, ল্যাকে, হিপার।

„ ঘাড়ে—অ্যান্থ্রা, ল্যাকে, সাইলি।

ঘাম—অ্যানাকা, চায়না, চিনি-সা, নাক্স-ভম, সিপি, হিপার।

ঠাণ্ডা বোধ (Coldness and chill)—ইউপে-পার্ফো, নেট্র-মি, নেট্র-সা, পালস্, সাইলি, সালফ, ভিরেট্রাম।

দুর্বলতা, কোমরে—আর্স, ক্যাল্কে, নেট্র-মি, পালস্, পিক্রি-অ্যা, সিপি, সালফ।

বেদনা—আর্ণিকা, কেলিকার্ব, গুয়ে, নাক্স-মস্ক, নেট্রাম-মি, পালস্, ফস-অ্যা, বেল, লাইকো, রাসটক্স, সিপি, সালফ।

„ ঘাড়ে—আর্স, কষ্টি, গ্র্যাফা, জেলস, বেল।

„ কোমরে—আর্জ-মেট, ইউপে-পার্ফো, ব্যারা-কা, বার্বে, রাসটক্স, সিপি, সালফ।

সুড়সুড়ি মেরুদণ্ডে—অ্যাকোন, অ্যাসিড-সা, নেট্রাম-কা, ল্যাকে।

পাকস্থলী (Stomach)

অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ (Indigestion) —অ্যালুমি, ইপি, কার্বো-ভেজ, ক্যালকে, নাক্স-ভম, লাইকো, পালস্, ব্যাবা-মিউর সালফ।

অগ্নিমান্দ্য—আলু খেয়ে—অ্যালুমি। ডিম খেয়ে—চিনি-আর্স, কলচি, ফেরাম, ফেরাম মি। দুধ খেয়ে—স্যাণ্ট-ক্রুড, ঈথুজা, চায়না।

অজীর্ণ (Aversion), খাদ্যদ্রব্যে—আর্স, ইপি, কফি, কলচি, নাক্স-ভম, ফেরাম, লিলি-টিগ।

,, ঘৃত পক্ক বা চর্বিযুক্ত খাদ্যদ্রব্যে—চায়না, পেট্রো।

,, পানীয়তে—নাক্স-ভম, ফেরাম, হাইয়ো।

অরুচি মৎস্যে—গ্র্যাফা।

,, মদ্যে—ইগ্নে, স্যাবাডি, জিঙ্ক।

,, মাখনে—চায়না।

,, মাংসে—চায়না, নাক্স-ভম, পেট্রো, পালস্, মিউ-অ্যা, সিপি, সাইলি, সালফ।

,, মিষ্ট দ্রব্যে—গ্র্যাফা।

,, রুটিতে—চায়না, নেট্রাম-মি।

,, লবণাক্ত খাদ্যে—গ্র্যাফা।

ইচ্ছা, অম্ল জিনিষে—কোর‍্যা-রু, হিপার, ভিরেট্রাম।

গরম পানীয় পানে—ব্রাইয়ো, ল্যাক ক্যা।

,, চর্বিযুক্ত খাদ্যে—নাইট্রি-অ্যা।

,, ঠাণ্ডা পানীয় পানে—অ্যাকোন, আর্স, ক্যামো, চায়না, নেট্রা-সা, ব্রাইয়ো, ফস, সিনা।

ইচ্ছা সিদ্ধ ডিমে—ক্যাল্কে।

,, তামাকে—ট্যাবে।

,, দুগ্ধে—রাসটক্স।

,, ফলে—ভিরেট্রাম।

,, মশলাযুক্ত অতিরিক্ত খাদ্যে—চায়না, ফস, সালফ।

,, মিষ্ট দ্রব্যে—আর্জ না, নেট্রাম-মি, লাইকো, সালফ।

,, লবণাক্ত খাদ্যে—আর্জ-না, নেট্রাম-মি, ফস, ভিরেট্রাম।

,, সুরাযুক্ত পানীয়ে—আর্স, ক্যাপ্সি, ক্রোটে-হ, নাক্স-ভম, ল্যাকে, সালফ।

ওঁক (Ratching)—আর্জ-নাই, ইপি, হেপে-পা, নাক্স-ভম, বেল, কার্বোভেজ।

উদ্গার (Eructation)—অ্যাকোন, অ্যাসাফি, এস.র, আর্জ-নাই, আর্ণি, কফি, কার্বো-ভেজ, কোনিয়াম, কেলি-কার্ব, গুয়েকাম, চায়না, নাক্স, নেট্রাম-কা, নেট্রাম-মি, পালস্, ফস, বেল, ব্রাইয়ো, ম্যাগ-কা, লাইকো, রাসটক্স, সিপিয়া, সালফ, ভিরে।

উদ্গার প্রাতে—পেট্রো। আহারের পরে—কার্বো-ভেজ, পালস্, ফেরম।
উদ্গারে উপশম—অ্যান্টি-টার্ট, ইগ্নে, কেলিকা, গ্র্যাফা, লাইকো, স্যাঙ্গু।
,, খাদ্যের আস্বাদযুক্ত—অ্যান্টি-ক্রুড, পালস্, ব্রাইয়ো।
,, টক—ইগ্নে, চায়না, নাক্স-ভম, নেট্র-সা,ফস, রোবিনিয়া, ম্যাগ-কা, লিথি-কা, সালফ, লাইকো।
,, তিক্ত—আর্ণিকা, চায়না, নাক্স-ভম, পডো, পালস্।
,, শূন্য—অ্যান্টি-ক্রু, অ্যাগার, আর্জ-নাই, আর্ণিকা, আইয়ো, আর্স, ক্যানা-সা, ইপি, লাইকো, সালফ।

ক্ষুধার অভাব—আর্স, ক্যামো, ক্যাল্কে, কেলি-বাই, চায়না, চেলি, ডিজি, নাক্স-ভম, নেট্র-মি, পালস্, রাসটক্স, সিপি, সাইলি, সালফ।
,, আধিক্য—ক্যাল্কে, ক্যানা-ই, গ্র্যাফা, নাক্স-ভম, নেট্রাম-মি, ওপি, লাইকো, সিনা, সিনাবে, স্যাবাডি, ভিরে।

রাক্ষুসে ক্ষুধা (Ravenous, Canine excessive)—আইয়ো, আর্জ-মেট, আর্স, ক্যাল্কে, ক্যানা-ই, গ্র্যাফা, চায়না, নাক্স-ভম, নেট্র-মি, পালস্, লাইকো, ফস, সালফ, সিনা, ভিরে।
,, কৃশ হওয়ার সঙ্গে (Emaciation) আইয়ো, নেট্র-মি।
,, শীর্ণতাসহ (Marasmus) –আইয়ো, ক্যাল্কে, নেট্রাম-মি, সিনা।
খালিবোধ, শূন্যবোধ—অ্যান্টি-ক্রুড, ট্যাবে, ইগ্নে, ডিজি, ফস, সিপিয়া।
জল ওঠা (Water brash)—ক্যাল্কে, পালস্, নাক্স-ভম, ব্যারা কার্ব, ব্রাইয়ো, মেজে, লাইকো, সাইলি, সালফ, ভিরেট্রাম।
পরিপূর্ণ বোধ (Sensation of Fullness)—কার্বো-ভেজ, লাইকো, সালফ।
পিপাসা—অ্যাকোন, অক্জ্যা-অ্যা, আইয়ো, আর্স, ক্যাল্কে, ক্যামো, চায়না, ডিজ, নেট্রাম-মি, মার্ক, হেলি, সাইলি, সিকে, সালফ, স্ট্র্যামো, ভিরে।
,, হীনতা— অ্যান্টিম-টার্ট, এপিস, জেলস, হেলি, পালস্, স্যাবাডি।
পেট ফাঁপা (Distention)—আর্জ-নাই ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, কেলি-কার্ব, চায়না, নাক্স-ভম, লাইকো।

বমন—অ্যাকোন, অ্যান্টি-ক্রুড, অ্যান্টি-টার্ট, আর্জ-নাই, এপিস, কলচি, কুপ্রাম, ক্যামো, ক্রিয়ো, সাইলি, সালফ, ফেরাম, পালস্।
,, আইসক্রিম খেয়ে—আর্স। আফিম খেয়ে—ক্যামো।
,, খাওয়ার পর—আর্স,ইপিকাক, চায়না, ফস, ব্রাইয়ো, সিপি, সাইলি, ভিরেট্রাম।
,, গর্ভাবস্থায় —অ্যাসাফি, অ্যাসার, ক্রিয়ো, পেট্রো, নাক্স-ভম, ল্যাক-কা, ট্যাবা।
,, গাড়ী চড়লে—কার্বো-অ্যা, কফি, টেরে।
,, কালবর্ণের—ক্যাড-মি, ফস, ভিরে।

,, খাদ্যদ্রব্য—আর্স, নাক্স-ভম, ইগ্নে, ইউপে-পা, পালস্, ফস, ফেরাম, লাইকো, ব্রাইয়ো, সাইলি।
,, জল—কষ্টি, রোবি, ভিরে।
,, টক—ক্যাল্কে, চায়না, ম্যাগ-কা, লাইকো, সালফ, সোরি।
,, পানীয় দ্রব্য—আর্স, ফস।
,, তিক্ত—ইপি, নাক্স-ভম, নেট্র-মি, পালস্, ফস, ব্রাইয়ো, সিপি, ভিরে।
,, পিত্ত (Bile)—আর্স, ওপি, ইপি, ইউপে-পা, ক্যামো, কলচি, চেলিডো, পালস্, ব্রাইয়ো, ফস, মার্ক, স্যাঙ্গু, সিপি, ভিরে।
,, দুর্গন্ধযুক্ত—আর্স, নাক্স-ভম, সিপি।
,, রক্ত—আর্ণি, ইসি, ক্যাক্ট, কার্বো-ভেজ, ক্রোটে, চায়না, ফস, ফেরাম, স্যাবাইনা।
,, রক্ত কাল—ক্রোকাস, হ্যামামেলিস। বমন বিষ্ঠাময়—ওপি।

বিবমিষা (Nousea)—অ্যাণ্টি-ক্রুড, অ্যাণ্টি-টার্ট, আইরিস, আর্জ-নাই, আর্স, ইপি, ইথুজা, কবিউলাস, ক্যামো, কুপ্রাম, জিঙ্ক, ডালকা, ডিজি, ট্যাবেকাম, নেট্র-মি, পালস্ বেল, ব্রাইয়ো, ভিরেট্রাম, রাসটক্স, সাল্ফার, সাইলি. স্যাঙ্গুই, হেলি, হিপার।
,, খাদ্যের গন্ধে—কলচিকাম।
,, গর্ভাবস্থায়—অ্যাসার, অ্যাসাফি, ক্রিয়ো, ট্যাবে, নাক্সভম, সিপিয়া।
,, গাড়ী চললে—কফি, পেট্রো, সিপি।
,, প্রসব বেদনায় সময়—ইপিকাক। মাতালদের—কেলি-বাই।

বুকজ্বালা (Heart burn)—ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, কোনি, ক্রোকাস, পালস্, ফরাম-ফস, ম্যাগ-কা, লাইকো, সিপি।

বেদনা কামড়ান—আর্জ-নাই, আর্স, বষ্টি, কলোসি, কার্বো-ভেজ, কুপ্রাম-অ্যা, চেলিডো, ট্যাবেকাম, বেল, পালস্, ব্রাইয়ো, ভিরেট্রাম, স্ট্যানাম।
,, কামড়ান—আর্জ-নাই, আর্স, কষ্টি, কলোসি, কার্বো-ভেজ, কুপ্রাম-অ্যা, চেলিডো, নাক্স, ট্যাবেকাম, পালস্, বেল, ব্রাইয়ো, ভিরেট্রাম স্ট্যানাম, সালফ।
,, খাওয়ার পর—আর্জ-নাই, আর্স, ক্যাল্কে-ফস, নাক্স ভম, ব্যাবা-কার্ব, সিপি, সালফ।
,, ঘৃত পক্ক খাদ্যে—পালস্।
,, ঠাণ্ডা জলপানে—ম্যাগ-মি। ভারবোধ (Heaviness)—চায়না, লাইকো, সালফ।

উদর (Abdomen)

উদরাময়—অ্যাকোন, অ্যাণ্টি-টার্ট, অ্যাণ্টি-ক্রুড, অ্যাসিড-সা, অ্যাসিড-ফস, আইরিস, আর্জ-নাই, আর্স, আর্ণিকা, ইগ্নে, ইথুজা, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, ক্যাল্কে, ডিজি, নাক্স-ভম, পালস্, পডো, মার্ক-কর, মার্ক-সল, রাসটক্স, রিউম, লাইকো, ল্যাকে, সালফ।

,, বেদনাহীন—আর্স, অ্যালো, অ্যাসিড ফস, নেট্রাম-ম, ফস, ফেরাম, ব্যাপটি, লাইকো, স্ট্রামো, হাইয়ো।

,, বেদনাদায়ক—মার্ক, নাক্স, রাস, রিউম।

,, উদ্ভেদ বসে গিয়ে (হাম, বসন্ত)—ব্রাইয়ো, হিপার সালফ।

,, গুরুপাক খাদ্য খাওয়ার পর—পালস্।

,, কুইনিনের অপব্যবহার—পালস্।

,, দুগ্ধপানে—ক্যালকে, নেট্র-কা, সিপি।

,, শিশুদের—ইথুজা, ইপিকাক, কাল্কে, ক্যামো, মার্ক, রিউম, সাইলি, সোরি, সালফ।

,, দাঁত উঠবার সময়—ক্যাল্কে, ক্যামো, ডালকা, ফেরাম, রিউম, সাইলি।

উদরী—আর্স, অ্যাপো, এপিস, টৌরিবিন্ধ, লাইকো, সেনেগা, সাল্ফার।

উদর বড়—ক্যাল্কে, সাইলি, সালফ, সিপিয়া।

পেট-ফাঁপা (Flatulent)—আর্জ-নাই, কার্বো ভেজ, কলচি, ক্যামো, ওপি, চায়না, নাক্স, মস্ক, নেট্র-সা, লাইকো, সালফ, ভিরেট্রাম।

,, ডাকা, কল-কল, গড়গড় শব্দ (Rumbling)—কলচি, গ্যাম্বো, চায়না, ডায়াস্কো, পালস্, লাইকো, হেলি, সাইলি।

অ্যাপেণ্ডিসাইটিস—আইয়ো, ওপি, কলচি, ক্যার্ডুয়াস-মে, ক্যালাডি, থুজা, নেট্রাম-সা, ব্যাপটি, ফস, ব্রাইয়ো।

শূলবেদনা—অ্যালো, অ্যালুমিনা, ক্যাল্কে, ক্যামো, কলোসি, কলচি, ককু, কোনি, জিঙ্ক, প্লাম্বাম, লাইকো, ম্যাগ-ফস।

,, উপশম, কুঁজা হ'লে—কলোসি, কলচি, বেল, স্ট্যানাম।

,, উপশম, উদ্গারে—ম্যাগ-ফস।

,, উপশম পেছনে ঘুরলে—ডায়াস্কোরিয়া।

,, পিত্তশিলা জনিত—(Gall-Stone Colic)—ক্যামো, নেট্র-সা, বার্বে, বেল।

যকৃৎ ও তৎ প্রদেশ (Liver and Liver Region)

যকৃত বড় (Hypertrophy)—আইয়ো কার্ডু-মে, চায়না চেলিডো, নেট্র-মি, নেট্রসা, ফেরাম, ম্যাগ-মি, সালফ।

,, শক্ত—আর্স, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-আর্স, গ্রাফা।

যকৃতের প্রদাহ, স্তন্যপায়ী শিশুর—ক্যামো, চায়না, নাক্স, ব্রাইয়ো, মার্ক।

,, প্রদাহ স্ফোটক—কেলিকার্ব, নাক্স, পালস্, ব্রাইয়ো, মার্ক, মেডো, রাসটক্স, লাইকো, ল্যাকে, সালফ, সাইলি, সিপিয়া।

যকৃতের প্রদাহ—অরাম, আইয়ো, আর্স, অ্যাকোন, ক্যাল্কে, চেলিডো, ফস, বেল, লাইকো, সালফ, হিপার, সোরি, সিপি।

যকৃতে বেদনা—ইস্কি, চায়না, চেলি, নাইট্রি-অ্যা, নেট্র-সা, বেল, লাইকো।
,, শুকনো (Atrophy)—অরাম, আইয়ো, আর্জ-নাই, অ্যাসিড-মি, আর্স, কার্বো-ভেজ, কু-প্রাম, নেট্র-মি, পালস্, লাইকো, ব্রাইয়ো, ম্যাগ-মি, ল্যাকে, সিপিয়া, সালফ, হাইড্র্যাস্টিস।
,, প্রদাহ, জণ্ডিস (কামলা)—অ্যাসিড-নাই, অরাম, আইয়ো, আর্জ-নাই, ইগ্নে, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, কেলি-কা, কেলি-বাই, কেলি-সা, চায়না, ক্রোটেল-হ, পালস্, সালফ, সাইলি, সিপিয়া।
,, প্রদাহ অজ্ঞানতা সঙ্গে—ফস।
,, আক্ষেপ সহ—অ্যাগারি, নাক্স।
,, উদরাময়সহ—নাক্স, পডো, মার্ক, পালস্।
,, পিত্তশিলা সহ—কার্ড্র-মে, নাক্স, পডো, বেল, মার্ক।
,, প্রদাহ নবজাত শিশুর—অ্যাকোন, অ্যাসিড-নাই, ইগ্নে, ইল্যাটে, নাক্স, ক্যামো, পালস্, সালফ।

প্লীহা (Spleen)

প্লীহা কঠিন—আর্স, ইগ্নে।
,, ,, পুরাতন জ্বরের সঙ্গে—সিঙ্কোনা।
,, কামড়ান—চায়না, সাল্ফার।
,, প্রদাহ—আইয়ো, আর্ণি, আর্স, ইগ্নে, এপিস, কোনি, ক্যাপ্সি, নাক্স, নেট্র-কা, ফেরাম মি, ব্রাইয়ো, সালফার।
,, স্ফোটক—হাইপোজেনিয়াম।
,, বড়—আর্স, আয়োড, ইগ্নে, অ্যা গ্নাস, চিনি-সা, নাক্স, সিঙ্কোনা।
,, কুইনিন—ও পালাজ্বরের কুফলে—আর্স-আয়োড।
,, বড় চলতে কর্‌কর্ করে—আর্স, আয়োড, ক্যাল্কে, কেলি-আয়োড, কেলি-ব্রো, নাক্স, পেট্রো, ব্রাইয়ো, মার্ক-আ-রু।
,, কঠিন বড়, দৈহিক জ্বর সঙ্গে—রাস। পালাজ্বরের সঙ্গে—ক্যাপ্সি।
,, অত্যন্ত বেদনা—ক্যাপ্সি, অ্যাসিড-সালফ, চায়না, চেলিডো, পডো, ফস, বেল, ম্যাগ কার্ব।

মূত্রাশয় (Kidney)

অসারতা মূত্রাশয় প্রদেশে (Numbness in the Region ot)—বার্বে।
এডিসন্স পীড়া (Addison's disease)—আর্স, বৈল, ক্যাল্কে, ফেরাম, আয়োড, কেলি কার্ব, নেট্রাম-মিউর, নাইট্রি-অ্যা, ফস, সাইলি, স্পাই, সালফ, ফেরাম।
গরম বোধ—কেলি আয়োড, ল্যাকে, জিঙ্ক।
,, মূত্রাশয় প্রদেশের—বার্বে, সিমি, হেলোনি, টেরি।

ঠাণ্ডা বোধ—স্পাইর‍্যা।

,, মূত্রাশয় প্রদেশে—ক্যামো।

পাথরী (Calculi)—বেল, বার্বে, কলোসি, ইকুই, লিথি-কার্ব, লাইকো, মিলি, সার্সা।

প্রদাহ (Nephritis)—অ্যাকোন, অ্যালি-সে, এপিস, আর্ণিকা, বেল, ক্যান্থা, ক্যাপ্সি, কার্বো-অ্যা, চেলিডো, কলচি, জেলস, হেলোনি, ওসিমাম, ফস, ফাইটো, চেলিডো, সাইলি, সালফ, টের, থুজা।

,, পূঁজ উৎপত্তিশীল—আর্স, মার্ক, হিপার।

,, রক্ত দুষ্টি জনিত—(Toxaemia)—ক্রোটে-হর।

,, হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় রোগসহ—(With Cardiac Hepatic affection) —অরাম, ক্যাল্কে, আর্স।

বেদনা—অ্যাকোন, ইগ্নি, অ্যাগ্না, অ্যালি-সে অ্যালু-মি. এপিস, আর্ণি, বেল, বার্বে, ক্যানা-সা, ক্যান্থা, ক্যাপ্সি, চেলিডো, কলচি, ডালকা, হিপার, হেলোনি, মিলি, ফস, নেট্রম মিউর, ট্যাবে, টের।

,, ইউরিটারে, দক্ষিণদিকের—অ্যালি-সেপা, ক্যানা-সা, বার্বে, লাইকো ডায়োস্কো, ওপি, সার্সা।

,, ইউরিট্যারে বাঁদিকের—বার্বে, হিপোমি, লাইকো, প্যারেইরা।

,, প্রসারিত হয় উরুদেশে ও পদদ্বয়ে—প্যারেইরা।

,, প্রসারিত দক্ষিণ উরুদেশে—নাক্স-ভম।

,, মূত্রনলীতে—বার্বে।

,, লিঙ্গ এবং অণ্ডে—ক্যান্থা, কোনা, ডায়া, নাক্স-ভম।

,, প্রসারিত বুকের গোড়ায় (Epigastrium)—হাইড্রো-অ্যা।

,, প্রসারিত অণ্ডকোষে (Testis)—সিপি।

,, উরুদেশে—নাক্স-ভম।

,, মূত্র স্থলীতে—আর্স, ক্যান্থা, চেলি, ওপি, ফাইটো, ট্যাবে, কক্কাস।

,, প্রসারিত চারিদিকে (Radiating)—বার্বে।

,, প্রসারিত নিচের দিকে—সার্সা।

,, ,, ইউরেটারে—ক্যান্থা, চেলি, ফাইটো।

,, ঋতুর প্রারম্ভে—বার্বে, গ্র্যাফে, ভেবে।

,, নাক ঝাড়লে—ক্যাল্কে-ফস।

,, বসে থাকলে—প্যালে, বেরি, ভ্যালে।

,, বেড়াবার সময়—ক্রিমে।

,, মূত্রত্যাগকালে কোঁথ দিলে—ফেরাম, গ্র্যাফা, রুটা।

,, ,,—ইগ্নি, বার্বে, রিউম, মিলি।

,, ,, হাসলে—ক্যানা-ই।

,, মূত্রাশয় প্রদেশে—অ্যালি-স্যা, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে-ফস, ক্যানা-ই, ক্যান্থা, চেলি, চিমা, কোপে, কেলি-বা, ফেরাম্ লোবে, মিলি, ফস, ফাইটো, প্লাম্ব, রাসটক্স, সার্সা, টেরি।

,, উঠে দাঁড়াবার সময়—ক্যাল্কে-ফস্। ঝাঁকলে—সাল্ফার।

,, কন্কন করা—ক্যানা-ই ক্যান্থা, ক্রোটে, ইউপে-পার্ফ, হেলোনি, লাইকো, টেরিবি।

,, মূত্রত্যাগকালে—ইস্কি, বার্বে, অ্যান্টিম-ক্রুড, অ্যাগ্নে।

,, উপশম মূত্রত্যাগে—টেরি, লাইকো।

,, মূত্রাশয় প্রদেশে—অ্যাকোন্, অ্যাগা, অ্যালি-সে, বার্বে, ইলাটে, হাইড্রো, লাইকো, প্যালে, সিপিয়া।

,, যেন কাটছে—অ্যাকোন, আর্জেন্ট-নাই, আর্ণি, বার্বে, ক্যান্থা, কলোসিন্থ, কেলি-বাই, কেলি-আয়োড, মার্ক, ষ্ট্যাফি।

বেদনা মূত্রত্যাগের আগে—গ্র্যাফা।

,, মূত্রাশয় প্রদেশে—প্লাম্ব, ষ্ট্যাফি, জিঙ্ক।

,, উত্তাপে উপশম, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি—ষ্ট্যাফি।

,, ইউরেটারে—এপিস, আর্জ-নাই, আর্ণি, বেল, বার্বে, ক্যান্থা, কার্বো-অ্যানি, ডালকা, কেলিকার্ব, লাইকো, নাক্স-ম, ওপিয়াম, প্যারেইরা, সার্সা, ট্যারে, ভেরে।

,, কাটছে যেন চেপে ধরার মতো—ক্যাল্কে, ক্যান্থা, কার্লস, কেলি-বাই, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, থুজা।

,, বসে থাকলে—প্যালে, টেরি।

,, মূত্রত্যাগের আগে—গ্র্যাফা।

,, মূত্রাশয়ের প্রদেশে—অ্যাগা, বার্বে, সিমি, হ্যামা, হাইড্রা, প্যালে।

,, মূত্রত্যাগের উপশম, নড়াচড়ায়—টেরি।

,, ছিঁড়ে ফেলার জন্য—ইস্কি, বার্বে, ক্যান্থা, মেজে, রাসটক্স, জিঙ্ক।

,, ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে [Radiating]—বার্বে।

,, ইউরেটারে প্রসারিত হয় নিচের দিকে; স্পর্শে, নড়াচড়ায় এবং নিশ্বাস গ্রহণে বাড়ে—আর্জনাই, বেল।

বেদনা ও জ্বালা—আর্স, হাইড্রো, বেল, বেঞ্জো-স্যা, বার্বে, ক্যান্থা, হেলোনি, পিছপার, কেলিকার্ব, টেরি, ক্যাল্কে অ শড।

,, মূত্রত্যাগের আগে—রিউম, থুজা।

,, ,, সময়—রিউম।

,, প্রসারিত হয় মূত্রস্থলী পর্যন্ত—বেল, টেরি।

,, মূত্রাশয়ে প্রদেশে—বার্বে, কলোসি, ল্যাকাড, ফাইটো, টেরি।

টাটানি, টিপলে বেদনা বোধ করে [Soreness]—অ্যাকোন, 'আর্স', ক্যাল্কে, চেলি, গ্র্যাফা, হেলোনি, হিপার, ম্যাগ্নি, র‍্যাটান।
„ প্রসারিত দক্ষিণে—হেলোনি, নাক্সভম, ফাইটো।
„ প্রসারিত বাঁয়ে—জিঙ্ক, বেঞ্জো-অ্যা।
„ মূত্রাশয় প্রদেশে—বার্বে, চেলি, হাইড্রো, মার্ক-কর, নাক্স-ভম।
„ ধরার মতো—ক্লিমে, কক্কাস, টেরি।
টাটানি মূত্রাশয় প্রসারিত হয়, কুঁচকি প্রদেশে—ক্যানা-সা।
„ থেঁতলে যাওয়ার মত [Bruised)—ক্যান্থ, ক্লিমে, ম্যাগ্নি, ফাইসো।
„ মূত্রাশয় প্রসারিত দক্ষিণ উরুতে—টেরি।
„ মূত্রাশয়ে প্রদেশে—বার্বে, ফাইসো, জিঙ্ক।
„ মূত্রাশয় প্রসারিত হয় উরুদেশ পর্যন্ত—বার্বেরিস।
„ সূচ ফোটানোর মত—অ্যাকোন, আর্ণি, বেল, বার্বে, ক্যান্থ, চেলি, কলোসি, কেলি-বাই, কেলি-কার্ব, ল্যাকে, মেজে, ট্যারে, নাক্স-ভম।
„ সূঁচফোটানোর মতো নিঃশ্বাস গ্রহণে, গভীরভাবে—আর্স, সাইক্লা, লরো।
„ টিপলে প্রসারিত হয়, ইউরেটার হয়ে নিম্নদিক—কেলি-বাই, গ্র্যাফা, লাইকো।
„ টিপলে মূত্রনালীতে—বার্বে।
টাটানি টিপলে প্রসারিত হয়, মূত্রস্থলী পর্যন্ত—আর্জ-নাই, বেল, বার্বে, কেলি-বাই, ল্যাকে।
„ উপশম নড়াচড়ায় - টেরি।
„ „ মূত্রত্যাগের পর—গ্র্যাফা, লাইকো, মেজে।
„ বৃদ্ধি নড়াচড়ায়—কল্চি, হ্যামা। হাঁটলে—ইথুজা।
ভারীবোধ (Heaviness)—কার্লস, ইকুই।
„ মূত্রাশয় প্রদেশে—সিমি, হেলোনি, ফস, টেলু, টেরি।

মূত্রলোপ (Suppression)—অ্যাকোন, এপিস, আর্ণি, আর্স, বেল, অরাম-ট্রি, ক্যান্থা, ক্যাম্ফ, কার্বো-অ্যা, কার্বোভেজ, কষ্টি, সিফি, ক্রোটে-হ, কুপ্রাম, ডিজি, ইগ্নে, ইল্যাটে, ল্যাকে, লরো, লাইকো, মর্ফ, ফস, ওপিয়াম, সিকে, সাইলি, ভিরে, ষ্ট্র্যামো।

মূত্রলোপ কলেরায়—আর্স, কার্বো-ভেজ।
„ খেঁচুনি—(Convulsion) সহ—কুপ্রাম, ডিজি ; হাইয়ো, ষ্ট্র্যামো।
„ গনোরিয়া রুদ্ধ হয়ে—(Suppressed Gonorrhoea)—ক্যাম্ফ, ক্যান্থা।
„ ঘামসহ—অ্যাকোন, এপিস, আর্স, ক্যাম্ফ, ডালকা, হাইয়ো, ওপিয়াম, সিকে, ষ্ট্র্যামো।
„ মেরুদণ্ডের স্পন্দনে, আঘাতের জন্য (From concussion of spinal column)—আর্স, রাস-টক্স, ট্যারে।

অন্ত্রাশয় (Intestine)

অজীর্ণ—অ্যানাকার্ড, কার্বোভেজ, চায়না, নাক্স।

অন্ত্র আবন্ধ—আর্ণিকা, আর্স, অ্যাকোন, ওপি, কলোসি, কেলি-কা, লাইকো, ব্রাইয়ো, ল্যাকে।

,, উল্টান—আর্স, ইগ্নে, ওপি, কুপ্রাম,-নাক্স, প্লাম্বাম, বেল, ভেরেট্রাম, মার্ক-কর, রাস, স্ট্যাফি।

,, মধ্যে ক্ষত—আর্জ-নাই, কলোসি, কার্বোভেজ, ক্যাল্কে, কেলি-বাই, টেরিবিন্থ, নেট্রাম-ফস, পাইরো, আর্ণিকা।

আমাশয়—কেলি-বা, আইরিস, আর্জ-নাই, আর্ণিকা, আর্স, রাস, ওপি, ইল্যাটে, এপিস, অ্যাসিড নাই।

অন্ত্রবৃদ্ধি (Hernia)—ইস্কুলাস, ওপি, কফি, ফস, ব্রাইয়ো, রাস, লাইকো।

,, নাভিকুণ্ডের (Umbilical)—ওপি, নাক্স-ভম, নাক্স-মস্ক।

অর্শ, [illegible] (Haemorrhoids)—অ্যালো, আর্স, ইস্কি, কার্বো-অ্যানি, কলিন্সো, কেলি-বাই, গ্র্যাফা, পালস্, লাইকো, সালফ, মিউ-অ্যা, সিপিয়া।

,, অন্তর্বলি—আর্স, ইগ্নে, কলোসি, ক্যামো, পডো, সালফ, পালস্।

,, বহির্বলি—অ্যালো, ইস্কি, মিউ-অ্যা, সালফ।

,, কঠিন—কষ্টি।

,, ক্ষতযুক্ত—সাইলি। জ্বালাযুক্ত—আর্স।

,, নীলাভ—ইস্কি, কার্বো-ভেজ, মিউ-অ্যা।

,, পুরানো—ইস্কি, নাক্স, সালফ।

,, পুঁজযুক্ত (Suppurating)—সাইলি।

,, বড়—অ্যালো, ইস্কি, কষ্টি, কার্বো-অ্যানি, কেলি-কা, নাইট্রি-অ্যা, সালফ, নাক্স।

,, রক্তস্রাবী—অ্যাকোন, ফেরাম, মিলিফো।

অসাড়ে মলত্যাগ—আলো, আর্ণিকা, ওলি, ওপি, নেট্রাম-মি, ফস, বেল, রাস, সিকেলি, সালফ, ভিরেট্রাম, হাইয়ো।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য—অ্যালুমি, আর্স, ইস্কি, ওপি, এপিস, কলিন্সো, কষ্টি, কলোফা, গ্র্যাফা, নেট্র-মি, জিঙ্ক, কষ্টি, ক্যাল্কে, ল্যাকে, স্ট্রামো, সালফ প্রভৃতি ঔষধি।

মল কঠিন—ব্রাইয়ো, ওপি, গ্র্যাফা, লাইকো।

,, ,, ছাগল নাদির মতো—ওপি, ভা[illegible], সালফ।

,, ,, গায়ে আম জড়ান—গ্র্যাফা।

,, কুন্থনসহ—নাক্স, মার্ক-কর, মার্ক-সল।

,, কঠিন পিত্তযুক্ত—ক্যামো, পালস্, নাক্স।

,, ,, পুঁজময়—মার্ক, সাইলি।

মলের রং তেলের মতো সবুজ—ইপি।
মল কঠিন অজীর্ণ, ভুক্তদ্রব্যযুক্ত—ইথুজা, চায়না, পালস্, ফেরাম।
„ আমসংযুক্ত—কলচি, ক্যামো, পডো, মার্ক।
„ রক্তময়—ইপি, ক্যান্থারিস, নাক্স, পালস্, সাল্ফার।
„ ক্রিমিসংযুক্ত—কোয়াসিয়া, টিউক্রিয়াম, সিনা।
„ গুটলে, প্রথমে শক্ত পরে পাতলা—অ্যাণ্টিম-ক্রুড্।
মলের রঙ কাদার মতো—ক্যাল্কে।
„ পুরানো পনীরের মতো—পালস্, সালফার।
„ মলের রং সবুজ —ইপি, ক্যামো, ফস।
গুহ্যদেশের ক্ষত (Ulcer)—অ্যালু, সাইলি।
„ চুলকানির—অ্যালো, ইস্কি, কার্বোভেজ, কষ্টি, গ্রাফা, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, পালস্, ক্রু-অ্যা, লাইকো, সালফ।
„ ফাটা (Fissure)—গ্র্যাফা, নাইট্রি, সিপি।

পুংজননেন্দ্রিয় (Male Sexual Organs)

অণ্ড কঠিন—অরাম, ক্লিমে, কোনি, রডো, স্পাইলি, স্পঞ্জিয়া।
অণ্ড কঠিন প্রমেহ জনিত—পালস্, মেডো।
„ গুটিকা (Tubercles)—আইয়ো, টিউবার, স্পাইলি, পালস্, স্পঞ্জি।
„ একজিমা—ক্রোটন টিগ। চুলকানি—গ্র্যাফা, পেট্রো।
„ দাদের মতো—ডালকা, পেট্রো।
অণ্ডকোষে জলসঞ্চয় (Hydrocele)—অরাম-মে, আর্ণিকা, আইয়োড, আর্স, এপিস, ক্যাল্কে, গ্র্যাফাই, নাক্স, নেট্র-মি, পালস্, ফস, রডো, রাস, সাইলি, হিপার।
„ বালকদের হলে—পালস্, রডো, সাইলি।
„ প্রদাহ—অ্যাকোন, ক্লিমে, কোনি, ব্যাপটি, বেল, বার্বে, ফাইটো, মার্ক, রাস, স্ট্যাফি। আঁচিল—অ্যাসিড-নাই, থুজা, মার্ক, স্ট্যাফি।
উপদংশ (Syphillis)—অরাম, আর্জ-নাই, অ্যাসিড-নাই, অ্যাস্যাফি, অ্যালাকা, কেলি-কা, কেলি-বাই, ফাইটো, মার্ক, সিফিলিনাম।
কোরন্ড (Elephantiasis)—সাইলি।
প্রমেহ (Gonorrhoea)—অ্যাগ্নাস, অ্যালুমি, অ্যাসিড-না, অ্যাসিড-ফস।
প্রমেহ—অ্যাসিড-ফস, অ্যাসিড-ফ্লু, কলচি, কলো, কিউবেবা, কিউপ্রাম-অ্যা, ক্যানা-আ, কেলি-মি, কেলি আয়োড, ক্যাল্কে-ফস, সিপিয়া, সোরি।
প্যারাফাইমোসিস—অ্যাসিড-নাই, কলচি, মার্ক, মার্ক-কর, ক্যানা-সা, সালফ।
ফাইমোসিস—অ্যাসিড-নাই, ক্যাল্কে, ক্যানা-সা, মার্ক, সালফ।

স্বপ্নদোষ—ক্যাল্কে, কুপ্রাম, চায়না ডিজি, ডায়ো, নাক্স-ভম, নেট্রাম, নেট্রা-ফস, ফস-অ্যা, ব্যারা-কার্ব, লাইকো, সিলি, সিপি, সালফ।
,, দিনে—নাক্স-ভম। প্রত্যেক রাত্রিতে—নেট্রাম-ফস।
,, পুনঃ পুনঃ Frequent '—নাক্স-ভম, ফস-অ্যা, স্ট্যাফি।
,, হস্তমৈথুনের পর—চায়না, নাক্স, সিপি, স্ট্যাফি।

স্ত্রীজননেন্দ্রিয় (Female Sexual Organs)

জরায়ুতে ক্যান্সার [Cancer of Uterus]—অরাম-মি, আইয়ো, আর্স, মার্ক-আই, কোনি, ক্রিয়ো, গ্র্যাফা, থুজা, ল্যাকে, লাইকো, রিউমেক্স, হাইড্র্যাস্টিস।

জরায়ুতে পলিপাস (Polypus ;—অরাম-মে, ক্যালকে, থুজা, ফস, বেল, মার্ক-আই। আয়তন বৃদ্ধি, জরায়ুর—কোনিয়াম।
,, ,, ডিম্বকোষের—এপিস, কোনিয়াম, বেল।

জরায়ু উল্টান [Prolapses]—অরাম-মেট, অরাম-মি, আইয়ো, আর্ণিকা অ্যাকোন, অ্যালো, অ্যাসিড-বেঞ্জ, কলোফাই, ক্যাম্ফা, ক্যাল্কে-ফস, ক্রিয়ো, পালস্, প্ল্যাটিনা, থুজা, সাল্ফার, সিকেলি, সিপিয়া, স্যাবাইনা, হেলোনিয়াস।
,, ক্ষতে—আর্জমে, ক্রিয়ো, নেট্রাম-মি, ফস, মার্ক-কর, সাইলি, হেলোনি।
,, গ্রীবা কঠিন—কলোফা, কার্ব-অ্যা, ল্যাকে, স্যাবাইনা।
,, প্রদাহ—অরাম-মি, আর্স, আইয়ো, অ্যাগ্নাস, ওপি, ক্যান্থারিস, ক্রিয়ো, কোনি, চায়না, ল্যাকে, স্ট্র্যামো, সালফ, সিকেলি, সিপিয়া।
,, বাঁকা—[Antiversion]—কলোফা, সাল্ফার।
,, থেকে রক্তস্রাব—আইয়ো, আইরিস, আর্জ-নাই, আর্ণিকা, ইপি, অ্যাক্টিয়া-রেসি এপিস, ওপি, কর্ণাচ, কলোফা, কার্বোভেজ, ক্যাম্ফার, ক্যামো, কোনি, ক্রিয়ো, ক্রোকাস নাক্স-মস্ক, প্ল্যাটিনা, ফস, ফেরাম, বেল, ম্যাগ্-কা, ম্যাগ-মি, সাইলি, সালফ, হাইয়ো, হ্যামা, সিনা, স্যাঙ্গু।

রজঃ রোধ [Amenorrhoea]—ক্যামো, কলোসি, ক্যাল্কে, কলোফা, কেলি-কা, কোনি, ক্রিয়ো, গ্র্যাফাই, ডালকা, পালস্, ফস, ফেরাম-ফস, বেল, ব্রাইয়ো, রাস, লাইকো, ল্যাকে, সালফ, সাইলি, সিপিয়া।

কষ্ট রজঃ—[Dysmenorrhoea]—অ্যাকোন, অ্যাক্টিয়া-রেসি, এপিস, কক্ক, কফি, কলোসি, কলোফা, কার্বোভেজ, ক্যামো, কেলি-বাই, কেলি-আয়োড, ম্যাগ-কার্ব, ম্যাগ ফস, ফেরাম-মি, ফেরাম-ফস, বেল, ল্যাকে, মিলিফো, সাল্ফার, সিপিয়া ক্রোটেলাস, ক্রোকাস, জেলস।

রজোধিক্য—[Menorrhagia]—আইরিস, আর্ণিকা, আয়োড, আর্স, ইপি, ইগ্নে অ্যান্টি-ক্রু, অ্যাসিড-নাই, অ্যাসিড-ক্রু, অ্যাসিড সালফ, ক্যাম্ফার,

ক্যালকে, ক্রিয়ো, সিনিসিও, থুজা, নাক্স-মস্ক, নেট্রাম, পালস্, ফস, ফাইটো, সিকেলি, মিলিফো, হাইয়ো, হ্যামা, নাক্স-ভম, বেল।

,, আঘাত লাগা জনিত—আর্ণিকা।

,, ক্রোধ লাগা জনিত—ক্যামো। ক্যানসারসহ—ক্রিয়ো।

রজোধিক্য জনিত বন্ধ্যা—মিলিফো।

,, ঝিল্লীসহ—অ্যাশোসাই।

,, বাড়ে, দাঁড়ালে—অ্যামন-কার্ব, কক্, ম্যাগ-কার্ব।

,, বাড়ে নড়লে ক্রোকাস, ইরিজি, সিকেলি, স্যাবাইনা।

,, বাড়ে, বেড়ালে—অ্যাম্ব্রা, ব্রাইয়ো।

,, শুলে—এপিস, বোভিষ্টা। সহবাসে—ক্রিয়ো।

,, বেড়ালে বন্ধ হয়—সাইক্লা।

,, নড়লে চড়লে ব্যথা বন্ধ হয়—সাইক্লা।

,, ,, বন্ধ হয়—ক্রোকাস। শুলে বন্ধ হয়—বোভিষ্টা।

রক্ত কাল—ক্যামো, ক্রোকাস, কোনি, পালস্, সিকেলি।

,, চটচটে—ক্রোকাস।

,, জলের মতো—গ্রাফাই, নেট্রাম-মি, পালস্, সিকেলি, স্যাবাই, ইরিজি।

,, প্রচুর চাপ চাপ—ইরিজি। রক্ত কাল বমিসহ—ইপি।

,, বসলে স্রাব হয় না, বেড়ালে হয়—ক্রিয়ো, অ্যাম্ব্রা, ব্রাইয়ো, লিলি-টি।

,, বেগে বের হয়—ইপি, ফস, বেল, সিকেলি, সাইলি, স্যাবাইনা।

,, ভ্রমণ করলে বন্ধ হয়, শুলে স্রাব হয়—এপিস, বোভিষ্টা, ম্যাগ কার্ব।

,, লাল বর্ণের—ইপি, ডালকা, বেল, ফস, হাইয়ো।

,, সুতোর মতো—কেলি কার্ব, ক্রোকাস।

জ্বর Fever]

উত্তাপ সাধারণ [Heat in General]—অ্যাকোন, অ্যাম্ব্রা, অ্যাংগা, অ্যান্টিম-টার্ট, এপিস, আর্ণিকা, আর্স, অরাম ট্রি, ব্যাপটি, ব্যারা-কার্ব, বেল, ব্রাইয়ো, চেলিডো, চায়না, চিনি-সা, সিনা, কলচি, কোনি, কিউবে, সাইক্লা, ডিজি, ডালকা, হেলি, হিপার, গ্র্যাফা, জেলস, ল্যাক-ক্যা, ল্যাকে, লরো, লেডাম, ষ্ট্রামো, সালফ, ট্যারে, ভেরে।

উত্তাপ সকালবেলা—অ্যাংগা, এপিস, আর্ণিকা, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যামো, ইউপে-পার্ফো, নেট্রাম-মিউর সালফ।

,, সাধারণ, শীত শীত হলে—এপিস, আর্স, ক্যামো, সালফ।

,, আগের দিন—অ্যামন-কা, ব্যাপটি, ক্যামো, ব্রাইয়ো, জেলস্, ম্যাগ কার্ব, নেট্রাম-মিউর, রাস-টক্স, সালফ।

,, শীত শীত সহ—অ্যামন-কা, ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, ক্যামো, সালফ।

উত্তাপ আগের দিন ৯টায় হলে—ক্যামো।

,, আগের দিন থেকে ৫টায়—কেলি-কার্ব।

,, আগের দিন ১০টায় শরীরে জল ঢেলে দিচ্ছে বা শিরার মধ্যে গরম জল প্রবাহিত হচ্ছে যেন—রাস-টক্স।

,, দুপুর—আর্স, মার্ক, ষ্ট্যামো, সালফ। দুপুর ১টায়—আর্স, লাইকো।

,, দুপুর ২টায়—পালস্, রাস টক্স।

,, অপরাহ্নে—অ্যাকোন, অ্যানাকা, এপিস, আর্স, অ্যাসাফি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যান্থা, চেলিডো, চায়না, জেলস, ইগ্নে, কেলি-কার্ব।

উত্তাপ, আগের দিন শীত শীত সহ—এপিস, আর্স, কলচি, পডো, সালফ।

,, আগের দিন ৪টায়—হিপার, ইপি, লাইকো।

,, সন্ধ্যায়—অ্যাকোন, ইস্ক, আর্স, ব্যাপটি, বেল, বাবে ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, চেলিডো, চায়না, সিনা, হিপার, হাইয়ো, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মেজে, ফস, সোরি, রাসটক্স, সাসা, সাইলি, সিপি।

,, আগের দিন শীতসহ—অ্যাকোন, আর্স, ক্যামো, ইল্যা, হিপার, সাইলি।

,, ,, ৫টায়—ফস, রাসটক্স, সালফ।

,, ,, ৬টায়—অ্যান্টিম-টার্ট, চায়না, হিপার, রাসটক্স।

,, ,, ৬টায়—থেকে রাত্রি ৮টায়—লাইকো, ক্যাল্কে।

,, ,, ৭টায়—লাইকো, পালস, রাসটক্স।

,, ,, ৮টায়—অ্যান্টিম-টার্ট, হিপার, ফস, সালফ।

,, রাত্রিতে—অ্যাকোন, অ্যালুমি, এপিস, আর্স, ব্যারা-কার্ব, ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, মার্ক, মিউ-অ্যা, নেট্রাম-অ্যা, ওপি, পেট্রো, ফস-অ্যা-রাস-টক্স, সিপি, সাইলি, স্ট্র্যামো, সালফ, হিপার।

উত্তাপ আগের দিন উদ্ভেদসহ (Nettle Rash)—এপিস, ইগ্নে, রাস-টক্স।

,, আগের দিন ঘামসহ—অ্যান্টিম-ক্রুড, বেল, কলচি, ফস, সোরি, পালস্, সিপি, সালফ।

,, রাত্রিতে শীত বোধসহ—অ্যাকোন, আর্স, কলচি, ইল্যা, কেলি-কা, সাইলি, সালফ।

,, রাত্রে শুকনো জ্বালাকর—অ্যাকোন, আর্স, ব্যারা-কা, বেল, ব্রাইয়ো, সিনা, কলচি, ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, রাসটক্স।

,, রাত্রে অনিদ্রাসহ—ব্যারা-কার্ব, ক্যামো, গ্র্যাফা, হাইয়ো।

,, রাত্রে উদ্বেগসহ—অ্যাকোন, আর্স, ব্রাইয়ো, রাসটক্স।

,, ,, পিপাসাহীনতাসহ—এপিস, আর্স।

,, ,, ৯টায়—ব্রাইয়ো, লাইকো, ১১টায়—ম্যাগ-মি।

,, ,, ২ টায়—আর্স।

উত্তাপ মাঝরাত্রে—আর্স, মস্ক, রাস-টক্স, সালফ।

„ মাঝরাতে এবং দ্বিপ্রহরে—ইল্যা, আর্স, স্ট্র্যামো।

„ মাঝরাত্রের আগে—অ্যাকোন, অ্যাসিড-ফ্লু, আর্স, ব্রাইয়ো, ক্যালেডি, কার্বো ভেজ, চিনি-সা, লরো, ম্যাগ-মি পালস্, ফস।

„ রাত্রের পরে—আর্স, কেলিকার্ব, লাইকো, রুমেক্স, সালফ।

„ এগিয়ে যাওয়া (Anticipating)—অ্যান্টি-টা, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, চিনি-সা, চায়না, ইউপে-পার্ফ, গ্যাম্বো, নেট্র-মি, নাক্স-ভম।

„ অর্ধাঙ্গে—অ্যালুমি, বেল, কষ্টি ক্যামো, ডিজি, গ্র্যাফা, কেলি-বা, কেলি-কার্ব, মস্ক, নাক্স-ভম, প্যারেইরা, জেলস, ট্যারা।

„ অর্ধাঙ্গে দক্ষিণ—বেল, ব্রাই, ক্যামো, নাক্স-ভম, ফস, পালস্, র‍্যানা-ব।

„ বাম অর্ধাঙ্গে—লাইকো, মেজে, প্ল্যাটি, সালফ, স্ট্যানাম।

„ একদিকের গণ্ড গরম এবং লাল, অপর গণ্ড ঠাণ্ডা এবং ফ্যাকাশে—অ্যাকোন, ক্যামো।

„ অনিয়মিত (Irregular Paroxysm)— আর্স, কার্বো-ভেজ, ইউপে-পার্ফ, ইগে, ইপি, মিনি, সিপিয়া।

„ অবিরাম—টাইফয়েড, টাইফাস (Continued Fever, Typhoid, Typhus)—আর্স, অরাম-ট্রি, ব্যাপটি, হাইয়ো, ক্যান্থা, ক্যাপ্সি, কার্বো-অ্যানি, চায়না, চিনি-সা, ক্লোরে, কফি, কল্চি ক্রোটে-হর, ইচিনে, জেলস সিনে, হাইয়ো, ফস অ্যা, ফস, জিঙ্ক, রাস-ভেন।

„ অপরাহ্নে—আর্স, ব্রাইয়ো, ক্যান্থা, জেলস, হাইয়ো, ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা।

„ অনিয়মিত ৪ টে থেকে রাত ৮টা—লাইকো।

„ ৪ টে থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত—স্ট্র্যামো।

„ সন্ধ্যায়—আর্স, ব্রাইয়ো, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, চায়না, মিউঅ্যা, ফস-অ্যা, সালফ।

„ সন্ধ্যা ছ টায়—ল্যাকে।

„ সন্ধ্যা ৭টায়—লাইকো, রাস-টক্স। রাত্রি ১০ টায়—ল্যাকে।

„ মাঝ রাত্রিতে—আর্স, ব্যাপটি, মার্ক, কার্বো-ভেজ, চায়না, পালস্, রাসটক্স, মিউ-অ্যা, মার্ক।

„ অত্যধিক—বেল, ব্রাইয়ো, রাস-টক্স, স্ট্র্যামো।

মাঝরাত্রে—আর্স, বেল, রাস-টক্স, স্ট্র্যামো।

„ আগে—আর্স, রাস-টক্স, ক্যামো, সালফার, ভেরেট্রাম।

„ শেষ রাত্রে (৩।৪ টায়)—থুজা।

„ পরে—আর্স, ব্রাইয়ো, ফস, রাস-টক্স, সালফ।

„ উদর সংক্রান্ত (Abdominal)—আর্স ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, কফি, লাইকো, মিউ-অ্যা, রাস-টক্স, সিকে, টেরি, ওপি, ফস-অ্যা, জিঙ্ক।

,, অনিয়মিত পক্ষাঘাতের সম্ভাবনাসহ, মস্তিষ্কে—হেলি, ল্যাকে, লাইকো।
,, মস্তিষ্ক সংক্রান্ত—এপিস, ব্যাপটি, জেলস, হাইয়ো, ল্যাকে, লাইকো, ফস, ওপি, ষ্ট্র্যামো, রাস-টক্স।
,, রক্তাধিক্যজনিত (Congested)—ব্রাইয়ো, জেলস, গ্লোন, ল্যাকে।
,, পক্ষাঘাতসহ, ফুসফুসের—অ্যান্টি-টার্ট, আর্স, কার্বো-ভেজ, লাইকো, সালফ।
,, উদ্ভেদ সংক্রান্ত (exanthematic)—এইল্যান্থ, এপিস, বেল, ব্রাইয়ো, ল্যাকে, রাস-টক্স, সালফ।
,, আচ্ছন্ন ভাবসহ—আর্ণি, আর্স, ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, কার্বো-ভেজ, জেলস, হেলি, হাইয়ো, ল্যাকে।
,, সংজ্ঞাহীনতা—বেল, হেলি, হাইয়ো, ওপি, ষ্ট্র্যামো।
,, অভ্যন্তরীণ—অ্যাকোন, আর্ণি, বেল, আর্স, ব্রাইয়ো কষ্টি, ক্যামো, ম্যাগ-কা, ফস-অ্যা, পালস্, স্যাবাডি। জ্বালাযুক্ত—আর্স, বেল, মস্ক, সিকে।
,, শিরার মধ্যে—আর্স, অরাম, ব্রাইয়ো, হাইয়ো, রাস-টক্স।
,, অভ্যন্তরীণ শরীর স্পর্শে ঠাণ্ডা—কার্বো ভেজ, ফেরাম।
,, বাহ্যিক শীতসহ—অ্যাকোন, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, ইগ্নে, ইপি, মস্ক, পালস, রাসটক্স, ভেরে, সিকে, সালফ্।
,, ঊর্দ্ধাংশে—অর্ধাঙ্গ দেখুন—অ্যাগ্না, অ্যানাকা।
উত্তাপ—আর্ণি, ব্রাইয়ো, সিনা, নাক্স-ভম, পালস্, রাসটক্স।
উত্তাপ নিম্নাংশে—ওপি। পিছনের দিকে—ক্যামো।
,, সামনের দিকে—ক্যামো, ইগ্নে, রাস-টক্স।
,, অত্যধিক—অ্যাকোন, অ্যান্টি-টার্ট, আর্ণি, অরাম-ট্রি, অরাম, বেল, ব্রাইয়ো, চিনি-সা, কলচি, জেলস, হাইয়ো, ল্যাকে, লাইকো, মেজে, নেট্র-মি, নেট-সা, ওপি, ফস, পালস্, সিকে, সাইলি, ষ্ট্র্যামো।
,, আচ্ছন্নভাব ও সংজ্ঞাহীনতা সহ—বেল, নেট্র-মি, ওপি।
,, নিদ্রাবস্থায়—অ্যান্টিম-টার্ট, জেলস, ল্যাকে, মেজে, নেট্রাম-মি, ওপি, রাস-টক্স।
,, বিকারসহ (With Delirium)—এপিস, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, চিনি-সালফ, নেট্রাম মিউর, ওপি, পালস্, ষ্ট্র্যামো।
,, মস্তক ও মুখমণ্ডলে, শরীর, শীতল—আর্ণিকা, ওপি, বেল, ষ্ট্র্যামো।
,, অভাব (Heat Absent)—অ্যারানি, বোভি, ক্যাপ্সি, কষ্টি, হিপার, লাইকো, মেজে, স্যাবাডি, স্ট্যাফি, সালফ, থুজা, ভেরে।
উত্তাপ বহুক্ষণ স্থায়ী—অ্যান্টিম টার্ট, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যাক্ট, ক্যাপ্সি, জেলস, হিপার, সিকে।
,, বাহ্যিক—অ্যাকোন, অ্যানাকা, অ্যান্টি-টার্ট, আর্ণি, আর্স, ব্রাই, বেল, ক্যাম্ফা, ক্যামো, চায়না, চিনি-সা, ইগ্নে, মার্ক কর, নাক্স-ভম, ওপি, পালস্, সাইলি, ট্যারে।

,, বাহ্যিক উত্তাপবোধ, উত্তাপ না থাকা সত্ত্বেও—ক্যামো, ইগ্নে।

,, শীতবোধসহ—অ্যাকোন, অ্যানাকা, আর্ণি, আর্স, বেল, ক্যাল্কে, কফি, হেলি, ল্যাকে, সিপিয়া, সালফ, থুজা।

,, শুকনো—অ্যাকোন, এপিস, আর্ণি, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, সিড্রন, ক্যামো, চায়না, লাইকো, ডালকা, সিকে ফস-অ্যা, স্যাম্বু, স্পঞ্জি, সালফ।

,, ,, প্রাতে—আর্ণি, ব্রাইয়ো, সালফ। সন্ধ্যায়—প্লাম্ব, পালস্।

,, ,, সন্ধ্যায় শিরার মধ্যে বিস্ফারিত হাতে জ্বালা, ঠাণ্ডা খোঁজে—পালস্।

,, শুকনো রাত্রে—অ্যাকোন, আর্স, বারো-কার্ব, বেল, ব্রাইয়ো, কষ্টি, কফি, কলচি, ল্যাকে, নাইট্রি-অ্যা, নাক্স-ভম, পালস্, রাস-ভে।

উত্তাপ শুকনো রাত্রে, বিকার সহ—আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, চিনি-সা, কফি, ল্যাকে, রাসটক্স, লাইকো।

,, জ্বালাকর—জ্বালা করা দেখুন।

,, অগ্নিঝলকের মতো—অ্যাকোন, আর্ণি, বেল, ক্যাক্ট, ক্যাল্কে, কার্বোভেজ, চায়না, ইল্যা, গ্লোন, গ্র্যাফা, ইগ্নে, কেলিকার্ব, কেলি-অ্যা, ম্যাঙ্গে, পেট্রো, রাস-টক্স, সিপি, সাইলি, সালফ-অ্যা, থুজা।

,, অগ্নিঝলকের মতো, শীত শীত বোধ হয়—আর্স, কার্বোভেজ, কলচি, মার্ক, সালফ।

,, অগ্নিঝলকের ঘামসহ—হিপার, সালফ-অ্যা, সালফ, থুজা, জ্যান্থা।

,, গরম জল যেন মাথায় ঢেলে দিচ্ছে—আর্স, জেলস্, রাস-টক্স, সিপি।

উন্মোচনের অনিচ্ছা—আর্স, বেল, ক্যাম্ফ, কার্বোঅ্যানি, কলচি, গ্র্যাফা, হিপার, ম্যাগকার্ব, ম্যাগ মিউর, মার্ক, নাক্স-ভম, রাস-টক্স, সাইলি, স্কুই, স্ট্রন্সি।

,, অনিচ্ছা শীতের জন্য—অ্যাকোন, আর্ণি, বেল, চায়না, নাক্স-ভম।

,, ইচ্ছা—এপিস আর্ণিকা, অ্যাকোন, চায়না।

উন্মোচন কফি, ফেরাম, ইগ্নে, হিপার, ল্যাকে, ম্যাগকার্ব, মিউ-অ্যা, নাইট্রি-অ্যা, পেট্রো, ওপি, ফস, প্ল্যাণ্টে, সিকে, পালস্, ষ্ট্যাফি।

উদ্ভেদ সংক্রান্ত (Exanthematic)—অ্যাকোন, এপিস, আর্স, হিপার, পালস, রাস-টক্স, সালফ।

ঋতুর সময়—অ্যাকোন, বেল, ক্যাল্কে, গ্র্যাফা, ফস, সিপি, সালফ।

কম্প সহ—এপিস, আর্ণি, বেল, কষ্টি, ক্যামো, কিউপ্রে, ড্রসে, ইল্যা, সালফ, বেল, ক্যামো, ড্রসেরা, ইউপে-পার্ফো, জেলস, হেপি, হিপার, সালফ।

,, উত্তাপের সঙ্গে, পর্য্যায় ক্রমে—আর্স, অ্যাকোন, বেল, ব্রাইয়ো।

,, উন্মোচন জন্য গাত্রাবরণ—আর্ণিকা, চায়না, ল্যাকে, নাক্স-ভম, রাস-টক্স, স্ট্যামো,। কম্প এবং ঘাম, উত্তাপসহ—নাক্স ভম, রাস-টক্স।

„ নড়াচড়ার জন্য—পডো, ষ্ট্র্যামো, এপিস, আর্ণিকা, নাক্স-ভম।
ক্রিমি জনিত—অ্যাকোন, সিকি, ডিজি, হাইয়ো, মার্ক, স্যাবাডি, সাইলি, স্পাই, সালফ, ষ্ট্র্যামো, ভ্যালেরি।

„ ক্রোধ জনিত—অ্যাকোন, কফি, কলোসি, ক্যামো, ইগ্নে, পেট্রো, সিপি, ষ্ট্যাফ।

„ গ্রীষ্মকালে—আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, ক্যাপ্সি, ইপি, ল্যাকে, জেলস, নেট্রাম-মিউর, পাল্স, ভেরে, থুজা।

ঘাম হয় না—ঘাম দেখুন।

ফুসফুসে—আইল্যান্থ, আর্ণিকা, আর্স, ব্যাপটি, ক্যাম্ফার, ল্যাকে, ফস-অ্যা, ফস, রাস-টক্স।

জ্বালাকর উত্তাপে—অ্যাকোন, এপিস, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, কার্বোভেজ, ক্যামো, সিনা, ডালকা, জেলস, হিপার, লাইকো, নাক্স-ভম, ওপি ফস, পালস্, রাস-টক্স, সিকে, স্পঞ্জি, সাল্ফ।

জ্বালাকর উত্তাপ, প্রাতে—ব্রাইয়ো, ক্যামো।

„ আগেকার—নেট্রাম-মিউর, ফস, নাক্স-ভম।

„ আগেকার ৯টা থেকে ১২ টায়—ক্যামো।

„ অপরাহ্নে—আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, হিপার, পালস্, ফস।

„ অপরাহ্নে ৪টায় আরম্ভ, রাত্রি ব্যাপী স্থায়ী—হিপার।

„ অপরাহ্নে—আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, কার্বোভেজ, ক্যামো, লাইকো, ফস, পালস্, রাস-টক্স, সালফ।

„ রাত্রে—অ্যাকোন, আর্স, ব্যাপটি, বার্বে, বেল, ব্রাইয়ো, কার্বো-ভেজ, ক্যামো, হিপার, ওপি, ফস, পালস্, ষ্ট্র্যামো।

„ মধ্যরাত্রে—আর্স, রাস-টক্স। মধ্যরাত্রের আগে—ব্রাইয়ো, ক্যামো।

„ „ পরে—আর্স, ফস, থুজা।

„ অভ্যন্তরিক, অত্যধিক, যেন শিরা সব মধ্যে জ্বলছে—আর্স, ব্রাইয়ো, রাস-টক্স।

„ উত্তাপ, বিকারসহ, ঘোর—বেল, ষ্ট্র্যামো, ভেরে।

„ শিরাগুলো বেড়ে বেড়ে ওঠে—বেল, চায়না, হাইয়ো, লেডাম, পালস্।

„ শুকনো, পর্যায়ক্রমে শীতবোধ—বেল।

ডেঙ্গু জ্বর—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইয়ো, ইউপে, পার্ফো, জেলস, পালস্, রাস-টক্স রাস-ভে।

দুগ্ধ জ্বর (Milk Fever)—অ্যাকোন, বেল, ক্যামো, কফি, ইগ্নে, মার্ক, রাস-টক্স।

পর্যায়ক্রমে শীত সহ—অ্যাগা, অ্যামন-মিউর, অ্যান্টি-টার্ট, আর্স, ব্যাপটি, ব্যারা-কার্ব, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, চায়না, ডিজি, ইল্যা, হেলি, হিপার, ক্রিয়ো, লরো, লাইকো, ম্যাগ-মিউর, মার্ক, নাক্স-ভম, স্যাঙ্গু, সিকে, সাইলি, সিপি, সালফ, জিঙ্ক।

পরিবর্তনশীল (Changing Paroxysm)—ইগ্ন্যা, ইগ্নে, পালস, সিপি।

পরিবর্তনশীল কুইনিন অপব্যবহারের জন্য—আর্স, ইল্যাটে, ইউপো-পার্ফো, ইগ্নে, ইপি, নাক্স-ভম, পালস্।

পাকাশয় সংক্রান্ত (gastric)—অ্যাকোন, অ্যান্টিম টার্ট, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, কার্বোভেজ, ক্যামো, বেলি, সিকেলি, ভেরে।

পালা জ্বর—শীত দেখুন।

প্রদাহ জনিত—(Inflammatory)—অ্যাকোন, বেল, ব্রাই, ক্যামো, ল্যাকে, কলচি, মার্ক, ফস।

বিরক্তির জন্য—(From vexation)—পেট্রো, ফস-অ্যা, সিপি।

ম্যালেরিয়া—আর্ণিকা, ক্যাডমি-সা, কার্বো-অ্যানি, চিনি-সা, চায়না, চেলিডো, ইউক্যা, ইউপে-পার্ফো, জেল্স, ইপি, ম্যালে-এ, নেট্র-সা, নাক্স-ভম, সোরি, টেরি, সাল্ফ-অ্যা, ভেরেডি।

শীতাবস্থা থাকে না—অ্যানাকার্ড, আর্জ, এপিস, ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, চায়না, রাস-টক্স ষ্ট্যামো প্রভৃতি।

আগে—ক্যামো, নাক্স-ভম, সাল্ফ।

শীতাবস্থা—৯টা থেকে ১২টার—ক্যামো।

,, ১০টা থেকে ১১টায়—নেট্রাম-মিউর, থুজা।

,, ১০টা থেকে ১২টায়—ব্যাপটি, ক্যাল্কে, নেট্রাম-মিউর।

,, অপরাহ্নে—আর্স, বেল, ব্রাই, জেলস, পালস্, রাস, সাইলি।

,, ১টা থেকে ২টার মধ্যে হলে—আর্স। অপরাহ্নে ২টায় হলে—পালস্।

,, ৩টেয় থেকে ৪টার হলে—এপিস, ইপি, লাইকো।

,, সন্ধ্যায় হলে—ব্যাপটি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যামো, সিনা, পেট্রো, পাল্স, সাল্ফ।

,, অপরাহ্নে ৬ টায়—নাক্স-ভম।

,, সন্ধ্যায় ৬টা থেকে সমস্ত রাত্রি—নাক্স-ভম, রাস-টক্স।

ম্যালেরিয়া, সন্ধ্যায় ৬ থেকে ৭টায়—ক্যাল্কে, নাক্স-ভম।

,, সন্ধ্যায় ৭টায়—ক্যাল্কে, নাক্স-ভম।

,, রাত্রে—আর্স, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, কার্বোভেজ, সিনা, কেলি-বা, ফস্, পালস্, সাল্ফ, রাস-টক্স।

,, রাত্রে ১০টায়—আর্স, হাইড্রো।

,, ,, ১২টা থেকে ৩টায় হলে—আর্স, কেলি-বাই।

,, ,, ১২টা থেকে ২ টায় হলে—আর্স। ১টা থেকে ২টায়—আর্স।

,, ,, ২টায় হলে—আর্স, বেঞ্জো-অ্যা। ২টার পর হলে—থুজা।

শীতসহ (With chill)—অ্যাকোন, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, চেলিডো, ফেরাম, ক্যামো, ইগ্নে, ডিজি, মার্ক, হেলি, নাই-অ্যা, নাই-ভম, ওলিয়ে, প্লাম্ব, পডো, পালস, রাস-টক্স, স্যাঙ্গু, সিপি, ষ্ট্র্যামো, ভেরে, জিজি।

শীতসহ শীত করা সহ (With chilliness)—এপিস, আর্ণি, বেল, কষ্টি, কফি, ইল্যা, কেলি-বা, কেলি-কার্ব, সিপি, পডো, স্পাইজি, স্কুই, জিঙ্ক।

„ বহুক্ষণ ধরে উত্তাপসহ—পডো।

„ বিছানা থেকে হাত বার করলে—ব্যারা-কার্ব, বোরা, হিপার, ষ্ট্র্যামো, নাক্স-ভম।

সর্দিজনিত—অ্যাকোন, আর্স, ব্রাইয়ো, কার্বোভেজ, কোনি, ফেরাম-ফস, হিপার কেলি-আয়োড, ল্যাকে, রাস-টক্স, ফস-অ্যা, সিপি।

সবিরাম পুরানো—আর্স, ক্যাল্‌কে, ক্যাল্‌কে-ফস, কার্বোভেজ, হিপার লাইকো, নেট্রাম-মিউর, সিপি, সাইলি, সাল্‌ফ।

„ তরুণ—আর্স, ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, চিনি-সা, চায়না, জেল্‌স, ইগ্নে, মিউর, নাক্স-ভম।

„ যকৃতের বৃদ্ধিসহ—লাইকো, নেট্রাম-মিউর, নাই-অ্যা।

সম্বন্ধ শীত ও উত্তাপ ও ঘামাবস্থায় পরস্পরের—(Succession of stages)। শীতের পর উত্তাপ—অ্যাকোন, আলুমি, অ্যান্টিম-টার্ট, আর্ণি, বেল, কার্বো-ভেজ, চায়না, সিনা, কলচি, ড্রসে, ইউপে-পার্ফো, গ্র্যাফা, হিপার, হাইয়ো, ইগ্নে, ওপি, পেট্রো, স্পঞ্জি, ষ্ট্র্যামো, সালফ।

সম্বন্ধ শীতের পরে ঘাম (মধ্যের উত্তাপ অবস্থায়)—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইয়ো, কার্বো, কষ্টি, ক্লিমে, ডিজি, আইয়ো, ওপি।

উত্তাপের পর শীত—ব্রাইয়ো, ক্যাল্‌কে, কষ্টি, হোর্প, নাক্স, পালস্‌, সিপি, ষ্ট্যানাম, ষ্ট্যাফি প্রভৃতি।

উত্তাপের পর ঘাম হয়—অ্যামন-মি, আর্স, চায়না, ইগ্নে, কফি, ম্যাঙ্গে, নাক্স-ভম, রাস-টক্স স্যাইলি, ভেরে।

„ পর ঠাণ্ডা জল—ভেরে।

সূর্য্যের উত্তাপজনিত—অ্যান্টি-ক্রুড, বেল, ক্যাম্ফ, গ্লোন।

সূতিকা জ্বর—(Puerperal Fever)—ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, ফেরাম, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভ, ফস, পালস্‌, রাস-র‍্যাড, সালফ।

„ জ্বর—লোকিয়া (প্রসবান্তিক স্রাব) বন্ধ হয়ে—লাইকো, পালস্‌, সালফ।

সেপ্টিক জ্বর—অ্যাসে-অ্যা, অ্যান্থ্রা, এপিস, আর্স, বেল, ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, ক্যাডমি, কার্বোভেজ, কিউরে, কার্বো-অ্যা, একিনে, ফেলি-ফস, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, মিউ-অ্যা, কেলি-ফস, ট্যাবে, টেরি।

সেরিব্রো-স্পাইন্যাল জ্বর—অ্যাকোন, অ্যান্টিম টার্ট, এপিস, আর্জ-নাই, আর্ণি, আর্স, ব্যাপটি, বেল, ব্রাইয়ো, সিফি, সিমি, ইগ্নে, নেট্রাম-মি, নেট্রাম-সা, জিঙ্ক।

স্বল্প বিরাম জ্বর (Remittent Fever)—বেল, অ্যাকোন, অ্যান্টিম-টার্ট, ব্রাইয়ো, ক্যামো, চায়না, জেল্‌সা, ইপি, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, নেট্রাম-সা,

পডো, পালস্, রাস-টক্স, সাল্ফ।

" সকালে—আর্ণি, ব্রাইয়ো, রাস-টক্স, সাল্ফ।

" অপরাহ্নে—আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, জেল্স, ল্যাকে, লাইকো, নাক্স-ভম।

" সন্ধ্যায়—অ্যাকোন, বেল, ব্রাইয়ো, লাইকো, নাক্স-ভম, ফস, পালস্, সালফ।

স্বল্পবিরাম জ্বর—একদিকের গণ্ড রক্তবর্ণ, অপর গণ্ড ফ্যাকাসে—অ্যাকোন, ক্যামো।

" টাইফয়েডে পরিণত হবার সম্ভাবনাময়—অ্যান্টিম-টার্ট, আর্স, ব্যাপটি, ব্রাইয়ো, মিউ-অ্যা, ফস, অ্যা, রাস-টক্স, সিকে।

" টাইফয়েড কুইনিন অপব্যবহারের জন্য—আর্স, রাস টক্স।

" জ্বর শিশুদের—অ্যাকোন, আর্স, বেল, ব্রাইয়ো, ক্যামো, জেল্স, ইপি, সাল্ফ।

হাম জ্বর—উদ্ভেদ জ্বর দেখুন।

হেক্টিক জ্বর—অ্যাসে-অ্যা, আর্স, আর্স-আয়োড, ব্রাইয়ো, ক্যাল্কে, ক্যাল্কে-ফস, ক্যাল্কে-সা, ক্যাম্পি, কার্বো-ভেজ, চায়না, ক্লোরো, চিনি, হিপার, আইয়ো, ইপি, কেলি-আর্স, কেলিকার্ব, কেলি-ফস, কেলি-সা, ল্যাকে, লাইকো, মার্ক, ফস-অ্যা, পাইরো, স্যাম্বু, সিনি, সিপি, স্ট্যানাম, সাল্ফ, কিউবা, থুজো।

হেক্টিক উপশম, খাওয়ার পর—অ্যানাকা, আর্স, ক্যামো, চায়না, ফেরাম, ইগ্নে, লেডাম, লাইকো, মিউ-অ্যা, পালস্, বো-ভি।

" জ্বর নড়াচড়ায়—ক্যাম্পি, লাইকো, পাল্স, রাস-টক্স, ভ্যালে।

" জ্বর বাতাসে—ক্যাল্হা, মস্ক, নেট্রাম-মিউর।

" জ্বর খোলা বাতাসে ভ্রমণ—পালস্, ফস।

" বৃদ্ধি খাওয়ার পর—অ্যাঙ্গা, বেল, ব্রাই, কষ্টি, ক্যামো, ল্যাকে, লাইকো, নাই-অ্যা, নাক্স-ভম, ফস, সিপি, সাল্ফ।

" জ্বর উন্মোচনে, গাত্রাবরণ—অ্যাকোন, ক্যামো, ম্যাগ-কার্ব, সাইলি।

" জ্বর গরমে হয়—অ্যাকোন, এপিস, ক্যামো, ইগ্নে, লেডাম, পেট্রো, রাস-টক্স, সাল্ফ, ভেরে।

" জ্বর উন্মোচনে গৃহে—অ্যামন-মিউর, এপিস, ব্রাইয়ো, ইপি, লাইকো, সাল্ফ, পালস্।

" বৃদ্ধি গরমে—এপিস, ব্রাইয়ো, ইগ্নে, পালস্, ওপি, স্ট্যাফি।

" বৃদ্ধি পানে, পানীয়—ব্যারা-কার্ব, ক্যামো, ক্যাল্কে, কফি।

" বৃদ্ধি খোলা বাতাসে—চায়না, নাক্স-ভম, মস্ক।

সমাপ্ত